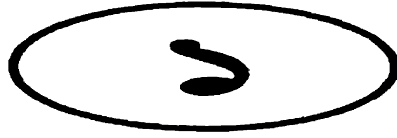
প্রথম মুদ্রণ
শ্রাবণ ১৩৬১, অগস্ট ১৯৫৪

সূচিপত্র



ইঁদুর ফাঁদ



হিমেল হাওয়া দেহের হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এসেছে চারদিকে। আকাশের বিশাল বুকে পেঁজা পেঁজা বরফ জড়িয়ে আছে। তার ফলেই আরো ঘন হয়ে উঠেছে অন্ধকার।

কালো ওভারকোট গায়ে লোকটিকে এবার দেখা গেলো। মাফলারটা গলার ওপর দিয়ে থুঁতনিরও এক অংশ ঢেকে দিয়েছে। মাথার টুপি চোখের কোণ পর্যন্ত টানা। কালভার স্ট্রীট ধরেই পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো লোকটা। চুয়াত্তর নম্বর বাড়ির সামনে এসে থামলো। বদ্ধ দরজা সংলগ্ন কলিংবেলের লাল বোতামটাও টিপে দিলো হাত বাড়িয়ে। দূরে কোথায় একটা অস্বস্তিকর ক্রিরিং...ক্রিরিং শব্দ জাগলো বাতাসে। কান পেতে সেটাও সে শুনতে পেলো।

শ্রীমতী ক্যাসির দুহাতই তখন কাজে জোড়া। অথচ বেলের দাবি না মানলেও নয়। 'জাহান্নামে যাক ঘন্টি! তারা জীবনটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে!' আপন মনে মনে গজগজ করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো ক্যাসির দরজা খুলে উঁকি মারলো বাইরে।

নিকষ অন্ধকারের বুকে লোকটা যেন একটা পটে আঁকা ছবি। কণ্ঠস্বরও মৃদু আর খসখসে। 'মিসেস লিয়ন...?'

'তিন তলায় পাবেন।' ক্যাসির কাটাছাঁটা উত্তর। তার মনের ঝাল এখনো মেটেনি। 'এই সোজা সিঁড়ি।...? আপনার আসবার কথা কি তার আগে থেকে জানা আছে?'

কোন কথা না বলে শুধু ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়লো আগন্তুক।

'তাহলে এই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে যান। দরজায় নক করলেই তার সাড়া পাবেন।'

মলিন কার্পেট পাতা সিঁড়ি বেয়ে অপরিচিত আগন্তুক যখন ওপরে উঠে গেলো তখনো পেছন থেকে তার দিকে তাকিয়ে ছিলো ক্যাসি। পরে অবশ্য ক্যাসি স্বীকার তবে ও ভেবেছিল হয়তো ঠান্ডা লাগার জন্যেই গলা বসে গেছে আগন্তুকের। সেই জন্যেই কণ্ঠস্বর এত মৃদু আর খসখসে। তাছাড়া আবহাওয়াও এমন ছিলো যাতে এই ধরনের ঠান্ডা লাগা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

সিঁড়ির বাঁক নেবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু নরম সুরে শিস দিতে শুরু করেছিল আগন্তুক। অনেক দিনের পুরনো ছেলে ভোলানো একটা ছড়ার সুরই ধ্বনিত হলো তার শিসের মাধ্যমে। 'তিনটে ইঁদুর অন্ধ...আহা তিনটে ইঁদুর অন্ধ।'



মলি ডেভিস গেটের সামনে দাঁড়িয়ে নতুন লাগানো ঝকমকে সাইনবোর্ডটার দিকে চোখ তুলে তাকালো।

মঙ্কসওয়েল ম্যানর
অতিথিশালা

প্রসন্ন খুশিখুশি ভঙ্গিতে মাথা দোলালো মলি। হ্যাঁ, এতক্ষণে কিছুটা পেশাদারি ভাব ফুটে উঠেছে। সকলেই স্বীকার করবে সে কথা। তবে 'অতিথি' শব্দের মাঝের অক্ষরটা একটু যেন বড় হয়ে গেছে আকারে। 'ম্যানর'-এর শেষ অংশটুকুও কেমন যেন ঘেঁষাঘেঁষি। তাহলেও মোটের ওপর খুব ভালোই দেখাচ্ছে সাইনবোর্ডটা। জিল সত্যিই বেশ ভালো কাজ করেছে। সব ব্যাপারেই জিল চালাক-চতুর। আর তাছাড়া কত রকমের কাজই যে ও করতে পারে! প্রতিদিনই মলি যেন নতুন করে আবিষ্কার করছে তার এই স্বামীটিকে, সত্যিই তার পতিদেবতাটি অসংখ্য গুণের আধার! আর নিজের সম্বন্ধে এত কম কথা বলে জিল যে তার প্রতিটি গুণপনার নিদর্শনই যেন খুঁজে পেতে বার করে আনতে হয় মলিকে। নৌবাহিনীর প্রাক্তন লোকেরা স্বামী হিসেবে খুবই কাজের—এমন একটা প্রবাদ সে বহুদিন থেকেই শুনে আসছে, আজ সত্যিই সেটা উপলব্ধি করলো হৃদয় দিয়ে।

অবশ্য তারা যে নতুন ঝুঁকি নিতে চলেছে তাতে জিলের মতো এমন একজন সর্বগুণসম্পন্ন

লোকেরও একান্ত প্রয়োজন। কেন-না হোটেল চালাবার ব্যাপারে তার এবং জিলের প্রত্যক্ষ কোন অভিজ্ঞতা নেই। এ বিষয়ে তারা দুজনেই একবারে আনাড়ী। তবে এর মধ্যে এক ধরনের মজাও আছে। এবং বর্তমান গৃহ-সমস্যা সমাধানের পথেও এর কিছুটা ভূমিকা থাকবে।

মলির মাথাতেই এই অভিনব পরিকল্পনার প্রথম উদ্ভব। বেমক্কা একদিন যখন তার অশীতিপর বৃদ্ধা পিসি তাঁর প্রাসাদোপম বিশাল মঙ্কসওয়েল ম্যানরটা তাঁর একমাত্র আদুরে ভাইঝিকেই দিয়ে গেছেন—তখন স্বাভাবিকভাবেই এই নবীন দম্পতি সেটা বিক্রি করে দেবার কথাই ভেবেছিল। জিল তাকে ঠাট্টার সরে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমার পিসির এই বাড়িটা কেমন?' উত্তরে মলি জানিয়েছিল, 'ওঃ, সে এক বিরাট প্রাসাদ বললেই চলে, সাবেকী আমলের ভারী ভারী আসবাবপত্রে ঠাসা। তার ওপর বাড়ির চারধারে কি বিরাট বাগান! তবে সে বাগানের এখন যা হাল হয়েছে তা চোখে দেখা যায় না। চারদিক আগাছায় ভর্তি। কারণ মালীদের যে আকাল! গত যুদ্ধের পর থেকে একজন মাত্র বুড়ো মালীই অবশিষ্ট আছে। তার একার পক্ষে সমস্ত বাগানটার ওপর নজর রাখাও দুষ্কর।'

সেইজন্যে দুজনের সংসারে ব্যবহারের উপযোগী সামান্য কিছু হালকা ধাঁচের আসবাবপত্র সরিয়ে রেখে পুরো বাড়িটাই তারা বিক্রি করে দিতে মনস্থ করলো। সেই টাকা থেকে অনায়াসে একটা ছোটখাটো ফ্ল্যাটও কিনে নেওয়া যাবে।

কিন্তু এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম দুটো অসুবিধে দেখা দিল। প্রথমত বাজারে তাদের দুজনের জন্যে মনোমত কোন ছোট ফ্ল্যাটবাড়ি খুঁজে পাওয়া গেলো না। দ্বিতীয়ত বুড়ি পিসির ভিক্টোরিয়ান যুগের আসবাবপত্রগুলো সমস্তই এত বেশী ভারী আর জবড়জং যে তাদের নাড়াচাড়া করাই দুঃসাধ্য। তার ওপর লোকে সেগুলো কিনতে চাইবে কিনা সন্দেহ!

'তাহলে', মলি বললো, 'আসবাবপত্র যেখানে যা আছে সেই সমেত পুরো বাড়িটাই তো আমরা বিক্রি করে দিতে পারি। আমার মনে হয় খদ্দেরের অভাব হবে না।'

এ বিষয়ে সলিসিটার তাদের ভরসা দিয়েছিলেন। আজকালকার দিনে সব কিছুই বিক্রি হয়। এমন কি হোটেল বা অতিথি শালার জন্যেও কেউ হয়তো বাড়িটা কিনতে চাইবে। তখন সমস্ত ফার্নিচারগুলোও তার দরকার পড়বে। এমনি কি হোটেল বা অতিথি শালার জন্যেও কেউ হয়তো বাড়িটা কিনতে চাইবে। তখন সমস্ত ফার্নিচারগুলোও তার দরকার পড়বে। তার ওপর স্বর্গীয়া মিস এমরি যুদ্ধের আগে বিস্তারিত ভাবেই বাড়িটাকে মেরামত করে নিয়েছিলেন। আধুনিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেরও নানা রকম ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। সমস্ত বাড়িটা এখনো খুব ভালো অবস্থাতেই আছে।

তারপরেই মলির মাথায় মতলবটা খেলে গেলো। 'জিল, আমরা নিজেরাই তো একটা অতিথিশালা চালু করতে পারি?'

জিল প্রথমেই উড়িয়েই দিয়েছিলো মলির এই আষাঢ়ে ধ্যান-ধারণা, জিল কিন্তু নাছোড়বান্দা। 'কেন, প্রথম প্রথম আমরা না-হয় দুচারজন অতিথি নেবো। একেবারে গোড়াতেই বেশি বাড়াবাড়ি করবাব কোন দরকার নেই। বাড়িটা এমনিতেই বেশ ঝকঝকে তকতকে। প্রতিটি শয়নকক্ষে ঠান্ডা এবং গরম দুরকম জলের বন্দোবস্ত আছে। ঘর গরম রাখবার জন্যে বড় বড় চুল্লী। তাছাড়া রান্নাঘরে গ্যাসের ব্যবস্থাও খুব ভালো। বাগানে একপাশে হাঁস-মুরগীও পুষতে পারি আমরা। বাগানটায় নানা ধরনের তরিতরকারিও লাগানো যায়।'

'এতসব ঝামেলা-ঝক্কি সামলাবেটা কে? চাকর-বাকর পাওয়া যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার সে তো তুমি জানোই!'

'হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। কাজ আমাদের কিছু করতে হবে বটে, তবে আমরা নিজেরাও যদি বাড়ি কিনে বাস করি সেখানেও তো সেই একই কাজের ঝামেলা এসে পড়বে। অবশ্য এক্ষেত্রে কাজের চাপ একটু বাড়বে—এই যা। সেটা আর এমন কি? ব্যবসাটা পুরোদমে চালু হবার পর দু-একজন ঝি-দাসীও আমরা নিশ্চয় পেয়ে যাবো। তার ওপর মনে করো, আমরা যদি প্রথমে পাঁচজন অতিথি নিয়ে হোটেল চালু করি এবং তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে সপ্তায় সাত গিনি করে পাই...' মাঝপথে কথা থামিয়ে

মলি মনে মনে তার কল্পিত ব্যবসার লাভলোকসানের অঙ্ক নিয়ে মেতে উঠলো।

'তাছাড়া আরো একটা কথা আছে', মলি আবার বোঝাতে চেষ্টা করলো জিলকে, 'বাড়িটাতো আমাদেরই থাকবে। আসবাবপত্রে সুসজ্জিত এমন একটা বাড়ি থাকাও কম নয়! আমাদের দুজনের বাসের উপযোগী কোন ছোট বাসাবাড়ি দু এক বছরেও খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ!'

মলির এই শেষের যুক্তিটা উড়িয়ে দিতে পারলো না। বিয়েটা তারা খুব তাড়াতাড়িই সেরে নিয়েছিলো, কিন্তু তারপর থেকে দুজনে ঘর বেঁধে বাস করবার মতো তেমন কোন অখন্ড অবসর খুঁজে পায় নি। এখন দুজনেই একটা ছোট সংসার পাতবার জন্যে মনে মনে হন্যে হয়ে উঠেছে। তার ফলেই এই বৃহৎ প্রচেষ্টার প্রথম সূত্রপাত। স্থানীয় সংবাদপত্রে এবং লন্ডন টাইমস-এ বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো। তার উত্তরও এলো নানা রকম।

আজকেই তাদের অতিথিশালার প্রথম উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। প্রথম অতিথিটিরও আসবার কথা আজ। সাত সকালেই জিল গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে। সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত কিছু পুরনো তারের জাল নিলামে বিক্রি হবে। যদি সুবিধে দরে পাওয়া যায় এই আশায়। নিলাম-ঘরটি এখান থেকে কিছুটা দূরে। শহরের অপর প্রান্তে। মলি জানিয়ে রেখেছিল ও একবার পায়ে পায়ে গ্রামের দিকে যাবে। শেষ বারের মতো কিছু কেনাকাটার প্রয়োজন।

ওদের কাছে এখন একমাত্র প্রতিকূল হচ্ছে আবহাওয়া। গত দুদিন ধরে যা ঠান্ডা পড়েছে তা আর কহতব্য নয়। তার সঙ্গে আবার নতুন উপদ্রব যুক্ত হলো তুষারপাত। মেঠো পথ ধরে দ্রুত পা চালালো মলি। তার একরাশ উজ্জ্বল কোঁকড়া চুলের ফাঁকে ফাঁকে শুভ্র তুষার জড়িয়ে যাচ্ছে। বাহারি ওয়াটারপ্রুফের খাঁজে খাঁজেও পেঁজা তুলোর মতো বরফের কুচি। আবহাওয়া সম্বন্ধে বেতারে যে ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে তাও রীতিমতো আশঙ্কাজনক। শীগ্‌গিরই নাকি প্রবল বেগে বরফ পড়তে শুরু করবে।

জলের পাইপগুলোর মধ্যে যদি বরফ জমে যায় তাহলেই সমূহ সর্বনাশ! মনে মনে উদ্বিগ্ন হলো মলি। প্রারম্ভিক সূচনাতেই এ ধরনের বিপর্যয় খুবই অশুভ নিদর্শন। হাতে বাঁধা রিস্টওয়াচটাও দেখে নিল একপলক। বৈকালিক চায়ের সময় পেরিয়ে গেছে। জিল কি ফিরে এসেছে ইতিমধ্যে! তাকে না দেখতে পেয়ে জিল হয়তো খুব ভাবনা-চিন্তা শুরু করে দিয়েছে।

'কি করবো বলো, কতকগুলো দরকারী জিনিস ভুলে যাবার ফলেই আমাকে আবার গ্রামের দিকে ছুটতে হলো।' জিলের প্রশ্নের কি উত্তর দেবে সেটাও মলি আগে থেকে ঠিক করে রাখলো। শুনে হয়তো খুব খানিকটা ঠাট্টা করবে জিল। বলবে, 'তোমার সেই টিনের খাবার তো?'

টিনের খাবার নিয়ে জিল প্রায়ই তার সঙ্গে ঠাটা তামাশা করে। এ বিষয়ে মলির একটা বাতিক আছে বলা চলে। রাশীকৃত খাবারের প্যাকেট ঘরের মধ্যে জমা করে রেখে দেয়। কখন কোন্‌টার দরকার পড়বে তার ঠিক কি! তাছাড়া দুজনের ঘর গৃহস্থালির পক্ষে টিনের খাবারই ভালো। রান্নাবান্নার ঝামেলা পোহাতে হয় না।

প্রসন্ন দৃষ্টিতে মলি আবার আকাশের দিকে ফিরে তাকালো। সত্যিই পরিস্থিতি খুব ঘোরালো হয়ে আসছে।

বাড়িতে ফিরে দেখলো, জিল তখনো এসে পৌছয়নি। ঘরদোর আগের মতোই ফাঁকা পড়ে আছে। মলি প্রথমে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো। করবার কিছুই ছিল না, তবু আবার একবার বাসনপত্রগুলো নেড়েচেড়ে গুছিয়ে রাখলো। তারপর চওড়া সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলো। সমস্ত শয়নকক্ষগুলো এখন নিখুঁতভাবে সাজানো-গোছানো। দক্ষিণ দিকের বড় ঘরটা মিসেস বয়েলের জন্যে নির্দিষ্ট আছে। ঘরের মধ্যে মেহগনি কাঠের বিরাট পালঙ্ক। পালঙ্কের চার কোণে মশারি টাঙাবার জন্যে ছতরি লাগানো। আকাশী নীল রঙের বাহারি কাগজে মোড়া ঘরটায় মেজর মেট্‌কাফ থাকবেন। পশ্চিম দিকের বড় খোলামেলা ঘরটায় মিঃ রেন। সমস্ত ঘরগুলোই এখন খুব ছিমছাম পরিপাটি দেখাচ্ছে। তার ওপর বৃদ্ধা ক্যাথারিনের যে এত লিনেনের স্টক ছিলো তার জন্যেও মলি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। খুবই কাজে লাগছে এখন সেগুলো। হাত দিয়ে বিছানার চাদরটা একবার ঝেড়ে দিল মলি, তারপর আবার সিঁড়ি বেয়ে

নিচে নেমে এলো। ইতিমধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। বাড়িটা যেন হঠাৎই খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগে তার কাছে। বড় বেশি নির্জন। এখানে থেকে নিকটবর্তী গ্রামের দূরত্ব পাকা দু মাইল। শহরে যেতে গেলেও দু মাইল পেরিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ দুমাইলের মধ্যে কোন লোকালয়ের চিহ্ন নেই।

এর আগেও সে এই বাড়ির মধ্যে অনেক সময় একা একা কাটিয়েছে। কিন্তু আজকের এই নির্জনতা যেন বড় বেশি অস্বস্তিকর, স্নায়ুর ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

কাচের সার্শির ওপর বরফ এসে পড়ায় এক ধরনের মৃদু খসখসে শব্দ হচ্ছে। কেউ যেন চাপা কণ্ঠে ফিসফিস করছে একনাগাড়ে। অস্বস্তিতে কেঁপে উঠলো মলি। দৈবদুর্বিপাকে জিল যদি আজ এসে না পৌঁছতে পারে! তুষারপাতের ফলে যদি রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে? যদি সত্যিই তাকে এই নির্জন বাড়িতে একা একা থাকতে হয়। ঈশ্বর না করুন, যদি প্রকৃতই সেই রকম অবস্থা হয় তবে কদিনের জন্যে যে তাকে এখানে বন্দী হয়ে থাকতে হবে তারই বা স্থিরতা কি একদিনের মধ্যে রাস্তাঘাট পরিষ্কার হয়ে যাবে, তারও কোন ভরসা নেই।

মলি এবার রান্নাঘরটার মধ্যে চোখ বোলালো। আকারে-প্রকারে ঘরটা বেশ বড়। দশাসই চেহারার একজন পাচক না থাকলে এ ঘর মানায় না। শক্ত কেকের সঙ্গে দুধ বিহীন কালো চা পান করতে করতে ভাবতে লাগলো মলি। পাচকের সাহায্যকারী হিসেবে একজন বয়স্কা পরিচারিকাও চাই। সেই সঙ্গে ছিমছাম চেহারার একজন তরুণী ঝি। তাছাড়া রান্নাঘর পরিষ্কারের জন্যে আরো একজন বুড়ি ঝি-এরও একান্ত প্রয়োজন, যে বাবুদের খাওয়া-দাওয়ার সময় দূরে দাঁড়িয়ে ভীতচকিত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করবে সবকিছু। কিন্তু এত সমস্ত দাসদাসীর পরিবর্তে মলি এখন একা। এবং তাকে যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হচ্ছে সেটাও তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত—নতুন। এই মুহূর্তে তার সমস্ত জীবনটাই যেন তার কাছে অস্বাভাবিক অবাস্তব ঠেকছে। এমন কি জিলও যেন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয়। মলি যেন শুধু একটা নির্দিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছে—নিছকই অভিনয়।

সার্শির ওপাশে যেন কালো ছায়া পড়লো। চমকে লাফিয়ে উঠলো। সদর দরজায় ঠকঠক টোকা দেবার শব্দও মলি শুনতে পেলো। অপরিচিত আগন্তুক এখন উন্মুক্ত দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বর্ষাতির ওপর থেকে তুষারের কুচিগুলো ঝেড়ে ফেলছে। তারপর সে বেশ ধীরে সুস্থেই খালি বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো।

পলকের মধ্যে দৃষ্টি-বিভ্রম দূর হয়ে গেল মলির। 'ওঃ জিল!' আনন্দে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো ও। 'তুমি ফিরে এসেছো জেনে আমার এত ভালো লাগছে...!'

'আজকের আবহাওয়াটা এত জঘন্য। আমি ঠান্ডায় একবারে জমে গেছি বললেই চলে!'

জিল ভেতরে ঢুকে শান বাঁধানো মেঝের ওপর পা ঝাড়লো জোরে জোরে। হাতে হাত ঘষে উষ্ণতা সঞ্চারের চেষ্টা করলো শরীরে।

সহজাত অভ্যাস বসেই মলি জিলের ছুঁড়ে-ফেলা কোটটা সযত্নে তুলে নিয়ে হ্যাঙ্গারে টাঙিয়ে রাখলো। কোটের পকেট থেকে একগাদা জিনিসপত্র বার করে গুছিয়ে রাখলো টেবিলের ওপর। একটা মাফলার, দৈনিক পত্রিকা একটা, এক বান্ডিল গুলিসুতো আর সকালের ডাকে আসা কয়েকটা চিঠিপত্র। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে কেটলি করে জল চাপালো গ্যাসের উনুনে।

'তুমি কি তারের জাল পেয়েছো?' প্রশ্ন করলো মলি। 'সামান্য একটা জিনিস কিনতে গিয়ে যেন একটা যুগই কাটিয়ে দিলে!'

'না, যে ধরনের জালের কথা আমি ভেবেছিলাম এগুলো সেরকম নয়। এতে আমাদের কোন কাজ হবে না। খবর পেয়ে অন্য আর এক জায়গাতেও খোঁজ করলাম। কিন্তু সেগুলোও দেখলাম সব একই রকম। এদিকে তুমিই বা এতক্ষণ কি করলে? ইতিমধ্যে কেউ নিশ্চয় উপস্থিত হন নি?'

'মিসেস বয়েল সকালের আগে এসে পৌঁছচ্ছেন না।'

'মেজর মেটকাফ আর মিঃ রেনের তো আজকেই আসবার কথা?'

'মেজর ভদ্রলোক চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, তিনিও কাল সকালের আগে আসছেন না।'

'তাহলে তো ডিনারের জন্যে কেবলমাত্র মিঃ রেনই অবশিষ্ট রইলেন। তিনি লোক কি রকম হবেন বলে তোমার ধারণা? আমার তো মনে হয় ভদ্রলোক বেশ গম্ভীর প্রকৃতির অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী।'

'না না, আমার বিশ্বাস তিনি একজন শিল্পী।'

'তোমার আশঙ্কাই যদি সত্যি হয়', ঠাট্টার সুরে জিল বললো, 'তবে তাঁর কাছ থেকে আমরা এক হপ্তার অগ্রিম নিয়ে রাখবো।'

'তুমি যে কি বোকার মতো কথা বলো! আমাদের অত ভাবনার কি আছে? তিনি তো শুধুহাতে এখানে এসে উঠছেন না। মালপত্র নিশ্চয় কিছু সঙ্গে থাকবে। যদি সত্যিই বিল মেটাতে অপারগ হন তবে আমরা তাঁর মালপত্র আটকে রাখবো।'

'কিন্তু ধর যদি দেখা যায়, তার মালপত্র কেবল পুরনো খবরের কাগজে মোড়া বড় বড় পাথরের টুকরো—তাহলে? আসল সমস্যাটা হচ্ছে এই ব্যবসার নাড়িনক্ষত্র কিছুই আমরা জানি না। কোন অভিজ্ঞতাই নেই আমাদের। আর একটা কথা, আমরা যে সম্পূর্ণ আনাড়ী সেটাও যেন আমাদের অতিথিরা আঁচ করতে না পারেন।'

'মিসেস বয়েলের কাছে কিন্তু ব্যাপারটা গোপন রাখা খুবই কষ্টকর হবে।' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে মলি জানালো। 'কেননা তিনি হচ্ছেন সেই প্রকৃতির মহিলা...'

'কি করে তুমি টের পেলে? এখন তো তাঁকে একবারও চোখের দেখাও দেখিনি!

মলি কোন উত্তর দিল না। টেবিলের ওপর পরিষ্কার কাগজ পেতে তার ওপর কতকগুলো মশলা দেওয়া ছানার কেক সাজিয়ে রাখলো। তারপর একটা পাথরের সাহায্যে পিষতে লাগলো সেগুলো।

'এগুলো আবার কি কাজে লাগবে—' বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করলো জিল।

'গরম টোস্টের ওপর এই কেকের গুঁড়োগুলো পুরু করে লাগিয়ে দেওয়া হবে।' ঠোঁটের ফাঁকে রহস্যময় হাসি ছড়িয়ে জবাব দিল মলি। 'প্রথমে নরম রুটির টুকরোর সঙ্গে সেদ্ধ আলুর টুকরো মিশিয়ে স্যান্ডউইচ তৈরি করবো। তারপর গরম স্যান্ডউইচের ওপর এই কেকের গুঁড়োগুলো পুরু করে মাখালে এক নতুন ধরনের খাবার তৈরি হবে।'

'সত্যিই তুমি একজন পাকা রাঁধুনি।' প্রশংসার সুরে বলে উঠলো জিল।

'এ বিষয় আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে। যে-কোন একটা দিকে মন দিলে আমি সেটা খুব ভালোই করতে পারি। কিন্তু অনেকগুলো ঝামেলা এক সঙ্গে ঘাড়ে এসে চাপলে তখনই দুচোখে অন্ধকার দেখতে হয়। বিশেষ করে ব্রেকফাস্টের জোগান দেওয়া তো আমার কাছে খুবই শ্রমসাধ্য ব্যাপার।'

'কেন?'

'কারণ তখন দশভুজা রূপ না ধরলে সমস্ত কিছু সামাল দেওয়া যায় না। একই সঙ্গে ডিম সেদ্ধ, শুয়োরের মাংস, গরম দুধ, কফি, টোস্ট সবই দরকার। দুধটা হয়তো উথলে উঠলো, কিংবা টোস্টাটা বোধ হয় পুড়ে গেলো আবার মাংসটা যেন বেশি ভাজা না হয় বা ডিমটাও সেদ্ধ হতে হতে শক্ত না হয়ে যায়—সেদিকেও সজাগ লক্ষ্য রাখতে হবে। শিকারী বেড়ালের মতো ক্ষিপ্র এবং তৎপর না হলে এঁটে ওঠা দুঃসাধ্য।'

'তাহলে একই সঙ্গে তোমার দশভুজা রূপ আর মার্জারী মূর্তি দেখে নয়ন সার্থক করবার জন্যে কাল সারাদিনই আমি অলক্ষ্যে থেকে রান্নাঘরের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবো।'

'জল ফোটাবার সময় হয়েছে।' তাড়া দিল মলি। 'আমি কি সাজসরঞ্জাম সব লাইব্রেরী ঘরে নিয়ে যাবো? খবর তো এক্ষুণি শুরু হবে। টেলিভিশনে খবর শুনতে শুনতেই না হয় আজকের চা-পর্বটা সমাধা করবো দুজনে।'

'তুমি আজকাল যে পরিমাণ সময় রান্নাঘরে কাটাতে শুরু করেছো তাতে এখানেও একটা টেলিভিশনের ব্যবস্থা করলে মন্দ হয় না।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়! এই রান্নাঘরটা আমি খুবই ভালবাসি। এতবড় রান্নাঘর কোথায় পাবে? সমস্ত কিছুর

জন্যেই কেমন সুন্দর পরিপাটি ব্যবস্থা আছে। আর এটা আয়তনেও কত বড়! এতবড় একটা রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকলে আমি মনে মনে একধরনের স্বচ্ছলতা অনুভব করি। মনে হয় জীবনে যেন কোন কিছুরই আর অভাব নেই। তবে এখনো পর্যন্ত নিজে হাতে রান্না করতে হয়নি, সেটাও একটা মস্ত আশীর্বাদ।'

'আমার ধারণা এতবড় রান্নাঘর ব্যবহার করলে রেশনে এক বছরে যে জ্বালানি বরাদ্দ আছে এখানে একদিনেই তা নিঃশেষ হয়ে যাবে।'

'সে তো হবেই! আপনি-কপনির সংসারের জন্যে তো আর এ রান্নাঘর তৈরি হয়নি! এখানে যজ্ঞি বাড়ির রান্না রাঁধা যায়। সেইসব দিনগুলোর কথা একবার স্মরণ কর তো! এখানে থরে থরে ভেড়ার রাঙ আর গোরুর নিতম্ব ঝলসানো হচ্ছে। বিবাট কাচের পাত্রে সুরক্ষিত রাখা আছে চিনির আরকে জরানো স্বরে তৈরি সুস্বাদু স্ট্রবেরির আচার। ভিক্টোরিয়ান যুগের লোকেরা কি সুখেই না তাদের দিনগুলো কাটিয়ে গেছে! দোতলার আসবাবপত্রগুলোও দেখো, সমস্তই কেমন মজবুত আর আরামদায়ক। কত সহজেই সেগুলোর ব্যবহার করা যায়। সেই সঙ্গে আমাদের ভাড়া করা ফ্ল্যাটের কথাও চিন্তা কর। আসবাবপত্রগুলো কত পলকা। ঠিক মতো ব্যবহারের উপযোগীও নয়। কোন ড্রয়ার একবার যদি বন্ধ করো তবে হাজার টানাটানি করলেও তা আর খোলা যাবে না। জানলাটা খুলতে গিয়ে দেখলে তার গায়ে কোন ছিটকিনির ব্যবস্থা নেই!'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক।' জিল বাধিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো। 'সময় সময় খুবই বিরক্তি উদ্রেক করে।'

'চল, খবর বোধ হয় শুরু হয়ে গেল।'

প্রাত্যহিক খবরে আবহাওয়া সম্বন্ধে উদ্বেগজনক ভবিষ্যদ্বাণী করা হলো বৈদেশিক পররাষ্ট্র নীতিতে আগের মতোই অনড় অচল অবস্থা। পার্লামেন্টের ওপর দিয়ে প্রতিবাদমূলক বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে। প্যাডিংটন অঞ্চলে, কালভার স্ট্রীটে একটা নৃশংস হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে। এক ভদ্রমহিলাই এই দুর্ভাগ্যের শিকার।

'আঃ!' মলির কণ্ঠে ক্ষীন অভিযোগ। হাত বাড়িয়ে অফ্ করে দিল সুইচটা। 'কেবল অভাব আর অভিযোগের একঘেয়ে ক্লান্তিকর ধারাবিবরণী! আমি কিন্তু ওদের—কম জ্বালানি কাজে লাগান—আবেদনে আর কোন কর্ণপাত করবো না। এই কনকনে ঠান্ডায় ওরা কি আমাদের জমে যেতে অনুরোধ জানাচ্ছে। তবে আমাদের যে একটা ভুল হয়েছে সেটা কিন্তু মানতেই হবে। প্রথম সূত্রপাত হিসাবে শীতকালটা বেছে নেওয়া উচিত হয়নি। বসন্তকালে আরম্ভ করলেই ভালো হতো।' অল্প থামলো মলি। তারপর সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে বললো, 'যে মেয়েটা খুন হয়েছে তার কথা ভাবতেই কেমন অবাক লাগে!'

'কে? মিসেস লিয়ন?'

'ওর নাম কি লিয়ন? কে যে মেয়েটাকে খুন করলো আর কিই-বা তার উদ্দেশ্য...?

'হয়তো ওর ঘরের মেঝেয় অনেক ধন-সম্পত্তি লুকনো ছিল।'

'আচ্ছা, রেডিওতে বললো যে ঘটনাস্থলের আশেপাশে সেই সময় একজন সন্দেহভাজন লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে তার সন্ধান পাবার চেষ্টা করছে পুলিশ। তার মানে কি ওই লোকটাই মেয়েটাকে খুন করেছে?'

'তাই হয়তো হবে। তবে নিশ্চিত প্রমাণ পাবার আগে এইরকম ভদ্র ভাষাই প্রয়োগ করা বিধেয়।'

ঝনঝনিয়ে কলিংবেল বেজে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলো দুজনে।

'সদর দরজার বেল বাজছে।' 'এখন একজন খুনীর অনুপ্রবেশ!' জিল বললো। রহস্যময় ভঙ্গিতে শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়। তোমার না আমার!'

এক ঝলক তুষারের সঙ্গে সঙ্গে মিঃ রেন ভেতরে ঢুকলেন! লাইব্রেরী ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মলি তাকে স্পষ্ট করে দেখতে পেলো না। শুধু বাইরের রুপোলি তুষারের পটভূমিকায় একজন অচেনা ব্যক্তির কালো অবয়বটুকুই সে প্রত্যক্ষ করলো।

সভ্য মানুষের পোশাক-আশাক সর্বদাই কেমন একই রকমের হয়! মনে মনে চিন্তা করলো মলি।

কালো ওভারকোট, মাথায় ধূসর রঙের টুপি গলায় জড়ানো পশমের মাফলার।

মিঃ রেন ভেতরে প্রবেশের পর জিল আবার সদর দরজাটা বন্ধ করে দিল। পোশাক-পরিচ্ছদের ওপর থেকে ব্যস্ত হাতে তুষার ঝাড়তে লাগলেন রেন। হাতে ধরা স্যুটকেসটার ওপরও পুরু হয়ে তুষার জমে আছে। সেগুলোও ঝেড়ে ঝেড়ে মাটিতে ফেলে দিলেন। সেই সঙ্গে বকে চললেন এক নাগাড়ে। তার গলার স্বর কিছুটা তীক্ষ্ণ। দূর থেকে শুনলে মনে হয় কেউ যেন ঝগড়া করছে। আলোয় আসতে দেখা গেল ভদ্রলোক এখনো যুবক। রোদে পোড়া তামাটে চুল। ছোট ছোট চোখে জ্বলজ্বলে অশান্ত দৃষ্টি।

'কী ভয়াবহ, কী সাংঘাতিক আবহাওয়া!' অসুখী কণ্ঠে বিড়বিড় করলেন তিনি। শীতকালীন ইংলন্ডের এমন চরম রূপ আর কখনো দেখা যায় নি। মনে হয় যেন ডিকেন্সের সেই বিখ্যাত ক্রিস্টমাসের বর্ণনাকেও ছাপিয়ে গেছে! বাইরে দাঁড়িয়ে এর ধকল সামলানো সহজ কথা নয়। আপনারাও নিশ্চয় তা স্বীকার করবেন? আমাকে ওয়েলস্ থেকে এতটা পথ পাড়ি দিয়ে এখানে আসতে হয়েছে।....আপনিই কি মিসেস ডেভিস? বাঃ খুবই চমৎকার!' দ্রুত হাত বাড়িয়ে মলির সঙ্গে করমর্দন করলেন তিনি। 'আমি কিন্তু মনে মনে আপনাকে যেভাবে কল্পনা করেছিলাম বাস্তবের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। ভেবেছিলাম ভারত প্রত্যাগত সেনাবাহিনীর কোন অধিনায়কের বিধবা স্ত্রী বা ঐ জাতীয় কেউ হবেন। আচার-ব্যবহারও একবারে খাঁটি মেমসাহেবের মতো কড়া আর রাশভারী। পান থেকে চুনটুকু পর্যন্ত খসতে দেন না। কিন্তু এখন আপনাকে দেখে সত্যিই খুব আনন্দ হচ্ছে। কেমন একটা স্বর্গীয় মনোরম পরিবেশ। আপনি কি মোমের তৈরি রঙবেরঙে ফুল দিয়ে ঘরদোর সব সাজিয়ে রেখেছেন? অথবা স্বর্গের পাখীদের খাঁচায় ভরে বাগানে রেখে দিয়েছেন? যদিও তার কোন প্রয়োজন নেই। কেন-না এমনিতেই জায়গাটা আমার খুব মনে ধরেছে। আমার ধারণা ছিল এটা হয়তো ভিক্টোরিয়ান যুগের কোন জরাজীর্ণ সাবেকী প্রাসাদ। কড়ি বরগা জানলা কপাট সব খুলে খুলে পড়ছে। কিন্তু ভেতরে পা দিয়ে আমার সে ধারণা সম্পূর্ণ পালটে গেছে। বাড়িটার অবস্থা তো বেশ ভালোই উপরন্তু হাল আমলের যাবতীয় সুখ-সুবিধের ব্যবস্থা আছে এখানে। আচ্ছা, শোবার ঘরে নিশ্চয় হাল আমলের যাবতীয় সুখ-সুবিধের ব্যবস্থা আছে এখানে। আচ্ছা, শোবার ঘরে নিশ্চয় বনেদী আমলের মেহগনি কাঠের পালঙ্ক পাতা আছে—যার গায়ে নানা রকমের ফল-ফুল-লতাপাতার ছবি আঁকা থাকে?'

'সত্যি. কথা বলতে কি', একটু ফাঁক পেয়ে মুখ খুললো মলি, 'আমাদের অতিথিদের জন্যে বিলাসবহুল মেহগনি খাটের বন্দোবস্তও করে রেখেছি।'

'তাই নাকি? কি আশ্চর্য! দয়া করে আমাকে একবার দেখাবেন?'

ভদ্রলোক এত ব্যস্তসমস্তভাবে কথাটা উচ্চারণ করলেন যে মলি সবিশেষ অপ্রভিত হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে দরজার হাতল ঘুরিয়ে ডাইনিং হলের মধ্যে পা দিয়েছেন মিঃ রেন। নিজের হাতে সুইচ টিপে আলোও জ্বালালেন তিনি। মলি অনুসরণ করলো তাকে। পেছনে বেজার মুখে জিলের উপস্থিতিও সে অনুভব করলো।

মিঃ রেন এখন মুগ্ধ দৃষ্টিতে ঘরের আসবাবপত্রগুলো নিরীক্ষণ করেছেন। অবশেষে ঈষৎ অভিযোগের সুরেই তিনি মলিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'কিন্তু বনেদী ধাঁচের বড়সড় ডাইনিং টেবিল তো দেখছি না। তার বদলে হাল ফ্যাশানের এই সমস্ত ছোট ছোট টেবিল পাতলেন কেন?'

'আমাদের মনে হলো, আজকালকার লোকেরা এই ধরনের ডাইনিং টেবিলই বেশি পছন্দ করবে।' নিরাসক্ত সুরে জবাব দিলো মলি।

'তা অবশ্য ঠিক!' রেন ডাইনে-বাঁয়ে ঘাড় দোলালেন। 'আমি আমার নিজের স্বপ্নেই তন্ময়। শুধু মাত্র মেহগনির টেবিল থাকলেই চলে না, টেবিলের চরেপাশে বনেদী সম্ভ্রান্ত পরিবারের জমকালো উপস্থিতিরা একান্ত প্রয়োজন। বিরাট একটা চেয়ার জুড়ে পরিবারের কর্তা বসে থাকবেন। তাঁর গালে শ্বেত-শুভ্র চাপদাড়ি। লম্বা চওড়া দশাসই চেহারার পুরুষ হবেন তিনি। পাশের চেয়ারে মূর্তিমতী করুণার প্রতীক তাঁর স্ত্রী। তাঁদের আশেপাশে তাঁদের জনা দশবারো ছেলেমেয়ে; গম্ভীর মুখের একজন পরিচারিকাও

থাকবে সেখানে। পরিবারের অন্যান্য দাসদাসীরাও আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে। এইরকম পরিবেশের মাঝখানেই মেহগনি কাঠের ডাইনিং টেবিল শোভা পায়।'

'আমি আপনার স্যুটকেসটা ওপরে নিয়ে যাচ্ছি।' রেনের বক্তৃতার মাঝখানেই জিলের গম্ভীর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হলো। 'সিঁড়ি দিয়ে উঠে পশ্চিম দিকের বড় ঘরটাই আপনার জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, তাই ভাল।' মলিও মাথা নাড়লো।

জিল স্যুটকেসটা হাতে ধরে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলো। ততক্ষণে রেন আবার ডাইনিং হল ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন।

'আচ্ছা খাটের চারপাশে নিশ্চয় মশারি টাঙাবার জন্যে ছতরি লাগানো আছে, আর মশারিটাও নিশ্চয় খুব বাহারি ধরনের? মশারির মাথায় সুতো দিয়ে নানা রঙের ফুল তোলা?'

'না না, ওসব কিছুই নেই।' ওপরে উঠতে উঠতে জবাব দিলো জিল।

'আমার বিশ্বাস, আপনার স্বামীটি আমায় খুব একটা সুনজরে দেখছেন না!' জিল দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হবার পর মন্তব্য করলেন রেন। 'উনি আগে কি করতেন? নিশ্চয় নৌবাহিনীর লোক।'

'হ্যাঁ', ছোট্ট করে জবাব দিলো মলি।

'আমি তাহলে ঠিকই আন্দাজ করেছি। স্থলবাহিনী বা বিমান বাহিনীর লোকদের চেয়ে স্বভাবতই ওদের সহনশীলতা কিছু কম। আচ্ছা কতদিন হলো আপনাদের বিয়ে হয়েছে? আপনি কি আপনার এই স্বামীটিকে গভীরভাবে ভালবাসেন?'

'চলুন আপনার ঘরটা দেখিয়ে আনি। আপনিও নিশ্চয় ঘরটা নিজের চোখে দেখবার জন্যে মনে মনে উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন?'

'হ্যাঁ, কৌতূহল তো একটু থাকবেই। কিন্তু এই প্রশ্নটার জবাব পেতেও আমি খুব আগ্রহী। কারণ আশেপাশের প্রতিটি নরনারীকেই আমি বিশদ ভাবে জানতে চাই। এটা আমার একধরনের নেশাও বলতে পারেন। একজনের বাহ্যিক পরিচয়টুকুই আমার কাছে যথেষ্ট নয়। তারা কি অনুভব করছে বা চিন্তা করছে সে সম্বন্ধেও আমার আগ্রহ অপরিসীম।'

'মনে হয় আপনিই মিঃ রেন?' গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলো মলি।

যুবকটি মাঝ পথে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সহজাত অভ্যাস বসেই নিজের মাথার ঝাঁকড়া চুল ধরেও ঝাঁকি দিলেন বারকয়েক।

'কী আশ্চর্য—আমার নিজের পরিচয়টাই এখনো ভালভাবে জানানো হয়নি! অথচ সেটাই বিশেষ জরুরী। হ্যাঁ, এই অধমই ক্রিস্টোফার রেন। দয়া করে নামটা শুনে হেসে উঠবেন না। আমার বাপ-মা ছিলেন কিছুটা রোমান্টিক ধাঁচের। তাঁদের স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে আমি একজন উঁচুদরের স্থপতি হবো। সেইজন্যে বিশ্ববিখ্যাত স্থপতির অনুসরণে তাঁরা আমার নাম রাখলেন ক্রিস্টোফার। যেন এই নামের জোরেই আমার স্থপতি হবার পথ একেবারে সুগম হয়ে উঠবে! কি অবান্ত ধ্যান-ধারণা ভাবুন তো?'

'আপনি কি সত্যিই একজন স্থপতি?' মৃদু হেসে প্রশ্ন করলো মলি। অনেক চেষ্টা করেও সে এই স্বতঃস্ফূর্ত হাসিটুকু দমন করতে পারলো না।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়!' বেশ গর্বের সুরেই ঘোষণা করলেন রেন। 'অন্তত কিছুটা তো বটেই। অবশ্য পুরোপুরি স্থপতি হবার মতো যোগ্যতা এখনো অর্জন করতে পারিনি, কিন্তু মনে মনে কল্পনা করতে ক্ষতি কি? তবে অনুগ্রহ করে একথাটাও স্মরণ রাখবেন, পিতৃদত্ত এই নামটাই আমার স্থপতি হবার পথে প্রধান অন্তরায়। কারণ হাজার সাধনা করলেও কোনদিনই আমি বিশ্ববিখ্যাত স্থপতি রেনের সমতুল্য হতে পারবো না। তবে ক্রিস্টোফার রেনের স্বকৃত পথই হয়তো একদিন আমাকে খ্যাতির শীর্ষে তুলে দেবে।'

জিল ইতিমধ্যে আবার সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এসেছে। 'আপনার ঘরটা দেখবেন চলুন।' মলি তাড়া দিল রেনকে।

মিনিট কয়েক বাদে মিল যখন একা নেমে এলো, জিল তাকে প্রশ্ন করলো, 'কি ব্যাপার, ওক

কাঠের ছোট ছোট ফার্নিচারগুলো কি ভদ্র লোকের পছন্দ হয়েছে?'

'ভদ্রলোক ছতরি লাগানো মেহগনি খাটের জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ফুল-তোলা মশারিও চাই তার তাই এরকম বাধ্য হয়েই তাকে পাশের ঘরটা ব্যবস্থা করে দিলাম।'

'যত সব বদ বখাটে চ্যাংড়ার দল!' বিরক্ত কণ্ঠে গজগজ করলো জিল।

'শোন জিল, আমার কথাটা মন দিয়ে শোন।' মলি তাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলো। 'আমরা এখানে কোন নিমন্ত্রিত অতিথিকে আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করিনি এটা আমাদের ব্যবসা। এখন প্রশ্ন, এই যে ভদ্রলোক, ক্রিস্টোফার রেন—একে তুমি পছন্দ কর কিনা?'

'না, মোটেই করি না!' অকপটে ব্যক্ত করলো জিল।

'কিন্তু আমার মতে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ওপর খুব এত্তটা জোর দেওয়া উচিত নয়। ভদ্রলোক সপ্তাহান্তে সাত গিনি দিতে রাজী হয়েছেন—আমাদের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট!'

'হ্যাঁ, যদি তিনি ঠিকঠাক পাওনা-গন্ডা মিটিয়ে দেন, তবেই।'

'তাকে তো আমাদের সাপ্তাহিক চার্জের কথা আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তিনিও তাতে রাজী আছেন বলে আমাদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন। সে চিঠিও আমাদের কাছে আছে।'

'তুমি কি নিজহাতে ভদ্রলোকের স্যুটকেসটা পাশের ঘরে রেখে এসেছো?'

'না। তিনিই তার স্যুটকেসটা উঠিয়ে নিয়ে গেলেন।'

'খুব ভালো কথা। তবে তোমার পক্ষেও এটা বইতে কোন অসুবিধে হতো না। ওর মধ্যে যে পাথরের নুড়ি ভরা নেই এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এমনকি স্যুটকেসটা হাল্‌কা যে ওর ভেতর আদপেই কোন জিনিসপত্র আছে কিনা সে সম্বন্ধেই এখন আমার মনে সন্দেহ জাগছে!'

'স্‌স...চুপ! ভদ্রলোক বোধহয় নেমে অসছেন।' মলি ইশারায় সচেতন করে দিলো জিলকে।

ক্রিস্টোফার রেন নিচে নেমে লাইব্রেরী ঘরের দিকে এগোলেন। এই লাইব্রেরী ঘরটা নিয়েও মলির মনে একটা গর্ব আছে। ঘরটা বেশ প্রশস্ত এবং খোলামেলা। চেয়ারগুলো বেশ মজবুত আর বড়সড়! উষ্ণতা সঞ্চারের জন্যে দুধারে চুল্লীর ব্যবস্থাও খুব মনোরম। আধঘন্টার মধ্যেই ডিনার সার্ভ করা হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হলো। রেন ছাড়া বর্তমানে অন্য কোন অতিথি নেই সে কথাও খুলে বললো মলি। ভদ্রলোক সে-ক্ষেত্রে রান্নাঘরে এসে মলির কাজের সাহায্য করতে পারেন।

'প্রয়োজন হলে আমি ওমলেটও ভেজে দিতে পারি!' বেশ আগ্রহ সহকারেই বললেন রেন।

মলিও বিশেষ কোন আপত্তি দেখালো না। রান্নাঘরে ঢুকে কাপ প্লেট ধোয়া-পোঁছার কাজেও যথেষ্ট সাহায্য করলেন ভদ্রলোক।

যদিও ব্যাপারটা ঠিক প্রথাসিদ্ধ নয়, রাত্রে নিজের বিছানায় শুয়ে মনে মনে চিন্তা করলো মলি। অতিথিশালার রীতিনীতি ঠিকমতো পালিত হলো না। এবং জিলও এজন্যেও খুবই অপ্রসন্ন। তবে আগামীকাল অন্যান্য অতিথিরা উপস্থিত হবার পর তখন তো আর এ ধরনের বেনিয়মের কোন সুযোগ থাকবে না। সবকিছু নির্দিষ্ট আইন ধরেই চলবে। এই কথা ভাবতে ভাবতেই তার দুচোখ জুড়ে ঘুমের ঘোর বন্যা নেমে এলো।



সকালটা কিন্তু তরুণ সপ্তরঙে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো না। ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন হয়ে রইলো সারা আকাশ। তার সঙ্গে শুরু হলো অবিশ্রান্ত তুষারপাত। জিলের মুখচোখ গম্ভীর হয়ে উঠলো। মলির মুখে ব্যাপ্ত হলো বিষাদের গ্লানিমা। সমস্ত আবহাওয়াটাই যেন তাদের এক ভয়াবহ প্রতিকূল পরিস্থিতির দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

স্থানীয় ট্যাক্সিতে চেপেই মিসেস বয়েল হাজির হলেন। তুষার কেটে পথ চলার জন্যে এই ট্যাক্সির চাকাগুলোয় বিশেষ এক ধরণের চেন লাগানো থাকে। ট্যাক্সি ড্রাইভারও রাস্তাঘাটের বিপর্যস্ত অবস্থার আশঙ্কাজনক বর্ণনা দিল।

এই তুষারপাত বন্ধ হবার আপাতত কোন সম্ভাবনা নেই। প্রকৃতিদেবী কবে যে শান্ত হবেন একমাত্র ঈশ্বরই তা বলতে পারেন!' গম্ভীর কণ্ঠে ভবিষ্যৎ বাণী করলো ড্রাইভার।

মিসেস বয়েল নিজেও এই বিষাদ-বিধুর পারিপার্শ্বিকের মাঝখানে কোনরকম উজ্জ্বলতার দীপ্তি ফোটাতে পারলেন না! আর আকৃতি বেশ লম্বা চওড়া দশাসই ধরনের; দেখলেই বুকের মধ্যে গুরু গুরু করে ওঠে। কণ্ঠস্বরও বেশ চড়া আর কর্কশ। আচার-আচরণ পুরুষালি ঢঙের। রীতিমতো দাপটের সঙ্গে আশেপাশের সবকিছুকে দাবিয়ে রাখাই যেন তার সহজাত অভ্যাস।

'যদি আমি এটা চালু প্রতিষ্ঠান বলে ধারণা না করতাম, তাহলে কখনোই এখানে আসতে রাজী হতাম না।' বেজার কণ্ঠে শুরু করলেন তিনি। 'স্বভাবিক ভাবেই আমি ভেবেছিলাম নিশ্চয় কোন সুপ্রতিষ্ঠিত অতিথিশালা। যথারীতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই হোটেল পরিচালিত হয়।'

'আপনাকে যে এখানে থাকতেই হবে তারও কোন বাধ্যবাধকতা নেই।' ক্ষোভের সুরে জবাব দিল জিল। 'যদি জায়গাটা আপনার সত্যিই মনে না ধরে তবে অনায়াসে অন্যত্র চলে যেতে পারেন।'

'সে তো অবশ্যই! আমার পছন্দ না হলে থাকতেই বা যাবো কেন? হোটেলের কি কোন অভাব আছে দুনিয়ায়?'

'আমার মনে হয়, মিসেস বয়েল', আবার মুখ খুললো জিল, 'আপনার জন্যে কোন ফিরতি ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করে দিলেই আপনি সব থেকে স্বস্তিবোধ করবেন। রাস্তাঘাট এখনো সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়নি। যদি প্রকৃতই কোন ভুল বোঝাবুঝি ঘটে থাকে তবে বেশিদূর গড়াতে দেবার আগেই তার প্রতিকারের চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়।' একটু থেমে বাকিটা শেষ করলো জিল, 'এত বেশি আবেদনপত্র আমরা পেয়েছি যে আপনার জন্যে নির্দিষ্ট ঘরটা অন্য কাউকে বন্দোবস্ত করে দিতেও আমাদের কোন অসুবিধে হবে না। তাছাড়া অদূর ভবিষ্যতে আমাদের ঘরের দৈনন্দিন ভাড়াও কিছুটা বাড়িয়ে দেবো ঠিক করেছি।

মিসেস বয়েল জিলের দিকে এক ঝলক ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। সে দৃষ্টিতে খরতর দহনের দীপ্তি। 'এখানকার রীতিনীতি ভালো করে বুঝে না নিয়েই আমি অন্য কোথাও উঠে যাবার চেষ্টা করছি না—দয়া করে এ কথাটাও স্মরণ রাখবেন। আর হ্যাঁ, চানঘরে আমার জন্যে বড়বড় তোয়ালের বন্দোবস্ত করে দেবেন। রুমালের মতো ছোট সাঁইজের তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে আমি আদপেই অভ্যস্ত নই।' মিসেস বয়েল সামনের দিকে কয়েক পা অগ্রসর হবার পর জিল মলির দিকে তাকিয়ে চোখ মটকালো।

'সত্যিই জিল, তুমি অদ্ভুত! চাপা খুশিখুশি কণ্ঠে মলি বললো, 'যেভাবে তুমি পরিস্থিতির হাল ধরলে ভদ্রমহিলার মুখে আর কথাটি নেই! একবারে ফাটা বেলুনের মতোই চুপসে গেছেন।'

'ঠিকমতো দাওয়াই পড়লে সব ফোঁস-ফাঁসই ঠান্ডা হতে বাধ্য।' মন্তব্য করলো জিল।

'আমি ভাবছি,' মলির কণ্ঠে নতুন করে আশঙ্কার সুর ঘনীভূত হলো, ক্রিস্টোফার রেনকে ভদ্রমহিলা কি ভাবে গ্রহণ করবেন?'

'তিনি যে সুনজরে দেখবেন না—এ কথা বলাই বাহুল্য!'

জিলের ধারণা যে কত অভ্রান্ত সেদিন বিকেলেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। ভদ্রমহিলা মলিকে ডেকে বললেন, 'ভদ্রলোকের চালচলন কেমন যেন কিম্ভুত প্রকৃতির।' তার কণ্ঠে রীতিমতো বিরক্তি-সুর সহজেই কানে বাজে।

রুটিবিক্রেতা মাখন রুটি দিতে এলো তখন তার চেহারা দেখে মনে হলো যেন কোন মেরু অভিযাত্রী। এবং আগামী দুচার দিন তার পক্ষে হয়তো আর রুটিন মাফিক রুটি ফেরি করা সম্ভব হবে না সে কথাও সবিনয়ে জানিয়ে দিলো।

'চারদিকের রাস্তাঘাট বরফ পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে,' ঘোষণা করলো লোকটি। 'ভালো চান তো এই বেলা বেশি পরিমাণ পাউরুটি ভাঁড়ারে মজুত করে রাখুন।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়!' মলিও মাথা নেড়ে সায় দিল সে প্রস্তাবে। 'এখানে খালি টিনের অভাব নেই। রাখবার কোন অসুবিধে হবে না। তুমি বরং কিছু বেশি পরিমাণেই দিয়ে যাও।'

যদি সত্যিই সেরকম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় তবে শুধু পাঁউরুটির সাহায্যে কি কি খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা যায় আপনা থেকে সে চিন্তাও তার মাথার মধ্যে উদয় হলো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর একটা তালিকাও মনে মনে প্রস্তুত করে নিল মলি।

দৈনিক পত্রিকাটাও রুটিওলা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। কাগজটা টেবিলের ওপর বিছিয়ে মলি তার মধ্যে চোখ ডোবালো! সরকারি পররাষ্ট্র নীতিই সর্ব প্রথম প্রাধান্য পেয়েছে। মোটামোটা হেডিং-এর নিচে বিস্তারিত ভাবেই সরবরাহ করা হয়েছে সেই সমস্ত কুটকচালি তথ্যপুঞ্জ। তারপর আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তি। প্রথম পাতার নিচের দিকে আবক্ষ ছবিসহ মিসেস লিয়নের নৃশংস হত্যাকান্ডের সম্পূর্ণ বিবরণও তার নজরে পড়লো।

কাগজের পাতায় ছবিটা অবশ্য তেমন ভালো করে ফুটে ওঠেনি। কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে সেই দিকেই তাকিয়েছিল মলি, এমন সময় পেছন থেকে ক্রিস্টোফার রেনের কণ্ঠস্বরে সম্বিৎ ফিরে পেলো।

'ছবি দেখে মনে হয় নিম্নশ্রেণীর অসৎ চরিত্রের কোন মহিলা, তাই নয় কি? বেশ্যাদের মুখের চেহারা সাধারণত এই রকম হয়ে থাকে। তাছাড়া পাড়াটাও খুব নোংরা। এই হত্যাকান্ডের পেছনে নিগূঢ় কোন চক্রান্ত আছে বলে বিশ্বাস হয় না।'

'মেয়েটা যে তার যোগ্য শাস্তিই পেয়েছে এ-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।' বিরক্তিভরে নাক কোঁচকালেন মিসেস বয়েল।'

'হুঁ', মিঃ রেন বেশ আগ্রহ সহকারেই ভদ্রমহিলার দিকে ফিরে তাকালেন। 'তাহলে আপনার ধারণা এটা কোন যৌন অপরাধমূলক ঘটনা?

'সে বিষয়ে আমি কোন ইঙ্গিত করিনি, মিঃ রেন।'

'কিন্তু মেয়েটাকে তো গলা টিপেই হত্যা করা হয়েছে—তাই না? আমি ভাবছি...', ভদ্রলোক তার দীর্ঘ শাদা হাতদুটো সামনে মেলে ধরলেন, 'কাউকে গলা টিপে খুন করবার সময় হত্যাকারীর মনের মধ্যে কি ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।'

'তাই নাকি, মিঃ রেন?'

ক্রিস্টোফার রেন ভদ্রমহিলার দিকে দুপা এগিয়ে গেলেন।' আচ্ছা মিসেস বয়েল, আপনাকে যদি কেউ গলা টিপে খুন করে তাহলে আপনার মনে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটবে সে সম্বন্ধে কখনো কোন চিন্তাভাবনা করেছেন?'

মিসেস বয়েল আগের মতোই উদ্ধত ভঙ্গিতে বললেন, 'তাই নাকি, মিঃ রেন? আপনি তো খুব....'

মলি এবার জোরে জোরে খবরের বাকি অংশটুকু পাঠ করতে লাগলো। 'এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্যে পুলিস কর্তৃপক্ষ যে ব্যক্তির সন্ধান করছে তার গায়ে কালো ওভারকোট, মাথায় হোমবার্গ টুপি, উচ্চতা মাঝামাঝি ধরনের এবং গলায় একটা পশমের মাফ্লার জড়ানো।'

'প্রকৃতপক্ষে', মন্তব্য করলেন রেন, 'চেহারার বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে লোকটিকে দেখতে আর পাঁচজন সাধারণ ভদ্রলোকের মতোই।' তার ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো মৃদু হাসির আভাস ফুটে উঠলো।

'হ্যাঁ ঠিকই!' মলিও মাথা নেড়ে সায় দিল। 'সাধারণ যে-কোন লোকের চেহারার সঙ্গেই বর্ণনা অবিকল মিলে যায়।'



ইন্সপেক্টার পারমিন্টার স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে তাঁর নিজের ঘরেই বসেছিলেন। সামনের চেয়ারে ডিটেকটিভ সার্জেন্ট কেন।

'আমি ওই শ্রমিক দুজনকে ডেকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই।' পারমিন্টার বললেন।

'হ্যাঁ' স্যার। আমি আর্দালিকে দিয়ে খবর পাঠাচ্ছি।'

'ওদের চালচলন কেমন?'

'দেখেশুনে মনে হয় শ্রমিক হিসেবে খুবই দক্ষ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ে না। এবং যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য।'

'হুঁ', গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লেন পারমিন্টার।

অনতিবিলম্বে দুজন শ্রমিক ঘরে প্রবেশ করলো। তাদের পোশাকপরিচ্ছদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চোখেমুখে ইতস্তত হতচকিত ভাব। পারমিন্টার একনজরে দুজনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিলেন। লোকের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনতে তাঁর দক্ষতা অসাধারণ।

'তাহলে তোমাদের বিশ্বাস লিয়নের হত্যাকান্ডের ব্যাপারে তোমরা কিছু প্রয়োজনীয় খবরাখবর সরবরাহ করতে পারবে?' মৃদু সুরে প্রশ্ন করলেন পারমিন্টার। 'তোমাদের এই সুবিবেচিত সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ।' ইঙ্গিতে দুটো চেয়ার দেখালেন তিনি। খোলা সিগারেটের প্যাকটটাও এগিয়ে ধরলেন তাদের সামনে।

শ্রমিক দুজন চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাবার আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন স্থিরভাবে। 'কি জঘন্য আবহাওয়া।'

'হ্যাঁ স্যার, যা বলেছেন। গাছ পাথর সব জমে যাবার অবস্থা।'

'আচ্ছা এখন কাজের কথা শুরু করা যাক! তোমরা কে কি দেখেছো বল?'

শ্রমিক দুজন এবার একে অন্যের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করতে লাগলো। দুজনেরই চোখেমুখে বিব্রত কুণ্ঠিতভাবে। ঘটনার যথাযথ বর্ণনা দেওয়াটাই যেন তাদের কাছে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

'তুমিই বল না জো!' মোটাসোটা লোকটি তার সঙ্গীকে অনুরোধ জানালো।

অল্প কেশে জো শুরু করলো, 'না...মানে আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, তখন আমাদের কাছে দেশলাই ছিল না।'

'তোমরা তখন কোথায় ছিলে?'

'জারম্যান স্ট্রীটে। রাস্তার ধারে গ্যাস সরবরাহের পাইপ মেরামত করছিলাম।'

ইন্সপেক্টার পারিমিন্টার মাথা দোলালেন। পরে তিনি স্থান এবং কালের নিখুঁত বিবরণ সংগ্রহ করতে পারবেন। জারম্যান স্ট্রীটে যে অকুস্থলের খুব নিকটবর্তী তা তিনি জানেন।

'তোমাদের কাছে তখন কোন দেশলাই ছিল না?' উৎসাহ দেবার সুরে তিনি খেই ধরলেন কথার।

না স্যার। আমার দেশলাইটা ফুরিয়ে গিয়েছিল, বিলের লাইটারটাও তখন জ্বলছিল না। সেই জন্যেই একজন পথচারীকে ডেকে তার কাছে দেশলাই আছে কিনা জানতে চাইলাম। আমিই জিজ্ঞেস করলাম ভদ্রলোককে। তাকে দেখে বিশেষ কিছু মনে হয়নি—নেহাৎ সাধারণ একজন পথচারী ভদ্রলোক..

আবার মৃদুমন্দ মাথা নাড়লেন পারমিন্টার।

'তিনি পকেট থেকে দেশলাই বার করে এগিয়ে দিলেন। কিন্তু মুখে কোন কথা বললেন না। বিল-ই ভদ্রতার খাতিরে মন্তব্য করলো, কি জঘন্য ঠান্ডা! হাত পা সব অসাড় হয়ে আসে। হ্যাঁ, তা বটে, ছোট্ট করে জবাব দিলেন তিনি। তার কণ্ঠস্বর কিরকম খস্‌খসে ধরাধরা। মনে হলো বুকে বোধহয়

সর্দি বসেছে। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে দেশলাইটা ফেরত দিলাম ভদ্রলোককে। তখনই নজরে পড়লো তার পকেট থেকে কি যেন একটা মাটিতে পড়ে গেছে। কিন্তু তাকে ডেকে সে বিষয়ে কিছু বলবার আগেই ভদ্রলোক দ্রুত পায়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। তবু আমি পেছন থেকে তাকে কয়েকবার ডাকাডাকি করলাম, তবে তিনি ততক্ষণে মোড় ঘুরে বাঁ দিকে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। তাই না বিল?'

'হ্যাঁ ঠিকই!' বিল ঘাড় নাড়লো। 'তাড়া খাওয়া খরগোসের মতোই ছুটছিলেন ভদ্রলোক।'

'তিনি তখন হ্যারো রোড ধরেই যাচ্ছিলেন। এবং এত দ্রুত গতিতে হাঁটছিলেন যে পেছন থেকে দৌড়ে গিয়ে তাঁর নাগাল পাওয়াও সম্ভব মনে হলো। তাছাড়া ভাবলাম মানিব্যাগ বা ওই জাতীয় কিছু নয়, সামান্য একটা নোটবই মাত্র—হয়তো সেটা তার বিশেষ কাজে লাগবে না।' অল্প থেমে দম নিল জো। 'ভদ্রলোকের চালচলনটাও যেন কেমন কেমন ঠেকলো। টুপিটা চোখের কোল পর্যন্ত নামানো। ওভারকোটের বোতামগুলোও সমস্ত আঁটা। সিনেমার ঠক জোচ্চোরদের যেরকম ওভারকোটের বোতামগুলোর যেরকম চেহারা হয়ে থাকে অনেকটা সেইরকম। এ সম্বন্ধে বিলের কাছে কি একটা মন্তব্যও করেছিলাম তখন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সায় দিলো বিল, আমার মনে আছে।'

'তবে কেবলমাত্র মজার ভদ্রলোক ছাড়া এ বিষয়ে তখন আর কিছু মনে হয়নি। ভাবলাম, বাড়ি ফেরবার জন্যে হয়তো খুব তাড়া আছে তার। এ জন্যে তাকে কোন দোষও দেওয়া যায় না। কারণ ঠান্ডাটা যেরকম পড়েছিল।'

'দারুণ ঠান্ডা।' বিলও সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লো।

'সেইজন্যে বিলকে বললাম, নোটবইটা খুলে দেখা যাক ভেতরে কোন দরকারী কাগজপত্র আছে কিনা। কিন্তু দু একটা ঠিকানা ছাড়া আর কিছুই তাতে লেখা ছিল না। তার মধ্যে একটা হচ্ছে চুয়াত্তর নম্বর কালভার স্ট্রীট, আর একটা কোন হতচ্ছাড়া ম্যানের হাউসের।'

'রিট্‌জি', মুখ বেঁকিয়ে উচ্চারণ করলো বিল।

জো এবার তার বুকের মধ্যে আস্থা ফিরে পেয়েছে। কণ্ঠস্বরেও দৃঢ়তার আভাস।

'চুয়াত্তর নম্বর কালভার স্ট্রীটে, ঠিকানাটা পড়ে জিলকে আমি শোনালাম। যে রাস্তায় আমরা কাজ করছিলাম সেখান থেকে জায়গাটা বেশি দূর নয়। দুজনে পরামর্শ করলাম, ফেরবার পথে ওই বাড়িতে না হয় একবার খোঁজ নেওয়া যাবে। পাতা উল্টে দেখা গেল ভেতরে এক জায়গায় কি একটা মজার কথা লেখা আছে। বিলই আমার হাত থেকে নোট বইটা টেনে নিয়ে চেঁচিয়ে পড়লো সেখানটা। ছেলে ভুলানো একটা ছড়ার লাইন। 'তিনটে ইঁদুর অন্ধ...।' নিশ্চয় কেউ তামাশা করেই লিখে রেখেছে। এবং ঠিক সেই মুহূর্তে একটা গোলমাল চেঁচামেচিও আমাদের কানে এলো একজন স্ত্রীলোক যেন 'খুন খুন' বলে চীৎকার করছে। চীৎকারটাও আমাদের কাছ থেকে বেশি দূরে নয়, কয়েকটা রাস্তার পরেই।'

অল্প থামলো জো। যেন রহস্য-নাটকের চরমতম উত্তেজনার মুহূর্তে এসে শ্রোতাদের উৎকণ্ঠিত চিত্তে সুড়সুড়ি দিচ্ছে—সেই রকমই মুখভাব।

'আমি তখন বিলকে ব্যাপারটার খোঁজ আনতে পাঠালাম। অল্প পরে ও ফিরে এসে খবর দিল যে কিছু দূরে একটা বাড়ির সামনে অনেক লোকের ভিড় জমেছে। কয়েকজন পুলিসও দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। সেই ফ্ল্যাট বাড়ির একজন ভাড়াটে মহিলা খুন হয়েছেন। বাড়ির কর্ত্রীই নাকি সর্ব প্রথম জানতে পারেন ঘটনাটা। তিনিই পুলিসকে খবর দেন এবং চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করেন। বিলকে প্রশ্ন করলাম, কোন রাস্তায় খুন হয়েছে, ও উত্তর দিলো কালভার স্ট্রীটে। তবে বাড়ির নম্বরটা নাকি দেখে আসতে ভুলে গেছে।'

বিল তার নিজের চেয়ারের মধ্যে অস্বস্তিতে নড়েচড়ে উঠলো। শব্দ করে মৃদু কাশলো ও বার দুয়েক। তার দু'চোখে একটা নির্বোধ অসহায় ছায়া। যেন তার পক্ষে কাজটা খুবই গর্হিত হয়ে গিয়েছিল।

'আমি তখন বললাম', জো শুরু করলো, 'আমাদের নিশ্চিত যাওয়া দরকার। ডিউটি শেষে বাসায় ফেরার পথে ওদিকটা ঘুরে যাবো। খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারলাম বাড়িটার নম্বর চুয়াত্তর। ওই

ভদ্রলোকের নোট বইয়েও ঐ ঠিকানাটা লেখা ছিল। বিলের ধারণা হলো, খুনটার সঙ্গে এর হয়তো কোন সম্পর্ক নেই। নেহাৎই একটা কাকতালীয় ব্যাপার। কিন্তু পরে যখন শুনলাম পুলিস কোন এক ভদ্রলোক খোঁজ করছে যাকে খুনের ঘটনার কিছু আগে ওই বাড়িতে ঢুকতে দেখা গিয়েছিল—তখন আর চুপচাপ বসে থাকা যুক্তিযুক্ত মনে হলো না। যিনি এই মামলার তদন্তের ভার নিয়েছেন তার সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করলাম।... বোধ হয় আমি শুধু শুধু বাজে বকে আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করছি না?'

'না না, তোমরা উচিত কাজই করেছো।' পারমিন্টার ভরসা দিলেন তাদের। 'তোমরা যে বুদ্ধি করে নোটবইটাও সঙ্গে নিয়ে এসেছো এ জন্যেও অনেক ধন্যবাদ!'

পেশাদারী দক্ষতা সহকারেই তিনি দুজনকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করলেন। স্থান এবং কালের সম্বন্ধেও অবহিত হলেন সবকিছু। কেবল পাত্রের বিবরণ সম্বন্ধেই তিনি তাদের কাছ থেকে বিশেষ কিছু আদায় করতে পারলেন না। হিস্টিরিয়াগ্রস্তা গৃহকর্ত্রী যে বর্ণনা দিয়েছিল এরাও তার পুনরাবৃত্তি করলো। মাথার টুপি চোখ পর্যন্ত নামানো, ওভার-কোটের সবকটা বোতাম আঁটা, গলার মাফলারটা থুঁতনি পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছে। কণ্ঠস্বর কিছুটা খস্‌খসে—ভাঙ্গা ভাঙ্গা, দুহাতে কালো রঙের পশমের দস্তানা।

শ্রমিক দুজন বিদায় নেবার পরও অনেকক্ষণ চুপচাপ চেয়ারে গা এলিয়ে বসে রইলেন পারমিন্টার। পালিশ করা ঝকঝকে টেবিলের ওপর ময়লা রঙচটা নোট বইটা খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। যথাসময়ে এটা ফিঙ্গার প্রিন্ট বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানো হবে। তাদের সাহায্যে এর মধ্যে আরো কিছু গুপ্ত তথ্য আবিষ্কৃত হতে পারে। কিন্তু এখন তার দু চোখের দৃষ্টি কালো কালিতে লেখা দুটো ঠিকানার দিকে।

দরজা ঠেলে সার্জেন্ট কেন্‌কে ঘরে ঢুকতে দেখে পারমিন্টার ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন। 'এদিকে এসো কেন্‌। জিনিসটা একবার নিজের চোখে পরীক্ষা করে দেখে যাও।'

কেন্‌ এগিয়ে এসে খাতার দিকে তাকিয়েই মৃদু সুরে শিস্‌ দিয়ে উঠলেন। 'তিনটে ইঁদুর অন্ধ...', আশ্চর্য! আমি তো একবারে বেকুব বনে যাচ্ছি!'

'হ্যাঁ,' পারমিন্টার গম্ভীর চালে মাথা দোলালেন, সামনের টানা থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে কেনের দিকে এগিয়ে দিলেন। 'মৃত মহিলার পোশাকের সঙ্গে এই কাগজের টুকরোটা পিন দিয়ে আঁটা ছিলো।'

কাগজটায় লেখা আছে—এই প্রথম। নিজে শিশুসুলভ অপটু হাতে তিনটে ইঁদুরের ছবি আঁকা। তারপরে বাদ্যসঙ্গীতের একটা লাইনের স্বরলিপি।

কেন্‌ শিস্‌ দিয়ে সুরটা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। 'তিনটে ইঁদুর অন্ধ...জানলা কপাট বন্ধ...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে! তোমাকে আর সুর লহরী ফোটাতে হবে না। এটা যে ওই গানের স্বরলিপি সেটা জলের মতোই পরিষ্কার।'

'কোন পাগলের কান্ড, তাই না স্যার?'

'হুঁ', ভ্রূ কোঁচকালেন পারমিন্টার। 'মেয়েটার সম্বন্ধে খোঁজখবর যা পাওয়া গেছে তার মধ্যে কোন ভুল নেই তো?'

'না স্যার, সমস্তই খাঁটি। ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞের রিপোর্টটাই একবার পড়ে দেখুন না! মিসেস লিয়ন বলে যে মেয়েটা নিজের পরিচয় দিত তার আসল নাম মউরীন গ্রেগ। দুমাস আগে হলোওয়ে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে মেয়েটা। ওই সময় তার জেলের মেয়াদও শেষ হয়েছিলো।'

পারমিন্টার চিন্তান্বিত কণ্ঠে বললেন, 'ছাড়া পাবার পরেই মেয়েটা চুয়াত্তর নম্বর কালভার স্ট্রীটে গিয়ে বাসা নিলো। নিজের নাম রাখলো মউরীন লিয়ন। কচ্চিৎ মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে থাকতো। সপ্তায় এক আধবার দু-একজন পুরুষ অতিথিও ওর ঘরে আনাগোনা করতো। তবে ও যে বিশেষ কাউকে ভয় পেতো বলে তখন মনে হয় না। নিজের আসন্ন বিপদ সম্বন্ধেও কোন ধারণা ছিলো না ওর। এই লোকটা এসে প্রথমে কলিং বেলের বোতাম টেপে। তারপর ঝি-এর কাছ থেকে মিসেস লিয়নের ঘরটা কোথায় জেনে নেয়। সেও লোকটার ভালো বর্ণনা দিতে পারেনি। শুধু জানিয়েছে উচ্চতা মাঝারি

ধরনের, আর কণ্ঠস্বর কিছুটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা। তারপর ঝি নিচের তলায় কাজ সারতে চলে যায়। কিন্তু সন্দেহজনক কোন শব্দ বা চেঁচামেচি তার কানে যায়নি। এমন কি লোকটা কখন নিঃশব্দে বেরিয়ে গেছে তাও সে বলতে পারে না। মিনিট দশেক বা আরো কিছু পরেও যখন মিসেস লিয়নের জন্যে চা নিয়ে যায় তখুনই দেখতে পায় মেয়েটাকে কেউ গলা টিপে মেরে রেখে গেছে!

হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় এ খুন কেউ করেনি কেন্। খুবই সুচিন্তিত পরিকল্পনায় কাজটা সমাধা করা হয়েছে।' অল্প থামলেন পারমিন্টার, তারপর সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে বললেন, 'ইংলন্ডে মঙ্কস্‌ওয়েল ম্যানর নামে কটা বাড়ি আছে?'

'খুব সম্ভবত একটাই।' কেন্ জবাব দিলেন।

'তাহলে তো বলতে হয় আমরা অসীম সৌভাগ্যবান। তবে এ বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া দরকার। আর বেশি সময় নষ্ট করা উচিত নয়।'

সার্জেন্টর চোখের দৃষ্টিও এবার নোট বইয়ের পাতার ওপর স্থির হয়ে রইলো। দুটো ঠিকানা লেখা আছে সেখানে। একটা চুয়াত্তর নম্বর কালভার স্ট্রীট, অন্যটা মঙ্কসওয়েল ম্যানর।

'আপনি কি তাহলে মনে করেন...'

পারমিন্টার দ্রুত চোখ তুলে তাকালেন। 'তোমারও কি সেইরকম সন্দেহ হচ্ছে না...'

'হতে পারে! মঙ্কসওয়েল ম্যানর, তাই না? কিন্তু....কিন্তু দুচার দিনের মধ্যেই যেন নামটা কোথায় দেখলাম! আমি খুব নিশ্চিত ভাবেই বলতে পারি...অল্প কয়েক দিন আগেই...'

'কোথায় দেখলে?'

সেটাই তো স্মরণে আনবার চেষ্টা করছি! এক মিনিট ধৈর্য ধরুন সম্ভবত কোন খবরের কাগজের পাতায়—বোধহয় দৈনিক টাইমস্। একবারে শেষ পাতায় সেদিনের ক্রসওয়ার্ড পাজল্‌টা সমাধানের চেষ্টা করছিলাম। তখনই যেন নজরে পড়লো এক জায়গায় ছোট্ট করে।'

কথা বলতে বলতেই দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন কেন্। দু-এক মুহূর্ত বাদে যখন ফিরে এলেন তখন তার চোখে মুখে বিজয়ের হাসি। 'এই যে স্যার এখানে দেখুন।'

কয়েকদিন আগের টাইমস্ পত্রিকার একটা পাতা এগিয়ে দিলেন পারমিন্টারের দিকে। পারমিন্টার নজর বোলালেন তার ওপর।

'মঙ্কসওয়েল ম্যানর, হারাপ্লেডেন, বার্কস।' ধীরে ধীরে চোখ তুললেন তিনি। 'হুঁ, তুমি আমায় বার্কসায়ারের পুলিস অফিসারের লাইনটা দাও।'



মেজর মেটকাফের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মঙ্কসওয়েল ম্যানর যেন একটা রীতিমতো হোটেলে পরিণত হলো। কাজকর্মও চলতে লাগলো সেই ভাবে। তিনি অবশ্য মিসেস বয়েলের মতো উগ্রচণ্ডী স্বভাবের নন, আবার ক্রিস্টোফার রেনের মতো অস্থির প্রকৃতিরও তাকে বলা চলে না। শক্তসমর্থ চেহারার মাঝবয়সী সুপুরুষ একজন ভদ্রলোক। চালচলনে মিলিটারি ভঙ্গি। চাকরি-জীবনে অধিকাংশ সময় ভারতবর্ষেই কাটিয়ে দিয়েছেন তিনি। তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট ঘর এবং ঘরের আসবাবপত্র দেখেও তিনি সন্তুষ্ট হলেন। মিসেস বয়েলের সঙ্গে তাঁর কোন পূর্বপরিচয় না থাকলেও ভদ্র-মহিলার দু-একজন দূর সম্পর্কের ভাইকে তিনি চেনেন। দু-দুটো নরম চামড়ার দামী স্যুটকেসে ভরা তাঁর মালপত্র দেখেও আশ্বস্ত হলো জিল। আর যা হোক, বিল না মিটিয়ে কেটে পড়ার লোক নিশ্চয় মেটকাফ নন।

সত্যি কথা বলতে কি, মলি এবং জিলও অতিথিদের সম্বন্ধে তাদের পারস্পরিক মনোভাব আদানপ্রাদন করার মতো ইতিমধ্যে কোন নিশ্চিন্ত অবসর খুঁজে পায়নি। সারাদিনটা তাদের কাজের

মাধ্যমেই কেটে গেছে। লাঞ্চ এবং ডিনার তৈরি করা, পরিবেশন করা, কাপ-ডিস ধোওয়াপোঁছা— আরো কতরকম যে কাজের ঝামেলা তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। মেজর মেটকাফ অবশ্য কফির খুব প্রশংসা করলেন। এবং মলি ও জিল যখন সমস্ত কাজ শেষ করে রাত্রে বিছানায় শুতে এলো তখন তারা রীতিমতো পরিশ্রান্ত হলেও দুজনেরই চোখেমুখে সাফল্যের দীপ্তি। বিজয়গর্বে ফুলে উঠেছে। তাদের বুক। কিন্তু উষ্ণ শয্যার মদির আরামও তাদের কপালে বেশিক্ষণ জুটলো না। দুটো না বাজতে বাজতেই কলিং বেলের মর্মভেদী আর্তনাদে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে হলো।

'দূর ছাই!' রাগত সুরে বিড়বিড় করলো জিল! 'এটা তো সদর দরজার ঘন্টির আওয়াজ! এতরাত্রে কে আবার...'

'তাড়াতাড়ি উঠে গিয় দেখো!' ব্যস্ত কণ্ঠে মলি জানালো।

মলির দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো জিল। তারপর ড্রেসিং গাউনটা গায়ের ওপর চড়াতে চড়াতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলো। সদরদরজা খোলার শব্দ পেলো মলি। কার মৃদুকণ্ঠের আওয়াজও তার কানে ভেসে এলো। মলি আর কৌতূহল দমন করতে পারলো না। ধীরে ধীরে শয্যা ছেড়ে উঠে গিয়ে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করলো ব্যাপারটা! জিল একজন অপরিচিত দাড়িওলা ভদ্রলোককে গায়ের ওভারকোট খুলতে সাহায্য করছে। পেঁজাপেঁজা তুষারে আপাদমস্তক ছেয়ে গেছে ভদ্রলোকের। সেই সঙ্গে তাদের সংলাপের দু-চারটে টুকরোও সে শুনতে পেলো এখন।

'উফ্' একটা ঘন নিশ্বাস ছাড়লেন ভদ্রলোক। কথার সুরে বিদেশী টান কানে বাজে। 'হাতের সমস্ত আঙুলগুলো অসাড় হয়ে গেছে। ওগুলো আমার দেহের কোন অংশ কিনা বুঝতে পারছি না। পায়ের অবস্থাও তথৈবচ।' শান বাঁধানো মেঝের ওপর জোরে জোরে পা ঠোকার শব্দ শোনা গেলো।

'আসুন... ভেতরে আসুন!' লাইব্রেরী ঘরের দরজাটা জিল খুলে দিলো। 'ঘরটা এখনো বেশ গরম আছে। দুপাঁচ মিনিটের মধ্যেই আপনার জন্যে একটা ঘর আমরা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ততক্ষণ এখানেই অপেক্ষা করুন।'

'আমাকে সত্যিই ভাগ্যবান বলতে হবে!' বিনীত কণ্ঠে নিবেদন করলেন আগন্তুক।

মলির কৌতূহল ইতিমধ্যে আরো উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। সিঁড়ির মাথা থেকে দুধাপ নেমে এসে ও এবার জাফ্‌রিকাটা রেলিঙয়ের ফাঁক দিয়ে অপরিচিত আগন্তুককে ভালো করে দেখতে লাগলো। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে। গালের দুপাশে কালো চাপদাড়ি। দীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ ভ্রূজোড়া ধনুকের মতো বক্র। গ্রীক পুরাণে বর্ণিত প্রজ্ঞাবান শয়তানের চেহারার সঙ্গে কোথায় যেন একটা সামীপ্য খুঁজে পাওয়া যায়। রগের দুপাশের চুলে অল্প পাক ধরেছে, কিন্তু হাঁটা-চলার মধ্যে তারুণ্যের সাবলীল ভঙ্গি।

লাইব্রেরীর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে জিল দ্রুত পায়ে সিঁড়ি টপকে ওপরে উঠে এলো। মলিও আড়িপাতা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালো সোজা হয়ে।

'ভদ্রলোকটি কে?' জানতে চাইলো মলি।

জিল মৃদু হাসলো। 'আমাদের অতিথিশালারই আর এক অতিথি। তুষারঝড়ের ধাক্কায় রাস্তার মাঝখানে গাড়ি বিগড়ে গেছে ভদ্রলোকের। কোনরকমে গাড়ি থেমে নেমে এক হাঁটু বরফ ভাঙতে ভাঙতে অন্ধের মতো সামনের দিকে এগোচ্ছিলেন, যদি কোন আশ্রয় খুঁজে পাওয়া যায় এই আশায়। এমন সময় আমাদের সাইনবোর্ডটা নজরে পড়লো। প্রথমে ঠিক বিশ্বাস করতে পারেন নি। সকাতর অনুনয়ে সাড়া দিয়ে স্বয়ং ঈশ্বরই যেন মিলিয়ে দিয়েছেন এটা!'

'কোথাও কোন গন্ডগোল নেই তো?'

'আরে না না। এসব রাতে সিঁদেল চোরেরা রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায় না!'

'না, মানে আমি বলতে চাই একজন বিদেশী তো বটে?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক! নাম বললেন প্যারভিসিনি। তবে ভদ্রলোকের মানিব্যাগটাও আমি দেখেছি। মনে হলো শুধুমাত্র আমাকে দেখাবার জন্যেই উনি ইচ্ছে করে পকেট থেকে ব্যাগটা বার করলেন। কড়কড়ে

কারেন্সি নোটে ঠাসা। ভদ্রলোককে কোন্ ঘরটা বন্দোবস্ত করে দেওয়া যায় বলো তো?'

'কেন, সবুজ ডিসটেম্পার করা ঘরটাই দাও না! সবকিছু সাজানো-গোছানো আছে। কেবলমাত্র বিছানাটা পেতে দিলেই হয়।'

'আমার মনে হয় ভদ্রলোককে গোটা দুয়েক পাজামাও ধার দিতে হবে। কেন না ওনার সব মালপত্র গাড়িতেই আটকে আছে। আমায় বললেন, কোনরকমে গাড়ির জানালা দিয়ে তিনিই শুধু নেমে আসতে পেরেছেন।'

মলি বিছানার চাদর বালিশের ওয়াড় আর তোয়ালে আনতে ভেতরে গেলো। তারপর দুজনে মিলে দ্রুত হাতে শয্যা প্রস্তুত করলো।

'আকাশের যেরকম অবস্থা তাতে মনে হয় পথঘাট সব বরফে চাপা পড়ে যাবে। এই বরফ কেটে রাস্তা বার করতেও সময় লাগবে। আমরা দুচার দিনের জন্যে হয়তো বাইরের পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বো। ব্যাপারটা তাহলে বেশ মজার হয় তাই না? সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।'

'আমার বাপু অতশত মনে হচ্ছে না!' সন্দিগ্ধকণ্ঠে জবাব দিলো মলি। 'কেবলমাত্র পাঁউরুটি দিয়ে নানান ধরনের খাবার তৈরি করা যে কি অসুবিধেজনক...! আচ্ছা জিল, আমার পাউরুটির কেক আর মিঠাইটা তোমার খুব বিস্বাদ লাগে না তো?'

'কি যে বলো!' তাকে ভরসা দিলো জিল। 'একেবারে অমৃত! অতিথিরা পাতে পেলে বর্তে যাবে!' তবে রুটিওলা যে কি রকম রুটি দিয়ে গেছে সেটাই প্রধান চিন্তার বিষয়। বাসি হলেই বিপদের কথা! পথঘাট বরফে ঢেকে গেলে অন্য কোন রুটিওলাও আর এদিকে আসবে না।'

'শুধু রুটিওলা কেন, মাংসবিক্রেতারও দেখা পাবে না তুমি। না আসবে কোন পিওন বা খবরের কাগজের হকার। এমন কি টেলিফোন যোগাযোগ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।'

'তখন শুধু রেডিওই সম্বল। তারাই আমাদের কাছে কর্তব্যের নির্দেশ পাঠাবে।'

'তবে আমাদের জেনারেটার আছে। এই টুকুই যা ভরসা। জেনারেটারের সাহায্যেই আমরা নিজেদের ইলেকট্রিক লাইনগুলো চালু রাখতে পারি।'

'কাল সকালে উঠে প্রথমেই আমাদের জেনারেটারটা প্রস্তুত রাখা দরকার। তাছাড়া প্রধান চুল্লীটাতেও কয়লা বোঝাই করতে হবে।'

'আমার বিশ্বাস আগামী দু-চার দিনের মধ্যে নতুন করে কয়লা পাবারও আর কোন সম্ভাবনা নেই। মজুত খুব কমে যায়নি তো?'

'চারদিকেই এখন আমাদের ঝামেলা এসে উপস্থিত হচ্ছে। কি দুর্যোগই যে কাল থেকে শুরু হলো! তাড়াতাড়ি করো জিল। এই ভদ্রলোক, প্যারা-না কি যেন নাম, তাঁকে ডেকে আনো। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না, এবার শুতে যাবো!'

জিলের আশঙ্কা যে অভ্রান্ত প্রত্যূষেই তার প্রমাণ পাওয়া গেলো। রাস্তার ওপর পাঁচ ফুট বরফ জমে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে দরজা জানলা খোলাই এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তুষারপাতের কিন্তু কোন বিরাম দেখা যাচ্ছে না। ঝরছে তো ঝরছেই। সারা পৃথিবীটাই এখন নিরাভরণ বিধবার মতো শাদা পোশাকে আবৃত। তার বুকের মধ্যে নিঃশব্দ মৃত্যুর হিমেল বিস্তার!

মিসেস বয়েল প্রাতঃকালীন ব্রেকফাস্টে মগ্ন ছিলেন। এই মুহূর্তে ডাইনিংরুমে আর কেউ উপস্থিত নেই। পাশের টেবিলটা মেজর মেটকাফের জন্যে নির্দিষ্ট ছিলো। তিনি কিছু আগেই প্রাতরাশ সাঙ্গ করে উঠে গেছেন। তার ব্যবহৃত কাপডিশগুলোও পরিষ্কারের জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মিঃ রেনের টেবিলটা অবশ্য সাজানো গোছানো আছে। কিন্তু ভদ্রলোকের এখনো কোন দর্শন পাওয়া যায় নি। একজন নিশ্চয় খুব সকালেই শয্যা ত্যাগ করেন। আর সূর্য মাথার ওপর না উঠলে অন্য জনের ঘুম ভাঙ্গে না। কিন্তু মিসেস বয়েল জানেন একটি মাত্র সময়ই প্রাতরাশের জন্যে নির্দিষ্ট থাকা উচিত, সেটা হচ্ছে সকাল নটা।

আপন মনে ভাবতে ভাবতেই সুস্বাদু ওমলেটটা শেষ করলেন মিসেস বয়েল। দুপাটি মজবুত শক্ত দাঁতের সাহায্যে হাতে-গরম টোস্টগুলোরও সদ্ব্যবহার করলেন। তার বুকের মধ্যে একটা আস্থির রাগ রাগ ভাব। অভিযোগ উত্থাপন করবার মতো কোন উপকরণ হাতের কাছে না পাওয়ার ফলেই তিনি ভেতরে ভেতরে এতটা বিচলিত হয়ে উঠেছেন। মঙ্কসওয়েল ম্যানর যেমনটি হবে বলে তিনি ভেবেছিলেন, এসে দেখলেন ভাবনার সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই। তিনি ভেবেছিলেন এখানে প্রত্যহ জমজমাট ব্রিজের আসর বসে। কয়েকজন বর্ষীয়সী কুমারীরও সাক্ষাৎ পাবেন বলে তার ধারণা ছিলো। তাদের কাছে তিনি আড়ম্বর সহকারেই তার সামাজিক খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার গল্প করতে পারবেন। কত গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে তার যোগাযোগ, সে কথা শুনিয়েও তাক লাগিয়ে দিতেন সকলকে। এবং সামরিক দপ্তরের কত গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্যই যে তার নখদর্পণে সে সম্বন্ধেও তাদের কিছু কিছু আভাস ইঙ্গিত দিতে পারতেন।

যুদ্ধের পরিসমাপ্তিই মিসেস বয়েলের সমগ্র জীবনটাকে এমনভাবে নিঃসঙ্গ করে দিয়েছে। তিনি যেন এখন এক নির্জন দ্বীপে পরিত্যক্ত কোন নাবিক! যুদ্ধ চলাকালীন তিনি ছিলেন রীতিমতো কর্মব্যস্ত মহিলা। তার হাঁকডাকের ঠেলায় তটস্থ হয়ে থাকতো চারদিক। সমস্ত অফিসটাই সেই মেজাজের ভারে থরথর করে কাঁপতো। তার চেয়ে উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তিরাও এই মহিলাটিকে বিশেষভাবে ভয় পেতেন। আর অধীনস্থ কর্মচারীরা তার সামনে পড়ে গেলে এদিক-ওদিক ছুটে পালাতো ত্রস্ত পায়ে। এমন কি প্রকৃতই তার কোন সাংগঠনিক ক্ষমতা আছে কিনা সে বিষয়েও পরিমাপ করবার সাহস পেতো না কেউ। কিন্তু এই উত্তেজনার মাদকে ভরা বছরগুলো শেষ হয়ে গেছে। তিনি আবার কর্মস্থল থেকে বিচ্যুত হয়ে ব্যক্তিজীবনে ফিরে এসেছেন। যুদ্ধের পূর্বে তার যে নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবন ছিলো এখন আর তার কোন অস্তিত্ব নেই। এতদিন তার পরিত্যক্ত বাড়িটা মিলিটারিরা দখল করে রেখেছিলো। সম্পূর্ণ না সারিয়ে নিলে তার মধ্যে বাস করা অসম্ভব। তাছাড়া সেখানে বাস করতে গেলে কাজকর্মের জন্যে ঝি-দাসীরও প্রয়োজন। তার যে-সমস্ত পূর্বপরিচিত বন্ধু বান্ধব ছিলো তারা প্রায় সকলেই এখন কে কোথায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে। অবশ্য নতুন পাড়াপড়শিও তিনি খুঁজে পেতে ঠিকই জোগাড় করে নেবেন, তবে তার জন্যে কিছুটা সময় চাই। সেই জন্যে কোন হোটেল বা বোর্ডিং হাউসই আপাতত সব সমস্যার সমাধান বলে মনে হলো। এই সমস্ত ভেবেচিন্তেই তিনি মঙ্কসওয়েল ম্যানরকে নির্বাচিত করেছিলেন।

বিরাগপূর্ণ দৃষ্টিতেই আশেপাশে ফিরে তাকালেন মিসেস বয়েল। 'খুবই অসাধুতার পরিচয়,' বিড়বিড় করলেন মনে মনে, 'এরা যে সবে নাম শুরু করতে যাচ্ছে, সে কথাটা আগে আমাকে জানানো উচিত ছিলো।'

হাত দিয়ে শূন্য ডিশটা আর একটু দূরে ঠেলে দিলেন তিনি। ব্রেকফাস্টের প্রতিটি বস্তুই যে সুস্বাদু এবং সুপরিবেশিত—তার ফলেই ক্ষোভের কারণ তো বেশি। বিশেষ করে কমলালেবুর মোরব্বা এবং কফি, দুটোই যথেষ্ট প্রশংসার যোগ্য। মিসেস বয়েলের মনে হলো, অভিযোগ জানাবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে তাকে যেন অন্যায় ভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এমনকি তার শয্যাটাও নিখুঁত এবং পরিপাটি করে বিছানো। ওপরের চাদরটার চারধারে বাহারি নক্সাকাটা। মাথার বালিশটাও খুব নরম আর মোলায়েম। মিসেস বয়েল এই ধরনের আরাম ও সুখসাচ্ছন্দ্য পছন্দ করেন। কিন্তু অন্যের কাজের খুঁত ধরে বেড়ানোও তার একটি প্রিয় বিলাস। এবং দুটোর মধ্যে তুলনামূলক ভাবে দ্বিতীয়টাতেই তার আসক্তি অধিক।

সাম্রাজ্ঞীর মতো মহিত্আম্বিত ভঙ্গিমায় ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর ডাইনিংরুম পেরিয়ে বারান্দায় পা দিলেন। লাল চুল-বিশিষ্ট অস্বাভাবিক স্বভাবের যুবকটির সঙ্গেও মুখোমুখী দেখা হয়ে গেলো। যুবকটির গলায় একটা পশমের টাই ঝুলছে। কি-ই বা তার রঙের বাহার! গাঢ় সবুজ রঙের ওপর কালো লাইন দিয়ে চেককাটা।

'অস্বাভাবিক', মনে মনে ভাবলেন মিসেস বয়েল, 'সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।' তার ওপর পাশ দিয়ে

যাবার সময় ছোকরা একজোড়া ধোঁয়াটে চোখ তুলে যেভাবে ট্যারছা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দেখলো—সেটাও তিনি একদম পছন্দ করলেন না। ছোকরার ওই ট্যারছা দৃষ্টির মধ্যেই এমন কোন অস্বাভাবিকতা আছে যেটা বড়ই অস্বস্তিকর।

'নিশ্চয় মানসিক ভাবে অসুস্থ! তাছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।' মিসেস বয়েল নিজে নিজেই সিদ্ধান্ত নিলেন। একটু থেমে ছোকরার নিয়ম মাফিক অভিবাদনও ফিরিয়ে দিলেন মাথা নেড়ে। তারপর দৃঢ় পায়ে বারান্দা পেরিয়ে ড্রয়িংরুমের দিকে এগোলেন। ঘরটি আয়তনে বেশ প্রশস্ত। দেওয়াল ঘেঁষে সারি সারি সুন্দর চেয়ার পাতা। বিশেষ করে গোলাপী রঙের বড় চেয়ারটা যে খুবই আরামদায়ক সেটা কাউকে বলে দিতে হয় না। ওই গোলাপী চেয়ারটিই যে তার হবে সেটাও তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে নিলেন। পাছে অন্য কোন দাবিদার এসে ঝামেলা করে সেইজন্যে দখল স্বত্ব কায়েম করবার উদ্দেশ্যেই বোনার সাজসরঞ্জাম ভরা কাপড়ের হ্যান্ডব্যাগটাও নামিয়ে রাখলেন তার ওপর। তাঁরপর ডান দিকে অবস্থিত বৈদ্যুতিক চুল্লীটার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

হ্যাঁ, তিনি যা সন্দেহ করেছিলেন, ঠিক তাই! চুল্লীটা নিজে উত্তপ্ত হলেও এর উষ্ণতা সঞ্চারের ক্ষমতা খুবই সীমিত। মিসেস বয়েলের চোখ দুটো ক্ষণিকের জন্যে গোলাকার হয়ে উঠলো।

বিরক্তি কুটিল চোখ তুলে তিনি এবার বন্ধ জানলার শার্সি ভেদ করে বাইরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। খুবই জঘন্য আবহাওয়া! অতিশয় ভয়ঙ্কর! তবে তিনি যে এখানে বেশিদিন থাকবেন না, সেটা সুনিশ্চিত। অবশ্য আরো দু-চারজন নতুন অতিথির আগমন ঘটলে জায়গাটা হয়তো বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারে—তখন না হয় নতুন করে চিন্তা করা যাবে।

বাইরের ছাদ থেকে কিছু তুষার ঝুরঝুর শব্দ করে সামনের উঠোনে ঝরে পড়লো। চমকে লাফিয়ে উঠলেন মিসেস বয়েল। 'না', নিজের অজান্তেই একটা আর্ত সুর বেরিয়ে এলো তার গলা দিয়ে, 'আর কিছুতেই আমি এখানে থাকবো না!'

কেউ যেন চাপা কণ্ঠে হেসে উঠলো পেছন থেকে। তৎপর ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়ালেন মিসেস বয়েল। যুবক রেনই দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে আছেন। তার দৃষ্টির মধ্যে সেই একই তির্যক হাসির আভাস।



মেজর মেটাকাফ খিড়কির দরজায় জমাটবাঁধা তুষার অপসারণের ব্যাপারে জিলকে সাহায্য করছিলেন। ভদ্রলোক রীতিমতো পরিশ্রমী। জিলও গদগদ চিত্তে ভদ্রলোককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছিলো সেজন্যে।

'সত্যিই এটা একটা ভালো ব্যায়াম।' মেজর মেটাকাফ মাথা নেড়ে মন্তব্য করলেন। 'দেহের কলকব্জাগুলো ঠিক রাখবার জন্যে প্রত্যহই এ ধরনের কোন না কোন শরীরচর্চা করা উচিত।'

তাহলে সত্যিই মেজর মেটকাফ নিয়মিত স্বাস্থ্যচর্চা করেন! মনে মনে সেটাই আশঙ্কা করেছিলো জিল। কেন না সকাল সাড়ে সাতটায় মিনি প্রাতরাশ সারেন তার সম্বন্ধে এই ধরনের চিন্তাই সর্ব প্রথমে মনে আসে।

জিলের মানসিক চিন্তাভাবনার আঁচ পেয়েই যেন মেজর বললেন, 'আপনার স্ত্রী যে ভোরবেলায় আমার জন্যে প্রাতরাশের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন, এর জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। ডিমটাও তাজা ছিলো খুব।'

হোটেলের নানাবিধ কাজকর্মের প্রয়োজনেই সকাল সাতটার আগেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে হয়েছিলো জিলকে। সে এবং মলি দুজনে মিলে ডিম সেদ্ধ করলো, চা তৈরি করলো। তারপর সবকিছু

বসবার ঘরে এনে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলো। প্রতিটি বস্তুই নিখুঁত এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একটা কথা মনে মনে না ভেবে পারেনি জিল। সে যদি এই হোটেলের কোন অতিথি হতো তবে এমন বরফ-ঝরা সকালে বিছানার উষ্ণ আরাম ছেড়ে কেউই তাকে তুলতে পারতো না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকতো।

তবে এই মেজর ভদ্রলোক খুব ভোরেই শয্যা ত্যাগ করেছেন। প্রাতরাশও সেরে নিয়েছেন সকাল সকাল। তারপর সারা বাড়িময় ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। দেখলেই বোঝা যায় অদম্য প্রাণশক্তিতে ভরপুর একজন সুস্থ সবল মানুষ।

ভালো, মনে মনে ভাবলো জিল, পরিষ্কার করবার মতো অনেক বরফই চারধারে জমে আছে।

আড়চোখে জিল আর একবার তার সাহায্যকারীর দিকে তাকিয়ে দেখলো। ভদ্রলোকের প্রকৃতির সঠিক হদিশ পাওয়া শক্ত। পরিশ্রমী, বয়সও বোধহয় পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। তবে তার চোখ দুটোই একটু যেন কেমন কেমন! সর্বদাই যেন একজোড়া তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে সকলের ভাবগতিক লক্ষ্য করছেন। কোন কিছুই যেন তার নজর এগিয়ে যায় না। কি উদ্দেশ্য নিয়ে যে তিনি মঙ্কসওয়েল ম্যানরে এসে উঠেছেন সেই কথাই চিন্তা করলো জিল। যুদ্ধ শেষ হবার ফলেই হয়তো তাঁকে সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিতে হয়েছে, এবং হাতেও এখন আর অন্য কোন কাজ নেই!



মিঃ প্যারাভিসিনি দেরিতেই ঘুম থেকে উঠলেন। কফি আর এক টুকরো টোস্ট ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করলেন না। প্রাতরাশেও ইউরোপীয় স্বভাবজাত মিতব্যয়িতার পরিচয় রাখলেন। তবে মলির সঙ্গে প্রথম দর্শনের সময় তাঁর যেন বিনয়ের বাঁধ ভেঙে গেলো। মলিও অপ্রতিভ হয়ে উঠলো রীতিমতো। ভদ্রলোক দু পায়ে ভর দিয়ে ব্যগ্রভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে আভুমি মাথা নত করে সাদরে তাকে অভিবাদন জানালেন। 'আসুন আসুন, আমাদের মহীয়সী গৃহকর্ত্রী...সুপ্রভাত! সত্যিই আপনি অসামান্যা! বলুন, আমি ঠিক বললাম কিনা?'

ইতস্তত ভাবেই মাথা নেড়ে সায় দিলো মলি। প্রকৃতপক্ষে এই প্রসঙ্গ দীর্ঘতর করবার তার কোন অভিপ্রায় ছিলো না। এখন ভনিতা করবার মতো একচুল অবসর নেই।

'আর কেন যে...', ভাঁড়ার ঘরের তদারকি করতে করতে মলি স্বগতোক্তির সুরে বিড়বিড় করলো, 'প্রত্যেকে নিজেদের খেয়াল খুশিমতো ব্রেকফাস্টের সময় বেঁধে রাখে—ঝক্কি সামলানো সত্যিই বড় কঠিন কাজ।'

ডিশগুলো মুছে রেখে মলি এবার দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এলো। তাকে এখন অতিথিদের বিছানাপত্রগুলো নতুন করে পেতে দিতে হবে। এবং এ ব্যাপারে জিলের সাহায্যও আজ পাওয়া যাবে না। জিল এখন সারা বাড়ির বরফ সরাতে ব্যস্ত।

দ্রুত হাতেই কাজ সারলো মলি। তবে তার মধ্যে যত্নের কোন অভাব ছিলো না। অতিথিদের বাথরুমে জলের সরবরাহ ঠিক আছে কিনা সে দিকেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। মলি এবার বাথরুমগুলো ঘুরে দেখতে গেলো। টেলিফোনটাও বেজে উঠলো এই সময়। এত কাজের মধ্যে নতুন উপদ্রব যুক্ত হলে স্বভাবতই মনটা একটু ব্যাজার হয়ে উঠে মলির বুকেও বিরক্তির মেঘ জমতে শুরু করেছিলো। কিন্তু এই ঘোর দুর্যোগের দিনে টেলিফোনের লাইনটা অন্ততঃ চালু আছে—এই কথা ভেবেও আবার শান্তি ফিরে পেলো কিছুটা।

মলি যখন ছুটতে ছুটতে লাইব্রেরী ঘরে এসে পৌছলো তখন সে রীতিমতো হাঁপাচ্ছে। সেই অবস্থাতেই তুলে নিলো রিসিভারটা 'হ্যাঁ...বলুন।'

দূরভাষের অপর প্রান্ত থেকে একটা ভরাট গম্ভীর স্বর ভেসে এলো। 'মঙ্কসওয়েল ম্যানর...?'

'হ্যাঁ, এটাই মঙ্কসওয়েল ম্যানর অতিথিশালা।'

'আমি কম্যান্ডার ডেভিসের সঙ্গে কথা বলতে চাই। অনুগ্রহ করে যদি একটু খবর দেন।'

'কিন্তু তিনি এখন ফোন ধরবার মতো ফুরসৎ পাবেন কিনা বলতে পারি না।' জবাব দিলো মলি। 'আমি তার স্ত্রী মিসেস ডেভিস। আপনি কে কথা বলছেন?'

'বার্কশায়ারের পুলিস-সুপারিনটেনডেন্ট হগবেন।'

আচমকা ধাক্কা খেয়ে মলি যেন চমকে উঠলো কিছুটা। 'ওঃ...তাই বুঝি...?'

'শুনুন মিসেস ডেভিস, একটা গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। টেলিফোনে অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলতে চাই না, তবে আমি ডিটেকটিভ সার্জেন্ট ট্রটারকে মঙ্কসওয়েল ম্যানর-এর ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়েছি। যে-কোন মুহূর্তেই ট্রটার আপনাদের ওখানে পৌঁছে যেতে পারে।'

'কিন্তু ভদ্রলোক তো আসতে পারবেন বলে মনে হয় না। পথঘাট সমস্তই বরফে বন্ধ হয়ে আছে। রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করাই দুঃসাধ্য!'

হগবেনের কণ্ঠস্বরে সুগভীর আশ্বাসের ধ্বনি। 'ট্রটার যেভাবেই হোক পৌঁছে যাবে। সেজন্যে চিন্তা করবেন না। তবে আপনার স্বামীকে দয়া করে জানিয়ে রাখবেন, ট্রটারের কথা তিনি যেন মন দিয়ে শোনেন। এবং সে যা বলবে সেই নির্দেশই যেন মেনে চলেন। ব্যাস, আর কিছু নয়।'

'কিন্তু সুপারিনটেনডেন্ট হগবেন, কেনই বা...'

মাঝপথে থেমে গেলো মলি। হগবেন ইতিমধ্যেই লাইন কেটে দিয়েছেন। তার অর্থ, তিনি যা বললেন—এর বেশি তাঁর আর কোন বক্তব্য নেই। তবুও কয়েক মুহূর্ত ফোন ধরে দাঁড়িয়ে রইলো বোকার মতো। তারপর রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো ধীরে ধীরে। ইতিমধ্যে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেছে জিল।

মলির বুক ঠেলে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এলো! 'যাক তাহলে তুমি এসে পড়েছো!'

জিলের লম্বা চুলের ফাঁকে ফাঁকে শুভ্র তুষার জড়িয়ে আছে। গালে ও কপালে কয়লার কালি। চোখে মুখে কর্মব্যস্ততার ছাপ। 'তোমার ব্যাপারটা কি মলি? আমি কয়লার ঝুড়িগুলো সব বোঝাই করে রেখেছি, কাঠের ব্যবস্থাও রেখে দিয়েছি ঠিকমতো। এখন গিয়ে মুরগির ঘরটা দেখতে হবে। তারপর বয়লারটার সুবন্দোবস্ত করতে পারলেই এ বেলার মতো আমার ছুটি। কিন্তু তোমাকে যেন কিছুটা চিন্তিত মনে হচ্ছে।'

'পুলিস কর্তৃপক্ষ ফোন করছিলেন, জিল!'

'পুলিস?' জিলের কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর।

'হ্যাঁ', ম্লান মুখে মাথা নাড়লো মলি। 'তারা একজন ইন্সপেক্টার না সার্জেন্ট—কাকে যেন এখানে পাঠাচ্ছেন!'

'কিন্তু কেন? কি আমাদের অপরাধ?'

'তা বলতে পারি না! আচ্ছা, আমরা যে দু পাউন্ড আইরিশ মাখন আনিয়েছি তার জন্যে শুল্কবিভাগ কোন আপত্তি তোলেনি তো?'

জিল ভ্রূ কুঁচকে চিন্তা করলো। 'টি ভি-র লাইসেন্সটা যথাসময়েই রিনিউ করা হয়েছে, তাই না?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সে সমস্ত ঝামেলা অনেকদিন আগেই মিটে গেছে। তবে সামনের বাড়ির বাসিন্দা বৃদ্ধা মিসেস বিডলকের কাছ থেকে আমি আমার পুরনো কোটটা দিয়ে পাঁচটা র‍্যাশনের কুপন নিয়েছিলাম। নিশ্চয় সেটা খুব একটা দোষের নয়। কারণ আমি যখন আমার পুরনো কোটটা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি তখন পাঁচটা র‍্যাশনই বা বেশি ভোগ করতে পারবো না কেন? কিন্তু...কিন্তু এ ছাড়া আর কি-ই বা হতে পারে? কিছুই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না!'

'দু একদিন আগে খুব বড় একটা অ্যাকসিডেন্টের হাত থেকে অল্পের জন্যে বেঁচে গিয়েছিলাম। তবে সে ব্যাপারে আমার কোন দোষ নেই। অন্য গাড়িটাই হুড়মুড়িয়ে আমার গাড়ির গাড়ির ওপর

এসে পড়েছিলো। এমন কি তার আগে হর্ন পর্যন্ত দেয়নি!

'নিশ্চয় আমরা কিছু একটা করেছি!' অপ্রসন্ন স্বরে গুনগুন করলো মলি জিলের কণ্ঠেও ক্ষোভের সুর চাপা থাকে না। 'সেজন্যে সব সময়েই নিজেকে কেমন অপরাধী অপরাধী মনে হয়। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই অতিথিশালা সংক্রান্তই কিছু হবে। বিনা অনুমতিতে এ ধরনের কোন ব্যবসা পরিচালনটাই হয়তো আইনের চোখে দন্ডনীয় অপরাধ!'

'আমার ধারণা, কেবলমাত্র পানীয় পরিবেশনের ক্ষেত্রেই কিছু কিছু বাধানিষেধ চালু আছে। কিন্তু আমরা তো অতিথিদের টেবিলে কোনরকম পানীয় সরবরাহ করিনি। তাহলে কেন নিজেদের ইচ্ছেমতো ব্যবসা চালাতে পারবো না?'

'হ্যাঁ, আমি জানি! তোমার কথার মধ্যে যুক্তিও আছে যথেষ্ট। তবে ওই যা বললাম, আজকাল হয়ত সমস্ত ক্ষেত্রেই সরকারি বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে!'

'হায় ভগবান!' মলি দীর্ঘশ্বাস ফেললো, 'কেনই বা মরতে আমরা এই হোটেল খুলে বসতে গেলাম! প্রথম দিনই বরফ চাপা পড়ে পথঘাট সব বন্ধ হয়ে গেলো। তার ফলে অসময়ের জন্যে যে সমস্ত টিনের খাবার আমরা মজুত করে রেখেছিলাম সে সবই অতিথিরা দুদিনে শেষ করে দেবে!'

'অল্পেতেই তুমি বেশি নার্ভাস হয়ে পোড়ো না', সান্ত্বনার সুরে জিল বললো, 'আমাদের হয়তো এখন কিছুটা দুর্দিন যাচ্ছে, কিন্তু শীগগিরই দুর্যোগের মেঘ কেটে যাবে।' অন্যমনস্ক ভাবে মলির কপালে আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়ালো জিল। তারপর একটু থেমে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে বলে উঠলো, 'একটা কথা কি জানো মলি, আমার কেবলই মনে হচ্ছে, বিষয়টা নিশ্চয় খুব গুরুতর কিছু হবে। তা নাহলে খামোকা একজন পুলিস-সার্জেন্টকেই বা তারা এখানে পাঠাতে যাবে কেন?' চোখ তুলে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে ইঙ্গিত করলো জিল। 'খুব জরুরী কিছু না হলে এমন দিনে।'

মলিও কোন কথা বললো না। দুজনে দুজনের দিকে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। ভেজানো দরজা ঠেলে মিসেস বয়েল ভেতরে প্রবেশ করলেন।

'এই যে...আপনি এখানে মিঃ ডেভিস?' মিসেস বয়েলের কণ্ঠস্বরে সুগভীর কাঠিন্য। 'ড্রয়িংরুমের তাপচুল্লীটা যে ঠান্ডা পাথর হয়ে গেছে সে খবর কি আপনার কানে এসে পৌঁছেচে?'

'আমি খুবই দুঃখিত মিসেস বয়েল! আমাদের কয়লার মজুতটা একেবারে ফুরিয়ে এসেছে, তাই...'

মিসেস বয়েল নির্দয় কণ্ঠে মন্তব্য কবলেন, 'কিন্তু আমি সপ্তায় সাত গিনি করে দিচ্ছি, সে কথাও ভুলে যাবেন না। সাত সাতটা গিনি! সেটাও নিশ্চয় ঠান্ডায় জমে যাবার জন্যে নয়!'

জিল লজ্জিত কণ্ঠে উত্তর দিলো, 'এক্ষুণি গিয়েই আমি ওটা জ্বালাবার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।'

দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো জিল। মিসেস বয়েল এবার মলির দিকে ফিরে তাকালেন। 'একটা কথা আপনাকে বলছি বলে কিছু মনে করবেন না, মিসেস ডেভিস। তবে এই যে যুবকটি এখানে আছে, তার চালচলন খুবই অস্বাভাবিক। তার কথাবার্তা এমন কি গলায় বাঁধা টাইটা পর্যন্ত, সব কিছুই খুবই অদ্ভুত ধরনের। তার ওপর চুলটুল আঁচড়ানোর কোন অভ্যাসও বোধ হয় ওর নেই!'

'কিন্তু যুবকটি তো একজন ভালো স্থপতি!' জবাব দিলো মলি।

'মাফ করবেন, আপনার কথার অর্থ...'

'ক্রিস্টোফার রেন একজন স্থপতি, এবং....'

'শুনুন শুনুন, মিসেস ডেভিস', মাঝপথে বাধা দিলেন মিসেস বয়েল, 'স্যার ক্রিস্টোফার রেনের নাম আমি শুনেছি। তিনি যে সত্যই একজন প্রথম শ্রেণীর স্থপতি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেন্টপল ইত্যাদি তাঁর অনেক কীর্তির কথাই সকলের সুবিদিত! কিন্তু আপনারা মনে করেন যে দুদিন কোন আর্টস্কুলে পড়লেও শিল্পতত্ত্বের সবকিছু অনায়াসে শিখে ফেলা যায়!'

'আমি এখন এই যুবকটির কথাই বলছি। এর নামও ক্রিস্টোফার রেন! যুবকটির বাপ-মা চেয়েছিলেন বড় হলে তাঁদের ছেলে একজন নামকরা স্থপতি হবে। সেই জন্যেই ওইরকম নামকরণ করেছিলেন। এবং তাঁদের সেই স্বপ্নও প্রায় সত্যি হয়েছে বলা চলে।

'হুঁ', বিরক্তিতে নাক কোঁচকালেন মিসেস বয়েল, 'তবে আমার কাছে সমস্ত বিষয়টা খুবই সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে। আমি যদি আপনার জায়গায় থাকতাম তাহলে ছেলেটির সম্বন্ধে রীতিমতো খোঁজখবর না নিয়ে ছাড়তাম না। ওর সম্বন্ধে আপনিই বা কতটুকু জানেন!'

'আপনার সম্মন্ধে যতটুকু জানি ঠিক ততটুকুই—মিসেস বয়েল! সেটা হচ্ছে এই যে আপনারা দুজনেই সপ্তায় সাত গিনি করে দেবেন। এবং এইটুকু জানলেই আমার চলে যাবে, তাই নয় কি? কারণ সেটাই শুধু আমার জ্ঞাতব্য বিষয়। সত্যিই আমি আমার অতিথিদের পছন্দ করি, কি...'মলি এবার সোজাসুজি চোখ তুলে তাকালো, 'করি না, তাতে কিছু যায় আসে না!'

মিসেস বয়েল সবিশেষ ক্রুদ্ধ হলেন। 'আপনার বয়স এবং অভিজ্ঞতা, দুই-ই খুব কম। সেই কারণে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করাই এক্ষেত্রে সমীচীন। আচ্ছা, ওই অদ্ভুত দর্শন বিদেশী ভদ্রলোকটিই বা কে? কখনই বা হাজির হলেন উনি?

'মাঝরাতে।'

'তাই নাকি, বারি অদ্ভুত তো! কোন নতুন জায়গায় এসে ওঠবার পক্ষে সময়টা নিশ্চয় খুব উপযুক্ত নয়?'

'কিন্তু প্রকৃত ভ্রমণকারীকে ফিরিয়ে দেওয়া নীতি বিরুদ্ধ, মিসেস বয়েল।' মিষ্টি করে ফোড়ন কাটলো মলি। 'আপনি হয়তো এই আইন সম্পর্কে ঠিক অবহিত নন?'

'আমার বক্তব্য হচ্ছে, এই যে ভদ্রলোক, প্যারাভিসিনি না কি যেন নাম—খুব সুবিধে প্রকৃতির বলে...'

'সাবধান...সাবধান ম্যাডাম। যদি আপনি শয়তানের সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করেন এবং ঘটনাচক্রে সে যদি...'

সামনে ভূত দেখার মতোই আচমকা লাফিয়ে উঠলেন মিসেস বয়েল। সাক্ষাৎ শয়তানই যেন এখন তাঁকে সম্বোধন করছে। নিঃশব্দ পায়ে মিঃ প্যারাভিসিনি যে কখন সেখানে হাজির হয়েছেন দুজনের কারুরই সেটা এতক্ষণ নজরে পড়েনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিনম্র ভঙ্গিতে হাত কচলাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। তাঁর ঠোঁটের আগায় শয়তান-সুলভ কুটিল হাসির উল্লাস।

'আপনি আমায় চমকে দিয়েছিলেন!' বিব্রত ভঙ্গিতে মন্তব্য করলেন মিসেস বয়েল। 'কখন যে চুপিসাড়ে আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন একেবারে টের পাইনি!'

হ্যাঁ, আমি নিঃশব্দ পায়েই চলাফেরা করি।' প্যারাভিসিনি জানালেন। 'কেউ আমার পায়ের আওয়াজ শুনতে পায় না। ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই মজার লাগে। তার ফলে কখনো-সখনো অপরের আলাপ-আলোচনাও আমার কানে এসে পৌঁছয়। তাতেও খুব মজা পাই আমি।' একটু থেমে তিনি আবার মৃদু সুরে বললেন, 'কিন্তু একবার যা শুনি তা আর কোনদিন ভুলি না!'

'তা তো বটেই!' মিসেস বয়েলের কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ দুর্বল শোনালো। 'আমি আমার সাজসরঞ্জাম বোধ হয় সব ড্রেসিংরুমেই ফেলে এসেছি। যাই...'

মিসেস বয়েল দ্রুতপায়ে স্থান ত্যাগ করলেন। মলি কিছুটা বিমূঢ় দৃষ্টিতেই নিরীক্ষণ করছিল এই বিদেশী ভদ্রলোককে। এবার বেশ লাফিয়ে ঝাঁপিয়েই ভদ্রলোক তার দিকে এগিয়ে এলেন।

'আমার মহীয়সী গৃহকর্ত্রীকে যেন কিঞ্চিৎ বিচলিত দেখাচ্ছে?' মলি কোন বাধা দেবার আগেই ভদ্রলোক তার একটা হাত নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে তালুর উলটো পিঠে মৃদু চুম্বন এঁকে দিলেন। 'এর কারণ কি ম্যাডাম!'

এক পা পিছিয়ে গেলো মলি। মিঃ প্যারাভিসিনিকে সত্যিই সে পছন্দ করে কিনা, সে সম্বন্ধেও মনে মনে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারলো না। ভদ্রলোকের দুর্বোধ্য বঙ্কিম কটাক্ষে যেন এক পাশবিক লালসার আভাসই প্রতিভাত হচ্ছে।

'আজকে সকাল থেকেই নানারকম অশান্তি উপদ্রব শুরু হয়েছে।' হালকা সুরে জবাব দিলো মলি। 'হতচ্ছাড়া তুষারপাতই তার প্রধান কারণ!'

'হ্যাঁ, তা ঠিক!' মিঃ প্যারাভিসিনি মাথা নাড়তে নাড়তে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। 'এই বরফই যত নষ্টের গোড়া, তাই নয় কি? অবশ্য-এর অনেক সুখ-সুবিধেও আছে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না!'

'আপনি কী বলতে চাইছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না!'

'সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়।' চিন্তান্বিত কণ্ঠে জবাব দিলেন প্যাবাভিসিনি। 'পৃথিবীতে অনেক কিছুই আছে যা আপনি জানেন না। এবং একটা বিষয় সম্বন্ধে আমি খুবই নিশ্চিত, অতিথিশালা পরিচালনার ব্যাপারে আপনার খুব একটা অভিজ্ঞতা নেই।'

মলির দু গালে লজ্জার রক্তিম আভা ফুটে উঠলো। 'তা হয়তো সত্যি, তবে আমাদেরও উৎসাহের অন্ত নেই। আমরা এর পেছনেই লেগে থাকবো বলে স্থির করেছি।'

'বাহবা...বাহবা! এই তো চাই!'

'তাছাড়া রাঁধুনি হিসেবেও আমি খুব একটা মন্দ নই, বলুন?' মলির কণ্ঠে উদ্বিগ্নতার সুর চাপা রইলো না;

'না না, আপনার হাতে জাদু আছে। ঠিক আপনার মতোই মোহনীয়।' উৎসাহিত ভাবে সায় দিলেন প্যারাভিসিনি।

এই বিদেশীরা কি জঘন্য প্রকৃতিরই না হয়, মনে মনে চিন্তা করলো মলি। প্যারাভিসিনি যেন মলির মনের কথা বুঝতে পারলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আচার-আচরণও সম্পূর্ণ বদলে গেলো। তিনি আবার রীতিমতো গম্ভীর ভাবেই বললেন, 'আমি কিন্তু একটা বিষয়ে আপনাকে সাবধান করে দিতে চাই মিসেস ডেভিস। আপনারা দুজনে বাইরের লোকদের খুব বেশি বিশ্বাস করবেন না। এখানে যারা অতিথি আছেন, তাদের সবার পরিচয় কি আপনি জানেন?'

'এটা কি সত্যিই খুব প্রয়োজনীয়?' মলিকে কিছুটা বিচলিত বোধ হলো। 'আমার ধারণা, অতিথিরা সাধারণত এমনিই এসে থাকেন...'

'যাকে আপনি ছাদের নিচে আশ্রয় দিচ্ছেন, তার সম্বন্ধে যতটা সম্ভব খোঁজ খবর নেওয়াই কি সুবিবেচকের পরিচয় নয়?' সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে কিছুটা ভয় দেখানো ভঙ্গিতেই মলির কাঁধে দু একটা টোকা দিলেন ভদ্রলোক। 'এই যেমন আমার কথাই ধরুন না! মাঝরাতে হুট করে আমার আবির্ভাব ঘটলো। আমি আপনাকে জানালাম, তুষারপাতের ফলে রাস্তার মধ্যিখানে আমার গাড়িটা আটকে পড়েছে। তাহলে প্রকৃত পক্ষে আপনি আমার সম্বন্ধে কতটুকু জানতে পারলেন? একেবারে কিছুই না। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অন্যান্য অতিথিদের সম্বন্ধেও আপনার অজ্ঞতা ঠিক এরকম!'

'কিন্তু মিসেস বয়েল তো...', কথার মাঝখানেই মলিকে থেমে যেতে হলো। কেন না স্বয়ং মিসেস বয়েলই তার বোনার সাজসরঞ্জাম হাতে নিয়ে আবার হাজির হলেন সেখানে।

'ড্রয়িংরুমটা বড় বেশি ঠান্ডা। তার চেয়ে এখানকার আবহাওয়া অনেক উষ্ণ আছে।' মৃদু সুরে মন্তব্যটা ছুঁড়ে দিয়ে ভদ্রমহিলা তাপচুল্লীর পাশে একটা চেয়ারের দিকে এগোলেন।

দ্রুত পায়ে মিসেস বয়েলকে অতিক্রম করে সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন প্যারাভিসিনি। 'যদি অনুমতি করেন ম্যাডাম, আমি আপনার জন্যে তাপচুল্লীর আগুনটা একটু উস্কে দিতে পারে!'

মিঃ প্যারাভিসিনির হাঁটাচলার মধ্যে এমন একটা ক্ষিপ্র তৎপর ভাব আছে যা সহজেই নজর কেড়ে নেয়। গতরাত্রেও তাঁর এই বিশিষ্ট ভঙ্গিটি মলি লক্ষ্য করেছিলো। ভদ্রলোক যখন হাঁটু গেড়ে বসে তাপচুল্লীর আগুনটা উস্কে দিতে ব্যস্ত ছিলেন তখন আরো একটা জিনিস মলির চোখে পড়লো। এই বিদেশী অতিথি সব সময় তাঁর পেছনের অংশটাই আলোর দিকে ফিরিয়ে রাখেন। তার নিগূঢ় কারণটাও যেন মনে মনে উপলব্ধি করলো মলি। প্যারাভিসিনির সমস্ত মুখটাই যেন কৃত্রিম ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে!

তাহলে এই ক্লান্তিকর বোকা বুড়োটা বরাবর ছোকরা সেজে থাকবার জন্যেই ভোল ধরেছে এমন ভাবে! তবে ভদ্রলোকের উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হয়নি সে কথাও স্পষ্ট বোঝা যায়। বয়সের ছাপ লুকোতে

পারেননি মুখ থেকে। এমন কি সময় প্রকৃত বয়সের অনুপাতে ছাপটা যেন একটু বেশি করেই ফুটে ওঠে। কেবলমাত্র হাঁটা চলার মধ্যে যৌবনোচিত ভঙ্গিটুকুই কেমন যেন অসঙ্গতিপূর্ণ। মনে হয় এটাও তাঁর একটা সযত্নলালিত কৃত্রিম আবরণ।

হন্তদন্ত হয়ে মেজর মেটকাফের আগমনই অনুমান-নির্ভর কাল্পনিক জগৎ থেকে রূঢ় বাস্তবে টেনে আনলো মলিকে। 'মিসেস ডেভিস, আমার আশঙ্কা হচ্ছে আশঙ্কা হচ্ছে....', চারদিকে তাকিয়ে নিজেকে সংযত করলেন মেজর, কণ্ঠস্বরও কিছুটা নামিয়ে আনলেন। 'নিচের তলায় বাথরুমের জলের পাইপগুলো বোধহয় ঠান্ডায় জমে গেছে।'

'হায় ভগবান!' ক্ষোভের সুরে বিড়বিড় করলো মলি, 'আজকেই একের পর এক যত দুর্ভোগ শুরু হয়েছে! প্রথমে পুলিস তারপর এই পাইপ...'

মিঃ প্যারাভিসিনি রীতিমতো শব্দ করেই লোহার খোঁচানিটা পাশে নামিয়ে রাখলেন। মিসেস বয়েলের বোনার কাজ বন্ধ হয়ে গেলো। মলি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলো, মেজর মেটকাফের সারা মুখ থেকে কেউ যেন রক্ত শুষে নিয়েছে। মুখের মাংসপেশীগুলোও শক্ত হয়ে উঠেছে অদ্ভুত ভাবে। ভাবলেশহীন একটা কাঠের মূর্তিই এখন যেন দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে।

'পুলিস?' চকিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন তিনি, 'আপনি কি পুলিসের কথা বললেন?'

মলি অবচেতন মনে অনুভব করলো, ভদ্রলোকের এই আপাত ভাবলেশহীন মুখের পেছনেই একটা প্রচন্ড কোন আলোড়ন ঘটে চলেছে। ভয় বা উদ্বেগজনিত কারণেও এমন হতে পারে। অথবা তীব্র উত্তেজনাও এর উৎস হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু কিছু যে একটা আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই লোকটা..., মনে মনে ভাবলো মলি, আসলে ভয়ঙ্কর প্রকৃতিরও হতে পারে।'

আবার প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক। এবার তাঁর কণ্ঠস্বরে শুধু একটা সামান্য কৌতূহলের সুরই প্রকাশ পেলো। 'পুলিস কেন?'

'দুচার মিনিট আগে পুলিস কর্তৃপক্ষ একটা ফোন করেছিলেন।' জবাব দিলো মলি। 'তারা নাকি একজন সার্জেন্টকে এখানে পাঠাচ্ছেন।' এবার তার দৃষ্টি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে নিবদ্ধ হলো। চোখে মুখে আশার আলো। 'তবে এই দুর্যোগের মধ্যে তিনি এখানে এসে পৌঁছতে পারবেন বলে বিশ্বাস হয় না।'

'কিন্তু একজন পুলিসকেই বা তারা এখানে পাঠাচ্ছে কেন?' মলির দিকে আর এক পা এগিয়ে এলেন মেজর। মলি জবাব দেবার আগেই দরজা খুলে জিল ভেতরে ঢুকলো।

'ওঃ, কয়লার চাঙড়গুলো যেন বিশ মনের ওপর ভারী।' রাগত কণ্ঠে ব্যক্ত করলো জিল। তারপর অন্য সকলের দিকে দৃষ্টি পড়তেই কেমন সচকিত হয়ে উঠলো। 'ব্যাপার কি! সবাইকেই যেন বিচলিত মনে হচ্ছে?'

মেজর মেটকাফ এবার তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। 'শুনলাম এখানে নাকি পুলিসের আগমন ঘটেছে! তার কারণ কি?'

'তাতে ব্যস্ত হবার কিছু নেই।' মাথা নেড়ে জিল জানালো, কেউ-ই এখানে এসে পৌঁছতে পারবে না। বরফ এখন পাঁচফুট উঁচু। সমস্ত পথঘাট বরফের তলায় চাপা পড়ে গেছে। সবরকম যানবাহনও বন্ধ।'

সেই মুহূর্তে জানলার শার্শিতে কেউ যেন ঠকঠক শব্দ করে টোকা মারলো। পরিষ্কার ভেসে এলো শব্দটা। ঘরের প্রত্যেকেই সচকিত হয়ে উঠলেন একসঙ্গে। প্রথম দু-চার সেকেন্ড কোথা থেকে শব্দটা আসছে ঠিক বোঝা গেলো না। একটা অদৃশ্য ভৌতিক সঙ্কেতের মতোই মনে হলো। তারপরই মলি গরাদহীন বড় ফ্রেঞ্চ জানালাটার দিকে ইঙ্গিত করে চেঁচিয়ে উঠলো। একজন লোক বাইরে দাঁড়িয়ে টোকা দিচ্ছেন শার্শির ওপর। লম্বা কাঠের স্কী-জুতো পায়ে আছে বলেই যে তার পক্ষে বরফ ভেঙে এতখানি পথ আসা সম্ভব হয়েছে সে রহস্যটা বুঝে নিতেও বেশি দেরি হয় না।

বিস্ময়সূচক অস্ফুট একটা শব্দ করেই জিল দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ছিটকিনিটা খুলে দিলো।

'ধন্যবাদ স্যার।' ঘরের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতেই জিলকে অভিবাদন জানালেন আগন্তুক। তার কণ্ঠস্বরে সহজাত খুশির আমেজ। মুখে চোখে উজ্জ্বল তারুণ্যের দীপ্তি। 'আমি ডিটেকটিভ সার্জেন্ট ট্রটার।' সকলের দিকে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে নিজেই নিজের পরিচয় দিলেন তিনি।

মিসেস বয়েল বোনা বন্ধ করে ঈষৎ নড়েচড়ে বসলেন। তারপর মৃদু প্রতিবাদের ভঙ্গিতে অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, 'আপনাকে দেখে তো ঠিক সার্জেন্ট বলে মনে হয় না। বয়স যেন খুবই কম!'

ভদ্রলোক বয়সে যদিও নিতান্তই নবীন তবুও এই মন্তব্য শুনে রীতিমতো অপমানিত বোধ করলেন। তার উত্তরের মধ্যেও ঝাঁঝের আভাস ফুটে উঠলো। 'আমাকে দেখে যতটা অল্পবয়সী বলে মনে হয়, আসলে কিন্তু ততটা ছেলেমানুষ নই ম্যাডাম!'

আগন্তুক ভদ্রলোক আর একবার চোখ তুলে সকলকে দেখে নিয়ে অবশেষে জিলের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। 'আপনিই তো মিঃ ডেভিস, তাই না? আমি আমার ধরাচুড়ো সব খুলে কোথাও রেখে দিতে চাই!'

'হ্যাঁ,...নিশ্চয়! আমার সঙ্গে আসুন...'

জিল আগন্তুককে নিয়ে ভেতরে অদৃশ্য হবার পর রুক্ষ ব্যাজার মুখে মন্তব্য করলেন মিসেস বয়েল, 'এই জন্যেই আমরা সরকারকে পুলিস পোষবার ট্যাকসো গুনে দিই! আর এদিকে বেতনভুক পুলিস-কর্মচারীরা বরফের ওপর শীতকালীন খেলাধুলো এবং আমোদ-স্ফূর্তি নিয়ে মত্ত!'

প্যারাভিসিনি এখন একেবারে মলির মুখোমুখী এসে দাঁড়ালেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে ক্রুদ্ধ সাপের চাপা গর্জন। 'কেন আপনি পুলিস ডেকে পাঠিয়েছেন, মিসেস ডেভিস?'

প্যারাভিসিনির এই রক্তবর্ণ মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো মলি। ভদ্রলোকের এ চেহারা যেন সম্পূর্ণ নতুন। একটা শঙ্কার ছায়া ঘনিয়ে উঠলো তার বুকের মধ্যে। অসহায় ভাবে জবাব দিলো, 'কিন্তু...আমি তো ওদের ডেকে পাঠাইনি...'

মলির মুখের কথা শেষ হতে না হতেই উত্তেজিত ভঙ্গিতে ক্রিস্টোফার রেন এসে ঢুকলেন। তার কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণ প্রশ্নের খোঁচা। 'বড় হলঘরটায় যে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন উনি কে? কোথা থেকেই বা হাজির হলেন ভদ্রলোক? এদিককার রাস্তাঘাট তো সমস্তই বন্ধ!'

মিসেস বয়েলই জবাব দিলেন এ প্রশ্নের। তার কণ্ঠে ক্ষোভ ও ভর্ৎসনার যুগপৎ ভাষা, 'পুলিশ কর্মচারী। ব্যাপারটা একবার বুঝে দেখুন! কর্তব্যরত পুলিশ কর্মচারী স্কী পায়ে দিয়ে মাঠে ময়দানে ঘুরে বেড়াচ্ছে!'

'সরকারি কর্মচারীরা আজকাল কি ভাবে ফাঁকিবাজ ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে, সেই কথাটা ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়াই যেন এই বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য।

মেজর মেটাকাফ মৃদু সুরে মলিকে প্রশ্ন করলেন, 'মাপ করবেন মিসেস ডেভিস, আমি কি এখানকার ফোনটা একবার ব্যবহার করতে পারি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যতবার খুশি! এতে অনুমতি নেবার কোন প্রয়োজন নেই!'

ফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন মেজর। ক্রিস্টোফার রেনের তীক্ষ্ণকণ্ঠ মন্তব্যও তার কানে এলো। 'ভদ্রলোকের চেহারাটা ভারী সুন্দর। আপনারও কি তাই মনে হয় না? অবশ্য প্রত্যেক পুলিস কর্মচারীই কমবেশি স্মার্ট ও হ্যান্ডসাম।'

'হ্যাল্লো....হ্যাল্লো...', রিসিভারটা তুলে নিয়ে দু চার মুহূর্ত নাড়াচাড়া করলেন মেজর, তারপর মলির দিকে ফিরে তাকালেন। 'মিসেস ডেভিস, আপনার ফোনটা তো অচল হয়ে পড়ে আছে। নিশ্চয় কোথাও লাইনের কিছু গন্ডগোল হয়েছে।'

'কিন্তু এতক্ষণ তো লাইন ঠিকই ছিলো। এইমাত্র ...'

ক্রিস্টোফার রেনের উচ্চকণ্ঠ সুরেলা হাসিই তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিলো। বিকারগ্রস্ত রুগীর মতোই হাসতে লাগলেন ভদ্রলোক। 'অবশেষে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের সবরকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলো।' হাসির ফাঁকে ফাঁকেই সরস ভঙ্গিতে মন্তব্য করলেন তিনি, 'ব্যাপারটা খুবই মজার ভারি মজার...'

'কিন্তু এতে এত হাসির কি ব্যাপার ঘটলো কিছুই আমার মগজে ঢুকছে না।' মেজরের কণ্ঠস্বরে কাঠিন্যের আভাস।

'হ্যাঁ, ঠিকই তো।' মিসেস বয়েলও সায় দিলেন মাথা নেড়ে।

ক্রিস্টোফারের হাসি তখনও থামেনি। 'না না, আপনারা কিছু মনে করবেন না। এটা আমার একটা ব্যক্তিগত রসিকতা।...চুপ...চুপ...', ঠোঁটের ওপর তর্জনী রাখলেন তিনি, 'গোয়েন্দা-প্রবর এদিকেই আসছেন।'

জিলের সঙ্গে সঙ্গে সার্জেন্ট ট্রটার হাজির হলেন। ভদ্রলোক এখন তার বদখদ স্কী দুটোর হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন। শুভ্র তুষারের কুচিগুলোও ঝেড়ে ফেলেছেন গা থেকে। তার হাতে ধরা একটা লম্বা নোটবই আর পেন্‌সিল। চালচলনে সুগভীর পুলিসি গাম্ভীর্যটুকুও ফুটে উঠেছে নিখুঁত ভাবে।

'মলি', জিলের কণ্ঠে ব্যস্ততার আভাস, 'সার্জেন্ট ট্রটার আমাদের সঙ্গে আলাদা ভাবে দু একটা কথা বলতে চান।'

দুজনকে অনুসরণ করে মলি ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো। জিলই তাদের পথ দেখিয়ে স্টাডিরুমের দিকে নিয়ে গেলো। বড় হলঘরটার ঠিক পেছনেই সাজানো-গোছানো ছোট আকারের স্টাডিরুম। সকলে ভেতরে ঢোকবার পর বাইরেটা একবার দেখে নিয়ে সন্তর্পণে দরজা ভেজিয়ে দিলেন ট্রটার।

'আমাদের অপরাধটা কি সার্জেন্ট...?' মলি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। একরাশ উৎকণ্ঠাই ঝরে পড়লো তার কণ্ঠস্বরে।

'অপরাধ!' সার্জেন্ট ট্রটার কয়েক মুহূর্ত অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ধীরে ধীরে তার ওষ্ঠাধারে চওড়া হাসি ফুটে উঠলো। 'না না' আপনারা সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছেন। এই ভুল বোঝাবুঝির জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু প্রকৃত ঘটনাটা একেবারেই আলাদা। এটাকে এক ধরনের পুলিসি সাহায্যও বলতে পারেন। আমার আগমনের মূল উদ্দেশ্যই তাই।'

এবারেও সার্জেন্টের বক্তব্য তাদের বোধগম্য হয়েছে বলে মনে হলো না। দুজনেই অবাক দৃষ্টিতে আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

ট্রটার আবার খেই ধরলেন। 'মিসেস লিয়ন—মিসেস মউরীন লিয়নের নাম হয়তো আপনারা ইতিমধ্যে শুনে থাকবেন? দুদিন আগে লন্ডনের এক ভাড়াটে ফ্ল্যাট বাড়িতে খুন হয়েছেন ভদ্রমহিলা।'

'হ্যাঁ', মলি মাথা নাড়লো।

'আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, এই ভদ্রমহিলা কি আপনাদের পরিচিত?'

'না, আগে কোনদিন এর নাম পর্যন্ত শুনিনি!' প্রতিবাদের সুরে বিড়বিড় করলো জিল। মলিও সায় দিলো সে কথায়।

'আমাদেরও সেইরকম ধারণা।' ট্রটারের কণ্ঠস্বর আগের মতোই শান্ত। 'তবে মহিলাটির আসল নাম বোধ হয় লিয়ন নয়। পুলিসের রেকর্ড বইয়ে আঙুলের ছাপ থেকেই প্রকৃত সত্যটা জানতে পারা গেছে। তার আসল পদবী হচ্ছে গ্রেগ। মউরীন গ্রেগের মৃতস্বামী জন গ্রেগ ছিলেন একজন কৃষক। লঙরিজ ফার্মটাও তারই হাতে তৈরি। ফার্মটা এখান থেকে বেশি দূরেও নয়। নামটাও হয়তো আপনাদের পরিচিতি।'

ছোট্ট স্টাডিরুমের অভ্যন্তরে একটা মৌন শীতল পরিবেশ। কেবল ছাদ থেকে বাইরের উঠোনে বরফ ঝরে পড়ার টুপটাপ শব্দই মাঝে মাঝে এই মৌনতা ভঙ্গ করছে। এই শব্দটার মধ্যেও কেমন এক ধরনের অশুভ অশরীরী সঙ্কেত।

কোন উত্তর না পেয়ে পুনরায় মুখ খুললেন ট্রটার। 'তিনটে অনাথ শিশুকে এই ফার্মে রেখে মানুষ করবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো। সরকারই খরচ জোগাতেন তাদের। এসব উনিশশো চল্লিশ সালের ঘটনা। অল্প কয়েকদিন পরে এদের মধ্যে একটি ছেলে মারা যায়। অত্যাচার এবং অবহেলাই যে ছেলেটির মৃত্যুর কারণ সেটাও জানাজানি হতে বিশেষ দেরি হয় না। অনেক পত্রপত্রিকাতেও ব্যাপারটা নিয়ে খুব লেখালেখি হয়েছিলো। তার ফলেই আদালতের বিচারে যাবজ্জীবন জেল হয়ে যায় জন আর

মউরীনের। কারাবাসের অল্প কিছুকাল পরে জন পুরনো একটা গাড়ি চুরি করে জেল থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো কিন্তু নিজের নিয়তিকে এড়াতে পারেনি। পালাবার পথেই মোটর দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় বেচারা! মাস দুয়েক আগে মউরীনের মেয়াদ শেষ হয়।'

'তিনিই কি সম্প্রতি খুন হয়েছেন?' প্রশ্ন করলো জিল। 'এটা কার কীর্তি বলে আপনারা সন্দেহ করছেন?'

উত্তর দেবার জন্যে কোনরকম ব্যস্ততা দেখা গেলো না ট্রটারের মধ্যে, তিনি তার নিজের প্রশ্নেই অবিচল। 'লঙ্ রিজের ঘটনাটা নিশ্চয় আপনাদের স্মরণে আছে?'

জিল ঘাড় নাড়লো। 'উনিশশো চল্লিশ সালের কথা বলছেন? আমি তো তখন জাহাজে চাকরি নিয়ে ভূমধ্যসাগরের বুকের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছি। পৃথিবীর সঙ্গে খুব একটা যোগাযোগ ছিলো না।'

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মলির দিকে ফিরে তাকালেন ট্রটার।

'আমার...আমার অবশ্য কিছু কিছু মনে পড়ছে।' আমতা-আমতা করলো মলি। তার শ্বাসপ্রশ্বাসও অনিয়মিত। 'কিন্তু আপনিই বা সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলছেন কেন? তার সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক?'

'আপনার সামনে সমস্ত বিপদ, মিসেস ভেস। এই মুহূর্তে নিরাপত্তার একান্তই প্রয়োজন।'

'বিপদ...!' জিলের কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর। 'কিসের বিপদ?'

'তাহলে সমস্ত ঘটনাটা মন দিয়ে শুনুন। মিসেস লিয়ন যেখানে খুন হন সেই অকুস্থলের কাছেই একটা নোটবই পাওয়া গেছে। তার মধ্যে দুটো ঠিকানা লেখা ছিলো। একটা হচ্ছে চুয়াত্তর নম্বর কালভার স্ট্রীট।'

'ওই ফ্ল্যাটবাড়িতেই তো ভদ্রমহিলা খুন হয়েছেন, তাই না?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো মলি।

'হুঁ,' আত্মগত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন তরুণ সার্জেন্ট। 'অন্য ঠিকানাটা হচ্ছে মঙ্কসওয়েল ম্যানর।'

'কী বললেন...মঙ্কসওয়েল ম্যানর?' মলির দুচোখে বোবা বিস্ময়। 'কিন্তু সমস্তটাই কেমন অবিশ্বাস্য!'

'কোন সম্পর্ক নেই,' জিলের কণ্ঠে অকপট অভিব্যক্তি। 'কোন সম্পর্কের আভাস পর্যন্ত নেই। এটা হয়তো কোন কাকতলীয় ব্যাপার।'

'সুপারনিটেনডেন হগবেন কিন্তু বিষয়টাকে অতটা তুচ্ছ বলে মনে করেন না।' শান্ত স্বরে উত্তর দিলেন ট্রটার। 'তাঁর মতে এ ব্যাপারে সাধ্যমতো ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। আর যেহেতু বরফের ওপর স্কী পায়ে দিয়ে হাঁটা-চলা করতে আমি সবিশেষ অভিজ্ঞ সেজন্যে আমাকেই প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন। আমি এখানকার সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে তাঁর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করবো। সকলের নিরাপত্তার জন্যেও যথাসাধ্য ব্যবস্থা নেবার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।'

'নিরাপত্তা...?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফিরে তাকালো জিল। 'হায় ভগবান! আপনি কি মনে করেন এখানে কারোর খুন হবার আশঙ্কা আছে?'

ট্রটার বিনীত কণ্ঠে নিবেদন করলেন, 'আমি আপনাদের বিচলিত করে তুলতে চাই না। তবে সুপারিনটেনডেন্ট হগবেন সেইরকমই একটা কিছুর আশঙ্কা করছেন।'

'কিন্তু কেনই বা...'

মাঝপথে জিলকে থামিয়ে দিয়ে মুখ খুললেন ট্রটার। 'সেই কারণটার খোঁজেই আমি এখানে এসেছি।'

'তবে সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন উদ্ভট!'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে উদ্ভট বলেই হয়তো বেশি বিপজ্জনক!'

এবারে মন্তব্য করলো মলি। 'আমার বিশ্বাস, আপনি নিশ্চয় সমস্ত ব্যাপারটা এখনো আমাদের খুলে বলেন নি! কিছু একটা বাকি থেকে গেছে!'

'হ্যাঁ ম্যাডাম, আপনার অনুমান অভ্রান্ত। নোটবইয়ে ঠিকানা লেখা পাতাটার ওপর দিকে ছেলে ভুলনো একটা ছড়ার লাইন লেখা ছিলো—তিনটে ইঁদুর অন্ধ। নিহত মহিলার পোষাকের সঙ্গেও পিন

দিয়ে আঁটা একটি কাগজের টুকরো পাওয়া গেছে। তাতে লেখা আছে—এই প্রথম। এবং কাগজটার নিচের অংশে তিনটে ইঁদুরের ছবি আঁকা। ছবির তলায় ওই ছড়াটার প্রথম দু লাইনের স্বরলিপি।'

ঘুম-পাড়ানি মৃদু সুরে বিড়বিড় করলো মলি।

'তিনটে ইঁদুর অন্ধ
জানলা কপাট বন্ধ
বন্ধ ঘরে তারা
ছুটতে ছুটতে সারা...'

আচমকাই তার গান বন্ধ হয়ে গেলো। 'সত্যিই কী ভয়াবহ—কী—বীভৎস ব্যাপার! তিনটে অনাথ শিশু ছিলো, তাই বললেন না?'

'হ্যাঁ, তিনজন। পনেরো বছরের একটি বালক, চোদ্দ বছরের একটি বালিকা আর বারো বছরের একটি ছেলে। এই ছেলেটিই শেষ পর্যন্ত মারা গিয়েছিলো।'

'অন্য দুজনের ভাগ্যে কী ঘটলো?'

'যতদূর খোঁজ পাওয়া গেছে, এক নিঃসন্তান প্রৌঢ় দম্পতি মেয়েটিকে নিজেদের পালিতা কন্যা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আমরা সঠিক সন্ধান এখনো পাইনি। অন্য ছেলেটির বয়স এখন তেইশ হবে। তারও কোন খোঁজ আমরা জানি না। তবে ছেলেবেলা থেকেই ছেলেটা অদ্ভুত প্রকৃতির ছিলো। আঠারো বছর বয়সে সেনা বাহিনীতে যোগ দেয়। সেনাবাহিনীর চিকিৎসক খুব জোরের সঙ্গেই ঘোষণা করেছেন, ছেলেটার মানসিক গঠন সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক নয়।'

'তাহলে কি আপনি মনে করেন সেই ছেলেটিই মিসেস লিয়নের হত্যাকারী?' জিল প্রশ্ন করলো। 'আর যেহেতু সে একজন বিকৃত মস্তিষ্কের, সেইজন্যে কোন অজ্ঞাত কারণে এখানেও সশরীরে এসে পড়তে পারে?'

'আমাদের বিশ্বাস, এখানকার কোন একজন বাসিন্দার সঙ্গে লঙ্‌রিজ ফার্মের ওই মামলাটার কোন সংযোগ আছে। এই যোগসূত্রটা জানতে পারলেই বিষয়টা অনেক সহজ হয়ে আসে। তাহলে মিঃ ডেভিস, আপনি বলছেন ওই ঘটনার সঙ্গে আপনার কোন যোগাযোগ নেই। মিসেস ডেভিস, আপর্নারও কি এই একই বক্তব্য?'

'আমি! ও হ্যাঁ, নিশ্চয়...'

'এখানে আর কে কে অতিথি আছেন?'

মলি একে একে নামগুলো বলে গেলো। মিসেস বয়েল, মেজর মেটকাফ, মিঃ ক্রিস্টোফার রেন এবং মিঃ প্যারাভিসিনি। ট্রটার নোটবই খুলে টুকে রাখলেন সমস্ত।

'চাকর বাকর?'

'আমাদের কোন কাজের লোক নেই।' জবাব দিলো মলি। 'এই দ্যাখো, কতক্ষণ আগে আলুগুলো সেদ্ধ করতে উনুনে চড়িয়ে এসেছিলাম, সে কথাটাই বেমালুম ভুলে গেছি! ভাগিস্য আপনি চাকর বাকরদের বিষয় জানতে চাইলেন তাই মনে পড়লো!'

দ্রুত পায়ে মলি স্টাডিরুম ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

ট্রটার এবার জিলের দিকে দৃষ্টি দিলেন। 'এই সমস্ত অতিথিদের সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?'

'আমি...মানে আমরা...' প্রথম কয়েক মুহূর্ত জিল অল্প ইতস্তত করলো, তারপর ধীরে সুস্থেই জবাব দিলো, 'সত্যি বলতে কি, এঁদের সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত। মিসেস বয়েল বোর্নমাউথের এক হোটেল থেকেই আমাদের এখানে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। মেজর মেটকাফ এসেছেন লিমিংটন থেকে। মি. রেন সাউথ কেনসিংটনের একটা প্রাইভেট হোটেলে থাকতেন। একমাত্র প্যারাভিসিনিই যেন অন্ধকার আকাশ ফুঁড়ে এসে পৌছেছেন। অথবা বলা যায় শুভ্র তুষারের জটিল আস্তরণ ভেদ করেই তাঁর আবির্ভাব। ভদ্রলোকের গাড়িটা তুষার ঝড়ের মধ্যিখানে মাঝ রাস্তায় আটকে পড়েছিলো।...তবে আমার ধরণা, প্রত্যেক অতিথিই তাঁদের পরিচয়পত্র বা ওই জাতীয় কোন কিছু সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।'

'হ্যাঁ, যথাসময়ে সে বিষয়েও আমি সম্পূর্ণ খোঁজখবর নেবো।'

'তবে একদিক দিয়ে আমাদের ভাগ্য খুব ভালোই!' সহজ কণ্ঠে মন্তব্য করলো জিল। 'এই প্রচন্ড দুর্যোগের মধ্যে খুনীর আবির্ভাব সহজসাধ্য হবে না।'

'হয়তো তার আর প্রয়োজন নেই, মিঃ ডেভিস।'

জিল বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো। 'তার মানে? আপনি কি...'

'মিসেস গ্রেগ মারা গেছেন দুদিন আগে। আপনার প্রত্যেক অতিথি তো তারপরেই এসে উপস্থিত হয়েছেন, তাই নয় কি?'

'তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু একমাত্র মিঃ প্যারাভিসিনি ছাড়া প্রত্যেকেই তো আগে থেকে খবর দিয়ে ঘর বুক করে রেখেছিলেন?'

সার্জেন্ট ট্রটার একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তার কণ্ঠস্বরেও ক্লান্তির ছোঁওয়া। 'এই খুনগুলোও পূর্ব পরিকল্পিত!'

'খুনগুলো বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন? আমি তো একটা খুনের কথাই জানি। আরও খুনের সম্বন্ধেই বা আপনি এতটা নিশ্চিত হলেন কি ভাবে?'

'কথাটা একপক্ষে আপনি ঠিকই বলেছেন। আগামী খুনটা আমার প্রতিরোধ করা উচিত। অন্ততপক্ষে তার জন্যে প্রচেষ্টা তো চালিয়ে যেতে হবে!'

'তবে...তবে আপনার আশঙ্কা যদি সত্যি হয়', জিলের চোখমুখ উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠলো, 'এখানে একজন অতিথির সঙ্গেই ওই ছেলেটির বয়স খুব মিলে যায়। তিনি হচ্ছেন ক্রিস্টোফার রেন।'

সার্জেন্ট ট্রটার স্টাডিরুম থেকে বেরিয়ে কিচেনের দিকে এগোলেন।

'মিসেস ডেভিস, অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে একবার লাইব্রেরী ঘরে এলে সবিশেষ বাধিত হবো। আমি সকলের সামনে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখতে চাই। অতিথিদের খবর দেবার জন্যে মিঃ ডেভিসকে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'ঠিক আছে, চলুন। এই আলুগুলোর একটা ব্যবস্থা করেই আমি যাচ্ছি। স্যার ওয়াটার র‍্যালে কি কুক্ষণেই যে এই বদখত বস্তুটির আবিষ্কার করেছিলেন, সেই কথা ভেবেই আমি মাঝে মধ্যে অবাক হয়ে যাই!'

সার্জেন্ট ট্রটার রসিকতাটা ঠিকমতো গ্রহণ করলেন না। বিরক্তিতে তার মুখচোখ ব্যাজার হয়ে উঠলো। মলিও সামলে নিলো নিজেকে। কণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনার বিনীত ভঙ্গি। 'আমি যেন এখনও ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছি না! ভাবতে গেলে এত অবাস্তব বলে মনে হয়...'

'এর মধ্যে অবাস্তবতা কিছু নেই, মিসেস ডেভিস। সমস্তটাই নিখুঁত ভাবে সত্য।'

'আচ্ছা লোকটার চেহারার একটা বর্ণনা তো আপনারা জানতে পেরেছেন!' কৌতূহলের সুরে প্রশ্ন করলো মলি।

'উচ্চতা মাঝারি ধরনের, স্বাস্থ্যও খুব সাদামাটা। গায়ে গাঢ় কালো রঙের ওভারকোট, মাথায় হালকা বাদামী রঙের টুপি। কণ্ঠস্বর ভাঙা ভাঙা। মুখের অনেকখানি মাফলারে ঢাকা। বুঝতেই পারছেন, যে-কোন সাধারণ লোকের চেহারার সঙ্গেই এ বর্ণনা সম্পূর্ণ মিলে যায়।' অল্প থেমে দম নিলেন ট্রটার। 'আপনাদের বড় হলঘরটাতেও তো আমি তিনটে কালো ওভারকোট আর তিনটে হাল্‌কা বাদামী টুপি দেখলাম।'

'কিন্তু লন্ডন থেকে তো কেউই এখানে আসেন নি?'

'সত্যিই কি তাই, মিসেস ডেভিস?' সার্জেন্ট ট্রটার দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে কোণের দিকের বড় টেবিল থেকে একটা খবরের কাগজ তুলে নিলেন। 'এটা হচ্ছে উনিশে ফেব্রুয়ারির ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড। অর্থাৎ দু দিন আগেকার লন্ডন সংস্করণ। নিশ্চয় কেউ পত্রিকাটা এখানে নিয়ে এসেছেন—তাই না?'

'কী আশ্চর্যের ব্যাপার!' চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলো মলি। মনের অবচেতনে অস্পষ্ট এক স্মৃতির অনুরণন। 'কোত্থেকেই বা এটা এখানে আসতে পারে!'

'লোকের মুখের কথাই সব সময় ধ্রুবসত্য বলে মেনে নেওয়া উচিত নয়। তাছাড়া যে-সমস্ত অতিথিদের আপনি এখানে আশ্রয় দিয়েছেন তাদের সম্বন্ধেও আপনি প্রায় কিছুই জানেন না।' একটু থেমে পুনরায় মন্তব্য করলেন ট্রটার, 'আমার ধারণা, ব্যবসার ক্ষেত্রে আপনারা দুজনেই একেবারে নবাগত।'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন।' ঘাড় নেড়ে সায় দিলো মলি। এই মুহূর্তে তার নিজেকে আরো বেশি অনভিজ্ঞা আর বেশি ছেলেমানুষ বলে মনে হচ্ছে।

'আপনাদের বিয়েটাও নিশ্চয় খুব বেশিদিন হয়নি!'

'সবে এক বছর।' মলির কণ্ঠে ঈষৎ লজ্জার সুর ফুটে উঠলো। 'এবং সেটাও খুব আকস্মিকভাবে!'

'প্রথম দর্শনে প্রেম বা ওই জাতীয় কিছু, তাই তো?' অনুকম্পার ভঙ্গিতে ট্রটার বললেন।

এ ধরনের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোর জন্যে মলি কোন তিরস্কার জানাতে পারলো না। 'হ্যাঁ,' শান্তভাবে মাথা দোলালো বার কয়েক। তারপর হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবার উদ্দেশ্যেই দৃঢ় স্বরে বললো, 'বিয়ের আগে আমাদের মাত্র পনেরো দিনের পরিচয়!'

প্রাক-বিবাহকালীন উজ্জ্বল রোমান্সের রসে ভরা সেই দুটো সপ্তার সুখস্মৃতিই যেন ঘনিয়ে এলো তার দুচোখ জুড়ে। মধুর আবেশে ভরে উঠলো বুকটা। তারা যে পরস্পর পরস্পরকে নিবিড় ভাবেই জানে, এর মধ্যে কোন ভ্রান্তি নেই। দুঃখ দুর্দশায় ভরা পৃথিবীর বুকের ওপর তাদের দুজনের এই সাক্ষাৎ হওয়াটাই খুব আশ্চর্যের। একে অন্যের হৃদয়ে কি গভীর সুখের আস্বাদই না বহন করে আনে! নিজের অজান্তেই একটা পাতলা হাসির উজ্জ্বল রেখা মলির ঠোঁট থেকে ধীরে ধীরে মুখে পরিব্যাপ্ত হলো।

চমকে নিজেকে সংযত করলো মলি। সার্জেন্ট ট্রটার বেশ প্রশ্রয়পূর্ণ দৃষ্টিতেই তাকে নিরীক্ষণ করছেন।

'আপনার স্বামী নিশ্চয় এ অঞ্চলের বাসিন্দা নন?'

'না', মলি হালকা ভাবে মাথা নাড়লো, 'ওর বাড়ি লিঙ্কনশায়ারে।'

তবে জিলের ছেলেবেলা বা কি ভাবে ও মানুষ হয়েছে সে সম্বন্ধে মলি যে প্রায় কিছুই জানে না, সে কথাটাও এখন তার মনে পড়লো। জিলের মা বাবা বেঁচে নেই—এইটুকুতেই তার জ্ঞান সীমাবদ্ধ। এবং পুরনো দিনের কথা উঠলেই জিল কেমন এড়িয়ে যায়। মলির ধারণা, ছেলেবেলায় জিল খুব অসুখী ছিলো। তাই সেদিনগুলোকে ভুলে থাকতে চায়।

'কিছু মনে করবেন না', আবার মুখ খুললেন ট্রটার, 'তবে হোটেল-ব্যবসা চালাবার পক্ষে আপনাদের দুজনের বয়সই খুব অল্প।'

'কেন? এ ব্যাপারে বয়স সম্বন্ধে কোন সরকারি বিধিনিষেধ আছে নাকি? আর তাছাড়া আমার বয়সও তো বাইশ হতে চললো!'

দরজা ঠেলে জিলকে ঢুকতে দেখে মলি চুপ করে গেলো।

'সমস্ত ব্যবস্থা করে এসেছি। মোটের ওপর পরিস্থিতিটাও জানিয়ে দিয়েছি সকলকে। এতেই মনে হয় আপনার কাজ চলে যাবে।'

'হ্যাঁ, অনেকটা সময় বাঁচিয়ে দিয়েছেন।' ট্রটার প্রসন্নচিত্তে মাথা দোলালেন। 'তাহলে মিসেস ডেভিস, আপনিও নিশ্চয় প্রস্তুত?'



সার্জেন্ট ট্রটার লাইব্রেরী ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে চারজনেই চেঁচিয়ে উঠলেন সমস্বরে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের বক্তব্য রাখতে ব্যস্ত।

ক্রিস্টোফার রেনের তীক্ষ্ণ সুরেলা কণ্ঠই প্রথমে তীরের মতো কানে বেঁধে। তিনি যে এই ব্যাপারে সবিশেষ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছেন এবং আজ রাতভোর দু চোখের পাতা এক করতে পারবেন না—

সেই কথাই ব্যক্ত করলেন দৃঢ়স্বরে। আনুপূর্বিক সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হবার জন্যেও তার আগ্রহ কিছু কম দেখা গেলো না।

মিসেস বয়েলের মেদবহুল কণ্ঠ ভেদ করে একটা চাপা ক্রুদ্ধ ঘড়ঘড়ে আওয়াজ নির্গত হলো। 'অপদার্থ! সম্পূর্ণ অপদার্থ! এইভাবে একজন খুনে পাগলকে রাস্তায় ঘোরাফেরা করতে দেওয়া যে কত বিপজ্জনক সেকথা প্রত্যেক দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন পুলিস কর্তৃপক্ষেরই বোঝা উচিত!'

মিঃ প্যারাভিসিনি স্বগক্তির সুরে হাত নেড়ে কি যেন বলে উঠলেন। কিন্তু শুধু তাঁর অঙ্গভঙ্গিই সার হলো। মিসেস বয়েলের মোটা ঘড়ঘড়ে কণ্ঠের নীচে তাঁর সমস্ত বক্তব্যটাই চাপা পড়ে গেলো। মেজর মেটকাফের হাবভাবেও অধৈর্য্যের ছাপ। তিনি মূল তথ্যগুলো ঠিক মতো বুঝে নিতে চাইছিলেন।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে অপেক্ষা করলেন ট্রটার। তারপর সকলকে থামাবার জন্যেই
তুললেন। তার চালচলনে পরিপূর্ণ কর্তৃত্বের আভাস। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, সঙ্গেই থেমে গেলেন সকলে। ঘরের মধ্যে এখন শুধু এক শীতল থমথমে নীরবতা।

'ধন্যবাদ', ট্রটার স্মিত হাসলেন। 'মিঃ ডেভিসের কাছ থেকে আমার আগমনের প্রকৃত কারণটা নিশ্চয় ইতিমধ্যে আপনারা শুনেছেন? আমি আপনাদের কাছ থেকে একটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানতে চাই। লঙ্‌রিজ ফার্মের ওই মামলাটার সঙ্গে কি আপনারা কেউ কোনভাবে জড়িত ছিলেন?'

ঘরের মধ্যে আবার সেই অস্বস্তিকর নীরব পরিবেশ। ভাবলেশহীন চারটে মুখ এখন স্থির ভাবে ট্রটারের দিকে তাকিয়ে আছে। ক্ষণপূর্বের উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের শেষ বিন্দুটুকুও যেন কেউ ব্লটিংপেপারের মতো শুষে নিয়েছে তাদের মধ্যে থেকে।

পুনরায় নীরবতা ভঙ্গ করলেন ট্রটার। তার কণ্ঠে গম্ভীর আবেদনের সুর। 'দয়া করে আমার বক্তব্যটা মন দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করুন। পুলিস কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস, আপনাদেরই কোন একজন এখন গভীর বিপদের মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছেন। মনে রাখবেন, খুবই সাংঘাতিক ধরনের বিপদ। কার ভাগ্যে এই দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে সেই প্রশ্নের মীমাংসা করাই এখন সর্বাগ্রে প্রয়োজন।'

তবুও কারোর মুখে কোন কথা শোনা গেলো না।

এবার ট্রটার কিছুটা ক্রুদ্ধ হলেন। 'ভালো!....তবে আমি প্রত্যেকের কাছে আলাদা আলাদা ভাবেই প্রশ্নটা উত্থাপন করছি। মিঃ প্যারাভিসিনি, আপনি...?'

মিঃ প্যারাভিসিনির ওষ্ঠাধরে ঈষৎ হাসির রেখা উঁকি দিয়ে আবার মিলিয়ে গেলো পরক্ষণে। প্রতিবাদের ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন তিনি। তাঁর আচার-আচরণে বিদেশী ঢঙ সহজেই চোখে লাগে।

এ অঞ্চলে আমি যে একজন নবাগত বিদেশী, সে কথা ভুলে যাবেন না সার্জেন্ট। এখানকার স্থানীয় কোন ঘটনার সঙ্গেই আমার কোন যোগ নেই—কোনদিন ছিলোও না।'

ট্রটার একমুহূর্ত সময় নষ্ট করলেন না। 'মিসেস বয়েল...?'

মিসেস বয়েল অবাক কণ্ঠে বলে উঠলেন 'এই ধরনের একটা ন্যাক্কারজনক ঘটনার সঙ্গে আমার যোগাযোগের সম্ভাবনা কোথায়, সেই কথাটাই আমি এখনও ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারছি না! এমন একটা ধারণাই বা কি ভাবে আপনার মাথায় এলো?'

'মিঃ রেন...?'

ক্রিস্টোফারের শানিত কণ্ঠ ধ্বনিত হলো। 'ওই ঘটনার সময় আমার বয়স খুবই কম ছিলো। এমন কি সমস্ত ঘটনাটাও এখন আমি আবছা ভাবে মনে করতে পারি না!'

'মেজর মেটাকাফ, এ বিষয়ে আপনার কি বক্তব্য?'

উত্তরের জন্যে ভদ্রলোক যেন সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন না। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'দৈনিক পত্রিকা মারফৎ সমস্ত ঘটনাটাই আমি জানতে পেরেছিলাম, তবে চাকরিসূত্রে তখন আমি এডিনবুরোয় থাকতাম।'

'হুঁ, তাহলে এই আপনাদের শেষ কথা? আর কেউ কিছু বলবেন?'

আবার সেই পূর্বেকার ঘন নীরবতা।

ধীরে ধীরে ট্রটার তার বুকের মধ্যে আটকে থাকা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসকে বাইরে মুক্তি দিলেন। 'যদি আপনাদের মধ্যে সত্যিই কেউ নিহত হন', চোখ তুলে সকলের দিকে একবার ফিরে তাকালেন ট্রটার, 'তবে তার জন্যে তিনি নিজেই মুখ্যত দায়ী থাকবেন!' আচমকা কথা থামিয়ে ঘর ছেড়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

'কি আশ্চর্যের ব্যাপার!' আপন মনে চেঁচিয়ে উঠলেন রেন! 'ঠিক যেন কোন রোমাঞ্চকর নাটকের দৃশ্য! তবে ভদ্রলোকের চেহারাটা যে রীতিমতো সুন্দর তাতে কোন সন্দেহ নেই। এইজন্যেই পুলিস কর্মচারীদের এত পছন্দ করি। কত শক্তসমর্থ আর দৃঢ়চেতা। সমগ্র পরিবেশটার মধ্যেও একটা ভয়াল শিহরণের ঘনঘটা! ছেলেভুলনো ছড়াটাও বেশ মজার তাই না। তিনটে ইঁদুর অন্ধ, জানলা কপাট বন্ধ...'

রেন শিস্ দিয়ে ছড়ার সুরটা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করলেন।

'দোহাই আপনার, থামুন....থামুন....!' বিমূঢ় চিত্তে চেঁচিয়ে উঠলো মলি।

রেনের চোখেমুখে প্রগল্‌ভ হাসির ফেনিল উচ্ছ্বাস। কিন্তু ম্যাডাম, এটাকে আমার উদ্দাম আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি বলেই গণ্য করবেন। জীবনে কখনো কোন খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়বার সৌভাগ্য ঘটেনি। এ অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ নতুন। সেই কারণেই বুকের মধ্যে একাট অস্থির উত্তেজনা অনুভব করছি!'

'নাটক না ছাই!' গর্জে উঠলেন মিসেস বয়েল। 'আমি এর একটা বর্ণও বিশ্বাস করি না।'

ক্রিস্টোফারের তামাটে চোখে ক্রুর আগুনে ঝিলিক। 'তাহলে মিসেস বয়েল, দয়া করে এক মিনিট অপেক্ষা করুন,' মৃদুসুরে ফিসফিস করলেন তিনি, 'আমি নিঃশব্দে পেছনে দাঁড়িয়ে দুহাত দিয়ে আপনার গলাটা...'

ভয়ার্ত মলির গলা ঠেলে একটা যন্ত্রণাকাতর শব্দ বেরিয়ে এলো। জিলের কণ্ঠেও রাগের ঝাঁঝ। 'মিঃ রেন, আপনার পৈশাচিক ঠাট্টার ঠেলায় আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। সম্ভবত সভ্য সমাজের রীতিনীতিগুলো...'

'তাছাড়া এটা কোন ঠাট্টা তামাসারও ব্যাপার নয়।' ব্যাজার মুখে মন্তব্য করলেন মেটকাফ।

'কিন্তু সত্যিই কি তাই মেজর?' প্রতিবাদে মুখর হলেন রেন। 'পাগলদের ঠাট্টা তামাসা তো এই রকমই হয়ে থাকে। আর সেইজন্যেই তো সমস্ত পরিস্থিতিটার মধ্যে একটা অদ্ভুত মাদকতা মিশে আছে!'

তার দু চোখের দৃষ্টি প্রত্যেকর মুখের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে গেলো। ঠোঁটের ফাঁকে আল্‌গা হাসির আমেজ। 'একবার যদি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আপনারা নিজেদের বর্তমান চেহারাগুলো পরখ করে দেখতেন...!'

ট্রটারকে অনুসরণ করে রেনও অদৃশ্য হলেন ঘর থেকে।

মিসেস বয়েলই প্রথম সম্বিৎ ফিরে পেলেন। 'সভ্যতা-ভব্যতার লেশটুকুও ওর মধ্যে নেই! কথাবার্তা শুনে মনে হয় বিকৃতমস্তিষ্ক। কিন্তু এমন ভাব দেখায় যেন নিজের বিবেকটা খুব টনটনে!'

'ভদ্রলোক বলছিলেন, গত যুদ্ধের সময় একবার বিমান আক্রমণের মুখে পড়ে তাকে নাকি পুরো আটচল্লিশ ঘন্টা মাটির নিচে কবরস্থ হয়ে থাকতে হয়।' চিন্তান্বিত কণ্ঠে ব্যক্ত করলেন মেজর। 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই ঘটনাটাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ!'

'লোকে তাদের স্নায়ুদৌর্বল্যের কারণ হিসেবে অসংখ্য বাজে অজুহাত দেখায়', মিসেস বয়েলের কণ্ঠে সহজাত কাঠিন্যের ছোঁওয়া। 'আমি জোরগলায় বলতে পারি এই যুদ্ধের ধকল আমাকেও কিছু কম সামলাতে হয়নি। অনেকের চেয়ে বেশি অভিজ্ঞতাই আমার আছে। তবে তার ফলে কোনরকম স্নায়বিক বৈকল্যও আমার ঘটেনি।'

'আমার মনে হয় বর্তমানে যা কিছু সমস্যা সমস্ত আপনাকে নিয়েই, মিসেস বয়েল!' তির্যক কণ্ঠে মন্তব্য করলেন মেটকাফ।

'তার মানে? আপনি কি বলতে চান?' মেজর মেটকাফ শান্তস্বরে জবাব দিলেন, 'উনিশশো চল্লিশ সালে আপনিই তো এ অঞ্চলের রিফিউজি পুনর্বাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন।' কথার মাঝখানে মলির দিকেও এক নজর ফিরে তাকালেন ভদ্রলোক। বিষাদ মন্থর ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো

মলি। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, 'বলুন তো, কথাটা কি সত্যি নয়?'

মিসেস বয়েলের চোখমুখ অবরুদ্ধ ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠলো। 'তাতে অন্যায়টা কি হয়েছে?' ঝাঁঝের সুরে জানতে চাইলেন তিনি।

মেটাকাফ গম্ভীর স্বরে বললেন, 'তিনটে অনাথ শিশুকে লঙরিজ ফার্মে পাঠাবার জন্যে মুখ্যত আপনিই দায়ী।'

'কিন্তু মেজর মেটকাফ, ওই শোচনীয় ঘটনার জন্যে আমিই বা কেন দায়ী থাকবো বলতে পারেন? আমি ওই ফার্মের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সন্তুষ্ট হয়েছিলাম।'

তারাও তিনটে শিশুকে মানুষ করবার দায়িত্ব নিতে সবিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিলো। তবে আমি কেন মাঝখান থেকে দোষের ভাগী হবো, বা এর দায়-দায়িত্ব সমস্তটাই আমার ওপর এসে বর্তাবে...?' শেষের দিকে তার কণ্ঠস্বর কিছুটা ম্লান হয়ে এলো।

জিল চেঁচিয়ে উঠলো তীক্ষ্ণকণ্ঠে, 'সার্জেন্ট ট্রটারকে এ সম্বন্ধে সবকিছু খুলে জানালেন না কেন?'

'এটা পুলিসের কোন ব্যাপার নয়।' চড়া সুরে উত্তর দিলেন বয়েল। 'আমি নিজেই নিজের দেখাশোনা করতে পারি।'

'আমরাও সেটা পর্যবেক্ষণের সুযোগ পাবো।' মৃদুকণ্ঠে মন্তব্যটা ছুঁড়ে দিয়েই নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে গেলেন মেটকাফ।

মলি স্বগতোক্তির সুরে বিড়বিড় করলো, 'হ্যাঁ, এখন আমার মনে পড়ছে! আপনিই তো পুনর্বাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন?'

'মলি, তুমি কি ভদ্রমহিলাকে আগে থেকেই জানতে?' জিল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মলিকে নিরীক্ষণ করতে লাগলো।

'বাজারের সামনে বড় রাস্তার ওপরেই তো আপনাদের দোতলা বাড়ি ছিলো তাই না?'

'সেটা সামরিক কর্তৃপক্ষ জরুরী প্রয়োজনে দখল করে নিয়েছিলেন।' জবাব দিলেন বয়েল। 'এখন একেবারেই ভগ্নপ্রায় অবস্থা।' অল্প থেমে বিরাগপূর্ণ কণ্ঠে আবার বললেন, 'জানলা দরজাগুলোরও আর কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা তো এক ধরনের ডাকাতিই বলা চলে!'

মিঃ প্যারাভিসিনি অকারণেই হাসতে শুরু করলেন। তাঁর হাসির ভঙ্গীটুকুই সম্পূর্ণ আলাদা। পেছন দিকে মাথা হেলিয়ে দুচোখ বুজে দুর্বার বেগে হেসে চললেন তিনি।

'আমাকে মাপ করবেন', হাসির ফাঁকে ফাঁকেই তিনি সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন, 'কিন্তু সমগ্র ঘটনাবলী এতই মজার যে অদম্য হাসির ফোয়ারাটাকে আমি আর কিছুতেই সামলে রাখতে পারছি না। হ্যাঁ সত্যিই, পরিবেশটা আমি খুব ভালভাবে উপভোগ করছি।'

সার্জেন্ট ট্রটার আবার দরজা ঠেলে ভেতরে পা দিলেন। তার দুচোখের বিরূপ দৃষ্টি হাস্যরত প্যারাভিসিনির মুখের ওপর দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। বিরক্তিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠলো দীর্ঘ ভ্রূজোড়া। 'প্রত্যেকেই যে বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে থেকে এতখানি মজার ইন্ধন খুঁজে পেয়েছেন, এজন্যে আমি বিশেষ আনন্দিত।'

'আমি দুঃখিত, ইন্সপেক্টার। সত্যিই আমি খুব অনুতপ্ত। এর ফলে আপনার সাবধান বাণীর গুরুত্বটাই অনেকখানি হালকা হয়ে যেতে বসেছে।'

অবহেলা ভরে কাঁধ ঝাঁকালেন ট্রটার। 'সমস্ত পরিবেশটা আমি আপনাদের চোখের সামনে নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আর তাছাড়া আমি ইন্সপেক্টার নই—সামান্য একজন সার্জেন্ট মাত্র।' ট্রটার একবার মলির দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। 'মিসেস ডেভিস, আমি এখানকার ফোনটা একবার ব্যবহার করতে চাই।'

'আমি সত্যিই ব্যাপারটাকে বড় বেশি লঘু করে তুলেছি।' স্বগতোক্তির সুরে বিড় বিড় করলেন প্যারাভিসিনি। 'এখান থেকে চুপিসাড়ে কেটে পড়াই ভালো!'

তবে তার চালচলনে আত্মগোপনের কোন লক্ষণ প্রকাশ পেলো না। সহজাত বলিষ্ঠ পদক্ষেপেই

তিনি সেখান থেকে বিদায় নিলেন।

'ভদ্রলোক সত্যিই গভীর জলের মাছ।' মন্তব্য করলো জিল।

'হ্যাঁ, কেমন যেন অপরাধী-সুলভ মনোভাব!' ট্রটার বললেন। 'এক বিন্দুও বিশ্বাস করা উচিত নয়।'

'তাই বুঝি?' চেঁচিয়ে উঠলো মলি।' 'তাহলে...আপনি কি মনে করেন..., কিন্তু বয়সটা তো অনেক বেশি দেখায়! অবশ্য এই বয়সটাই সত্যি কিনা সেটা ঠিকমতো বুঝে ওঠা দুষ্কর। মেকআপ নিয়েও অনেক সময় বয়স বাড়ানো যায় ভদ্রলোক যখন চলাফেরা করেন মনে হয় যেন একজন যুবকই হেঁটে যাচ্ছে। সত্যিই সার্জেন্ট, খুব সম্ভবত মিঃ প্যারাভিসিনি তাঁর আসল বয়সটা গোপন রাখতে চান। আপনিও কি সেইরকমই সন্দেহ করছেন?'

সার্জেন্ট ট্রটার বিরক্তি সহকারেই মলির এই সিদ্ধান্ত নস্যাৎ করে দিলেন। 'এইভাবে শুধুমাত্র কল্পনার ওপর নির্ভর করে আমরা কোন জায়গায় পৌঁছতে পারবো না, মিসেস ডেভিস। তবে সুপারিনটেনডেন্ট হগবেনকে আদ্যপ্রান্ত খুলে বলতে হবে।' কথা বলতে বলতেই টেলিফোনটার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

'কিন্তু তা আর সম্ভব নয়।' মলি মাথা নাড়লো। 'ফোন এখন অচল।'

'কী বললেন?' ট্রটার চমকে চোখ তুলে তাকালেন। তার কণ্ঠের তীক্ষ্ণতায় সচকিত হয়ে উঠলেন সকলে। 'ফোন অচল? কখন থেকে?'

'একটু আগে মেজর মেটকাফ রিং করছিলেন। তখনই ধরা পড়লো ব্যাপারটা।'

'কিন্তু সকালে তো লাইন চালুই ছিলো! সুপারিনটেনডেন্ট হগবেনের জরুরী নির্দেশও আপনারা পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। বোধহয় সকাল দশটা নাগাদই ফোন বিকল হয়ে যায়। বাইরে যা দুর্যোগ চলছে, কোথাও হয়তো তার ছিঁড়ে গেছে?'

ট্রটারের মুখের মেঘ-গম্ভীর ভাবটা তবু কাটলো না। 'খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার!' নিজেকে শুনিয়েই তিনি যেন বললেন, 'কেউ ইচ্ছে করেও লাইন কেটে দিতে পারে!'

মলির দুচোখে সঘন বিস্ময়। 'আপনার কি তাই ধারণা?'

'এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।' কথাটা বলতে বলতেই দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেলেন সার্জেন্ট। দু এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো জিল। তারপর সার্জেন্টের পেছন পেছন সেও অদৃশ্য হলো।

'হায় ভগবান!' করুণ-সুরে আর্তনাদ করে উঠলো মলি। 'লাঞ্চের সময় তো প্রায় হয়ে এলো! আমাকে এক্ষুণি গিয়ে সমস্ত কাজ সারতে হবে। তা নাহলে অতিথিদের আর খাওয়া জুটবে না।'

মলি দৌড়ে ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর মিসেস বয়েল ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'পদে পদেই অযোগ্যতার চূড়ান্ত নিদর্শন! এটা কি একটা হোটেল নাকি! আমি কখনও এর জন্যে সপ্তায় সাত গিনি দিতে রাজী নই।'



সার্জেন্ট ট্রেটার টেলিফোনের লাইন ধরে ধরে সামনের দিকে এগিয়ে চললেন। 'এর সঙ্গে অন্য কোন সংযুক্ত লাইন আছে নাকি?' জিলকে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'হ্যাঁ, দোতলায় শোবার ঘরে এর লাইনটা টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি কি ওপরে গিয়ে দেখে আসবো?'

'যদি কিছু মনে না করেন....'

ট্রটার জানলার সার্শি খুলে মাথা ঝুঁকিয়ে বাইরেটা দেখতে লাগলেন। সার্শির গায়ে জমে থাকা শুভ্র বরফের টুকরোগুলোও ঝরিয়ে দিলেন ঠুকে ঠুকে। জিল সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেলো।

মিঃ প্যারিভিসিনি বড় ড্রইংরুমটার মধ্যে ছিলেন। দেওয়ালের গা ঘেঁষে বিরাট লম্বা ধাঁচের সাবেকী আমলের পিয়ানো। তিনি মন্থর পায়ে এগিয়ে গিয়ে সাদাকালো রীডের ওপর হাত রাখলেন। তাঁর ক্ষিপ্র অঙ্গুলি সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গেই সারা হলটা গমগম করে উঠলো। ছেলে-ভুলনো ছড়ার সুরটা যেন বুকের মধ্যে রহস্যের মাদকতা বয়ে আনে।

তিনটে ইঁদুর অন্ধ
জানলা কপাট বন্ধ
বন্ধ ঘরে তারা
ছুটতে ছুটতে সারা...

ক্রিস্টোফার রেন তার শোবার ঘরের একটা সোফার গা এলিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। যন্ত্রসঙ্গীতের উদ্বেলিত সুর-লহরী তার কানে গিয়ে আঘাত করলো। কিছুটা উৎফুল্ল চিত্তেই রেন সোফা উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে দু-এক পা পায়চারি করে নিলেন। সঙ্গীতের তালে তালে শিস্ দিতে শুরু করলেন মৃদুসুরে। আচমকাই তার শিস্ স্তব্ধ হয়ে এলো। রেন এবার পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে শৌখিন মেহগনি খাটের প্রান্তে বসে পড়লেন। অস্থির একটা আবেগে থরথর করে কেঁপে উঠলো তার সারা দেহ। দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন ক্রিস্টোফার। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে ছেলেমানুষীর সুরে বিড়বিড় করলেন, 'আর পারছি না! আমি আর পারছি না....'

পরক্ষণেই তার স্বভাবের আমূল পরিবর্তন ঘটলো। কান্নার আবেগটুকু শক্ত হাতে মুছে নিয়ে দৃঢ় পায়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'ভাবতেই হবে!.... নিয়তি-নির্দিষ্ট এই পথ ধরেই চলতে হবে আমাকে!' তার কণ্ঠে গভীর প্রত্যয়ের সুর।

জিল তাদের নিভৃত শয়নকক্ষে টেলিফোনটার পাশে দাঁড়িয়েছিলো। দেওয়ালের ধারে সরু কাঠের আলনায় মলির পোশাক-পরিচ্ছদ সাজানো আছে। একটা পশমের দস্তানা গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝের ওপর। জিল হেঁট হয়ে দস্তানাটা তুলে নিয়ে জালনার হুকে টাঙিয়ে রাখলো। একটা গোলাপী রঙের বাসের টিকিট উড়তে উড়তে জিলের কোটের গায়ে এসে আটকালো। টিকিটটা যে দস্তানার মধ্যে থেকেই বেরিয়ে এসেছে সেটাও তার নজর এড়ায়নি। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে কোটের ওপর ডাকটিকিটের মতো সেঁটে থাকা কাগজের টুকরোটার দিকে তাকিয়ে রইলো জিল। ধীরে ধীরে তার মুখের সহজ স্বাভাবিক রঙটুকুও বদলে গেলো। খানিক আগে যে লোকটা এখানে প্রবেশ করেছিলো এ যেন সে নয়। স্বপ্নের ঘোরে ক্লান্ত মন্থর পদবিক্ষেপে এখন যে দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এলো সে বুঝি অন্য কেউ। বাইরে বেরিয়ে এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো ও। লম্বা টানা বারান্দার বিপরীত প্রান্তে চওড়া সিঁড়িটার দিকেও দেখে নিলো এক পলক।

মলি একে একে সমস্ত আলুগুলোর খোসা ছাড়িয়ে একটা পাত্রের মধ্যে রাখলো। তারপর প্রয়োজনীয় নুন মসলা মিশিয়ে উনুনে চড়িয়ে দিলো। তার বাঁ পাশে আরো দুটো গ্যাসের উনুন জ্বলছে। তাদের প্রত্যেকটার মাথার ওপরই বিভিন্ন সাইজের পাত্র বসানো। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো মলি। সব কিছুই নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মতো এগোচ্ছে।

অদূরে টেবিলের ওপর দু দিনের পুরনো ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ডটাও তার নজরে পড়লো। আপনা থেকেই কুঞ্চিত হয়ে উঠলো ভ্রুজোড়া। শুধু যদি ঘটনাটা সে স্মরণে আনতে পারতো...

অকস্মাৎ তার মাথার ওপর যেন বজ্রাঘাত হলো। দু-হাতে চোখ ঢেকে ভয়ার্ত সুরে চেঁচিয়ে উঠলো মলি, 'না না...কখনই না...'

ধীরে ধীরে আবার মলি হাত নামালো। তার দু চোখে এখন এক বিমূঢ় বিভ্রান্ত দৃষ্টি। এমন ভাবে মুখ তুলে চারধারে ফিরে তাকালো যেন মনে হয় সে এখানে নতুন। অথচ ঘরটা কত উষ্ণ ও আরামদায়ক এবং কত খোলামেলা। তার সঙ্গে মনোরম খাদ্যবস্তুর রসনা তৃপ্তিকর গন্ধ।

'না...না....এ হতে পারে না...', চাপা কণ্ঠে মলি আবার ফিসফিস করে উঠলো।

স্বপ্নোত্থিতার মতোই পায়ে পায়ে হেঁটে চললো মলি। কিচেনের বাঁ দিকের দরজা পেরিয়ে বড়

হলঘরটার মধ্যে এসে দাঁড়ালো। সমস্ত বাড়িটা এখন নীরব নিস্তব্ধ। কেবলমাত্র অনেক দূরে কেউ যেন একা একা শিস্ দিয়ে চলেছে। সুরটাও তার খুব পরিচিত। মলি কানদুটো খাড়া করে ভালভাবে শোনবার চেষ্টা করলো। পরমুহূর্তেই তীব্র এক অস্বস্তিতে সিঁটিয়ে উঠলো তার সর্বাঙ্গ। সেই একই ছেলে-ভুলনো ছড়ার সুর।

ভয়ে ভয়ে মলি আবার তার পুরনো রান্নাঘরেই ফিরে গেলো। পরিচিত পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে আশ্বস্ত হলো মনটা। হ্যাঁ, সুশৃঙ্খল ভাবেই এগিয়ে চলেছে সবকিছু।

মেজর মেটকাফ পেছন দিকের সিঁড়ি বেয়ে বড় হলঘরটার মধ্যে প্রবেশ করলেন। এক মিনিট দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ। তারপর সিঁড়ির নিচে বাসনপত্র রাখবার কাঠের আলমারিটার দিকে এগিয়ে গেলেন। শেষ মুহূর্তেও একবার চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন চারদিক। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। জনপ্রাণীর সাড়াশব্দও পাওয়া যাচ্ছে না কোন। অভীষ্ট কাজটুকু সেরে রাখবার এই তো প্রকৃষ্ট সময়।...

লাইব্রেরী ঘরের মধ্যে একা একা একটা পশমের মাফলার বুনছিলেন মিসেস বয়েল। বোনার কাজ বন্ধ রেখে তিনি এবার হাত বাড়িয়ে রেডিওর নবটা টিপে দিলেন। চোখেমুখে সহজাত বিরক্তির ভাব। নারী কণ্ঠের সুললিত প্যানপ্যানানি তার বিরক্তি আরো বাড়িয়ে তুললো। ছেলে-ভুলনো ছড়াগানের উৎপত্তি এবং তাৎপর্য সম্বন্ধেই লেকচার ঝাড়ছিলেন ভদ্রমহিলা। একটু অধৈর্যভাবেই মিসেস বয়েল আবার রেডিওর নবটা ঘোরালেন। এখানেও বক্তৃতা চলছিলো পুরোদমে। তবে স্বরটা কোন পুরুষের। এবং গলাটাও বেশ মার্জিত আর ভরাট। মানসিক ভয়-ভীতির বিচিত্র গতিপ্রকৃতির বিষয়েই আলোচনা করছিলেন তিনি।

'ভয়ের মনস্তত্ত্বটাই প্রথমে ভালো করে অনুধাবন করতে হবে।' বক্তা বলে চললেন। 'মনে করুন আপনার পেছনদিকে নিঃশব্দে খুলে গেলো।

ভীষণ ভাবে চমকে উঠে ফিরে তাকালেন বয়েল। 'ওঃ, আপনি!' স্বস্তির নিশ্বাস হয়! আমি তো দুদণ্ড ধৈর্য ধরে শোনবার মতো কোন কিছুই খুঁজে পাই না।'

'আমি আজকাল রেডিও নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাই না, মিসেস বয়েল।'

মিসেস বয়েল ক্ষুব্ধ হলেন। 'কিন্তু তাছাড়া আর কী-ই বা এখানে করার আছে?' জানতে চাইলেন তিনি। 'সম্ভাব্য খুনীর সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করে—অবশ্য যদিও আমি ওই আজগুবি নাটকের বিন্দুবিসর্গ কিছুই বিশ্বাস করি না...'

'সত্যিই করেন না, মিসেস বয়েল—'

'কেন, আপনার এ প্রশ্নের অর্থ...?'

আগন্তুকের বর্ষাতির বেল্টটা এত ক্ষিপ্র গতিতে মিসেস বয়েলের গলায় জড়িয়ে গেলো যে তিনি প্রথমে এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটুকুও ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারলেন না। রেডিওর ভল্যুমটাকেও ইতিমধ্যে আরও জোরে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে!

বিদগ্ধ বক্তার মনস্তাত্ত্বিক আলোচনায় গমগম করছে সারা ঘরটা। মিসেস বয়েলের মৃত্যুকালীন ঘড়ঘড়ানিটাও তার নিচে চাপা পড়ে গেলো।

তবে মিসেস বয়েল শেষ সময়ে খুব বেশি একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করতে পারেন নি। কারণ হত্যাকারী প্রকৃতই অসাধারণ দক্ষ এবং তৎপর।

প্রশস্ত কিচেনের মধ্যেই জড়ো হয়েছিলেন সকলে। গ্যাসের উনুনে টগবগ করে আলুগুলো ফুটছে। মাংসের ডেকচি থেকে মসলার উগ্র সৌরভ নাকে এসে লাগে।

চারজন ভীতচকিত ব্যক্তি একে অপরকে নিরীক্ষণ করছিলেন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে। পঞ্চম চেয়ারে গা এলিয়ে মলি বসেছিলো। তার সমস্ত মুখটা ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। দু চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি। ষষ্ঠতম ব্যক্তি সার্জেন্ট প্রায় জোর করেই মলিকে কিঞ্চিৎ হুইস্কি পানের নির্দেশ দিলেন।

সার্জেন্ট ট্রটারের গম্ভীর মুখে একটা থমথমে ক্রোধের আভাস। তিনি এবার চোখ তুলে অন্য

সকলের দিকে ফিরে তাকালেন। মাত্র পাঁচ মিনিট আগে মলির ভয়ার্ত চীৎকার সকলে হুড়মুড় করে লাইব্রেরী ঘরে ছুটে এসেছিলেন।

'আপনি যখন মৃতদেহটা আবিষ্কার করেন, সম্ভবত তার দুএক মিনিট আগেই ভদ্রমহিলাকে খুন করা হয়েছে।' ট্রটার বললেন। 'আচ্ছা, লাইব্রেরী ঘরে ঢোকবার সময় আপনি যে অন্য কাউকে দেখেন নি বা করোর পায়ের আওয়াজও শুনতে পাননি—এতে কোন ভুল নেই তো?'

'একটা মৃদু শিসের শব্দ শুনছিলাম।' ক্লান্ত কণ্ঠে জবাব দিলো মলি। 'তবে সেটা কিছু আগে। আমার..দরজা ভেজানোর একটা মৃদু শব্দও কোথা থেকে আপনার কানে ভেসে এসেছিলো!...তখন আমি লাইব্রেরী ঘরের দিকেই এগোচ্ছিলাম।'

'কোন্ দরজা?'

'ঠিক বলতে পারবো না।' নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করলো মলি।

'একটু ভেবে দেখুন, মিসেস ডেভিস! মনে মনে চিন্তা করুন! ওপরে না নিচে...আপনার বাঁ দিকে না ডানদিকে...?'

'আমি সত্যিই জানি না, সার্জেন্ট।' অসহিষ্ণু ভাবে মাথা ঝাঁকালো মলি। 'এমন কি প্রকৃতই কোন শব্দ শুনেছি কিনা সে সম্বন্ধে এখনো আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে!'

'এইভাবে উৎপীড়ন করাটা খুবই অন্যায় হচ্ছে।' ক্রুদ্ধকণ্ঠে গর্জে উঠলো জিল। 'ও যে এখনও রীতিমতো অসুস্থ সেটাও কি আপনার চোখে পড়ছে না?'

'আমি যে একটা হত্যাকান্ডের তদন্ত করতে বসেছি, সে কথাটাও ভুলে যাবেন না, কম্যান্ডার ডেভিস!'

'নামের আগে আমি আর কম্যান্ডার শব্দটা ব্যবহার করি না, সার্জেন্ট।'

'সে তো ঠিকই!' ট্রটার এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন যাতে মনে হয় তার এই মন্তব্যটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে ওই যা বললাম, আমি এখন একটা খুনের তদন্ত করছি। এবং এই ঘটনার আগে পর্যন্ত কেউ-ই আমার সাবধান বাণী তেমন কর্ণপাত করেন নি। মিসেস বয়েলও যে বিশেষ গ্রাহ্যে আনেন নি, সেকথা তো আপনারা ভালো করেই জানেন। তিনি আমার অত্যন্ত জরুরী খবরটাই গোপন রেখেছিলেন। আপনারাও প্রত্যেকই তাই করেছেন। তাহলে আমার আর কিছু বলবার নেই! মিসেস বয়েল নিহত হয়েছেন। এবং খুব দ্রুত এই রহস্যের অতলে না পৌছতে পারলে আর একটা মৃত্যু ঘটাও বিচিত্র নয়!'

'আর একটা...? যত সব অর্থহীন ধ্যান-ধারণা! কেন...তার একটাই বা হতে যাবে কেন?'

'কারণ', বিমর্ষচিত্তে জবাব দিলেন ট্রটার, 'কাগজের টুকরোটার মধ্যে তিনটে ইঁদুরের ছবিই আঁকা ছিলো!'

জেলের কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর। প্রতিটি ইঁদুরই কি একটা করে মৃত্যুর প্রতীক! কিন্তু...কিন্তু তার মধ্যে একটা সুযোগ তো থাকবে? মানে আমি বলতে চাই, ওই মামলটারা সঙ্গে অন্য কেউ কি জড়িত ছিলেন?'

'নিশ্চয় ছিলেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেইরকমই তো মনে হচ্ছে!'

'কিন্তু এখানেই বা আর একটা মৃত্যু ঘটবে কেন?'

'তার কারণ, ওই নোটবইয়ে মাত্র দুটো ঠিকানারই উল্লেখ ছিলো। এবং চুয়াত্তর নম্বর কালভার স্ট্রীটে একটিমাত্র সম্ভাব্য শিকারের সন্ধানই আমরা পেয়েছি। তিনি এখন মৃত। কিন্তু মঙ্কসওয়েল ম্যানর-এর কথা সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে ক্ষেত্র অনেক প্রশস্ত।'

'এ সমস্ত চিন্তা-ভাবনাই ভিত্তিহীন, ট্রটার। লঙরিজ ফার্মের ওই কুখ্যাত মামলায় জড়িত দুজন ব্যক্তি পাকেচক্রে একই সঙ্গে এখানে এসে উপস্থিত হবেন এমন সম্ভাবনা খুবই কম।'

'তবে কোন কোন পরিস্থিতিতে সম্ভাবনাটা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আপনি নিজেই না হয় বিষয়টা ভালো করে ভেবে দেখুন!' ট্রটার এবার সমবেত অতিথিদের প্রতি মনোযোগ দিলেন।

'মিসেস বয়েলের মৃত্যুর সময় কে কোথায় ছিলেন তার একটা বিবরণ আপনারা আমায় দিয়েছেন। অবশ্য আমিও সেটা যাচাই করে দেখে নেবো। মিঃ রেন, মিসেস ডেভিস যখন চীৎকার করে ওঠেন, তখন তো আপনি আপনার ঘরেই ছিলেন বললেন?'

রেন সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

'মিঃ ডেভিস, আপনি দোতলায় শোবার ঘরে ফোনের এক্সটেনশনটা পরীক্ষা করে দেখছিলেন—তাই না?'

'হ্যাঁ', জিল জবাব দিলো।

'মিঃ প্যারাভিসিনি, আপনি বোধহয় ড্রয়িংরুমে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন? কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, কেউ-ই আপনার বাজনা শুনতে পান নি!'

'আমি খুব মৃদুসুরে বাজাচ্ছিলাম সার্জেন্ট। একেবারে নিচু পর্দায়। একটামাত্র আঙুল দিয়েই রীডের ওপর টোকা মারছিলাম।'

'কোন সুরটা আপনি তখন বাজাচ্ছিলেন!'

মৃদু হাসলেন প্যারাভিসিনি। 'তিনটে ইঁদুর অন্ধ। দোতলার ঘরে মিঃ রেনও তখন এই সুরটাই শিস্ দিচ্ছিলেন। প্রত্যেকের মাথার মধ্যে এখন শুধু এই একটিমাত্র সুরই খেলা করছে!'

'সুরটা খুবই অস্বস্তিকর, খুবই সাংঘাতিক!' ব্যাজার মুখে মলি জানালো।

'টেলিফোন অচল হবার কারণটাই বা কি?' প্রশ্ন করলেন মেটকাফ। 'তারটা কি ইচ্ছাকৃত ভাবেই কাটা হয়েছে?'

'আপনার আশঙ্কাই সত্যি, মেজর। ডাইনিং হলের জানলার ঠিক পাশেই খানিকটা তার কেউ কেটে নিয়েছে। মিসেস ডিভিস যখন চেঁচিয়ে উঠলেন ঠিক তার আগের মুহূর্তেই ব্যাপারটা আমি আবিষ্কার করলাম।'

'সমস্তটাই কেমন অদ্ভুত! এর পেছনে হত্যাকারীর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলো জিল।

ট্রটার একবার অপাঙ্গে জিলের আপাদমস্তক জরিপ করে নিলেন। 'এই মুহূর্তে সে প্রশ্নের জবাব দেওয়া খুবই শক্ত, মিঃ ডেভিস। খুনী হয়তো মনে করে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলে সেটা তার কাজের পক্ষে আরও সহায়ক হবে। কিংবা হয়তো এর পেছনে প্রকৃত কোন উদ্দেশ্য নেই! আমাদের উৎকণ্ঠা আরও বাড়িয়ে তোলা বা আমাদের ভুল পথে পরিচালিত করার জন্যই এটা তার নতুন কোন কারসাজি।' অল্প থামলেন ট্রটার। 'প্রত্যেক খুনীই নিজেকে খুব চতুর আর বুদ্ধিমান বলে মনে করে। নিজেদের প্রতি আস্থাও তাদের অগাধ। কর্মসূত্রে অপরাধীর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধেও আমাদের কিছু লেখাপড়া করে নিতে হয়। এটা আমাদের ট্রেনিং-এরই একটা অঙ্গ। এই সমস্ত মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত অপরাধীদের কর্মধারা সত্যিই খুব 'কৌতুহলোদ্দীপক।'

'আমরা কি বড় বড় লেকচার থামিয়ে আমাদের বর্তমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারি?' জিলের কণ্ঠে তীব্র ব্যঙ্গের ঝাঁঝ।

'হ্যাঁ নিশ্চয়, মিঃ ডেভিস। ছোট্ট দুটো শব্দই এখন আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। তার মধ্যে একটা হচ্ছে—খুন, আর দ্বিতীয়টা—বিপদ। এই দুটো শব্দের ওপরই আমাদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করতে হবে। ...মেজর মেটকাফ, আপনার গতিবিধি সম্পর্কে আগে আমাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে নিতে দিন। আপনার বক্তব্য, এই হত্যাকান্ডের সময় মদের বোতল মজুত রাখার জন্যে এখানে মাটির নিচে যে ছোট চোরকুঠরিটা আছে আপনি সেখানে ছিলেন। কি উদ্দেশ্যেই বা আপনি সেখানে গিয়েছিলেন?

'বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আমার ছিলো না।' জবাব দিলেন মেটাকাফ। 'ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে বেড়াতেই সিঁড়ির তলায় বাসন রাখবার আলমারিটার পাশে ছোট্ট একটা দরজা নজরে পড়লো। দরজাটা ঠেলে খুলতেই দেখলাম একটা সরু সিঁড়ি নিচের অন্ধকারে নেমে গেছে। ওই সিঁড়ি ধরে এগোতেই চোরকুঠরির সন্ধান পেলাম।' মেটকাফ এবার জিলকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনাদের ভুগর্ভস্থ ভাঁড়ার

ঘরটা বাস্তবিকই খুব সুন্দর। প্রাচীন মঠে মন্দিরেও এই ধরনের গুপ্ত কক্ষের সন্ধান পাওয়া যায়।'

'আমরা এখানে সাবেকী আমলের স্থাপত্যশিল্প নিয়ে কোন গবেষণা করতে বসিনি, মেজর মেটকাফ। এখানে একটা হত্যাকান্ডের তদন্ত চলছে।... মিসেস ডেভিস. আপনি অনুগ্রহ করে একটু এদিকে কান দিন। আমি দরজাটা খোলা রেখেই বাইরে যাচ্ছি।...' কথা বলতে বলতেই দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন ট্রটার। কয়েক সেকেন্ড বাদে ফিরে এসে বলল, 'কাছে কোথায় দরজা ভেজানোর মৃদু শব্দ পাওয়া গিয়েছিলো?'

'হ্যাঁ অনেকটা যেন এই রকমই!'

'এটা সিঁড়ির নিচে কাঠের আলমারির পাল্লা ভেজনোর শব্দ। ঘটনাটা এমনও হতে পারে যে খুনী মিসেস বয়েলকে হত্যা করবার পর হলঘরের মধ্যে দিয়েই ফিরে যাচ্ছিলো। এমন সময় মিসেস ডেভিসের পায়ের শব্দ পেয়ে সে তাড়াতাড়ি ওই আলমারিটার মধ্যে ঢুকে পাল্লা টেনে দেয়।'

'কিন্তু ওই আলমারির হাতলে আমার আঙুলের ছাপও রয়ে গেছে।' মেজর মেটকাফ বললেন।

'তা ঠিকই', মাথা নাড়লেন ট্রটার, 'তবে তার একটা সন্তোষজনক উত্তরও আমরা পেয়েছি, নয় কি?'

'দেখুন সার্জেন্ট', জিলের কণ্ঠে দৃঢ়তার আভাস, 'একথা অনস্বীকার্য যে বর্তমান পরিস্থিতির দায়দায়িত্ব সামলাবার সব ভার সরকারিভাবে আপনার ওপরেই অর্পণ করা হয়েছে। তবে বাড়িটা যে আমার যে কথাও বিস্মৃত হলে চলবে না। এবং পরোক্ষভাবে অতিথিদের নিরাপত্তার প্রসঙ্গে আমারও কিছুটা নৈতিক কর্তব্য আছে। দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্যে আমাদের কি এই মুহূর্তেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত নয়?'

'যেমন...' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সার্জেন্ট।

'মানে আমি বলতে চাই, এই অপকীর্তির প্রধান হোতা হিসেবে যার ওপর প্রথমেই সন্দেহ জাগে তাকে কি আপাতত আটক করে রাখা যায় না?'

কথা থামিয়ে জিল এবার সোজাসুজি ক্রিস্টোফার রেনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো।

আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন ক্রিস্টোফার। উত্তেজনার আধিক্যে তার সুর কণ্ঠস্বর আরো তীক্ষ্ণ শোনালো। 'এটা সত্যি নয়! কখনোই সত্যি নয়! আপনারা সকলে মিলে আমার পেছনে লেগেছেন! প্রত্যেকেই আমাকে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখে! আপনারা সকলে মিলে যুক্তি করে এই দোষটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছেন! কিন্তু এটা তো উৎপীড়ন...নির্মম নিষ্ঠুর উৎপীড়ন...'

'আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, মিঃ রেন।' ধীর পায়ে এগিয়ে এলো মলি।

উত্তেজিত রেনের পিঠে হাত দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করলো। 'আমরা কেউই আপনার বিরুদ্ধে যাইনি।' মলি এবার ব্যাকুল দৃষ্টিতে ট্রটারের দিকে ফিরে তাকালো, 'ভদ্রলোককে আপনি একটু ভরসা দিন...'

'আমরা আগে থেকে কাউকেই অপরাধী হিসেবে ধরে নিয়ে, সেইভাবে মামলা সাজাতে চেষ্টা করি না।' জবাব দিলেন ট্রটার।

'আপনি যে ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করতে যাচ্ছেন না, সেটাও ভালোভাবে বুঝিয়ে বলুন।'

'না না, আপাতত কাউকেই গ্রেপ্তারের কোন অভিপ্রায় আমার নেই। তার জন্যে সুনিশ্চিত সাক্ষী প্রমানের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তার কোন আভাসই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

জিল চেঁচিয়ে উঠলো, 'মনে হচ্ছে তোমার মাথাটা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে, মলি। সার্জেন্টের অবস্থাও সেইরকম। ঠিকমতো বিচার বিবেচনা করে দেখতে গেলে, অপরাধীর চেহারার সঙ্গে এখানে মাত্র একজনেরই সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়, এবং...'

'জিল শোনো...ঈশ্বরের দোহাই একটু শান্ত হও...', বিধ্বস্ত অসহায় ভঙ্গিতে মিনতি জানালো মলি। 'সার্জেন্ট ট্রটার, আমি আড়ালে আপনার সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই! অনুগ্রহ করে যদি এক মিনিট সময় দেন?

'আমিও তোমার সঙ্গে থাকবো।' জিলের কণ্ঠে জেদের সুর।

'না জিল...তুমিও না! আমার অনুরোধ...'

জিলের মুখচোখ বজ্রগর্ভ মেঘের মতোই কালো হয়ে উঠলো। 'কি যে তোমার মাথায় আছে কিছুই আমি বুঝে উঠতে পারছি না!'

অন্য সকলকে অনুসরণ করে জিলও বেরিয়ে গেলো ঘর ছেড়ে। যাবার সময় সশব্দেই ভেজিয়ে দিলো দরজাটা।

'হ্যাঁ, বলুন মিসেস ডেভিস, আপনার কি বক্তব্য?'

মলির মুখ থেকে ক্ষণপূর্বের উদ্বেগ ও বিভ্রান্তির ছায়াটুকু এখনো সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায়নি। কণ্ঠস্বরেও অস্বস্তির ছোঁওয়া। 'সার্জেন্ট ট্রটার, বর্তমান ঘটনা প্রসঙ্গে আপনি আমাদের কাছে লঙঁরিজ ফার্মের ওই মামলাটার উল্লেখ করেছিলেন। আপনার কি ধারণা, ভাগ্যহত ওই তিনটি অনাথ শিশুর মধ্যে বড় ছেলেটিই এই সমস্ত খুনের জন্যে দায়ী? কিন্তু সে বিষয়েও আপনি নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেন না।'

'আপনার বক্তব্য খুব যুক্তিসঙ্গত, মিসেস ডেভিস। তবে যাবতীয় সম্ভাবনা সেই দিকেই ইঙ্গিত করছে। মানসিক অস্থিরতা, সেনাবাহিনী থেকে পলায়ন, চিকিৎসকের রিপোর্ট।'

'হ্যাঁ, আমি জানি। ক্রিস্টোফারকে সন্দেহ করার সেটাই প্রধান কারণ। কিন্তু ওই ভদ্রলোকের দ্বারা একাজ সম্ভব বলে আমি মনে করি না। নিশ্চয় আড়াল থেকে অন্য কেউ কলকাঠি নাড়ছে! আচ্ছা, ওই তিনটি অনাথ শিশুর পিতামাতা বা অন্য কোন আত্মীয়-স্বজনের সন্ধান পাওয়া যায় নি?'

'ওদের মা অনেকদিন আগেই মারা গিয়েছিলেন। যুদ্ধকালীন জরুরী প্রয়োজনে ওই তিনটি শিশুর পিতাকেও দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।'

'সেই ভদ্রলোকেরই বা খবর কি? তিনি এখন কোথায়?'

'আমাদের কাছে কোন সংবাদ নেই। যুদ্ধের প্রয়োজন মিটে যাবার ফলে এক বছর আগে তাকে সেনাবিভাগ থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে।'

'পুত্রের যদি মানসিক ভারসাম্য ঠিকমতো বজায় না থাকে তবে তার পিতার ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার ঘটতে পারে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়!'

'তাহলে আমাদের বর্তমান হত্যাকারী কোন মাঝবয়সী বা বৃদ্ধলোক হওয়াও কিছু অসম্ভব নয়? এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমার বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে। মেজর মেটকাফ যখন প্রথম জানতে পারেন যে পুলিশ কর্তৃপক্ষ এখানে একজন সার্জেন্ট পাঠাচ্ছেন, তখন তিনি খুবই বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। হ্যাঁ, সত্যিই খুব ভয় পেয়েছিলেন তিনি।'

সার্জেন্ট ট্রটার শান্তকণ্ঠে বললেন, 'আমার ওপর আস্থা রাখুন, মিসেস ডেভিস। প্রথম থেকে সবরকম সম্ভাবনার কথাই আমি বিচার-বিবেচনা করে দেখছি। জিল নামে ওই ছেলেটা বা তার পিতা—এমন কি তার বোনের সম্ভাবনাও বাদ দেওয়া যায় না। আমাদের বর্তমান হত্যাকারী একজন মহিলাও হতে পারেন—তা জানেন? কোন কিছুই আমার নজর এড়িয়ে যায়নি। মনে মনে আমি হয়তো সম্পূর্ণ নিশ্চিত, তবে নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণের একান্তই অভাব। বর্তমান যুগে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য অবগত হওয়া খুবই কঠিন কাজ। আমাদের এই কর্মজীবনে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতারই যে সম্মুখীন হতে হয় সে সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা নেই। অবশ্য প্রায় অধিকাংশ মামলাই বিবাহ সংক্রান্ত। অল্প কয়েক দিনের আলাপ-পরিচয়ের পর বিবাহ বা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মধ্যে তাড়াহুড়ো করে বিবাহ—এ সমস্তই খুব বিপজ্জনক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে ভালো করে চেনে না, এমন কি তাদের আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবেরও কোন চিহ্ন নেই। একে অন্যের মুখের কথাই সত্য বলে বিশ্বাস করে নেয়। হয়তো ছেলেটা বললো—সে একজন পাইলট, কিংবা সেনাবিভাগের কোন মেজর। মেয়েটাও তাকে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করলো। তারপর বছরখানেক কি বছর দুয়েক বিবাহিত জীবন যাপনের পর হয়তো জানা গেলো, ছেলেটা কোন পলাতক ব্যাঙ্ক কর্মচারী। তার নামে

বিরাট অঙ্কের তহবিল তছরুপের মামলা ঝুলছে। তার অন্য কোন স্ত্রী-পুত্র থাকাও বিচিত্র নয়। অথবা সে হয়তো যুদ্ধ-পলাতক কোন সৈনিক। সামরিক বিভাগ তার নামে হুলিয়া জারি করেছে।...'

একটু থেমে পুনরায় বলতে শুরু করলেন ট্রটার, 'আপনার মনের মধ্যে এখন কি ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে চলেছে আমি বাইরে থেকে তার কিছুটা আঁচ করতে পারি। তবে একটা কথা মনে রাখবেন মিসেস ডেভিস—আমাদের বর্তমান হত্যাকারী সমস্ত পরিস্থিতিটা ভালো করে উপভোগ করছে! হ্যাঁ, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত।'

ধীর পায়ে ট্রটার কিচেন ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

মলি কিছুক্ষণ স্থানুর মতো বসে রইলো চুপচাপ। তার হাত-পাগুলো স্থির ও শক্ত। চোখের কোলে সঘন চিন্তার ছায়া। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত স্টোভের দিকে এগিয়ে গেলো। প্রায় ফুটন্ত তরকারিটাও নেড়ে দেখলো হেঁট হয়ে। পরিচিত মসলার সুগন্ধে নিজেকে যেন নতুন করে ফিরে পেলো মলি। গুরুভার হৃদয়ও হালকা হলো অনেকটা। অনেকক্ষণ বাদে সে তার নিজস্ব ঘর-গৃহস্থালির নিবিড় নীড়ে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। রান্নাবান্না ও সংসারের আরও সাত-সতেরো খুঁটিনাটি দায়দায়িত্ব—এইসব নিয়েই তো হাসিকান্নায় ভরা প্রাত্যহিক গদ্যময় জীবন! এবং স্মরণাতীত কাল থেকে নারীরাই এর যাবতীয় ঝক্কি সামলে এসেছে বিপদসঙ্কুল উন্মত্ত পৃথিবীর বুকে এই রান্নাঘরই নারীদের নিরাপদ আশ্রয়।

ভেজানো দরজাটা ঈষৎ উন্মুক্ত হলো। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখলো মলি। ক্রিস্টোফার রেন প্রবেশ করলেন। ভদ্রলোক তখনও বেশ হাঁপাচ্ছেন।

'এদিককার খবর শুনেছেন?' রেনের কণ্ঠে তীব্র উত্তেজনার আভাস, 'কি ভুতুড়ে কান্ডকারখানাই যে চারদিকে ঘটে চলেছে—সার্জেন্ট ট্রটার তার স্কী দুটে পাচ্ছেন না!'

'চাকা লাগানো স্কী দুটোর কথা বলছেন? কেন...সে দুটো চুরি করে কার কি লাভ?'

'বিষয়টা আমার কল্পনার বাইরে চলে যাচ্ছে! মানে...আমি বলতে চাই, সার্জেন্ট ট্রটার যদি সত্যিই আমাদের পরিত্যাগ করে যেতে চান তবে সেক্ষেত্রে খুনীর লাভই বেশি। সেই জন্যেই এই ঘটনার মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না, তাই নয় কি?'

'জিল-ই তো নিজে হাতে সিঁড়ির নিচে কাঠের আলমারিতে স্কী দুটো রেখে দিয়েছিলো!'

'ভালো, কিন্তু এখন সেদুটো যথাস্থানে নেই। ব্যাপারটা সত্যিই আমাকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে!' মৃদু হাসলেন রেন। 'আমাদের সার্জেন্ট কিন্তু খুব ক্ষেপে উঠেছেন—জানেন! রাগী কচ্ছপের মতো মাথা উঁচু করে সারা বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হতভাগ্য মেজরকে তো জেরায় জেরায় নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছেন বলা চলে। মেজর কিন্তু আগাগোড়া একটা কথাই ধরে রেখে দিয়েছেন। তিনি আলমারীর মধ্যে কাঠের স্কী দুটো ছিলো কিনা ঠিকমতো লক্ষ্য করেন নি। এ বিষয়ে কোন খেয়ালই ছিলো না তাঁর। ট্রটারের অভিমত এতবড় জিনিসটা ভদ্রলোকের নজর এড়িয়ে যেতে পারে না। কোন রহস্যময় কারণেই তিনি এখন প্রকৃত তথ্যটা গোপন করছেন!' রেন আর এক পা কাছে এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে বাকিটা শেষ করলেন, 'এই সমস্ত ব্যাপার-স্যাপার সার্জেন্ট ট্রটারকে বেশ দমিয়ে দিয়েছে।'

'আমাকে নয়', রেন মাথা নাড়লেন, 'আমি বরং উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছি বলতে পারেন। সমস্তটাই এত বেশি অস্বাভাবিক...'

মলি তীব্রকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো, 'আপনি যদি মিসেস বয়েলের মৃতদেহটা প্রথম আবিষ্কার করতেন, তাহলে...তাহলে এধরনের কথাবার্তা ভুলতে পারছি না। সারা মুখটা বিসদৃশভাবে ফুলে উঠেছে, তার মধ্যে একটা গাঢ় বেগুনি আভা।'

আপনা থেকেই মলির কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো। ওর সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো থরথরিয়ে। ক্রিস্টোফার এগিয়ে এসে মলির পিঠে হাত রাখলেন। 'আমি বাস্তবিকই খুব নির্বোধ। আমার বোঝা উচিত ছিলো। আমি দুঃখিত মিসেস ডেভিস, এতটা ভেবে দেখিনি।'

বোবা কান্নার একটা দমকই যেন মলির গলায় আটকে গেলো। 'এইমাত্র সবকিছু কেমন সহজ আর স্বাভাবিক মনে হচ্ছিলো। এই রান্নাঘর তার যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম...', অস্পষ্ট ধরাধরা কণ্ঠে মলি

বললো, 'কিন্তু...কিন্তু আবার হঠাৎই দুঃস্বপ্নের ছায়াগুলো সব ফিরে এলো!'

মলির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে নিলেন রেন। তার চোখে মুখে একটা অদ্ভুত অভিব্যক্তি। 'হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি,' সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন বার কয়েক। 'তাহলে...তাহলে আমি যাই। এখন আপনাকে আর বিরক্ত না করাই ভালো!'

করুণ কণ্ঠে মিনতি জানালো মলি, 'না, আপনি যাবেন না।'

রেন ততক্ষণে দরজার কাছে পৌঁছে গেছেন। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন। তারপর এগিয়ে গেলেন পায়ে পায়ে। 'আপনি কি সত্যিই তাই চান?'

'কি চাওয়ার কথা বলছেন?'

'মানে আমি এখানে থাকি সেইটাই কি আপনার মনোগত অভিপ্রায়?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়! আমি এখন একলা থাকতে চাই না। একলা থাকলেই হাজার রকমের দুশ্চিন্তা আমায় ঘিরে ধরছে।'

ক্রিস্টোফার শান্ত ভঙ্গিতে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। মলিও তার হাতের কাজ শেষ করে আর একটা চেয়ার টেনে নিলো।'

'সত্যিই খুব আশ্চর্যের ব্যাপার!'

'আপনি যে আমার সঙ্গে একা থাকতে ভয় পাচ্ছেন না—সেইজন্যেই খুব অবাক লাগছে! আচ্ছা, সত্যিই আপনি শঙ্কিত হচ্ছেন না তো?'

মলি জোরে জোরে মাথা নাড়লো। 'না, মোটেই না।'

'এই নিঃশঙ্কার হেতু কি, মিসেস ডেভিস?'

'আমি ঠিক জানি না। তবে ব্যাপারটা সত্যি।'

'কিন্তু অপরাধী হিসেবে আমার ওপরই তো সন্দেহটা প্রথম জাগে। সবকিছুই আমার সঙ্গে মিলে যায়।'

'না', মলি দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালো, 'সন্দেহভাজন আরো অনেকেই আছে। সার্জেন্ট ট্রটারের সঙ্গে সেই বিষয়েই কথাবার্তা হচ্ছিলো।'

'তিনি কি আপনার কথা বিশ্বাস করেছেন?'

'অবিশ্বাসও করেন নি।' ধীরে ধীরে জবাব দিলো মলি।

কতকগুলো টুকরো টুকরো শব্দ বার বার তার মাথার মধ্যে ভেসে উঠছে। বিশেষ করে ট্রটারের সেই অমোঘ উক্তি, আপনার মনের মধ্যে এখন কি ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে চলেছে আমি তার কিছুটা আঁচ করতে পারি, মিসেস ডেভিস! কিন্তু সত্যিই কি তিনি তা পারেন? সবকিছুই কি তিনি জেনে ফেলেছেন? আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য তিনি করেছিলেন। প্রকৃত হত্যাকারী নাকি সমস্ত পরিস্থিতিটা বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে। এটাও কি সত্যি!

ঈষৎ উদ্বিগ্ন কণ্ঠেই রেনকে প্রশ্ন করলো মলি, 'আপনি নিশ্চয় এই বিপদসঙ্কুল পরিবেশটা মনে মনে উপভোগ করছেন না? মুখে আপনি যাই বলুন না কেন, আসল ব্যাপারটা নিশ্চয় তা নয়!'

'না না, নিশ্চয় না!' অবাক দৃষ্টিতে মলির দিকে তাকিয়ে রইলেন ক্রিস্টোফার। 'এধরনের একটা ধারণাই বা আপনার মাথার মধ্যে ঢুকলো কি ভাবে?'

'এটা আমার বক্তব্য নয়, সার্জেন্ট ট্রটারের। আমি...আমি ওই লোকটিকে ভীষণ ঘৃণা করি। ভদ্রলোক মাথার মধ্যে অবাস্তব সব ধারণা ঢুকিয়ে দেন। যা আদৌ সত্যি নয় একেবারেই যা অসম্ভব...'

মলির কণ্ঠস্বর ভাঙা ভাঙা। তার শরীরটাই এখন অবসাদে ভেঙে পড়েছে। চোখ দুটো বুজে আসতে চাইছে কান্নার ভারে। টেবিলে কনুই রেখে দুহাতে মুখ ঢাকলো মলি। ক্রিস্টোফার এগিয়ে এসে মলির পিঠে হাত রাখলেন। তার কণ্ঠে গভীর সমবেদনার স্পর্শ।

'মলি মুখ তোলো', এই প্রথম মলিকে নাম ধরে ডাকলেন ক্রিস্টোফার। 'তোমার কি হয়েছে?'

ধীরে ধীরে মলি নিজেকে সংযত করলো। ক্রিস্টোফারের আচার-আচরনে ছেলেমানুষী-সুলভ

প্রগলভতার কোন চিহ্ন নেই। 'কি ব্যাপার মলি?' পুনরায় প্রশ্ন করলেন ক্রিস্টোফার।

মলি অপলক চোখ তুলে রেনের দিকে তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তার দৃষ্টির গভীরে একটা স্থির আলোর আভাস। 'আমাদের এই পরিচয়টা কত দিনের ক্রিস্টোফার? মাত্র দুদিন...?

'প্রায় সেই রকমই। কিন্তু তোমার কি মনে হচ্ছে না আমার পরস্পরকে অনেকদিন আগে থেকেই জানি?'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা ভারী অদ্ভুত! তাই না?'

'ঠিক বলতে পারি না। তবে আমরা যেন পরস্পরের হৃদয়টা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারছি। আমরা দুজনেই এখন একই বিপদের মুখোমুখী এসে পড়েছি বলেই হয়তো এমন একটা সহমর্মিতা গড়ে ওঠা সম্ভবপর হয়েছে?'

ক্রিস্টোফারের কন্ঠে কোন প্রশ্নের আভাস ছিলো না। সহজ সরল বিবৃতির মতোই একথা শোনালো। এর উত্তর দেবার জন্যেও কোন আগ্রহ দেখা গেলো না মলির মধ্যে। একটু থেমে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলো। তার কথার সুরেও প্রশ্নের ঝাঁঝ নেই। স্বাভাবিক একটা সত্যকেই সে যেন ব্যক্ত করছে অবলীলায়। তোমার আসল নামও নিশ্চয় ক্রিস্টোফার রেন নয়...?

'না।'

'তবে কেন তুমি...'

'নাম ভাঁড়িয়ে জন্ম পরিচয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি এই তো? এটাকে আমার একটা ব্যক্তিগত খেয়ালও বলতে পারো। ছোটবেলায় আমরা সহপাঠীরা আমাকে ক্রিস্টোফার রবিন বলে ডাকতো। সেখান থেকেই হয়তো এই নামটা আমার মাথায় এসেছে!'

'কিন্তু তোমার আসল নামটা কি?'

ক্রিস্টোফার শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন, 'আমার আসল নাম শুনে তোমার কোন উপকার হবে না। তবে আমি স্থপতি নই। প্রকৃতপক্ষে আমি একজন পলাতক সৈনিক।'

ক্ষণেকের জন্যে মলির দুচোখে একটা ভয় ও উদ্বেগের ছায়া ঘনিয়ে এলো।

ক্রিস্টোফারেরও সেটা নজর এড়ালো না। 'হ্যাঁ...ঠিক আমাদের অজ্ঞাতকুশলীল হত্যাকারীর মতো! সেই জন্যেই তো বললাম, খুনীর বৈশিষ্ট্যগুলো আমার সঙ্গে খুব ভালো মিলে যায়।

'বোকার মতো কথা বলো না।' ধমকে উঠলো মলি। 'আগেই জানিয়ে দিয়েছি, তোমাকে আমি হত্যাকারী বলে বিশ্বাস করি না। ঠিক আছে, তোমার কাহিনীটাই এখন আগাগোড়া খুলে বলো। সেনাবাহিনী থেকে পালাতে গেলে কেন?...ভয়ে?'

'ভয় পেয়ে পালিয়েছি কিনা প্রশ্ন করছো? না। ব্যাপারটা অদ্ভুত হলেও সত্যি। তেমন কোন ভয়ডর আমার ছিলো না। অন্ততপক্ষে সাধারণ অন্যান্য সৈনিকদের চেয়ে আমার সাহস কিছু কম নেই। এমন কি গোলাগুলি চলাকালীনও আমার মেজাজ আশ্চর্যরকম শান্ত থাকতো। সে জন্যেও সেনাবাহিনীতে আমার একটা বিশেষ সুনাম ছিলো। এই সমস্ত তুচ্ছ কারণে আমি সেনাবাহিনী থেকে ফেরার হইনি। প্রকৃত কারণ—আমার মা।'

'তোমার মা?'

'হ্যাঁ, গত যুদ্ধের সময় নাৎসি বিমানবাহিনীর আক্রমণে আমার মা মারা যান। তিনি যে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন বোমার আঘাতে সেই বাড়িটাই সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। সেই ধ্বংসস্তুপের মধ্যে থেকে উদ্ধার করে আনতে হয়েছিলো মৃতদেহটা। খবরটা শোনবার পরই আমার মাথার মধ্যে সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেলো। আমি বোধহয় পাগলই হয়ে গেলাম সাময়িক ভাবে। আমার মনে হলো—মা নয়, আমিই যেন সেই ধ্বংসস্তুপের নিচে চাপা পড়ে আছি। এই মুহূর্তে আমাকে উদ্ধার না করতে পারলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা পড়বো!' অসহায় ভঙ্গিতে বারকয়েক মাথা ঝাঁকালেন ক্রিস্টোফার। অপরিসীম ক্লান্তিতে বুজে আসতে চাইছে কণ্ঠস্বর। 'দুঃস্বপ্নে ভরা সেই দিনগুলোর কথা কাউকে বলে বোঝানো যাবে না। রাতের আঁধারে গা ঢেকে শিবির ছেড়ে পালিয়ে গেলাম। বনে জঙ্গলে পাহাড়

পর্বতে বেশ কিছুদিন ঘুরে বেড়ালাম উদ্‌ভ্রান্তের মতো। তারপর যখন সম্বিৎ ফিরে এলো তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। পুনরায় শিবিরে ফিরে গেলেও সামরিক শাস্তি এড়াতে পারবো না। কারণ ইতিপূর্বেই আমার নাম ফেরারীদের তালিকায় উঠে গেছে। এই সাময়িক অন্তর্ধানের কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎও আমার জানা নেই। তখন থেকে আমি কেবল পালিয়ে পালিয়েই বেড়াচ্ছি।'

একজোড়া শূন্য হুতাশ-চোখ মেলে মলির দিকে তাকিয়ে রইলেন ক্রিস্টোফার।

'তোমার ধারণাটাই সম্পূর্ণ ভুল।' সান্ত্বনার সুরে মলি বললো, 'তুমি আবার নতুন করে সবকিছু আরম্ভ করতে পারো।'

'কারোর পক্ষে আর কি তা সম্ভব?'

'নিশ্চয়!...তাছাড়া তুমি তো এখনও যুবক! তোমার বয়সও খুব কম।'

হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে আমি একবারে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। সবকিছুই আজ আমার নিঃশেষ হয়ে গেছে!'

'না', দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালো মলি, তোমার কিছুই ফুরিয়ে যায়নি। এর সমস্তটাই তোমার কল্পনা প্রসুত। আমার বিশ্বাস, প্রত্যেকের জীবনেই একবার করে এই ধরনের একটা অনুভূতির জোয়ার আসে। তখন মনে হয় দিগন্ত জুড়ে গভীর অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। পায়ের নিচে দাঁড়াবার মাটিটুকুও আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সবকিছুর চরম পরিসমাপ্তি বুঝি আসন্ন।'

'তুমি নিশ্চয় কোন এক সময় এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলে? তা না হলে তো এত নিখুঁতভাবে বর্ণনা দিতে পারতে না?'

'হ্যাঁ তা হয়েছিলাম বৈকি!' অকপটে মাথা দোলালো মলি।

'তোমার সমস্যাটা কি ছিলো?'

'আমার সমস্যাটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। অনেকের ভাগ্যেই সেরকম ঘটতে দেখা গেছে। আমি যে যুবকটির বাগদত্তা ছিলাম সে ছিলো একজন পাইলট। গত যুদ্ধে সে নিহত হয়।'

'শুধু এই?...আর কিছু নয়?'

'হ্যাঁ, আরো আছে। ছেলেবেলায় আমি একটা প্রচন্ড মানসিক আঘাত পেয়েছিলাম। হিংস্রতা ও নিষ্ঠুরতার মুখোমুখী এসে দাঁড়াতে হয়েছিলো আমাকে। তখন থেকেই বুকের মধ্যে জীবন সম্বন্ধে একটা বিরূপ ধারণা গড়ে উঠতে শুরু করেছিলো। তারপর জ্যাকও যখন একদিন দুর্ঘটনায় মারা গেলো তখন মনে হলো—সমগ্র জীবনটাই বুঝি এইরকম ক্রুর বিশ্বাসঘাতকতায় ভরা। মানুষের কোন স্বপ্নই কখনো সফল হয় না!'

'হুঁ, বুঝতে পারছি। আর তারপরই বুঝি...' মলির দিকে চোখ তুলে প্রশ্ন করলেন রেন, 'জিলের সঙ্গে পরিচয় হলো?

'হ্যাঁ', একটা লজ্জারুণ হাসির আভা ছড়িয়ে পড়লো মলির পাতলা ঠোঁটের প্রান্তে। 'এবং জিলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনটাও যেন এক নতুন খাতে বইতে শুরু করলো। সে অভিজ্ঞতাও সম্পূর্ণ নতুন। পূর্বের যাবতীয় শঙ্কা আর দুর্ভাবনা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেলো এক মুহূর্তে। জিল-এই নামটাই যেন সুখ আর নিরাপত্তার প্রতীক!'

হঠাৎ যেন তার ঠোঁট থেকে হাসির রেশটুকু মিলিয়ে গেলো। চোখে-মুখে আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস! প্রচন্ড ঠান্ডার জন্যে তার শরীরটাও বুঝি কেঁপে উঠলো বারকয়েক।

'প্রকৃত ঘটনাটা কি মলি? কিসের জন্যে তুমি এত উতলা হচ্ছো? সত্যিই তুমি এখন মনে মনে বড় বেশি অস্থির হয়ে উঠেছো! বলো, কথাটা ঠিক কিনা?'

মলি ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো। 'হ্যাঁ।'

'এবং জিলের সঙ্গেও নিশ্চয় এর কিছু সম্পর্ক আছে? ওকি তোমায় কিছু বলেছে বা এমন কোন কাজ করেছে...'

'না, আসলে জিল নয়। ওই লোকটা...ওই ভয়ঙ্কর লোকটা...'

'কাকে তুমি ভয়ঙ্কর বলছো?' ঈষৎ চমকে উঠলেন ক্রিস্টোফার। 'প্যারাভিসিনি?'

'না না, সার্জেন্ট ট্রটার!'

'সার্জেন্ট ট্রটার?'

'হ্যাঁ, ওই ভদ্রলোকই এমন কতকগুলো ইঙ্গিত করলেন...জিলের সম্বন্ধে এমন কতকগুলো বাজে ধারণা আমার মধ্যে ঢুকিয়ে দেলেন। যে সমস্ত বিষয়ে আমি আগে কোনদিন চিন্তা পর্যন্ত করিনি! এমন কি তাদের অস্তিত্বের কথাও আমার জানা ছিলো না! লোকটা সত্যিই খুব ভয়ঙ্কর! আমি ঘৃণা করি...এই ধরনের লোকদের আমি ভীষণ ঘৃণা করি...'

ক্রিস্টোফারের ঘন ভ্রূযুগলে চিন্তার ভাঁজ পড়লো। কথার সুরে বিস্ময়ের আভাস। 'জিল? জিল!...হ্যাঁ, আমরা দুজনেই প্রায় সমবয়সী। যদিও বয়সে ওকে কিছুটা বড় দেখায়, তবে আসলে হয়তো তা নয়। হ্যাঁ, ঠিকই। জিলের সঙ্গেও আমাদের অজ্ঞাত হত্যাকারীর অনেক সাদৃশ্য আছে। তবে মলি—এ সমস্ত চিন্তাই খুব হাস্যকর। ভিত্তিহীন অলীক কল্পনামাত্র। কেননা, কালভার্ড স্ট্রীটের ওই মেয়েটা যেদিন নিহত হয় সেদিন জিল তো সারাক্ষণ তোমার সঙ্গে এখানেই ছিলো?'

মলি কোন উত্তর দিলো না। তার চোখমুখ আড়ষ্ট, থমথমে।

ক্রিস্টোফার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মলির ভাবগতিক লক্ষ্য করতে লাগলেন। জিল কি এখানে ছিলো না?'

এবারে উত্তর দিলো মলি। তবে কথাগুলো তার গলা দিয়ে এত দ্রুত বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছিলো যে সমস্তই জড়িয়ে গেলো এক সঙ্গে।

'সেদিন সারাক্ষণই বাইরে ছিলো। খুব সকালেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলো। আমি জানতাম, শহরের অপর প্রান্তে একটা নিলাম ঘর থেকে ও কিছু তারের জাল কিনে আনতে গেছে। আমাকেও সেই কথা জানিয়ে গিয়েছিলো। এর মধ্যে অবিশ্বাসেরও কিছু ছিলো না। কিন্তু...'

'ওকি সেখানে যায়নি?'

মলি ম্লানমুখে এগিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে দুদিন আগের ইভনিং স্ট্যান্ডার্ডটা তুলে আনলো।

ক্রিস্টোফারও আগ্রহ সহকারে হাতে নিলেন কাগজটা। 'এটা তো দেখছি দুদিনের পুরনো একটা লন্ডন সংস্করন?'

'জিল যখন ফিরে এলো তখন এই পত্রিকাটা ওর কোটের পকেটে ছিলো। তাহলে তাহলে ও নিশ্চয় লন্ডনে গিয়ে থাকবে!'

ক্রিস্টোফারের দৃষ্টিতেও সন্দেহের ছায়া। একবার মলির দিকে আর একবার কাগজটার দিকে ফিরে তাকালেন ক্রিস্টোফার। ঠোঁট বেঁকিয়ে শিস্ দিতেও শুরু করলেন মৃদুসুরে। পরমুহূর্তেই সংযত করলেন নিজেকে। এখন ওই সুরটার উপযুক্ত সময় নয়।

মলির চোখের দিকে একবারও না তাকিয়ে এবং খুব সুনির্বাচিত শব্দ সাজিয়েই তিনি তার বক্তব্যটা উপস্থিত করলেন। 'জিলের সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিতভাবে ঠিক কতটুকু জানো?'

'থামো...থামো, চুপ করো!' আর্তসুরে চেঁচিয়ে উঠলো মলি। 'শয়তান ট্রটারও আমাকে এই একই প্রশ্ন করেছিলেন। অথবা এমন ধরনেরই একটা কিছুর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি। বললেন, মেয়েরা প্রায়শই কিছু না জেনে সম্পূর্ণ অপরিচিত অজ্ঞাত কুলশীল কোন পুরুষকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেয়। তাদের পুর্বজীবন সম্বন্ধে তাদের স্ত্রীদের সঠিক কোন ধারণা থাকে না। যুদ্ধের সময়েই এমন ঘটনা বেশি ঘটে। কেবলমাত্র পুরুষদের মুখের কথা বিশ্বাস করেই মেয়েরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

'তিনি খুব একটা মিথ্যে বলেন নি। এ ধরনের অনেক কাহিনীই ইদানীং শোনা গেছে।'

'তুমিও আবার এই একই কথা বলতে শুরু কোরো না। আমি আর সহ্য করতে পারছি না! আমরা ভাগ্যচক্রে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেছি বলেই এই সমস্ত চিন্তা ভাবনা মনের মধ্যে উদয় হচ্ছে। যত অবিশ্বাস্যই শোনাক না কেন, যে-কোন অশুভ ইঙ্গিতই এখন আমরা অতি সহজে বিশ্বাস করে নেবো। কিন্তু সেটা সত্যি নয়...আদপেই সত্যি নয়! আমি...'

আচমকাই মলির বাক্যস্রোত মাঝপথে রুদ্ধ হয়ে এলো। ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হলো ভেজানো দরজাটা।

জিল এসে প্রবেশ করলো ঘরের মধ্যে। মুখচোখ গম্ভীর থমথমে। 'আমি তোমাদের অন্তরঙ্গ আলাপ আলোচনায় কোনরকম বাধা দিলাম না তো?' বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য না করেই তির্যককণ্ঠে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলো জিল।

রেন অপ্রস্তুত ভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'আমি আপনার মিসেসের কাছ থেকে কয়েকটা রান্নার টুকিটাকি শিখে নিচ্ছিলাম।'

'তাই নাকি? ভালো ভালো!...দেখুন মিঃ রেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ধরনের গালগল্প করে বেড়ানো খুব স্বাস্থ্যসম্মত নয়। অনুগ্রহ করে আপনি এখন কিচেনের বাইরে যান। কি, আমার কথাটা আপনার মগজে ঢুকলো?'

'হ্যাঁ,...নিশ্চয়!'

'আর একটা কথা স্মরণে রাখবেন। মলির কাছ থেকে কিছুটা দূরে দূরে সরে থাকবার চেষ্টা করুন। আমার স্ত্রী পরবর্তী শিকার হোক, এটা আমার অভিপ্রেত নয়!'

'এবং সেইজন্যেই', শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন ক্রিস্টোফার, 'আমি মনে মনে এত বেশি উদ্বিগ্ন।'

এই সহজবোধ্য কথাটার মধ্যে কোন গভীর অর্থ নিহিত আছে কিনা, জিল সেদিকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য করলো না। তার মুখচোখ আরো পাঁশুটে হয়ে উঠলো। 'চিন্তা ভাবনার গুরুদায়িত্বটা আমার ওপরই ছেড়ে দিন না কেন!' কঠিন কণ্ঠে মন্তব্য করলো জিল। 'আমিই আমার স্ত্রীকে দেখাশোনা করতে পারবো। ভালো চান তো আপনি এখন এখান থেকে সরে পড়ুন!'

মলিও সকাতরে আবেদন জানালো, 'দয়া করে তুমি এখন যাও ক্রিস্টোফার। আমার অনুরোধ!'

রেন এক-পা এক-পা করে দরজার দিকে এগোলেন। 'তবে আমি কাছাকাছিই আছি।' যেতে যেতে মলিকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করলেন তিনি। তার এই উক্তিটি যে যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ সেকথাও কাউকে বলে দিতে হয় না।

'আপনি কি দয়া করে যাবেন?' অধৈর্য ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠলো জিল।

ক্রিস্টোফারের কণ্ঠ থেকে একটা শিশুসুলভ সুরেলা হাসি নিঃসৃত হলো। 'হ্যাঁ... হ্যাঁ, কম্যান্ডার, নিশ্চয়...'

বাইরে বেরিয়ে শব্দ করেই দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিলেন তিনি। জিল এবার সোজাসুজি মলির দিকে ফিরে তাকালো। 'ঈশ্বরের দোহাই মলি, তোমার কি বিন্দুমাত্র কান্ডজ্ঞান নেই? ওই খুনে পাগলটার সঙ্গে একা একা বন্ধ ঘরে বসে আছো?' 'তবে এই যুবকটি', একটু থেমে মলি তার বক্তব্যটা গুছিয়ে নিলো, 'খুব একটা সাংঘাতিক প্রকৃতির নয়, আর তাছাড়া আমি নিজেও খুব সাবধান হয়ে আছি। যেকোন বিপজ্জনক পরিস্থিতিরই মোকাবিলা করতে পারবো।'

জিলের ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান হাসি ফুটে উঠলো', 'মিসেস বয়েলও তাই বলেছিলেন।'

'ওঃ...জিল, তুমি আবার ওই প্রসঙ্গের অবতারনা করছো?'

'খুবই দুঃখিত মলি, কিন্তু আমার সব কেমন গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। ওই উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির যুবকটির মধ্যে তুমি এমন কি দেখতে পেলে, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

মলি ধীরে ধীরে জবাব দিলো, 'ওই যুবকটির জন্যে আমার দুঃখ হয়।'

'একটা খুনে পাগলার জন্যে সমবেদনা?'

অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে মলি জিলের দিকে তাকিয়ে রইলো কয়েক পলক। 'হ্যাঁ, একটা খুনে পাগলার জন্যেও আমার হৃদয়ে সমবেদনা জাগতে পারে!'

'তুমি তো ওকে ক্রিস্টোফার বলেই ডাকছিলে শুনলাম! এতখানি ঘনিষ্ঠতা কোন ফাঁকে গড়ে উঠলো?'

'বোকার মতো কথা বোলো না জিল। আজকাল প্রত্যেকেই তো প্রত্যেকের নাম ধরে ডাকে। তুমিও তা জানো!'

'হ্যাঁ, জানি। তবে তার জন্যে দু-চারদিন সময় লাগে। এক্ষেত্রে অগ্রগতিটা যেন বড় বেশি দ্রুত।

সম্ভবত তুমি আগেই ক্রিস্টোফার রেনকে চিনতে। ভদ্রলোক যে মিথ্যে পরিচয়ে এখানে এসে উঠবেন তাও আগে থেকে স্থির করা ছিলো। আসলে হয়তো আহ্বান জানিয়েছিলে তাকে। এই সমস্তই নিশ্চয় তোমাদের যৌথ পরিকল্পনার ফল!'

মলির দুচোখের দৃষ্টি বিস্ময়ে বিস্ফারিত। 'জিল, তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেতে চলেছে? তোমার এই বক্তব্যের আসল অভিপ্রায়টাই ব কি?'

'আমার কথার মধ্যে কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই আমি বলতে চাই, ক্রিস্টোফার রেনের সঙ্গে তোমা পরিচয় অনেকদিনের পুরনো। এবং কোন নিগুঢ় কারণেই তুমি তোমাদের এই ঘনিষ্ঠতার কথা আমার কাছে গোপন রাখতে চাও।'

'নিশ্চয় তোমার মাথায় কিছু গন্ডগোল হয়েছে জিল!'

'এই পূর্বপরিচয়ের কথা তুমি যে জোরগলায় অস্বীকার করবে, ৩া আমি জানি। তবে এমন একটা নির্জন হোটেলে রেনের হঠাৎ আবির্ভাবটাও কেমন আশ্চর্যজনক যোগাযোগ বলে মনে হয়।'

'মেজর মেটকাফ....কিংবা মিসেস বয়েলের চেয়েও বেশি আশ্চর্যের?'

'অবশ্যই! আমি অন্তত সেই রকমই মনে করি। তাছাড়া বইয়ে যা পড়েছি এই সমস্ত উন্মাদ প্রকৃতির খুনীদের নারীর প্রতি একটা তীব্র মোহ থাকে। এখানেও তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে!...আচ্ছা, কি ভাবে তোমাদের প্রথম পরিচয় হলো? এর ইতিহাসই বা কত দিনের?'

'তোমার কথাবার্তা ক্রমেই পাগলের প্রলাপে গিয়ে পৌছচ্ছে, জিল! এখানে আসবার আগে ক্রিস্টোফার রেনের সঙ্গে আমার কোন পরিচয়ই ছিলো না।'

'তুমি কি দুদিন আগে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে লন্ডনে যাওনি? অপরিচিত অতিথি হিসেবে এই হোটেলে এসে আশ্রয় নেবার ব্যাপারেও নিশ্চয় তখন বুকিং করা হয়েছিলো?'

'তুমি খুব ভালো করেই জানো, বিগত কয়েক সপ্তার মধ্যে আমি লন্ডনে যাইনি।'

'তাই বুঝি? ভারি আশ্চর্যের তো!' পকেটে হাত ঢুকিয়ে জিল একটা পশমের দস্তানা বার করলে। 'গত পরশু এই দস্তানাটাই তো তোমার হাতে ছিলো—আমি যেদিন তারের জাল কিনতে সেলহ্যাম-এ গেলাম?'

'হ্যাঁ, তুমি যেদিন তারের জাল কিনতে সেলহ্যাম-এ গেলে', তীব্র অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে জিলের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করলো মলি, সেদিন বাইরে বেরোবার সময় আমি ওই দস্তানাটাই পরেছিলাম।'

'তুমি আমাকে জানালে, জরুরী প্রয়োজনে তোমাকে গ্রামের দিকে যেতে হয়েছিলো। কিন্তু তুমি যদি গ্রামেই যাবে তবে এটা এলো কোথা থেকে?'

ক্ষুব্ধ চিত্তে গোলাপী টিকিটটা মলির দিকে বাড়িয়ে ধরলো জিল। ক্ষণেকের মধ্যে মলি যেন বোবা হয়ে গেলো।

'তুমি লন্ডনে গিয়েছিলে, তাই না?' প্রশ্ন করলো জিল।

'হ্যাঁ,...গিয়েছিলাম।' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো মলি। তার দুগালে রক্তিম আভা। 'আমি এখান থেকে লন্ডনেই গিয়েছিলাম।'

'ক্রিস্টোফার রেনের সঙ্গে দেখা করতে?'

'না না, ওসব কোন ব্যাপারই নয়!'

'তবে কি জন্যে?'

'এই মুহূর্তে আমি তোমায় তার উত্তর দিতে রাজী নই।' মলির কণ্ঠে সুদৃঢ় ঘোষণা।

'তার অর্থ, একটা বিশ্বাসযোগ্য গল্প ফাঁদবার সময় চাইছো এই তো!'

'তুমি...তুমি এত নিচ জিল,' উত্তেজনায় মলির গলা কেঁপে কেঁপে উঠলো, 'যে আমি তোমায় ঘৃণা করি!'

'আমি অবশ্য করি না', থেমে থেমে থেমে উত্তর দিলো জিল। কিন্তু করতে পারলেই যেন স্বস্তি পেতাম। এখন মনে হচ্ছে তুমি আমার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, অপরিচিত...তোমার সম্বন্ধে প্রায় কিছুই

আমি জানি না...'

'আমার বক্তব্যও ঠিক তাই। তুমি আমার জীবনে একজন বিদেশী আগন্তুক ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার কাছে অকপটে মিথ্যে বলতেও তোমার বাধে না...'

'কখন আবার আমি তোমায় মিথ্যে বললাম?'

মলির ঠোঁটের ফাঁকে রুগ্ন হাসি ফুটে উঠলো। 'তুমি কি ভাবছো আমি তোমার ওই তারের জাল কিনতে যাবার আষাঢ়ে গল্প সত্যি বলে বিশ্বাস করি? ওই একই দিনে তুমিও লন্ডনে গিয়েছিলে।'

'নিশ্চয় আমাকে কোথাও দেখতে পেয়েছিলে তুমি?' ক্লান্তকণ্ঠে জিল বললো, 'এবং আমার ওপর এইটুকু বিশ্বাসও তোমার নেই যে...'

'তোমাকে বিশ্বাস! আমি আর কোনদিনই কাউকে বিশ্বাস করবো না...কখনও না!'

ইতিমধ্যে কিচেনের ভেজানো দরজাটা যে নিঃশব্দে ঈষৎ ফাঁক হয়েছিলো, দুজনের কারোরই সেটা নজরে পড়েনি। মৃদুশব্দে কেশে উঠলেন প্যারাভিসিনি। 'পরিবেশটা সত্যিই অস্বস্তিকর!' বিব্রতকণ্ঠে মন্তব্য করলেন তিনি। 'আমি আশা করি, তোমাদের এই মনোমালিন্যটাও তেমন গভীর নয়। যুবক যুবতীদের দাম্পত্য কলহে এমন অনেক অবাঞ্ছিত প্রসঙ্গেরই অবতারণা ঘটে থাকে, যাদের হালকা ভাবে গ্রহণ করা উচিত।

'দাম্পত্য কলহ?' জিলের কণ্ঠে তীব্র ব্যাঙ্গের ঝাঁঝ ফুটে উঠলো, 'খুব ভালো বলেছেন!'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়!' প্যারাভিসিনি মাথা নাড়লেন। 'তোমাদের তরুণ হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে বিপুল আলোড়ন ঘটে চলেছে তাও আমি আঁচ করতে পারি। কারণ এক সময় আমার বয়সটাও তোমাদের মতোই ছিলো। এবং আমার প্রিয়তমা পত্নীও কিন্তু কম মুখরা ছিলেন না। কিন্তু আমি এখন যা বলতে এসেছি তা হচ্ছে এই যে ইন্সপেক্টর ট্রটার আমাদের সকলকে একবার ড্রয়িংরুমে সমবেত হবার জন্যে নির্দেশ পাঠিয়েছেন। কথাবার্তা শুনে মনে হলো, ভদ্রলোকের মাথায় নতুন পরিকল্পনার উদয় হয়েছে।' একটু থেমে স্বগতোক্তির সুরে মন্তব্য করলেন তিনি, 'পুলিশ কোন সূত্রের সন্ধান পেয়েছে এমন কথা প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু পুলিশের মাথায় কোন পরিকল্পনার উদ্ভব ঘটেছে—একথা কেউ কোনদিন শুনেছে বলে বিশ্বাস হয় না। আমাদের এই পুলিশ অফিসার সার্জেন্ট ট্রটার যে খুবই জেদী এবং পরিশ্রমী তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে তেমন একটা বুদ্ধি ধরেন না বলে মনে হয়!'

'তুমিই না হয় যাও, জিল।' মলি বললো, 'আমার এখনও রান্নার অনেক বাকি। সম্ভবত সার্জেন্ট ট্রটার আমাকে ছাড়াই তার কাজ চালিয়ে নিতে পারবেন।'

'রান্নার কথাই যখন উঠলো', সহজাত তৎপর ভঙ্গিতেই প্যারাভিসিনি সামনে এগিয়ে এলেন, 'আপনি কি কখনও রুটির টুকরোর ওপর মুরগির মেটে ছড়িয়ে, তার ওপর যকৃতের তেল দিয়ে ভাজা শুয়োরের মাংস আর রাই-সরষের পুরু প্রলেপ দিয়ে টোস্ট তৈরি করেছেন? ওঃ, সে এক অপূর্ব সুস্বাদু জিনিস!'

'আমি কি এখানে থেকে আপনাকে কোনভাবে সাহায্য করবো ম্যাডাম?'

'তার কোন প্রয়োজন হবে না। আপনি আমার সঙ্গে ড্রয়িংরুমেই চলুন।' জিলের কণ্ঠে নির্দেশের সুর ধ্বনিত হলো।

প্যারাভিসিনি মৃদু হাসলেন। 'আপনার স্বামী আমাকে ভয় পাচ্ছেন! অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। তিনি আমাকে আপনার সঙ্গে একলা ছেড়ে যেতে রাজী নন। সম্ভবত আমার এই বদখত বাহ্যিক চেহারাটাই তার জন্যে দায়ী। তবে তিনি যে আমায় কোন অসম্মান করছেন, তা নয়। এবং আমিও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে চাই না।' আড়ম্বর সহকারেই বিদায় অভিবাদন জানিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালেন ভদ্রলোক।

মলি অপ্রস্তুত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, 'মিঃ প্যারাভিসিনি আপনি নিশ্চয়...'

প্যারাভিসিনি ডাইনে বাঁয়ে মাথা দোলালেন। তারপর জিলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'সত্যিই আপনি মগজে বেশ বুদ্ধি ধরেন, মিঃ ডেভিস। কোনরকম সুযোগ নেবার পক্ষপাতী নন। আমি কি

আপনার কাছে বা ইন্সপেক্টরের কাছে আমার নির্দোষিতার প্রমাণ দাখিল করবো! আমি যে একজন খুনে উন্মাদ নই, সে কথা কি আপনারা তাহলে বিশ্বাস করবেন? কিন্তু তাই বা কি ভাবে সম্ভব? নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করা যে কত বেশি দুরূহ...!'

কথা থামিয়ে মৃদুসুরে শিস্ দিতে শুরু করলেন ভদ্রলোক।

মলি অস্বস্তিতে কুঁকড়ে উঠলো! 'দোহাই আপনার! দয়া করে ওই সুরটা বন্ধ করুন!'

'তিনটে ইঁদুর অন্ধ—ছড়ার কথাগুলো তো এই রকমই, তাই না? এখন আমি এর অর্থটাও উপলব্ধি করতে পারি। খুবই ঘৃণ্য নিষ্ঠুর রচনা। নার্সারি রাইম হিসেবেও এর কোন সাহিত্য মূল্য নেই। গ্রাম্য কবির ক্রুর মানসিকতাই ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। কিন্তু শিশুরা অনেক সময় এই নিষ্ঠুরতা পছন্দ করে। সেই জন্যে ছড়াটা তারা মনে রাখে। তিনটে অসহায় অন্ধ ইঁদুরের শোচনীয় পরিণতিই তাদের হৃদয়ে আনন্দের ইন্ধন জোগায়। সেই অন্তিম দৃশ্যটার কথা কল্পনা করুন। চাষীর বউ একটা বড় ধারালো কাচি দিয়ে প্রত্যেকের লেজগুলো ছেঁটে দিচ্ছে। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে তিনটে অন্ধ ইঁদুর। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই খুব দৃষ্টি-সুখকর নয়! কিন্তু শিশুরা এতেই মশগুল হয়ে পড়ে।'

'মিঃ প্যারাভিসিনি, আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, এ ধরনের আলাপ-আলোচনা আপাতত বন্ধ রাখুন!' মলির কণ্ঠস্বরে সুগভীর ক্ষোভ ও হতাশা।' 'আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হয়, আপনি অত্যন্ত ক্রুর...নিষ্ঠুর....পাশবিক!' বলতে বলতে মলির মুখের রঙটাও কেমন পালটে গেলো। তাকে এখন বিকারগ্রস্ত রুগীর মতোই দেখাচ্ছে। গলার সুরটাও চড়ে গেছে অস্বাভাবিক ভাবে। 'আপনি তো সারাক্ষণ শুধু একগাল হাসি নিয়েই ঘুবে বেড়াচ্ছেন! আপনি যেন একটা বেড়াল—আমাদের মতো ইঁদুরের সঙ্গে খেলা করছেন!'

মলি এবার কথা থামিয়ে জোরে জোরে হাসতে শুরু করলো।

'শান্ত হও মলি!' জিল অভয় দিলো। 'চলো আমরা না হয় একসঙ্গেই ড্রয়িংরুমে যাই। ট্রটার নিশ্চয় এতক্ষণে খুব অধৈর্য্য হয়ে উঠেছেন। রান্নাবান্নার কথা পরে ভাবলেও চলবে। খুনের ব্যাপারটা তার চেয়েও জরুরী।'

'আমি কিন্তু আপনাদের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না বলে দুঃখিত!' ক্ষিপ্রপায়ে পেছন পেছন যাবার পথে মন্তব্য করলেন প্যারাভিসিনি। 'ফাঁসীর আসামীরাও তাদের নির্দিষ্ট প্রাতঃরাশটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে!'

বড় হলঘরটার মধ্যেই রেনের সঙ্গে দেখা হলো। জিল তাকে এমন দৃষ্টিতে অভ্যর্থনা জানালো যেন পারলে এখনই গিলে খায়। মলি কিন্তু একবারও তার দিকে তাকালো না। সামনে দৃষ্টি রেখে সোজা এগিয়ে গেলো। নীরব শোকযাত্রার মতোই লাইন দিয়ে হেঁটে চললো দলটা।

সার্জেন্ট ট্রটার এবং মেজর মেটকাফ ড্রয়িংরুমের দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। মেটকাফের সারা মুখ চাপা রাগে কালো হয়ে উঠেছে। ট্রটার কিন্তু বেশ প্রাণবন্ত এবং তৎপর।

'আসুন....আসুন....', সমবেত দলটাকে দরাজ গলায় আহ্বান জানালেন ট্রটার। 'আমি আপনাদের সকলকে একসঙ্গে পেতে চাই। এই হত্যাকান্ডের তদন্তের ব্যাপারে একটা ছোটখাটো পরীক্ষা চালাবো—সেই বিষয়ে সকলের সাহায্যের প্রয়োজন।

'এরজন্যে কি খুব বেশি সময় লাগবে?' মলি প্রশ্ন করলো। 'আমার রান্নার এখনও অনেক বাকি। লাঞ্চের ব্যবস্থাটাও তো ঠিকমতো সেরে রাখতে হবে।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক!' ট্রটার মাথা দোলালেন। 'আমি আপনার বক্তব্য সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। কিন্তু মিসেস ডেভিস, বর্তমান পরিস্থিতিতে এক বেলার মিলের চেয়ে এই হত্যা রহস্যের গুরুত্বই সর্বাধিক। মিসেস বয়েলের দৃষ্টান্তটাই একবার স্মরণ করুন। তার কিন্তু আর কোন মিলের প্রয়োজন হয়নি।'

'সত্যিই সার্জেন্ট', ক্রুদ্ধকণ্ঠে মেটকাফ বললেন, 'আপনার কথাবার্তার ধরন-ধারণ খুবই শ্রুতিকটু। কোন ভদ্রমহিলার সামনে এ ভাবে বক্তব্য উপস্থিত করা উচিত নয়!'

'খুবই দুঃখিত মেজর মেটকাফ। তবে এই বিষয়ে আমি প্রত্যেকের সহযোগিতা চাই!'

'আপনি কি আপনার স্কী দুটো খুঁজে পেয়েছেন?' প্রশ্ন করলো মলি।

তরুণ সার্জেন্টের মুখচোখ আরো লাল হয়ে উঠলো। 'না, এখনও পাইনি। তবে বস্তুটি কার দ্বারা অপহৃত হয়েছে এবং এই অপরহণের উদ্দেশ্যই বা কি সে বিষয়ে আমি অনেকটা স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি। অবশ্য এই মুহূর্তে আমি আর বেশি কিছু বলতে চাই না।'

'দোহাই, বলবেন না', অনুরোধের সুরে প্যারাভিসিনি বললেন, 'এই সমস্ত ব্যাখ্যা ট্যাখ্যা শেষ পরিচ্ছেদেই জমে ভালো। উত্তেজনাটা তাহলে সম্পূর্ণ বজায় থাকে!'

'এটা কোন নাটক নভেলের কাহিনী নয়। এখানে আমরা কেউ ছেলেখেলাও করতে আসিনি!'

'সত্যিই কি তাই? আমার বিশ্বাস আপনি কোথাও ভুল করছেন। এটা তো একটা রঙ্গমঞ্চ। অন্তত একজনের কাছে তো বটেই!'

'বর্তমান হত্যাকারী সমগ্র পরিস্থিতিটা খুব ভালো করে উপভোগ করছে!' আপন মনে বিড়বিড় করলো মলি।

ড্রয়িংরুমের প্রত্যেকেই বিস্মিত দৃষ্টিতে মলির দিকে ফিরে তাকালেন। মলি ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠলো। 'এটা আমার মন্তব্য নয় সার্জেন্ট ট্রটারের। তিনিই একথা বলেছেন!'

সার্জেন্ট ট্রটার খুব প্রীত হয়েছেন বলে মনে হলো না। 'আপনার কথাবার্তা শুনতে বেশ রোমাঞ্চ জাগে, মিঃ প্যারাভিসিনি। ঠিক যেন কোন রহস্য-নাটকের দৃশ্য! কিন্তু মনে রাখবেন—এর প্রতিটি মুহূর্তই বাস্তব। সমস্তই বর্তমানে ঘটে চলেছে!'

'তবে যতক্ষণ না ব্যাপারটা আমার ঘাড়ের ওপর টের পাচ্ছি...', মৃদু হেসে রেন তার গলার ইঙ্গিত করলেন।

'এখন কোন হাসিঠাট্টার সময় নয়, মিঃ রেন!' গম্ভীর কণ্ঠে বাধা দিলেন মেটকাফ, 'সার্জেন্ট ট্রটার এখন আমাদের সঙ্গে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনা করতে চান। বিষয়টা নিশ্চয়ই খুব জরুরী!'

একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন ট্রটার। তার চালচলনের মধ্যেও পুলিশোচিত দৃঢ়তা।

'কিছুক্ষণ আগে আমি আপনাদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই একটা করে বিবৃতি নিয়েছি। মিসেস বয়েল যে সময় নিহত হন সে সময় আপনারা প্রত্যেকে কে কোথায় ছিলেন—ওই বিবৃতিগুলোর মধ্যেই তার উল্লেখ আছে। মিঃ রেন ও মিঃ ডেভিস তাদের নিজের নিজের শোবার ঘরেই ছিলেন। মিসেস ডেভিস ছিলেন কিচেনে। মেজর মেটকাফ ওই সময় মাটির নিচে গুপ্ত কক্ষের সন্ধান পান। এবং মিঃ প্যারাভিসিনি তখন এই ঘরে বসেই পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন।'

একটু থেমে সকলের মুখের দিকে একবার ফিরে তাকালেন ট্রটার। তারপর আবার শুরু করলেন, 'আপনারা নিজেরাই আমার কাছে এই বিবৃতি দিয়েছেন। তবে এগুলো যাচাই করে দেখে নেবার কোন সুযোগ আমার নেই। আপনাদের এই বিবৃতি সত্যিও হতে পারে—আবার না-ও হতে পারে। পরিষ্কার ভাবে বলতে গেলে এই কথাই বলতে হয়—এই বিবৃতিগুলোর মধ্যে চারটে মাত্র সত্যি—একটা মিথ্যে। এখন প্রশ্ন—কোন্‌টা?'

তরুণ সার্জেন্টের চিন্তাকুটিল চোখের দৃষ্টি একে একে প্রত্যেকের মুখের ওপরই কয়েক পলকের জন্যে থমকে দাঁড়ালো, তবে কেউ কোন উত্তর দিলেন না।

'আপনাদের মধ্যে চারজন সত্যি কথাই বলছেন। একজন মাত্র ব্যতিক্রম! এই ব্যতিক্রমটিকে আবিষ্কারের জন্যে আমি একটা সুন্দর পরিকল্পনা ফেঁদেছি। তার ফলে প্রকৃত হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া যাবে।'

ট্রটারের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করলো জিল, 'মিথ্যেবাদীকেই যে হত্যাকারী হতে হবে—তারও কোন অর্থ নেই। অন্য কোন বিশেষ কারণেও কেউ মিথ্যে বলতে পারে!'

'এক্ষেত্রে তেমন সম্ভাবনা খুবই কম, মিঃ ডেভিস।'

'কিন্তু আপনার পরিকল্পনাটাই বা কি সার্জেন্ট? কিছু আগেই বললেন, এই বিবৃতিগুলোর সত্যিমিথ্যে যাচাই করে দেখে নেবার মতো আপনার কোন সুযোগ নেই!'

'তা নেই ঠিকই,' ধীরে ধীরে মাথা দোলালেন ট্রটার, 'তবে আপনারা প্রত্যেকেই যদি অতীতের ওই ভূমিকাটুকু আর একবার অভিনয় করে দেখান।...'

'বাঃ' বিদ্রুপাত্মক কণ্ঠে বলে উঠলেন মেজর মেটকাফ, 'অপরাধের পুনর্বিন্যাস! পদ্ধতিটা যদিও সম্পূর্ণ বিদেশী!'

'এক জায়গায় আপনি মস্ত একটা ভুল করছেন মেজর। এটা ঠিক অপরাধের পুনর্বিন্যাস নয়। কতিপয় নিরপরাধ ব্যক্তির সুনির্দিষ্ট ভূমিকাটুকুর পুনরাভিনয়।'

'এর সাহায্যে আপনি কি জানতে পারবেন বলে আশা করেন?'

'মাপ করবেন, আপাতত এ বিষয়ে আমি কোন বক্তব্য রাখতে চাই না।'

'আপনি কি আমাদের ওই সময়ে ঘটনাটুকু অভিনয় করে দেখাতে বলছেন?' মলির কণ্ঠে তীব্র বিস্ময়।

'হ্যাঁ, অনেকটা সেই রকমই।'

ঘরের মধ্যে একটা গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এলো। অস্বস্তিকর পীড়াদায়ক নিস্তব্ধতা।

এটা একটা ফাঁদ! মনে মনে চিন্তা করলো মলি। সুনির্দিষ্ট সুপরিকল্পিত ফাঁদ! কিন্তু কি ভাবেই বা সে ফাঁদ কার্যকরী হবে...

ড্রয়িংরুমের বর্তমান পরিবেশ দেখে এমন ধারণা হওয়া বিচিত্র নয় যে পাঁচজনের প্রত্যেকেই অপরাধী। প্রত্যেকেই এই উৎফুল্লচিত্ত তরুণ সার্জেন্টের দিকে অস্বস্তিভরা দৃষ্টিতে বারবার এমনভাবে তাকাতে লাগলেন যার কোন সুনির্দিষ্ট অর্থ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাদের ভাবভঙ্গির মধ্যেও একটা গোপন উত্তেজনার চাঞ্চল্য।

সহজাত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ক্রিস্টোফারই চেঁচিয়ে উঠলেন সর্বপ্রথম। 'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না...এর সাহায্যে আপনি কি আবিষ্কার করবেন তার কিছুই আমার বোধগম্য হচ্ছে না! আমরা যদি আমাদের পূর্বের ভূমিকাটুকু আর একবার অভিনয় করে দেখাই তাতে আপনার সুরাহাটাই বা কি হবে? এ সমস্তই অর্থহীন অবাস্তব ধ্যান-ধারণা!'

'সত্যিই কি তাই, মিঃ রেন?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়! ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো জিল। 'আপনার বক্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে সার্জেন্ট। আমরা সকলে এ ব্যাপারে আপনাকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবো। ওই সময় আমরা যে যা করছিলাম আবার আমাদের সেই কাজই করতে বলছেন, এই তো?'

'হ্যাঁ, তখন আপনাদের যার যা ভূমিকা ছিলো সেটাই আমি আর একবার দেখতে চাই।'

মেজর মেটাকাফ স্থির দৃষ্টিতে ট্রটারের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। ট্রটার সেদিকে কোন গ্রাহ্য করলেন না। প্যারাভিসিনিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'মিঃ প্যারাভিসিনি, আপনি তো পিয়ানোর সামনে বসে বিশেষ একটা গানের সুর তুলছিলেন, তাই না? আপনি তখন ঠিক কি করছিলেন দয়া করে আমাদের একবার দেখাবেন?'

প্যারাভিসিনি দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গিয়ে পিয়ানোর সামনে টুলের ওপর বসলেন। 'এই প্রাণহীন পিয়ানোর মধ্যে থেকে এক্ষুণি মৃত্যুর সুরমূর্ছনা ফুটে উঠবে।' সকলের মুখের দিকে ফিরে তাকিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে মৃদু হাসলেন তিনি। 'সকলে মন নিয়ে শুনুন। সেই বিখ্যাত সুর—তিনটে ইঁদুর অন্ধ।'

যথারীতি অঙ্গভঙ্গি সহকারেই তিনি এবার একটিমাত্র আঙুলের সাহায্যে সাদাকালো রীডের ওপর দ্রুতবেগে টোকা দিয়ে চললেন।

ভদ্রলোক ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করছেন! মলির অন্তত সেইরকমই মনে হলো। সত্যিই তিনি

বেশ রসিয়ে উপভোগ করছেন ব্যাপারটা।

প্রশস্ত ড্রয়িংরুমের মধ্যে এই বিশেষ সুরটা যেন এক রহস্যময় মাদকতারই মূর্ত প্রতীক। সকলের বুকের ওপর দিয়েই এখন একটা শীতল শিহরণ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

'ধন্যবাদ, মিঃ প্যারাভিসিনি।' সার্জেন্ট ট্রটার তাকে থামিয়ে দিলেন। 'ঠিক এইটাই আমি জানতে চাইছিলাম। আগের বাঁরও তো আপনি এই একইভাবে বাজাচ্ছিলেন?'

'হ্যাঁ সার্জেন্ট। অবিকল এই একরকম। এবং মাত্র তিনবারই আমি এই লাইনটার পুনরাবৃত্তি করেছিলাম।'

ট্রটার এবার মলির দিকে ফিরে তাকালেন। 'মিসেস ডেভিস, আপনি কি পিয়ানো বাজাতে পারেন?'

মুখে কিছু না বলে মলি শুধু সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো।

'মিঃ প্যারাভিসিনি যেভাবে দেখালেন আপনিও নিশ্চয় সেইভাবে সুরটা ফুটিয়ে তুলতে পারবেন?'

'খুব ভালোই পারবো।'

'তাহলে আপনি এগিয়ে গিয়ে ওই টুলের ওপর বসুন। এবং আমার ইঙ্গিত পাওয়া মাত্রই পিয়ানো বাজানোর জন্যে প্রস্তুত থাকবেন।'

মলির বিষাদ-বিধুর মুখের ওপর একটা বিমূঢ় বিভ্রান্তির ছায়া ফুটে উঠলো। তারপর পায়ে পায়ে ঘরের বিপরীত প্রান্তে পিয়ানোর দিকে এগিয়ে গেলো।

প্যারাভিসিনি ঈষৎ বিব্রত ভঙ্গিতেই উঠে দাঁড়ালেন টুল ছেড়ে। তাঁর কণ্ঠে মৃদু প্রতিবাদের সুর। 'কিন্তু সার্জেন্ট, আমার ধারণা ছিলো—আমরা প্রত্যেকে যে যার নিজের নিজের ভূমিকাটুকুই দ্বিতীয়বার পালন করে যাবো। আমি তো সে সময় পিয়ানোই বাজাচ্ছিলাম!'

'হ্যাঁ পূর্বের কার্য-পরম্পরা সমস্ত ঠিক একই থাকবে। তার কোথাও কোন বিচ্যুতি হবে না। তবে একই ব্যক্তির দ্বারাই যে তা পালিত হবে তারও কোন বাধ্যবাধকতা নেই।'

'এর পেছনে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে, ঠিক বুঝে ওঠা যাচ্ছে না।' অসুখী কণ্ঠে গুনগুন করলো জিল।

'এর পেছনেও সুনির্দিষ্ট কারণ আছে, মিঃ ডেভিস। প্রত্যেকের বিবৃতিটুকু কষ্টিপাথরে ঘষে যাচাই করে দেখে নেবার এই একটিই পথ, অবশ্য একটিমাত্র বিশেষ বিবৃতির কথাই আমি বলতে চাই। তাহলে আমি এখন আপনাদের নির্দিষ্ট ভূমিকাটুকু জানিয়ে দিচ্ছি। মিসেস ডেভিস—আপনি এখানে এই পিয়ানোর কাছে অপেক্ষা করুন। মিঃ রেন, আপনি তাহলে কিচেনের দিকে যান। অনুগ্রহ করে মিসেস ডেভিসের রান্নাবান্নার দিকে একটু নজর রাখবেন। আপনাকে মিঃ রেনের শোবার ঘরে যেতে হচ্ছে, মিঃ প্যারাভিসিনি। সেখান থেকে শিস্ দিয়েই আপনি আপনার সঙ্গীত প্রতিভার সাক্ষব বাখুন। ওই বিশেষ সুরটাই ফুটিয়ে তুলবেন শিসের মাধ্যমে। সুরটা তো আপনার খুবই প্রিয়! মেজর মেটাকাফ, আপনি মিঃ ডেভিসের শোবার ঘরে টেলিফোনের লাইনটার দিকে লক্ষ্য রাখবেন। আর মিঃ ডেভিসের সিঁড়ির নিচে কাঠের আলমারিটার পাশ দিয়ে আপনি না হয় অন্ধকার গুপ্তকক্ষের দিকে এগিয়ে যাবেন।'

কয়েক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বললেন না। তারপর চারজনেই নিঃশব্দে দরজার দিকে এগোলেন। ট্রটারও পেছন পেছন অনুসরণ করলেন তাদের। বাইরে পা দেবার আগে একবার ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকালেন।

'আপনি এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত গুনতে শুরু করুন মিসেস ডেভিস। গোনা শেষ হলে পিয়ানোয় হাত দেবেন।'

ট্রটার আবার সকলকে অনুসরণ করে এগিয়ে চললেন। দরজাটা সশব্দে বন্ধ হবার আগে প্যারাভিসিনির হতচকিত কণ্ঠস্বরও মলির কানে ভেসে এলো। 'পুলিশ যে কখনও আবার এই ধরনের ছেলেখেলায় মেতে ওঠে, সে কথা জন্মে কোনদিন শুনিনি!'



'আটচল্লিশ...উনপঞ্চাশ...পঞ্চাশ...'

গোনা শেষ করে একমুহূর্ত অপেক্ষা করলো মলি। তারপর বাধিত ভঙ্গিতেই সাদাকালো রীডগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়লো। তার নরম আঙুলের মৃদুস্পর্শে যেন প্রাণ ফিরে পেলো পিয়ানোটা। প্রশস্ত ড্রয়িংরুমের মধ্যে এখন একটা ক্রুর নিষ্ঠুর ছন্দই শুধু বুকে হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চার দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সুরটা।

তিনটে ইঁদুর অন্ধ

জানলা কপাট বন্ধ...

মলির মনে হলো তার হৃৎস্পন্দনও বুঝি দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে ক্রমশ। শিরায় শিরায় অস্থির এক উত্তেজনা। শরীরের সমস্ত রক্তকণিকাও যেন নাচতে শুরু করেছে তালে তালে। দেখা যাচ্ছে প্যারাভিসিনি যা বলেছিলেন, মিথ্যে নয়। বরঞ্চ তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। এই ছড়াটার মধ্যে এক ধরনের ক্রুর নিষ্ঠুরতা আছে। এবং মনের ওপরও এর প্রভাব খুবই দূরপ্রসারী। শিশুবেলায় এই ছড়া শুনে কি অবোধ নিষ্ঠুরতায় মেতে উঠতো মনটা! পরিপূর্ণভাবে সাবালক হবার পরেও তার প্রভাবটুকু যেন কাটিয়ে ওঠা যায় না।

দোতলায় কোন শোবার ঘর থেকে এই একই সুরে শিস্ দিচ্ছে কেউ। তবে শব্দটা মৃদু এবং অস্পষ্ট। কান খাড়া করে না শুনলে সবটা ঠিক উপলব্ধি করা যায় না। প্যারাভিসিনিই তাহলে রেনের ঘর থেকে শিস্ দিতে শুরু করেছেন। যুবক ক্রিস্টোফারের ভূমিকাটুকু বেশ ভালোই ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি।

আচমকা পাশের ঘর থেকে বেতার ঘোষিকার সুরেলা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। সার্জেন্ট ট্রটারই নিশ্চয় রেডিওটা চালিয়ে দিয়েছেন। ভদ্রলোক কি তাহলে মিসেস বয়েলের ভূমিকাই গ্রহণ করলেন।

কিন্তু কেন? এই পরিকল্পনার পশ্চাতে আসল উদ্দেশ্যই বা কি? গোপন ফাঁদটাই বা কোথায়! ফাঁদ যে একটা পাতা আছে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মলি অন্তত মনে মনে নিশ্চিত।

এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া হঠাৎ তার পিঠে এসে লাগলো। কেউ যেন নিঃশব্দে পেছনে দাঁড়িয়ে তুহিন শীতল হাত রাখলো ঘাড়ের ওপর। ভীষণভাবে চমকে উঠে ফিরে তাকালো মলি। কেউ কোথাও নেই। দরজাটা আগের মতোই বন্ধ। নিশ্চয় দরজাটা কেউ খুলেছিলো। তা নাহলে ঠান্ডা হাওয়ার স্পর্শ পাবে কেন? মনে মনে মলি ভীষণ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। যদি সত্যিই কেউ সকলের অলক্ষ্যে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে! ব্যক্তিটি প্যারাভিসিনি হওয়াও বিচিত্র নয়। তিনিই হয়তো এখন সহজাত সাবলীল ভঙ্গিতে পেছন থেকে মলির ওপর ঝুঁকে পড়ে দশটা বাঁকানো শক্ত আঙুল দিয়ে...

'আপনি তাহলে সত্যিই ম্যাডাম আপনার মৃত্যুর সুর বাজিয়ে চলেছেন? বাঃ...দৃশ্যটা বেশ মনোহর!'...দূর, কি যে সব আবোল-তাবোল চিন্তা এসে এখন তার মাথার মধ্যে উদয় হচ্ছে! সমস্তই অলীক অর্থহীন কল্পনা। বাস্তবের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেই। তাছাড়া ভদ্রলোক তো এখনো আগের মতোই মৃদু সুরে শিস্ দিচ্ছেন। দোতলায় রেনের শোবার ঘর থেকেই ভেসে আসছে শব্দটা।'

হঠাৎ একটা কথা মনে আসতেই মলি পিয়ানোর ওপর থেকে হাত গুটিয়ে নিলো। প্যারাভিসিনির বাজনা কিন্তু কেউ শুনতে পায়নি। আসল রহস্যটা কি সেইখানেই? হয়তো আদপেই ভদ্রলোক তখন পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন না। তার পরিবর্তে লাইব্রেরী ঘরে মিসেস্ বয়েলকে গলা টিপে হত্যা করবার কাজে ব্যস্ত ছিলেন!

ট্রটার যখন মলিকে প্যারাভিসিনির ভূমিকা নিতে বললেন তখন ভদ্রলোক খুব বিরক্ত বোধ করছিলেন। তাঁর চোখেমুখে একটা বিমূঢ় বিভ্রান্ত ভাব ফুটে উঠেছিলো। এবং তিনি যে খুবই মৃদু সুরে পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন সে কথাটাও দৃষ্টান্ত সহযোগে বুঝিয়ে দিলেন মলিকে। হয়তো এই বক্তব্যের মূল

উদ্দেশ্য যে তাঁর সঙ্গীতের সুরটা এতই নিম্নগ্রামে বাধা ছিলো যে বাইরে থেকে সেটা কানে যায় তবে প্রকৃতপক্ষে ট্রটারের উদ্দেশ্যই সফল হবে। আসল অপরাধীও ধরা পড়বে হাতে-নাতে।

ড্রয়িংরুমের ভেজানো দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেলো। মলি প্রায় ধরেই নিয়েছিলো যে আগন্তুক নিশ্চয় মিঃ প্যারাভিসিনি। সেই ভেবে আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়েও উঠতে যাচ্ছিলো। কিন্তু সার্জেন্ট ট্রটারকে দেখে মনে মনে আশ্বস্ত হলো। উদগত আর্তনাদটাও সংযত করলো কোনরকমে। তার বাজনাও শেষ হয়েছিলো সবেমাত্র।

'অসংখ্য ধন্যবাদ, মিসেস ডেভিস!' ট্রটারের কণ্ঠে সুগভীর খুশির উচ্ছ্বাস। তার মুখেচোখেও এখন একটা চপল চাতুরী লুকোচুরি খেলছে। হাঁটা চলার মধ্যে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ।

মলি এবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে সার্জেন্টের দিকে ফিরে তাকালো। 'আপনার উদ্দেশ্য কি সফল হয়েছে? যাকে চাইছিলেন, তাকে খুঁজে পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়!' পুলকের আতিশয্যে হেলেদুলে মাথা নাড়লেন ট্রটার। 'আমি যা চেয়েছিলাম ঠিক সেইরকমই ঘটেছে।'

'তাহলে প্রকৃত অপরাধী কোন্‌জন? তার নাম কি?'

'সত্যিই কি মিসেস ডেভিস, আপনি তাকে জানেন না? কিন্তু ব্যাপারটা আসলে তেমন কঠিন কিছু নয়। আপনি ভীষণ বোকা বলেই অভীষ্ট ব্যক্তির হদিশ খুঁজে পাননি। শুধু আপনি কেন—আপনারা সকলেই ভীষণ নির্বোধ। এবং আপনাদের এই সীমাহীন নির্বুদ্ধিতাই আজ আমাকে তৃতীয় শিকারের মুখোমুখী এসে দাঁড়াবার সুযোগ করে দিয়েছে। সত্যিই ম্যাডাম, আপনার সামনে এখন সাংঘাতিক বিপদ!'

আমি?...আপনি যে কি বলতে চান বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য!'

'আমার বক্তব্য খুবই সহজ, মিসেস ডেভিস। মিসেস বয়েলের মতো আপনিও আমার কাছে প্রকৃত সত্য গোপন করেছেন। সবকিছু অকপটে স্বীকার করেন নি।'

'তার মানে? এ সমস্ত আপনি কি বলছেন?'

'হ্যাঁ, আপনি!...আমি যখন লঙ্‌রিজ ফার্মের মামলাটার উল্লেখ করলাম, তখন এর সমস্ত কিছুই আপনি জানতেন। এই মামলা সংক্রান্ত একটি ঘটনাই আপনার সুবিদিত। তাই আমার মুখ থেকে কাহিনীটা শোনামাত্র মনে মনে বড় বেশি বিচলিত হয়ে উঠলেন। মিসেস বয়েল যে ওই সময় পুনর্বাসন দপ্তরের একজন অফিসার ছিলেন একথা আপনার মুখ থেকেই প্রথম জানতে পারা যায়। আপনারা দুজনেই এ অঞ্চলের অধিবাসী। সেইজন্যে আমি যখন মনে মনে হিসেব কষবার চেষ্টা করলাম তৃতীয় শিকার হওয়ার সম্ভাবনা কার সব থেকে বেশি, তখন সর্বপ্রথম আপনার মুখের ছবিই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। লক্ষ্য করে দেখলাম ওই মামলাটার বিষয়ে অনেক কিছুই আপনি জানেন। সাধারণ দৃষ্টিতে পুলিশদের যতই গোবেচারী নিরীহ স্বভাবের মনে হোক না কেন, তাদের চোখ কান কিন্তু সর্বদা সজাগ থাকে!'

মলি কয়েক মুহূর্ত নির্বাক দৃষ্টিতে ট্রটারের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর ক্লান্ত মন্থর ভঙ্গিতে জবাব দিলো, 'আমার মানসিক অবস্থাটা আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না। ওই দুঃস্বপ্নের স্মৃতিটাই আমি মন থেকে মুছে ফেলতে চাই।'

'হ্যাঁ, আমিও সেটা অনুমান করতে পারি।' ট্রটারের কণ্ঠস্বরে হিমশীতল স্পর্শ। 'আপনার কুমারী জীবনের পদবী তো ওয়েনরাইট? কি ঠিক বলিনি?'

'হ্যাঁ', ম্লানমুখে মাথা নাড়লো মলি।

'এবং আপনাকে দেখে যতটা অল্পবয়সী বলে মনে হয় আসলে কিন্তু ততটা ছেলে মানুষ আপনি নন। উনিশশো চল্লিশ সালে ওই দুর্ঘটনার সময় আপনি স্থানীয় এ্যাবিভ্যালে স্কুলের একজন শিক্ষিকা ছিলেন।'

'না, আমি নয়!'

'সত্যকে অস্বীকার করবার চেষ্টা করবেন না, মিসেস ডেভিস্!'

'আমি সত্যি কথাই বলছি, বিশ্বাস করুন!'

'লঙরিজ ফার্মের যে শিশুটা অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে মারা গিয়েছিলো সে মৃত্যুর আগে আপনার কাছে একটা চিঠি পাঠায়। কোনরকমে চুরি-চামারি করে সে ওই এনভেল্যাপটা জোগাড় করে। চিঠির মাধ্যমেই আপনার কাছে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছিলো। কোন ছাত্র নিয়মিত স্কুলে হাজিরা দিচ্ছে কিনা সেদিকে দৃষ্টি রাখার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তার শিক্ষকের। কিন্তু আপনি সে দায়িত্ব আদৌ পালন করেন নি। হতভাগ্য ছাত্রের করুণ আবেদনও আপনার কঠিন হৃদয়কে একচুল নাড়া দিতে পারেনি। এমন কি সেই চিঠিটাকেও আপনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিলেন!'

'দাঁড়ান...দাঁড়ান', আরক্ত মুখে বাধা দিলো মলি। 'আপনি যার কথা বলছেন, সে আমি নয়—আমার দিদি। বয়সে আমার চেয়ে সাত বছরের বড়। সে ওই স্কুলেরই একজন শিক্ষিকা ছিলো। কিন্তু চিঠিটা সে উপেক্ষা করেনি। এ ধারণাটাই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ওই ঘটনার সময় আমার দিদি নিউমোনিয়ায় ভুগছিলো। চিঠিটা তার হাতে পড়েনি, এবং ব্যাপারটার বিন্দুবিসর্গও সে জানতো না। যখন সত্যিই খামটা তার হাতে এসে পৌঁছলো তখন তার করার কিছুই নেই। তার আগেই হতভাগ্য ছেলেটা মারা গেছে। আমার দিদি একেই খুব অনুভূতিপ্রবণ মেয়ে। তার ওপর এমন একটা ব্যাপার ঘটে যাওয়াতে বেচারী মনে মনে খুব মুষড়ে পড়েছিলো। মনে রাখবেন, এই শোচনীয় ঘটনার পেছনে তার কোন হাত ছিলো না। তবু সে নিজেকেই সর্বদা অপরাধী বলে মনে করতো। বিবেকের দংশন থেকে এক দিনের জন্যেও মুক্তি পায়নি। আমরা সমস্ত কিছু জানতাম বলেই ঘটনাটাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করতাম। ভুলেও কখনও এ বিষয়ে কোন কথা ওর কাছে উল্লেখ করিনি। ব্যাপারটা আমাদের কাছেও বিরাট একটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হতো।'

নিজের অজান্তেই দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকলো মলি। রুদ্ধ আবেগে তার সারা শরীরটাই কেঁপে কেঁপে উঠছে। অবশেষে নিজেকে সংযত করে যখন সে আবার মুখ তুলে তাকালো, তখন লক্ষ্য করলো ট্রটারের একজোড়া তীক্ষ্ণ কৌতূহলী দৃষ্টি স্থিরভাবে তার দিকেই নিবদ্ধ।

'তাহলে আপনি নন-আপনার বোন?' ধীরে ধীরে মুখ খুললেন ট্রটার। 'যদিও তাতে কিছু যায় আসে না। তাই নয় কি?' ট্রটারের ঠোঁটের ফাঁকে এক ধরনের অদ্ভুত কুটিল হাসি ফুটে উঠলো। 'আপনার বোন...আমার ভাই...,' বলতে বলতেই পকেটে হাত ঢুকিয়ে কি যেন একটা বার করলেন তিনি। এখন তার ঠোঁটের প্রান্ত থেকে কুটিল হাসির ছায়াটা অপসৃত হয়ে গেছে। তার বদলে বিরাজ করছে একটা শুভ নির্মল প্রশান্তি।

মলিও ট্রটারের হাতে ধরা বস্তুটার দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

'কিন্তু...কিন্তু পুলিশরা তো সচরাচর রিভলবার নিয়ে ঘোরাফেরা করে না। আমার অন্তত তাই ধারণা!'

'না, পুলিশরা অবশ্য রিভলবার নিয়ে ঘুরে বেড়ায় না,' উত্তর দিলেন ট্রটার। 'তবে মিসেস ডেভিস, আমি পুলিশ নই। আমার নাম জিম। আমি হতভাগ্য জর্জের বড় ভাই। আপনি আমায় পুলিশ বলেই ধরে নিয়েছিলেন, কারণ গ্রামের একটা ডাকঘর থেকে আমিই ট্রটারের আগমনবার্তা জানিয়ে আপনাদের এখানে ফোন করেছিলাম। এবং মঙ্কসওয়েল ম্যানরে পা দেবার আগে ফোনে লাইনটাও আমি কেটে দিয়ে এসেছিলাম। তার ফলে নতুন করে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করবার আর আপনাদের কোন উপায় রইলো না।'

মলি কোন কথা বলতে পারলো না। তার দু চোখের মণিতে এখন এক বোবা বিস্ময় থমকে আছে। কোন যাদুকরের মায়ামন্ত্রে সে বুঝি সম্মোহিত হয়ে পড়েছে সাময়িক ভাবে। রিভলবারের নলটাও সোজাসুজি তার বুকের দিকেই ফেরানো।

'এক পা নড়বেন না, মিসেস ডেভিস। চেঁচিয়ে লোক জড়ো করতে চাইলেও তার ফল খুব ভালো হবে না। আমার হাতে ধরা রিভলবারটা তার আগেই আপনার ফুসফুস দুটো ঝাঁঝরা করে দেবে।'

ট্রটারের মুখের হাসি তখনো নিষ্প্রভ হয়নি। মলি আতঙ্ক-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো সেই

হাসির মধ্যেও একধরনের শিশুসুলভ ছেলেমানুষীর ভাব মিশে আছে। ট্রটারের কণ্ঠস্বরও কেমন বদলে গেছে এখন। মনে হচ্ছে কোন কিশোরই যেন কথা বলছে তার সামনে দাঁড়িয়ে।

'হ্যাঁ, আমিই সেই হতভাগ্য জর্জের বড় ভাই।' বার দুয়েক ডাইনে-বাঁয়ে মাথা ঝাঁকালেন ট্রটার। 'লঙ্‌রিজের ওই কুখ্যাত ফার্মেই মারা গিয়েছিলো জর্জ। ওই নোংরা নিষ্ঠুর মেয়েটাই আমাদের ওখানে পাঠিয়েছিলো। ওই ফার্মের কর্ত্রী মিসেস গ্রেগ খুবই নির্দয় ব্যবহার করতো আমাদের সঙ্গে। আপনিও আমাদের কোনরকম সাহায্য করেন নি। তিনটে অন্ধ ইঁদুরের মতোই আমরা ওই ফার্মে বন্দীজীবন যাপন করতাম। তখনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, বড় হলে আপনাদের প্রত্যেককেই আমি হত্যা করবো। এই প্রতিজ্ঞার কথা আমি জীবনে কোনদিন ভুলিনি। এবং কি ভাবে আমার এই পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলবো সেই কথা ভাবতে ভাবতেই এত বছর কাটিয়ে দিয়েছি!' অল্প থামলেন ট্রটার। তার কপালে বিরক্তির খাঁজ পড়লো। 'সেনাবাহিনীর ডাক্তাররা আমাকে সর্বদা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারতো। নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রশ্ন করতো। সেই জন্যে রীতিমতো উত্যক্ত হয়েই আমাকে অবশেষে পালাবার পথ খুঁজতে হলো। কারণ আমার সন্দেহ হলো ওরা হয়তো আমাকে আটকে দিতে পারে। তার ফলে আমার এতদিনকার পরিকল্পনাও সম্ভবত ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিন্তু আমি এখন সাবালক। আমার খেয়ালখুশি মতো কাজ করবার সম্পূর্ণ অধিকার আমার আছে।'

মলি যেন এতক্ষণে তার স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির কিছুটা ফিরে পেয়েছে। কথোপকথনের মাধ্যমেই এই খুনে পাগলটাকে এখনকার মতো ভুলিয়ে রাখতে হবে। মনে মনে অনুভব করলো মলি। এছাড়া আর কোন উপায় নেই। তাহলে হয়তো পরে আত্মরক্ষার কোন সুযোগ মিললেও মিলতে পারে।

'কিন্তু জিম, শোন,' মলির কণ্ঠে কাতর অনুণয়ের সুর ফুটে ওঠে, 'আমাকে মেরেও তুমি নিজে নিষ্কৃতি পাবে না! এখান থেকে পালাবেই বা কি ভাবে?'

বর্ষণোন্মুখ মেয়ের মতোই জিমের মুখ চোখ কালো হয়ে উঠলো। 'হ্যাঁ, কেউ আমার স্কী দুটো লুকিয়ে রেখেছে। অনেক খুঁজেও আমি তার কোন হদিশ করতে পারিনি।' অল্প থামলো জিম। তার ঠোঁটের কোণে একটা বাঁকা হাসি খেলে গেলো। 'তবে এই মুহূর্তে আমার কোন ভয় নেই। কেন-না রিভলবারটা আপনার স্বামীর। আমি এটা তার ড্রয়ার থেকে চুরি করে এনেছি। সকলে ভাববে তিনিই আপনাকে হত্যা করেছেন। তবে তাতেও আমার কিছু যায় আসে না। সমস্ত ব্যাপারটাই বেশ মজার। এই ধরনের লুকোচুরি খেলতেও আমার খুব ভালো লাগে। লন্ডনের ওই মেয়েটা মৃত্যুর আগে যখন আমাকে সঠিক চিনতে পারলো তখন তার চোখেমুখে ভয়ের পান্ডুর ছায়াটা কি অদ্ভুত ভাবেই না ফুটে উঠেছিলো! বোকা বুড়ি মিসেস বয়েলের মৃত্যুটাও কম মজার নয়।'

আনন্দের আতিশয্যে ঘনঘন মাথা দোলালো ছদ্মবেশী ট্রটার।

খুব স্পষ্টভাবেই আবার সেই শিসের আওয়াজ ভেসে এলো। আতঙ্কের মাদকে ভরা নিষ্ঠুর ছন্দোময় সুরলহরী—তিনটে ইঁদুর অন্ধ।

ট্রটারও যেন হকচকিয়ে গেলো কিছুটা। তার হাতের মুঠোয় ধরা রিভলবারটাও ঈষৎ কেঁপে উঠলো। ঠিক সেই মুহূর্তে অদৃশ্য থেকে কেউ যেন সাবধানবাণী উচ্চারণ করলো মলির উদ্দেশে—'মিসেস ডেভিস, শুয়ে পড়ুন!'

মলিকে আর দ্বিতীয়বার কিছু বলতে হলো না। তার আগেই সে নরম কার্পেটের ওপর হুমড়ি খেয়ে শুয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে মেজর মেটাকাফ একটা সোফার আড়াল থেকে বেরিয়ে ক্ষিপ্রবেগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ট্রটারের ওপর। ট্রটারের হাতে ধরা রিভলবারটাও দূরে ছিটকে পড়লো। আচমকা একটা গুলি ছুটে গিয়ে দেওয়ালে টাঙানো মিস এমরির প্রমাণ সাইজের অয়েল পেইন্টিংয়ের বুকে এসে লাগলো।

সমগ্র ড্রয়িংরুমের মধ্যে এখন এক বিশৃঙ্খল বিপর্যস্ত পরিবেশ। রিভলবারের শব্দ শুনেই হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসেছে জিল। তার পেছন পেছন ক্রিস্টোফার এবং মিঃ প্যারাভিসিনি। প্রত্যেকের চোখেমুখে সংশয় ও উৎকণ্ঠা।

মেজর মেটকাফ ছদ্মবেশী সার্জেন্টের দুটো হাত দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে থাকা অবস্থাতেই দ্রুতকণ্ঠে সমস্ত পরিবেশটা সকলকে বুঝিয়ে দিলেন।

'মিসেস ডেভিস যখন পিয়ানোয় মগ্ন ছিলেন সেই অবসরে আমি নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকে সোফার আড়ালে লুকিয়ে থাকি। গোড়া থেকেই আমি ওকে চোখে চোখে রেখেছিলাম। কেন-না আমি জানতাম ও একজন পুলিশ অফিসার নয়। আমিই পুলিশ অফিসার-ইন্সপেক্টর ট্যানার। মেটকাফের সঙ্গে সমস্ত বন্দোবস্ত করে আমি নাম ভাঁড়িয়ে এখানে এসে উঠেছি, কারণ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড এখানে কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন পুলিশ অফিসারের উপস্থিতি খুবই যুক্তিযুক্ত মনে করে।' ভদ্রলোক এবারে তার বন্দীর দিকে মনোনিবেশ করলেন। 'তাহলে ট্রটার, আর কোন গোলযোগ বাধাবার চেষ্টা কোরো না। এখন ঠান্ডা হয়ে আমার সঙ্গে চলো। আমি কথা দিচ্ছি, এখানে কেউ তোমার গায়ে হাত দেবে না।...কি, আমার কথাটা ঠিকমতো মাথায় ঢুকেছে তো?'

ট্রটারের স্বভাব চরিত্রের মধ্যেও এখন এক আমুল পরিবর্তন দেখা গেলো। ক্ষণপূর্বের উগ্র বন্য ভাবটা আশ্চর্যরকমভাবে অনুপস্থিত। সুবোধ শান্ত বালকের মতোই ও এখন বাধ্য ও বিনয়ী। এই মুহূর্তে ওর গলার স্বরটাও কেমন অল্পবয়সী কিশোরের মতো শোনাচ্ছে। 'জর্জি আমার ওপর রাগ করবে না তো?'

মেটকাফ তাকে সান্ত্বনা দিলেন, 'না না, জর্জি কিছুতেই রাগ করবে না। তোমার ভাবনার কোন কারণ নেই।' জিলের পাশ দিয়ে যাবার সময় মৃদুকণ্ঠে ফিসফিস করলেন, 'একেবারে উন্মাদ, বদ্ধ উন্মাদ।...সত্যিই হতভাগ্য যুবক!'

ট্রটারকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের বাইরে অদৃশ্য হলেন মেটকাফ! মিঃ প্যারাভিসিনি দুপা এগিয়ে ক্রিস্টোফারের হাত ধরে মৃদু আকর্ষণ করলেন, 'চলুন—আমরাও যাই!'

প্রশস্ত ড্রয়িংরুমের মধ্যে এখন শুধু মলি আর জিল দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরমুহূর্তেই দৃশ্যপটের পরিবর্তন হলো। জিলের ব্যগ্র দুইবাহুর ফাঁদে মলির নরম শরীরটা ভীরু কপোতীর মতো থর থর করে কাঁপতে শুরু করেছে।

'তুমি কোন আঘাত পাওনি তো মলি?' জিলের কণ্ঠে একরাশ উৎকণ্ঠা।

'না না, আমি ঠিকই আছি। কিন্তু আমার মাথার মধ্যে এমন কতকগুলো উদ্ভট ধারণা তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিলো।...প্রথমে তো আমি ভেবেছিলাম...তুমি....তুমি নিশ্চয় ওই দিন লন্ডনে গিয়েছিলে...'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। আগামীকাল আমাদের বিবাহবার্ষিকী। তোমার জন্যে একটা নতুন উপহার আনতে যাওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিলো। ভেবে ছিলাম শেষকালে একেবারে চমক লাগিয়ে দেবো। তাই আর গোড়ায় কিছু ভাঙ্গিনি।'

'কি আশ্চর্য যোগাযোগ!' মলি বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'আমিও যে এই একই উদ্দেশ্যে লন্ডনে গিয়েছিলাম!'

'আমি তোমার ওপর খুব খারাপ ব্যবহার করেছি!' জিলের কণ্ঠে বিষাদময় অনুতাপ। 'কেন জানি না ওই আধপাগলা যুবকটিকে প্রথম দেখা মাত্রই আমার বুকের মধ্যে একটা হিংসার ভাব জেগে উঠেছিলো! অথচ তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। হয়তো আমার বিচারবুদ্ধিই তখন সাময়িক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলো! আমাকে তুমি ক্ষমা করো মলি!

ভেজানো দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করে প্যারাভিসিনি উঁকি দিলেন। তাঁর হাবভাবে পুলকিত খুশির উচ্ছ্বাস। 'এই পুনর্মিলন উৎসবে বিঘ্ন ঘটাতে বাধ্য হলাম বলে আন্তরিক দুঃখিত। বাস্তবিকই এমন দৃশ্যের তুলনা হয় না! কিন্তু হায়, আমার বিদায়লগ্ন আগতপ্রায়। আমি এখন আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি। পুলিশের একটা জিপ এই বরফের পাহাড় ভেদ করে কোনরকমে এখানে এসে পৌছেচে। অনেক কষ্টে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে রাজী করিয়েছি তাদের। প্যারাভিসিনি এগিয়ে এসে মলির কানের পাশে মুখ রেখে মৃদুস্বরে বললেন, 'তবে ম্যাডাম, অদূর ভবিষ্যতে আমি আপনার নামে যে বাক্সটা উপহার পাঠাবো তার মধ্যে ওই বিশেষ ধরনের টোস্ট তৈরির যাবতীয় মালমশলা সমস্তই

মজুত থাকবে। তার সঙ্গে নাইলনের দু-চার জোড়া মোজা। আশা করি, অনুগত ভক্তের এই সামান্য উপহারটুকু গ্রহণ করতে আপনি বিশেষ কুণ্ঠিত হবেন না।...আর হ্যাঁ, আমার চেকটাও হলঘরের টেবিলে পেপারওয়েটের নিচে চাপা দেওয়া আছে।'

মলির ডান হাতের তালুতে মৃদু চুম্বন এঁকে দিয়ে দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন প্যারাভিসিনি।

'নাইলন!' স্বগতোক্তির স্বরে বিড়বিড় করলো মলি। 'যকৃতের তেল।...মিঃ প্যারাভিসিনি আসলে কে? খ্রীস্টমাস বুড়ো সান্তাক্লজ নাকি?'

'কথাবার্তার ধরন-ধারণ দেখে মনে হয় কালোবাজারীদের কোন বড় চাঁই।' জিলের কণ্ঠে তরল পরিহাস।

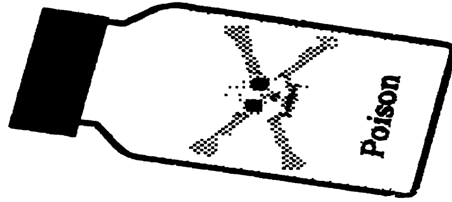
জিলের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই ক্রিস্টোফার রেনের পুনরাবির্ভাব ঘটলো। তার চালচলনে ব্যস্ততার ছাপ। 'আপনাদের কথার মাঝখানে মাথা গলাতে বাধ্য হচ্ছি। বেশ কিছুক্ষণ ধরে কিচেনের দিকে থেকে একটা পোড়া পোড়া গন্ধ ভেসে আসছে। মনে হয় এবিষয়ে একবার নজর দেওয়া উচিত!'

'হায় হায়...।' একটা করুণ আর্তনাদের সুর বেরিয়ে এলো মলির গলা দিয়ে। 'এত কষ্টের মাংসের কোপ্তাগুলো বোধহয় সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে এতক্ষণে!'

ত্রস্ত হরিণীর মতোই মলি দুজনের মাঝখান দিয়ে দরজা পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

২

সায়ানাইড রহস্য



প্রথম অধ্যায়

রোজমেরি

"আমার চোখের সামনে থেকে সেই স্মৃতিচিহ্ন কি করে মুছে ফেলি?"



আইরিশ মারলে তাঁর বোন রোজমেরির কথা ভাবছিলেন।
প্রায় বছর খানেক হলো, বলতে গেলে একরকম ইচ্ছা করেই রোজমেরির কথা তিনি তাঁর মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করে আসছেন। সেই স্মৃতি মনে রাখতে চান না তিনি।

স্মৃতি বড় নিষ্ঠুর, বড় বেদনাদায়ক-বড় ভয়ঙ্কর!

নীলবর্ণ মুখ, আঙুলগুলো মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে ধরে রাখা....

অথচ আগের দিনের চিত্র আর সেদিনের চিত্রের মধ্যে সে কি অস্বাভাবিক বৈষম্য! হাসিখুশিতে ভরা সুন্দরী রোজমেরি,...না, হয়তো ঠিক সুন্দরী নয়। ফ্লুতে আক্রান্ত হন তিনি, স্বভাবতই মন ছিল তার ভারাক্রান্ত তাই রোজমেরি কি আত্মহত্যা করেছিলেন? কেন জানি না কথাটায় সায় দিতে মন চায়নি আইরিশের কিছুতেই!

যাইহোক, অনুসন্ধানপর্ব শেষ হওয়া মাত্র ইচ্ছা করেই আইরিশ তাঁর মন থেকে সমস্ত ব্যাপারটা মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন। স্মৃতিচিহ্ন আঁকড়ে ধরে রেখে কি লাভ? সব ভুলে যাও! ভুলে যাও ভয়ঙ্কর সেই ঘটনার কথা।

এখন তিনি উপলব্ধি করছেন, তাকে মনে রাখতেই হবে। তাঁকে সেই অতীতে ফিরে যেতে হবে।

আগের দিন জর্জের সঙ্গে সেই বিস্ময়কর সাক্ষাৎকারের পর সেদিনের স্মৃতিচারণের প্রশ্নটা বড় করে দেখা দিয়েছে যেন। সেটা এমনি ভাবনার; এমনি আতঙ্কে ভরা ছিলো...কিন্তু সেটা কি সত্যি সত্যি অভাবনীয় ছিলো? আগে থেকে কোন পূর্বাভাসই ছিলো না? জর্জের আচ্ছন্ন ভাব, তাঁর অন্যমনস্কতা, তাঁর গতিবিধি, হ্যাঁ, তাঁর সন্দেহজনক আচরণ, এ সবেরই মধ্যে উত্তরটা কি নিহীত নেই? সেই যে আগেরদিন রাত্রে জর্জ তাকে ষ্টাডিরুমে ডেকে পাঠিয়ে ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একগুচ্ছ চিঠি বের করলেন, তারপর থেকেই নতুন করে চিন্তা শুরু হলো তার মনে।

তাঁর বোন রোজমেরির কথা....

বেদনাহত আইরিশ হঠাৎ যেন উপলব্ধি করলেন; জীবনে এই বোধহয় প্রথম রোজমেরির কথা তিনি ভাবছেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে।

রোজমেরির কথা না ভাবলেও তাঁর কথা আইরিশের মনে জ্বলজ্বল করে সব সময়।

তা রোজমেরি কেমন ছিলেন?

এখন এই প্রশ্নটা বোধহয় অতি জরুরী। হয়তো এর ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে। আইরিশ এখন অতীতের পৃষ্ঠা ওল্টাতে ব্যস্ত। সেই কোন্ সুদূর অতীতে মনটা তাঁর পাড়ি দেয়, তিনি এবং রোজমেরি যখন খুব বাচ্চা ছিলেন তখনকার কথা...তাঁর থেকে ছ'বছরের বড় ছিলেন রোজমেরি।

অতীতের সেই স্মৃতি মনে পড়ে ধীরে ধীরে—টুকরো টুকরো ঘটনা, ছোট ছোট দৃশ্য। আইরিশ নিজেই ছেলেবেলায় দুধ-রুটি খেতে ভালোবাসতেন, আর রোজমেরি, তাঁর হবি ছিলো শূকরের লেজের মতোন বেণী দোলানো।

স্কুলের বোর্ডিং-এ থাকতেন রোজমেরি—ছুটিতে বাড়ি আসতেন। তারপর আইরিশ নিজেই যখন স্কুলের ছাত্রী, রোজমেরি প্যারিসে তখন স্কুল জীবনের ইতি টেনে বসে আছে। স্কুলের ছাত্রী রোজমেরি ছিলেন জেবড়া-জোবড়া, হাত-পায়ের ছিরি-ছাঁদ বলতে তেমন কিছু ছিলো না। অথচ স্কুলের পাঠ চুকিয়ে প্যারিস থেকে ফিরে আসার পর সে এক অন্য রোজমেরি, অন্য মেয়ে। পোষাকে, হাবভাবে কেমন একটা মার্জিত ভাব, কোমল কণ্ঠস্বর, মাধুর্যে ভরা চেহারা, নিখুঁত সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে তিনি যেন ফিরে এলেন। লালের প্রলেপ দেওয়া সোনালী চুল এবং বড় বড় গাঢ় নীল দু'টি চোখের অন্তর্ভেদী চাহনি। সে এক পাগল করা রূপ নিয়ে যেন হাজির হলেন রোজমেরি অন্য এক জগৎ থেকে।

তারপর থেকে তাঁদের দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ খুব কমই হতে থাকে, ছ'বছরের ব্যবধানটাই বোধহয় সব থেকে বেশি দীর্ঘ।

রোজমেরির জীবন তখন এই রকমঃ দেরীতে বিছানা ত্যাগ করা, যার তার সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সমাধা করা, বেশির ভাগ সন্ধ্যায় নাচে মেতে ওঠা। আর আইরিশ? স্কুলে থাকার সময় বড়জোর মাদামোয়াজেলের সঙ্গে পার্কে একটু বেড়িয়ে আসা, তারপর ফিরে এসে রাত ন'টায় নৈশভোজ সেরে রাত দশটার মধ্যে বিছানায় শুয়ে পড়া। দুইবোনের সামাজিক মেলামেশা ছিলো খুব সীমিত।

'হ্যালো আইরিশ, টেলিফোন করে আমার জন্য একটা ট্যাক্সি ডাকোতো, একটা ভেড়া আমার জন্যে অপেক্ষা করছে, আমি উচ্ছন্নে যাচ্ছি।'

কিংবা কখনো কখনো রোজমেরিকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে আইরিশ বলতেন, 'তোমার সেই নতুন ফ্রকটা আমার একদম পছন্দ নয় রোজমেরি। ওটা তোমাকে মোটেই মানায় না।'

এবং তারপর একদিন জর্জ বারটনের সঙ্গে রোজমেরির বাগ্‌দানপর্বও সমাধা হয়ে গেলো। সে এক উত্তেজনাপূর্ণ কয়েকটি দিন।

গির্জায় বিবাহানুষ্ঠানের সময় রোজমেরির পিছন থেকে ফিস্‌ফিস্ করে কে যেন বললোঃ

'নববধুর সাজে কি অপূর্বই না দেখাচ্ছে....'

কিন্তু জর্জকে কেন বিয়ে করতে গেলেন রোজমেরি? সেই অল্পবয়সে অবাক না হয়ে পারেননি আইরিশ। জর্জের থেকেও অনেক বেশি সুঠাম সুপুরুষ যুবক ছিলো, যারা রোজমেরিকে তাদের স্ত্রী হিসেবে পেলে ধন্য মনে করতো। আশ্চর্য! যে জর্জ বারটন রোজমেরির থেকে পনেরো বছরের বড় ছিলেন, তাঁকে তিনি তাঁর স্বামী হিসেবে কেন নির্বাচিত করতে গেলেন? সে কি দয়া প্রদর্শন না কি নিশ্চিত বোকামো?

স্বামী হিসেবে জর্জ অবশ্য ঠিক অপাংতেয় নন, কিন্তু তাঁর অর্থ বলতে কিছুই ছিলো না। তবে রোজমেরির নিজের যথেষ্ট টাকা ছিলো, হয়তো সেটাই যথেষ্ট বলে মনে করেছিলেন তিনি।

পল কাকার টাকা.. আইরিশ তাঁর মনটাকে সাবধানে যাচাই করতে চাইলেন, এখন তিনি কি জেনেছেন আর তখনই বা তিনি কি জেনেছিলেন, এর মধ্যে তফাত খুঁজতেই তাঁর এই মনে বিশ্লেষণঃ উদাহরণস্বরূপ পল কাকা?

সত্যি কথা বলতে কি আদৌ তিনি তাঁদের কাকা ছিলেন না, এ কথা তিনি জানতেন। তাঁদের মায়ের সঙ্গে পল বেনেটের ভালোবাসা ছিলো। মা অন্য একজন গরীব লোককে বিয়ে করেন। পল বেনেট তাঁর সেই পরাজয় রোমান্টিক মনোভাব নিয়েই মেনে নেন। তারপর থেকে নিষ্কাম ভালোবাসার মনোভাব নিয়ে তাঁদের পারিবারিক বন্ধু হিসেবে থেকে যান পল কাকার পরিচয়ে। রোজমেরির কাছে তিনি ছিলেন ধর্মপিতা। তাঁর মৃত্যুর পর জানা যায়, তিনি তাঁর সমস্ত অর্থ সম্পত্তি তাঁর ছোট্ট ধর্ম-কন্যার জন্য রেখে গেছেন। রোজমেরির বয়স তখন তেরো।

রোজমেরি একে সুন্দরী, তার ওপর বিপুল অর্থের অধিকারিণী হওয়া সত্বেও জর্জ বারটনের মতো একজন অতি নিরেট বোকা লোককে বিয়ে করলেন।

কিন্তু কেন? তখনকার মতো আজও তিনি বিস্মিত। জর্জকে রোজমেরি কখনো ভালোবেসেছিলেন বলে বিশ্বাস হয় না আইরিশের। কিন্তু রোজমেরিকে দেখলে মনে হতো, তিনি খুব সুখী ছিলেন। মা

ভায়োলা মারলে মারা যান রোজমেরির বিয়ের ঠিক এক বছর পরে। মায়ের মৃত্যুর পর আইরিশ চলে আসেন তাঁর দিদির স্বামীর সঙ্গে বসবাস করার জন্য। আর তখনই তিনি উপলব্ধি করেন রোজমেরি এবং তাঁর স্বামীর প্রকৃত সম্পর্কের কথা।

আইরিশ নিজেই এখন তাঁর সতেরো বছরের কিশোরী-মনের একটা ছবি আঁকতে বসেছেন। সেই বয়সে কি তাঁর অনুভূতি ছিলো, তাঁর চিন্তা-ভাবনা কি ছিলো, আর কিই বা তিনি দেখেছিলেন, এমনি সব নানান প্রশ্ন সেই কিশোরী বয়সের আইরিশকে ঘিরে।

তাঁদের মা ভায়োলা মারলের স্বাস্থ্য কোনদিনও ভালো ছিলো না। বোধহয় এই কারণেই তিনি তাঁর মেয়েদের যত্ন নিতে পারতেন না নিজের হাতে। নার্স, গভরনেসের হাতে মেয়েদের ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে হতো তাঁকে, তবে মেয়েরা কাছে এলে তিনি তাঁর সব স্নেহ ভালোবাসা তাঁদের জন্য উজাড় করে দিতে একটুও কার্পণ্য করতেন না। আইরিশের পাঁচ বছর বয়সে হেকটর মারলে মারা যান। অত্যাধিক মদ্যপান করার জন্যই অসময়ে তাঁকে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে যেতে হয়। আর মাত্র সতেরো বছর বয়সে শেষ অভিভাবিকা মাও সংসারের মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন।

অমন নিষ্ঠুর ভাগ্যকে মেনে নিলেন আইরিশ নিঃশব্দে, বিনা প্রতিবাদে। তারপর শোকাতুর আইরিশ চলে এলেন এলভাস্টন স্কোয়ারে দিদি-জামাইবাবুর কাছে।

এক এক সময় বাড়িটা ভীষণ নীরস লাগতো। এক বছর না যাওয়া পর্যন্ত সেখান থেকে চলে আসার কথা ভাবতে পারলেন না আইরিশ। ইতিমধ্যে সপ্তাহে তিনদিন ফরাসী এবং জার্মান ভাষার ক্লাশে যোগ দিতে থাকলেন তিনি। সেই সঙ্গে ডোমেস্টিক সাইন্সের ক্লাসও করতে থাকলেন।

আর রোজমেরি? রোজমেরির সঙ্গে খুব কমই দেখা-সাক্ষাৎ হতো আইরিশের। মার্কেটিং, ককটেলপার্টি নিয়েই ব্যস্ত থাকতো রোজমেরি। কি আশ্চর্য, একই বাড়িতে থেকে দুই বোনের মধ্যে একেবারেই অন্তরঙ্গতা ছিলো না বললেই হয়। এ অবস্থায় কতটুকুই বা তিনি তাঁর দিদি রোজমেরির সম্বন্ধে জানতে পারেন? কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ তাঁকে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে।

তবে সেই দিন পর্যন্ত—ঘটনাটা ঘটার এক সপ্তাহ আগে। তিনি এবং আইরিশ সেই দিনটির কথা কখনো ভুলতে পারবেন না। বিস্তারিত প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি কথাবার্তা আজও যেন জলের মতো স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ভাস্বর। চকচকে মেহগিনি টেবিল, চেয়ার, ব্যস্ত ভাবে লেখার একটা চারিত্রিক দৃঢ়তা...

দৃশ্যটা মনে করার জন্য চোখ বন্ধ করেন আইরিশ... চোখ বন্ধ করলেই আজও সেই দৃশ্যটা স্পষ্ট দেখতে পান তিনি। মুদ্রিত নয়নেরও নয়ন আছে বুঝি!

রোজমেরির বসবার ঘরে ঢুকে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়া...

ঘটনার আকস্মিকতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি অনেক অনেকক্ষণ। এ কি দেখলেন তিনি! লেখার টেবিলের উপর হাতে ভর দিয়ে মাথা নিচু করে কাঁদছেন রোজমেরি। চাপা কান্নার শব্দ ভেসে আসে আইরিশের কানে।

ছেলেমানুষের মতো ডুকরে কেঁদে ওঠেন আইরিশঃ 'ওঃ রোজমেরি এ কি?'

উঠে দাঁড়ালেন রোজমেরি, মুখের উপর থেকে এলোমেলো চুলগুলো দ্রুত সরিয়ে যতোটা সম্ভব নিজেকে স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা করে তাড়াতাড়ি বলেন, 'কিচ্ছু না কিচ্ছু না, ওভাবে আমার দিকে তুমি তাকিও না!'

আইরিশ সান্ত্বনা দেবার জন্য তাঁর দিকে এগিয়ে যেতেই ঘর থেকে পালিয়ে যান রোজমেরি। হতবাক্ আইরিশ হতাশ হয়ে পড়েন দিদির অমন আচরণ দেখে। এরপর কি তাঁর কর্তব্য, কিছুই বুঝতে পারেন না তিনি। আবার তিনি রোজমেরির বসবার ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। তাঁর সন্ধানী দুটি চোখ টেবিলের উপরে কি যেন খুঁজে ফেরে। তাঁর চোখ দুটি এক সময় টেবিলে রাখা চিঠি লেখার প্যাডের উপরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। আইরিশ নিজের নাম রোজমেরির হাতে লেখা চিঠির প্যাডে দেখতে পেয়ে চমকে ওঠেন আইরিশ। তাহলে রোজমেরি কি তখন তাঁকেই চিঠি লিখছিলেন?

টেবিলের উপরে ঝুঁকে পড়ে চিঠির প্যাডটার উপর চোখ রাখেন আইরিশ। রোজমেরির হাতের লেখার বৈশিষ্ট্য হলো বড় বড় অক্ষরে ছাড়া ছাড়া লেখা নীল কাগজের প্যাডে।

ডার্লিং আইরিশ,

আলাদা করে আমার উইল করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ আমি বেশ ভালো করেই জানি যে, আমার সব অর্থ তোমারি বর্তাবে। কিন্তু আমারি কয়েকটা জিনিষ আমি কয়েকজনকে দিয়ে যেতে চাই। বিয়ের সময় যে সব অলঙ্কার জর্জ আমাকে দিয়েছিল এবং আমাদের বাক্‌দান পর্বে আমরা দুজনে এনামেলের যে ক্যাসকেটটা কিনি এই সব জিনিষগুলো জর্জ ফিরে পাবে, গ্লোরিয়া কিং-এর জন্য রইলো আমার প্লাটিনামের সিগারেট কেস।

আর আমার সেই চীনা মাটির ঘোড়াটা মাঁসি খুব প্রশংসা করে থাকে, সেটা তার জন্য রইলো!—

এর পরেই লেখার ইতি, দীর্ঘ একটা ড্যাশ টানা রয়েছে চিঠি লেখার প্যাডের উপর। মনে হয়, তখনি তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

পাথরের ষ্ট্যাচুর মতোন দাঁড়িয়ে রইলেন আইরিশ।

এর মানে কি হতে পারে? এখনি রোজমেরি নিশ্চিয়ই মারা যাচ্ছেন না? নাকি মৃত্যু তাঁর আসন্ন! ইনফ্লুয়েঞ্জায় কচ্চিৎ দু একজন মারা গেলেও সেরকম অবস্থা তাঁর হয়নি।

চিঠির সেই বিশেষ একটি লাইন বার বার আইরিশের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, পড়তে গিয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয় তাঁকেঃ

'...আমার সব অর্থ তোমারি বর্তাবে...'

তবে কি পল বেনেটের উইলের সর্তে কি এই রকম কিছু ছিলো? এই প্রথম পল বেনেটের উইলের কিছ সর্তের আভাস পেলেন আইরিশ। ছেলেবেলা থেকে তিনি জানতেন কাকা পলের প্রচুর অর্থের অধিকারিণী হয়েছেন রোজমেরি, অথচ রোজমেরির ছোটো বোন আইরিশ তাঁর তুলনায় অনেক গরীব।

কিন্তু সেই প্রশ্নের উত্তরটা নিহীত আছে রোজমেরির নিজের হাতে লেখা ঐ ছোট্ট চিঠিটার মধ্যে। রোজমেরির মৃত্যুর পর সব টাকা আইরিশের হাতে আসবে। কিন্তু সেটা ঠিক আইনসম্মত নয় নিশ্চয়ই? স্বামী কিংবা স্ত্রীরই টাকাটা পাওয়া উচিৎ, বোনের নয়! অবশ্য পল বেনেট যদি ঐ ভাবে তাঁর উইলে ইচ্ছা প্রকাশ করে যেতেন। হ্যাঁ, সেরকম কিছু না থাকলে রোজমেরি কেনই বা লিখতে গেলেন, 'কারণ আমি বেশ ভালো করেই জানি যে, আমার সব অর্থ তোমারি বর্তাবে...।' এর ফলে অন্যায়ের ভাগটা অনেকটা কমে গেছে।

অন্যায়? কথাটা মনে হতেই চমকে উঠলেন আইরিশ। পল কাকার সমস্ত অর্থ একা রোজমেরি পাওয়াতে সেটা কি অন্যায় বলে মনে করেছিলেন তিনি? হ্যাঁ, কথাটা প্রায়ই তাঁর মনে হয়েছে বৈকি! এ অন্যায়, এ অন্যায়। তাঁরা একই মায়ের দুই সন্তান। রোজমেরি এবং তিনি দুই বোন। অতএব পল কাকা কেন তাঁর সমস্ত অর্থ একা রোজমেরিকে দিয়ে যাবেন?

রোজমেরি কত সুখী। পার্টি, নিত্যনূতন পোষাক, যুবক বন্ধুদের ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধেয় স্বামী সংসার, সব কিছুই তাঁর আছে। রোজমেরির জীবনে মাত্র একবারই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, সেটা হলো ফ্লু। এমন কি সে অসুখটাও বেশিদিন ভোগায়নি তাঁকে।

ডেস্কের সামনে একটু ইতস্ততঃ করেন আইরিশ। তবে কি চিঠিটা রোজমেরি তার পরিচারকদের দেখানোর জন্য লিখেছেন? এক চিঠিটা কি ভেবে চিঠিটা তিনি দু ভাঁজ করে ডেস্কের ড্রয়ারে রেখে দিলেন।

তারপর সেই অভিশপ্ত জন্মদিনের উৎসবের পর চিঠিটা আবিস্কার হয় আবার। এটা একটা বাড়তি প্রমাণ রোজমেরির আত্মহত্যা করার স্বপক্ষে। প্রয়োজনে এই চিঠিটা প্রমাণ করে দিতে পারে ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে সেরে উঠে শরীর এবং মন দুদিক থেকেই অখুশি ছিলেন রোজমেরি, সম্ভবতঃ এই সব কারণেই আত্মহত্যার কথা ভেবে থাকবেন তিনি।

রোজমেরির মৃত্যুর স্বপক্ষে তখন অন্য কোন উদ্দেশ্য দেখাতে পারেননি না আইরিশ, না জর্জ বারটন, কেউ নয়।

এখন সেদিনের সেই চিলে-কোঠায় দুর্ঘটনার কথা ভাবতে গিয়ে আইরিশ অবাক হচ্ছেন, আশ্চর্য, এতো অন্ধ হতে পারেন তিনি! সব ঘটনাই নজরে আসা উচিৎ ছিলো। অথচ কিছুই দেখেননি তিনি।

জন্মদিনের সেই বিয়োগান্ত নাটকের করুণ দৃশ্যটা সহসা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো। অথচ সেটা ভাবা উচিত নয় এখন তার। তার ভাবনা অনেক দিন আগেই মিটে গেছে। সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য, অস্বাভাবিক মুখের ভাব এবং রক্তবর্ণ চোখ, এসব কথা আপাতত মুলতুবি রেখে সরাসরি সেই চিলে কোঠার ঘটনায় ফিরে গেলে বোধহয় ভাল হয়।



সে-এক ঘটনা রোজমেরির মৃত্যুর ছ'মাস পরের। তখনো আইরিশ এলভাষ্টন স্কোয়ারের বাড়িতে বাস করছিলেন। মারলে পরিবারের সলসিটরের সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ হলো আইরিশের। ভদ্রলোক বয়স্ক, মাথায় একগোছা চুলও অবশিষ্ট ছিলো না। ব্যবহার ভদ্র, কিন্তু তার চোখের শয়তানের চাহনিটা বড় বেমানন বলে মনে হয়েছিল যেন। ভদ্রলোক অতি বিনয়ের সঙ্গে আইরিশকে বোঝালেন, পল বেনেটের উইল অনুযায়ী তাঁর সমস্ত অর্থ এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবেন রোজমেরি এবং রোজমেরির মৃত্যুর পর সেই অর্থ এবং সম্পত্তি পাবে তাঁর পুত্র কন্যারা। আর অপুত্রক অবস্থায় রোজমেরির মৃত্যু ঘটলে সেই অর্থ এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবেন আইরিশ। তবে এ ব্যাপারে একটা শর্ত আরোপ করা ছিলো পল বেনেটের উইলে। কেবল একুশ বছর বয়স কিংবা বিবাহ হলেই আইরিশ সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হতে পারবেন, তার আগে নয়।

তারপর রোজমেরির মৃত্যুর পর প্রথম সমস্যা হলো আইরিশের থাকার জায়গা নিয়ে। জর্জ বারটন এ ব্যাপারে খুবই চিন্তিত ছিলেন। তাঁর ইচ্ছে তাঁর এক পিসী মিসেস ড্রেকের বাড়িতে গিয়ে আইরিশ যেন থাকেন। ভদ্রমহিলার এক পুত্র, অর্থাভাবে সংসার চালাচ্ছিলেন। আইরিশকে পেলে ভদ্রমহিলা খুশিই হবেন। কিন্তু জর্জের পরিকল্পনা কি আইরিশ গ্রহণ করবেন?

না, আইরিশ তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তাঁর সেই নতুন প্রস্তাবের কোন প্রয়োজন নেই।

যাইহোক আইরিশের থাকার প্রশ্নটা মোটামুটি সমাধান হয়ে যায় শান্তিপূর্ণভাবে। আর জর্জ বারটনও খুশি হলেন, আপাততঃ আইরিশ তাঁর সঙ্গে থাকছেন তাঁর ছোট বোনের মতোন। ওদিকে মিসেস ড্রেকও আইরিশের ইচ্ছাটা ভালো মনেই নিলেন। সাংসারিক বিধিব্যবস্থাও সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাবে মিটমাট হয়ে গেলো।

হ্যাঁ, রোজমেরির মৃত্যুর ছ'মাস পরে সেই চিলেকোঠার রহস্যটা একদিন আবিষ্কার করলেন আইরিশ। এলভাষ্টন স্কোয়ারের সেই চিলে-কোঠাটা গুদামঘরে পরিণত, ভাঙ্গা ফার্ণিচার, ট্র্যাঙ্ক সুটকেস স্তুপিকৃত।

ঘটনাটা এই রকমঃ অনেকদিন থেকে আইরিশ তাঁর অতি অতি প্রিয় পুরনো লাল রঙের একটা পুলওভার পাচ্ছিলেন না, সেটা খুঁজতেই সেই চিলেকোঠার ঘরে যাওয়া। আইরিশ জানতেন, ওপর তলায় সেই চিলে-কোঠার ঘরে বহু পুরনো পোষাক ট্র্যাঙ্ক বন্দী অবস্থায় পড়ে আছে। আর তাঁর সেই লাল পুলওভারটা খুঁজতে গিয়েই তিনি আবিষ্কার করলেন রোজমেরির বহুব্যবহৃত একটি পুরনো ড্রেসিং গাউন। রোজমেরির ব্যবহৃত সমস্ত পোষাকই বিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁর পরিচিত আত্মীয়-বান্ধবদের মধ্যে। কিন্তু কি করে যেন সেই পোষাকটা সবার নজর এড়িয়ে সেখানে ট্রাঙ্ক-বন্দী হয়ে পড়েছিল এতদিন। ড্রেসিং-গাউনটা ছিলো সিল্কের এবং বিরাট বিরাট পকেটের।

গাউনটা দেখতে গিয়ে আইরিশ লক্ষ্য করলেন, ড্রেসিং গাউনটা বেশ নতুনই বলা যেতে পারে, স্বল্পব্যবহৃত, রঙ একটুও চটেনি। দেখার পর তিনি আবার সেটা ট্র্যাঙ্কে ভরতে গিয়ে হঠাৎ একটা পকেটে

হাত ঠেকতেই একটু চমকে উঠলেন তিনি। তাড়াতাড়ি পকেটের ভিতরে হাত ঢোকাতেই একটা কাগজের টুকরো হাতে ঠেকলো। সেই কাগজটা পকেট থেকে বার করে চোখের সামনে ধরলেন তিনি। ভাঁজ করা কাগজ, ভাঁজটা খুলতেই তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো রোজমেরির হাতের লেখা...একটি চিঠি। আইরিশ এক নিঃশ্বাসে পড়ে চললেন সেই চিঠিটা।

প্রিয়তম লিওপার্ড, তুমি হয়ত জানো না, না তুমি জানো না, তুমি জানো না,....আমরা পরস্পরকে কতো ভালবাসি! আমরা পরস্পর পরস্পরের জন্য! আমার মতো তোমারও সে কথা জানা উচিৎ। আমরা পরস্পরকে শুধু বিদায় জানিয়েই শান্তভাবে যে যার জীবন নিয়ে বাঁচতে পারি না। প্রিয়তম সেকথা তুমি বেশ ভালো করেই উপলব্ধি করতে পারো, সে জীবন অসম্ভব! তোমার জন্য আমি এবং আমার জন্য তুমি, চিরদিনের তোমার আমার হৃদয় অভিন্ন। আমি কোন প্রচীনপন্থী গোড়া মহিলা নই, লোকে কি বলে তার তোয়াক্কা আমি করি না। তোমার কাছে ভালোবাসা ছাড়া অন্য সব কিছুই তুচ্ছ। চলো, আমরা দুজনে কোথাও পালিয়ে যাই, কথা দিচ্ছি, আমি তোমাকে সুখী করবো। প্রিয়তম লিওপার্ড, তোমার মনে আছে, একদিন তুমি আমাকে বলেছিলে, আমাকে বাদ দিয়ে তোমার জীবন না থাকার নামান্তর। অথচ তুমি এখন লিখছো, যা কিছু ঘটে গেছে তোমার আমার জীবনে, সে সবের অবসান হোক, ভালো কথা। না, না তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচতে বারবো না। জর্জের জন্য আমি দুঃখিত, তোমার কাছে সব সময় ও দয়ালু, আশাকরি আমাদের ব্যাপারটাও নিশ্চয়ই বোঝবার চেষ্টা করবে। তোমাকে স্বাধীনতা দেবার চেষ্টা সে করবে। আমরা যদি পরস্পরকে ভালো না বাসি, তাহলে আমাদের এ জীবনের কোন অর্থ হয় না। ঈশ্বর আমাদের দুজনকে সৃষ্টি করেছেন আমাদের জন্য। প্রিয়তম, আমি জানি, এটাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো। একটা নিটোল সুন্দর সুখী জীবন আমরা ইচ্ছা করলে অনায়াসে গড়ে তুলতে পারি, তবে আমাদের সাহসী হতে হবে। আমি নিজে বলবো জর্জকে। খোলাখুলি বলবো ওকে সব, তবে আমার জন্মদিনের উৎসবের আগে নয়।

আমি জানি, আমি যা করতে যাচ্ছি ঠিক। প্রিয়তম লিওপার্ড, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না, না কখ্খনো না, কখ্খনো না। উঃ আমি কি বোকা! এতসব কথা লেখার কি দরকার ছিলো? দু'লাইন তো যথেষ্টই ছিলো। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে কখনোই ছেড়ে যেতে দেবো না।' ওঃ প্রিয়তম—

এইখানেই চিঠি শেষ। তখনো আইরিশ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চিঠিটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পলকহীন চোখে।

তাহলে? রোজমেরির একজন প্রেমিক ছিলো—যাঁকে তিনি আবেগে ভরা প্রেম পত্র লিখেছিলেন, যাঁর সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি।

কিন্তু এ চিঠি তো শেষ পর্যন্ত পাঠাতে পারেননি রোজমেরি! তবে কোন চিঠি তিনি পাঠিয়েছিলেন? শেষ পর্যন্ত রোজমেরি এবং সেই অজানা ভদ্রলোক কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?

লিওপার্ড! এক আশ্চর্য রোমান্টিক নাম! কে এই লিওপার্ড? রোজমেরির মতোন তিনিও কি তাঁকে খুব ভালোবাসতেন? হ্যাঁ, না বাসলে রোজমেরির অতো আবেগ এলো কি করে? ভালোবাসা নিশ্চয়ই একতরফা হয় না। তবু রোজমেরির চিঠি থেকে জানা যায় যে, তার প্রেমিক ভদ্রলোক প্রসঙ্গক্রমে হয়তো কখনো বলে থাকবেন, 'এসবের সমাপ্তি ঘটলো।' কিসের সমাপ্তি? কিসের সাবধানতা? রোজমেরির স্বার্থে ভদ্রলোক বলেছেন কথাটা রোজমেরির কাছে শোভনীয় বলেই মনে হয়েছিল। সেই ভদ্রলোক যেই হোন না কেন, মনে হয়, শেষের দিকে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। আর জের টানতে চাইছিলেন না তাদের ভালোলাগা, ভালোবাসার অধ্যায়টা। যে ভাবেই হোক, আইরিশ নিশ্চয়ই জেনে যান যে, এই অজানা ভদ্রলোক তার সঙ্গে সব সম্পর্কের ইতি টানতে চাইছেন শেষ পর্যন্ত...

কিন্তু কে, কে সেই ভদ্রলোক?

অতীতের পৃষ্ঠা ওল্টান আইরিশ। কত পুরুষইতো ছিলো, যারা রোজমেরির একান্ত অনুগত, ভক্ত, তারা কখনো তাঁকে বাইরে নিয়ে যেতো, কখনো বা ফোন করতো। কারোর মধ্যেই তেমন কোন বৈশিষ্ট্য

ছিলো না। হয়তো তাদেরই মধ্যে কেউ একজন ছদ্মবেশে প্রতারকের ভূমিকা নিয়ে থাকবে। কে, কে সে হতে পারে? পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে স্মৃতির পাতাগুলো উল্টে যেতে থাকেন তিনি।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে দুটি মুখ, দুটি নাম। হ্যাঁ, তাঁদের দুজনের মধ্যে কেউ একজন নিশ্চয়ই হবে। ষ্টিফেন ফ্যারাডে? হ্যাঁ, ষ্টিফেন ফ্যারাডেই হবে। তার মধ্যে এমন কি দেখলেন রোজমেরি? এক অতি অহংকারী যুবক।অবশ্য লোকে বলত ছোকরা দারুণ মেধাবী ছিলো। উঠতি রাজনীতিবিদ। সম্ভাব্য ভাবী প্রধানমন্ত্রী! সেই সম্ভাবনাই কি রোজমেরির চোখে বড় হয়ে উঠেছিল এক বিরাট পুরুষ। অন্যদের থেকে তার মধ্যে একটা আলাদা গ্লামার অনুভব করেছিলেন রোজমেরি? নিশ্চয়ই একজন আত্মসর্বস্ব অহংকারী লোকের জন্য অমন বেপরোয়া ভাবে দুরন্ত প্রেমে মেতে উঠবেন না রোজমেরি। তবে লেকে বলে ষ্টিফেনের নিজের স্ত্রীও তাকে নাকি প্রচন্ডভাবে ভালোবাসে, মেয়েটি তার পরিবারের সব বাধা, আপত্তি সত্ত্বেও ষ্টিফেনকে বিয়ে করে, তার রাজনৈতিক জীবন মেয়েটির একান্ত কাম্য ছিল বলে। তা একটি মেয়ে যদি ষ্টিফেনের মধ্যে ভালোবাসার গন্ধ পেয়ে থাকে, অন্য মেয়েটির পক্ষে তাকে ভালোবাসাটা অস্বাভাবিক নয়। হ্যাঁ, সেই প্রেমিক ষ্টিফেন ফ্যারাডেই বটে!

তবে ষ্টিফেন যদি না হয়, এ্যানথনি ব্রাউন তো বটেই! কিন্তু এ্যানথনি ব্রাউন হোক, আইরিশ তা চান না। অবশ্য এ-কথা ঠিক যে, সে ছিলো রোজমেরির একান্ত অনুগত, তাকে প্রায় ভৃত্যের পর্যায়ে ফেলা যায়। সব সময় হুকুম তামিল করতেই তার ভালো লাগতো বোধহয়। দারুণ রসিক ভদ্রলোক। কিন্তু নিজেকে সে এতো বেশি রোজমেরি কাছে প্রকাশ করে ফেলেছিল যে, মনে হয় না তার মধ্যে সত্যিকারের কোন গভীরতা থাকতে পারে।

রোজমেরির মৃত্যুর পর তার অন্তর্ধানটা কেমন বিসদৃশ্য বলে মনে হয়। তারপর থেকে তাকে কেউই দেখতে পায়নি। ভদ্রলোক অনেক জায়গায় ভ্রমণ করেছিলেন। আর্জেনটিনা, কানাডা, উগান্ডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাহিনী শোনাতো সে। তাঁর ধারণা ছিলো, ভদ্রলোক হয় আমেরিকান, নয়তো ক্যানাডিয়ান। সে ছিলো রোজমেরির বন্ধু। অতএব তাঁর মৃত্যুর পর অন্যদের দেখতেই বা আসবে কেন সে? তাছাড়া, সে ছিলো রোজমেরির বন্ধু, কিন্তু প্রেমিক নয়! রোজমেরির প্রেমিক হিসেবে তাকে দেখতে চান না তিনি, তাতে তিনি আঘাত পান, প্রচন্ড আঘাত...

হাতে ধরে রাখা চিঠিটার দিকে তাকিয়েছিলেন আইরিশ। ভাঁজ করলেন সেটা। সেটা কি তিনি ছুঁড়ে ফেলে দেবেন, পুড়িয়ে ফেলবেন সেটা...

কোন একদিন চিঠিটা প্রমাণ্য দলিল হিসেবে দাখিল করার প্রয়োজন হতে পারে, কথাটা মনে হতেই হাতটা গুটিয়ে নিলেন আইরিশ। চিঠিটা ভাঁজ করে অলঙ্কারের বাক্সে রেখে দিলেন আইরিশ।



'তারপর?' স্মরণের বীণায় অতীতের ঝঙ্কার তোলার চেষ্টা করছিলেন আইরিশ ধীরে ধীরে। ঝঙ্কার এখন একেবারে তুঙ্গে। চিলে-কোঠার ঘরে তাঁর সেই বিস্ময়কর আবিষ্কার। আর এখন—'তারপর?' তারপর কি হতে পারে?

নিশ্চয়ই জর্জের ব্যবহারে অবনতি ঘটে থাকবে তারপর। আগের দিন রাত্রে সেই বিস্ময়কর সাক্ষাৎকারের রহস্যটা এখন যেন একটু একটু করে স্পষ্ট হচ্ছে। এবং এ্যান্থনি ব্রাউনের পুনরাবির্ভাব ঘটলো তখনি। হ্যাঁ, তার আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল বৈকি, কারণ সপ্তাহ খানেক আগে আবিষ্কার করা সেই চিঠিটাই তাকে ঠিক খুঁজতে বার করে আনতো।

ঠিক পুরোপুরি খেয়াল করতে পারছে না আইরিশ...ছবিটা ঠিক স্পষ্ট নয় যেন।

নভেম্বরে মারা যান রোজমেরি। পরের মে মাসে লুসিল ড্রেকের তত্ত্বাবধানে আইরিশ তাঁর সামাজিক জীবন শুরু করেন। পার্টি, নাচ-গান, হৈ-হুল্লোর, তবে এসব উপভোগ করার ইচ্ছে খুব একটা

ছিলো না আইরিশের। বরং তাঁকে অখুশিই বলে মনে হলো। দিনকে দিন পার্টি, নাচ-গানে অংশ নিতে নিতে তিনি ক্লান্ত। জুনের শেষ, এক অতি নীরস নাচের আসর, আচমকা পিছন থেকে পুরুষ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে তার কানে ঃ 'আপনিই কি আইরিশ মারলে?'

চকিতে ফিরে তাকান তিনি। তাঁর চঞ্চল হরিণী চোখে ঝলসানো বিদ্যুৎ। চোখের পর্দায় তখন এ্যানথনির হাস্যময় মুখ।

নিজের থেকেই সে আবার বলে, 'আপনি যে আমাকে চিনতে পারবেন, অতোটা আশা করি না, কিন্তু—'

তার কথার মাঝে বাধা দিলেন আইরিশ। 'কিন্তু আমি আপনাকে ঠিক মনে রেখেছি। হ্যাঁ, অবশ্যই আমার মনে আছে।'

'অপূর্ব! আমার আকাঙ্খা ছিলো আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন। অনেকদিন হলো আপনাকে দেখিনি।'

'জানি। সম্ভবতঃ রোজমেরির জন্মদিনের পর থেকে—'

কথাটা অসমাপ্ত রেখে ভাবছেন আইরিশ। কোন কিছু না ভেবেই কথাটা তিনি বলে ফেললেন 'জন্মদিনের পর থেকে—!' কিন্তু কথাটা মনে হতেই তাঁর মুখের রঙ যায় বদলে, সাদা ফ্যাকাশে, একটু আগে কে যেন তাঁর মুখের সব রক্ত ব্লটিং পেপার দিয়ে শুষে নিয়েছে। কাঁপা কাঁপা ঠোঁট এবং বড় বড় চোখ করে তাকান তার দিকে।

অপ্রস্তুত এ্যানথনি তাড়াতাড়ি ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলে ওঠে, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত। সত্যি আমি কি নিষ্ঠুর বলুন তো, কথাটা আপনাকে মনে করিয়ে দিয়ে!'

ব্যাপারটা মেনে নিয়ে আইরিশ বলেন, 'ও, ঠিক আছে।'

(রোজমেরির সেই জন্মদিনের পার্টির রাত থেকে রোজমেরি যে রাতে আত্মহত্যা করেন তারপর থেকে দেখা নেই। না, না সে সব কথা তিনি আর ভাবতে পারছেন না। তিনি আর ভাববেন না, না ভাববেন না)।

এ্যানথনি ব্রাউন আবার বলে, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন। আচ্ছা এসব কথা ভুলে আসুন না আমরা একটু নাচ করি!'

মাথা নাড়লেন তিনি, সম্মতির লক্ষণ।

রোজমেরির বন্ধু, কথাটা মনে হতেই এক আকস্মিক যন্ত্রণা অনুভব করলেন তাঁর বুকের মধ্যে। রোজমেরির বন্ধু। সেই চিঠিটা! যার সঙ্গে তিনি নাচ করছেন, এর উদ্দেশ্যেই কি চিঠিটা লিখেছিলেন রোজমেরি? এরই ছদ্মনাম কি 'লিওপার্ড'? সে এবং রোজমেরি কি—

আইরিশ দ্রুত প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেন তার উদ্দেশ্যে। 'এতদিন আপনি কোথায় ছিলেন?'

নাচতে নাচতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল এ্যানথনি। বুঝিবা আইরিশের কাছ থেকে একটু পিছিয়ে পড়লো সে দূর থেকে ভালো করে তাঁকে দেখার জন্য। একটু আগের তাঁর সেই মুখের হাসিটা এখন উধাও, কেমন ঠান্ডা, নিস্তেজ কণ্ঠস্বর তার।

• 'ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল।'

'তাই বুঝি!' আইরিশের কথার মধ্যে কোন রাখ-ঢাক নেই, নেই কোন নিয়ন্ত্রণ, 'তাহলে কেনই বা আবার ফিরে এলেন?'

এবার সে হেসে ফেললো। হাল্কা ভাবে বললো, 'সম্ভবতঃ তোমাকে দেখার জন্য, হ্যাঁ তোমাকে দেখার জন্যই এতোদিন পর আমার আসা আইরিশ মারলে।'

তারপর থেকে এ্যানথনি তাঁর জীবনে একটা বিরাট ভূমিকা নিয়ে আবির্ভূত হলো। সপ্তাহে অন্তত একবার তার সঙ্গে দেখা হওয়া চাই-ই। কোনদিন পার্কে; কোনদিন বা কোন নাচের আসরে এ্যানথনির সঙ্গে দেখা করতেন তিনি। আর বাড়ি ফেরার আগে এ্যানথনি তাঁকে নৈশভোজে আপ্যায়ন করতো।

তবে আইরিশকে ঘিরে এ্যানথনির সর্বত্র বিচরণ থাকলেও কিন্তু একটা জায়গায় কখনো আসতো না সে, সেই জায়গাটা হলো এলভাস্টন স্কোয়ার। এই দিকটার দিকে প্রথমে নজর পড়েনি আইরিশের।

পরে যখন তিনি উপলব্ধি করলেন একদিন সরাসরি এ্যানথনিকে নিমন্ত্রণ করে বসলেন এলভাস্টন স্কোয়ারের বাড়িতে আসার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে সে তাঁর আহ্বান প্রত্যাখান করে। আর তখনি তাঁর মনে হলো, কেন, কেন এই প্রত্যাখ্যান তার?

তারপর একদিন তাঁকে চমকে দিয়ে আপন-ভোলা, অপরের ব্যাপারে নাক গলানো জর্জ এ্যানথনির প্রসঙ্গ তুলে বললেন, 'কে এই এ্যানথনি ব্রাউন, জানো তুমি! তার সম্বন্ধে কিছু না জেনেই তুমি মিশতে আরম্ভ করেছো?'

তাঁর দিকে অবাক চোখে তাকান আইরিশ।

'কে এ্যানথনি ব্রাউন, জানো তুমি? রোজমেরির বন্ধু ছিলো সে কি?'

জর্জের মুখের চোয়াল কঠিন হয়ে উঠলো। গম্ভীর গলায় তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, তা ছিলো বৈকি! সে তো আজ অতীত।'

'আমি দুঃখিত', আইরিশের গলায় অনুতাপের সুর, 'কথাটা মনে করিয়ে দেওয়া আমার উচিৎ হয়নি।'

জর্জ বারটন মাথা নাড়েন। তাঁর কণ্ঠস্বর শান্ত, সংযত, 'না, না, আমি তাকে ভুলতে তো চাইনি। কখনোই না।' চোখের দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে জর্জ বলেন, 'হাজার হোক সে তো আমার, আমারি স্ত্রী, রোজমেরি—আজ সে স্মৃতি, কেবলি স্মৃতি।' আইরিশের চোখে আবার চোখ রেখে আবেগ জড়ানো স্বরে তিনি বলেন, 'তোমার দিদিকে আমি ভুলতে চাই না আইরিশ।'

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো আইরিশের।

'আমি পারবো না, কখনো পারবো না।' জর্জ বলতে থাকেন, 'কিন্তু এই এ্যানথনি ব্রাউনকে হয়তো রোজমেরি পছন্দ করতো, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না, তার সম্বন্ধে রোজমেরি খুব বেশি কিছু জানতো বলে। তুমি তো জানো, তাই আমি আবার বলছি আইরিশ তোমাকে এখন সতর্ক হতে হবে। কারণ এখন তুমি ধনী মহিলা।'

রাগে জ্বলে উঠলেন আইরিশ।

'টনি—এ্যানথনি—ওর নিজেরই অনেক টাকা আছে। লন্ডনে থাকার সময় ক্লারিজে অভিনয় করে।'

জর্জ বারটন একটু হাসলেন। 'হতে পারে সে একজন সম্মানিত এবং পয়সাওয়ালা লোক। কিন্তু তার সম্বন্ধে খুব কম লোকেরই আগ্রহ আছে।'

'জানো, সে একজন আমেরিকান।'

জর্জের কথায় চিন্তার ছোঁয়া, 'ভেবেছিলাম তোমার ব্যাপারে নাক গলাবো না কিন্তু তুমি আমার আত্মীয় বলেই সময় থাকতে তোমাকে একটু সতর্ক করে দিচ্ছি। লুসিল'এর সঙ্গে আমি কথা বলবো।'

'লুসিল!' অবজ্ঞার ছোঁওয়া আইরিশের কথায়।

'হ্যাঁ আমি তার সঙ্গে কথা বলে জানতে চাই সব ঠিক মতো চলছে কিনা! মানে তুমি যা চাও তোমার যা ইচ্ছে সেই সব ঠিক ঠিক পূরণ করতে পারছে কিনা! পার্টি নাচ এই রকম সব আনন্দদায়ক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আর কি... একটু থেমে জর্জ আবার বলতে থাকেন, 'কারণ তা নাহলে খোলাখুলিই বলতে হবে তোমার বয়স কম, তোমার সুখ সুবিধার ব্যবস্থা তো আমাকেই দেখতে হবে। তোমার দেখাশোনা করার ভার একজন কম বয়সের কারোর উপর দিতে হবে সেক্ষেত্রে। আমি দেখতে চাই তুমি তোমার জীবন পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করো।'

এ তাঁর প্রতিশ্রুতি নাকি হুমকি সে যাই হোক মিসেস ড্রেকের সঙ্গে অ্যানথনি ব্রাউনের ব্যাপারে তাঁর কথা হয়েছিল। কিন্তু এমনি ভাগ্য যে সেই সময় লুসিল তাঁর কথায় পুরোপুরি মনোযোগ দিতে পারলেন না।

আসলে ঠিক সেই সময়ে লুসিল তাঁর অকর্মণ্য পুত্রের কাছ থেকে একটি তারবার্তা পান, পুত্র ছিলো তাঁর নয়নের মণি সে বেশ ভালো করেই জানতো কি করে দুর্বল চিত্তের মায়ের কাছ থেকে চাপ দিয়ে টাকা বার করে নেওয়া যায়। সেই মনোভাব তারবার্তায় তা প্রকাশ পেয়েছিল।

'দুশো পাউন্ড আমাকে পাঠাতে পারো? জীবন বিপন্ন ভিকটর।' তারবার্তাটা পেয়ে কাঁদছিলেন লুসিল।

ঈশ্বরের কাছে সম্মান অনেক বড়। এর আগে মাত্র একবার ছাড়া সে কখনো টাকার জন্য অনুরোধ করেনি তাঁকে। সে তার মায়ের অবস্থার কথা বেশ ভালো করেই জানে। 'আমার আশঙ্কা এতদিন সে নিশ্চয়ই নিজেকে গুলি করে বসবে।'

'না তা সে করবে না।' অন্যমনস্ক ভাবে কথাটা বলে ফেলল জর্জ।

'তুমি তো জানো। আমি তার মা স্বভাবতই আমি জানি আমার নিজের ছেলে কি চায়! সে যা চেয়েছে তা না দিতে পারলে আমি নিজেকে কখনো ক্ষমা করতে পারবো না। তাই ভাবছি আমার সেই শেয়ারগুলো বিক্রী করে দেবো।'

'দ্যাখো লুসিল', দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে জর্জ বলেন, 'আমার কথা শোনো, সেখানে আমার এক প্রতিনিধি আছে, তার কাছ থেকে তোমার গুণধর পুত্রের প্রকৃত অবস্থার খবর আমি নিচ্ছি দু'এক দিনের মধ্যে। তবে আমার উপদেশ হলো তার অভাব তাকেই মেটাতে দাও। তুমি তা না করলে কোনো দিনও সে তার স্বভাব পাল্টাবে না।'

'তোমার মন কঠিন জর্জ। বেচারা আমার বড় দুঃখী—'

মেয়েদের সঙ্গে ভালো-মন্দ কোন ব্যাপারেই তর্ক করাটা পছন্দ করেন না জর্জ। তাই তিনি শুধু বললেন, 'ঠিক আছে, বুথের সঙ্গে যোগাযোগ করছি আজই। আশাকরি আগামী কালই বিস্তারিত খবর পেয়ে যাবো।'

জর্জের কথায় একটু শান্ত হলেন লুসিল। দুশো পাউন্ড থেকে পঞ্চাশ পাউন্ডে নেমে এলেন তিনি এবং এই পঞ্চাশ পাউন্ড তিনি পাঠাতে চাইলেন।

টাকাটা জর্জ নিজে দিতে চাইলেন, তবে ভিক্টর জানতো যে, টাকাটা তার মা'য়ের শেয়ার বিক্রি করে পাঠানো হয়েছে। জর্জের বক্তব্য হলো, সব পরিবারেই ভিক্টরদের মত দু'একজন অপদার্থ মানুষ থেকে থাকে। তাদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সব দায়-দায়িত্ব এভাবেই সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষ পালন করে থাকে।

'কিন্তু সে তো আপনার পরিবারের কেউ নয়, আপনি কেন তার দায়-দায়িত্ব নিতে যাবেন?'

'রোজমেরির পরিবার আমারও পরিবার।'

'ওঃ প্রিয়তম জর্জ, তুমি কি মহান!' আইরিশ আবেগ জড়ানো স্বরে বলে, 'এ ব্যাপারে আমি কোন সাহায্য করতে পারি না?'

আইরিশের দিকে তাকিয়ে তিনি হাসলেন।

'তোমার বয়স একুশ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তুমি তা করতে পারো না। তবে ভবিষ্যতের জন্য আমি তোমাকে ছোট্ট একটা উপদেশ দিয়ে রাখি, যদি কেউ তোমার কাছ থেকে একশো পাউন্ড চায়, জানবে কুড়ি পাউন্ড তার প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট। আশাকরি আমার এই উপদেশ মতো তুমি কাজ করবে। পুত্রবৎসল মানে তুমি তার ইচ্ছা থেকে সরিয়ে আনতে পার না। তবে এই ভাবে টাকার পরিমাণটা কমিয়ে আনতে পারো। আর একটা কথা, ভিক্টর ড্রেক তার হুমকি কখনোই কার্যকর করবে না। যে লোক আত্মহত্যা করবে বলে, প্রকৃতপক্ষে সে কখনোই তা করতে পারে না।'

কখনো নয়? রোজমেরির কথা ভাবলেন তিনি। তাঁর সেই ভাবনা স্থায়ী হলো মাত্র ক্ষণকাল জর্জ তখন রোজমেরির কথা ভাবছিলেন না। তাঁর সব চিন্তা তখন রিও-ডি-জেনেরিওর সেই যুবকটিকে ঘিরে, যে যুবকের বিবেক বলে কিছু নেই, জানা আছে কেবল বাক-চাতুর্যের কলা-কৌশল।

আইরিশের কথা ভেবে লুসিলের সব মনোযোগ এখন তাঁর উপর দেওয়া উচিৎ। এ্যানথনি ব্রাউনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের ফলাফলের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা উচিৎ। জর্জ অন্তত তাই মনে করে সেই সময়।

অতএব—'তারপর ম্যাডাম!' জর্জের মধ্যে আকস্মিক পরিবর্তন? কখন তার শুরু? আর তার কারণই বা কি?

অতীতের স্মৃতির পৃষ্ঠাগুলো ওল্টাতে গিয়ে আইরিশ কিন্তু আঙুল দেখিয়ে বলতে পারেন না, ঠিক কবে থেকে সেটা শুরু হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি রোজমেরির মৃত্যুর পর জর্জ কেমন বদলে যান, তারপর থেকে তিনি যেন এক আলাদা জগতে বাস করতে থাকেন। রোজমেরির মৃত্যুর কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর বয়স যেন অসম্ভব বেড়ে যায়, চেহারা হয়ে ওঠে ভারিক্কি।

জর্জের সঙ্গে এ্যানথনি ব্রাউনের মতবিরোধ হওয়ার পর আইরিশ উপলব্ধি করলেন, তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তিনি কেমন বিহ্বল, হতবুদ্ধি হয়ে যান সময় সময়। তারপর থেকে তিনি তাঁর রোজকার অভ্যাস বদলে ফেলেন, কাজ সেরে তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফেরা, স্টাডিরুমে প্রবেশ করে নিজেকে একা আবদ্ধ রাখা। সেখানে কোন কাজে নিজেকে যে তিনি নিয়োজিত করতেন তা নয়। একদিন তাঁর সেই স্টাডিরুমে প্রবেশ করে আইরিশ দেখেন, জর্জ স্রেফ তাঁর ডেস্কের উপর বসে আছেন, দৃষ্টি উদাস।

যতো দিন যায়, তাঁকে যেন আরো বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্থ বলে মনে হয়। এ ব্যাপারে কেউ বড় একটা মাথা ঘামায় না।

তারপর কিছুদিনের বিরতির পর অকারণ তিনি প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। আর তখনি তিনি তাঁর ব্যবহারে একটা সন্দেহের গন্ধ পেলেন।

'দ্যাখো আইরিশ, রোজমেরি কি তোমার সঙ্গে খুব বেশি কথাবার্তা বলতো?'

অবাক চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন আইরিশ। 'কেন, নিশ্চয়ই জর্জ। ছোট বোনের সঙ্গে কথা বলবেন না তো তিনি অন্য আর কার সঙ্গে কথা বলবেন?'

'ওঃ! তাও কথাবার্তা ওর নিজের সম্বন্ধেই। কেবল বলতো, নাকি ওর বন্ধু-বান্ধবদের প্রসঙ্গ নিয়েও আলোচনা করতো?' এ ধরণের আরো কতো সব প্রশ্ন, ও কি সুখী না অসুখী ছিলো?'

জর্জের এ ধরণের প্রশ্ন শুনে আইরিশের ধারণা হয়, রোজমেরির অবৈধ প্রণয়ের ব্যাপারটা তিনি নিশ্চয়ই জানতেন। জর্জের মনের কথা ভালো করে জানার জন্যে আইরিশ ধীরে ধীরে বলেন, 'বেশি কথা কখনো তিনি বলতেন না। মানে আমি তো দেখেছি, সব সময় তিনি তাঁর কাজে ব্যস্ত থাকতেন।'

'আর একদিন হঠাৎ জর্জ জানতে চাইলেন, 'রোজমেরির বিশিষ্ট বন্ধু কে ছিলেন?'

প্রত্যুত্তরে আইরিশ বললেন, 'গ্লোরিয়া কিং, মিসেস অটওয়েল-মেইসি অটওয়েল, জীন রেমন্ড।'

'তাদের সঙ্গে রোজমেরির ঘনিষ্ঠতা ছিলো কিরকম?'

'আমি ঠিক জানি না।'

'মানে, তোমাদের মধ্যে কাউকে ওর গোপন কোন কথা বলেছিল বলে মনে হয়?'

'সত্যি কথা বলতে কি আমি এ সবের কিছুই জানি না। আর কি ধরণের গোপন কথা বলে তুমি ভাবছো বলতো?' এটাই তাঁর শেষ প্রশ্ন মনে করে জিজ্ঞেস করেননি আইরিশ। কিন্তু জর্জ তাঁকে চমকে দিয়ে সেই বিস্ময়কর প্রশ্নটা করে বসল হঠাৎ।

'আচ্ছা, রোজমেরি কি কারোর তরফ থেকে ভয়ের আশঙ্কা করতো কখনো?'

'ভয়ের আশঙ্কা?' আইরিশ অবাক চোখে তাকালেন।

'আমি জানতে চাই, রোজমেরির কোন শত্রু ছিলো?'

'মেয়েদের মধ্যে?'

'না, না তারা নয়। সত্যিকারের শত্রু। সেরকম শত্রু কেউ ছিলো বলে কি তোমার মনে হয় না, যার কাছ থেকে রোজমেরির ক্ষতির আশঙ্কা করা যেতে পারে।'

আইরিশের বিস্ময়কর চাহনি দেখে ঘাবড়ে যান জর্জ। বিড়বিড় করে তিনি আবার বলেন, 'আমি জানি কথাটা অশোভন শোনাচ্ছে, কিংবা কথার মধ্যে একটা নাটকীয় ভাব আছে, কিন্তু এ ব্যাপারে আমি বিস্ময় প্রকাশ না করে থাকতে পারছি না।'

তারপর একদিন কি দুদিন পরে ফ্যারাডেদের সম্পর্কে আচমকা প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। ফ্যারাডেদের সঙ্গে কতোবার দেখা সাক্ষাৎ হয় রোজমেরির, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আইরিশের সন্দেহ জাগে।

'সত্যি আমি জানি না জর্জ।'

'তাদের সম্বন্ধে রোজমেরি তোমাকে কোন কথা বলেছিল?'

'না, আমার তা মনে হয় না। তবে রাজনৈতিক আলোচনায় রোজমেরির খুব আগ্রহ দেখতাম।'

'হ্যাঁ। সুইজারল্যান্ডে ফ্যারাডেদের সঙ্গে আলাপ হওয়ার আগে রাজনীতির 'রা'ও জানতো না রোজমেরি।'

'না। আমাদের ধারণা ষ্টিফেন ফ্যারাডেই ওকে রাজনীতিব ব্যাপারে সচেতন করে তোলে।'

'এ ব্যাপারে সান্দ্রার ধারণা কি ছিলো বলে তোমার মনে হয়?'

এ ধরণের প্রশ্নে স্বভাবতই একটু অস্বস্তি বোধ করলেন আইরিশ। 'না, আমার জানা নেই। অন্তত দিদি আমাকে এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি।'

'হ্যাঁ, ও ছিল ভীষণ চাপা স্বভাবের এবং বরফের মতো ঠান্ডা মেয়ে। কিন্তু ও যে স্টিফেনের জন্য উন্মাদ ছিলো এ খবর আমি অনেকের কাছ্ থেকে পেয়েছি।'

'তা হতে পারে।'

'আচ্ছা, রোজমেরি এবং ফ্যারাডের স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক কিরকম ছিলো বলে তোমার মনে হয়? নিশ্চয়ই তিক্ত সম্পর্ক।'

'না, আমার তা মনে হয় না। রোজমেরি বেশ হেসে হেসেই কথা বলতেন সান্দ্রার সঙ্গে। এক এক সময় রোজমেরি বলতেন সান্দ্রার মতো বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ খুব কম দেখা যায়। ঘোড়ার মতো টগ্‌বগে ছিলেন সান্দ্রা।'

কথাটা যেন মনপুতঃ হয় না জর্জের। ঘোঁতঘোঁত করে তিনি বলেন, 'এ্যানথনি ব্রাউনের মতো একর্জন ভালো লোককে দেখে তোমার কি মনে হয় আইরিশ?'

'মন্দ কি!' শান্ত সংযত গলায় আইরিশ উত্তর দেন। সেই সঙ্গে অবাক না হয়ে পারেন না। আশ্চর্য, এবার জর্জ তার সম্বন্ধে কোন সতর্কবাণী আর উচ্চারণ করলেন না। বরং তার সম্বন্ধে একটু বাড়তি আগ্রহ দেখালেন তিনি।

'ভদ্রলোক বেশ কেতাদুরস্ত, সুন্দর স্বভাবের, তাই না? তার জীবনে যথেষ্ট আকর্ষণ আছে বলে মনে হয়। সে তার জীবন সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে কোন আলোচনা করেছে নাকি?'

'না, খুব বেশি নয়। তার ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারেই বেশি আলোচনা হয় আমাদের মধ্যে।'

'কিসের ব্যবসা তার বলো তো?'

'তা তো জানি না। কখনো সে বলেনি কিসের ব্যবসা তার।'

'অবশ্য বলার কোন প্রয়োজন অবশ্য নেই,' জর্জ বলেন, 'আমি জানি কিসের ব্যবসা তার। অস্ত্র উৎপাদনকারী কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সে। গত হেমন্তে ইউনাইটেড আর্মস লিমিটেডের চেয়ারম্যান ডিউসবেরির সঙ্গে তার অনেক টাকার ব্যবসায় একটা চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই এ্যানথনি ব্রাউনের মধ্যে অনেক সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন রোজমেরি, তাই না?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ তিনি দেখেছিলেন বৈকি!'

কিন্তু তার সঙ্গে ওর পরিচয় তো খুব অল্পই ছিলো। কচ্চিৎ আসতো সে রোজমেরির কাছে। তবে মাঝে মাঝে ওকে সে নাচের পার্টিতে নিয়ে যেতো। জর্জকে এবার কেমন একটু উত্তেজিত দেখায় কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে সেই অল্প পরিচয়ের সূত্রে রোজমেরি কেন যে তাকে ওর জন্মদিনে কামনা করলো সেটা আজও আমার কাছে একটা রহস্য বলেই মনে হয়।'

'তা এর মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে', আইরিশ শান্তভাবে জবাব দেন এ্যানথনি খুব ভালো নাচতে পারে।'

লাক্সেমবার্গের গোল টেবিল। মৃদু নীলাভ আলো, ফুলের স্তবক থেকে মিষ্টি সুবাস ভেসে আসে

বাতাসে। নাচের তালে তালে বাজনার মিষ্টি সুরটা একটা অদ্ভুত বাজনা এনে দিয়েছিল যেন। সাতজন লোক টেবিলটাকে ঘিরে বসেছিলেন। তাঁর নিজের পাশে বসেছিল এ্যানথনি ব্রাউন, রোজমেরি, ষ্টিফেন ফ্যারাডে, রুথ লেসিং, জর্জ এবং জর্জের ডানদিকে স্টিফেন ফ্যারাডের স্ত্রী লেডি আলেকজেন্ডার ফ্যারাডে। অমন চমৎকার একটা পার্টি কদাচিৎ দেখা যায়।

আর সেই পার্টি চলাকালীন মাঝপথে রোজমেরি—না না সেকথা না ভাবাই ভালো। বরং টনির পাশে বসার অনুভূতিটা কিরকম হয়েছিল সে কথা ভাবলে ভালো হয় বোধহয়। সেই বোধহয় প্রথম তার সঙ্গে সত্যিকারের মিলন তার। আইরিশ ভেবে চলেন এর আগে সে ছিলো তার কাছে একটি নাম, হলঘরে একটি ছায়া মাত্র, গাড়ির সামনে রোজমেরিকে সঙ্গে নিয়ে ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষারত অবস্থায় চাক্ষুস করা, ব্যাস এই পর্যন্ত।

'টনি—' জর্জের পূর্ববর্তী প্রশ্ন শুনে সম্বিৎ ফিরে পান আইরিশ।

মজার ব্যাপার হলো সেদিনের সেই জন্মদিনের পার্টির পর সে যেন কেমন কর্পূরের মতো মিলিয়ে গেলো। 'কোথায় সে টাকা দেয় তুমি কি তার কিছু জানো আইরিশ?'

অস্পষ্ট উত্তর আইরিশের 'মনে হয় সিংহল কিংবা ভারতবর্ষে।' 'যাইহোক ব্রাউনকে একদিন নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিও তার সঙ্গে আবার আমি আলাপ করতে চাই।'

খুশীতে ডগমগ হয়ে ওঠেন আইরিশ। জর্জ আবার আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন, এ্যানথনিকে এ বাড়িতে আহ্বান জানাচ্ছেন। সে আমন্ত্রণ সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করলেন অ্যানথনি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে তাকে বাইরে চলে যেতে হয় তাই সে আসতে পারলো না।

একদিন জুলাই মাসের শেষে লুসিল এবং আইরিশকে একটা চমকপ্রদ খবর শোনালেন জর্জ। তিনি নাকি একটা বাড়ি কিনেছেন।

রুথ লেসিং জর্জের অতি বিশ্বস্ত সেক্রেটারি। রুথ যেন তাদের পরিবারের একজন হয়ে গেছে এখন। রীতিমতো সুন্দরী। রূপের সঙ্গে গুণের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ তার মধ্যে।

আজ রোজমেরি বেঁচে থাকলে বলতেন বাড়িটার দেখাশোনা করার ভার রুথের ওপর দাও। চমৎকার মেয়ে সে!

সব মুশকিলের অবসানকারিণী হলো মিস্ লেসিং। হাসতে হাসতে সব সমস্যা কেমন সহজ সরল সমাধান করে ফেলে রুথ। জর্জের অফিস চালায় সে, অনেকের সন্দেহ জর্জকেও সে চালায়। জর্জ তার অনুগত এবং তার যে কোন সিদ্ধান্ত যে তিনি মাথা নত করে মেনে নেন। আর রুথকে দেখে মনে হতো তার নিজের কোন চাহিদা নেই, নেই কোন আশা-আকাঙ্খা।

যাইহোক লুসিল ড্রেক কিন্তু জর্জের এই ব্যবস্থা মেনে নিতে পারলেন না।

'প্রিয় জর্জ, রুথ যোগ্য হতে পারে মেনে নিলাম কিন্তু আমাদের ড্রইং-রুমের রঙ কি হবে সেটা মনোনীত করা উচিৎ আমাদের পরিবারেরই মেয়ের। এ ব্যাপারে আইরিশের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিৎ। নিজের সম্বন্ধে আমি কিছুই বলবো না। আমি তো কোন ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ি না। কিন্তু আইরিশের কাছে এ ব্যাপারটা খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার বলেই আমার ধারণা।'

'আমি তোমাদের চমকে দেবো বলে ভেবেছিলাম।' জর্জ কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করেন।

শেষ পর্যন্ত লুসিলকে হাসতে হলো, 'সত্যি জর্জ তুমি কি ছেলেমানুষ!'

ড্রইংরুমের কি রঙ হবে সে নিয়ে আমার কোন মাথা-ব্যথা নেই। রুথ বুদ্ধিমতী তার পছন্দ নিশ্চয়ই আমাদের সবার ভালো লাগবে। আচ্ছা জর্জ সেখানে টেনিস কোর্ট আছে তো?'

'হ্যাঁ, গলফ্ লিঙ্ক থেকে মাত্র ছ'মাইল দূরে, সমুদ্র মাত্র চোদ্দ মাইলের মধ্যে। তাছাড়া সেখানে আমরা প্রতিবেশী হিসাবে যাদের পাচ্ছি—'

'প্রতিবেশী?' মাঝপথে বাধা দিলেন আইরিশ।

আইরিশের চোখে চোখ রাখতে পারলেন না জর্জ।

'ফ্যারাডেরা' অন্যদিকে না তাকিয়ে তিনি বলেন, 'মাত্র মাইল দেড়েক দূরে, পার্কটা পেরিয়েই তাঁদের বাড়ি।'

জর্জের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবেন আইরিশ। মিনিট খানেকের মধ্যেই তিনি উপলব্ধি করলেন, মানে খুঁজে পেলেন, হঠাৎ কেন গোপনে সাসেক্সে ঐ বাড়িটা কিনলেন জর্জ। আসলে স্টিভেন এবং সান্দ্রা ফ্যারাডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্যই তাঁদের বাড়ির কাছাকাছি একটা বাড়ি তিনি কিনেছেন।

কিন্তু ফ্যারাডেদের কাছ থেকে জর্জ কি আশা করেন? কয়েকদিন থেকে আইরিশকে মাঝে মাঝে জর্জ যে সব অদ্ভুত ধরণের প্রশ্ন করতেন, এটা কি তারই পরিণতি। ইদানিং জর্জকে কেমন সন্দেহজনক পুরুষ বলে মনে হয়েছে।

আগস্টের বেশিরভাগ সময় তাঁরা কাটালেন লিটল প্রায়রসে। ভয়ঙ্কর সেই বাড়ি, যেন গিলতে আসছে। ভয়ে কেঁপে ওঠে আইরিশ। বাড়িটা সুন্দরভাবে সাজানো-গোছানো, সুন্দর পরিবেশ, তবু বাড়িটা যে অসহ্য ঠেকে আইরিশের কাছে (এ জন্য রুথ লেসিং-এর কোন দোষ নেই অবশ্য।) ঘৃণা অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে থাকেন তিনি। একটা অদ্ভুত নির্জনতা বিরাজ করে সেখানে সব সময়। মনে হয় তাঁরা যেন সেখানে বসবাস করেন না, জবর-দখল করে বসেছেন, যেমন করে রণক্লান্ত সৈনিকরা পরবর্তী ঘাটিতে যাওয়ার আগে পথিমধ্যে কোন খালি বাড়ি দেখলে সাময়িকভাবে দখল করে নেয় এবং বিশ্রাম নেওয়ার জন্য, ঠিক সেই রকম।

হেমন্তের বেলাগুলো নিষ্ফলা গেলো। সপ্তাহ শেষে টেনিস পার্টি, ফ্যারাডোদর বাড়িতে নৈশভোজে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়া, গতানুগতিক জীবন। তবে সান্দ্রা ফ্যারাডের সৌন্দর্য সত্যি মুগ্ধ করার মতোন। হাসিখুশিতে ভরা সান্দ্রাই পরিচয় করিয়ে দেন সেখানকার প্রতিবেশীদের সঙ্গে।

কিন্তু কে বলতে পারে তাঁর সেই হাসির আড়ালে কি তিনি ভাবছেন, কোন গুঢ়-অভিসন্ধি লুকিয়ে আছে, কে জানে? তিনি যেন এক রহস্যময়ী নারী।

তবে স্টিফেনকে বড় একটা দেখা যেতো না। তিনি নাকি রাজনৈতিক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু আইরিশের ধারণা, তিনি বোধহয় ইচ্ছে করেই লিটল প্রায়রসের বাড়িতে আসা এড়িয়ে যেতেন।

তারপর সেখান থেকে চলে আসার ঠিক আগের দিন রাত তখন একটা হবে দরজায় নক্ করার শব্দ শুনে আইরিশের ঘুম ভেঙ্গে যায়। সবে তখন তাঁর একটু তন্দ্রা এসেছিল চোখে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে ড্রেসিং গাউনটা গায়ে চাপিয়ে নিয়ে দরজা খুলে দেন আইরিশ তখন দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে ছিলেন জর্জ। তাঁর পরনে তখনো সুন্দর পোষাক, অতএব তখনো তিনি বিছানায় শুতে যাননি নিশ্চয়। ঘনো ঘনো নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন তিনি। মুখের রঙ আশ্চর্যজনক ভাবে নীলচে হয়ে গিয়েছিল।

আইরিশকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই জর্জ বললেন 'আমার স্টাডিরুমে এসো আইরিশ। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। আর একজনের সঙ্গেও কথা বলতে হবে আমাকে।'

সম্মোহিতের মতো ঘুমে ঢুলু-ঢুলু চোখে আইরিশ তাঁকে অনুসরণ করলেন। স্টাডিরুমে তাঁরা দুজনে প্রবেশ করা মাত্র জর্জ দরজাটা নিজের হাতে বন্ধ করে দিলেন এবং তাঁর বিপরীত ডেস্কের উপর বসতে বললেন আইরিশকে।

আইরিশকে একটা সিগারেট দিয়ে তিনি নিজে একটা সিগারেট ধরাতে যান, কিন্তু পারেন না, হাত কাঁপে।

'কি ব্যাপার জর্জ?' আইরিশ হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'আজ তোমাকে এতো নার্ভাস দেখাচ্ছে কেন বলো তো?' আইরিশ রীতিমতো সতর্ক হয়ে গেছে এখন। জর্জকে কিরকম ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল।

হাঁপাতে হাঁপাতে জর্জ বলে, 'আমি আর একা একা ভাবতে পারছি না। তোমাকেও বলতে হবে, তুমি কি ভাবছো—এটা কি সম্ভব?'

'কিন্তু জর্জ, তুমি কি ব্যাপারে বলছো, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

জর্জ দুহাতে নিজের কপাল টিপে ধরে বললেন, 'আমি কি বলতে চাইছি, তুমি বুঝতে পারছো না? না, না তুমি ওভাবে আমার দিকে তাকিও না আইরিশ, আমার ভীষণ ভয় করছে। আমাকে তোমার সাহায্য করতে হবে। এবং এক্ষুণি! তুমি হয়তো ভাবছো, এ সব আমার অসংলগ্ন কথাবার্তা। কিন্তু চিঠিগুলো দেখলে ভাববে, আমার কথার মধ্যে এতোটুকু অতিরঞ্জিত কিংবা আধিক্য নেই। বিশ্বাস করো আইরিশ, আমি এখনো একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ। তবে একটু দেরী হলে আমি বোধ হয় সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাবো।

তারপর ডেস্কের একটা ড্রয়ার খুলে দুটি কাগজের শীট বার করলেন সেখান থেকে।

'চিঠিগুলো পড়ে দ্যাখো!' কাগজের শীট দুটি আইরিশের দিকে এগিয়ে দেন জর্জ।

পলকপতনহীন চোখে কাগজ দুটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। চিঠির বক্তব্য অতি সহজ, অতি সরল।

'তুমি ভাবছো, তোমার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে? না, তা সে করেনি। খুন হয়েছে সে।'

দ্বিতীয় চিঠির বক্তব্যও আগের চিঠির মতোই প্রায়ঃ

'তোমার স্ত্রী রোজমেরি আত্মহত্যা করেনি। খুন হয়েছে সে।'

'চিঠিগুলো তিনমাস আগে এসেছিল।' জর্জ বলতে থাকেন, 'প্রথমে আমি ভেবেছিলাম এটা কোন ঠাট্টার ব্যাপার। তারপর আমি ভাবতে শুরু করি। আচ্ছা রোজমেরি কেনইবা আত্মহত্যা করতে যাবে?'

আইরিশ তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেন। হযতো তিনি অসুখী ছিলেন।'

'হ্যাঁ, তা হতে পারে।' সহজভাবে কথাটা মেনে নিলেন জর্জ। 'তবে সে যাইহোক, আমার তো মনে হয় না, অসুখী ছিলো বলেই অমন করে আত্মহত্যা করবে ও! ও আমাকে ভয় দেখাতে পারতো, তারপর ওর ইচ্ছা পূরণ না হলে অন্য পথ তো খোলাই ছিলো এবং এখনো আছে।'

'কিন্তু জর্জ, সে নিশ্চয়ই তাই করে থাকবে। তার প্রমাণ তো রোজমেরির মৃত্যুরহস্যের মধ্যেই লুকিয়ে ছিলো।'

'জানি, আমি সব জানি।' জর্জ তাঁর ছোট্ট একটা বক্তব্য রাখলেন, 'এ ব্যাপারে আমিও অনেক ভেবেছি। যতো ভেবেছি ততোই যেন মনে হয়েছে নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে। আর সেই জন্যেই তোমার নিশ্চয়ই খেয়াল আছে, রোজমেরির সম্বন্ধে প্রায়ই তোমাকে প্রশ্ন করতাম, রোজমেরির বন্ধু কে, কে? ওর কোন শত্রু ছিলো কিনা? আর রোজমেরিকেও অনেক দেখেছি, তাঁর সঙ্গে অনেক মিশেছি, কিন্তু কোনদিনও তাঁকে ভয় পেতে দেখিনি। যাইহোক, যেই ওকে খুন করে থাকুক না কোন, সেই খুনের পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে—'

'কিন্তু জর্জ, তুমি কি ক্ষেপে গেলে—'

'এক এক সময় আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু অন্য সময় আমার মনে হয়, আমি বোধহয় সঠিক পথেই চলছি। তবে আমাকে জানতেই হবে, আমাকে খুঁজে বার করতেই হবে? আইরিশ, এ ব্যাপারে তোমাকে আমায় সাহায্য করতে হবে। তোমাকেও ভাবতে হবে। স্মরণ বীণায় অতীতের সাড়াজাগানোর ঘটনার আলোকপাত তোমাকে করতে হবে। সেই রাতে ফিরে যাও আবার। বারবার ভাবো সেই অভিশপ্ত রাতটির কথা। কারণ ঘটনাস্থলের খুব কাছেই তুমি ছিলে। রোজমেরি যদি খুনই হয়ে থাকবেন, সেক্ষেত্রে খুনী সেই টেবিলেরই আশপাশ কোথাও থেকে থাকবে। তুমি নিশ্চয়ই আসামীকে দেখে থাকবে, কেন দ্যাখোনি?'

হ্যাঁ, তিনি সেটা দেখেছেন বৈকি। তিনি নিশ্চয়ই মনে রেখে থাকবেন সেই দৃশ্যটা। বাজনার তালে তালে ড্রামের আওয়াজ, স্বল্প আলোকে এক স্বপ্নময় পরিবেশ। সেই পরিবেশে টেবিলের দিকে ঝুঁকে পড়লেন রোজমেরি এক সময়, তার মুখটা অস্বাভাবিক নীল দেখাচ্ছিল..

আইরিশের শরীরটা কেঁপে ওঠে। এখন তিনি ভয় পেয়েছেন. ভয়ঙ্কর ভয়...।



রুথ লেসিং

কাজের ব্যস্ততার মধ্যে একটু অবসর মুহূর্তে রুথ লেসিং তার নিয়োগকর্তার স্ত্রী রোজমেরি বারটনের কথা ভাবছিল।

রোজমেরি বারটনকে বড় একটা পছন্দ করতো না সে। নভেম্বরের সেই এক সকালে ড্রেকের সঙ্গে আলোচনা করার আগে পর্যন্ত রোজমেরির সম্বন্ধে খুব বেশি জানা ছিলো না তার। সঙ্গে সেই সাক্ষাৎকার রোজমেরিকে অপছন্দ করার প্রথম সূত্রপাত।

তার আনুগত্য ছিলো জর্জ বারটনের ওপর এর ঘাটতি হয়নি কখনো। সে যখন প্রথম জর্জের কাছে চাকরী করতে আসে, তখন সে ছিলো তেইশ বছরে শান্ত স্বাভাবের মেয়ে। রুথ লক্ষ্য করে, জর্জের ভার নেওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং তাঁর ভার নেয় সে।

সময় সময় দুর্বল মুহূর্তে রুথের কাছে জর্জ তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যা তুলে ধরতেন, সহানুভূতির সঙ্গে শুনতো সে এবং সব সময় প্রয়োজনীয় উপদেশই দিতো সে। তবে তাঁর বিয়ের ব্যাপারে রুথের কিছু করার ছিলো না। আসলে রোজমেরির সঙ্গে জর্জের বিয়েতে মত ছিলো না রুথের। যাইহোক, তাদের বিয়েটা মেনে নেয় সে এবং বিয়ের আয়োজনের ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করে।

বিয়ের পর কিছুদিন রুথের নিয়োগকর্তার সঙ্গে ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোন আলোচনাই আর হতো না। সে তখন অফিসের কাজে ডুবে থাকতো। অচিরেই রোজমেরি উপলব্ধি করলেন জর্জের দক্ষ সেক্রেটারী মিস্ লেসিংকে ছাড়া তিনি এক পাও চলতে পারেন না। সদাহাস্য অতি বিনয়ী নম্র মিস্ লেসিংকে ভালো লেগে গেল তার। জর্জ, রোজমেরি, আইরিশ এক সময় রুথকে সবার দরকার ছিলো। এখন রুথের বয়স উনত্রিশ হলেও আজও সে তেইশ বছরের মতোই পূর্ণ যুবতী, উজ্জ্বল এবং ভাস্বর।

তাঁদের মধ্যে অন্তরঙ্গ কথাবার্তা না হলেও জর্জের উচ্ছ্বাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত ছিলো সে। রোজমেরির সঙ্গে জর্জের বিবাহোত্তর আনন্দমুখর দিনগুলির কথা অজানা নয় রুথের, যেমন অজানা নয় পরবর্তীকালে তাঁর অন্য মনস্ক হয়ে যাওয়ার কথা।

যাইহোক, যে কারণে জর্জের অন্যমনস্ক হওয়া, সেটা রুথ জানতো না। নভেম্বরের এক সকালে জর্জ তাকে ভিক্টর ড্রেকের কথা বললেন।

'আমাদের জন্য তোমাকে একটা অপ্রিয় কাজ করতে হবে রুথ!'

প্রশ্ন চোখে তার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল রুথ। তার অর্থ, সহজ করে বলার দরকার নেই। সে তো তারই হুকুমের অপেক্ষায়।

'জানো, প্রত্যেক পরিবারেরই একটা করে দুষ্ট ভেড়া থাকে', জর্জ তাকে বলে। 'আমার স্ত্রীর পিসতুতো ভাই সে। আমাদের পরিবারের একটা দুষ্ট ক্ষত। তার মাকে সে প্রায় অর্ধেক খতম করে ফেলেছে। বেনামে সে তার মায়ের নামে কতকগুলো শেয়ার বিক্রী করে অনেক টাকা আত্মসাত করেছে। অক্সফোর্ডে ঢেকে সে তার মায়ের সই নকল করে টাকা তুলতে শুরু করে। সেটা কানাকানি হয়ে যাওয়ায় এখন সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, উদ্দেশ্যহীন ভাবে। ভালো কাজ কিছুই করেনি এখনো পর্যন্ত।'

খুব বেশী আগ্রহ নিয়ে শুনলো না রুথ। এ ধরণের ছেলেদের সঙ্গে পরিচয় আছে তার। মিথ্যে তাদের পিছনে টাকা খরচ হয়, এসব ছেলেরা কখনোই ভালো হতে পারে না। তাদের ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ নেই। সে চায় জীবনে সাফল্য।

'এখন সে লন্ডনে, আমার স্ত্রীকে প্রায়ই উত্যক্ত করেছে সে। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই রোজমেরি তার দিকে তাকাতে পারেনি কোনদিন, কিন্তু এই গর্দভটা কথাবার্তায় তুখোড়। টাকা চেয়ে প্রায়ই সে আমার স্ত্রীকে চিঠি লিখে থাকে, তবে তার এই অন্যায় জুলুম আমি আর বরদাস্ত করতে চাই না।

আজ বেলা বারোটার সময় তার হোটেলে যোগাযোগ করার একটা ব্যবস্থা আমি করেছি। আমার ইচ্ছে, আমার হয়ে তুমি তার সঙ্গে মোকাবিলা করো। তার সঙ্গে আমি কোনদিন দেখা করিনি, করতেও চাই না, আর রোজমেরিকেও তার সঙ্গে দেখা করতে দিতে চাই না।'

'হ্যাঁ, এটা একটা ভালো পরিকল্পনা। কিন্তু ব্যবস্থাটা কি রকম?'

'নগদ একশো পাউন্ড এবং বুয়েন্স এয়ারসে যাওয়ার একটা টিকিট। টাকাটা কেবল জাহাজে ওঠার সময়েই দিতে হবে তাকে। তার আগে নয়।'

'তা ঠিক। তার মানে আপনি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে চান, জাহাজে উঠলো কিনা সে, এই তো?'

'হ্যাঁ, তুমি তাহলে আমার উদ্দেশ্যটা বুঝেছো দেখছি', তারপর একটু ইতস্ততঃ করে জর্জ বলেন, 'এই অপ্রিয় কাজটা করার জন্য তুমি কিছু মনে করবে না তো?'

'না, না, আমারতো বরং মজাই লাগছে কাজটার কথা ভেবে।' রুথ হাসতে হাসতে বলে, 'আচ্ছা কি যেন নাম তার?'

'ভিক্টর ড্রেক। সান ক্রিস্টোবাস জাহাজের টিকিট কাটা তার নামে। আগামী কাল টিলবেরি থেকে জাহাজ ছাড়ছে।'

জাহাজের টিকিটটা হাতে নিয়ে রুথ তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে সেটা ভালো করে দেখে নিয়ে হাতব্যাগে রাখলো।

'ঠিক আছে, তাহলে ঐ কথা রইলো। বেলা বারোটায় দেখা করছি। ঠিকানা?'

'রুপার্ট রাসেল স্কোয়ার।'

'প্রিয় রুথ, তোমাকে ছাড়া নিজেকে আমি দিশেহারা মনে করি।' রুথের কাঁধের উপর জর্জ হাত রাখেন স্নেহবশে। এই প্রথম তিনি রুথকে স্পর্শ করলেন। 'তুমি, তুমি আমার ডান হাত, তুমি—'

খুশির আমেজে রুথের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

তাঁর কথায় উষ্ণ আবেগ অনুভব করতে করতে বেরিয়ে আসে রুথ। রুপার্ট হোটেলে পৌঁছেও তার রেশ থেকে যায় রুথের মনে।

কাজের কথা মনে করে রুথ কিন্তু একটুও বিচলিত হয় না। নিজের উপর তার পূর্ণ আস্থা ছিলো, যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সক্ষম সে। ভিক্টর ড্রেকের সঙ্গে বোঝাপড়াটা রোজকার অন্যান্য কাজের মতোই গ্রহণ করলো রুথ। ভিক্টরকে দেখে তার মনে হলো, রীতিমতো আকর্ষণীয়। ভিক্টরের চরিত্র সম্বন্ধে তার অনুমানে একটুও ভুল হয় না। তার মধ্যে ভালো কিছু নেই। বাকচাতুর্য এবং মেকী ব্যক্তিত্ব সর্বস্ব মানুষ। রুথ তাকে একটুও প্রশ্রয় দেয় না, পাছে সে ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে পড়ে। যাইহোক, সম্ভবতঃ ভিক্টরের আকর্ষণ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার মানসিকতার ওপব তার অনুমানের কোথায় একটা ভুল হয়ে থাকবে। মনে হয়, তাকে সত্যি সত্যি আকর্ষণ না করে থাকা যায় না।

হঠাৎ রুথকে দেখে বিস্মিত ভিক্টর তাকে উষ্ণ সম্ভাষণ জানায়।

'জর্জের গুপ্তচর? কিন্তু আমার কি সৌভাগ্য, আপনার দেখা পেলাম!'

শুকনো গলায় জর্জের সর্তের কথা বলল রুথ তাকে। অত্যন্ত বিনয় এবং সৌন্দর্যপূর্ণভাবে ভিক্টর প্রতিটি সর্তে রাজী হয়ে গেল।

'একশো পাউন্ড? টাকার অঙ্কটা খুব একটা খারাপ নয়। বেচরা জর্জ, ষাট পাউন্ড আমার চাওয়া উচিত ছিলো—তবে এ কথা যেন তাঁকে বলবেন না! সর্ত! সুন্দরী পিসতুতো বোন আইরিশকে স্পর্শ না করা—সুযোগ্য পিসতুতো ভগ্নিপতি জর্জকে কোন ব্যাপারে বিহ্বল না করা। এই তো। সব সর্তই আমি মেনে নিচ্ছি। তা সান ক্রিস্টোবাল সে আমাকে বিদায় জানাতে আসছে? প্রিয় মিস লেসিং আপনি? অপূর্ব!' ধীরে ধীরে ভিক্টরের কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে আসে আবেগে, স্বপ্নালু চোখ, সব মিলিয়ে সেই মুহূর্তে তাকে কবি কবি বলে মনে হচ্ছিল। ভিক্টর বেশ ভালো করেই জানে, মেয়েদের কাছে সে ভীষণ আকর্ষণীয়।

'আচ্ছা মিস লেসিং, বারটনের সঙ্গে বেশ কিছুদিন হলো আপনি কাজ করছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, বছর ছয়।'

'আর আপনাকে ছাড়া এক পাও তিনি নড়তে পারেন না, কি ঠিক বলিনি আমি? আমি জানি, আপনার ব্যাপারে আমি সব কিছু জানি মিস লেসিং।'

'আপনি, আপনি কি করে জানলেন?' সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো রুথ।

ভিক্টর হাসে। 'রোজমেরি বলেছে আমাকে।'

'রোজমেরি? কিন্তু—'

'তবে এই পর্যন্ত। রোজমেরিকে আমি আর কখনো বিরক্ত করবো না। আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেছেন তিনি, যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। সত্যি কথা বলতে কি তাঁর কাছ থেকে আমি আগেই একশো পাউন্ড পেয়ে গেছি।'

'আপনি— দুর্বলের প্রতি আমার সহানুভূতি নেই।'

'কে বলেছে আমি দুর্বল? না না এ ব্যাপারে আপনি ভুল করছেন। সম্ভবতঃ আমি একজন দুর্নীতিপরায়ণ লোক, তবে আমার স্বপক্ষে একটা কিছু অন্তত বলতে হবে। জীবনে আমি অনেক উপভোগ করেছি, হ্যাঁ', ভিক্টর নিজের খেয়ালেই মাথা নাড়ে, 'আমি জীবনের ভালো দিকটাও দেখেছি রুথ। জীবনে আমি অনেক কিছু করেছি। এক সময় আমি ছিলাম অভিনেতা, ষ্টোরকীপার, রেস্তোরার ওয়েটার, মালবাহী পোর্টার, সার্কাসের রিং মাষ্টার। আমি অনেক দেশ ঘুরেছি। এক সময় আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্টের পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি। জেলও খেটেছি কিছুদিন। তবে দুটি জিনিষ আমি কখনো করিনি, একদিনের জন্যেও সৎ হওয়ার চেষ্টা করিনি এবং আমার নিজের পথে কখনো চলিনি।'

তার দিকে তাকিয়ে হাসে রুথ। অন্য সময় হলে রুথ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠতো। কিন্তু ভিক্টর ড্রেকের সম্মোহনী শক্তির কাছে তার সব ইচ্ছা বুঝি এখন পরাভূত। তার ভিতরের শয়তানটা রুথকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল। রুথের দিকে তাকালো সে, ভুতুড়ে চাহনি।

'অমন সহজ সরল চাহনি আপনার চোখে মানায় না রুথ! ন্যায়-অন্যায় বিচার করার ক্ষমতা আপনার যতটা আছে বলে আপনি মনে করেন, ঠিক তা নেই। সাফল্য আপনার অন্ধ প্রত্যাশা। শেষ পর্যন্ত অফিসের বসকে বিয়ে করা মেয়েদের দলে আপনি। জর্জের সঙ্গে যা আপনার করা উচিৎ ছিলো। ঐ গর্দভ রোজমেরিকে বিয়ে করা উচিৎ হয়নি জর্জের। আপনাকেই তাঁর বিয়ে করা উচিৎ ছিলো।'

'আপনি আমাকে অপমান করছেন।'

'নীরেট বোকা মেয়ে রোজমেরি। স্বর্গের মতো সুন্দর তিনি, আবার খরগোসের মতোই বোকা। ওঁকে ভালোবাসা যায়, কিন্তু ওঁর সেই ভালোবাসায় বেশিদিন জড়িয়ে থাকা যায় না। আপনি কিন্তু আলাদা, আমার বিশ্বাস কোন পুরুষ আপনার প্রেমে পড়লে, কখনো সে ক্লান্তি অনুভব করবে না।'

জর্জ সেই বিপজ্জনক জায়গায় পৌঁছে গেছে। হঠাৎ রুথ নিজের মনে ভাবলো কথাটা।

কিন্তু আমার প্রেমে পড়বেন না তিনি!'

'মানে আপনি বলতে চাইছেন, জর্জ আপনার প্রেমে পড়েননি? নিজেকে অতো বোকা বানাবার চেষ্টা করবেন না রুথ। রোজমেরির কোন অঘটন ঘটলে জর্জ আপনাকেই বিয়ে করতেন।'

শান্ত সংযত গলায় ভিক্টর বলে, 'আমি আপনার শুভাকাঙ্খী বলেই বলছি নিজের উপর আরো বেশি করে আস্থা রাখার চেষ্টা করুন। জর্জকে মোচড় দেবার চেষ্টা করুন। রোজমেরি নেহাতই বোকা, বেচারী...

'হ্যাঁ, খাঁটি কথাই বলেছে ভিক্টর', রুথ ভাবে, 'মাঝখানে রোজমেরি না থাকলে জর্জকে এতোদিনে আমি বলতে বাধ্য করতাম, রুথ আমাকে তুমি বিয়ে করবে? তোমাকে পেলে আমি তার আরো কাছে যেতে পারতাম, তাঁর ভালোমন্দ আমি দেখতে পারতাম।'

হঠাৎ মনে ভীষণ রাগ হলো রুথের। ভিক্টর তাকে লক্ষ্য করতে গিয়ে কৌতুক অনুভব করে। মানুষকে এভাবে ক্ষেপিয়ে মজা পায় সে, কিংবা এও হতে পারে, মানুষকে সচেতন করে তোলাই তার উদ্দেশ্য।

হ্যাঁ, এইভাবেই এর সূত্রপাত, ভিক্টর ড্রেকের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সেই সুযোগটা আরো তরান্বিত হয়। আর সেই ভিক্টর আগামীকাল পৃথিবীর অপর প্রান্তে চলে যাচ্ছে। অফিসে ফিরে এলো রুথ। সে এখন অন্য মানুষ, অন্য তার রূপ। তবে তার এই পরিবর্তন কেউ লক্ষ্য করলো না।

অফিসে আসার একটু পরেই রোজমেরি ফোন করলেন, 'ওঃ রুথ, তুমি? জানো সেই ক্লান্তিকর কর্ণেল রেস একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন আমার পার্টিতে আসতে পারবেন না তিনি। জর্জকে জিজ্ঞেস করো তাঁর পরিবর্তে এখন অন্য কাকে আহ্বান করা যায়! আসলে আমাদের এখানে একজনকে দরকার। চারজন মহিলাদের মধ্যে আইরিশ আসছে আমার পার্টির পরিচালনার ভার নিতে এবং সান্দ্রা ফ্যারাডে রুথ এখন কথা হচ্ছে অন্য আর একজন কে হতে পারে?

পরদিন সকালে সান ক্রিস্টোবাল জাহাজ ছাড়ার সংবাদ পাওয়া মাত্র হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন যেন জর্জ। 'তাহলে জাহাজে উঠেছে সে?'

'হ্যাঁ। গ্যাংওয়ে তুলে নেবার ঠিক আগের মুহূর্তে টাকাটা আমি তার হাতে তুলে দিই। টাকাটা হাতে পেয়ে সে চীৎকার করে বলে ওঠে, 'জর্জকে আমার ভালোবাসা জানিও, আর তাঁকে বলো, আজ রাতে আমি তাঁর জন্য মদ্যপান করবো।'

তারপর জর্জ আর বললেন না, দেখলেনও না কিছু। রুথের বুকের ভিতর একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় কুরে কুরে খাচ্ছিলো, কান্নার মতো করে নিজেই সে বলে ওঠেঃ 'তার সঙ্গে দেখা করার জন্য কেন আপনি আমাকে পাঠালেন? আপনি জানেন না, সে আমার কি করতে পারে? গতকাল থেকে আমি যে এক অন্য মানুষ হয়ে গেছি, আমার এই পরিবর্তন আপনি লক্ষ্য করেননি? আমি যে একজন বিপজ্জনক নারী হয়ে উঠেছি, দেখতে পাচ্ছেন না? কেউ জানে না, আমি এখন কি করতে পারি!'

তবে এসব কথা প্রকাশ্যে না বলে অভিজ্ঞ সেক্রেটারির মতো রুথ স্বাভাবিক গলায় বলে, 'সেই সাও পাওলোর চিঠিটা—'



এ্যানথনি ব্রাউন

একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, এ্যানথনি এবং রেজিমেরি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গ পেয়ে ধন্য হয়েছিল একদিন। স্বর্গ থেকে যেন দেবকন্যা নেমে এসে তার পায়ের সঙ্গে তাল রেখে নাচতো! সঙ্গীতের প্রয়োজন হতো না, রোজমেরির পায়ের ছন্দে একটা অদ্ভুত ব্যঞ্জনা এনে দিতো। আজ ভাবতে আশ্চর্য লাগে, সেই সব দিনগুলির কথা, স্বপ্নমধুর দিন, অন্যের ঈর্ষা জাগানো দিন, রোজমেরিকে সঙ্গে নিয়ে যেখানেই সে গেছে, তাঁর ভক্তরা অবাক চোখে তাকিয়ে থেকেছেন তাঁর দিকে। এটা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। এতে সে একটা আলাদা সুখ অনুভব করেছে। 'রোজমেরি তোমার সঙ্গে কথা না বলা পর্যন্ত সব সুন্দর।' ব্যাস এ পর্যন্তই যথেষ্ট। আজ এ্যানথনি নিজের ভাগ্যকে বার বার ধন্যবাদ জানায়, ভাগ্য ভালো তার যে, রোজমেরির সঙ্গে বিয়ে হয় নি। তাঁর সঙ্গে বিয়ে হলে তার কি হাল হতো ঈশ্বর জানেন। তখন তার কথা ফিরে শোনার মতো মানসিকতা কিংবা বুদ্ধির ধার ধারতেন না তিনি হয়তো। এ ধরনের মেয়েরা চায়, প্রতিদিন সকালে অফিসের বসের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় তাঁকে যেমন সুপ্রভাত জানাতে হয়, তেমনি রোজমেরির প্রত্যাশা ছিলো, তাঁর স্বামী প্রতিদিন সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে তাঁকে যেন বলে, আমি তোমায় পাগলের মতো ভালোবাসি। উঃ তোমাকে ভালোবাসার মধ্যে সে কি তীব্র অনুভূতি। ইত্যাদি, ইত্যাদি—

তার মনে পড়ে, স্পষ্ট মনে পড়ে আজ, সেদিন কি রকম অদ্ভুত চোখে তাকাতেন রোজমেরি? এলোমেলো চুল কানের দু'পাশে ছড়ানো, নীল চোখের ভিতর দিয়ে বোকা বোকা চাহনি। লাল নরম ঠোঁটের স্পর্শ—

'এ্যানথনি ব্রাউন, কি চমৎকার নাম!' হাল্কাভাবে কথাটা সে বলে।

'বলাবাহুল্য একজন সম্ভ্রান্ত এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। এ্যানথনি ব্রাউন নামে অষ্টম হেনরির একজন সভাসদ ছিলেন।

'হ্যাঁ, নামটা যে খুব সুন্দর।'

তারপর হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো একটা কথা শোনালেন রোজমেরি। 'টনি মোরেলির থেকেও চমৎকার!'

বেশ কিছুক্ষণ সময় এ্যানথনি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। এ যেন অবিশ্বাস্য, অসম্ভব। রোজমেরির হাত চেপে ধরে সে শক্ত করে। হাতে ব্যথা পেয়ে পিছু হটে যান রোজমেরি। এ্যানথনি ক্রোধ সম্বরন করে নিয়ে অবশেষে তিনি বলেন, 'তুমি কে ভিক্টর ড্রেককে চেন?' 'ও নামে কারোর সঙ্গে আমার আলাপ নেই।'

'হয়তো সে নাম ভাড়িয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করে থাকবে। সেখানকার পরিবেশ জানাজানি হয়ে গেলে তার পরিবারের ক্ষতি হতে পারে।'

'তাই বুঝি!' ধীরে ধীরে মনে পড়ে এ্যানথনির, 'হ্যাঁ, এবার মনে আমার পড়েছে। জেলহাজতে?'

'হ্যাঁ, আমি একদিন ভিক্টরকে বলছিলাম, আমাদের সবার কাছে অপদার্থ ছাড়া আর কিছু নয় সে। তার জন্যে সে অবশ্য মাথা ঘামায় না।' দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বলে সে, 'সুন্দরী, তুমিও ধোওয়া তুলসীপাতা নও, নিজের সম্বন্ধে তুমি কি খুব সচেতন? সেদিন রাত্রে এক প্রাক্তন জেলঘুঘুর সঙ্গে তোমাকে নাচতে দেখলাম। তোমার বয়ফ্রেন্ডদের মধ্যে সব থেকে সেরা সে, তাই না? আমি শুনেছি, নিজেকে সে এ্যানথনি ব্রাউন বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু তার একটা কুখ্যাত নাম আছে টনি মোরেলি।'

'আমার এই ছেলেবেলার বন্ধুর সঙ্গে আমি নতুন করে আবার বন্ধুত্ব করতে চাই। আমরা দুজন জেল ফেরত বন্ধু, আমাদের এক সঙ্গে থাকা উচিৎ।'

রোজমেরি মাথা নাড়ে, 'অনেক দেরী হয়ে গেছে। গত কালই জাহাজের টিকিট কেটে দক্ষিণ আমেরিকায় চলে গেছে ভিক্টর।'

'তাই বুঝি!' গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে এ্যানথনি, 'তাহলে একমাত্র তুমিই এখন আমার গোপন অপরাধের কথা জানো।'.

মাথা নাড়েন রোজমেরি, 'সে কথা আমি তোমাকে বলতে যাবো না।'

'না বলাই ভালো তোমায়।' এ্যানথনির কণ্ঠস্বর কেমন রূঢ় শোনায়, বুঝি বা শাষানির ভঙ্গিতে সে বলে, 'দ্যাখো রোজমেরি, তুমি কত বিপজ্জনক খেলা খেলতে যাচ্ছো। তুমি কি চাও তোমার ঐ সুন্দর মুখের ভুগোল পাল্টে যাক? নিশ্চয়ই আয়নায় তোমার সেই বীভৎস রূপ তুমি দেখতে চাও না, তাই না?'

এ্যানথনির সেই সতর্ক করে দেওয়া, তার চ্যালেঞ্জ তিনি কি গ্রহণ করেছিলেন? তিনি কি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, মৃত্যু তাঁর শিয়রে? ছিঃ ছিঃ কি নির্বোধ মহিলা তিনি! মাথায় যদি তাঁর এতোটুকু বুদ্ধিও থাকতো।

তিনি যে মুখ বন্ধ করে বসে থাকবেন, সে পাত্রী তিনি নন। সে যাইহোক প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য এ্যানথনি তাঁকে শুধোয়, 'টনি মোরেলির নাম যে তুমি কখনো শুনেছো, ভুলে যাও সে কথা বুঝলে?

মরা মাছের চোখ নিয়ে রোজমেরির দিকে তাকায় সে। 'তোমাকে আবার বলছি রোজমেরি, টনি মোরেলির কথা একেবারে ভুলে যাও।' কঠোর ভাষায় রোজমেরিকে আবার সে সতর্ক করে দেয়, 'আমি তাই চাই। ও নাম আর কখনো মুখে এনো না, বুঝলে?'

তারপর থেকে এ্যানথনির কেবলি মনে হয়েছে, তার জীবন থেকে রোজমেরির অধ্যায়টা মুছে ফেলতে হবে, তাঁর কাছ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এখন এ ছাড়া তার সামনে অন্য কোন পথ খোলা নেই। এ ধরণের মহিলার উপর খুব বেশি নির্ভর করা যায় না। ইচ্ছা হলেই তিনি আবার

মুখর হয়ে উঠতে পারেন।

নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকা উচিৎ ছিলো এ্যানথনির। সেই মুহূর্তে রোজমেরির জীবন থেকে তার সরে পড়াও উচিৎ ছিলো।

তার পরিবর্তে...

খোলা দরজা পথ দিয়ে তার চোখ গিয়ে পড়ে সিঁড়ি পথে। ঠিক সেই সময় সিঁড়ি বেয়ে আইরিশকে উপরে উঠতে দেখলো সে। রোগা লম্বাটে, ছিমছাম চেহারা আইরিশের, ক্লান্তির ছাপটা তাঁর দেহ এবং মনে পড়ে থাকলেও তাঁর চুলগুলো আরো সতেজ কালো, তাঁর ধুসর চোখের চাহনি ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। রোজমেরির মতো সুন্দরী না হলেও চারিত্রিক এবং মানসিক দৃঢ়তা অনেক, অনেক বেশি আইরিশের।

সেই মুহূর্তে রোজমেরির প্রেমে পড়ার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হলো, ঘৃণা করতে ইচ্ছে হলো তার। রোমিও যেমন রোজালিনাকে ভুলে গিয়েছিল, এ্যানথনির অবস্থাও ঠিক সেই রকম হলো, আইরিশকে দেখা মাত্র তার মন যেন কেমন ওলট-পালট হয়ে গেলো।

এ্যানথনি ব্রাউন তার মত বদলালো।

এক সেকেন্ডের মধ্যে সে নিজেকে সম্পূর্ণ বদলে ফেললো। সে তখন অন্য মানুষ—আর তখন মন দিয়ে রোজমেরির সামনে উপস্থিত হলো।



স্টিফেন ফ্যারাডে

রোজমেরির কথা ভাবছিলেন স্টিফেন ফ্যারাডে। বয়স তখন তার মাত্র সাত। সেই বয়সেই সে জেনে গিয়েছিলেন, তার ললাটের লিখন কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, তবে সেই লিখন ফুটিয়ে তুলতে চাই মনের জোর এবং সৎ ইচ্ছা। আর একটা কথা সে সেই বয়সেই উপলব্ধি করেছিল, তার জীবনে অভিভাবকদের দান অতি নগণ্য, তাদের দ্বারা তার কোন উপকার হতে পারে না, ভবিষ্যৎ নিজেকেই গড়ে তুলতে হবে। তার বাবা ছিলেন বিচক্ষণ ব্যক্তি, সেই সঙ্গে লোভী এবং স্বার্থপর, যার জন্য তাঁর স্ত্রী পুত্র, সবাই তাঁকে ঘৃণার চোখে দেখতো। তার মাকে মনে হতো কেমন রহস্যময়ী উদ্দেশ্যহীন গতিবিধি, মেজাজ কখনো ঠিক থাকতো না। একদিন তার নজরে পড়লো, মা তার টেবিলের উপর মাথা গুঁজে বসে আছেন, টেবিলের এক প্রান্তে ওডিকোলনের শিশি। এর আগে মাকে কোন দিন এক ফোঁটা হুইস্কিও খেতে দেখেনি। সেই মাকে ও ভাবে পড়ে থাকতে দেখে কেমন যেন মায়া হলো তার, তবে কি মা মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন?

সেই মুহূর্তে একটু মায়াও হলো তার বাবা মার উপর। সঙ্গে সঙ্গে তার আবার এ কথাও মনে হলো, তার জন্য তাঁদের খুব বেশি চিন্তা-ভাবনা নেই। ছেলেবেলায় কথা বলতে গিয়ে মাঝ পথে তার কথা আটকে যেতো। বাবা তাকে তোত্‌লা বলে ডাকতেন।

মাত্র বাইশ বছর বয়সে সসম্মানে অক্সফোর্ড থেকে ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে এলো স্টিফেন শুধু তাই নয়, একজন সুবক্তা এবং প্রবন্ধ লেখক হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে সে। পরবর্তী কালে রাজনীতি তাকে দারুণ ভাবে আকর্ষণ করে। স্বাভাবিক জড়তা কাটিয়ে উঠে বন্ধুভাবাপন্ন মনোভাব নিয়ে সবার সঙ্গে মেলামেশা করার একটা প্রবণতা দেখা যায় তার মধ্যে। তার সেই বিশেষ গুণ দেখে সবাই বলতে শুরু করে দেয়, 'এই যুবকটির প্রতিভা সুদূর প্রসারী।' অনেকের ভবিষ্যৎবাণী ছিলো, স্টিফেন বোধহয় লিবারেল পার্টিতে যোগ দেবে, কিন্তু সেই সময় সে উপলব্ধি করে, লিবারেল পার্টির যুবক তখন খতম হয়ে গেছে। তাই তাকে লেবার পার্টিতে যোগ দিতে দেখা যায়। অচিরেই সে একজন প্রতিভাবান যুবক

হিসেবে চিহ্নিত হলো। কিন্তু লেবার পার্টি তাকে সন্তুষ্ট করতে পারলো না। কি জানি কেন সেই সময়কার লেবার পার্টিকে তার মনে হয়েছিল, তাদের মধ্যে নতুন ভাবধারার বড় অভাব, তাদের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায় অনেক বেশি গোঁড়া আভিজাত্য সর্বস্ব। অপর পক্ষে কনজারভেটিভ পার্টি তখন তার মতোই একজন প্রতিভাবান যুবকের খোঁজ করছিল।

তারা স্টিফেন ফ্যারাডেকে লেবার পার্টির একটা শক্ত ঘাঁটি থেকে তাদের প্রার্থী মনোনীত করে। যদিও স্বল্প ব্যবধানে জয়ী হয়, তবু হাউস অব্ কমন্সের আসন অলঙ্কৃত করলো সে। সেই থেকেই তার রাজনৈতিক জীবনের শুরু এবং সে এই ভাবেই তার সঠিক ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়।

প্রসঙ্গ—বিবাহ। এই প্রসঙ্গে এখনো পর্যন্ত খুব কমই চিন্তা করেছে সে। অবশ্য একটা অস্পষ্ট ছবি তার মনের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকে, ছবিটা এই রকম, তার জীবন-সঙ্গিনী বেশ সুন্দরী হবে, তার হাতে হাত মিলিয়ে প্রতিটি কাজে তাকে সহযোগিতা করবে, এবং তার সুখ-দুঃখের আশা-আকাঙ্খার সমান ভাগ নেবে, সেই নারী তার সন্তানদের মাতৃত্বের ভার বহন করবে খুশি মনে। তার সাফল্যে সেই নারী যেমন গর্ব অনুভব করবে, তেমনি তার ব্যর্থতায় সমবেদনা জানাতে এগিয়ে আসবে সে তার হৃদয়ের সব অনুভূতি উজাড় করে দিয়ে।

সেদিন কিডারমিনস্টার হওয়াতে একটা বিরাট অভ্যর্থনা সভার আয়োজন হলো। অভ্যাগতদের মধ্যে স্টিফেনও একজন।

ইংলন্ডে কিডারমিন্স্টাররা দারুণ প্রভাবশালী। তাদের পরিবার থেকে বরাবরই বড় বড় রাজনীতিবিদদের আবির্ভাব হতে দেখা গেছে।

লর্ড কিডারমিন্স্টারের চেহারা রীতিমতো রাজকীয়, দীর্ঘ দেহী, সুপরিচিত এক কথায় সবাই তাঁকে চেনে। কাঠের দোলনা-ঘোড়ার মতো মুখের অবয়ব লেডী কিডারমিন্স্টারের। যে কোন পাবলিক মিটিংয়ে কিংবা ইংলন্ডের যে কোন কমিটির সভানেত্রীর স্থান অলঙ্কৃত করতে দেখা যায় তাঁকে। তাঁদের পাঁচ কন্যা, তাদের মধ্যে তিনজন ছিলো খুব সুন্দরী, তবে সবাই গম্ভীর প্রকৃতির, এবং একটি মাত্র পুত্র—এখনো সে ইটনে।

কিডারমিন্স্টাররা চাইতেন তাঁদের পার্টিতে বেশি করে যুবকদের প্রবেশ ঘটুক। ফ্যারাডেকে আমন্ত্রণ সেই কারণেই।

লোকে লোকারণ্য। সংখ্যায় গোণা মুশকিল। জনারণ্য থেকে দূরে একা নির্জনে সেখানে পৌছনোর প্রায় মিনিট কুড়ি পরে, একটা জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিল সে। চায়ের টেবিলের ভীড়ের স্রোত পাশের ঘরে গিয়ে আছড়ে পড়ে। হঠাৎ স্টিফেনের নজরে পড়লো টেবিলের সামনে একা দাঁড়িয়ে, বুঝিবা একটু দিশেহারা—দীর্ঘাঙ্গী, পরনে মেঘে ঢাকা পোষাক, অগোছালো ভাব, লেডী আলেকজান্ডার হেইলি আর্লের কিডারমিন্স্টারের তৃতীয় কন্যা আজই সকালে টিউব রেলে আসার সময় 'ঘরোয়া কাহিনী'র শিরোনামায় একটি বই এক সহযাত্রিনীকে অবহেলা ভরে ফেলে দিতে দেখেছিল সে! স্টিফেনের দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর। লেডী আলেকজান্ডার হেইলিকে নিয়ে লেখাটার উপর চকিত দৃষ্টি বোলাতে গিয়ে কৌতুক অনুভব করেছিল তখন সে। গল্পের নিচে তার সম্বন্ধে সার কথাটা লেখা ছিলো এই রকম 'সর্বদা লাজুক ভীরু প্রকৃতির, জানোয়ারদের জন্য একান্তভাবে নিয়োজিত লেডী আলেকজান্ডার ডোমেস্টিক সাইন্সে পাঠ নেয়। লেডী কিডারমিন্স্টারের বিশ্বাস, মেয়েদের ঘর গৃহস্থলির কাজে দক্ষ করে তুলতে হলে এরও প্রয়োজন আছে।'

সেই লেডী আলেকজান্ডার হেইলি দাঁড়িয়েছিল সেখানে। এবং যথারীতি সেই লাজুক লাজুক স্বভাব, লজ্জায় নুইয়ে পড়া মুখ।

কিডারমিন্স্টারদের পঞ্চ কন্যাদের মধ্যে এই আলেকজান্ডার মেয়েটিই তার অন্য চার বোনেদের থেকে ব্যতিক্রম। অথচ অন্য চার জনের মতো তাকেও সমান শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, আসলে আলেকজান্ডারের মধ্যে যথেষ্ট ফাঁকি ছিলো, পড়াশোনায় মন বসানোর সেই মানসিকতার অভাব ছিলো তার মধ্যে। এর জন্য তার মা কম বিরক্ত নন তার উপর।

মেয়েটির পাশে গিয়ে টেবিলের উপর থেকে এক টুকরো স্যান্ডউইচ তুলে নেয় সে। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে এবং ঘাবড়ে যাওয়ার মতো করে যদিও তার আন্তরিক প্রচেষ্টা (তার সেই ঘাবড়ে যাওয়াটা কোন অভিনয় নয়), সে বলে, 'বলছিলাম কি, আপনার সঙ্গে কথা বললে আপনি কি কিছু মনে করবেন? এখানে অনেক লোককেই আমি চিনি না। আপনার সঙ্গে যেচে এই প্রথম আমার কথা বলা, তাই বলে আমাকে যেন তিরস্কার করবেন না। সত্যি কথা বলতে কি আমি ভয়ঙ্কর লা-লাজুক' (অনেক বছর পরে সময়োচিত মুহূর্তে তার সেই তোত্‌লামি ভাবটা আবার ফিরে এলো) 'এবং আমার ধারণা, আপনিও তো লা-লা-লাজুক তাই না?'

মেয়েটির চোখ দুটি ঝলসে উঠলো, ফুলের পাপড়ির মতো ঠোঁট দুটি সে মেলে ধরলো। কিন্তু স্টিফেনের ধারণায় পুরোপুরি সময় দিতে আর এক লজ্জায় তাকে পেয়ে বসলো যেন।

'আপনার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পেলাম। আপনার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত আজকের সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে ভীষণ একঘেয়ে, ভন্ডামি বলে মনে হচ্ছিল, এদের মেপে মেপে কথা বলা, লোক দেখানো ভদ্রতা আমার অসহ্য। সেক্ষেত্রে আপনার সঙ্গ খুব ভালো লাগলো। তার জন্য ধন্যবাদ।'

কিডারমিনস্টার হাউস থেকে ফিরল সে বুক ভরা আনন্দ নিয়ে। সে তার সুযোগটা নিয়েছে পরিপূর্ণভাবে। এখন তার পর্যালোচনা করার পালা, কিভাবে শুরু করবে সে।

তারপর সেই পার্কে সান্দ্রার সঙ্গে বহুবার মিলিত হয় সে। সে ওকে তার উচ্চাকাঙ্খার কথা বলে। কখনো বা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে। তাও ওর কথাবার্তা শুনে স্টিফেনের মনে হয়, মেয়েটি বুদ্ধিমতী, প্রচুর জ্ঞান আছে এবং সেই সঙ্গে সহানুভূতিশীলও বটে। এখন তার বন্ধুর মতোন।

মেয়েটির পরবর্তী প্রস্তাব হলো, তাকে কিডারমিনস্টার হাউসে একদিন নৈশ ভোজ সারতে হবে এবং তার সঙ্গে নাচতে হবে।

লেডী কিডারমিনিস্টার ওর মনটা একদিন যাচাই করতে চাইলেন। শান্তস্বরে সান্দ্রা বলে, 'আচ্ছা, স্টিফেন ফ্যারাডেকে তোমার কি মনে হয়?'

'স্টিফেন ফ্যারাডে!'

'হ্যাঁ, সেদিন সে তো তোমার পার্টিতে এসেছিল, তার সঙ্গে পরে আমি একবার কি দু'বার দেখা করেছি।'

লেডি কিডারমিনস্টারের সঙ্গে পরামর্শ করলেন তিনি। রাজনীতি জগতের আশাবাদী নতুন প্রতিভাকে সবাই স্বাগত জানালেন।

মাস দুই পরে স্টিফেন তার ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য উদ্যত হলো। সারপেনটাইনে দেখা হলো আবার তাদের। সান্দ্রার পায়ে মাথা রেখে শুয়েছিল।

কোন ভূমিকা না করে স্টিফেন শুধোয়, সান্দ্রা, তুমি, তুমি নিশ্চয়ই জানো আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। আমি আশাবাদী, দেখো, একদিন আমি ঠিক নাম করবো। আমি শপথ নিয়ে বলতে পারি, আমাকে তুমি তোমার জীবন-সঙ্গিণী নির্বাচন করে লজ্জা পাবে না। জানো সান্দ্রা, সেই প্রথমদিন পার্টিতে যেদিন তোমাকে দেখি সেদিনই আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলি। তবু কেন জানি না, তোমার সঙ্গে কথা বলতে যেরকম প্রচন্ড ভয় আমি পেয়েছিলাম (তুমি কিভাবে নেবে কে জানে) ওরকম ভয় আমি জীবনে কখনো পাইনি।'

'আমার অনুমান, সেদিন প্রথম সাক্ষাতে আমিও বোধহয় তোমাকে ভালোবেসে ফেলি।'

স্টিফেন ফ্যারাডেকে বিয়ে করতে যাচ্ছে, কথাটা সান্দ্রা ঘোষণা করা মাত্র ওর পরিবারের সবাই প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলো। কি তার পরিচয়? তার সম্বন্ধে কঁতোটুকুই বা তারা জানে?'

লর্ড কিডারমিনিস্টার অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং প্রাণখোলা ব্যক্তি। সান্দ্রা ফারাডের বিশেষ ব্যাপারটা ভেবে দেখলেন তিনি আগাগোড়া। তিনি জানতেন তাঁর মেয়ের যথেষ্ট বুদ্ধি আছে এবং ওর অনমনীয় মনোভাবের কথাও অজানা নয় তাঁর কাছে। ও যদি মনে করে থাকে স্টিফেনকে ও বিয়ে করবেই, ওর সেই ইচ্ছে থেকে কখনোই পিছু হটে আসবে না।

কিন্তু লেডী কিডারমিনিস্টারের মত আলাদা। তাঁর মেয়ের সঙ্গে স্টিফেন যে একেবারেই মানাবে না, এ ব্যাপারে তিনি একেবারেই নিশ্চিন্ত। তবু তাঁদের পরিবারে সান্দ্রা ছিলেন একটা সমস্যা। সুসান রীতিমতো সুন্দরী, এসথারের মাথা আছে। ডায়না চতুর মেয়ে, হারউইকের ডিউককে বিয়ে করে ও ওর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি অন্য বোনেদের থেকে সান্দ্রার আকর্ষণ নিশ্চয়ই কম, তার ওপর লাজুক মেয়ে ও এবং এই যুবকটির মধ্যে ভবিষ্যত আছে, সবাই এখন চিন্তা করছে।'

শর্তাধীনে রাজী হলেন লেডী কিডারমিনিস্টার, তবে কাউকে তার হয়ে প্রভাব খাটাতে হবে...

অতএব সান্দ্রার সঙ্গে স্টিফেন লিওনার্ড ফ্যারাডের বিয়ে হলো আড়ম্বরের সঙ্গে। বিয়ের পর মধুচন্দ্রিমা যাপন করার জন্য ইটালিতে গেলো তারা এবং ফিরে এলো ওয়েস্টমিনিষ্টারে ছোটখাটো আকর্ষণীয় বাড়িতে। তারপর অল্প কয়েকদিন পরে সান্দ্রার মা মারা গেলেন। তারপর থেকে বিবাহিত দাম্পত্য জীবন বেশ সুখেই চলতে থাকলো।

টেবিলে রাখা স্ত্রীর ফটোর দিকে প্রায়ই সে খুশি হয়ে ভাবে, প্রকৃত জীবনসঙ্গিণী হিসেবে যথার্থ এই সান্দ্রা। সুখে-দুঃখে চিরসাথী হওয়ার উপযুক্ত ও। প্রতিটি কাজে ওর বুদ্ধিদীপ্ত ছাপ স্পষ্ট। সে ভাবে, সান্দ্রা যেন রেসের ঘোড়া, প্রতিটি মুহূর্ত ছুটছে কি করে ওর স্বামীকে সুখে রাখা যায়। ওর সঙ্গ তার আদর্শ বলে মনে হয়, তাদের দুজনের মনের ভাবধারা যেন একই স্রোতে প্রবাহিত।

সাফল্যের অতিশয্যে ডগমগ তখন স্টিফেন। সেই সাফল্যের একটা নিটোল রূপরেখা টানার জন্য স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সেই মরটিজে যায় সে। অবসরকালীন সময় এক পক্ষকাল। হোটেল লাউঞ্জ অতিক্রম করতে গিয়েই রোজমেরি বারটনকে দেখতে পায়!

সেই সময়টুকু, সেই মুহূর্তের অবসরটুকু তার যে কি হয়েছিল, সেই অনুভূতি কোনোদিন সে উপলব্ধি করতে পারেনি। লাউঞ্জের প্রান্তে পৌঁছনোর আগেই সে অনুভব করে, রোজমেরির প্রেমে পড়ে গেছে সে, সে প্রেমে গভীর উন্মাদনা আছে, আছে বেপরোয়া ভাবের প্রশ্রয়, ঠিক এ ধরণের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় তার ঠিক একটি বছর আগে। তার রেশ ভেঙ্গে তছনছ করে দেয় রোজমেরির আবির্ভাব।

রোজমেরিও তার মনে প্রচন্ড ঝড় তুলে গেছে। তার হাসিখুশীতে ভরা সুন্দর মিষ্টি মুখখানি, সোনালী চুল, নীল চোখের দ্যুতি, সাড়াজাগানো রূপ তাকে আর একবার প্রেমের জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। তার দিনের আহার রাতের ঘুম কেড়ে নিলো রোজমেরি।

ফ্যারাডেদের থেকে এক সপ্তাহ আগে বারটনরা সেন্ট মরটিজ ছেড়ে চলে গেলো। ওর চলে যেতেই সান্দ্রাকে স্টিফেন বলে, 'মেন্ট মরটিজ আর ভালো লাগছে না, চলো এবার লন্ডনে ফিরে যাই।' নীরবে সায় দিল সান্দ্রা তার কথায়। লন্ডনে ফেরার দু'সপ্তাহের মধ্যে রোজমেরির প্রেমিক হয়ে গেলো সে। তাদের সেই ভালোলাগা ভালোবাসার দিন কতদিনই বা স্থায়ী হয়েছিল? খুব বেশি হলে ছ'মাস! সেই ছ'মাস স্টিফেন তার রুটিন মাফিক কাজ চালিয়ে গেছে, তার নির্বাচন এলাকা পরিদর্শন করেছে, হাউজ অব কমনসে রাজনীতি বিষয়ক প্রশ্ন নিয়ে ঝড় তুলেছে, বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছে, সান্দ্রার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেছে—এবং এ সবের মধ্যে ফাঁক পেলেই রোজমেরির কথা ভেবেছে সে। একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটে তাদের গোপন দেখা-সাক্ষাৎ, রোজমেরির রূপের মাধুর্য, রোজমেরির প্রতি তার দুর্বার আকর্ষণ, এবং রোজমেরির আবেগভরা আলিঙ্গন। সব যেন স্বপ্ন।

কি বিচিত্র নারী এই রোজমেরি...

রোজমেরিকে চিঠি লিখতে দেখে ভ্রূ কুঁচকোয় স্টিফেন। তাকে কতবার চিঠি লিখতে নিষেধ করেছে সে। যদিও সান্দ্রা কোন দিনও প্রশ্ন করেনি, কে তাকে চিঠি লেখে, কিন্তু এ যে অন্যায়, সে কথা তো অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া চাকর-বাকরদের ওপর সব সময় বিশ্বাস রাখা যায় না।

খাম খুলতে গিয়ে স্টিফেনের মুখ বিরক্তিতে ভরে ওঠে। পাতার পর পাতা ভরা প্রেমপত্র। পড়তে গিয়ে সেই পুরনো জাদুমন্ত্রে আবার মুগ্ধ হয়ে যায় সে। রোজমেরি লিখেছে, সে তার প্রেমে বিভোর এমনি যে, সপ্তাহে দীর্ঘ পাঁচদিন তাকে দেখতে পাবে না, সেটা যেন ভাবা যায় না।

সত্যি, এটা বোকামো ছাড়া আর কিছু নয়, হ্যাঁ, বোকামো নয় তো কি? পাতার পর পাতা চিঠি লেখাটা যেন কোন মুহূর্তে তাদের জীবনে বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে। সে কথা রোজমেরিকে বলেছে সে অনেক বার। কেন সে শহরে ফেরা না পর্যন্ত অপেক্ষা করছে না? দু' তিনদিন দিনের মধ্যে রোজমেরির সঙ্গে দেখা করছে সে।

ব্রেকফাস্টের টেবিলে আর একটা চিঠি এলো। অনুরোধ, কয়েক সেকেন্ডের সঙ্গে দেখা করছে সে।

ব্রেকফাস্টের পর গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়লো স্টিফেন, আট মাইল দূরে শহরতলীর একটা বাজারের দিকে, সেখান থেকে ফোন করলো সে রোজমেরিকে।

'হ্যালো রোজমেরি? আর চিঠি লিখো না।'

'প্রিয়তম স্টিফেন, কি মিষ্টি শোনাচ্ছে তোমার কণ্ঠস্বর।'

'সাবধান, কেউ তোমার ফোনে আড়ি পাতছে না তো?

'নিশ্চয়ই নয়। যাক্ ও সব কথা ছাড়ো, আমার চিঠি তোমার পছন্দ হয়েছে তো? আমার চিঠি পড়তে পড়তে তোমার কি মনে হয়নি যে, আমি তোমারি পাশে ছিলাম? প্রিয়তম, আমি তোমাকে প্রতি মিনিটে, প্রতি মুহূর্তে কাছে পেতে চাই। তা তোমারো কি তাই মনে হয়?'

'ও সব কথা থাক, এখন বলো, কবে তুমি আবার আসছো?'

'মঙ্গলবার।'

'মঙ্গলবার! অতো দিন পর্যন্ত আমি যে আর অপেক্ষা করতে পারছি না প্রিয়তম।'

রোজমেরি বিশ্বাস করতে চায় না। আসলে রোজমেরির তেমন কোন আগ্রহ নেই তার কাজে, তার আশা-আকাঙ্খায়, তার ভবিষ্যত উন্নতিতে। রোজমেরি তার কাছ থেকে কেবল একটি কথাই শুনতে চায়, স্টিফেন যেন তাকে বার বার শুধোয়, সে তাকে ভালোবাসে, সে তাকে ভালোবাসে। 'ব্যাস, শুধু এই একটি কথা। আমাকে আবার বলো, সত্যি তুমি আমাকে ভালোবাসো।'

তারপর হঠাৎ একদিন রোজমেরি তার কাছে এলো এক অস্বাভাবিক দাবী নিয়ে। স্টিফেনকে সে দক্ষিণ ফ্রান্সে যেতে অনুরোধ করে, রোজমেরি সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হতে চায়। নয়তো সিসিলি কিংবা কোরসিকায় যেখানে কেউ তাদের চিনতে পারবে না, প্রেমের জোয়ারে ভেসে যাবে তারা। স্টিফেন কঠিন সুরে জবাব দেয়, 'সে রকম জায়গা কোথাও নেই। পৃথিবীটা গোল, স্কুলের একটা না একটা বন্ধুর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যেতে বাধ্য।'

এর পর যে প্রস্তাবটা সে দেয়, আরো ভয়ঙ্কর, আরো ভয়াবহ। কিন্তু রোজমেরির তাতে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। কেমন হাসতে হাসতে সে তার প্রস্তাবটা রাখলো।

'প্রিয়তম লিওপার্ড, ভেবে দেখলাম, এভাবে আমাদের বেশি দিন লুকোচুরি লেখাটা ঠিক কাজের কাজ হচ্ছে না। চলো, আমরা দুজন কোথাও পালিয়ে যাই। এভাবে গোপনে স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করাটা ভালো নয়। তার চেয়ে জর্জকে আমি ডিভোর্স করি, আর তুমিও তোমার স্ত্রীকে ডিভোর্সের নোটিশ দাও। তারপর আমরা দুজনে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাই।'

'কিন্তু আমার কাছে সেটা অসম্ভব। প্রকাশ্য স্ক্যান্ডাল আমার ভবিষ্যত ভেঙ্গে রেণু রেণু করে গুঁড়িয়ে দেবে। আমার রাজনৈতিক জীবন একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'তাতে কি হয়েছে? হাজার হাজার কাজ তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

সে কথা স্টিফেনও ভেবেছে বৈকি! দক্ষিণ উপসাগরের কোন একটা দ্বীপের কথা। ঐ সব চিন্তা নির্বুদ্ধিতার পরিচয়।

কিন্তু রোজমেরি কিছুতেই বুঝতে চাইলো না, এ খেলা বেশিদিন চলতে দেওয়া ঠিক নয়। তার সেই এক কথা, তাহলে জর্জ বারটনকে সে জানিয়ে দেবে তাদের ভালোবাসার কথা, সে ডিভোর্স চায়। অনুরূপ ভাবে স্টিফেনকেও ডিভোর্সের নোটিশ দিতে হবে তার স্ত্রীকে। এর একটাই অর্থ হলো, কিডারমিনিস্টার পরিবার তার উপর থেকে তাঁদের সব সমর্থন তুলে নেবেন। অর্থাৎ সান্দ্রাকে হারানোর পর তার রাজনৈতিক জীবনের পরিসমাপ্ত ঘটা। তাছাড়া এমনো হতে পারে, এই শহরে তার টিকে

থাকা দায় হয়ে উঠবে জনতার ক্রোধ সহ্য করতে না পেরে...

অতএব যেভাবেই হোক রোজমেরির বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে হবে তাকে। কিন্তু কিভাবে সেটা সম্ভব? রোজমেরি যেরকম জেদী মেয়ে, কোন যুক্তিই মানতে চায় না সে। এক্ষেত্রে মাত্র একটিই পথ তার সামনে খোলা আছে, বিষ দিয়ে তার পথের কাঁটা সরানো!

ইতিমধ্যে রোজমেরি ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হলো। সৌজন্যতার খাতিরে স্টিফেন তাকে ফুলরে তোড়া উপহার দিয়ে এলো একদিন।

পরের সপ্তাহে রোজমেরির জন্মদিনের পার্টিতে স্টিফেন এবং সান্দ্রা বারটন পরিবারের সঙ্গে নৈশভোজে আপ্যায়িত হলো আন্তরিক ভাবে। আড়ালে রোজমেরিকে একান্তে পেয়ে স্টিফেনের ইচ্ছে হলো, তাকে জানিয়ে দেয়, তার সঙ্গে সব সম্পর্কের ইতি টানতে চায় সে এখানেই। রোজমেরি তার মনের কথাটা বোধহয় টের পেয়ে গিয়েছিল। তাকে কিছু বলতে দেওয়ার সুযোগ না দিয়েই নিজের থেকে রোজমেরি জানিয়ে দিলো, 'আজ আমার জন্মদিন, আজ কোন আলোচনা নয়। জর্জকে আমি কিছু বলবো না, কারণ হাজার হোক সে আমার স্বামী, একদিন তাকে আমি ভালোবেসেই তো বিয়ে করেছিলাম। তাই ভাবছি দু'একদিন পরে আমাদের পরিকল্পনার কথা তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেবো। তারপর আমি তোমার হবো, তুমি আমার হবে।'

বলে কি রোজমেরি? এখনো সে তাকে কামনা করে! এ অবস্থায় স্টিফেন যদি তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে, তোমার স্বামীর মুখ চেয়ে এবং আমার স্ত্রীর কথা ভেবে, আমাদের সব সম্পর্কের ইতি টেনে দিলাম। তখন ব্যাপারটা হয়তো আরো ভয়ঙ্কর পর্যায় গিয়ে দাঁড়াবে।

তাহলে? স্টিফেন ভাবে, এখন একটি মাত্র পথই খোলা আছে তার সামনে। বিষমেশানো এক গ্লাস স্যাম্পেনই বোধহয় যথেষ্ট রোজমেরিকে স্তব্ধ করে দেবার পক্ষে। হ্যাঁ, এই পথটা সত্যি সত্যি বেছে নেবে বলে ঠিক করে রেখেছে সে।.... ব্যাগে পটাসিয়াম সায়ানাইড।



আলেকজান্ডার ফ্যারাডে

সান্দ্রা ফ্যারাডে আজও ফুলতে পারেনি রোজমেরি বারটনকে। এই মুহূর্তে তার মনে পড়ে সেদিন রেস্টুরেন্টের ডাইনিং টেবিল অতিক্রম করতে গিয়ে যে অদ্ভুত দৃশ্য সে দেখেছিল, আজও ওর সব স্পষ্ট মনে আছে। মনে আছে, হঠাৎ ওর মনে হয়েছিল, ষ্টিফেন যেন ওকে লক্ষ্য করেছে'...

আচ্ছা সে কি ওর চোখের প্রকৃত ভাষাটা পড়তে পেরেছিল? সে কি লক্ষ্য করেছিল ওর চোখে কি পরিমান ঘৃণা, আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল?

ঘটনাটা প্রায় এক বছর আগের—কিন্তু সেটা ওর মনে আজও স্পষ্ট হয়ে ভাসছে যে, যেন মনে হয় বুঝি ঘটনাটা গতকালকার। ওর স্মৃতির মণিকোঠায় আজও রোজমেরি উজ্জ্বল, ভাস্বর।

লুক্সেমবার্গ, সেই ঘৃণা-বিজড়িত জায়গার স্মৃতি থেকে মুছেও মুছে না। ভুলে যেতে চেয়েছিল সান্দ্রা, কিন্তু সবই যেন চক্রান্ত, ফন্দি আঁটা স্মরণ-বীণায় সেই করুণ সুরের ঝঙ্কার তোলে ফিরে আবার। এমন কি ফেয়ারহেভেনও আজ আর প্রশ্নাতীত নয়, বিশেষ করে কাছেই লিট্‌ল প্রায়রসে জর্জ বারটনের আবির্ভাব ঘটার পর।

বিচিত্র মানুষ এই জর্জ বারটন। রীতিমত বুদ্ধুই বলা চলে ভদ্রলোককে। ঠিক এধরণের প্রতিবেশী ওর মতো মেয়ের কাম্য নয়। লিট্‌ল প্রায়রসে তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ওর শান্তি এবং সৌন্দর্য হারিয়ে ফেললো।

স্টিফেন এবং সান্দ্রা বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছিল। ঠোঁট চেপে সান্দ্রা ভাবে, হাজার বছর ধরে

এভাবেই সুখে কাটাতে পারতো ওরা, কিন্তু রোজমেরীর জন্য, হ্যাঁ রোজমেরি সব ওলট-পালট করে দিলেন, বদলে গেল স্টিফেন। সে যেন সান্দ্রার মধ্যে আগের সেই আকর্ষণ আর অনুভব করে না। অথচ এই স্টিফেনকে প্রথম দিন ঘরের একপ্রান্তে এক বিষণ্ণ হৃদয় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কি ভালোই না লগেছিল সান্দ্রার। লাজুক লাজুক স্বভাবের শান্তশিষ্ট।

এই সেদিন পর্যন্ত সান্দ্রার বিশ্বাস ছিলো স্টিফেন ওকে ভালোবাসে। তারপর একদিন আবির্ভাব ঘটলো রোজমেরির। তাদের জীবনে উনি যেন এক ধূমকেতু। আর ঠিক তখন থেকেই ওর বেদনাময় জীবনের সূত্রপাত।

এতো দুঃখের মধ্যেও আজ ওর হাসি পায়, স্টিফেন ওকে এতো বোকা ভাবলো কি করে? কি করে সে অনুমান করল, রোজমেরির আবির্ভাবে তার পরিবর্তন ওর চোখে পড়েনি। ভুল তার অনুমান।

তারপর থেকে ওর বুকের মধ্যে যে জ্বালা-যন্ত্রণার সূত্রপাত, সান্দ্রা ভাবে, বোধহয় তার পরিমাপ করা ওর পক্ষে দুরুহ। তারপরদিন ওর মনটা ক্রমশ বিষিয়ে উঠছে, কিন্তু সব কষ্ট ও মুখ বুজে সহ্য করে গেছে।

কিন্তু একটা কথা সান্দ্রা কিছুতেই ভেবে পায় না, রোজমেরির মধ্যে এমন কি সে দেখলো, যার আকর্ষণে স্টিফেন অমন পাগলের মতো প্রভাবিত হলো? হয়তো রোজমেরি ওর থেকেও ঢের সুন্দরী হতে পারে, কিন্তু তার মতো সুন্দরী মেয়ে তো আরো কতো আছে, কই তাদের দিকে তো ফিরেও তাকায় না কখনো!

সত্যি কথা বলতে কি, সান্দ্রা ভাবে, রোজমেরির বুদ্ধি বলতে কিছু নেই, একটা নিরেট বোকা মেয়ে ছাড়া তাঁকে আর কিছু ভাবা যায় না। হয়তো পুরুষদের মনভোলানো রূপ তাঁর আছে, বশ করবার যাদুমন্ত্র তাঁর ভালোভাবে জানা আছে, কিন্তু, সান্দ্রার বিশ্বাস, একদিন না একদিন তাঁর সেই রূপ ঝরে যাবে, তখন তাঁর যাদুমন্ত্রের প্রভাব আর থাকবে না। আর তখনি স্টিফেন তাঁর সঙ্গের মধ্যে ক্লান্তি অনুভব করবে, তখন সে তাঁর প্রভাব থেকে নিশ্চয়ই মুক্ত হবে।

এই সত্যটা সান্দ্রার বিশ্বাস করার মূলে হলো স্টিফেনের উচ্চাশা। ওবেশ ভালো করেই জানে, তার মতো বুদ্ধিমান মেধাবী পুরুষ নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যত জলাঞ্জলি দিয়ে কখনোই চিরকাল এক বিবাহিতা মহিলাকে আঁকড়ে পড়ে থাকতে পারে না। এই উপলব্ধিটাই সান্দ্রার মনে বাড়তি আশা যুগিয়ে ছিল সেদিন, ও নিজের বাঁচার আশাটাকে জিইয়ে রেখেছিল শত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেও।

তারপর তারা একদিন লন্ডনে ফিরে আসে। কিন্তু লন্ডনে ফিরে এসে স্টিফেন আবার সেই আগের মতো ওকে অবহেলা করতে শুরু করে দেয়। আবার সেই আগের মতো তার উন্মণা ভাব। সান্দ্রা লক্ষ্য করে, স্টিফেন তার মনকে স্থির করতে পারছে না, কাজে মন বসাতে পারছে না।

এর কারণ সান্দ্রার অজানা নয়। রোজমেরি চান স্টিফেনকে নিয়ে কোথাও পালিয়ে যেতে। নিজেও বুঝি তার মনটাকে সেইভাবে তৈরী করেছিল। পাগল! পাগল ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে তাকে?

একদিন এক কক্‌টেল পার্টিতে তাদের দুজনের গোপন আলোচনায় আড়ি পেতেছিল সান্দ্রা। টুকরো টুকরো কথাবার্তা মনে পড়ে ওর...

'আমাদের ইচ্ছের কথা আমি জর্জকে বলতে যাচ্ছি।'

ঠিক তার অল্প কয়েকদিন পরেই ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হন, সেই থেকে নিউমোনিয়ায় ভীষণ কষ্ট পান, এ অবস্থায় তখন অনেকেই প্রাণ হারিয়েছেন। সান্দ্রার আজ স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, সেদিন ও মনে মনে রোজমেরির মৃত্যু কামনাই করেছিল।

সেদিন লুক্সেমবার্গের সেই ক্লোক-রুমে রোজমেরিকে কি অপরূপ সুন্দরই না দেখাচ্ছিল। পরনে শৃগালের চামড়ার লং ষ্টোল, এলোমেলো চুল, নগ্ন ধবধবে কাঁধ। মুখটা বিষণ্ণ হলেও তাঁর সৌন্দর্যের এতটুকুও ঘাটতি হয়নি যেন। যেন স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে কোন এক অপ্সরা, হাতে তাঁর শূন্য গ্লাস। সান্দ্রা তার পিছনেই দাঁড়িয়েছিল। আয়নায় ওর নিজের প্রতিবিম্ব দেখে নিজেই চমকে ওঠে। এ কার মুখ। গ্রেনেড পাথরের মতোন কঠিন মুখের চোয়াল, চোখ ভর্তি ঘৃণা উপচে পড়ছিল। রোজমেরির

ডাকে সম্বিত ফিরে পায় সান্দ্রা।

'ওঃ সান্দ্রা, আজ কি আমি একটু বেশী ড্রিঙ্ক করেছি? আমার গ্লাস যে শেষ। ইনফ্লুয়েঞ্জার পর আমার শরীর যেন কেমন হয়ে গেছে—'

নিজেকে সামলে নিয়ে সান্দ্রা শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করে, 'আপনার কি মাথা ধরেছে?'

'হ্যাঁ, একটু মাথা ধরেছে বৈকি!' রোজমেরি বলেন, 'তা তোমার কাছে এ্যাসপিরিন আছে?'

'এ্যাসপিরিন তো নেই, তবে ক্যাচেট ফেভর আছে।'

'ঠিক আছে, তাই দাও।'

সান্দ্রার কাছ থেকে সেটা নিয়ে রোজমেরি তাঁর হাতব্যাগে রেখে দিয়ে বলল, 'ব্যাগের মধ্যে থাক, যদি দরকার হয়—'

তারপর ওরা ক্লোকরুম থেকে বেরিয়ে আসে। সান্দ্রার ঠোঁটে রূঢ় হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায়। ও তখন ভাবছিল, ওর চেয়ে সুন্দরী আর কে হতে পারবে? এরপর স্টিফেন নিশ্চয়ই ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে না।



জর্জ বারটন

রোজমেরি...

জর্জ বারটন তাঁর হাতের গ্লাসটা নিচে নামিয়ে রেখে ফায়ারপ্লেসের দিকে তাকালেন। একটু ড্রিঙ্কে কেমন বিচলিত আজ তিনি। চমৎকার মেয়ে ছিলো রোজমেরি। তাঁর জন্য পাগল ছিলেন তিনি। সে কথা রোজমেরি জানতেন। কিন্তু জর্জের ধারণা ছিলো, তার কথা, রোজমেরি সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা-ভাবনা, এ সব হাস্যকর ব্যাপার ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। এমন কি বিয়ের প্রথম প্রস্তাবের সময়েও রোজমেরিকে কেন জানি না তাঁর ঠিক এই রকমই মনে হয়েছিল।

জর্জ বেশ ভালো করেই জানতেন যে, রোজমেরি তাঁকে কখনোই ভালোবাসতে পারেননি। বস্তুত রোজমেরি স্বীকার করেছিলেন, 'তুমি কি বুঝতে পারো না। আমি এখন নিরুদ্বেগ সুখী জীবনযাপন করতে চাইছি? আমি তোমার সঙ্গে ঘর বাঁধতে চাই। একটুকু ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আমি পাগল। সব ভালোবাসারই শেষ তেমন সুখের হয় না, আমি জানি। জর্জ আমি তোমাকে পছন্দ করি। চমৎকার পুরুষ তুমি; আর আমার বিশ্বাস, তুমিও আমাকে পছন্দ করো। আমাকে ভালোবাসো, এর বেশি কিছু আমি আশা করি না।

যাইহোক, এই পর্যন্ত কোন ত্রুটি দেখা যায় নি রোজমেরির মধ্যে। গোড়ার দিকে তাঁরা বেশ সুখেই ছিলেন। তবে সেই সঙ্গে জর্জ নিজেকে বোঝাতেন, চিরদিন সুখ নামে পাখীটা ভালোবাসার আকাশে ডানা মেলে থাকতে পারে না। একদিন না একদিন অপ্রত্যাশিত বাধা আসবেই!

সেই সব অপ্রিয় ঘটনাগুলো মেনে নেওয়ার মতো জর্জও তাঁর মনটাকে তৈরী করে নিচ্ছিলেন। তিনি নিজের মনকে বোঝালেন, রোজমেরির সন্দেহজনক গতিবিধি এবং তাঁর অস্বাভাবিক রূপ, তাতে এরকম একটা কিছু ঘটা বিচিত্র কিছু নয়। তবে সে ব্যাপারটা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাননি, সেটা হলো তাঁর মনের প্রতিক্রিয়া।

গোড়ার দিকে জর্জের মনে হয়েছিল যুবকটির সঙ্গে রোজমেরির হয়তো প্রেমের ভাব করেছেন, এব সেটা নিন্দনীয় কিছু নয়। কিন্তু একদিন হঠাৎ তিনি একটা সন্দেহের আঁচ পেলেন রোজমেরি এবং সেই যুবকটির মেলামেশার মধ্যে। এবং তাঁর সেই সন্দেহের স্বীকৃতি তিনি পেয়ে গেলেন একদিন। কিন্তু সেই স্বীকৃতিটা বড় কুৎসিত, বড় জঘন্য, বড় ন্যাক্কারজনক বলে মনে হয়েছিল সেদিন জর্জের।

মনে পড়ছে, হ্যাঁ স্পষ্ট মনে পড়ছে আজ, জর্জ তাঁর স্মৃতির পাতাগুলো ওল্টাতে থাকেন।

রোজমেরির বসবার ঘর। জর্জ হঠাৎ সেখানে গিয়ে পড়লেন, হঠাৎ ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে। পর মুহূর্তে জর্জের দৃষ্টি এড়ায় না। তিনি ততক্ষণ বুঝে গেছেন, রোজমেরি তার প্রেমিককে চিঠি লিখছিলেন।

একটু পরেই রোজমেরি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, সঙ্গে তাঁর চিঠি লেখার প্যাডটাও নিয়ে গেলেন। জর্জ ধীরে ধীরে ডেস্কের সামনে এগিয়ে গেলেন, তারপর ডেস্কের ওপর থেকে ব্লটারটা তুলে নিলেন। চশমা লাগিয়ে ব্লটারের ওপর দৃষ্টি ফেলতেই তার চোখের সামনে রোজমেরির হাতের লেখাটা স্পষ্ট ভেসে উঠলো, 'আমার প্রিয়তম...

তাঁর চোখ কান লাল হয়ে উঠলো। একদিন ওথেলো যা উপলব্ধি করেছিল, সেদিন ঠিক সেই মুহূর্তে জর্জের মনেও সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। সুবিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত! যে কোন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকবে। জর্জ মনে মনে ঠিক করলেন, রোজমেরির মন থেকে সেই ছেলেটির নাম তিনি একেবারে মুছে দেবেন। ঠান্ডা মাথায় সেই ছেলেটিকে খুন করবেন তিনি। কিন্তু কে, কে সেই ছেলেটি? কে হাতে পারে রোজমেরির প্রেমিক? ব্রাউন? নাকি সেই নাছোড়বান্দা স্টিফেন ফ্যারাডে?

সেই সব বেদনাদায়ক স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করলেন জর্জ বারটন। সে আজ অতীত। মনে করলে কেবল মনটাই ক্ষত-বিক্ষত হয়। কি লাভ সেই সব স্মৃতি রোমন্থন করে! রোজমেরি মৃত। মৃত্যু এবং প্রশান্তি। এবং তিনি শান্তিতেই ছিলেন। তারপর আর কোন দুঃখ ছিলো না।

কি আশ্চর্য! রোজমেরির মৃত্যুতে জর্জ কি শান্তির পরশ পেয়েছিলেন? সে কথা তিনি রুথকেও বলেননি। বড় ভালো মেয়ে রুথ। বিশ্বাস করা যায় ওকে। সত্যি এক এক সময় তিনি ভাবেন, রুথ ছাড়া কি করে তাঁর জীবন চলবে? তবে রোজমেরির মতোন উন্মাদিনী ও নয়—

রোজমেরি। মনে পড়ে জর্জের রোজমেরি সবে তখন ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে সেরে উঠেছে। একটি রেস্তোরাঁয় গোলাকৃতি টেবিলের সামনে বসেছিল রোজমেরি। ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে ভুগে ওঠার দরুণ ওঁকে একটু রোগাই দেখাচ্ছিল, তবে চমৎকার, আগের থেকে আরো বেশি চমৎকার দেখাচ্ছিল। এবং তারপর মাত্র একঘন্টা পরে—না, সে কথা তিনি আর ভাবতে চান না। ঠিক এই মুহূর্তে নয় অন্তত। তাঁর পরিকল্পনা, সেই পরিকল্পনার কথা তিনি ভেবে দেখতে চান।

প্রথমে তিনি রেসকে বলবেন। রেসকে চিঠিগুলো দেখাবেন তিনি। সেই চিঠিগুলো পড়ে রেসের কি ধারণা হয় দেখাই যাক না কেন? আইরিশ তো একেবারে বোবা বনে গেছে। নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে, এ ব্যাপারে ওর সামান্যতম ধারণাও বোধহয় নেই। যাইহোক, এ ব্যাপারে তিনিই একমাত্র হর্তাকর্তা বিধাতা! সব তিনি টেপ করে রেখেছেন।

সেই পরিকল্পনা। সব আজ ফলপ্রসু। সময়। স্থান। ২রা নভেম্বর। খ্রিষ্টানদের পরবের দিন। একটা স্পর্শকাতর দিন। অবশ্যই লুক্সেমবার্গ! সেই টেবিলটা দখল করতে হবে। এবং আমন্ত্রিত হবে সেই সব অতিথিবর্গ। এ্যানথনি ব্রাউন, স্টিফেন ফ্যারাডেও সান্দ্রা ফ্যারাডে। তারপর অবশ্যই আইরিশ, রুথ এং তিনি নিজে। ছ'জন অতিথি? না, সপ্তম অতিথি হিসেবে রেসকে আমন্ত্রণ জানাবেন তিনি। সেদিনকার মূল নৈশভোজে রেসকে অবশ্যই আশা করা উচিৎ ছিলো

তবে তার পরেও একটি আসন খালি থেকে যায়। ব্যাপারটা অপূর্ব হবে। নাটকীয়। অপরাধের পুনরাবৃত্তি। না, পুনরাবৃত্তি ঠিক নয়...

জর্জ বারটনের মন উড়ে যায় সেই কোন্ অতীতে...রোজমেরির জন্মদিন... গোলাকৃতি টেবিল। টেবিলের উপরে ফুলের মেলা, এবং তারই মাঝে রোজমেরি হাত-পা ছড়ানো... টানটান করে টেবিলের উপরে—মৃত...

দ্বিতীয় অধ্যায়

খ্রিষ্টানদের পরবের দিনঃ



আজ সকাল থেকেই লুসিলা ড্রেককে কেমন একটু খিট্‌খিটে স্বভাবের মতো দেখাচ্ছিল। আজকের এই বিশেষ দিনটিতে অনেক কিছু ব্যাপারে তাঁক চিন্তিত বলে মনে হলো। সমস্যা এতো বেশি যে, কোন্ ব্যাপারে মনোযোগ দেবেন, তা তিনি ঠিক করতে পারছিলেন না।

'প্রিয় আইরিশ, সত্যি তোমার জন্য আমি ভীষণ চিন্তিত, তোমার মুখটা শাদা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, তোমার মুখ দেখে মনে হয়, তুমি যেন কতোদিন ঘুমোওনি, তোমার ঘুম হয়? না হলে ডঃ উইলিস কিংবা ডঃ গ্যাসকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারো, ওঁদের ওষুধ খুব ভালো।'

মিসেস ড্রেকের আদর-যত্নের ঠেলায় ব্যতিব্যস্ত আইরিশ। ডঃ উইলিস, ডঃ গ্যাসকেল! কাউকেই তার পছন্দ নয়। আইরিশ যথেষ্ট ধৈর্য সহকারে এবং বেশ সাহসের সঙ্গেই বললো, 'আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ লুসিলা পিসি।'

'কিন্তু তোমার চোখের নীচে যে কালি পড়ে গেছে মা', মিসেস ড্রেকের কথায় আন্তরিকতার সুর, 'তোমার বড্ড বেশি পরিশ্রম হয়ে যাচ্ছে।'

শোনো ঐ লেসিং নমের মেয়েটিকে আমার মোটেই পছন্দ নয়। অফিসে তুমি যা খুশি করতে পারো তাকে নিয়ে, কিন্তু অফিসের বাইরে? অচিন্ত্যনীয়। তাকে আমাদের পরিবারের একজন ভাবতে দেওয়াটা একটা মস্ত বড় ভুল। আমি জোর গলায় বলতে পারি, এতোটা তার প্রাপ্য নয়।'

'ওঃ লুসিলা পিসি, তুমি বোধহয় জানো না, সত্যি সত্যি রুথ এই পরিবারের একজন হয়ে গেছে।'

'কিন্তু রুথকে বেশি বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। জর্জকে রক্ষা করতে হবে যে ভাবেই হোক। আজ আমি যদি তোমার মতো হতাম, তাহলে জর্জকে সমঝে দিতাম মিস লেসিং হয়তো-বা খুব সুন্দরী হতে পারে, কিন্তু তাকে বিয়ে করার প্রশ্নই উঠতে পারে না।'

আইরিশ স্তব্ধ, হতবাক। ভাবনায় তল পায় না ও আজ আর।

'রুথকে জর্জ বিয়ে করবে, এ আমি কখনো ভাবতেই পারি না!'

'তোমার নাকের ডগা দিয়ে যতো সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, তুমি কিছুই দেখতে পাও না বাছা। অবশ্য আমার মতো জীবনের অভিজ্ঞতা তোমার কোথায়? তুমি তো জানো না ঐ মেয়েটা জর্জকে বিয়ে করার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছে।'

হাসলো আইরিশ। 'আমার মনে হয়, রুথের ব্যাপারে আপনি ঠিকই বলেছেন, আমারও মনে হয়, জর্জ ওর খুব প্রিয়। আর জর্জের আদর্শ স্ত্রী হওয়ার পক্ষে উপযুক্ত মেয়ে ও, জর্জের ওপর ঠিক মতো নজর রাখতে পারবে ও।'

'এখনো জর্জ কি চায়, আমি জানতে চাই। ভালো খাবার এবং তার ভালো-মন্দ দেখার ভার নিতে পারে এমন একটি মেয়ে তো? সেক্ষেত্রে তোমার মতো আকর্ষণীয়া এক যুবতীই তার পক্ষে উপযুক্ত। তার বাড়ির ভিতরে এবং বাইরের দুটি দিকই তুমি দেখতে পারবে।'

লুসিলার বয়স তখন চল্লিশ ছুঁই ছুঁই, রেভারেন্ড ক্যালেব ড্রেকের সঙ্গে দেখা, ভদ্রলোকের নিজের বয়সই তখন পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। তাঁর বিবাহিত জীবন অতি সংক্ষিপ্ত। বিবাহের মাত্র দু' বছর পরেই লুসিলা বিধবা হন একটি পুত্রসন্তান কোলে নিয়ে। তাঁর মাতৃত্বের জাগরণ বিলম্বিত এবং অভাবনীয়, লুসিলা ড্রেকের জীবনে সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। পরবর্তীকালে একমাত্র পুত্র তাঁর প্রধান চিন্তা এব

দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ছেলের কাছ থেকে ক্রমাগত অর্থনৈতিক চাপ আসতে থাকে, কিন্তু কি আশ্চর্য, তাঁকে কখনো বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। তাঁর ছেলে ভিক্টরের বিরুদ্ধে কোন অপবাদ কিংবা অভিযোগ তিনি শুনতে রাজি নন, হয়তো এটা তাঁর অন্ধ দুর্বলতা।

ঠিক এমনি এক সময়ে আইরিশের দেখাশোনার ভার নেবার জন্য জর্জের কাছ থেকে তিনি যখন আহ্বান পেলেন, তখন তাঁর মনে হয়েছিল, এ বুঝি ঈশ্বরেরই প্রেরিত এক দৈব-বাণী, যাঁর আদেশে জর্জ তাঁকে তাঁর বাড়িতে থাকার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। সত্যি কথা বলতে কি, তখন মিসেস লুসিলা ড্রেকের অর্থের বড় টানাটানি যাচ্ছিল। যাইহোক, এই বছরটা এখানে তাঁর বেশ সুখেই দিনগুলি কাটছিল। অথচ এই লুসিলা পিসীকেই যদি প্রশ্ন করা হয় যে, রুথের বয়সে তিনি কি নিজেই সংসারের কাজকর্ম করতে ভালোবাসতেন? নাকি কোন যুবতী মেয়ে সেই বয়সে সংসারে গাধার মতো খাটতে চায়? আসলে রুথ লেসিং বুদ্ধিমতী, ঘরদোর নিজের মনের মতো করে আগে থেকে সাজিয়ে-গুছিয়ে জর্জের মন জয় করতে চেয়েছিল, বোঝাতে চেয়েছিল, জর্জের পরিবারে অপরিহার্য সে। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এ সংসারে অন্তত একজনের চোখে রুথ ধরা পড়ে গেছে, সে কি চায়, সেটা প্রকাশ হয়ে গেছে তাঁর কাছে।

একদিন একটি কম্বল হাতে নিয়ে লুসিলা ড্রেক বিরক্তি প্রকাশ করতে থাকেন, 'আমার হয়েছে এক জ্বালা, এটা নিয়ে এখন আমি কি করি বলো তো? ওদিকে জর্জ ঠিক করে বললেও না, আগামী বসন্তের আগে আমার এখানে ফিরে আসবে কিনা! না এলে পোকা-মাকড়ের জ্বালায় এই কম্বলের মধ্যে অবশ্যই ন্যাপথলিন রেখে যেতে হবে, তা নাহলে পোকায় কেটে দেবে। আবার না গেলে ন্যাপথলিন দিতে ইচ্ছে হয় না, গন্ধটা আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না।'

'বেশ তো ন্যাপথলিন না হয় নাই ব্যবহার করলেন!'

'কিন্তু এবছর যা গরম, পোকা-মাকড়ের আধিক্য হবেই। সবাই বলছে এ বছরটা খারাপ, পোকা-মাকড়দের পোয়াবারো। আর ভীমরুলের তো কথাই নেই। গতকাল হকিন্স বলছিল, এবারের গ্রীষ্মে সে তিরিশটা ভীমরুলের বাসা নিয়েছে—তিরিশটা—এই খেয়াল আর কি—'

হকিন্সের কথা ভাবলো আইরিশ—অন্ধকারে সদম্ভে পা ফেলতে ফেলতে—হাতের মুঠোয় সায়েনাইড—রোজমেরি—সায়েনাইড—আচ্ছা এসব ভাবনা কেন শেষ পর্যন্ত ফিরে ফিরে সেই একটি জায়গায় গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়?

ওদিকে লুসিলাপিসীর কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসে। মনে হয়, তিনি বোধহয় খুব ভয় পেয়ে গেছেন—আর এখন তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তুও বদলায়।

'গহনাগুলো ব্যাঙ্কে পাঠাবে কাউকে দিয়ে? লেডী আলেকজান্ডার সেদিন বলছিলেন, আজকাল এখানে নাকি চুরি ছিনতাই খুব বেড়ে গেছে, যদিও আমাদের বাড়িতে খুব ভালো একটা শাটার আছে। লেডীর মুখটা দেখতে কি কঠিন—আমার ধারণা খুব কঠিন মহিলা সে। এবং অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী।'



'আমি কি করে ভাবতে পারি না তারা এখানে যেন না আসে।'

সান্দ্রা ফ্যারাডে কথাগুলো এমন অস্বাভাবিক তিক্ততার সঙ্গে উচ্চরণ করলো যে, সহসা তার স্বামী ফিরে তাকালো। তার দু'চোখে গভীর বিস্ময়। এ কি, তার মনের কথাগুলোই যেন সান্দ্রার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো—যে কথাগুলো সে অনেক কষ্টে চেপে রেখেছিল মনের গভীর গহ্বরে। তাহলে, তার মতো সান্দ্রার ভাবনাও এক? তাহলে ও-ও কি অনুভব করছে, পার্কের ওধারে মাইলখানেক দূরে নবাগত প্রতিবেশীদের আগমনে তাদের ফেয়ারহেভেনের সুখ, শান্তি সব নষ্ট হয়ে গেছে।

তারা দুজনেই নিশ্চুপ, তাদের মনের দর্পণে নৈশভোজের সেই দৃশ্যটা এখন প্রতিফলিত। জর্জ

বারটন ছিলেন বন্ধুভাবাপন্ন, এমন কি তার উচ্ছ্বাস উপচে পড়তো তাঁর কথায়, ব্যবহারে। তবু তা সত্বেও তারা লক্ষ্য করেছে, তাঁর মনের গহ্বরে ফল্গুনদীর মতো একটা চাপা উত্তেজনার স্রোত প্রবাহিত, প্রতিনিয়ত, যে ব্যাপারে তার দুজনেই বেশ সন্ত্রস্ত ছিলো। আজকাল জর্জ বারটনকে কেমন একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। রোজমেরির মৃত্যুর আগে তাঁকে ঠিক এমনটি দেখা যায়নি। সেই সময় জর্জ বারটন যেন পর্দার আড়ালে ছিলেন, সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর বয়স্ক স্বামীর যেরকম অবস্থা হয় ঠিক সেইরকম,—নিস্তেজ, বোকাটে স্বামীর মতোন। সেই সময় স্টিফেনের একবারও সন্দেহ হয়নি, জর্জ বারটন তাঁর স্ত্রী রোজমেরির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন।

আগের থেকে জর্জ বারটনকে অনেক বেশি প্রাণবন্ত এবং কর্মঠ দেখালেও, হ্যাঁ, তাঁর মধ্যে একটা স্বাভাবিক ভাব লক্ষ্য করার মতোন। আজ তিনি একজন বিচিত্র লোকই বটে। হঠাৎ কেমন দুম করে আমন্ত্রণ জানিয়ে বসলেন। অষ্টাদশী আইরিশের জন্মদিনের পার্টি দিচ্ছেন জর্জ বারটন। তাঁর ইচ্ছা, স্টিফেন এবং সান্দ্রা যেন সেই পার্টিতে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে সান্দ্রা বলে উঠেছিল, 'নিশ্চয়ই যাবো, খুব আনন্দ হবে।' তাদের দুজনেরই কাজ ছিলো অনেক। তবু সান্দ্রা ভাবে, একটা দিন যে করেই হোক ম্যানেজ করে নেওয়া যাবেখন।

আজ হঠাৎ স্টিফেন তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলো, 'আমাদের যাওয়ার দরকার নেই।'

তার দিকে মুখটা ঈষৎ ফেরালো সান্দ্রা। সান্দ্রার চোখে অনেক প্রশ্ন, অনেক ভাবনা।

'খুব হবে, বড় জোর অন্য আর একদিন যাওয়ার জন্য অনুরোধ করবেন তিনি। মনে হয়, আমাদের যাওয়ার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী।'

'কেন যে ওঁর এতো আগ্রহ, বুঝি না। পার্টিটা আইরিশের জন্মদিনের।'

তারপর সে বলে, 'তুমি জানো পার্টিটা কোথায় হবে?'

'না।'

'লুক্সেমবার্গে।'

মুহূর্তে স্টিফেনের মুখটা কেমন ফ্যাকাসে সাদা হয়ে গেলো। অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলো না সে। নিজেকে গুটিয়ে নিতে গিয়েই সান্দ্রার চোখে চোখ পড়ে গেলো তার।

'কিন্তু এটা অসম্ভব', স্টিফেন তার মনের অভিব্যক্তি গোপন করে চিৎকার করে উঠলো, 'লুক্সেমবার্গ!' সেখানকার পুরনো স্মৃতিচারণ করার জন্য? ভদ্রলোক নিশ্চয়ই পাগল!'

'হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়', সান্দ্রা তাকে সমর্থন করলো।

দুহাতে স্ত্রীর হাত জড়িয়ে ধরে তাকে কাছে টেনে নেয় ষ্টিফেন, 'সান্দ্রা, তুমি কি বোঝো না, তোমাকে পেলে আমি যেন হাতের মুঠোয় পৃথিবীটা পেয়ে যাই।'

হ্যাঁ, বোঝে বৈকি সান্দ্রা। স্টিফেনের দুহাতের ওপর আবদ্ধ সান্দ্রার দেহটা, কাঁপা কাঁপা দেহ। স্টিফেন তাকে বুকের আরো কাছে টেনে আনে, চুম্বন এঁকে দেয় তার তৃষিত ঠোঁটে, অসংলগ্ন কথাবার্তা...

'সান্দ্রা, সান্দ্রা—প্রিয়তমা। আমি তোমায় ভালোবাসি। আমার ভীষণ ভয় হয়, আমার ভীষণ ভয় হয় তোমাকে হারাবার।'

সান্দ্রা নিজেকে বলতে শুনলো। কারণ রোজমেরির জন্য?

'হ্যাঁ।' ষ্টিফেনের মুখটা কেমন বিবর্ণ পান্ডুর দেখায়। 'রোজমেরির ব্যাপারটা তুমি জানো নাকি?'

মাথা নাড়ে সান্দ্রা। 'না, আমি কিছুই বুঝিনি। জানি না কখনো বুঝতে পারবো না কিনা তুমি তাঁকে ভালোবাসতে?'

'না, ঠিক তা নয়। আমি কেবল তোমাকেই ভালোবাসি।'

সান্দ্রার মনটা তখন এক অদ্ভুত তিক্ততায় ভরে উঠেছিল, একটা তিক্ত মন্তব্য তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো। 'সেই প্রথম আমাকে দেখার দিন থেকে? মিথ্যের পুনরাবৃত্তি করো না, কারণ আমি মনে করি এ ব্যাপারে আগে তুমি আমাকে মিথ্যেই বলেছিলে।'

সহসা আক্রমণে কিন্তু ষ্টিফেন ঘাবড়ায় না। সান্দ্রার কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করলো

সে। তারপর অকপটে স্বীকার করলো সে, এমন সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে তবু আমি বলবো, না মিথ্যে নয়। আজ আমি ভাবতে শুরু করেছি, সেটা সত্যি। ওঃ সান্দ্রা, একটু বোঝবার চেষ্টা করো। আমি স্বীকার করছি, ক্ষমতার লোভে সব মানুষই এক সময় অন্ধ হয়ে যায়, সে তখন বোঝে না, যার সাহায্যে সে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী, তার দিকে ফিরে তাকানো উচিত। কিন্তু ঐ যে বললাম, সে তখন ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে উঠে যেতে চায়, তাই নিচের দিকে ফিরে তাকাবার অবসর যখন তার কোথায়? কিন্তু সান্দ্রা একটু বোঝার চেষ্টা করলে দেখবে, এ সব ক্ষেত্রে সময় সময় মানুষকে একটু কঠিন হতে হয়, হয়তো রুক্ষতার মুখোশের আড়ালে নিজেকে ঢেকে রাখতে হয়। কিন্তু তাই বলে এই নয় যে, সেটা তার চিরদিনের চিন্তা ভাবনা। তবে তাদের মধ্যে খারাপ লোক যে নেই তা নয়, তাদের সবটাই অভিনয়, এ কথাও আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমার নিজের স্বপক্ষে একটু আমি বলতে পারি সান্দ্রা, তোমার মতো মেয়েকেই আমি খুঁজেছি সেই কোন আমার ছোটবেলা থেকে। এ কথা আমি হলফ করে বলছি, বিশ্বাস করো সান্দ্রা। আমি আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করি, অতীতের দিকে তাকালে আমার মনে হয়, যদি সেটা সত্যি না হতো তাহলে সেই পথ দিয়ে আমি এতোটা পথ উঠে আসতে পারতাম না, না কিছুতেই নয়।'

তবু সান্দ্রার কথায় তিক্ততার সুর ধ্বনিত হয়। আমাকে তুমি ভালোবাসোনি।

'না। গোড়ায় আমি কখনোই প্রেমে পড়িনি। আমি তখন দারুণ ক্ষুধার্ত। নারী পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমার তখন কোন চেতনাবোধ ছিলো না, আমি তখন সেই পুরুষ, যে শুধু নিজের গর্বেই গর্ব অনুভব করতো। তারপর একদিন গর্ব অতিক্রম করতে গিয়ে আমি প্রেমে পড়ে যাই—অসার দম্ভশীল যুবকের লজ্জাকর সেই প্রেম।'

একটু থেমে সে আবার বলতে থাকে ঃ 'এখানে, হ্যাঁ, এই ফেয়ারহেভেনে, আমার সত্যিকারের জাগরণ এখানেই এবং সত্য উপলব্ধি করি। সেই উপলব্ধ সত্যটা হলো, আমার জীবনের যা কিছু সত্য তুমি, সে তুমি এবং তোমার ভালোবাসার মর্যাদা দেওয়া! আর সব মিথ্যে!'

'যদি আমি শুধু জানতাম—'

'মানে তুমি কি জানতে? কি ভেবেছিলে তুমি?'

'আমি ভেবেছিলাম তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তুমি পালাবার কথা ভেবেছিলে।'

'রোজমেরির সঙ্গে?' ছোট ছোট করে হাসলো স্টিফেন। 'তাহলে সেটা অবশ্যই আমার জীবনে কারাদন্ডের সামিল হতো।'

'কেন, তিনি চাননি তুমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও পালিয়ে যাও?'

'হ্যাঁ, তিনি তা ভেবেছিলেন বৈকি!'

'তারপর কি এমন ঘটলো যে—'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্টিফেন বলে, 'লুক্সেমবার্গের সেই অপ্রীতিকর ঘটনার পর সব ওলট পালট হয়ে যায়।'

এবার তারা দু'জনেই চুপ হলো। কারণ তার পরের ঘটনার কথা তারা দু'জনেই জানে। একদা এক সুন্দরী মহিলার মুখ সায়েনাইড বিষে নীলে নীলে একাকার হয়ে যাওয়া ফ্যাকাশে মুখ। নির্মেঘ নীলাকাশে দুটি উজ্জ্বল তারার মতো তাঁর চোখ দুটি কেবল তখনো জ্বলজ্বল করছিল। সে চোখে অনেক জিজ্ঞাসা, অনেক কিছুর প্রত্যাশা।

সেই মৃত মহিলার মুখের ছবি মনে করে অনেক কিছুর প্রত্যাশা তার কাল্পনিক সেই দুটি চোখের সঙ্গে চোখ মিলিয়ে মনের অজান্তে স্টিফেন বলে ফেলে ঃ

'সে সব কথা ভুলে যাও সান্দ্রা, ঈশ্বরের দোহাই, এসো আজ আবার সেই অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যাই!'

সান্দ্রা আবেগ তাড়িত হয়ে বলে উঠল, 'আমি, আমি তোমার স্ত্রী এবং তোমাকে ভালোবাসি ষ্টিফেন!'

গভীর দৃষ্টি নিয়ে সান্দ্রার পানে তাকায় স্টিফেন। 'আচ্ছা সান্দ্রা, এই পার্টির ব্যাপারে তুমি কি ভাবছো বলো তো?'

'আমার ধারণা, এটা একটা ফাঁদ।'

'আর আমরা সেই ফাঁদে পা ফেলতে যাচ্ছি, ষ্টিফেন ধীরে ধীরে বলে, 'এই তো?'

'আমরা এই ফাঁদের কথা জেনে গেছি, এটা আমরা কখনোই প্রকাশ করতে যাবো না।'



পার্কের মাঝামাঝি এসে আইরিশ বললো, 'তোমার সঙ্গে না ফিরলে তুমি কি কিছু মনে করবে জর্জ? আমি একটু একা একা হাঁটতে চাই। আমার ইচ্ছে ফ্রয়ার হিলে উঠবো এবং বনপথ দিয়ে ফিরে আসবো। আজ আমার ভীষণ মাথা ধরেছে। তাই একটু একা একা বেড়াতে চাই।'

'তাই হবে, যাও তুমি। আমি একা ফিরে যাচ্ছি। তাছাড়া আজ অপরাহ্নে এক জনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, কখন সে আসবে তার ঠিক নেই।'

'ঠিক আছে। বিদায়। চায়ের টেবিলে আবার দেখা হবে।'

শৈলপ্রান্তে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো আইরিশ। অক্টোবরের শেষ বিকেল। এবার শীত বিলম্বিত। উষ্ণ বাতাস। আকাশে টুকরো টুকরো মেঘের আনাগোনা দেখে মনে হয় খুব শীগ্‌গীর আবার বৃষ্টি হতে পারে। নীচে উপত্যকার চেয়ে ওপরে পাহাড়ের বাতাস আরো বেশী নিয়ন্ত্রিত। তা সত্বেও নিঃশ্বাস নিতে খুব একটা কষ্ট হয় না আইরিশের।

সেই সময় হঠাৎ পিছনে পাতার খস্‌খসে শব্দ শুনে ফিরে তাকাল ও। গাছের ডালপালা সরিয়ে এ্যানথনি ব্রাউন তখন উপরে উঠে আসছিল।

প্রায় রাগত স্বরে চীৎকার করে উঠলো আইরিশ, 'টনি, তুমি কি বলো তো? সব সময় তুমি ওরকম নির্বাক অভিনেতার মতো চুপি চুপি আসো কেন বল তো?'

এ্যানথনি ওর পাশে মাটির ওপর বসে পড়ে সিগারেট কেস থেকে সিগারেট বের করে আইরিশকে দিতে যায়, মাথা নেড়ে আপত্তি জানালে তখন সে নিজে একটা সিগারেট ধরায়। তারপর এক মুখ ধোয়া উদগীরণ করে উত্তর দেয়, 'কারণ কাগজগুলো আমাকে রহস্যজনক মানুষ বলে থাকে। আর আমার স্বভাবই হলো যত্রতত্র আবির্ভূত হওয়া।'

'বেশ তা না হয় হলো, কিন্তু আমি কোথায়, তা তুমি জানলে কি করে?'

'আমার কাছে খবর ছিল ফ্যারাডেদের সঙ্গে তুমি মধ্যাহ্নভোজ করছো। তারপর তোমাকে পাহাড়ের ধারে আসতে দেখে গোয়েন্দার মতো আমি তোমাকে অনুসরণ করি।'

'সাধারণ মানুষের মতো আমাদের বাড়িতে এলে না কেন?'

'কে বললে আমি একজন সাধারণ মানুষ? আমি মোটেই সেরকম নই', আহতস্বরে সে বলে, 'আমি একজন বিশিষ্ট লোক।'

হ্যাঁ, আমি মনে করি তুমি তাই'—

'আচ্ছা আইরিশ ফ্যারাডেদের তোমার পছন্দ হয়?'

'জানি না। আমার মনে হয় না, খুব একটা পছন্দ হয়—তবে সে কথা বলা যায় না, তার কারণ সত্যি কথা বলতে কি আমাদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার অতি চমৎকার।'

'আচ্ছা তোমার কি মনে হয়, তাঁরা তোমাকে পছন্দ করে?'

'না, ঠিক বলতে পারছি না। তবে আমার অনুমান, তাঁরা আমাকে ঘৃণা করেন।'

শান্তভাবে সিগারেট টেনে চললো এ্যানথনি। তারপর কি ভেবে সে আবার বললো, 'ফ্যারাডেদের সম্বন্ধে আমার কি মনে হয় জানো?'

'কি?'

'ঠিক, ঠিক তাঁরা যেন তোমাদের কাছে একটি অভিন্ন ফ্যারাডে পরিবার। আমিও সব সময় তাদের ঠিক ঐভাবেই চিন্তা করে থাকি, স্টিফেন এবং সান্দ্রাকে আলাদা করে নয়! ষ্টিফেন ফ্যারাডে সম্বন্ধে আমার ধারণা, ভদ্রলোক অত্যন্ত বুদ্ধিমান, অপরের মতামতের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল, তবে সেই সঙ্গে তার খারাপ দিকটার কথা বলতে হয়, ভদ্রলোকের সব ভালো, তবে আত্মবিশ্বাস এবং নৈতিক সাহসের বড় অভাব। অপর দিকে সান্দ্রার মনটা বড় সংকীর্ণ, মধ্যযুগীয় মনোভাবাপন্ন, গোঁড়া ধর্মভীরু, এবং বেপরোয়া মনোভাব দেখাতে তার জুড়ি নেই।'

'কেন জানি না ষ্টিফেনকে আমার সব সময় মনে হয়', আইরিশ মন্তব্য করে, 'লোকটা বড় অহংকারী এবং বোকা।'

'না, ঠিক বোকা তাঁকে বলা যায় না,' এ্যানথনি বাধা দিয়ে বলে, 'মনে হয় তিনি যেন অসুখী, সাফল্যের দোরগোড়ায় মাথা ঠুকে মরছেন।'

'তোমার কি বিচিত্র ধারণা এ্যানথনি?'

'একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে, কথাগুলো কতো খাঁটি ও সত্যি। দেখবে সুখী লোকেদের জীবনেই বেশি ব্যর্থতা নেমে আসে, কারণ তাদের নিজেদের মধ্যে এমন ভালো বোঝাপড়া থাকে যে, কেউ কারোর নিন্দে করতে পারে না। যেমন আমি। এবং তারা সেটা মানিয়েও নেয়, যেমন আমি।'

হাসলো আইরিশ। ওর মুখের ভাব দেখে মনে হলো, এ্যানথনির কথা শুনে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে ও এবং ওর মন থেকে ভয় উধাও। এমন সময় কি মনে করে কব্জি ঘড়ির দিকে তাকায় ও।

'এসো, আমাদের বাড়িতে তোমার চায়ের নিমন্ত্রণ রইলো, সেই সঙ্গে আমন্ত্রণ জানালাম কিছু লোককে তোমার সৎ সঙ্গ দেবার জন্য।'

এ্যানথনি মাথা নাড়লো। 'কিন্তু নজর নয়। এখুনি আমাকে ফিরে যেতে হচ্ছে।'

আইরিশ আঘাত পায় তার এ ধরণের কথা শুনে, আহতস্বরে ও বলে, 'তাহলে এখানে কেন তুমি এলে? এখানে তোমার অন্য কাজ ছিলো?'

'হ্যাঁ, অত্যন্ত জরুরী কাজ—তোমার সঙ্গে। আমি এখানে এসেছি তোমাকে একটি প্রশ্ন করতে আইরিশ।'

আইরিশের আঘাতটা প্রশমিত হয়। পরিবর্তে একটা কৌতুহল জাগে ওর মনে। সেই চিরন্তন কৌতুহল, যা একদা ওর মা'র মনে জেগেছিল, ওর ঠাকুমার মনে জেগেছিল। কৌতুহলী—মিনিট কয়েক পরে ঠাকুমাকে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'ওঃ মিঃ এক্স, কথাটা এতোই আকস্মিক—'

'হ্যাঁ, বলো?' সরল মনে এ্যানথনির দিকে তাকালো আইরিশ।

আইরিশের দিকে তাকিয়েছিল এ্যানথনি, দৃষ্টি গভীর, অনমনীয়।

'সত্য করে বলো তো আইরিশ, আমাকে তুমি বিশ্বাস করো?'

থমকে দাঁড়ালো আইরিশ। ঠিক এ ধরণের প্রশ্ন আশা করেনি ও। এ্যানথনির দৃষ্টি এড়ায় না। ইতস্ততঃ করে ও। মুহূর্ত মাত্র। তারপর চোখ নামিয়ে উত্তর দেয় ও, 'হ্যাঁ।'

'তাহলে তোমাকে আরো কিছু প্রশ্ন করতে চাই। লন্ডনে এসে আমাক তুমি বিয়ে করবে? তবে কাউকে না জানিয়ে।'

অবাক দৃষ্টি আইরিশের 'কিন্তু আমি পারি না, আমি তা পারি না।'

'কি পারো না? আমাকে বিয়ে করতে পারো না?'

'না, ওভাবে নয়।'

'তবু তুমি আমাকে ভালোবাসো? বাসো না?'

'হ্যাঁ এ্যানথনি, আমি তোমায় ভালোবাসি বৈকি।'

'কিন্তু ব্লুমসবেরির সেন্ট এলফ্রিডা চার্চে গিয়ে তুমি আমাকে বিয়ে করতে পারো। সেখানকার আশপাশে বেশ কিছুদিন আমি ছিলাম, অতএব যে কোন সময়ে আমাদের বিয়ের লাইসেন্স পেতে

অসুবিধে হবে না।'

'কি করে তা করবো বলো? তাহলে জর্জ দারুণ আঘাত পাবে, লুসিলাপিসীও আমাকে কোনদিনও ক্ষমা করবেন না। তাছাড়া আমার বয়সের সমস্যাও আছে। আমার বয়স এখন মাত্র আঠারো।'

'বয়সের ব্যাপারে তোমাকে একটু মিথ্যে বলতে হবে। জানি না তোমার মতো নাবালিকা মেয়েকে বিয়ে করতে গিয়ে আমাকে কতো খেসারত দিতে হবে। ভালো কথা তোমার অভিভাবক কে আইরিশ?'

'জর্জ। উনি আমার ট্রাস্টিও বটে!' ভয়ে ভয়ে আইরিশ বলে, 'তোমার ব্যাপারে জর্জের একটু জানা দরকার। আমার সঙ্গে এখুনি চলো। বাড়িতে কেবল জর্জ এবং লুসিলাপিসী আছেন।'

'তুমি ঠিক জানো তোমার জামাইবাবু এখন বাড়িতে আছেন? আমি ভেবেছিলাম—' একটু থেমে এ্যানথনি বলে, 'এখানে উঠে আসার সময় দেখলাম একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। মিঃ জর্জকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য এগিয়ে যেতে দেখলাম। যে লোকটিকে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি, মনে হয় সে রেস, কর্ণেল রেস।'

'তা হতে পারে', আইরিশ তার কথায় সায় দিয়ে বলে, 'কর্ণেল রেস জর্জের পরিচিত। সেদিন রাত্রের নৈশভোজে তার আসার কথা ছিলো, রোজমেরি যখন—'

কথাটা শেষ করতে পারলো না আইরিশ, একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় কণ্ঠ ওর রুদ্ধ হয়ে আসে। এ্যানথনি তাড়াতাড়ি ওর একটা হাত চেপে ধরে।

'প্রিয়তমা ওসব কথা মনে করার চেষ্টা করো না। আমি জানি, সেই দৃশ্য অতি জঘন্য, অতি নৃশংস—'

'তোমার কি একবারও মনে হয়নি, রোজমেরি আত্মহত্যা করতে পারেন না? তিনি, তিনি হয়তো খুন হয়ে থাকবেন। খুন?'

'হায় ঈশ্বর, এমন উদ্ভট চিন্তা তোমার মাথায় এলো কি করে আইরিশ?'

একবার আইরিশের লোভ হলো, জর্জের সেই অবিশ্বাস্য কাহিনীর কথা বলে, কিন্তু পরক্ষণেই ও নিজেকে সংযত করলো। তারপর ধীরে ধীরে ও বললো, 'এমনি একটা ধারণা মাত্র।'

'ওসব বাজে ধারণার কথা ভুলে যাও প্রিয়তমা।' আইরিশকে কাছে টেনে নিয়ে এ্যানথনি ওর গালে চুমু খেলো। 'অমন অস্বাস্থ্যকর চিন্তার কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও প্রিয়তমা। রোজমেরির কথা ভুলে যাও। কেবল আমার কথা চিন্তা করো!'



কর্ণেল রেস তার পাইপ থেকে ধোঁয়া বার করে জর্জ বারটনের দিকে তাকালো, কি যেন অনুমান করতে চাইলো সে তাঁর দিকে তাকিয়ে।

ছেলেবেলা থেকে জর্জ বারটনের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। বারটনের কাকা ছিলেন রেসদের প্রতিবেশী। তাঁদের বয়সের পার্থক্য অনেক, প্রায় কুড়ি বছরের। ষাটের ওপর বয়স রেসের। দীর্ঘদেহী, সৈনিকের মতো চেহারা। রোদে-পোড়া তামাটে মুখ, ঘন ধূসর রঙের চুল এবং বুদ্ধিদীপ্ত গভীর কালো চোখ।

যে বারটন সিগারেট খুব একটা পছন্দ করতো না সে-ই আজ স্বল্প সময়ে তিনবার সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো।

মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে রেস বলে, 'আচ্ছা যুবক জর্জ', তোমার কি সমস্যা বলো?'

'তুমি ঠিকই ধরেছো রেস, হ্যাঁ সমস্যাই বটে! আমি তোমার পরামর্শ এবং সাহায্য চাই।'

কর্ণেল রেস অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে জর্জ কি বলে তা শোনার জন্য। 'তোমার মনে আছে রেস, প্রায় এক বছর আগে লন্ডনে লুক্সেমাবার্গে আমাদের সঙ্গে নৈশভোজে তোমার যোগদান করার কথা ছিলো। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তোমাকে বিদেশে চলে যেতে হয়। ঠিক বলছি না?'

'হ্যাঁ তখন হঠাৎ আমাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যেতে হয়।'

'আর সেই নৈশভোজের পার্টিতে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়।' হঠাৎ একটা অস্বস্তিবোধ রেসকে ঘিরে ধরে।

'আমি জানি। খবরটা পড়েছিলাম কাগজ থেকে। আজ দেখা হওয়ার পর প্রসঙ্গটা আমি তুলিনি কিংবা তোমাকে তার জন্য সহানুভূতি জানাইনি এই কারণে যে, সেই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গে পুনরাবৃত্তি করার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিলো না। কিন্তু তার জন্য আমি দুঃখিত, আমার অবস্থাটা তুমি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারছো আশা করি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তা ঠিক। তবে সেটা কোন ব্যাপার নয়। ধরে নেওয়া যেতে পারে, আমার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছিল।'

'তা ধরে নেওয়া যেতে পারে বলছো কেন?'

'কেন বলছি? এটা পড়ে দ্যাখো, তাহলেই সব বুঝতে পারবে।'

দুটি পত্র রেসের হাতে তুলে দিলেন জর্জ বারটন। রেসের ভ্রু দুটি কাঁপতে থাকে। 'এ তো দেখছি বেনামা চিঠি?'

'হ্যাঁ। বেনামা হলেও চিঠির বক্তব্যগুলো আমি বিশ্বাস করি অক্ষরে অক্ষরে।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো রেস। 'সেটাই তো আরো বেশি বিপজ্জনক। শুনলে আশ্চর্য হবে, খবরের কাগজে প্রচারের জন্য এরকম কোন ঘটনা ঘটে যাবার পর এধরণের ভুরি ভুরি চিঠি পাওয়া যায়।'

'জানি। চিঠিগুলো ঠিক সেই সময়কার লেখা নয়—অন্তত ছ'মাস অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত চিঠিগুলো যে লেখা হয়নি, সেটা আমি হলপ করে বলতে পারি। বিশ্বাস করি, আমার স্ত্রী সেদিন সত্যি সত্যি খুন হয়েছিল।'

পাইপটা নামিয়ে রাখলো রেস। এবার সে চেয়ারের ওপর একটু সোজা হয়ে বসে। 'এখন বলো, কেন, কেন তোমার এ কথা মনে হলো? সে সময় তোমার কি কোন সন্দেহ হয়েছিল বলে মনে হয়? পুলিশের সন্দেহও কি তাই?'

'অকস্মাৎ আমার প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যু হবে দেখে আমি তখন স্তব্ধ, হতবাক। তদন্তের ফলাফল আমি যন্ত্রের মতো মেনে নিয়েছিলাম। তখন আমার নিজস্ব সত্ত্বা বলতে কিছু ছিলো না। আমার স্ত্রী তখন সবেমাত্র ফ্লু থেকে সেরে উঠেছে। তবে তার শারীরিক এবং মানসিক ভারসাম্য বলতে কিছু ছিলনা বিরক্তিকর রোগ ভোগের পর। না থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই অন্য কোন রকম সন্দেহ তখনো আমার মনে জাগেনি। তাছাড়া ওর হাতের মুঠোয় গুঁড়ো জাতীয় কিছু পদার্থ দেখা গিয়েছিল তদন্ত করার সময়। এ সবই তুমি নিশ্চয়ই কাগজ মারফত জেনে থাকবে।'

'তা সেগুলো কিসের গুঁড়ো বলে তোমার মনে হয় রেস?'

'সায়েনাইডের।'

'এবার মনে পড়ছে, স্যাম্পেনের সঙ্গে সায়েনাইডের কিছু গুঁড়ো সে মিশিয়ে নিয়ে থাকবে।'

'তা মেডিক্যাল রিপোর্টে কি বলা হয়েছিল, জানো?'

'রোজমেরির ব্যক্তিগত চিকিৎসক, বয়স্ক ভদ্রলোক, মার্লে পরিবারের ব্যক্তিগত ডাক্তার ছিলো সে, ছেলেবেলা থেকে রোজমেরিকে দেখে আসছিল সেই ডাক্তার তখন সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল। তার পার্টনার ছোকরা ডাক্তার রোজমেরির ফ্লু হওয়ার সময় ওর চিকিৎসা করেছিল সে। সে যা বলেছিল, আমার যতদূর মনে পড়ে ওধরণের ফ্লু থেকে সেরে ওঠার পর প্রায় প্রতিটি রোগীই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে রোগভোগের যন্ত্রণায়।'

একটু থেমে জর্জ আবার বলতে থাকেন : 'ঐ চিঠিগুলো পাওয়ার পর আমি রোজমেরির সেই বয়স্ক ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করি এ ব্যাপারে। অবশ্য এই চিঠিগুলো তার কাছে আমি বেমালুম চেপে যাই। যাইহোক, সব শুনে সে বলে, রোজমেরির আকস্মিক মৃত্যুতে ভীষণ বিস্মিত সে। এ যেন অবিশ্বাস্য ঘটনা তার কাছে। তার ব্যক্তিগত ধারণা হলো, আত্মহত্যা করার মতো মেয়ে ছিলো না

রোজমেরি। এর থেকেই বোঝা যায়, রোজমেরির মৃত্যুটা রহস্যজনক।'

বন্ধু জর্জের দিকে না তাকিয়েই রেস এবার বলতে শুরু করে, তিনি কি আদৌ অতি নাটুকেপনা নারী ছিলেন? ওঁর সঙ্গে আমার মাত্র একবারই দেখা হয়েছিল। কথাবার্তা শুনে আমার মনে হয়েছিল, আত্মহত্যা করার মতো সেরকম দুর্বলতা তাঁর মধ্যে ছিলো না। তবে কারোর সঙ্গে তেমন মারাত্মক ঝগড়া যদি হয়ে থাকে তো, সে আলাদা কথা।'

'রোজমেরি এবং আমার মধ্যে ঝগড়া কখনো হয়নি।'

'হয়নি! খুবই স্বাভাবিক। তবে সেই সঙ্গে আমি আবার এ কথাও বলবো, সায়েনাইড ব্যবহার করার সম্ভাবনাটা একেবারে নেই বললেই চলে। এটা এমন একটা জিনিষ নয় যা তুমি সহজে ব্যবহার করতে পারো, সবাই তা জানে।'

'এটা আর একটা পয়েন্ট। যদি ধরে নেওয়া যায়, রোজমেরি একান্তই ওর জীবনটা শেষ করার মনস্থ করে ফেলেছিল, তবু ও ভাবে ওর জীবনটা শেষ করবে না নিশ্চয়ই।'

'তা না হয় মানলাম। কিন্তু রোজমেরি যে সায়েনাইড কিনেছিল, কিংবা পেয়েছিল, তার কোন প্রমাণ আছে?'

'না। তবে কিছুদিন ও ওর বন্ধুদের সঙ্গে ছিলো। তারা একদিন বোলতার বাসা নিয়ে আসে। তখন হয়তো ও পটাসিয়াম সায়েনাইড ক্রিস্টাল একটু আধটু ব্যবহার করে থাকবে।'

'হ্যাঁ—এ ব্যাপারে খোঁজ নিতে খুব একটা অসুবিধায় পড়তে হবে না। বেশির ভাগ বাগানের মালীরা পটাশিয়াম সায়েনাইড ক্রিস্টাল তাদের স্টকে রেখে থাকে।'

'খুন করার কথাটা চিন্তা করা এক্ষেত্রে যেন একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।'

'কিন্তু ছ'মাস পরে সেটা তোমার কাছে আর অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়নি, তাই না?'

ধীরে ধীরে জর্জ বললেনঃ 'আমার মনে হয়, আমি আগাগোড়া সব সময়েই অখুশি ছিলাম। তাছাড়া আমার ধারণা, আমার অবচেতন মন এ ব্যাপারে শুরু থেকে প্রস্তুত হচ্ছিল। তারপর এই চিঠিগুলো পাওয়ার পরেই আমার সন্দেহ আরো ঘনিভূত হলো।'

'বেশ তা না হয় হলো', রেস বললো, 'কিন্তু কাকে তোমার সন্দেহ হয় জর্জ?'

সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়েন জর্জ। তাঁর মুখমন্ডলে কুঞ্চনের রেখা ফুটে উঠতে দেখা যায়, 'এই প্রশ্নটাই তো আমার কাছে সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার। রোজমেরি যদি একান্ত খুনই হয়ে থাকে, তাহলে সেদিন আমাদের নিমন্ত্রিত বন্ধুদের মধ্যে কেউ ওকে খুন করে থাকবে। এবং সেই টেবিলের সামনে যারা বসেছিল তাদের মধ্যে থেকেই কেউ—'

'চার্লস! লুক্সেমবার্গের প্রধান ওয়েটার। চার্লসকে তুমি চেনো নাকি?'

রেস চিন্তা করে। চার্লসকে সবাই চেনে। তার পক্ষে ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন খদ্দেরের মদের গ্লাসে বিষ মিশিয়ে দেওয়া অসম্ভব কিছু নয়! তবু অন্য আর এক ওয়েটারকে সন্দেহের তালিকা থেকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গিউসেপকে আমরা সবাই চিনি। এখানে এলে সে আমাকে খুব খাতির করে। আমুদে লোক।'

আচ্ছা জর্জ, সেদিন কে কে ছিলো?'

এম. পি. স্টিফেন ফ্যারাডে, তার স্ত্রী লেডী আলেকজান্ডার ফ্যারাডে, আমার সেক্রেটারি রুথ লেসিং। এ্যানথনি ব্রাউন, রোজমেরির বোন আইরিশ এবং আমি নিজে। সব সমেত আমরা সাতজন ছিলাম। আর তুমি এলে আটজন হতাম।'

'তোমার থেকেই শুরু করা যাক। এবার বলো, সেদিন তুমি কি ভাবে বসেছিলে?'

'আমার ডানদিকে বসেছিল সান্দ্রা ফ্যারাডে, তার পাশে এ্যানথনি ব্রাউন, তারপর রোজমেরি, তারপর রোজমেরির পাশে স্টিফেন ফ্যারাডে। এবং আইরিশ ও রুথ লেসিং বসেছিল আমার বাঁ পাশে।'

আর তোমার স্ত্রী সন্ধ্যের আগে স্যাম্পেন পান করেছিল?'

হ্যাঁ, বেশ কয়েক গ্লাস বলা যেতে পারে। তখন ক্যাবারের শো চলছিল। সেই সঙ্গে প্রচন্ড

গোলমাল। একজন নিগ্রো রূপসী তখন ক্যাবারের মধ্যমণি, সবার দৃষ্টি তখন তার উপরে।

আলো নেভার আগে রোজমেরি সেই টেবিলটার সামনে ঝুঁকে পড়ে, স্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দেবার জন্য। হয়তো ও মৃদু চিৎকার করে থাকবে, তবে আমার কেউ ওর কণ্ঠস্বর শুনতে পাইনি। ডাক্তার বলে, মৃত্যুটা আকস্মিক। তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ওকে মৃত্যুযন্ত্রণায় ভুগতে হয়নি।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই, তা তো বটেই। কিন্তু এর থেকে একটা কথা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনে হয়, আমার ধারণাই ঠিক। এক্ষেত্রে স্টিফেন ফ্যারাডের সম্ভাবনাই বেশি, কারণ রোজমেরি ডানদিকে বসেছিল সে। তার স্যাম্পেনের গ্লাস স্টিফেনের বাঁ হাত ঘেঁষে রাখা ছিল। অতএব ঘরের আলো নেভা কিংবা কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোজমেরির গ্লাসে সায়েনাইড মিশিয়ে দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্টিফেন ফ্যারাডে কেন, কেনই বা তোমার স্ত্রীকে খুন করতে গেলো?'

শ্বাসরুদ্ধকণ্ঠে জর্জ বলেন, 'ওরা, ওরা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো পরস্পরের। তাই এমনো হতে পারে, হয়তো রোজমেরি তাকে ফিরিয়ে দিয়ে থাকবে, এবং তার প্রতিশোধ নিতেই স্টিফেন অমন নৃশংস কাজটা ঝোঁকের মাথায় করে বসেছে।'

'ভালো কথা, এখন খেয়াল করে দেখো তো, সেদিন কোন মুহূর্তে কেউ একা একা টেবিলের ধারে বসেছিল কিনা?'

একটু সময় জর্জ কি ভেবে বললেন, 'কিছু সময় আইরিশ এবং দুর্ঘটনার একটু আগে রুথকে দেখা গিয়েছিল।'

'আচ্ছা, তোমার মনে পড়ে স্যাম্পেনের গ্লাসে তোমার স্ত্রী শেষ কখন চুমুক দিয়েছিল।'

'দাঁড়াও আমাকে খেয়াল করতে দাও। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, রোজমেরি তখন ব্রাউনের সঙ্গে ড্যান্স করছিল। ওকে খুব পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছিল তখন। তারপর ও গ্লাসে চুমুক দেয়। কয়েক মিনিট পরে রোজমেরি আর আমি বৃত্তাকারে ঘুরে ঘরে নাচতে থাকি। ওদিকে রুথের সঙ্গে ফ্যারাডে এবং লেডী আলেকজান্ডারের সঙ্গে ব্রাউন নাচতে থাকে। তখন আইরিশ একা একা বসেছিল টেবিলের ধারে।'

'তাহলে তোমার স্ত্রীর বোনকেই সন্দেহ করা যায় কি বলো?' রেস বেশ গম্ভীর স্বরেই বলে, 'তা তোমার স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে আইরিশের কোন স্বার্থ জড়িয়ে আছে বলে কি তোমার মনে হয়?'

রেসের কথা শুনে ভীষণ রাগ হলো জর্জের। সেই রাগটা কোন রকমে সামলে নিয়ে সে বলে, 'প্রিয় রেস, অমন অবাস্তব চিন্তা মাথায় এনো না। এ ব্যাপারে আইরিশ নেহাতই শিশু, স্কুলের ছাত্রী মাত্র:'

'আমি এমন দুটি স্কুলের ছাত্রীকে চিনি, যারা খুন করেছিল।'

'কিন্তু আইরশের কথা আলাদা। তাছাড়া রোজমেরিকে ও ভালোবাসতো! রোজমেরির প্রতি ওর দারুণ আনুগত্য ছিলো।'

'কিছু মনে করো না বারটন। আইরিশ একাট সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। আচ্ছা, আইরিশের কি কোন মোটিভ থাকতে পারে? আমার বিশ্বাস, তোমার স্ত্রী ছিলো ধনী, ওর টাকা এখন কোথায় থাকে? তোমার কাছে?'

'না, ওর সব টাকা আইরিশ পাবে, তার নামে একটা ট্রাস্ট আছে।' ব্যাপারটা জর্জ ব্যাখ্যা করে বললো সবিস্তারে, রেস তা খুব মনযোগ সহকারে শুনলো।

'বড় অদ্ভুত ব্যাপার! এক বোন ধনী, আর এক বোন গরীব। যে কোন মেয়েরই ক্ষুব্ধ হওয়ার কথা।'

'আমি নিশ্চিত, আইরিশ কখনো ক্ষুব্ধ হয়নি।'

'হয়তো হয়নি, কিন্তু তার মোটিভটা ঠিক থেকেই যাচ্ছে। এখন আমরা সেটা যাচাই করে দেখবো। সে ছাড়া আর কার মোটিভ থাকতে পারে?'

'না, না আর কেউ নয়। আমি নিশ্চিত রোজমেরির কোন শত্রু ছিলো না। এখানে এসেছি সবাইকে প্রশ্ন করে জেনে নিতে কাউকে সন্দেহের তালিকায় ফেলা যায় কিনা সেটা খতিয়ে দেখার জন্য। ফ্যারাডেদের বাড়ির কাছে আমার বাড়ি নেওয়ার কারণটাও সেই একই উদ্দেশ্য।'

রেস পাইপে অগ্নিসংযোগ করে অনুযোগ করে বলে, 'আমাকে সব কথা তোমার বলা ঠিক হয়নি জর্জ। 'তাহলে তুমি বলছো, তোমার স্ত্রীর একজন প্রেমিক ছিলো। তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'কে সে? স্টিফেন ফ্যারাডে?'

'জানি না, আমি শপথ নিয়ে বলছি, আমি সত্যি কিছুই জানি না এ ব্যাপারে। হয়তো সে কিংবা ব্রাউনও হতে পারে।'

'ব্রাউন', রেস সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, 'এই এ্যানথনি ব্রাউন সম্বন্ধে তুমি কি জানো বলবে? মনে হয়, তার নামটা আমি যেন আগে শুনেছি!'

'তার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। তবে দেখতে শুনতে ভালো, আমুদে। তার সম্বন্ধে বিস্তারিত কেউ জানে না। হয়তো সে আমেরিকান হতে পারে, কিন্তু তার বাচন ভঙ্গিতে আমেরিকান প্রভাব কিছু নেই।'

'ঠিক আছে, দূতাবাস তার সম্বন্ধে কিছু জানতে পারে। তোমার কি তার সম্বন্ধে কিছুই ধারণা নেই?'

'না রেস, তোমার বললাম তো আমি কিছুই জানি না। এইটুকু বলতে পারি, রোজমেরিকে একটা চিঠি লিখতে দেখেছিলাম, পরে ব্লটিং পেপারটা পরীক্ষা করতে গিয়ে সেই চিঠির বিষয়বস্তু কিছু জানতে পারি। প্রেমপত্র, তবে যার উদ্দেশে সেই চিঠি তার নাম লেখা ছিলো না।'

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রেস তার দৃষ্টি ফেরালো।

তাহলে আপাতত দেখা যাচ্ছে, এই রহস্যময় খুনের সঙ্গে আমরা ব্রাউন, ফ্যারাডে দম্পতী এবং কুমারী আইরিশ মারলেকে অনায়াসে জড়াতে পারি। কিন্তু অপর একটি মহিলা, মানে ঐ রুথ লেসিং-এর ব্যাপারে কিছু বললে না তো?'

'এ ব্যাপারে রুথের কিছু করার নেই', 'জর্জ বলেন, 'নিঃসন্দেহে ওকে আমাদের সন্দেহের বাইরে রাখা যায়।'

'ওর ওপর তোমার কি কোন দুর্বলতা আছে জর্জ?' কথাটা বলেই জর্জের মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রেখে কি যেন ভাবলো রেস।

'ওর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। জানো রেস, মেয়েটি যেন একটি তুরুপের তাস। সব কিছুতেই আমি ওর ওপর নির্ভরশীল। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারি, ওর মধ্যে যেরকম সততা, আন্তরিকতা এবং কর্তব্যনিষ্ঠার ভাব আছে, পৃথিবীর কোনো মেয়ের মধ্যে একসঙ্গে এতগুলো গুণ তুমি পাবে না।'

যদি কেউ জেগে ঘুমিয়ে থাকে তাকে যেমন জাগানো যায় না, তেমনি জর্জ যদি আগে থেকেই ধরে নিয়ে থাকে এক অপরিচিত যুবতী মেয়ে অতি সৎ, রোজমেরিকে খুন করার মতো অমন গর্হিত কাজ ও কিছুতেই করতে পারে না, তাহলে বলার কিছু নেই, রেস ভাবে নিজের মনে। অথচ তার ভাবা উচিৎ ছিলো, যাকে সে অতি বিশ্বস্ত বলে মনে করে থাকে, সেই মেয়ে তার স্ত্রীকে সরিয়ে দেবার জন্য মতলব করে থাকতে পারে। এরকম সন্দেহ রুথ লেসিং-এর ক্ষেত্রেই কেবল প্রকাশ কবা যায়। মনে হয় রুথ নিশ্চয়ই নিজেকে মিসেস বারটন বলে জাহির করতে চেয়েছিল। হয়তো ও ওর নিয়োগকর্তাকে সত্যি সত্যি ভালোবেসে ফেলেছিল। আর এই কারণেই বোধহয় রোজমেরির খুনের মোটিভটা রয়ে গেছে সেখানে।' এর পরেও যদি ধরে নেওয়া যায়, আইরিশ ওকে খুন করেছে, তাহলে কেনই বা আমি শুধু শুধু খুঁচিয়ে কেঁচো বার করতে গিয়ে সাপ বার করতে যাবো? বিশেষ করে রোজমেরির আত্মহত্যা করার পর যখন সবকিছু নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে যায়!'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই! আর এই কারণেই বন্ধু আমি তোমাকে খুব একটা গভীরভাবে সন্দেহ করিনি। তুমি যদি সত্যি সত্যি খুন করে থাকবে, আমি জানি ঐ চিঠিগুলি পাওয়ার পর তুমি নিশ্চয়ই সেগুলি আগুনে নিক্ষেপ করবে নিঃশব্দে, এ ব্যাপারে আদৌ কোন উচ্চবাচ্য তুমি করতে না। তাই এর থেকে আমার সন্দেহ হয়, কে তাহলে ঐ চিঠিগুলি লিখলো?'

'ওহো' চমকে উঠে জর্জ বলে, 'এ ব্যাপারে আমার কোন ধারণা নেই।'

'এই চিঠিগুলো তোমার মনকে হয়তো তেমন করে সাড়া দিতে পারেনি, কিন্তু এর থেকে আমি অন্তত ধরে নিতে পারি, এই চিঠিগুলি খুনী লেখেনি। বিশেষ করে তুমি যখন বললে রোজমেরির আত্মহত্যা করার পর সবকিছু যখন নির্বিঘ্নে মিটে যায় এবং যখন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়েছে রোজমেরি আত্মহত্যা করেছে, তখন মনে হয় না চিঠিগুলি খুনীর লেখা। তাহলে? কে, কে ঐ চিঠিগুলি লিখতে পারে? সমস্ত ব্যাপারটা নতুন করে খুঁচিয়ে তোলার পক্ষে কার স্বার্থ থাকতে পারে?'

'ভালো কথা বারটন, মতামত চাইলে বলবো, ব্যাপারটা খুব সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করতে হবে। এক দিক থেকে বলতে গেলে রোজমেরি মৃত, শত চেষ্টা করলেও তুমি ওর জীবন কিছুতেই ফিরিয়ে আনতে পারবে না। এক্ষেত্রে আমি যতটুকু শুনলাম, তাতে আমার এই ধারণা হয়েছে, ওর আত্মহত্যার স্বপক্ষে যেমন কোন জোরালো প্রমাণ নেই, ঠিক তেমনি আবার ওকে খুন করার স্বপক্ষেও প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় রোজমেরি খুন হয়েছে। তুমি কি কেসটা আবার পুঙ্খানুপুঙ্ক্ষ ভাবে তদন্ত করে দেখতে চাও? এর অর্থ হচ্ছে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে এক্ষেত্রে। শুধু তাই নয়, তদন্ত করতে গিয়ে তোমার স্ত্রীর গোপন প্রেম কাহিনী প্রকাশ হয়ে পড়বে।

'তাহলে তুমি কি বলতে চাও, একজন অসৎ দুশ্চরিত্র লোক রেহাই পেয়ে যাক? ঐ উচ্চাভিলাসী কাপুরুষ ফ্যারাডেই সম্ভবত খুনী বলে আমার মনে হয়। আমি সত্য উদঘাটন করতে চাই।'

'খুব ভালো কথা। তাই যদি চাও, আমি তাহলে প্রথমেই এই চিঠিগুলো নিয়ে পুলিশের কাছে যাবো। সম্ভবতঃ তারা পত্র লেখক বা লেখিকাকে ঠিক খুঁজে বার করতে পারবে। তবে একটা কথা মনে রেখো, একবার পুলিশী তদন্ত শুরু করলে আর বন্ধ করতে পারবে না।'

'আমি কিন্তু পুলিশে যাচ্ছি না। তাই তো তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি। খুনীর জন্যে আমি একটা ফাঁদ পাততে যাচ্ছি।'

'ফাঁদ পাততে যাচ্ছো, তার মানে?'

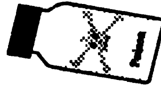
'শোনো রেস, লুক্সেমবার্গে আমি আবার একটা পার্টি দিতে যাচ্ছি। আমি চাই সেই পর্টিতে তুমি যোগ দাও। সেদিনকার সেই সব অতিথিরাই আসবে। যেমন, ফ্যারাডে দম্পতী, এ্যানথনি ব্রাউন, রুথ, আইরিশ এবং আমি নিজে। আয়োজন সম্পূর্ণ।'

'আমি দুঃখিত। আমি তোমার পরিকল্পনা মেনে নিতে পারছি না। তাই আমি তোমার পার্টিতে আসতে পারবো না। তোমার এই অবান্তর পরিকল্পনাটা মাথা থেকে হটাও তো।'

'না, এখন আমি আর পিছিয়ে আসতে পারবো না। আর বললাম তো, সব আয়োজন শেষ। অতএব—'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রেস। 'জর্জ; আমি আবার বলছি, তুমি কি যে করতে যাচ্ছো, নিজেই তা জানো না। তবে পরে বলো না যেন আমি তোমাকে সাবধান করে দিইনি। শেষ বারের মতো আমি তোমাকে নিষেধ করছি, তোমার এই পাগলামো মাথা থেকে হটাও!'

জর্জ বারটন কোন কথা বললেন না, কেবল মাথা নাড়লেন।



দোসরা নভেম্বরের সকালটা কেমন ভিজে, স্যাঁতসেতে, অনুজ্জ্বল। এলভাস্টন স্কোয়ারের ডাইনিংরুমে এতোই অন্ধকার প্রাতঃরাশের সময়েও ঘরে আলো জ্বালাতে হয়। একটু থমথমে ভাব, যে কোন মুহূর্তে ঝড় উঠতে পারে। আইরিশ তার খাবারের অভুক্ত প্লেটটা সরিয়ে রেখে বসে আছে মুখ ভার করে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জর্জ সময় দেখছিল ঘন ঘন। অপর প্রান্তে রুমালে মুখ ঢেকে লুসিলা ড্রেক ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন।'

'আমি জানি প্রিয় জর্জ একটা ভয়ংকর কিছু করতে যাচ্ছে। এটা যে একটা জীবন-মরণের সমস্যা, কিছুতেই সে তা বুঝতে চাইছে না।

জর্জ তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, 'আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। আমি তো আপনাকে কথা দিয়েছি, আমি নজরে রাখবো।'

'আপনি কিছু ভাববেন না লুসিলাপিসী', তাঁদের কথার মাঝে বাধা দিয়ে আইরিশ বলে, 'জর্জ ঠিক ঠিক ব্যবস্থা করে দেবে। হাজার হোক, এর আগেও এরকম ঘটে গেছে।'

'খুব বেশিদিনের কথা নয়' ('তিন মাস' জর্জ বলেন), 'বেচারা তার প্রতারক বন্ধুদের দ্বারা এই তো সেদিন কিরকম ভয়ঙ্করভাবেই বা প্রতারিত হলো।'

ন্যাপকিন দিয়ে গোঁফ মুছে জর্জ উঠে দাঁড়িয়ে মিসেস ড্রেকের পিঠে সান্ত্বনার হাত বুলোতে গিয়ে বলেন, 'আনন্দ করুন, আমি রুথকে এক্ষুণি টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি।'

অতঃপর ঘর থেকে জর্জ বেরিয়ে গেল আইরিশ তাঁকে অনুসরণ করলো।

তারপর আইরিশ ডাইনিং রুমের দিকে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় টেলিফোনটা বেজে উঠতেই।

'হ্যালো, কে?' আইরিশের মুখের রঙ বদলায়, হতাশা ভাবটা একটু একটু করে সরে গিয়ে মেঘমুক্ত আকাশের মতো উজ্জ্বল ভাস্বর হয়ে ওঠে, 'ওঃ তুমি এ্যানথনি কথা বলছো?'

'হ্যাঁ, তোমার প্রিয়তম অ্যানথনি। বারবার কাল থেকে তোমাকে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। কি ব্যাপার জর্জের কাজের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলেছো নাকি?'

'কি বলতে চাইছো তুমি?'

'কিছু না?' দুরভাষে এ্যানথনির হাসির শব্দ ভেসে আসে, 'আজ রাত্রে তোমার পার্টিতে যাওয়ার জন্য জর্জ খুব পীড়াপীড়ি করছেন। তিনি চান আমি যেন অবশ্যই যাই। কি ব্যাপার বলো তো? আমি তো ভাবলাম, এর পিছনে তোমার কোনো চালাকি আছে, আছে নাকি?'

'না, না, এর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।'

'এ কি তাঁর নিজের হৃদয়ের পরিবর্তন?'

'না, না ঠিক তা নয়, তবে—

'তুমি যেন কিছু বলতে গিয়ে চেপে গেলে। কি ব্যাপার প্রিয়তমা? দুরভাষে তোমার দীর্ঘশ্বাস আমার কানে ভাসে, একটা চাপা বেদনা তোমার নিঃশ্বাসে। তোমার কি কিছু হয়েছে বলো তো?'

'না, না আমার কিচ্ছু হয় নি। দেখবে কাল আমি ঠিক হয়ে গেছি। সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে আগামীকাল।'

'কি বিশ্বাস আছে আগামীকাল সব ঠিক হয়ে যাবে? জানোতো আগামী কাল কখনো আর আসে না?'

আইরিশ কাতর অনুনয় জানায়, 'আচ্ছা এ্যানথনি, একটা সত্যি কথা বলবে?'

'প্রশ্নটা না শুনে কি করে বলি বলো?'

'তুমি কি কখনো রোজমেরির প্রেমে পড়েছিলে?'

একটা অদ্ভুত নীরবতা নেমে আসে দুরভাষে। মুহূর্ত মাত্র। তারপরই হাসির শব্দ শোনা যায়। 'ও, এই কথা? হ্যাঁ আইরিশ, রোজমেরির সঙ্গে আমার একটু আধটু ভালোবসা ছিলো বৈকি! দারুণ চমৎকার মহিলা ছিলেন তিনি। মনে আছে একদিন আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম, সেই সময় তোমাকে সিঁড়ি পথে নেমে আসতে দেখলাম। মুহূর্তে তাঁর উপস্থিতি আমার মন থেকে উধাও হয়ে গেলো। তোমাকে দেখে তখন আমার কি মনে হয়েছিল জানো? তুমি ছাড়া এই পৃথিবীতে কেউ আমার নয়। এর থেকে খাঁটি সত্যি কথা আর কিছু হতে পরে না বোধহয়।'

'ধন্যবাদ এ্যানথনি। শুনে আমি সুখী হলাম।'

'ঠিক আছে, আজ রাত্রে তোমার জন্মদিনের পার্টিতে দেখা হচ্ছে—'

তারপরেই ফোনটা সে ছেড়ে দেয়।

লুসিলা ড্রেকের কাছে ফিরে যায় আইরিশ তাঁকে বোঝাবার জন্য।

ওদিকে অফিসে গিয়েই রুথ লেসিংকে ডেকে পাঠালো জর্জ। রুথের পরনে ছিলো কালো কোট এবং স্কার্ট, তার শান্ত হাসি ভরা মুখ দেখে জর্জের চিন্তা যেন একটু প্রশমিত হয়।

'সুপ্রভাত রুথ। আবার গন্ডগোল। এই দ্যাখো, এটা পড়ে দ্যাখো।'

জর্জের হাত থেকে টেলিগ্রামটা নিয়ে তার ওপর চোখ বুলোয় রুথ।

'আবার ভিক্টর ড্রেক?'

টেলিগ্রামটা হাতে নিয়ে এক মিনিট চুপ করে থাকে রুথ। পরমুহূর্তে জর্জ হেসে উঠতেই রুথের তামাটে রঙের মুখে কুঞ্চন দেখা দেয়। কণ্ঠস্বরে একটা ঠাট্টার আমেজ; 'এই সেই মেয়ে যে তার বস্‌কে বিয়ে করতে চায়।'

রুথ ভাবলো, 'এ যেন গতকালের ঘটনা...'

জর্জের কথায় তার মনে পড়লো ঃ 'আচ্ছা, বছর খানেক আগে ওকে জাহাজে করে সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম না?'

মনে করার চেষ্টা করলো রুথ। 'হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়। যতদূর মনে হয় ২৭শে অক্টোবর।'

'সত্যি, কি অদ্ভুত স্মরণশক্তি তোমার!'

'সেদিক থেকে আমরা ভাগ্যবান', জর্জ বলে, 'অনেকদিন তাকে বাইরে আটকে রাখা গেছে, কি বলো?'

'কিন্তু এখন তিনশো পাউন্ড বড্ড বেশি যেন।' রুথ পরামর্শ দেয়, 'তার চেয়ে মিঃ অগিলভির সঙ্গে আমি যোগাযোগ করব ভাবছি।'

আলেকজান্ডার অগিলভি তাদের বুয়েন্স আয়ার্সের এজেন্ট। ভদ্র এবং কর্মঠ।

'হ্যাঁ। এক্ষুনি তাকে টেলিগ্রাম করে দাও। তার মা এখন প্রায় একরকম হিস্ট্রিয়া রোগীর মতো। আজ রাতটা কাটানো মুশকিল।'

'তুমি কি চাও, আমি ওঁর সঙ্গে থাকি?'

'না।' দৃঢ়স্বরে তিনি বললেন, 'না, এখনোই নয়। একমাত্র তোমাকেই সেখানে পাঠানো যায়। তোমাকে আমার একান্ত প্রয়োজন রুথ।' রুথের হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে আবেগ ভরা কণ্ঠে জর্জ বলেন, 'তুমি একেবারেই স্বার্থপর নও।'

রুথ হাসলো। 'তাহলে মিঃ অগিলভির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করি?' অনিচ্ছা সত্বেও হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় রুথ।

অতঃপর জর্জ তাঁর অফিসের কাজে মনোযোগ দিলেন, অনেকগুলি কাজ তাঁর অপেক্ষায় ছিলো। সাড়ে বারোটার সময় একটা ট্যাক্সি নিয়ে লুক্সেমবার্গে গেলেন তিনি।

তাঁকে দেখে পরিচিত প্রধান ওয়েটার চার্লস তাঁর কাছে ছুটে এসে মাথা নিচু করে সম্ভাষণ জানালেন, ঠোঁটে মৃদু হাসি।

'সুপ্রভাত মিঃ বারটন।'

'সুপ্রভাত চার্লস। আজ রাতের ব্যবস্থা সব ঠিক তো?'

'হ্যাঁ স্যার, সব ঠিক। সেই ঘর, সেই টেবিল, যেমনটি রোজমেরির জন্মদিনে ব্যবস্থা হয়েছিল, ঠিক সেই রকম।' চার্লস মাথা নেড়ে বলল, 'এমন কি মেনুও ঠিক সেই রকম। এই দেখুন—'

অদ্ভুত চোখে জর্জ তাকান সেই মেনুর তালিকার ওপর। 'ঠিক আছে।' তারপর তালিকাটা তার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে দরজার দিকে যান জর্জ।

অফিসে ফিরতেই রুথ ততক্ষণাৎ তাঁর কাছে ছুটে এলেন।

'ভিক্টর ড্রেকের সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলতে চাই। আমার আশঙ্কা কাজটা খুব ভালো হচ্ছে না। আদালতে অভিযুক্ত করার মতোন। দীর্ঘদিন ধরে কোম্পানীর অর্থ তছরুপ করে চলছে সে।'

'কেন, অগিলভি, সেরকম কিছু বললো নাকি?'

'হ্যাঁ, সকালে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম, মিনিট দশেক আগে তিনি ফোন করেছিলেন। তাঁর মতে ভিক্টর যদি টাকাটা ফেরত দিয়ে দেয় তাহলে তাকে আদালতে অভিযুক্ত করার দরকার নেই। আর আমাদের পাওনা একশো পঁয়ত্রিশ পাউন্ড।'

'তার মানে ঐ টাকাটা ভিক্টর আত্মসাত করতে চাইছে?'

'হ্যাঁ, তাই তো মনে হয়। মিঃ অর্গিলভিকে বলে দিয়েছি, ভিক্টরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য। ঠিক করিনি?'

'ব্যক্তিগতভাবে আমি চাই, ঐ ছোকরার জেল হোক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মায়ের কথাটাও তো ভাবতে হবে। ছেলে যতো বদই হোক না কেন, মায়ের কাছে তার কোন শাস্তি হতে পারে না। তাই ভাবছি লুসিলাপিসী কিভাবে তাঁর ছেলের জেলে যাওয়ার ব্যাপারটা নেবেন। তার চেয়ে—'

'আমার ধারণা, পৃথিবীতে তোমার মতো এতো ভালো লোক আর কেউ নেই বোধ হয়।'

রুথের কথায় খুশি হলেন জর্জ। আবেগে তার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে চুমু খেলেন।

শেষ পর্যন্ত তারা সবাই এলো।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন জর্জ। তাঁর সন্দেহ ছিলো, শেষ মুহূর্তে হয়তো কারোর মত বদলে যেতে পারে। কিন্তু দেখা গেল, কার্যত তা হয়নি। দীর্ঘাকৃতি স্টিফেন ফ্যারাডেকে একটু দাম্ভিক বলে মনে হচ্ছিল আজ। সান্দ্রা ফ্যারাডের পরনে কালো ভেলভেটের গাউন, কণ্ঠে দামী মুক্তোর নেকলেস। তার আচরণ অতি স্বাভাবিক, কোন জড়তা কিংবা অস্বাভাবিকতার চিহ্ন নেই। রুথের পরনেও কালো পোষাক, তবে অলঙ্কারের কোন বালাই নেই। রুথের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো জর্জের। রুথ মৃদু হেসে তাকে আশ্বাস দিলেন নতুন করে। বিশ্বস্ত রুথ তাঁর পাশে আছে, তাঁর বুকটা আশায় ভরে গেলো। রুথ ছাড়া তাঁর পাশে আইরিশ বসেছিল নিঃশব্দে। এই বিশেষ পার্টির উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সে যে ওয়াকিবহাল, তাঁর হাবভাবে সেটা বোঝা যাচ্ছিল। একটু ক্লান্তির ছাপ তার মুখে থাকলেও তার প্রকৃত সৌন্দর্য চাপা পড়েনি একটুও। সাধারণ সবুজ ফ্রকে বেশ মানাচ্ছিল তাকে। সব শেষে এলো এ্যানথনি ব্রাউন, তার চলার ধরণটা জর্জের মনে হলো যেন কতকটা বন্য পশুদের মতো, চিতা যেমন হাঁটে তার হাঁটার ধরণটা ঠিক সেই রকম। শহুরে আদব-কায়দায় ছোকরা ঠিক অভ্যস্ত নয়।

যাইহোক, শেষ পর্যন্ত সবাই তাহলে জর্জের ফাঁদে ধরা পড়লো। তাহলে নাটক শুরু করা যায়।

ওদিকে লুক্সেমবার্গের প্রধান ওয়েটার তার সহকর্মীদের কাজ বোঝাতে ব্যস্ত। হলের একেবারে শেষ প্রান্তে এক নিরালা জায়গায় তিনটি টেবিল পাতা ছিলো। মাঝের টেবিলটা সবথেকে বড়, দুপাশে দুটি ছোট ছোট টেবিল, দুজন লোকের বসার পক্ষে উপযুক্ত। একটি টেবিলে বসেছিল মাঝ বয়সী একজন বিদেশী এবং এক সুন্দরী যুবতী, তার পিঠের ওপর ছড়ানো সোনালী চুল, অপর টেবিলে গল্পরত দুটি যুবক-যুবতী। মাঝের বড় টেবিলটা বারটন পরিবারের জন্য সংরক্ষিত ছিলো।

অমায়িক ভঙ্গীতে জর্জ অতিথিদের বসার নির্দিষ্ট আসনগুলি দেখিয়ে দিচ্ছিলেন।

'সান্দ্রা, তুমি আমার ডানদিকে বসবে। সান্দ্রার পাশে ব্রাউন তুমি। দেখো আইরিশ এটা তোমার জন্মদিনের পার্টি। তোমাকে আমি অবশ্যই আমার পাশে বসাতে চাই, আর তোমার পাশে বসবে ফ্যারাডে। তারপর রুথ তুমি—'

জর্জের নির্বাচিত জায়গায় বসতে গিয়ে আইরিশের খুব রাগ হচ্ছিল। সে বেশ বুঝতে পারে, জর্জ ইচ্ছে করে তাকে এ্যানথনির কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখলো। তাহলে এর থেকে বোঝা যায় যে, জর্জ এখনো তাকে পছন্দ করেন না এবং বিশ্বাস করেন না। টেবিলের উপর চোখ বুলিয়ে নিলো আইরিশ একবার। এ্যানথনির চোখে ভ্রূকুটি। সরাসরি আইরিশের দিকে তাকিয়ে সে বলে ওঠে, 'ভালই হলো মিঃ বারটন, আপনি আর একজন লোককে এখানে পাচ্ছেন। এই সুযোগে আমি তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যেতে চাই, জরুরী কাজ। কিন্তু আমি এসেছিলাম এখানে একজনের খোঁজে।'

আইরিশ দেখলো, এ্যানথনি বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে।

ওয়েটার ঝিনুকের প্লেটগুলো তুলে নিয়ে গেলো। আইরিশকে স্টিফেন জিজ্ঞেস করে, সে তার সঙ্গে নাচবে কিনা। একটু পরেই তারা সবাই নাচের আসরে যোগ দেয়। আবহাওয়া হাল্কা হয়ে যায়।

একটু পরেই এ্যানথনির সঙ্গে আইরিশের নাচের পালা। আইরিশের ফিসফিস শব্দ এ্যানথনির কানে ভেসে আসে, 'এর থেকে বোঝা যায়, জর্জ চান না, আমরা দুজনে একসঙ্গে পাশাপাশি বসি।'

ইতিমধ্যে তারা আবার টেবিলে ফিরে আসে। বাইরে তখন ঘন আঁধার, শেষ সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোর মতো। ধীরে ধীরে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। টেবিলটাকে ঘিরে আতঙ্ক দানা বাঁধতে থাকে আবার। তাদের মধ্যে জর্জ কেবল ব্যতিক্রম, একটা নিরুত্তাপ, নিরুদ্বেগের শান্ত ছায়া পড়েছিল তার মুখের উপরে।

চকিতে আইরিশ তাঁর ঘাড়ের দিকে তাকালো।

হঠাৎ ড্রাম বাজার শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলোর জোর কমে এলো। সম্মিলিত চেয়ার সরানোর শব্দ। তিন জোড়া নারী পুরুষ নাচে যোগ দেয় সঙ্গে সঙ্গে। তাদের নাচের সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক মুখে শব্দ করতে থাকে নানান ভঙ্গিমায়, কখনো ট্রেনের শব্দ, কখনো বা স্টিম রোলারের, বিমানের, সেলাই মেশিনের, গরুর হাম্বা হাম্বা রব তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে। যেন সে এক বহুরূপী। একটু পরেই ঘরের বড় আলোগুলো আবার জ্বলে উঠলো।

সেই সময় উপস্থিত সবার কেন জানি মনে হলো, তাদের অচেতন মন বলে উঠলো, একটা অঘটন কিছু আবার বোধহয় ঘটে যাচ্ছে। একটু আগে ঘরের আলোগুলো নিস্প্রভ হয়ে পড়লে তাদের চোখের সামনে যেন একটা অদ্ভুত আলো ভেসে ওঠে, টেবিলের উপরেও একটি মৃতদেহ ঝুঁকে পড়ে আছে। এক বছর আগের অতীতের সেই দৃশ্যটা আবার তারা দেখতে পেলো যেন। কিন্তু সে তো অতীত? কেন তার পুনরাবৃত্তি হলো আবার? তবে কি এর পিছনে কোন ইঙ্গিত বহন করছে? সেই বিভৎস ছায়াটা এক সময় মিলিয়ে যায়।

এ্যানথনির দিকে তাকায় সান্দ্রা তাকে উৎসাহ দেবার জন্য। ওদিকে আইরিশকে নিরীক্ষণ করে স্টিফেন। রুথ ঝুঁকে পড়ে তাদের সবাইকে লক্ষ্য করতে থাকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। কেবল জর্জ তাঁর চেয়ারে বসে তাঁর দৃষ্টি স্থির রেখে যাচ্ছিলেন সেই খালি চেয়ারটার উপরে, তার ঠিক বিপরীত দিকেই ছিলো সেই চেয়ারটা। সামনে টেবিলের ওপরে স্যাম্পেনের গ্লাস। যে কোনো সময়ে কেউ একজন এসে সেই খালি চেয়ারে বসতে পারে!

আইরিশের কনুইয়ের ধাক্কায় সম্বিত ফিরে পেলেন জর্জ।

'ওঠো জর্জ। এসো নাচ করা যাক। আজ এখনো পর্যন্ত তুমি আমার সঙ্গে একবারও নাচ করোনি।'

উঠে দাঁড়ালেন জর্জ বারটন। আইরিশের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে তিনি তাঁর স্যাম্পেনের গ্লাসটা তুলে নিলেন।

'যার জন্মদিনের উৎসবে আজ আমরা এখানে মিলিত হয়েছি, সেই আইরিশ মারলের জীবনের শুভ কামনা করে আসুন প্রথমে একটু পান করি—'

হাসতে হাসতে তারা সবাই স্যাম্পেনে চুমুক দেয়, তারপর তারা সবাই জোড়ায় জোড়ায় নাচতে শুরু করে দেয়। জর্জ-আইরিশ, স্টিফেন-রুথ এবং এ্যানথনি-সান্দ্রা।'

তাদের নাচের তালে তালে অর্কেষ্ট্রা বেজে ওঠে। এক সময় তারা কথা বলার ফাঁকে হাসতে হাসতে ফিরে এসে আবার বসলো টেবিলের সামনে।

তারপর হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন জর্জ।

'তোমাদের কিছু জিজ্ঞেস করার ছিলো আমার। আজ থেকে প্রায় এক বছর আগে এমনি এক সন্ধ্যায় আমরা এখানে এসে সবাই মিলিত হই, যদিও শেষ পর্যন্ত সেই সন্ধ্যাটা বিষাদে পরিণত হয়। তাই অতীতের সেই বিয়োগান্ত নাটকের কথা মনে করতে চাই না। কিন্তু রোজমেরিকে আমরা সবাই ভুলে গেছি, এ কথাটাও আমরা ভাবতে পারি না। সুতরাং আমি আবার তোমাদের অনুরোধ করছি, রোজমেরির স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাকে স্মরণ করে এসো আমরা স্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিই।'

অতঃপর তিনি তাঁর গ্লাসটা তুলে ধরলেন। তাঁর দেখাদেখি অন্যেরা সবাই তাঁর অনুরোধে যে

যার গ্লাস হাতে তুলে নিলো। তাদের সবার মুখে ভদ্রতার মুখোস।

মন্ত্র উচ্চারণের মতো জর্জ বলতে থাকনে ঃ 'রোজমেরি স্মরণে।'

সবাই স্যাম্পেন পান করে। মুহূর্তের বিরতি—তারপর হঠাৎ জর্জের দেহটা কেঁপে উঠলো এবং চেয়ারের ওপরে ভারী দেহটা নুইয়ে পড়লো, উত্তেজিত অবস্থায় হাত দুটি তুলে তিনি তাঁর কণ্ঠের উপরে স্থাপন করেন, মুখটা নীল হয়ে আসে, বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন তিনি।

মৃত্যুর শিয়রে পৌঁছাতে তাঁর সময় লাগলো মাত্র দেড় মিনিট।

তৃতীয় অধ্যায়

আইরিশ



"প্রথমে আমি ভেবেছিলাম মৃত্যুর মধ্যেই বুঝি নিহীত আছে শান্তি, আছে অপার নীরবতা। কিন্তু আসলে তা নয়..."

কর্ণেল রেস এসে হাজির হলো নিউ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে। চীফ ইন্সপেক্টর কেম্প তার পুরনো বন্ধু, অনেক যুদ্ধের সৈনিক হয়েছে তারা দুজন এক সাথে।

রেসের মতো কেম্প অতোটা উচ্ছ্বাস-প্রবণ নয়। তাছাড়া সে নিজের ব্যক্তিগত খ্যাতির চেয়ে দুরূহ জটিল কেসের সমাধান নীরবে করতে বেশি ভালোবাসে। আরো একটা বিশেষ কারণে কেম্প সংযত হলো। সেই কারণটার কথা রেসকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য গম্ভীর হয়ে সে বলে, 'এ কেসের সঙ্গে কিডারমিনস্টারের সম্পর্ক জড়িত। অতএব মনে রেখো, খুব সাবধানে এগুতে হবে আমাদের।'

মাথা নাড়ে রেস। লেডী আলেকজান্ডার ফ্যারাডের সঙ্গে বহুবার দেখা করেছে সে ইতিমধ্যে। জনসাধারণের কাছে একটা আলাদা পরিচিতি আছে ভদ্রমহিলার। জনসভায় তাকে বক্তৃতা দিতে শুনেছ রেস। বাকপটুতা না থাকলেও তার বলার বিষয়বস্তু এবং বলার ভঙ্গি বেশ ভালো, জনসাধারণের মনে দাগ কাটার মতোন। তাদের ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি সব নখদর্পণে জনসাধারণের সংবাদপত্রের মাধ্যমে। তাদের জীবন উৎসর্গীকৃত দেশবাসীদের জন্য।

'ধরো কেম্প, লেডী আলেকজান্ডারই যদি খুনী হন?' রেসের কথায় কৌতূহলের ছোঁওয়া।

'লেডী আলেকজান্ডার? তোমার কি মনে হয়, সত্যিই সে ঐরকম নিষ্ঠুর কাজ করতে পারে?'

'না, সেরকম কোন ধারণা আমার নেই। কিন্তু ধরো, সে যদি তাই করে থাকে। কিংবা তার স্বামী, যার রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত কিডারমিনস্টার পরিবারের সংস্পর্শে এসে।'

কেম্পের চোখের দৃষ্টিতে সমুদ্রের গভীরতা। একটুও বিচলিত না হয়ে রেসের চোখে চোখ রাখে সে।

'তাদের মধ্যে যে কেউ খুন করে থাকুক না কেন, তাকে ফাঁসি-কাঠে ঝোলাবার সব রকম ব্যবস্থা আমরা করবো। এদেশে খুনীদের প্রতি কোন রকম দুর্বলতার স্থান নেই। তবে তার আগে আমাদের এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে, পাবলিক প্রসিকিউটর যাতে আসামীর বিপক্ষে ঠিক মতো সওয়াল করতে পারে।' একটু থেমে চীফ ইন্সপেক্টর কেম্প আবার বলতে থাকে, 'সায়েনাইডের বিষক্রিয়ায় জর্জ বারটন মারা যান যেমন ভাবে এক বছর আগে তার স্ত্রী মারা যান। তুমি বলছো, সত্যিই সত্যি তুমি সেদিন

সেই রেস্তোরাঁয় ছিলে?'

'হ্যাঁ, বারটন আমাকে সেই পার্টিতে যোগ দিতে বলেছিল। কিন্তু আমি অস্বীকার করেছিলাম। তার কাজে আমার সায় ছিলো না।' আমি প্রতিবাদ করে বলেছিলাম, তার স্ত্রীর মৃত্যুর ব্যাপারে তার যদি কোন সন্দেহ থাকে, তাহলে তার নির্দিষ্ট লোকের কাছে, মানে আমি তোমার কাছে যেতে বলি।'

'হ্যাঁ, তাই করা উচিত ছিলো তাঁর।' কেম্প মাথা নাড়ে।

'তা না করে নিজের মতলবে সে খুনীকে ধরার জন্য ফাঁদ পাতার ব্যবস্থা করে। তবে কি ধরণের ফাঁদ, সে কথা সে আমাকে বলেনি। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন অস্বস্তিকর বলে মনে হয়েছিল। তবু এসব সত্ত্বেও গতকাল রাত্রে আমি লুক্সেমবার্গে গিয়েছিলাম নজর রাখার জন্য। প্রয়োজন মতো আমার বসার টেবিলটা বেশ খানিক দূরে রাখা হয়েছিল। আমি চাইনি, কেউ আমাকে নজর করুক। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি তোমাকে কিছুই বলতে পারবো না, কারণ তেমন সন্দেহজনক কোন দৃশ্য কিংবা ঘটনা আমার চোখে পড়েনি। টেবিলের ধারে ওয়েটারের দল এবং জর্জ বারটনের অতিথিরা ছাড়া অন্য আর কাউকে আমি দেখতে পাইনি।'

'ঠিক আছে', কেম্প বলে, 'এক্ষেত্রে আমাদের সন্দেহভাজন ব্যক্তি পাঁচজন। এখন আমাদের প্রথম কাজ হবে, মিসেস বারটনের খুনীকে খুঁজে বার করা।'

'তাহলে তুমি এখন নিশ্চিত হয়ে গেছো যে, মিসেস বারটন আত্মহত্যা করতে পারেন না?'

'পরবর্তী খুনের ঘটনা থেকেই ধরে নেওয়া যায়, মিসেস বারটন কখনোই আত্মহত্যা করতে পারেন না। তবে সেই সময় রোজমেরির মৃত্যুটা আত্মহত্যা বলে ঘোষণা করার জন্য আশাকরি তুমি আমাদের দোষ দেবে না। আমাদের সেই অনুমানের পিছনে কতকগুলো প্রমাণ আমরা পাই।'

'ইনফ্লুয়েঞ্জার পর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার জন্য?'

কেম্পের কঠিন মুখে হাসির ছোঁয়া লাগে। 'সে তো করোনার কোর্টের রায়, ডাক্তারি রিপোর্টের সঙ্গে একমত হয়ে সেই রায় দেওয়া হয়। তা এরকম প্রতিদিনই ঘটে থাকে। তাছাড়া মিসেস বারটনের লেখা একটি অর্ধসমাপ্ত চিঠি থেকে (তাঁর বোনকে উদ্দেশ্য করে লেখা) আমরা জানতে পারি, তিনি তাঁর সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা কি করে করতে হবে, তার নির্দেশ দিয়ে গেছেন সেই চিঠিতে। এর থেকে বোঝা যায় যে, ধীরে ধীরে তিনি তাঁর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছিলেন। তার কারণ কি হতে-পারে? এসব ক্ষেত্রে দেখা গেছে দশটি মেয়ের মধ্যে ন'টি মেয়েই প্রেমঘটিত ব্যাপারে তাদের জীবনের ইতি টেনেছে। আর পুরুষদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ আত্মহত্যা অর্থনৈতিক কারণে।'

'তাহলে মিসেস বারটনের প্রেমঘটিত ব্যাপারে তুমি কিছু জানো দেখছি। তাঁর সেই প্রেমিকটি কে হতে পারে? স্টিফেন ফ্যারাডে?'

'হ্যাঁ, আর্লস কোর্টের একটি ফ্ল্যাটে তাঁদের দুজনকে এক সঙ্গে দেখা গেছে অনেকদিন। এই গোপন সাক্ষাত চলে ছ'মাস ধরে। মনে হয় তাঁদের মধ্যে কলহ হয়ে থাকবে এবং সম্ভবতঃ স্টিফেন ফ্যারাডে মিসেস বারটনের সান্নিধ্যে এসে এক সময় ক্লান্তিবোধ করেন, যার পরিণতি—'

'কিন্তু তাই বলে একটা পাবলিক রেস্তোরাঁয় পটাসিয়াম সায়েনাইড....?'

'হ্যাঁ, অনেকে মৃত্যুর ব্যাপারেও প্রচার চায়। হয়তো সেই কারণেই মিসেস বারটন আত্মহত্যার স্থান হিসেবে লুক্সেমবার্গ রেস্তোরাঁটা বেছে নিয়েছিলেন।'

'স্টিফেন ফ্যারাডের স্ত্রী কি জানতেন, তার স্বামী এবং মিসেস বারটনের মধ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে?'

'আমাদের কাছে যা খবর আছে, তাতে মনে হয়, এ সবের কিছুই জানতো না সে।'

'কিন্তু আমার মনে হয় সান্দ্রা ফ্যারাডে জানতো,' কর্ণেল রেস বলেন, 'কিন্তু পরিবারের কলঙ্ক বাইরে প্রকাশ না পায় তার জন্যে সে—'

'অসম্ভব কিছু নয়। তাহলে দুজনকেই এক্ষেত্রে সন্দেহ করা যেতে পারে। সান্দ্রা হিংসার বশবর্তী হয়ে, এবং কিডারমিনস্টারের ছত্রছায়ায় থেকে স্টিফেন তার ভবিষ্যত তৈরী করার জন্য হয়তো সান্দ্রার সঙ্গে বিচ্ছেদ চায়নি স্টিফেন। এবং সেই কারণেই রোজমেরিকে সরিয়ে দিতে হলো।'

'জর্জের সেক্রেটারি মিস রুথ লেসিং-এর সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?'

'সম্ভবতঃ সে-ও হতে পারে। জর্জ বারটনের সঙ্গে মেয়েটির সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ ছিলো বলা যায়। গতকাল অপরাহ্নে রুথের হাত ধরে মিঃ জর্জ বারটনকে আবেগে বলতে শোনা গেছে, তার অভাবে তিনি নাকি এক পাও নড়তে পারবেন না।' সেই দৃশ্যটা নাকি মিঃ বারটনের অফিসের এক টেলিফোন অপারেটারের চোখে পড়ে যায়। কথাটা রুথের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে জর্জ বারটনকে দিয়ে সেই মেয়েটির চাকরিতে ছেদ টেনে দেবার ব্যবস্থা করে সে। অবশ্য মিসেস বারটনের অন্য আরো বয়ফ্রেন্ডও ছিলো।'

'তার সম্বন্ধে জানার আগ্রহ আমার খুব', কেম্প জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি কিছু জানো তার সম্বন্ধে?'

'খুব সামান্য। তার পাসপোর্ট পরিস্কার। আমেরিকান নাগরিক বলে তার সম্বন্ধে খুব খবর পাওয়া মুশকিল। এখানে এসে ক্লারিজে থাকে সে এবং পরে সে লর্ড ডিউসবারির সঙ্গে পরিচিত হয় সে।'

'মিঃ এ্যানথনি ব্রাউন বেশ মজাদার লোক তো?'

'হ্যাঁ, আকর্ষণ করার মতোই তার চেহারা, খুব সহজেই মেয়েদের ভুলিয়ে দিতে পাবে সে।'

'কিন্তু মিঃ বারটনের দৃষ্টি এড়িয়ে কি করে সে মিসেস বারটনের সংস্পর্শে এলো?'

'কর্ণেল, তুমি জানো না, কি বিচিত্র এই নারী জাত! পুরুষদের সঙ্গে খুব সহজেই আলাপ জমাতে পারে তারা।'

রেস মাথা নাড়লো। চীফ ইন্সপেক্টর কেম্প তাকে জানিয়ে দিলো, 'এ কেস গোয়েন্দা দপ্তরের, এক সময় সে এই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলো।'

মিনিট দুই পরে রেস জিজ্ঞেস করে, 'জর্জ বারটনের পাওয়া চিঠিগুলো তুমি পড়ে দেখেছো?'

'হ্যাঁ, গতকাল রাত্রে তাঁর বাড়িতে তদন্তে গেলে তাঁর ডেস্কের ভিতর থেকে চিঠিগুলো পাওয়া যায়। মিস মারলে সেগুলো আবিস্কার করেন আমার জন্য।'

'জানো কেম্প, ঐ চিঠিগুলোর ব্যাপারে আমি খুব আগ্রহী। ঐ চিঠিগুলো সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের কি মতামত জানতে পারি?'

'সস্তার কাগজ, সাধারণ কালিতে লেখা, চিঠিগুলোর উপর জর্জ বারটন এবং মিস আইরিশ মারলের হাতের ছাপ পাওয়া গেছে যথেষ্ট। ওঁদের ছাড়া আরো কয়েকটি হাতের ছাপ পাওয়া যায়, মনে হয় সেগুলো ডাকবিভাগের কর্মীদের। চিঠিগুলো টাইপ করা, বিশেষজ্ঞদের মতে কোন শিক্ষিত এবং স্বাস্থ্যবান লোকের লেখা ঐ চিঠিগুলো।'

'তাহলে স্টিফেন ফ্যারাডেকে ফাঁসি কাঠে ঝোলানো যায়? এই রকমই একটা ধারণা হয়েছিল গোড়ার দিকে। কিন্তু পরে আমি অনেক ভেবে দেখেছি, তাকে অভিযুক্ত করার পক্ষে তেমন জোরালো কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই।'

'তা না হয় হলো, মৃত্যুবাণ সায়েনাইডের ব্যাপারে আপনার কি ধারণা? সায়েনাইডের কোন প্যাকেট কিংবা শিশি কি পাওয়া গেছে?'

'হ্যাঁ, টেবিলের নিচ থেকে একটা সাদা প্যাকেট পাওয়া গেছে। সেই প্যাকেটের মধ্যে সায়েনাইডের ক্রিস্টাল ছিল। আঙুলের কোন ছাপ নেই তাতে। গোয়েন্দা গল্পের মতো প্যাকেটের কাগজটা বিশেষ ধরণের কিংবা বিশেষ ভাবে মোড়া অবস্থায় পাওয়া উচিত ছিলো। তাই ভাবছি এই কেসটা কোন গোয়েন্দা গল্পের লেখককে দেবো। ওরা বুঝুক, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে খুনের কোন সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।'

হাসলো রেস। 'কেন, গতকাল রাত্রে কেউ কি কিছু লক্ষ্য করেনি?'

'আজ সেটা জানা যাবে বলে আমার মনে হয়। গতকাল রাত্রে আমি প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত জবানবন্দী নিয়ে রেখেছি। তারপর সেখান থেকে মিস মারলেকে সঙ্গে নিয়ে আমি যাই এলভাস্টন স্কোয়ারে। এবং মিঃ বারটনের ডেস্ক এবং কাগজপত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখি। আজ আবার তাদের বিস্তারিত জবানবন্দী নিতে যাচ্ছি। সেই সঙ্গে লুক্সেমবার্গ রেস্তোরাঁয় অপর দুই টেবিলের সামনে যারা বসেছিল তাদের কাছ থেকেও খোঁজ নেবার ব্যবস্থা করছি।' একটি কাগজের উপর চোখ বুলাতে গিয়ে সে বলে

ওঠে, 'হ্যাঁ, এখানে তাদের নাম লেখা আছে। জেরাল্ড টলিংটন, গ্রেনাডায়ার গার্ডস এবং অনারেবল প্যাট্রিসিয়া ব্রাইস-উডওয়ার্থ। আমি বাজী ধরে বলতে পারি, তারা গতকাল রাত্রে লুক্সেমবার্গে তেমন অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পায়নি। তাছাড়া মেক্সিকোর মিঃ পেড্রো মোরেলম এবং মিস ক্রিস্টিন শ্যাননের ঠিকানাও নিয়ে রেখেছি, যদ্বিও আমি জানি, তারা এ ব্যাপারে কিছুই আলোকপাত করতে পারবে না। উদ্দেশ্য যদি কোন একটা সূত্র তাদের মধ্যে থেকে খুঁজে পাই, এই জন্যেই আর কি। ওয়েটার গিউসেপ এখানেই আছে। ভাবছি তাকে দিয়েই শুরু করা যাক।



মধ্য বয়স্ক মানুষ গিউসেপ বোলসানো, বানরাকৃতি মুখ, তবে বুদ্ধিদীপ্ত। একটু নার্ভাস বলে মনে হয়। তার ইংরিজি উচ্চারণ খুব স্পষ্ট, ষোল বছর বয়স থেকে শহরে আছে, বিয়েও করেছে এক ইংরেজ তনয়াকে।

কেম্প তার সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার করলো। 'তারপর গিউসেপ, বলো, গতকালের ঘটনার ব্যাপারে, বিশেষ করে আমার কাছে। কারণ সেই টেবিলের অতিথিদের দ্যাখাশোনা করার ভার ছিলো আমারি উপরে। আমি, হ্যাঁ আমিই গ্লাসে মদ ঢেলে দিই। লোকে বলবে, আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তখন, তাই আমি মদের গ্লাসে বিষ মিশিয়ে দিয়েছি। যদিও এর পিছনে কোন সত্যতা নেই, তবু লোকে তাই বলতে পারে।'

'আচ্ছা গিউসেপ', কেম্প বলে, 'গতকাল রাত্রের ব্যাপারে কিছু বলো, স্যাম্পেনের সম্বন্ধে আমাকে বলো। মিঃ জর্জ কি আগে থেকে তার ফরমাস দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, তিনি সব বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন চার্লসের সঙ্গে।'

'টেবিলের সেই খালি আসনটার সম্বন্ধে তোমার কি অভিমত বলো?'

'এ ব্যবস্থাও মিঃ জর্জের করা। চার্লস এবং আমাকে তিনি বলেছিলেন, সন্ধ্যার সময় ঐ আসনে একজন যুবতী মেয়ের আসার কথা আছে।'

'যুবতী মেয়ে?' কেম্প এবং রেস পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে অবাক হয়ে। 'কে ঐ যুবতী মেয়ে, তুমি কি জানো গিউসেপ?'

'না, আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না।'

'ঠিক আছে, আচ্ছা এবার বলো, তুমি শেষ কখন মিঃ জর্জকে স্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিতে দেখেছিলে বলতে পারো?'

'দাঁড়ান বলছি', একটু ভেবে নিয়ে সে আবার বলতে থাকে, 'ক্যাবারে শেষ হওয়ার পর তাঁরা মিস আইরিশ মারলের জন্মদিনের পার্টি উপলক্ষ্যে মদ পান করে। তারপর তাঁরা নাচে যোগ দেন। ফিরে এসে মিঃ বারটন স্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দেন। তারপরেই সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে যায়, মিনিট খানেকের মধ্যেই মিঃ জর্জের মৃত্যু হয়।'

'তাঁদের নাচের সময় তুমি কি তাঁদের গ্লাসে স্যাম্পেন ঢেলে দিয়েছিলে?'

'না, মঁসিয়ে, মাদামোয়াজেলের মদ্যপান করার সময়েই তাঁদের সবার গ্লাস স্যাম্পেনে পরিপূর্ণ ছিলো।'

'নাচ শেষে কে প্রথম টেবিলের সামনে এসেছিল, তোমার মনে আছে?'

'হ্যাঁ, স্পষ্ট মনে আছে। সর্বপ্রথম আসেন মিঃ বারটন। তাঁকে সেদিন অন্যদের থেকে একটু বেশি চটপট দেখাচ্ছিল। তাঁর সঙ্গে আসেন মিস আইরিশ মারলে। তারপর আসেন সুবেশ মিঃ ফ্যারাডে এবং তাঁর সুন্দরী স্ত্রী লেডি আলেকজান্ডার ফ্যারাডে। সবশেষে আসেন সেই কালো চোখের ভদ্রলোকটি।'

'আচ্ছা গিউসেপ, ওঁদের মধ্যে থেকে কেউ যে একজন মিঃ বারটনের গ্লাসে বিষ মিশিয়ে ছিলেন, সেটা তুমি দেখতে পাওনি?'

'তা আমি বলতে পারি না স্যার। আমার তখন অন্য দুটো টেবিলের খদ্দেরদের খাবার পরিবেশন করার দায়িত্ব ছিলো। তাই মিঃ বারটনের টেবিলের উপর ঠিক নজর দিতে পারি নি। তবে ওঁরা নাচ সেরে টেবিলে ফিরে আসার পর আবার আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি ওঁদের দিকে নজর দেবার জন্য। কিন্তু আমার ধারণা, গিউসেপ বলতে থাকে 'আমাদের নজর এড়িয়ে অন্য কারোর পক্ষে তাঁর গ্লাসে বিষ মেশানো অসম্ভব। আমার মতে একমাত্র মিঃ বারটন নিজেই হয়তো সেটা করে থাকতে পারেন। কিন্তু আপনারা তা মনে করেন না, তাই না?' প্রশ্ন চোখে তাকালো সে পুলিশ অফিসারের দিকে।

কেম্প মাথা নাড়ে। 'আমার সন্দেহ হয়, ব্যাপারটা যদি এতোই সহজ হতো তাহলে কোন কথাই ছিলো না।'

তারপর আরো কয়েকটা প্রশ্ন করার পর গিউসেপকে বিদায় দেয় সে।

গিউসেপ চলে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে এসে রেস বলে, 'আমার অশঙ্কা এরকম একটা কিছু আমরাও চিন্তা করতে পারি।

শোকাভুত স্বামী তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুবার্ষিকীর দিন আত্মহত্যা করলেন? না, মৃত্যুবার্ষিকী ঠিক নয়, তবে প্রায় কাছাকাছি—'

ঘড়ির দিকে তাকালো কেম্প। 'সাড়ে বারোটার সময় আমার কিডারমিনস্টার হাউসে যাওয়ার কথা। সেখানে যাওয়ার আগে হাতে আমার যথেষ্ট সময় আছে, সেই ফাঁকে—অন্য দুটো টেবিলের লোকদের, সব না হলেও তাদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে যে ভাবেই হোক দেখা করতে হবে। আমার সঙ্গে তুমি যাবে না কর্ণেল?'



মিঃ মোরেলসকে পাওয়া গেলো রিজে। সকালে এমন সময় তাকে পাওয়া যায় না। ভদ্রলোক আমেরিকান। হাবভাবে প্রকাশ করলেন, তাঁর স্মরণশক্তি প্রখর, কিন্তু কার্যতঃ গতকাল সন্ধ্যায় যে বিবরণ তিনি দিলেন, বড়ই অস্পষ্ট, ছন্দহীন, সঙ্গতিহীন। কেম্প মনে মনে স্থির করে নিলো, মোরেলসকে দিয়ে বিশেষ সুবিধে হবে না। তাই তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এলো সে।

সেখান থেকে রেসকে সঙ্গে নিয়ে কেম্প গাড়ী চালিয়ে এলো ব্রুক স্ট্রীটে। ভদ্রলোকের মেজাজ খিটখিটে, স্বনামধন্যা প্যাস্ট্রিসিয়া ব্রিসউডওয়ার্থের পিতা তিনি।

জেনারেল লর্ড উডওয়ার্থ তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। ভদ্রলোক স্পষ্টভাষী। এই রকম একটা বিশ্রী ব্যাপারে তাঁর মেয়ে জড়িয়ে পড়ার জন্য বিরক্তি প্রকাশ করলেন তিনি, এবং সরাসরি প্রশ্ন রাখলেন, কোন মেয়ে তার প্রেমিককে সঙ্গ নিয়ে কোন রেস্তোরাঁয় গেলে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে আগে থেকে যোগাযোগ না করলে সে তাদের বিরক্তির কারণ হয়ে উঠতে পারে, এসব কি? আজ ইংলন্ড কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? আমার মেয়ে তাদের চেনেই না কি যেন নাম? হাবার্ড বারটন? ভদ্রলোকের ধারণা ছিলো, লুক্সেমবার্গ রেস্তোরাঁর একটা আলাদা আভিজাত্য আছে। কিন্তু এই নিয়ে দ্বিতীয়বার খুন হলো। জেরাল্ডের খুব বোকামো হয়েছে ওকে নিয়ে লুক্সেমবার্গে যাওয়া। আজকালকার ছেলে মেয়েরা ভাবে, তারা যেন সব জানে। ভদ্রলোক স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, তিনি তাঁর সলিসিটারের বিনা পরামর্শে মেয়েকে তাদের প্রশ্নের মুখে ছেড়ে দি'ে চান না।

কিন্তু সেই মুহূর্তে দরজা খুলে যায় এবং মিস প্যাট্রিসিয়া ব্রিস-উডওয়ার্থ ঘরে এসে ঢুকলো ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য।

'হ্যালো' মেয়েটি বলে, 'আপনারা তো স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে আসছেন? গতকাল রাত্রের ব্যাপারে? আমি আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। বাবা, তুমি কি ক্লান্তবোধ করছো? না বাবা আর নয়, ডাক্তার তোমার ব্লাডপ্রেসার সম্বন্ধে কি বলেছিলেন, মনে আছে? কেন যে তুমি সব ব্যাপারে মাথা

ঘামাও, বুঝি না। ঠিক আছে, আমি এঁদের আমার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি, আর ওয়লটারসকে বলে তোমাকে হুইস্কি দেবার জন্য।'

প্যাট্রিসিয়ার ঘর। তার মুখোমুখি বসেছিল কেম্প এবং কেম্পের পাশে রেস বসে আড়চোখে নিরিক্ষণ করছিল তাকে।

'বেচারা ড্যাডি', প্যাট্রিসিয়া বলে, 'একটুতেই রেগে ওঠেন, তবে একটু পরেই ওঁর মেজাজ ঠান্ডা হয়ে যায়। আপনারা কিছু মনে করবেন না।'

তারপর তাদের মধ্যে আলোচনা বেশ সৌহার্দপূর্ণভাবে চললো, তবে তেমন ফলপ্রসু হলো না।

প্যাট্রিসিয়ার বাড়ি থেকে বেরিয়ে কেম্প বলে, 'তার থেকে চলো ক্রিস্টিন শ্যাননকে একটু বাজিয়ে দেখা যাক। তারপর বাইরের সূত্রের ইতি টানবো সেখানে, কি বলো?'

কেম্পের বর্ণনা মতো সত্যিই মিস শ্যাননকে রীতিমতো; সুন্দরী বলা যায় সোনালী চুল, এলোমেলো হাওয়ায়, মাঝে মাঝে তার লিকলিকে আঙুলগুলো ললাটে নৃত্যরত ললাটে লেপ্টে থাকা খুচরো চুলগুলো সরানোর কাজে ব্যস্ত। মিস শ্যাননের আরো একটা গুণ ছিলো, কথাটা বলেছিল ইন্সপেক্টর কেম্প, সে নাকি বোবার অভিনয় করতে ওস্তাদ।

তার ফ্ল্যাটটা ছোট, হ্যাঁ বেশ ছোটই বলা যায় এবং আধুনীকিকরণের মধ্যে একটা সস্তার ছাপ স্পষ্ট ছিলো।

'আপনাকে কোন রকম সাহায্য করতে পারলে আমি খুব খুশি হবো, চীফ ইন্সপেক্টর। আপনার যা খুশি প্রশ্ন করতে পারেন আমাকে।'

সেন্টার টেবিলে পার্টির সদস্যদের গতিবিধি এবং আচরণ কি রকম ছিলো এ ব্যাপারে কয়েকটা গতানুগতিক প্রশ্ন রাখলো কেম্প তার সামনে। সঙ্গে সঙ্গে ক্রিষ্টিন অস্বাভাবিকভাবে আগ্রহ প্রকাশ করলো তার কিছু বক্তব্য রাখার জন্য।

'দেখুন পার্টির আচরণ খুব একটা ভালো বলে আমার মনে হয় নি। সবার চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছিল তারা বোধহয় একটা কোন কঠিন ব্যাপারে মুখো-মুখি এসে দাঁড়িয়েছিল লুক্সেমবার্গের সেই মাঝের টেবিলটার সামনে। সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক জর্জ বারটনের জন্য আমার ভীষণ দুঃখ হচ্ছিল। তাঁর মুখেব অভিব্যক্তি দেখে মনে হচ্ছিল, তাঁর মনের মধ্যে একটা বিরাট সংশয়, দ্বন্দ এবং ভয়। তার ডান পাশে উপস্থিত দীর্ঘাঙ্গী মহিলার সেই মুখটা বড্ড বেশি কঠিন দেখাচ্ছিল। তাঁর বাঁ পাশের কিশোরী মেয়েটি যেন তখন রাগে ফুসছিল পাগলের মতোন, রাগের কারণ বোধহয় গভীর কালো চোখের যুবকটি তার পাশে বসতে না পারার জন্য।'

'মিস শ্যানন', কর্ণেল রেস বলে, 'মনে হচ্ছে এ ব্যাপারে একটি অতি প্রয়োজনীয় দিকে আপনার নজরটা ঠিক সময় গিয়ে পড়েছিল।'

'তাহলে আপনাকে একটা গোপন কথা বলি। আমার মনটা তখন ভালো ছিলো না। আমার সেই বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে তিন রাত্রি আমি বাইরে ছিলাম, তার সঙ্গ আমার কাছে তখন বড়ই ক্লান্তিকর বলে মনে হচ্ছিল। হোটেল-বার-রেস্টুরেন্ট, স্যাম্পেন আর স্কচ, বড় একঘেয়ে জোলো লাগছিল। অবশেষে লুক্সেমবার্গে এসে হাজির হই। আশ্চর্য, আমার বয়ফ্রেন্ডকে তখন বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছিল। তার কথাবার্তায় অন্তত সেটাই প্রকাশ পাচ্ছিল। মেক্সিকোয় কতো মেয়ে তার সঙ্গ পাওয়ার জন্য কি রকম পাগল, বার বার তার মুখ থেকে অন্য কোন মেয়ের নাম শুনলে কোন নারীর মন-মেজাজ ঠিক থাকে বলতে পারেন ইন্সপেক্টর? আপনাকে বলতে দ্বিধা নেই আমার সেই পুরুষ বন্ধু পেড্রো এমন কিছু ভালো দেখতেও নয়। তাই আমি তার বকর বকবে কান না দিয়ে খাওয়ায় মনোযোগ দিই এবং খাওয়ার ফাঁকে ঘরের চারদিক তাকিয়ে দেখছিলাম।'

ক্রিস্টিনের সোনালী চুলগুলো দুলে উঠলো।

'সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোককে কে খুন করেছে, জানি না তবে স্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দেওয়া মাত্র তার মুখটা কেমন রক্তবর্ণ ধারণ করলো। এবং মুহূর্তে তাঁর সেই ভারী দেহটা টেবিলের উপরে ঝুঁকে

পড়তে দেখলাম।'

'আপনার মনে আছে ঠিক কখন তিনি তাঁর গ্লাসে চুমুক দিয়েছিলেন?'

স্মরণ বীণায় ঝঙ্কার তোলে মেয়েটি। 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে—ক্যাবারের ঠিক পরে। ঘরের আলোগুলো জ্বলে উঠতেই তিনি তাঁর নির্দিষ্ট গ্লাসটা হাতে তুলে নেন এবং কি যেন বলেন, আমার কানে এলো না, তাতে তাঁর মতো অন্যরাও তাই করলো। মনে হলো যার জন্মদিনে তিনি সেখানে পার্টি দিতে গিয়েছিলেন, তার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্যপান করলেন এভাবে।' বাজনা বাজার সঙ্গে সঙ্গে মেঝের উপর চেয়ার ঘষার শব্দ হয়; অর্থাৎ তারা যে যার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় এবং নাচের জন্য এগিয়ে যায় জোড়ায় জোড়ায়। বাজনার তালে তালে এবং স্যাম্পেনের নেশায় তাদের নাচটা বেশ জমে ওঠে।'

'টেবিল ছেড়ে তারা কি সবাই চলে গিয়েছিল তখন?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আপনি বলছেন, তারপর কেউ টেবিলের সামনে আসেনি? কেউ মিঃ বারটনের গ্লাস স্পর্শ করেনি?'

'না, কেউ নয়, অবশ্য একজন ওয়েটার ছাড়া।'

'একজন ওয়েটার? কোন ওয়েটার? কি নাম তার?'

'তার নাম ছিলো এ্যাপ্রন, বয়স আন্দাজ ষোলো। তাকে ঠিক ওয়েটার বলা যায় না, ওয়েটারের মতোন। বানরাকৃতি মুখ, বিনয়ে বিগলিত যেন, আমার মনে হয় সে ইটালিয়ান।'

গিউসেফ বোলসানোর বর্ণিত সেই লোকটার চেহারার কথা মনে পড়ে গেলো কেম্পের। দুজনের বর্ণনা প্রায় এক। বানরাকৃতি মুখ। ঠিক ওয়েটার তাকে বলা যায় না।

'তা এই কিশোর ওয়েটারটি কি করেছিল? মিঃ বারটনের গ্লাসে হুইস্কি ঢেলেছিল নতুন করে?'

'না, ঠিক তা নয়। টেবিলের কোন কিছুই স্পর্শ করেনি সে। তবে টেবিলের নিচে কোন মহিলার সান্ধ্যভ্রমণের একটি ব্যাগ পড়েছিল। সেটা সে মাটি থেকে তুলে টেবিলের উপরে রেখে দেয়।'

'ব্যাগটা কার ছিলো বলে মনে হয় মিস শ্যানন?'

মিনিট দুই সময় নেয় ক্রিস্টিন ভাববার জন্য। তারপর কি ভেবে সে বলে, 'সেই কিশোরী মেয়েটিরই হবে। সবুজ জমির উপর সোনালী কাজ করা ব্যাগ। আমার স্পষ্ট মনে আছে অপর দুজন মহিলার ব্যাগের রঙ ছিলো কালো।'

'আপনি ঠিক দেখেছেন গ্লাসগুলো স্পর্শ করেনি সে?'

বিস্ময়ভরা চোখে তাকায় ক্রিস্টিন। 'না, না, ব্যাগটা সে টেবিলের উপর ফেলে দিয়েই দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যায়, কারণ আসল ওয়েটাররা তার দিকে তাকিয়ে গজরাচ্ছিল, বাইরের একটা উটকো লোক সে যদি কোন ভুল করে ফেলে!'

'আচ্ছা মিস শ্যানন ভালো করে খেয়াল করুন তো, টেবিলের সামনে কে প্রথম ফিরে এসেছিল?' রেস জানতে চাইলো।

'সবুজ পোষাকের কিশোরী মেয়েটি এবং সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক। তারপর একে একে সবাই টেবিলের সামনে যে যার আসন গ্রহণ করলে পর প্রৌঢ়ভদ্রলোক সমাগত অতিথিদের উদ্দেশে একটা সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলেন, তারপর আমরা সবাই যে যার গ্লাস হাতে তুলে নিলাম। এবং তারপরই সেই দুর্ঘটনা ঘটলো।

'বাইরের জগত থেকে সাহায্য পাওয়ার শেষ অবকাশটাও বিলীন হয়ে গেলো।' রেসের উদ্দেশে কেম্প বলে, মিস শ্যাননের ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময়। 'আমার বিশ্বাস, এই মেয়েটিই খুঁটিয়ে সব দেখে থাকবে। সব কিছু সে দেখেছে এবং ঠিক ঠিক মনে রেখেছে, যদি কিছু দেখার থাকে ঐ মেয়েটিই দেখে থাকবে। অতএব এর একটাই উত্তর, দেখার কিছু ছিলো না সেখানে। অবিশ্বাস্য! এ হতেই পারে না! জর্জ বারটনের গ্লাসে সায়েনাইড। বিচিত্র ব্যাপার। আমি তোমাকে বলে রাখছি,

সায়েনাইড একটি বিষের নাম, মানুষের নয় যে, তার হাত পা আছে, পায়ে হেঁটে মিঃ বারটনের গ্লাসে গিয়ে লুকোবে।



চলন্ত একটা ট্যাক্সি থামিয়ে চালককে কর্ণেল রেস তার গন্তব্যস্থলের ঠিকানা বললো। ট্যাক্সি ছুটে চলে জর্জ বারটনের অফিসের উদ্দেশে।

ওদিকে কিডারমিনস্টার হাউসে দাঁড়িয়ে বেল টিপতে গিয়ে মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে চীফ ইন্সপেকটর কেম্পের। সে জানে এ দেশে কিডারমিনস্টারের মতো রাজনীতিবিদের প্রভাব কি রকম।

চীফ ইন্সপেক্টর কেম্প তার আগমনের কারণটা ব্যাখ্যা করতেই একজন বাটলার তাকে বাড়ির পিছনে একটি লনে নিয়ে এলো। সেখানে লর্ড বিডারমিনস্টার এবং তাঁর মেয়ে জামাইকে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে দেখলো সে।

'আপনি ঠিক সময়েই এসেছেন চীফ ইন্সপেক্টর!' লর্ড কিডারমিনস্টার তার সঙ্গে করমর্দন করে বলে, 'যদিও আমার মেয়ে জামাই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলো, তবু ওদের সেখানে ডেকে না পাঠিয়ে আপনি নিজে স্বশরীরে এখানে এসে হাজির হয়েছেন বলে আপনাকে প্রথমেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, সত্যি, আপনার এই মহানুভবতার কোন তুলনা নেই।'

'হ্যাঁ, ইন্সপেক্টর, ঠিক তাই।' সান্দ্রার শান্ত কণ্ঠস্বর ছন্দময়।

পরনে তার গাঢ় লাল রঙের পোষাক। জানলা দিয়ে এক চিলতে রোদ এসে পড়েছিল তার শান্ত মুখের উপরে, তাকে দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক পবিত্র দেবকন্যা বসে আছে, ঠিক এই রকম একটি নিষ্পাপ নারীর ছবি সে বিদেশে কোন এক চার্চে দেখেছিল যেন।

কেম্পের দৃষ্টি পরিক্রমারত। স্টিফেন ফ্যারাডে তার স্ত্রীর পাশেই বসেছিল। ভাবলেশহীন মুখ তার। স্বাভাবিক চাহনি। সাক্ষাৎকারটা যেন লর্ড কিডারমিনিস্টারের সঙ্গে।

আপনার কাছে আমি কোন কিছুই গোপন করতে চাই না। চীফ ইন্সপেক্টর। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আমার মেয়ে জামাই একটা প্রকাশ্য জায়গায় খুন হওয়ার ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে। সেই একই রেস্তোরাঁয়, নিহত দুজন একই পরিবারের লোক। আমার মেয়ে জামাই দুজনেই আপনাদের সঙ্গে সহযোগীতা করতে প্রস্তুত এই আশা নিয়ে যে, এ কেস যাতে দ্রত নিস্পত্তি হয়।'

'ধন্যবাদ লর্ড কিডারমিনিস্টার। আপনার এমন মনোভাবের প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না।'

গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলো সান্দ্রা। তেমনি চিন্তিত সুরে সান্দ্রা বলতে শুরু করে, 'গতকাল রাতে দৃশ্যটা আমার কাছে খুবই স্পষ্ট ছিলো। সেই রেস্তোরাঁ, সেই টেবিল, বেচারি রোজমির বারটন গতবছর সেখানেই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। গত গ্রীষ্মকালের পর থেকেই মিঃ বারটনের একটা অস্বাভাবিক অস্থিরতা লক্ষ্য করেছিলাম। তখন আমরা সবাই ভাবি, বোধহয় আমার স্ত্রী বিয়োগের ব্যথাটা উনি সহ্য করতে পারছেন না। সত্যি তিনি তাঁর স্ত্রীকে খুবই ভালোবাসতেন। আমার মনে হয় স্ত্রী বিয়োগের ব্যথাটা ভোলবার জন্য তিনিও শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। কিন্তু আমি ভাবতেই পারি না, অন্য কেউ জর্জ বারটনকে খুন করতে পারে!'

স্টিফেন ফ্যারাডেও তার স্ত্রীর সমর্থনে বলে, 'আমারও এই একই ধারণা। চমৎকার লোক ছিলেন জর্জ বারটন। তাঁর মতো সৎ লোকের কোন শত্রু থাকতে পারে, এ কথা বিশ্বাসই করা যায় না।'

'ধন্যবাদ মিঃ লর্ড', কেম্প প্রত্যুত্তরে বলে, 'আপনাদের কাছে কোন কিছু গোপন করার কোন কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না। অতএব আমি আপনাদের সব খুলেই বলছি, শুনুন। মৃত্যুর আগে জর্জ বারটন তাঁর অতি বিশ্বাসী দুজন লোকের কাছে দুটি গোপন তথ্য প্রকাশ করে যান। প্রথমটি হলো, তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, তাঁর স্ত্রী সেদিন রাত্রে আত্মহত্যা করেননি, তাঁকে কেউ বিষ খাইয়ে

খুন করে থাকবে। এবং তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য ছিলো, গতকাল জর্জ বারটন তাঁর শ্যালিকা মিস মারলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে যে ডিনার পার্টির আয়োজন করেছিলেন, তার পিছনে তাঁর একটা উদ্দেশ্য ছিলো, আর সেই উদ্দেশ্যটা হলো, আড়াল থেকে তাঁর স্ত্রীর খুনীকে সনাক্ত করা।'

সেই মুহূর্তে হঠাৎ একটা অদ্ভুত নীরবতা নেমে এলো তাদের মধ্যে। এই সুযোগটাই খুঁজছিল চীফ ইন্সপেক্টর কেম্প। যদিও তাদের মুখে সেরকম কোন অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা গেলেনা, তবু সে নিশ্চিত যে, একাট কিছু গোপন করার প্রবণতা তাদের মনের মধ্যে অদ্ভুত ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল তখন। কেম্প জানে, লর্ড কিডারমিনিস্টারের মতো বুদ্ধিমান লোক এ-কথার পর তাঁর নীরব হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। এই রকম একটা ধারণা করে নিয়েই সে এবার মিসেস ফ্যারাডের দিকে ফিরলো, 'মিসেস ফ্যারাডে, এবার আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবো, যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে—
'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই করবেন। বলুন কি জানতে চান?'

'আপনার কি একবারও মনে হয়নি, মিঃ বারটন খুন হতে পারেন, আত্মহত্যা করেননি তিনি।'

'না, অবশ্যই মনে হয়নি। কারণ আমি এখনো মনে করি, মিঃ বারটন সত্যি সত্যি আত্মহত্যাই করোছলেন।'

প্রসঙ্গান্তরে যায় কেম্প, 'ঠিক আছে মিসেস ফ্যারাডে। এবার বলুন, গত এক বছরে আপনি কোন উড়ো চিঠি পেয়েছেন?'

হঠাৎ মিসেস ফ্যারাডের মুখের রঙ বদলায়, 'উড়ো চিঠি? মানে বেনামা চিঠি! না, না ওরকম চিঠি তো আমি পাইনি।'

'আপনি নিশ্চিত, কোন চিঠি পাননি? এমনো তো হতে পারে, সাধারণতঃ কেউ বেনামা চিঠি পেলে কোন গুরুত্ব দিতে চায় না। কিন্তু এ কেসের ক্ষেত্রে সেই খবরটা অত্যন্ত জরুরী লেডী আলেকজান্ডার। ভালো করে মনে করে দেখুন তো—'

'বললাম-তো কোন বেনামা চিঠিই আজ পর্যন্ত আমি পাইনি।'

'খুব ভালো কথা। আমার পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর খুব চিন্তা করে দিন। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন, মিঃ বারটন তাঁর স্ত্রীব মৃত্যুর পর ইদানীং একটু খিটখিটে হয়ে উঠেছিলেন। আপনার এবং আপনার স্বামীর প্রতি তাঁর ব্যবহারের কোন রকম পরিবর্তন আপনি লক্ষ্য করেছিলেন?'

'না, বরং তিনি নিজের থেকেই আমাদের বাড়ির কাছে একটা বাড়ি কেনেন তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর। এবং তাঁর অনুরোধেই আমরা তাঁর সেই বাড়ি কেনার সব ব্যবস্থা করে দিই। তাঁর এই কিনিয়ে দেওয়ার পিছনে আমাদের উভয়ের পরিবারেরই যথেষ্ট স্বার্থ ছিলো, বিশেষ করে মিস মারলে জন্যই আমাদের আগ্রহটা বেশি ছিলো, ভারী মিষ্টি এবং মিশুকে মেয়ে এই আইরিশ মারলে।'

'তা না হয় হলো, কিন্তু মিসেস বারটনের সঙ্গে আপনার কি রকম সম্পর্ক লেডী আলেকজান্ডার?'

'বন্ধুত্বটা ঠিক আমার ছিলো না', মিসেস বারটন একটু ইতস্ততঃ করে বলে, 'আসলে আমার স্বামীর সঙ্গে ওর খুব বন্ধুত্ব ছিলো। আমার স্বামী একজন ভালো রাজনীতিবিদ। আর মিসেস বারটনের খুব আগ্রহ ছিলো রাজনীতির ব্যাপারে। তাই দুজনের মধ্যে এই একটা জায়গায় খুব মিল ছিলো বলতে পারেন। অতি চমৎকার ভদ্রমহিলা—'

'আর ততোধিক চতুর মহিলা আপনি', কেম্প মনে মনে তার বুদ্ধির প্রশংসা করে বলে, 'জানি না ওঁদের দুজনের সম্পর্ক সম্বন্ধে আপনি কতটা ওয়াকিবহাল ছিল, কিংবা ওঁদের সম্বন্ধে মিঃ বারটনের ধারণাই বা কি ছিলো, সেটা আপনি জানেন কিনা? তবু জিজ্ঞেস না করে পারছি না। আচ্ছা লেডী আলেকজান্ডার, মিঃ বারটন কি কখনো আপনাকে বলেনি, তাঁর স্ত্রী আত্মহত্যা করতে পারেন না।'

কেম্প এবার স্টিফেন ফ্যারাডের দিকে ফিরে তার কাছে প্রশ্নটা আবার রাখলো, 'মিঃ ফ্যারাডে, এ্যানথনি সম্বন্ধে আপনি কতোটুকু জানেন বলুন?'

'আমার স্ত্রীর থেকে বেশি কিছু জানি না। তবে ছেলেটি চমৎকার।'

'মিসেস বারটনের সঙ্গে ওঁর বিশেষ কোন ঘনিষ্ঠতা ছিলো বলে আপনার মনে হয়?'

'না, সেরকম কিছু চোখে আমার পড়েনি তখন তবে ওরা বন্ধু ছিল।'

'স্রেফ বন্ধুত্ব? আর কিছু চোখে পড়েনি আপনার?' কেম্প হাসতে হাসতে বলে, 'আমি তো জানি, এ ব্যাপারে মেয়েদের চোখকে কেউ ফাঁকি দিতে পারে না।' যেভাবে হেসে রসিকতার ছলে কথাটা বললো, কর্ণেল রেস উপস্থিত থাকলে নিশ্চয়ই আনন্দ উপভোগ করতো, কথাটা খুব মন দিয়ে ভাবলো কেম্প। তার পরবর্তী প্রশ্ন হলো, 'আচ্ছা, মিস লেসিং, মানে রুথ লেসিং-এর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন বলুন?'

'মিঃ বারটনের সেক্রেটারি ছিলো সে। রোজমেরির মৃত্যুর দিন সেই প্রথম দেখা তার সঙ্গে। আবার তাকে দেখি গতকাল রাত্রে ডিনার পার্টিতে।'

'এবার আপনাকে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করবো, কথাটা খুব গোপনীয়, আপনার কি ধারণা মিঃ বারটনের সঙ্গে মিস লেসিং-এর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিলো?'

'না, এ ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।'

'ঠিক আছে, এরপর আমরা গতরাত্রের প্রসঙ্গে ফিরে আসি, কি বলেন?' কথাটা বলে চীফ ইন্সপেক্টর কেম্প তাদের তিনজনের মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নিল একবার।

তার প্রশ্নগুলো সবই স্টিফেন এবং তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে এবং যথাযথ অপ্রয়োজনীয় কিছু নয়। বলাবাহুল্য গতকাল রাত্রের সেই বিয়োগান্ত নাটককে কেন্দ্র করেই তার সব প্রশ্ন।

এই সব তথ্য থেকে চীফ ইন্সপেক্টর কায়দা করে একটা খবর আদায় করে নিতে পেরেছে, সেই খবরটা হলো, ফেয়ারহেভেনে সান্দ্রার সঙ্গে আইরিশের জন্মদিনের ডিনার পার্টি সফল করার ব্যাপারে আলোচনা করার সময় সান্দ্রাকে জর্জ অনুরোধ করে সে এবং তার স্বামী যেন তাদের সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দেয়।

এটা যে একটা ন্যায়সঙ্গত মিথ্যা ওজর, চীফ ইন্সপেক্টরের অন্তত তাই মনে হলো, কেন জানি না তার মনে হলো, কথাটা সত্য নয়। নোট বইয়ে লেখার ইতি টেনে উঠে দাঁড়ালো এক সময় সে।

'আপনারা সবাই আমাকে সহযোগিতা করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, প্রয়োজন হলে আবার হয়তো আসবো, তবে আপাততঃ নয়।'

স্টিফেন এবং চীফ ইন্সপেক্টর কেম্প চলে যাওয়ায় পরমুহূর্তে লর্ড কিডারমিনিস্টার তাঁর মেয়ের দিকে ফিরলেন, এবং কোন দ্বিধা না করে মেয়েকে প্রশ্ন করলেন হঠাৎ, 'মিসেস বারটনের সঙ্গে স্টিফেনের কি কোন গোপন সম্পর্ক ছিলো বলে তোমার মনে হয় সান্দ্রা?'

'নিশ্চয়ই নয়!' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় সান্দ্রা, 'সেরকম কিছু হলে আমি ওর স্ত্রী নিশ্চয়ই টের পেতাম। তাছাড়া স্টিফেন সেরকম ছেলেই নয়। আমার যতদূর ধারণা, সেই আমেরিকান যুবক অ্যানথনি ব্রাউনের সঙ্গে বেশি হৃদ্যতা ছিলো রোজমেরির। যেখানেই যাক না কেন, তারা জোড়ায় না গেলে কেউ তৃপ্ত হতো না।'

'যাইহোক স্টিফেন তোমার স্বামী', ধীরে ধীরে লর্ড কিডারমিনিস্টার বলেন, 'তার সম্বন্ধে তুমি ভালো করেই জানো নিশ্চয়ই।'

মেয়েকে তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাঁর চোয়াল দুটো কঠিন হয়ে উঠছিল সান্দ্রার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে। একটু পরেই তিনি দোতলায় তাঁর স্ত্রীর বসার ঘরে চলে এলেন।'

'তাহলে তুমি বলছো ব্যাপারটা বেশ গুরুতর?' স্বামীর মুখ থেকে সব কথা শোনার পর লেডি কিডারমিনিস্টার বললেন, 'কি হবে এরপর?'

'জানি না, তবে ব্যাপারটা সত্যি যে খুব গুরুতর, চীফ ইন্সপেক্টর কেম্পের কথার ধরণ দেখে অন্ততঃ তাই মনে হলো। ভদ্রলোক অমায়িক, সেই সঙ্গে দারুণ চতুর। মিষ্টি কথায় বুঝতে দেয় না, তার সেই মিষ্টি কথার মধ্যে হুল বিঁধোনো আছে। কে জানে, ওর মনে কি আছে?' লর্ড কিডারমিনিস্টার আক্ষেপ করে বলেন, 'ওর সঙ্গে সান্দ্রার বিয়ে দেওয়াটা ঠিক হয় নি।'

'হ্যাঁ, এখন দায়িত্ব তোমার। আমাদের মেয়ের জন্য কিছু একটা আমাদের করতে তো হবেই!'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছো, আমার মেয়ে খুনী হলেও আমার ক্ষমতার অপ্রয়োগ করে তাকে বাঁচাতে হবে?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। দরকার হলে পুলিশের ওপরে প্রভাব খাটাতে হবে, সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। যেভাবেই হোক আইনের বেড়াজাল থেকে আমার মেয়েকে উদ্ধার করতে হবে?'

'তা হয় না। এমন অন্যায়ভাবে আমি আমার ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করতে পারি না। তাছাড়া আমায় মাথা অনেক হেঁট হয়ে যাবে। না, আমি তা পারবো না—'

'আর সান্দ্রা যদি গ্রেপ্তার হয়, তার বিচার হয়, তখন তুমি নিশ্চয় দামী ব্যারিষ্টার দেবে ওর কেস লড়ার জন্য?'

'নিশ্চয়ই। সেটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। তোমরা মেয়েরা কেন যে সে কথা বুঝতে চাও না!'

নীরব হলেন লেডী কিডারমিনিস্টার। কি করে তার স্বামীকে বোঝাবেন, মায়ের মন বলে একটা আলাদা কথা আছে, আলাদা জাত আছে, সেখানে ন্যায়, অন্যায়, সম্মান-অসম্মান বলে কোন প্রশ্ন নেই, ছেলে-মেয়েদের স্বার্থে যে কোন অপ্রিয় কাজ করতে দ্বিধা হওয়া উচিত নয় কোন বাবা-মা'র।



একটা বড় ডেস্কের উপর স্তূপাকার কাগজের মধ্যে ডুবে ছিলো রুথ লেসিং। অফিস ঘরে প্রবেশ করার সময় দৃশ্যটা নজরে পড়লো কর্ণেল রেসের। তার পরনে ছিলো কালো কোট, স্কার্ট এবং সাদা ব্লাউজ। চোখের কোলে পড়া কালো রেখার প্রসাধনেও ঢাকতে পারেনি রুথ। মুখ থমথমে, ক্লান্ত, বিষণ্ণ সেই ভাবটা চাপা দেবার একটা অক্লান্ত প্রচেষ্টা তার মনের মধ্যে প্রবল সক্রিয়ভাব ছিল তখন।

রেস তার আগমনের কারণ ব্যাখ্যা করল রুথের কাছে, সঙ্গে সঙ্গে সে তার ডাকে সাড়া দেয়। 'আপনি এসে ভালো করেছেন। আমি জানি আপনি কে? গতকাল রাত্রে মিঃ বারটন আপনাকে আপ্যায়ন করেছিলেন, করেন নি তিনি?'

ভাবভঙ্গী দেখে রেসের মনে হয়, মেয়েটি নির্দোষ, সে কোন অন্যায় কাজ করতে পারে না। নিজের মনেই স্বগোক্তি করে সে, 'যাই হোক, মেয়েটি অত্যন্ত ঠান্ডা প্রকৃতির।'

রুথ ফিরে তাকায়। এবং রেসের শেষ মন্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে বলে, 'প্রায় সাত বছর ওঁর কাছে কাজ করছি। আমার ধারণা উনি আমাকে বিশ্বাস করতেন। চলুন, বাইরে কোথায় নিভৃতে মধ্যাহ্নভোজ সারা যাক। আপনার সঙ্গে কয়েকটা জরুরী কথা ছিলো।'

'ধন্যবাদ। এ ধরণের একটা ইচ্ছা আমারও ছিলো।'

রেস্তোরাঁর বয়কে খাবারের ফরমাস দিয়ে রেস তাকালো রুথের দিকে আড় চোখে। মেয়েটি বেশ ভালোই দেখতে, রোগা হলেও আলগা একটা শ্রী আছে যেন।

খাবার আসার আগে অসংলগ্ন কথার মধ্যে কিছু সময় কাটলো। রুথ অল্প কথা এবং ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ করতে চাইছিল, রীতিমতো বুদ্ধিমতী সে।

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আত্মহত্যা হোক, কিংবা খুনই হোক, আপনার মনের মধ্যে একটা দ্বিধা আছে, এ ব্যাপারে আপনি ঠিক নিশ্চিন্ত নন।' রেস তার চোখে স্থির দৃষ্টি রেখে পাল্টা প্রশ্ন করে, 'গতকাল বারটনের সঙ্গে আপনি তো সারাক্ষণ ছিলেন, আমার অন্তত তাই ধারণা। তাঁকে দেখে কি মনে হয়েছিল আপনার? স্বাভাবিক? না কি তাঁকে খুব চিন্তিত কিংবা উত্তেজিত বলে মনে হয়েছিল?'

একটু ইতস্ততঃ করে রুথ বলে, 'বলা শক্ত। তবে তাকে একটু নিশ্চিন্ত বলে মনে হচ্ছিল। তার কারণ অবশ্য একটা ছিলো।' ভিক্টর ড্রেকের চরিত্রের একটা দিক ব্যাখ্যা করে বলল রুথ।

'হুঁ!' এটা অবশ্যম্ভাবী। স্বভাবতই সেই কারণে বোধহয় বারটনকে চিন্তিত দেখেছিলেন আপনি।'

'তবে বলা খুব শক্ত। মিঃ ব্রাউনকে আমি চিনি। তাঁকে খুব বিরক্ত দেখাচ্ছিল। মিঃ ড্রেকের চোখেও জল আমি দেখেছিলাম, এসব ক্ষেত্রে তিনি যা করে থাকেন। কিন্তু মিঃ বারটনকে ওভাবে মুষড়ে পড়তে আগে কখনো দেখিনি। তাই আমার মনে হয়েছিল—'

'হ্যাঁ, মিস লেসিং? আমার ধারণা আপনার ঠিকই মনে হয়েছিল। বলুন, বলুন কি মনে হয়েছিল?'

'তাহলে বলছি শুনুন, আমার মনে হয়েছিল, তাঁর সেই বিরক্ত হওয়ার ধরণ অন্য দিনের থেকে একটু আলাদা। কারণ ভিক্টর ড্রেককে কেন্দ্র করে আগেও অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে, মিঃ বারটন রাগারাগি করেছেন, বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর সেদিনকার রাগ বিরক্তি যেন সম্পূর্ণ অন্য রকমের ছিলো। গত বছর ভিক্টর ড্রেককে দক্ষিণ আমেরিকায় পাঠাবার ব্যবস্থা করেন উনি। আবার গত জুন মাসে ভিক্টর আরো টাকার দাবী করে টেলিগ্রাম পাঠায়। অতএব এর থেকে বুঝতেই পারছেন, মিঃ বারটনের মনের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমি কতো ওয়াকিবহাল হতে পারি? আর এইবার মিঃ বারটন পার্টি দেবার ঠিক আগের দিন ভিক্টরের কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম পান। এবার সেই টেলিগ্রামের বিষয়বস্তু এমন বিশ্রী ধরণের ছিলো নিশ্চয়ই, যার জন্য তাকে অতো খারাপ দেখাচ্ছিল, বিরক্তির ভাব ফুটে উঠতে দেখা যাচ্ছিল তাঁর চোখে-মুখে। যেন পার্টি ছাড়া অন্য কোন কথা ভাবতেই পারেন না তিনি।'

'মিস লেসিং?' কর্ণেল রেস কোন ভূমিকা না করে জিজ্ঞেস করলো, 'জর্জ বারটন আপনাকে বলেনি, তার বিশ্বাস তার স্ত্রী খুন হয়েছেন?'

'কেন, আপনি কি কিছুই জানেন না? আপনি জানেন না জর্জ কতকগুলো বেনামী চিঠি পেয়েছিলো?'

'না, আমি সত্যি বলছি, এ সবের কিছুই জানি না।'

অতএব রেস এবার তার চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলো, 'এর পরেও কি আপনি বলতেন, জর্জ বারটন আত্মহত্যা করতে পারেন? এবং রোজমেরির বারটন খুন হয় নি, আত্মহত্যা করেছিল?'

রুথ ভ্রু কুঁচকোয়। 'এ ছাড়া অন্য কিছু তো আমি ভাবতে পারি না। এ রকই তো হওয়া স্বাভাবিক!'

'ইনফ্লুয়েঞ্জার পর মুষড়ে পড়েছিলেন বলেই কি?'

'হয়তো তার থেকেও বেশি কিছু। তিনি নিশ্চয়ই অসুখী ছিলেন। হয়তো আমার বোঝার ভুল হয়ে থাকবে। দুর্ঘটনার দিন তাঁর মাথায় যন্ত্রণায় খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন তিনি। ক্লোকরুমের বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে আমি শুনেছিলাম, লেডী আলেকজান্ডারকে তিনি তখন বলছিলেন, তাঁর মাথার যন্ত্রণার কথা। মিসেস ফ্যারাডে হাতব্যাগ থেকে একটা ট্যাবলেট বার করে মিসেস বারটনকে দেন।'

রেস তার হাতের গ্লাসে চুমুক না দিয়েই টেবিলের উপরে রেখে দিয়ে বসতে বললো। তাহলে কি এ কাজ সান্ড্রার? মিসেস বারটন তার কাছ থেকে অনেক দূরে বসেছিলেন। তাই তার পক্ষে টেবিলের নীচে হাত চালিয়ে মিসেস বারটনের গ্লাসের নাগাল পাওয়া দুরূহ ব্যাপার ছিল বলেই কি সে বিশেষ ট্যাবলেট ব্যবহার করলো।

রুথ তার কথায় জের টেনে বলে, 'কিন্তু এ কথা আমাক জিজ্ঞেস করছেন কেন?' তার চোখে হঠাৎ সজাগ দৃষ্টি ফুটে উঠতে দেখা যায়, সে চোখে অনেক প্রশ্ন। কর্ণেল রেস তাকে আড়াল থেকে লক্ষ্য করেছিল। এই মুহূর্তে তার মনে হলো, রুথের মস্তিষ্ক এখন অতি সক্রিয়, দারুণ ব্যস্ত।

'ও হ্যাঁ, এখন আমার মনে পড়ছে, ফ্যারাডের বাড়ির কাছাকাছি কেন তিনি বাড়ি কিনতে গেলেন? আর কেনই বা তিনি আমাকে ঐ চিঠিগুলোর কথা বললেন না। উত্তরটা খুব স্পষ্ট। মানে তিনি আমাদের কাউকে বিশ্বাস করতেন না। তিনি নিশ্চয়ই মনে মনে বিশ্বাস করতেন, আমাদের মধ্যে কেউ একজন তার স্ত্রীর হত্যাকারী। এমন কি, তাঁর ধারণা আমিও তাঁর স্ত্রীর খুনী হতে পারি।'

'কেন', রেস শান্ত স্বরে বলেন, 'রোজমেরিকে খুন করার কোন কারণ আপনার জানা আছে?'

হঠাৎ এমন এক কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি তাকে হতে হবে, ভাবতেই পারেনি রুথ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে

সোজাসুজি রেসের চোখে চোখ রেখে বলে, 'সে তো আপনিই ভালো জানেন। জর্জ বারটনকে আমি ভালোবাসতাম, এমন কি রোজমেরির থেকেও আগে। মিঃ বারটনও আমাকে খুব পছন্দ করতেন, কিন্তু ওভাবে নয়, যেমন ভাবে আমি তাকে ভালোবাসতাম। তবু কেন জানি না আমার মনে হতো, আমি তাঁর পরামর্শ স্ত্রী হওয়ার পক্ষে উপযুক্ত। কিন্তু রোজমেরিকে তিনি যে খুব ভালোবাসতেন। তবু বলবো, তিনি সুখী ছিলেন না।'

এবার রেস প্রসঙ্গ পাল্টায়। 'গতকাল সকাল থেকে যা যা ঘটেছিল বিশেষ করে জর্জ যা যা করেছিল কিংবা বলেছিল, সেগুলো ঠিকঠিক ভবে আমকে বলে যান। কোন কিছু বাদ দেবেন না, বুঝলেন?'

রুথের জবাবও সঙ্গে সঙ্গে এলো। সাতসকালেই ভিক্টরের টেলিগ্রাম নিয়ে জর্জের সঙ্গে তার আলোচনা, তারপর জর্জের পরামর্শ মতো দক্ষিণ আমেরিকায় ট্রাঙ্ককল করা থেকে শুরু করে তার লুক্সেমবার্গে আসা, তারপর সেই দুঃখজনক মুহূর্তের আগমনের একটা পূর্ণ বিবরণ দিতে গিয়ে কখনো রুথের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠছিল, কখনো বা চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়ার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল অবশ্য এমন কাহিনী আগেই শোনা ছিল কর্ণেল রেসের।

'আচ্ছা মিস লেসিং, আপনার কি কারোর ওপর সন্দেহ হয় না, এমনওতো হতে পারে, বাইরের কেউ গোপনে জর্জের গ্লাসে সায়েনাইড মিশিয়ে সরে পড়েছিল? গত রাত্রের কথা খুব ভালো ভাবে চিন্তা করে দেখুন। কোন অস্বাভাবিক ঘটনার কথা কি আপনার মনে পড়ে না? সে ঘটনা যতো ছোটই হোক না কেন, বলুন, বলুন মিস লেসিং?'

রেস দেখে, হঠাৎ রুথের মুখটা কেমন বদলে যায়। একটা অনিশ্চয়তার ভাব ফুটে ওঠে তার মুখে। গলার স্বরও কেমন কাঁপা কাঁপা এবং সংক্ষিপ্ত 'কি—কিছুই মনে পড়ছে না?'

কিছু একটা আছেই এ ব্যাপারে নিশ্চিত সে। কিছু একটা রুথ দেখেছে নিশ্চয়ই, কিংবা শুনেছে, যা সে কোন কারণেই হোক প্রকাশ করতে পারছে না। রেসও খুব একটা জোর করলো না। সে জানে রুথের মতো মেয়ে যদি একবার ভেবে থাকে, সে কথায় প্রকাশ করবে না, তাহলে কিছুতেই তার মনোভাব বদলানো যাবে না। তার এই নীরবতার পিছনে নিশ্চয়ই কিছু আছে। মধ্যাহ্নভোজের পর রুথের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলভাস্টন স্কোয়ারের দিকে যেতে গিয়ে ভাবছিল কর্ণেল রেস।



কর্ণেল রেসকে দেখে লুসিলা ড্রেক খুব খুশি হলেন। রেসকে দেখে ভদ্রমহিলা চোখের জলে রুমাল ভাসিয়ে দিলেন। সত্যি তাঁর দুঃখ হওয়ারই কথা। জর্জ বারটন ছিলো বাড়ির কর্তা, এ বাড়ির সবার সুখ-সুবিধা দেখার দায়িত্ব সে নিজের কাঁধের উপরে নিয়ে নেয়। সেই জর্জের মত্যুকে কেন্দ্র করে পুলিশী তৎপরতা, সেই সঙ্গে সবাই ঘিরে বাড়তি ঝামেলার ঝুঁকি কম নিতে হচ্ছে না তাঁকে। স্বভাবতই এমন অবস্থায় কর্ণেল রেসকে দেখে তাঁর খুশি হওয়াটা অমূলক নয় একেবারে।

বেচারা জর্জ। লুসিলা ড্রেক চেয়েছিলেন এই গ্রীষ্মে আইরিশ যেন তাঁর দেখাশোনা করার ভার নেয়। কিন্তু আইরিশ নিজেই যেন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এ বাড়িতে। ফ্যাকাসে বিষণ্ণ সাদা মুখ দেখে মনে হয় সব সময় সে যেন ভয়ে সিঁটকে আছে। 'বিশ্বাস করুন কর্নেল রেস, এই হলো এ বাড়ির হাল-চাল এখন। সন্ধ্যে হলে মরুভূমির মতো শূন্য বাড়িটা যেন আমাকে গিলতে আসে। বেচারা জর্জ, তার সঙ্গে পরামর্শ না করেই এখানে এই বাড়িটা কিনে ফেললো। সে ভেবেছিল বাড়ি কেনার পরে সবাইকে চমকে দেবে। কিন্তু এখন কে কাকে চমকে দেয় তার ঠিক নেই। জর্জ ভেবেছিল, যে কোন দুঃখ কস্ট লুসিলা সহ্য করে যাবে কিন্তু কি আছে তাঁর জীবনে? দীর্ঘদিন হলো স্বামীহারা তিনি। একমাত্র পুত্র ভিক্টর, তার সঠিক ঠিকানা তাঁর জানা নেই। সুদূর আর্জেনটিনা নাকি ব্রাজিলে, নিশ্চিত করে তিনি

বলতে পারেন না, ভিক্টর এখন কোথায়?

পরবর্তী পনেরো মিনিট লুসিলা ড্রেক তাঁর একমাত্র পুত্র ভিক্টরের গুণকীর্তনে মুখরিত হয়ে উঠলেন। আক্ষেপ করে বলতে থাকনে, 'জানেন কর্নেল রেস, ওর ভাগ্যটা খারাপ, কেউ ওকে বুঝতে চাইলো না। সবাই ওকে ভুল বুঝলো। ওর মতো বুদ্ধিমান ছেলে গর্ভে ধারণ করা ভাগ্যের কথা।'

রোজমেরির মৃত্যু এবং তাঁর উইলে শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করে যাওয়াটা আরো বেশি চিন্তার কারণ হয় দাঁড়িয়েছে তাঁর কাছে। অবশ্য টাকাটাই বড় কথা নয়। বেচারি রোজমেরির সেই মর্মান্তিক মৃত্যুর স্মৃতি আজও কেউ ভুলতে পারেনি। এমন কি প্রিয় আইরিশের ব্যাপারে আমি খুব একটা সুখী নই।'

চকিতে তাঁর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকায় রেস। তার চোখে গভীর কৌতূহল।

'আমি আমার দায়িত্বের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। সত্যি কথা বলতে কি আইরিশ এখন রোজমেরির বিরাট ধন-সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী, এ কথা সবার জানা হয়ে গেছে এখন। আমার ভয় এখানেই তাই তো আমি তার প্রতিটি যুবক বন্ধুদের উপর কড়া নজর রেখে যাচ্ছি। কিন্তু আমি কত নজরই বা রাখবো বলুন কর্ণেল রেস? এই সব যুবকদের বাড়ি আসতে বলুন তারা কখনো ভুল করেও আসবে না। আইরিশকে ঘিরে জর্জের সমূহ চিন্তা ছিলো এই কারণেই। আর বোধহয় এই কারণেই সে আইরিশের ঘনিষ্ট বন্ধু এ্যানথনি ব্রাউনকে ঠিক পছন্দ করতেন না।'

দরজার প্রবেশ পথে মৃদু আওয়াজ হতেই লুসিলার মাথার উপর দিয়ে রেস তার দৃষ্টি প্রসারিত করে দেয় সেদিকে। এর আগে লিটল্ প্রায়রসে আইরিশকে দেখেছিল সে। কিন্তু আজ যেন সে তার মধ্যে একটা ভিন্ন রূপ দেখতে পাচ্ছে। একটা অদ্ভুত উত্তেজনা তার চোখে-মুখে ছড়িয়ে আছে। তার ধীর-স্থির শান্ত চেহারাটা সেই উত্তেজনাকে কিছুতেই চাপা দিতে পারছিল না।

তার দেখাদেখি লুসিলাও মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকাতে গিয়ে আইরিশের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেলো তাঁর।

'প্রিয় আইরিশ, তুমি কখন এলে? আমি তোমার আসার শব্দ পেলাম না তো? কর্ণেল রেসকে তুমি চেনো? চমৎকার লোক উনি।'

আইরিশ কাছে এসে করমর্দন করে রেসের সঙ্গে। তাকে কালো পোষাকে রোগা এবং বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

'আমি এসেছিলাম; যদি আপনাদের কোন সাহায্যে লাগতে পারি।' রেস বলে।

'ধন্যবাদ আপনার মহানুভবতার জন্য।' আইরিশ ফিরে তাকায় লুসিলার দিকে, রেস উপলব্ধি করে, তার চোখ দুটো কি যেন খুঁজে ফিরছিল তখন।

'আপনারা কি নিয়ে যেন আলোচনা করছিলেন?'

করুণ চোখে তাকান লুসিলা। রেসের বুঝতে অসুবিধে হয় না, অ্যানথনি ব্রাউনের প্রসঙ্গ তিনি এড়াতে চাইছেন আইরিশের কাছে।

'আমি বলছি', লুসিলা নিজের থেকেই বলেন, "অল সোলস ডে'—আশ্চর্য কি অদ্ভুত মিল দুটি দিনের মধ্যে।'

'তার মানে আপনি কি মনে করেন', আইরিশ বলে, 'রোজমেরি গতকাল ফিরে এসেছিলেন জর্জকে নিয়ে যাওয়ার জন্য?'

আঁতকে ওঠেন লুসিলা। 'প্রিয় আইরিশ অমন অশুভ কথা মনে এনো না। আমরা ঠিক ওভাবে আলোচনা করতে চাইনি।'

আইরিশের ঠোঁটে সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায়। এবার সে সরাসরি বলে, 'হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছিলাম, আপনারা বোধহয় এ্যানথনি ব্রাউনকে নিয়ে আলোচনা করছিলেন।'

'হ্যাঁ', লুসিলা এবার মুখ খুললেন, 'আমি বলছিলাম কি, তার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।'

'তার সম্বন্ধে আপনাদের কি জানার দরকার বলুন?'

'না, তেমন কিছু নয়। কিন্তু জানলে ভালো হতো, তাই নয় কি?'

'ভবিষ্যতে জানার অনেক সুযোগ পাবেন', আইরিশ বলে, 'কারণ খুব শীগগীর আমি তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি।'

'ওঃ আইরিশ', লুসিলা দুঃখ করে বলেন, 'এখনো জর্জের অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। এখন এ সব আলোচনা করা ঠিক নয়। তাছাড়া তুমি তো জানো আইরিশ, জর্জ তাকে পছন্দ করতো না।'

'জানি, জর্জ তাকে পছন্দ করতো না। তাতে কি হয়েছে? আমার জীবনের সঙ্গে এ্যানথনি জড়িয়ে আছে, জর্জ নয়। সে যাইহোক, জর্জ এখন মৃত—'

আর একবার অশুভ চিন্তায় আঁতকে উঠলেন লুসিলা ড্রেক।

'ছিঃ ছিঃ এমন অশুভ মুহূর্তে এ সব কথা বেমানান। এ সব মামুলি প্রশ্ন এখন ওঠাই উচিত নয়।' লুসিলাকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

কর্ণেল রেস বেশ বুঝতে পারছিল তাদের আলোচনা একটা বিশ্রী দিকে মোড় নিতে যাচ্ছিল। আরো কোন ঘটনা ঘটার আগেই তাদের আলোচনায় বাধা দিয়ে সে বলে, 'মিস মারলে, এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিলো আমার।'

অবাক চোখে আইরিশ তার দিকে ফিরে তাকায়। 'হ্যাঁ, চলুন', বলেই সে দরজার দিকে এগিযে যেতে থাকে। চলে আসতে গিয়ে মিসেস ড্রেকের দিকে ফিরে রেস বলে, 'ঘাবড়াবেন না, দেখি আমরা কি করতে পারি!'

হলঘর পেরিয়ে একটা ছোট ঘরে এসে বসলো আইরিশ এবং ইশারায় রেসকে বসতে বললো।

আইরিশের দেহটা টলছিল। ঠিক সময়ে তার কাছে ছুটে গিয়ে রেস তাকে ধরে ফেলে। সাবধানে তাকে বসিয়ে সে বলে, 'সহজ হওয়ার হওয়ার চেষ্টা করুন মিস মারলে!'

এক বুক নিঃশ্বাস নিয়ে সে বলে, 'না, না আমি ঠিক আছি। জানি না এর পর আমাকে কি করতে হবে। তবে ব্যাপারটা পরিস্কার হওয়া দরকার। জানেন কর্ণেল রেস, জর্জের ধারণা ছিলো, রোজমেরি আত্মহত্যা করেনি, সে খুন হয়ে থাকবে। তার সেই ধারণা হওয়ার কারণ কি জানেন? সেই চিঠিগুলো, কিন্তু কে, কে সেই চিঠিগুলো লিখতে পারে বলে আপনার মনে হয় কর্ণেল রেস?'

'জানি না। কেউ জানে না। আপনার কি মনে হয়?'

'না, আমার কোন ধারণা নেই: যাইহোক, চিঠিগুলোর বক্তব্য সত্যি বলেই বিশ্বাস করে নেয় জর্জ এবং সেই ভাবে গতকাল পার্টির ব্যবস্থা কবেছিল সে। জানেন তো গতকাল ছিলো 'অল সোলস্ ডে'...তার মানে আত্মার শান্তি দিবস—যে দিনটিতে রোজমেরির আত্মায় ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে। জর্জ অন্তত তাই বিশ্বাস করে থাকবে। যার জন্য একটা চেয়ার খালি রেখে দেয় সে তার আশা ছিলো, ঐ খালি চেয়ারে রোজমেবির আত্মা এসে বসবে এবং তাকে সেদিনকার সত্য ঘটনার কথা বলবে।'

'কিন্তু মৃত ব্যক্তির আত্মা স্যাম্পেনের গ্লাসে পটাসিয়াম বিষ মেশাতে পারে না মিস মারলে।'

'কিন্তু এটাও অবিশ্বাস্য। জর্জ খুন হয়েছে, হ্যাঁ জর্জ খুন হয়েছে, পুলিশের ধারণা সেই রকম। কারণ এর বিকল্প কিছু ভাবা যায় না। কিন্তু সেরকম ভাবারও কোন যুক্তি নেই।'

'কেন আপনার তা মনে হয় না! রোজমেরি খুন হয়েছিলেন, এবং জর্জ সন্দেহ করতে শুরু করেছিলেন, কাকে, কাকে—'

আইরিশ তার কথায় বাধা দিয়ে বলে, 'আমার বিশ্বাস রোজমেরি খুন হয়নি। আর সেই কারণেই এটা অবান্তর। রোজমেরি আত্মহত্যা করেছিলেন, তার সমর্থনে আমার কাছে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। একটু অপেক্ষা করুন, দেখাচ্ছি—'

ঘর থেকে বেরিয়ে যায় আইরিশ। কিছুক্ষণ পরেই সে আবার ফিরে আসে। হাতে ভাঁজ করা একটি চিঠি। চিঠিটা তার হাতে অর্পণ করে আইরিশ। 'পড়ে দেখুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন।'

চিঠির ভাঁজ খুলে পড়তে থাকে রেস! 'প্রিয়তম লিওপার্ড...' ফেরত দেবার আগে দু' দুবার চিঠিটা পড়লো সে।

চিঠিটা ফেরত নিয়ে আইরিশ শুধোয়, 'দেখলেন তো রোজমেরি কতো অসুখী ছিলো নিজের

থেকেই সে আর বাঁচতে চায়নি।'

'আপনি জানেন, চিঠিটা কার উদ্দেশ্যে লিখছিলেন তিনি?'

আইরিশ মাথা নাড়ে। 'স্টিফেন ফ্যারাডেকে। এ্যানথনিকে নয়! স্টিফেনকে ভালোবাসতো সে। কিন্তু স্টিফেন নিষ্ঠুরের মতো তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তাই কি সে সেদিন রেস্তোরাঁয় সবার সামনে ওভাবে নিজের জীবনটাকে নষ্ট করলেন?'

'এ চিঠি আপনি কবে পেয়েছেন মিস মারলে?'

'প্রায় ছ'মাস আগে। তার একটা পুরনো ড্রেসিং-গাউনের পকেটে এটা লুকনো ছিলো।'

'জর্জকে এটা দেখিয়েছিলেন?'

'না। কি করে দেখাই বলুন? রোজমেরি আমার বোন। তার স্বামীকে কি করে দেখাই অন্য এক পুরুষের প্রতি ভালোবাসা নিবেদন করা রোজমেরির লেখা চিঠি কি করে তার হাতে তুলে দিতে পারি? জর্জ নিশ্চিত ছিলো, রোজমেরি তাকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভালোবেসে গিয়েছিল, এর পরেও কি চিঠিটা দেখানো যায়, আপনিই বলুন কর্নেল রেস। আপনি জর্জের বন্ধু, চীফ ইন্সপেক্টর কেম্প আপনার বন্ধু। তার গোচরে আনার জন্যই চিঠিটা দেখালাম আপনাকে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো আইরিশ। রাস্তায় নেমে পিছন ফিরে তাকাতে গিয়ে কর্ণেল রেস দেখলো, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে আইরিশ তার গমন পথের দিকে।



কর্ণেল রেসকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো মেরি রেস ট্যালবট। তার চোখে অবিশ্বাসের ছায়া।

'প্রিয় বন্ধু, রহস্যজনক ভাবে উধাও হয়ে যাওয়ার পর তোমার আর কোন পাত্তা নেই। যাইহোক, তুমি এখন আমার চোখের সামনে সশরীরে উপস্থিত। নিশ্চয়ই আমাকে দেখতে আসার জন্য নয়, কারণ তুমি তো আবার সামাজিক সৌজন্য সাক্ষাতের ধার ধারো না।'

রেস হাসলো।

'আজকের কাগজটা পড়েছো?' রেস জিজ্ঞেস করলো, 'গতকাল রাত্রে লুক্সেমবার্গের রেস্তোরাঁয় মিঃ জর্জ বারটন মারা গেছেন, খবরটা পড়ে দেখেছো?'

'ও, হ্যাঁ স্যার। ভয়ংকর দুঃসংবাদ এটা, তাই না?'

'এক সময় তুমি তো সেখানে কাজ করতে, করতে না?'

'হ্যাঁ, স্যার, আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না, সত্যি বলছি স্যার, আত্মহত্যার কথা আমি ভাবতেই পারি না।'

'ভারী মজার ব্যাপার তো। কিন্তু কেন, কেন তুমি সে কথা ভাবতে পারো না? চুপ করে থেকো না, বলো! হয়তো খবরটা আমাদের কাছে খুব জরুরী হতে পারে।'

একটু ইতস্ততঃ করে বেটি বলে, 'কারণ একদিন এমন একটা কথা আমার কানে আসে যার ফলে আমার এ রকম একটা ধারণা হয়। মিসেন রোজমেরি বারটনের ঘরের দরজা খোলাই ছিলো তখন। ঘরের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে কথাটা আমার কানে আসে। আমি ঠিক আড়ি পাততে চাইনি স্যার, সেরকম স্বভাব আমার নয়। মিসেস বারটন তখন কিছু একটা বলছিলেন এ্যানথনি ব্রাউনের সম্বন্ধে, এ্যানথনি ব্রাউন তার আসল নাম নয়। তারপর সেই এ্যানথনি ব্রাউন, যাঁর চেহারা অমন ভদ্র, ব্যবহার ততোধিক নম্র, তিনি যে ঘরের ভিতরে ছিলেন তখন আমার তা জানা ছিলো না, নিচু গলায় মিসেস বারটনকে কি যেন তিনি বললেন, তারপর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে এমন একটা বিশ্রী কথা শোনালেন, যা তাঁর কাছ থেকে আশা করা যায় না। তাঁর কথা মতো কাজ না করলে মিসেস বারটনকে তিনি

খতম করে দেবেন। এই রকম একটা বিশ্রী ভয়ঙ্কর কথা বললেন তিনি। তার পরের কথা আমার আর শোনা হয়নি, কারণ সেই সময় মিস আইরিশকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে দেখে আমি সেখান থেকে সরে পড়ি।'

'তাই বুঝি!' একটু থেমে রেস বলে, আপনি জর্জ বারটনকে বেনামা চিঠি লিখেছিলেন?'

'আমি? মিঃ বারটনকে চিঠি লিখেছি? না, কখ্‌খনো না! এ আপনি কি বলছেন কর্ণেল রেস?' কান্নার মতো করে বেটি বলে ওঠে, 'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, মিসেস বারটনের অবৈধ প্রেমের সব কথা জানিয়ে মিঃ বারটনকে আমি চিঠি লিখেছিলাম বেনামে? না, না আমি কেন ওঁকে লিখতে যাবো বলুন?'

রেস এবার তার মনোভাব বদলায়। 'মিসেস বারটনকে তুমি বলতে শুনেছিলে, তার আসল নাম ব্রাউন নয়, তার আসল নাম তুমি কি তার মুখ থেকে শুনেছিলে?'

'হ্যাঁ, মিসেস বারটনের মুখ থেকে না শুনলেও ব্রাউনকে বলতে শুনেছিলাম, 'টনির কথা ভুলে যাও'' এখন এই টনি—পুরো নামটা মনে পড়ছে না, চেরী জ্যাম প্রস্তুতকারকদের মনে পড়তে পারে।'

'টনি টেরিটন? চেরেবেল?'

বেটি মাথা নাড়ে, 'না, নামটা আরো সুন্দর, আরো আধুনিক।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই নাম, কি বললে? মোরেলো চেরীজ। ঠিক আছে, আমি চললাম, পরে আবার দেখা করবো।' কর্ণেল রেস ছুটে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসে। হ্যাঁ, নামটা তার মনে পড়েছে, 'টনি মোরেলো। হ্যাঁ, এই নামটাইতো চাইছিলো সে জানতে।

নিচে তার জন্য অপেক্ষা করছিল বেটি। তার সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র কর্ণেল রেস বলে, 'আচ্ছা তার নাম ছিলো 'টনি মোরেলো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ব্রাউনকে বলতে শুনেছি, মিসেস বারটন যেন ঐ নামটা ভুলে যান। ব্রাউন আবার এ কথাও বলেছিলেন, জেলও খেটেছে সে।'

হাসতে হাসতে রেস বাকী সিঁড়ির ধাপগুলো পেরিয়ে নেমে এলো।

কাছাকাছি পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে কর্ণেল রেস ফোন করলো কেম্পকে। তাদের আলোচনা সংক্ষিপ্ত হলেও সাফল্যের ছোঁওয়া ছিলো তাতে। প্রত্যুত্তরে কেম্প বলে, 'এখুনি আমি কেবল পাঠাচ্ছি। ফেরত ডাকে আশাকরি খবরটা পেয়ে যাবো। মনে হয় খবরটা তোমাকে অবশ্যাই চিন্তামুক্ত করবে। আমার ধারণা, আমি ঠিক, পরিণতি অতি স্পষ্ট।'



চীফ ইন্সপেক্টর কেম্পের মন মেজাজ আজ খুব একটা ভালো ছিলো না। আধঘন্টা ধরে ভীত সন্ত্রস্ত ষোল বছরে একটি সাদা খরগোসের সাক্ষাৎকার নিচ্ছিল। কাকা চার্লসের সৌজন্যে এক প্রথম শ্রেণীর রেস্তোরাঁ লুক্সেমবার্গে ওয়েটারের চাকরিটা পায় সে। চীফ ইন্সপেক্টর কেম্পেরও ধারণা, ছেলেটা অবশ্যই দোষী তা না হলে লেডীজ ব্যাগটা মেঝের উপর থেকে তুলে কেনই বা সে ভুল করে অন্য জায়গায় রাখতে যাবে। আসলে সেটা ছিলো তার ইচ্ছাকৃত ভুল।

'না, না বিশ্বাস করুন আপনি, পাশের টেবিলে মঁসিয়ে রবার্ট সসের জন্য খুব তাগাদা চিচ্ছিলেন। তাঁর জন্য সসের শিশি হাতে ছুটে যেতে গিয়ে আমার চোখে পড়ে মেঝের উপর একটি লেডিস ব্যাগ পড়ে আছে মিঃ জর্জ বারটনদের টেবিলের সামনে। ব্যাগটা আমি মিস আইরিশ মারলের হাতে দেখেছিলাম। সেই টেবিলে আমি দু'একবার খাবার দিতে গিয়েছিলাম। তাই সেই ব্যাগটা টেবিলের উপর মিস মারলের চেয়ার ভেবে আমি হয়তো ভুল করে অন্যত্র কোথাও রেখে থাকবো। মঁসিয়ে রবার্টের বারবার তাগাদায় আমার মাথার ঠিক ছিলো না। তাই হয়তো ভুল হয়ে থাকবে। অন্য কোন উদ্দেশ্য আমার ছিলো না। ব্যাস এইটুকু আমি বলতে পারি মঁসিয়ে।'

কেম্প তাকে সাবধান করে দেয়, 'ভবিষ্যতে এরকম ভুল যেন আর না হয়।'

অতঃপর সার্জেন্ট পোলক তাকে জানালো, মিস ক্লো ওয়েস্ট নামে একটি মেয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। লুক্সেমবার্গে মিঃ বারটনের রহস্যজনক মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু বলার জন্য।

'ঠিক আছে ওকে পাঠিয়ে দাও', হাল ছেড়ে দেওয়ার মতো করে ক্লান্ত স্বরে কেম্প বলে, 'আমি ওকে দশ মিনিট সময় দিতে পারি। মিঃ ফ্যারাডের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা আছে। কেমন?'

দূর থেকে মিস ক্লো ওয়েস্টকে আসতে দেখে চকিতে একবার কেম্পের মনে হলো, মেয়েটি বুঝি তার পরিচিত, কোথায় যেন দেখেছে ওকে। কার চেহারার সঙ্গে তার একটা অদ্ভুত মিল আছে যেন। তবে কাছে আসতেই তার ভুল ভেঙ্গে গেল।

বছর পঁচিশ বয়স। দীর্ঘাঙ্গী, বাদামী চুল, দেখতে সুন্দর। সংযত কথাবার্তা।

'হ্যাঁ, বলুন মিস ওয়েস্ট আপনার জন্য আমি কি করতে পারি?'

'কাগজে পড়লাম লুক্সেমবার্গে একজন লোক মারা গেছেন গতকাল রাত্রে।'

'হ্যাঁ, মিঃ জর্জ বারটন! কেন, চেনেন নাকি তাঁকে?'

'না, ঠিক চিনি না। সত্যি কথা বলতে কি আমি তাঁকে আদৌ চিনি না।'

মেয়েটির দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকালো কেম্প। ওর প্রথম কথা শুনেই সম্ভবনাটা বাতিল করে দেয়। ক্লো ওয়েস্টকে নির্দোষ পবিত্র বলেই মনে হচ্ছিল।

'শুনুন ইন্সপেক্টর কেম্প', মিস ওয়েস্ট নিজের থেকে এবার বলে, 'এজেন্সি অফিসে আমার নাম লেখানো আছে। 'স্পট লাইটে' আমার ছবিসহ নাম ঠিকানা ছাপানো হয়। আমার সেই ছবিটা মিঃ বারটনকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি বলেন, লুক্সেমবার্গে একটা ডিনার পার্টি দিতে যাচ্ছেন। আর সেই পার্টিকে তিনি একটা দারুণ চমক দিতে চান। তারপর তিনি আমায় একটা ছবি দেখান। এবং তিনি আমার বলেন, সেই ছবির সঙ্গে আমার চেহারার নাকি অদ্ভুত মিল আছে, যা কিছু অমিল সেটা মেক-আপ করে পার্টিতে যেতে হবে আমাকে।'

কেম্প যেন অন্ধকারে আলো দেখতে পেলো। এলভাস্টন স্কোয়ারে জর্জের ঘরে রোজমেরির ফটো দেখেছিল। সেই ফটোর সঙ্গে মিস ক্লো ওয়েস্টের একটা অদ্ভুত মিল আছে যেন।

'কিন্তু আপনি কেন কথা দিয়ে কথা রাখলেন না মিস ওয়েস্ট? কেন গতকাল রাত্রে লুক্সেমবার্গের পার্টিতে এলেন না?'

'কারণ গতকাল রাত আটটার সময় মিঃ বারটন বা অন্য কেউ আমাকে ফোন করে জানায়, পার্টি বাতিল হয়ে গেছে, পরেরদিন আমাকে খবর দেওয়া হবে। আর আজই মিঃ বারটনের মৃত্যুর খবর পেয়ে চমকে উঠলাম।'

'সেই কর্তব্যবোধে আমাদের কাছে ছুটে এসেছেন মিস ওয়েস্ট। আপনি অন্ততঃ একটি রহস্যের সমাধান করেছেন, লুক্সেমবার্গের সেই খালি আসনটার সমাধান আমরা পেয়ে গেলাম আপনার কথায়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে গতকাল মিঃ বারটন আপনার জন্যই সেই আসনটা সংরক্ষিত রেখেছিলেন। যাইহোক, একটু আগে প্রথম বললেন মিঃ বারটন, পরে আবার বললেন, না অন্য কেউ...এ কথার অর্থ?'

'কারণ পরে আমার মনে হয়েছিল সেই কণ্ঠস্বর, মিঃ বারটনের নয়, অন্য কারোর বোধ হয়।'

'তা হতে পারে।' কেম্প ওকে সমর্থন করে।

মিস ওয়েস্ট চলে যাওয়ার পর সার্জেন্টের উদ্দেশ্যে কেম্প বলে, 'তাহলে মিঃ জর্জ বারটনের বিখ্যাত 'পরিকল্পনা' এখন বোঝা যাচ্ছে সবার জবানবন্দীর মতো কেন তিনি বারবার সেই খালি চেয়ারটার দিকে তাকাচ্ছিলেন। তবে তার সেই পরিকল্পনাটা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল।'

'কে, কে ফোনে পার্টিতে আসতে নিষেধ করেছিল বলে আপনার মনে হয়?'

'আমার মনে হয় না, সেটা কোন পুরুষের কণ্ঠস্বর। ফোনে দ্রুত কথা বললে কণ্ঠস্বর চেনা মুস্কিল। যাইহোক, মিঃ ফ্যারাডে যদি এসে থাকেন তো ওঁকে এখানে পাঠিয়ে দাও।'



ইন্‌স্‌: ক্টর কেম্প ফ্যারাডেকে উষ্ণ আহ্বান জানালেন। তার পাশেই প্যাড আর পেন্সিল হাতে ইউনিফর্ম পরিহিত একজন লোক বসে আছে।

'বসুন মিঃ ফ্যারাডে, আপনাকে ডেকেছি আপনার জবানবন্দী নেওয়ার জন্য। আপনার জবানবন্দী নেওয়ার পর আপনি সেটা দেখে পড়ে সই করে দেবেন। তবে আপনি জবানবন্দী দিতে অস্বীকার করতে পারেন, কিংবা আপনার সলিসিটারের সামনেও দিতে পারেন ইচ্ছে করলে।'

'কিন্তু ইন্সপেক্টর, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, আবার আপনি আমার কাছ থেকে নতুন করে কেন জবানবন্দী নিতে যাচ্ছেন। যা বলার তো সকালেই আমি বলেছি।'

'সেটা একটা মামুলি প্রাথমিক আলোচনা মাত্র। তাছাড়া মিঃ ফ্যারাডে, আমার বিশ্বাস, আপনারও কিছু জানার থাকতে পারে এ কেসের ব্যাপারে। তদন্তের কাজ যথাযথ ভাবে এগোচ্ছে কিনা, সেটাওতো আপনার জানা দরকার। আশাকরি আমি কি বলতে চাইছি, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন!'

টাইপ করা একটা চিঠির নকল হাতে তুলে দিয়ে কেম্প বলে, 'চিঠিটা মিসেস বারটনের পোষাকের মধ্যে থেকে পাওয়া যায়। তাঁর বোন মিস আইরিশ মারলের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি চিঠিটা।' স্টিফেন পড়তে থাকে চিঠিটা ঃ

'চিঠিটা মিসেস বারটনের লেখা ঠিকই, কিন্তু প্রতিবাদ করে ওঠে, 'এটা যে আমাকে লেখা তার কোন উল্লেখ নেই চিঠিটার মধ্যে।'

'আর্লস কোর্টের ২১, ম্যালাড ম্যানসনের জন্য আপনি এক সময় ভাড়া গুনে যেতেন, পারেন তা অস্বীকার করতে?'

তাহলে? তারা সব জেনে গেছে! স্টিফেন নিজের মনে ভাবে।

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, আমি প্রথমে মিসেস বারটনের সঙ্গে প্রেম করি, তারপর তাকে খুন করেছি?'

'শুনুন মিঃ ফ্যারাডে, প্রস্তাবটা একতরফা মিসেস বারটনের কাছ থেকেই এসেছে বলে মনে হয়। হয়তো তাঁর ইচ্ছেয় আপনি সায় দিয়ে থাকবেন। চিঠিটা দেখে অন্তত তাই মনে হয়। আর এও মনে হয় যে, এই চিঠিটা আপনাকে বিব্রত করতে পারে।'

'কিন্তু তিনি তো আত্মহত্যা করেছেন। পুলিশের রিপোর্ট তো তাই বলেছে।'

'কিন্তু মিঃ বারটন সেটা স্বীকার করেননি। তাই তিনি ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত শুরু করে দেন।' কেম্প পাল্টা প্রশ্ন করে, 'আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন, আপনি এবং মিসেস বারটনকে নিয়ে যে স্ক্যান্ডাল ছড়িয়েছি তার জন্য আংশিকভাবে আপনি দায়ী নন।'

'না, মিসেস বারটনের নামে কোন স্ক্যান্ডাল ছড়ায়নি।'

কেম্প কোন মন্তব্য করে না। সেই প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে সে আবার জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি কখনো সায়েনাইড ব্যবহার করেছেন? মানে, ফটোগ্রাফির কাজে লাগানোর জন্য?'

'না, আদৌ নয়!' স্টিফেন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে ওঠে, 'কারণ, ফটোগ্রাফির কাজ আমার একেবারেই জানা নেই।'



এ্যানথনি ব্রাউন কার্ডের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভ্রুকুটি করে তার বয়কে বলে, 'ঠিক আছি, ওঁকে ডেকে নিয়ে এসো।'

কর্ণেল রেস ঘরে প্রবেশ করে। এ্যানথনি তখন জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার কাঁধের উপরে সূর্যের আলো এসে পড়েছিল। কর্ণেল রেস দেখে, তার চোখের সামনে যে লোকটা দাঁড়িয়ে

আছে, তার চেহারা অস্বাভাবিক লম্বা, মুখটা ব্রোঞ্জে খোদাই করার মতোন, ধূসর লোহা রঙের চুল। এ লোকটাকে কোথায় যেন সে দেখেছিল, তবে অনেক, অনেক বছর আগে, যে লোকটাকে সে খুব ভালোভাবেই চিনতো সে।

'কর্ণেল রেস? আপনিই তো জর্জের বন্ধু, তাই না? আপনার কথা উনি গতকাল সন্ধ্যায় বলছিলেন। সিগারেট খাবেন?'

'ধন্যবাদ, দিন একটা সিগারেট!' এ্যানথনি তাকে সিগারেট ধরাতে সাহায্য করে।

'গতকাল রাত্রে আপনি ছিলেন অবাঞ্ছিত এক অতিথি। কিন্তু আপনি আসেননি।'

'আপনি ভুল করেছেন। কিন্তু সেই খালি চেয়ারটা আমার জন্য নির্দিষ্ট ছিলো না।'

এ্যানথনি ভ্রু কুঁচকোয়। 'সত্যি বলছেন, বারটন বলেছিল—'

রেস তার কথায় বাধা দিয়ে বলে, 'জর্জের প্ল্যান ছিলো অন্য রকম। সেই চেয়ারটা কার জন্য নির্দিষ্ট ছিলো মিঃ ব্রাউন, জানেন? এক অভিনেত্রীর জন্য; নাম তার ক্লো ওয়েস্ট।'

'ক্লো ওয়েস্ট? কে, কে সে?'

'একজন নবাগতা অভিনেত্রী, যার চেহারার সঙ্গে মিসেস বারটনের সাদৃশ্য ছিলো। তাকে রোজমেরির একটা ফটো দেওয়া হয়, যাতে করে রোজমেরির চুলের স্টাইল, পোষাক পরার ধরণ সে নকল করতে পারে। এমন কি মৃত্যুর দিন যে পোষাক মিসেস বারটন পরেছিলেন, সেই পোষাক তাকে দেওয়া হয় গতকাল রাত্রে পরার জন্য।'

'তাহলে, এই ছিলো তাঁর পরিকল্পনা? মেয়েটিকে দিয়ে রোজমেরির আত্মার অভিনয় করিয়ে, খুনীকে বিস্মিত করা? গদর্ভ বেচারা জর্জ শেষ পর্যন্ত এমন বোকার মতো প্ল্যান করতে গিয়ে নিজেই সেই আততায়ীর শিকার হয়ে গেলো শেষ পর্যন্ত!'

'জানি না কিভাবে তিনি শিকার হয়েছেন', রেস বলে, 'তবে জর্জের পরিকল্পনা ছিলো, মিসেস রোজমেরির প্রেতাত্মার অভিনয় করিয়ে সেদিনের প্রকৃত ঘটনার আলোকপাত করা।'

'সে যাইহোক, আপনি এখন স্বীকার করুন যে, আপনার আসল পরিচয় টনি মোরেলি? আর আপনার সেই গোপন পরিচয়টা মিসেস বারটন জানতে পারলে আপনি তাঁকে হত্যা করার হুমকি দেন, বলুন আপনি কি সেটা অস্বীকার করতে পারেন?'

'আমি তাঁর মুখ বন্ধ করার সব রকম চেষ্টা করেছিলাম', স্বীকার করে টনি খোলাখুলিভাবে।

টনির মুখ থেকে এতো সহজে স্বীকৃতি আদায় করতে পারবে ভাবতে পারেনি রেস। রেস ভাবে, ঘটনাটা যে ভাবে এগোবার কথা, ঠিক যেন সেই ভাবে এগোলো না। তাকে বাজিয়ে দেখার জন্য সে আবার বলে, 'মিঃ মোরেলি, আপনার সম্বন্ধে যা আমি জানি সেটা কি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেবো?'

'সে তো আরো আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে।'

'শুনুন মিঃ মোরেলি, আমার কাছে খবর আছে, এরকিসন্ এয়ারোপ্লেনে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করার জন্য আপনি দোষী সাব্যস্ত হন এবং আপনার জেল হয়। তারপর জেল থেকে খালাস পেয়ে লন্ডনে ক্লারিজের কাছে অ্যানথনি ব্রাউনের ছদ্মপরিচয়ে বাস করতে থাকেন। সেখানে লর্ড ডিউসবারির সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়। এবং তাঁর বাড়িতে অতিথি হিসেবে বাস করার জন্য চলে আসেন। লর্ড ডিউসবারির অতিথি হিসেবে বহু গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়, পরিচয় হয় কয়েকজন অস্ত্র প্রস্তুতকারীদের সঙ্গে।'

'বড় অদ্ভুত মিল', এ্যানথনি অবাক চোখে তাকায়, 'নিশ্চয়ই এ এক বিচিত্র ঘটনাই বটে!'

'তারপর শেষ পর্যন্ত আরো কয়েকদিন পরে লন্ডনে আবার আপনার আবির্ভাব ঘটে এবং আইরিশ মারলের সঙ্গে নতুন করে আবার আপনি ঘনিষ্ঠতা শুরু করে দেন। তবে আইরিশকে আপনি অনুরোধ করেন, তিনি যেন আপনাকে তাঁদের বাড়িতে যেতে না বলেন। এর ব্যাখ্যা আপনি নিজেই করতে পারেন মিঃ মোরেলি।'

'না, কখনোই তা পারি না। ধরে নিলাম, আপনার সব কথাই ঠিক। আর এ কথাও ঠিক যে, সুন্দরী আইরিশকে আমি ভালোবেসে ফেলেছিলাম। এবং স্বভাবতই তাকে বিয়ে করার জন্য আমি অধৈর্য হয়ে উঠি।'

'এমন অধৈর্য হয়ে ওঠেন যে, মিস মারলের বাড়ির কাউকে না জানিয়েই গোপনে আপনি তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন এই কারণে যে, পাছে মিস মারলের কাছে আপনার অতীত ইতিহাস প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই ভয়ে। কিন্তু আপনি হয়তো জানেন না যে, তিনি আপনার অতীতের সব কার্যকলাপ প্রায় জেনে ফেলতে যাচ্ছিলেন। এমন কি মিসেস রোজমেরি তো স্পষ্টই সব কিছু জানতেন।'

'বড়ই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার তাহলে', এ্যানথনি ব্যঙ্গ করে বলে, 'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যে, রোজমেরি বারটন আমার অতীতের সেই অপরাধের কথা জানতেন বলেই আমি তাঁকে খুন করি! তারপর জর্জ বারটন আমাকে সন্দেহ করতেন বলেই আমি তাঁকেও সরিয়ে দিলাম। আর এখন আমি আইরিশ মারলের বিরাট ধনসম্পত্তির লোভে তাকে বিয়ে করে খুন করার চেষ্টায় আছি, এই তো? কিন্তু এসবের কোন প্রমাণ আপনার হাতে নেই।'

নীরবে তার দিকে তাকিয়ে রইলো এ্যানথনি। তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো, এবং সেই হাসিটা ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠতে থাকলো। তারপর বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো অনেকক্ষণ পরে।

'বলুন মিঃ ব্রাউন, বারটন পরিবার সম্বন্ধে আপনি কতটুকু জেনেছেন? কে মিস্টার এবং মিসেস বারটনকে খুন করতে পারেন?' প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয় তার উদ্দেশ্যে।

একটু সময় কি ভেবে টনি মোরেলি ওরফে অ্যানথনি ব্রাউন মুখ খুললো আবার।

'জানেন কর্নেল রেস, জেল থেকে খালাস পেয়ে আমি তখন সেন্ট্রাল ইউরোপের এক আন্তর্জাতিক চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি, তাদের কাজ হলো, সমাজের উঁচুতলার লোকেদের গতিবিধি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা। সেই সূত্রে লর্ড ডিউসবারির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়। তারপর আমার অমায়িক চরিত্রের গুণে মিসেস বারটনের সঙ্গে আলাপ হয়। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলাম, তিনি আমার আমেরিকার জেল খাটার কাহিনী অবগত আছেন, তখন আমি দারুণ ভয় পেয়ে যাই। আমার দলের লোকেরা টের পেলে অনেক আগেই তাঁকে খুন করে ফেলতো, কিন্তু আমি তাদের কাছে ব্যাপারটা ভুলেও প্রকাশ করিনি, আমি আমার সাধ্য মতো তাঁর মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করি। কিন্তু রোজমেরি ছিলেন বিচিত্র নারী, বুঝেও বুঝতে চান না কিছু। কি তাঁকে বোঝাবো? সেই সময় মিস আইরিশকে একদিন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসতে দেখি। ওকে দেখে সেই মুহূর্তে আমি শপথ নিই, মিসেস রোজমেরিকে বোঝানোর কাজ শেষ হয়ে গেলে আমি আবার সেখানে ফিরে আসবো, আইরিশকে বিয়ে করার জন্য। কিন্তু আমার সমস্ত কাজ সাঙ্গ করে ফিরে এসে আইরিশের সঙ্গে গোপণে দেখাসাক্ষাত করি মাঝে-মধ্যে, ওর বাড়িতে যাই না এই কারণে যে, আমার সম্বন্ধে ওঁরা অহেতুক কৌতূহল প্রকাশ করবেন, আমার অতীত জীবনকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলাম বলেই আইরিশকে গোপণে বিয়ে করার প্রস্তাব দিই। তাছাড়া মিঃ জর্জ বারটন আমাকে আদৌ পছন্দ করতেন না, সে তো আপনিই ভাল জানেন কর্ণেল রেস। তারপর—'

'তারপর কি?'

'মিঃ বারটন একটা নৈশভোজের আয়োজন করছেন সেই একই জায়গায়। আমিও আমন্ত্রিত হলাম গতকাল রাত্রে। মিঃ বারটন আপনার আসার কথা বলতেই আমার খেয়াল হলো, মাঙ্কি কলেমন নামে একজন আমেরিকানকে চিনতাম, যদিও তিনি হয়তো আমাকে মনে রাখেননি। তবে সত্যি কথা বলতে কি, আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াটা আমি এড়িয়ে যেতেই চেয়েছিলাম। এখনো পর্যন্ত আমার কাজ শেষ হয়নি। তারপর কি হলো জানেন? জর্জ মারা গেলেন। তাঁর এবং রোজমেরির মৃত্যুর ব্যাপারে আমার কোন সম্পর্ক নেই। এমন কি কে বা কারা যে তাঁদের খুন করতে পারে, তাও আমার জানা নেই।'



এ্যানথনিকে আগেই খবর দিয়েছিল দূরাভাষে, লুসিলা ড্রেক তাঁর এক প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে অন্যত্র চা খাওয়ার জন্য বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর অনুপস্থিতে এলভারেস্টন স্কোয়ারে আইরিশের সঙ্গে নিভৃতে দু'একটি কথা বলতে চায় সে।

'ওঃ তুমি এলে শেষ পর্যন্ত?' আইরিশের কথায় অনুযোগের ছোঁওয়া, 'কোথায় ছিলে এতদিন তুমি? তোমার সঙ্গে আমার যে অনেক কথা ছিলো এ্যানথনি!'

এ্যানথনি তার কাছ ঘেঁষে এসে তার খোঁজখবর নিতে গিয়ে বলে, 'কি ব্যাপার প্রিয়তমা? তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, একটা প্রচন্ড ঝড় বয়ে গেছে তোমার ওপর দিয়ে। কেন বলতো?'

'তোমাকে বলার ইচ্ছা আমার ছিলো না এ্যানথনি তবু তোমাকে বলতে হচ্ছে, জানি না কথাটা শোনার পর তুমি কি ভাববে। আর এও জানি না তুমি বিশ্বাস করবে কিনা—'

একটু থেমে আইরিশ বলতে শুরু করে আবার, 'তুমি তো জানো, জর্জের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পুলিশ অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছে তার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ খুঁজে বার করার জন্য। চীফ ইন্সপেক্টর কেম্পের অভিযোগ, লুক্সেমবার্গের সেই অভিশপ্ত টেবিলের নিচে ছোট্ট একটা কাগজের প্যাকেট পাওয়া গেছে, তাতে সায়েনাইডের গুড়ো লেগে থাকতে দেখা গেছে।'

'সে কি?' এ্যানথনির দু'চোখে কৌতূহল। 'তা এর জন্য এতো ঘাবড়াবার কি আছে? এ তো খুব সহজ ব্যাপার আইরিশ। খুনী নিশ্চয়ই জর্জের সামনের গ্লাসে সায়েনাইডের গুঁড়ো ঢেলে দেবার পর প্যাকেটটা সবার অলক্ষ্যে টেবিলের নিচে ফেলে দিয়ে থাকবে।'

'না এ্যানথনি ঠিক তা নয়। আইরিশ ভয়ার্ত চোখে তাকায়, 'আসলে সেই কাগজের প্যাকেটটা আমিই টেবিলের নিচে ফেলে দিয়েছিলাম।'

এ্যানথনি চমকে উঠে আইরিশের চোখে চোখ রাখে। তার দু'চোখে গভীর বিস্ময়।

'শোনো এ্যানথনি। তোমার মতো মনে আছে, ক্যাবারে থেকে ফিরে এসে রোজমেরির কথা স্মরণ করে স্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দেওয়া মাত্র সেই অঘটনটা কিভাবে ঘটেছিল! আমি তখন দারুণ নার্ভাস। আবার, আবার সেই অঘটন? তখন হঠাৎ হ্যাঁ হঠাৎই আমার মনে হয়েছিল সেই খালি চেয়ারের উপরে রোজমেরি মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। আর—'

'প্রিয়তমা! তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? মৃত ব্যক্তি কি কখনো জীবিত ব্যক্তির গ্লাসে সায়েনাইড নিক্ষেপ করতে পারে?'

'সে যাই হোক মৃত জর্জকে নিয়ে যখন সবাই ব্যস্ত, ডাক্তার, এ্যাম্বুলেন্সের ছোটাছুটি, তখন অলক্ষ্যে চোখের জল মুছতে আমি আমার হাতব্যাগ খুলে রুমাল বার করতে গিয়ে চমকে উঠি, সেই কাগজের খালি প্যাকেটটা দেখে। আর তখনি আমার মনে পড়ে যায় রোজমেরির মৃত্যুর পর হাতব্যাগ থেকে পাওয়া সায়েনাইডের খালি প্যাকেটটার কথা। কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হলো। আমার যতদুর মনে পড়ে বাড়ি থেকে বেরোবার সময় আমার সেই হাতব্যাগে প্রসাধনের টুকিটাকি জিনিষ ছাড়া অন্য কিছু ছিলো না। তাহলে? দারুণ ভয়ে আঁতকে উঠি আমি। চোখের জল মুছতে রুমালটা তাড়াতাড়ি বার করতে গিয়ে কাগজের সেই ছোট্ট প্যাকেটটা টেবিলের নিচে পড়ে যায়। ফিরে সেটা তোলার ইচ্ছে ছিলো না। আমার তখন মনের মধ্যে একটা চিন্তাই কেবল বারবার ঘুরপাক খাচ্ছিলো, সেটা প্রকাশ হয়ে পড়লে সবাই ভাববে জর্জকে আমিই খুন করেছি। কিন্তু আমি তো তাকে খুন করিনি এ্যানথনি!'

'সে অবস্থায় কেউ তোমাকে দেখেনি?' এ্যানথনি শুধোয়।

এতটুকু ইতস্ততঃ করে আইরিশ বলে, 'আমি ঠিক নিশ্চিত নই, তবে আমার মনে হয় রুথ দেখে ফেলতে পারে। কিন্তু সে-ও এমন দিশেহারার মতো তাকিয়ে ছিল, হয়তো উদ্দেশ্যহীন ভাবেই আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে সে তখন।'

'তাহলেও', এ্যানথনি বলে, 'প্যাকেটের উপর তোমার হাতের ছাপ তো থাকতে পারে।'

'না, না সে সম্ভাবনা নেই, কারণ রুমাল দিয়ে আমি সেটা ধরেছিলাম।'

'তাহলে সেদিক থেকে তোমার ভাগ্য ভালো।'

'কিন্তু কে, কে সেটা আমার ব্যাগে রাখতে পারে? সারা সন্ধ্যা ব্যাগটা আমার হাতেই ছিলো।'

'কেন হতে পারে না, সব কিছুই সম্ভব।' এ্যানথনি বলে, 'ক্যাবারে নাচের সময় তুমি তো টেবিলের উপর ব্যাগটা রেখেছিলে, তখন কেউ হয়ত কাজটা গোপনে করে থাকতে পারে। তাছাড়া ক্লোকরুমেও তুমি গিয়েছিলে একবার, আমার মনে আছে। তখন তোমার সঙ্গে মেয়েদের মধ্যে কেউ ছিলো না?'

'হ্যাঁ, সান্দ্রা ফ্যারাডে আর রুথ লেসিং আমার সঙ্গে ছিলো। আমি একবার হাত ধোয়ার জন্য বেসিনের সামনে যাই।'

'ব্যাগটা কাঁচের টেবিলে রেখে গিয়েছিলে তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'তাহলে ওদের দুজনের মধ্যে এ কাজ কোন একজনের হবে নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু রুথ কিংবা সান্দ্রা এমন জঘন্য কাজ করতে পারে বলে আমার মনেই হয় না।'

'লোককে তুমি বড্ড বেশী বিশ্বাস করো, অতো বিশ্বাস ভালো নয়। সান্দ্রা একজন মোটা বুদ্ধি সম্পন্না নারী, মধ্য বয়স্কা। তোমার মতো যুবতীর সুখ-সমৃদ্ধি সে হয়তো ভালো চোখে নাও দেখতে পারে। আর রুথ যুবতী। একজন যুবতী আর এক যুবতীর প্রতি হিংসে থাকাটাই খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এর পরেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়, রুথের যদি তোমার গ্লাসে সায়েনাইড প্রয়োগের কোন ইচ্ছে থাকতো, সে তোমার অজান্তে অবশ্যই করতে পারতো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, তা সে করেনি। তাহলে এর থেকে অনায়াসে ধারণা করে নেওয়া যায়, এ কাজ রুথের নয়। তাহলে, কে হতে পারে? কোন ওয়েটার? অদ্ভুত প্রকৃতির কোন ওয়েটার, যাকে অন্য কেউ সেই রাত্রে ভাড়া করেছিল এ-কাজের জন্য তার নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য!'

আইরিশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'ভালই হলো, তোমাকে কথাটা বলে। এখন আমার মাথাটা অনেক হাল্কা, যেন মাথার উপর থেকে একটা বোঝা নেমে হয়ে গেছে। কেউ জানলো না সেই কথাটা, কেবল তুমি আর আমি তাই না?'

একটা দ্বিধা, সংকোচে পেয়েছিল এ্যানথনিকে তখন। আর সেই দ্বিধা বোধটা কাটিয়ে উঠে সে বলে, 'না, তা ঠিক হতে পারে না আইরিশ। তোমাকে আমার সঙ্গে চীফ ইন্সপেক্টর কেম্পের কাছে যেতে বলবে। এই ব্যাপারটা আমরা কেবল আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে রাখতে পারি না। তাছাড়া আইন বলতেও তো একটা কথা আছে।'

'না, না তা হয় না এ্যানথনি। তাহলে ওঁরা ভাববেন, জর্জকে আমিই খুন করেছি।'

'তা কেন হবে? সত্যি কথা বললে, ওঁরা তোমাকে বিশ্বাস করবে না। বরং কথাটা এখন চেপে গেলে পরে যদি সেটা প্রমাণ হয়ে পড়ে কোন রকমে, তখন শত যুক্তি দেখালেও ওঁরা তোমার কথা কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না।'

'এ্যানথনি?' করুণ চোখে তাকায় আইরিশ।

'এর মধ্যে আর কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয় আইরিশ, বললাম তো, তোমার অবস্থা এখন অতি শোচনীয়, সেটা আগে পরিস্কার হওয়া দরকার ছিলো, তৈরী হয়ে নাও!'



গোল মারবেল পাথরের টেবিলের সামনে বসেছিল তারা তিনজন।

কর্ণেল রেস এবং চীফ ইন্সপেক্টর কেম্প কালো কফিপান করছিল। আর এ্যানথনি ব্রাউন ইংরেজদের কায়দায় দুধ মিশ্রিত কফির কাপে চুমুক দিতে উদ্যত। অ্যানথনি তাদের দুজনকে ব্যাপারটাকে

বোঝাবার চেষ্টা করছিল। কেম্প তার যুক্তিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন।

'তোমরা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো', চীফ ইন্সপেক্টর তার কালো কফির কাপে চিনি ঢালতে গিয়ে বলে, 'এ কেসের বিচার কোনদিন হতে পারে না। প্রমাণ আমরা কখনো পেতে পারি না। একমাত্র আশা, যদি কোনদিন আমরা, সেই সায়ানাইড কেনার প্রকৃত ক্রেতা কিংবা তার প্রকৃত ব্যবহারকারীর নাম যদি আমরা জানতে পারি, যদি জানতে পারি ঐ পাঁচজনের মধ্যে কেউ একজন সেই ব্যক্তি হয়, তাহলেই ঘটনার মোড় ঘুরতে পারে। এটা এমনি একাট কেস, তুমি জানো অপরাধী কে, কিন্তু প্রমাণ করতে পারো না।'

'তার মানে আপনি জানেন কে খুনী?' আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলো এ্যানথনি।

'হ্যাঁ, আমার ধারণা, লেডী আলেকজান্ডার ফ্যারাডে।'

'সেটা তোমার চ্যালেঞ্জ তাহলে', রেস জানতে চাইলো, 'কারণ?'

'হ্যাঁ, কারণ তোমরা পাবে বৈকি! ভদ্রমহিলা সাংঘাতিক পরশ্রীকাতর, অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারিণী।' চীফ ইন্সপেক্টর কেম্প বলতে থাকে, 'মনে হয়, মিঃ বারটনকে কেউ ইঙ্গিত করে থাকবে। ফলে তিনি সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়েন। আমার ধারণা, তাঁর সেই সন্দেহটা অমূলক নয়। ফ্যারাডে পরিবারের উপর নজর রাখার প্রয়োজন না হলে কেউ তাঁদের পাড়ায় বাড়ি কিনতে আসে? ধৈর্য ধরার মতো মহিলা তিনি নন। আগেই বলেছি, ভদ্রমহিলা স্বেচ্ছাচারিণী, পরীকাতর। এবং আমার যতদূর ধারণা একমাত্র তার পক্ষেই মিঃ বারটনের গ্লাসে সায়েনাইড বিষ মেশানো সম্ভব।'

'কিন্তু কেউ তাকে সেই সাংঘাতিক কাজটা করতে দেখলো না?'

'হয়তো তাঁর দক্ষতার গুণে সকলের নজর তিনি এড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন, কিংবা কেউ দেখলেও যে কোন কারণেই হোক মুখ খুলতে চায়নি।'

'তোমার কথা সব সত্যি বলেই ধরে নিলাম', কর্ণেল রেস বলে, 'কিন্তু একজন নিরীহ মেয়ে, যে মেয়ে তাঁর কোন ক্ষতি করেনি, কেন শুধু শুধু তাঁর অমন সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতি করতে যাবে, বলতে পারেন? এটা কি কিডারমিনিস্টারের বংশের ঐতিহ্য?'

একটু ইতস্ততঃ করে কেম্প বলে, 'মেয়েরা ক্রিকেট খেলে না, কারণ সে খেলায় নীতির বড় কড়াকড়ি আছে।' তারপর সে কেম্পের দিকে ফিরলো অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যাওয়ার জন্য হয়তো বা। 'হ্যাঁ, ভালো কথা মিঃ ব্রাউন আপনি যদি কিছু মনে না করেন তো আপনাকে আমি পুরানো নামেই সম্মান করবো, মিস মারলেকে তাঁর কাহিনী শোনাবার জন্য এখানে নিয়ে আসতে আমি খুব খুশি হয়েছি।'

এ্যানথনি ভ্রূ কুঁচকোয়, 'আপনি কি এখনো মনে করেন, এ কেসের ব্যাপারে আমি একজন খল-নায়ক?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে রেস, 'না, সেরকম সম্ভবনাতো আমি দেখতে পাচ্ছি না। আর কেনই বা আপনি জর্জ বারটনকে খুন করতে যাবেন বলুন? তবে আমার ধারণা যদি সত্যি হয়, তাহলে বলতে পারি, আমি জানি কে জর্জ বারটনকে খুন করেছে। এবং রোজমেরি বারটনকেও।'

'কে, কে সে?'

'আশ্চর্য ব্যাপার কি জানেন, আপনাদের সবার সন্দেহ মেয়েদের উপর এবং বলা বাহুল্য আমারও।' তাই শান্তস্বরে রেস বলে, 'আমার মনে হয় মিস মারলেই অপরাধী!'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে ওঠে এ্যানথনি। তবে দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে যুক্তির জাল বোনে সে তার কথার, 'যে ভাবেই হোক, এর একটা ফয়সালা হয়ে যাওয়া উচিত। বলুন, কোন কারণে আইরিশ মারলেকে আপনার সন্দেহ হলো।'

'মানে মেয়েটিকেও জানতে চাইছেন এই তো?' রেস বলতে থাকে, 'ভাগ্যগুণে রোজমেরি বারটন বিপুল অর্থ-সম্পত্তির ভাগীদার যার উপরে মিস আইরিশ মারলের কোন দাবী ছিলো না। মিস মারলে বেশ ভালো করেই জানতেন যে, মিসেস বারটন কেবল নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলেই তাঁর সব

ধন সম্পত্তি আইরিশের বার্তাবে। রোজমেরির মানসিক অবস্থা তখন দারুণ বিপন্ন ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য। এই সুযোগটার পূর্ণ সদব্যবহার করেছিলেন মিস আইরিশ মারলে রোজমেরিকে খুন করে।'

'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম! বিচিত্র তাদের মন।'

'শুধু বিচিত্র নয়!' রেস বলে, 'কেন আমি তাঁকে সন্দেহ করলাম, তার একটা বিশেষ কারণও আছে বৈকি। এ ব্যাপারে আপনিও বোধহয় কিছু একটা অনুমান করতে পারেন, পারেন না ভিক্টর ড্রেককে এ কেসের সঙ্গে জড়িয়ে দিতে?'

'ভিক্টর ড্রেক?' অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে এ্যানথনি।

'হ্যাঁ, মারলে পরিবারের দুর্বলতা কি, আমার তা বেশ ভালোই জানা আছে।'

সিগারেট ধরাতে গিয়ে এ্যানথনির হাত কেঁপে ওঠে। 'কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, জর্জের গ্লাসে কি করে যে সায়েনাইডের গুড়ো ঢাললো?'

'আমি স্বীকার করছি, সেটা আমি জানি না।'

'ধন্যবাদ। অন্তত একটা ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন না।' এ্যানথনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। তার চোখ দুটো রাগে উত্তেজনায় জ্বলছিল। 'ভাবতে আশ্চর্য লাগছে এ ধরণের কথা বলতে যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন।'

শান্তস্বরে উত্তর দেয় রেস, 'আমি জানি। তবু আমি মনে করি, এ সত্যি কথাটা বলা আমার দরকার ছিলো।'

তাদের দুজনের উপরই কেম্পের সতর্ক দৃষ্টি ছিলো। কিন্তু সে একটি কথাও বলেনি তখনো পর্যন্ত। অন্যমনস্কভাবে কাপের পর কাপ কফি শেষ করে দিতে থাকলো সে।

ঠিক আছে, অ্যানথনি রাগে গজরাতে গজরাতে বলে, 'এখন সমস্ত ব্যাপার বদলে গেলো। এখন গোল টেবিলের সামনে বসে, কফি সিগারেটের ধোওয়া উদগীরণ করে কোন লাভ নেই। নতুন করে সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া ভাবতে হবে। আমরা যে সব তথ্য এখনো জানতে পারিনি (হয়তো কোন বিশেষ কারণে আমাকে জানতে দেওয়া হয় নি), এখন সেই সব কারণগুলো খুব ভালো করে খতিয়ে দেখতে হবে। কারণ সেই কারণগুলো আমার জানা হলেই সমস্ত ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে যাবে। কে, কে রোজমেরিকে খুন করছে?

সেই খবরটা দিয়ে কে, কে জর্জকে চিঠি লিখেছিল? আর কেনই বা সে চিঠি লিখতে গেলো? রোজমেরির খুনী হাত-পা ধুয়ে বসে আছে এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে, সে এখন ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু জর্জ বারটন আমার চোখের সামনে খুন হয়েছে। অতএব কি করে এমন অঘটন ঘটল, আমাকে সেটা জানতেই হবে! জর্জের গ্লাসে সায়েনাইড মেশানোর উপযুক্ত সময় হলো আমরা যখন সবাই ক্যাবারে নাচতে ব্যস্ত তখন। কিন্তু তাই বা কি করে হয়? কারণ পর মুহূর্তেই তিনি তার গ্লাসে চুমুক দেন। তখনো তিনি স্বাভাবিক তারপর তাঁর গ্লাসে কেউ কিছু ফেলতে পারে না, মানে ফেলার সুযোগ ছিলো না। অতএব তাঁকে বিষ প্রয়োগ করা হয় নি, কিন্তু বিষক্রিয়ার ফলেই তার মৃত্যু হয়েছে। তাঁর গ্লাসে সায়েনাইড ছিলো, কিন্তু কারোর পক্ষে সেটা ফেলে আসা সম্ভব নয়। সম্ভব কি?

'না।' চীফ ইন্সপেক্টর কেম্প মাথা নাড়ে।

'তবু আমি বলবো হ্যাঁ!' এ্যানথনি তার ধারণা বাতিল করে দেয় এক অদ্ভুত যুক্তির জাল বুনে, 'আমরা সবাই যখন নাচছিলাম তখন রোজমেরির অশরীরি মূর্তি জর্জের গ্লাসের সামনে হাজির হয় এবং সায়েনাইডের গুড়ো গ্লাসে ফেলে দিয়ে থাকবে। এমনো হতে পারে রোজমেরির আত্মা গুঁড়ো তাতে ফেলে দিয়ে থাকবে। এমনো হতে পারে রোজমেরির আত্মা প্রেতচক্রের প্রভাবে অন্য কারোর উপর ভর করে সেই কাজটা সুচতুর ভাবে সেরে ফেলে থাকবে ওর প্রভু!'

অপর দুজন অবাক চোখে তাকিয়ে দেখেন, এ্যানথনি তখন হাত মাথায় তুলে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে এবং বিড়বিড় করে বলছে ঃ

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক তাই.... সেই ব্যাগে... সেই ওয়েটার...'

'ওয়েটার?' কেম্প সতর্ক হয়েই ছিলো।

এ্যানথনি মাথা দুলিয়ে বলে, 'আমি ঠিক নির্দিষ্ট কোন ওয়েটারকে চিহ্নিত করতে চাইছি না। আসলে আমি বলতে চাইছি সে ঠিক ওয়েটার নয়। যাদু কিংবা কোন সম্মোহন শক্তির দ্বারা আমাদেরই মধ্যে কেউ সেই মুহূর্তে ওয়েটারের ছদ্মবেশে কাজ হাসিল করে থাকবে আমাদের সবার চোখে ধুলো দিয়ে। ওঃ প্রভু কি অদ্ভুত মায়ার খেলা!' একটু থেমে কেম্পের একটা হাত ধরে সে বলে, 'বিশ্বাস হচ্ছে না, আসুন আমার সঙ্গে! আসুন মিঃ রেস আপনিও আসুন। দেখে আসুন বাইরের জগতটা কি ভয়ঙ্কর, কি নিষ্ঠুর!'

ঘরের পাশে একটা কড়িডোরে নিয়ে এসে বলে, 'দেখতে পাচ্ছেন, এখানে একটা টেলিফোন বক্স রয়েছে? দু' পেন্সের মুদ্রা আমার পকেটে নেই। না থাকুক, অন্য কায়দায় বিনা পয়সায় আমি এখান থেকে যে কোন ব্যক্তিকে ফোন করতে পারি।' বলে পাশে থেকে একটা চুলের কাঁটা বার করলো সে। তারপর গ্রাহকযন্ত্রটা হাতে তুলে নেয়।

চীফ ইন্সপেক্টর কেম্প এবং কর্ণেল রেস কৌতূহলী চোখ নিয়ে তাকিয়েছিল এ্যানথনি ব্রাউনের দিকে তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্য। এ্যানথনি মনে মনে খুশী হচ্ছিল এই ভেবে যে, অন্তত এদের দুজনকে সে তার বক্তব্য ভালো করে বোঝাতে পেরেছে বলেই ওরা তার কথাগুলো শ্রদ্ধা এবং যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে শুনেছে। কিন্তু পর মুহূর্তে একটা অশুভ কথা চিন্তা করে চমকে উঠল সে। হঠাৎ অস্ফুট স্বরে চীৎকার করে ওঠে, 'হায় ঈশ্বর—এ আমি কি করলাম? আইরিশকে একা ছেড়ে দিলাম! অথচ খানিক আগে আইরিশের ভয়ার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কুশল জানাতে গিয়ে একটা অদ্ভুত কথা শুনেছিলাম আইরিশের মুখে। ও নাকি আর একটু হলে গাড়ী চাপা পড়তো। ওকে চাপা দেওয়ার জন্যেই চালক ইচ্ছে করে অসতর্ক ভাব দেখিয়ে ওকে গাড়ী চাপা দিয়ে খতম করতে চেয়েছিল। অর্থাৎ এই ভাবেই সেই গাড়ীর চালক ওর মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিল চিরকালের জন্য?'

'এক্ষুণি আমাদের একবার এলভারটন স্কোয়ারে যেতে হচ্ছে।' এ্যানথনি বাইরে বেরোবার জন্য পা বাড়ায়। রাস্তায় নেমে সংক্ষেপে আইরিশের সেই নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেয় এ্যানথনি তাদের।

'আপনি কি সত্যিই মনে করেন, মিস মারলের খুব বিপদ?' কেম্প সরাসরি প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ, আমার তো তাই মনে হয়।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে এ্যানথনি। একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে তারা তিনজন উঠে বসে। ট্যাক্সি চালককে নির্দেশ দেয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এলভাস্টন স্কোয়ারে যাওয়ার জন্য।

'মিস আইরিশ বাড়ী ফিরেছে?' এ্যানথনি দ্রুত জিজ্ঞেস করে।

ইভান্সের দু চোখে গভীর বিস্ময়। পর মুহূর্তে সামলে নিয়ে বলে. 'হ্যাঁ স্যার। আধঘন্টা হলো তিনি বাড়ী ফিরেছেন।'

স্বাভাবিকের তুলনায় আজ বাড়ীটা যেন অস্বাভাবিক ভাবে শান্ত বলে মনে হলো। এক অজানা ভয় অ্যানথনির বুক কেঁপে ওঠে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় ও?'

'আমার ধারণা মিসেস ড্রেকের সঙ্গে ড্রইং রুমেই আছেন তিনি।'

এ্যানথনি আর দাঁড়ায় না। দ্রুত ছুটে চলে ড্রইংরুমের দিকে. তাকে অনুসরণ করে রেস এবং কেম্প।

ড্রইংরুমে লুসিলা ড্রেক তখন পায়রার খোপের মতো ডেস্কের ড্রয়ারে হন্যে হয়ে কি যেন খুঁজছিলেন. এবং আপন মনে বিড়বিড় করে বলছিলেন, 'মিসেস মারকাসের চিঠিটা আমি কোথায় রাখলাম?'

'আইরিশ কোথায়?'

এ্যানথনির আচমকা প্রশ্ন শুনে ফিরে তাকান তিনি। অবাক দৃষ্টি।

'আ-আইরিশ? মাফ করবেন!' সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সহজ হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'জানতে পারি আপনি কে?'

এ্যানথনি পিছনে দাঁড়িয়েছিল, লুসিলা তাকে দেখতে পাননি। সামনে এসে দাঁড়ায় রেস। সেই মুহূর্তে সবার শেষে ঘরে এসে প্রবেশ করে।

'ওঃ আমার প্রিয় কর্ণেল রেস! দয়া করে আপনি আমাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিলেন! কিন্তু আমি যে আশা করেছিলাম একটু আগে আপনি আসবেন। তাহলে জর্জের অন্তেষ্টিক্রিয়ার ব্যাপারে পরামর্শ করা যেত। আমি একজন অবলা মহিলা, তার ওপর বিধবা, এ সংসারে ভালো মন্দ কিই বা বুঝি বলুন? তাছাড়া পুরুষদের মতামত আমাদের থেকে অনেক ভালো বলেই আমি মনে করি—'

লুসিলা একটু থামতে দেখে সেই সুযোগটা এবার রেস নেয়। তাঁর উদ্দেশ্যে দ্রুত প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয় সে, 'মিস মারলে কোথায়?'

'আইরিশ? বেচারি! কতই বা বয়স? এসব ঝামেলা সহ্য করার বয়স হয়েছে কি ওর? মাথা ধরেছে বলে ওর ঘরে চলে গেছে, দেখুন গিয়ে বোধহয় বিশ্রাম নিচ্ছে। তা নিকগে', লুসিলা ড্রেক একবার কথা শুরু করলে যেন থামতে চায় না। 'কিন্তু এদিকটাও তো কাউকে দেখতে হবে, কি বলেন কর্ণেল রেস? তাই আমি ওকে বললাম, যাও তুমি একটু বিশ্রাম নাও। আমি আর রুথ বরং পরামর্শ করে যা ভালো মনে হয় করবো। জানেন, রুথের কি অদ্ভুত ধৈর্য! একটুও ক্লান্তি নেই, মুখ বুজে আমার হুকুম মতো চারিদিক ছোটাছুটি করছে, কিভাবে জর্জের অন্তেষ্টিক্রিয়া ভালো ভাবে সম্পন্ন করা যায়।'

'তা মিস লেসিং চলে গেছে?' কেম্প এবার জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, মিনিট দশেক আগে সে চলে গেছে। বেচারি! ওর এখন হাতে কতো কাজ! খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া। যাইহোক, এ অবস্থায় ফুলের কোন ব্যবস্থা করছি না। আর কাজের সব ভার দিচ্ছি ক্যালন ওয়েস্টবেরির হাতে।'

ইতিমধ্যে এ্যানথনি চুপিসাড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। লুসিলার খেয়াল হতেই জিজ্ঞেস করে, 'ঐ ছোকরাটা কে? আমি প্রথমে ভেবেছিলাম বুঝি সে সেই সব ভয়ঙ্কর সাংবাদিকদের কোন একজন। ওদের নিয়ে যা ঝামেলায় আমাদের পড়তে হচ্ছে এখন—'

লুসিলার কথাটা কানে যায় এ্যানথনির। ফিরে দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়ে বলে, 'আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খোসগল্প করবেন, নাকি আমাকে একটু সাহায্য করবেন?'

রেস এবং কেম্প দুজনেই ছুটে বেরিয়ে আসে ড্রইংরুম থেকে।

নিঃশব্দে পা ফেলে ওরা তিনজন তিনতলায় উঠে আসে সিঁড়ি বেয়ে। তারপর চারতলায় উঠতে যাবে, এ্যানথনি শুনতে পায় চারতলা থেকে একটা মৃদু পায়ের শব্দ সিঁড়ির ধাপে ধাপে নিচে নেমে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে কেম্পকে টেনে নিয়ে যায় সে লাগোয়া বাথরুমের ভিতরে। সেই পায়ের শব্দটা একটু একটু করে নিচে মিলিয়ে যায়, এ্যানথনি এবার দ্রুত পায়ে চারতলায় উঠে আইরিশের ঘরের সামনে এসে দরজায় ধাক্কা দেয়।

'আইরিশ, দরজা খোলো। আমরা এসে গেছি।'

কোন সাড়া শব্দ নেই। ছোট সন্দেহটা বড় হলো এ্যানথনির। দ্রুত চাবির গর্তে চোখ রাখলো সে, আইরিশকে দেখতে পায় না। কিন্তু দরজার ফাঁক বন্ধ আঁতকে উঠলো সে, 'কেম্প!'

চীফ ইন্সপেক্টরের কোন সাড়া-শব্দ নেই। তবে কর্ণেল রেসকে হন্তদন্ত হয়ে উপরে উঠে আসতে দেখলো সে।

'ঘরের ভিতর থেকে গ্যাস বেরিয়ে আসছে। দরজা ভাঙতে হবে এখুনি। শীগ্‌গীর—'

ব্যায়াম করা শক্ত মজবুত শরীর রেসের। সে এবং এ্যানথনি দুজনে লাথি মারে দরজায়। একটু পরেই দরজা ভেঙ্গে পড়ে। আর একটু হলে তারা হুমড়ি খেয়ে ঘরের ভিতরে পড়ে যাচ্ছিল। ঘরের ভিতরে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে রেস চিৎকার করে বলে ওঠে, 'ঐ তো ফায়ারপ্লেসের সামনে পড়ে আছেন মিস মারলে। আমি ঘরের জানলাগুলো খুলে দিচ্ছি। আপনি ওঁকে দেখুন!'

গ্যাসের আগুনের সামনে অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিল আইরিশ। গ্যাস জেটের সামনে তার মুখ এবং নাক ঘোলা দেখাচ্ছিল। মনে হয় ইতিমধ্যে অনেক গ্যাস তার পেটের ভিতরে চলে গেছে। মিনিট

দু-একের মধ্যে এ্যানথনি এবং রেস তাঁকে ধরাধরি করে ঘরের মাঝখানে মেঝের উপর শুইয়ে দেয়। দরজা জানলা খুলে দিতে ঘরের মধ্যে জমা হওয়া গ্যাস বেরিয়ে যায়।

'ভয় পাওয়ার কিছু নেই', আইরিশকে পরীক্ষা করে রেস বলে, 'আমি ওঁকে দেখছি, আপনি ততক্ষণে ডাক্তারকে খবর দিন।'

হলঘরে এসে গ্রাহকযন্ত্রটা তুলে নিয়ে ডায়াল করতে যায় এ্যানথনি, বাধা দেন লুসিলা ড্রেক। শেষ পর্যন্ত পিছন ফিরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এ্যানথনি বলে, 'ওকে ধরো। স্কোয়ারটা পেরিয়ে মিনিট কয়েকের মধ্যে এখানে এসে পড়ছে সে।'

'কিন্তু আমি জানতে চাই', লুসিলা ড্রেক তাড়া দেন, 'ব্যাপার কি? আইরিশ কি অসুস্থ?'

'গ্যাসের আগুনের সামনে মুখ থুবড়ে পড়েছিল আইরিশ। বন্ধ ঘর গ্যাসে পূর্ণ ঘর।'

'আইরিশ?' মিসেস ড্রেকের আর্তচিৎকারে স্তব্ধ ঘরটা গম্‌গম্‌ করে ওঠে, 'তবে কি আইরিশ শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করতে গেলো? এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, বিশ্বাস করা যায় না।'

এ্যানথনির ঠোঁটে বিদ্রুপের হাসি ফুটে ওঠে।

'আপনাকে বিশ্বাস করতেও হবে না।' তার কথার শ্লেষের সুর শোনা যায়, 'কেন, এটা কি সত্য নয়?'



'টনি, দয়া করে তুমি এখন আমাকে বলবে কি করে এতো সব কান্ডকারখানা ঘটলো?' আইরিশ ক্লান্ত চোখ মেলে তাকায় এ্যানথনির পানে। সোফার উপরে শুয়েছিল ও। ক্লান্ত দেহটা ওর যেন মিশে গিয়েছিল সোফার সঙ্গে। নভেম্বরের তেজদীপ্ত সূর্যের আলোটা হঠাৎ যেন লিট্‌ল প্রায়রসকে সাহসী করে তুললো।

উইনডো-সীলের উপর বসে থাকা কর্ণেল রেসের দিকে একবার চকিতে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলতে শুরু করে এ্যানথনিঃ

'আজ আর আমার স্বীকার করতে আপত্তি নেই আইরিশ, এই মুহূর্তটির জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম। যদি না কাউকে আমার বুদ্ধির ব্যাখ্যা করি, আমি মনে করি, নিজের উপর দারুণ অবিচার করা হয়। নির্লজ্জের মতোই বলছি তোমার মুখ থেকেই আমি শুনতে চাই, "তুমি কি বুদ্ধিমান এ্যানথনি" কিংবা "তুমি কি চমৎকার টনি' কিংবা এধরণের প্রশংসার কথা তোমার মুখ থেকে শোনার জন্যই বোধহয় এতোদিন অপেক্ষা করছিলাম।"সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা সহজ সরল অঙ্কের উত্তর পেয়ে যাওয়ার মতো। রোজমেরির মৃত্যু আত্মহত্যা বলে স্বীকৃত হলেও আসলে কিন্তু আত্মহত্যা নয়। জর্জ তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুটা স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারেন নি, তাই গোপনে তদন্ত শুরু করে দেন। খুনীর মুখোসটা খুলে দেওয়ার আগেই রোজমেরির খুনী তাঁকে সরিয়ে দেয়। ঘটনাটা এই ভাবে সাজালেই সব পরিস্কার বলে মনে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবার কতকগুলো বিতর্কমূলক প্রশ্নের মুখোমুখি হই। যেমন, (ক) বিষপ্রয়োগে জর্জের মৃত্যু হতে পারে না। (খ) জর্জকে বিষপ্রয়োগ করেই খুন করা হয়েছে। এবং (গ) জর্জের গ্লাস কেউ স্পর্শ করেনি। (ঘ) হ্যাঁ জর্জের গ্লাস নিশ্চয়ই কারোর হাতের নাগালের মধ্যে এসে থাকবে।'

'কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় জর্জের গ্লাস কিংবা কফির কাপ স্পর্শ না করেই অন্য ভাবে বদলানো সম্ভব অবশ্যই। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সেদিনের পার্টিতে সমস্ত গ্লাস এবং কফির কাপগুলো একই প্যাটার্নের। উদাহরণস্বরূপ এ ব্যাপারে আমার গবেষণার কাজটা এই রকমঃ বিনা চিনিতে রেস চা খাচ্ছিলেন, এবং কেম্প চা খাচ্ছিলেন চিনি মিশিয়ে, আর আমি কফি খাচ্ছিলাম। আমরা বসেছিলাম একটি গোলাকৃতি মার্বেল পাথরের টেবিলের সামনে। সেখানে আরো কতকগুলো গোল মার্বেল পাথরের টেবিল ছিলো। একটা অছিলা করে আমি আপনাদের দুজনকে বাইরে

কড়িডোরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করি। বাইরে যাওয়ার আগে কেম্প তাঁর হাতের পাইপটা তাঁর চায়ের প্লেটের পাশে সরিয়ে রাখলেন। পরে ফিরে এসে কেম্প তাঁর ফেলে যাওয়া পাইপ লক্ষ্য করে সেই প্লেটটার সামনে বসবেন। যথারীতি রেস তাঁর ডান পাশে এবং আমি তাঁর বাঁ পাশে বসবো। ফলে হবে কি, চিনি মেশানো চায়ের কফির কাপে চুমুক দেবেন পরবর্তী পর্যায়ে। সঙ্গে সঙ্গে মুখ বিকৃত করে তাকাবেন তিনি আমাদের দিকে। এক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী বিকৃতির আদান-প্রদান হতে দেখা যাবে। তাঁর চায়ের কাপে চিনি ছিলো না, আবার বলা যেতে পারে, হ্যাঁ, চিনি ছিলো বৈকি। কিন্তু দুটি বিবৃতিই সত্য। এ বিতর্কের মূলে কেম্পের কাপটা উল্লেখযোগ্য। ঘর ছেড়ে তিনি যখন টেবল ছেড়ে চলে যান তখন তাঁর কাপটা এবং ফিরে এসে যে কাপের সামনে বসেন, সে দুটি কাপ এক নয়।'

'সেদিন রাত্রে লুক্সেমবার্গে ঠিক এই রকম ঘটনাই ঘটেছিল, জানো আইরিশ। ক্যাবারে নাচের আসরে যোগ দেওয়ার সময় তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, তুমি তোমার ব্যাগটা টেবিলের নিচে ফেলে রেখে যাও ভুল করে হয়তো। একজন ওয়েটার—না ঠিক ওয়েটার নয়, ওয়েটার হলে সে জানতো তুমি ঠিক কোথায় বসেছিল। অনভ্যস্ত এই ছোটো-খাটো লোকটি ওয়েটারের ভূমিকায় কাজ করতে গিয়ে স্বভাবতই একটু নার্ভাস হয়ে পড়ে থাকা ব্যাগটা মেঝের উপর থেকে কুড়িয়ে টেবিলের উপর রাখতে গিয়ে সে ভুল করে তোমার বাঁ পাশে রেখে দেয়। তারপর ক্যাবারে থেকে ফিরে তুমি সেই ব্যাগটা লক্ষ্য করে যে চেয়ারটায় বসেছিলে সেটা তোমার নয়, আসলে সেটা জর্জেরই ছিলো, আর জর্জ গিয়ে বসলেন তোমার আগের চেয়ারে, যে ভুলটা কেম্প করেছিলেন তাঁর পাইপটা ভুল জায়গায় পড়ে থাকতে দেখে। এরপর রোজমেরিকে স্মরণ করে জর্জ যে গ্লাসে ঠোঁট রাখেন, সেটা আসলে তাঁর ছিলো না, সেটা তোমার গ্লাস, যে গ্লাসে কোন যাদুর খেলা না দেখিয়েই অনায়াসে বিষ মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে।'

'এখন সমস্ত ঘটনাটা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, আসল চিত্রটা একেবারে অন্য রকম, অন্য রঙের ছবি। আসলে আততায়ীর লক্ষ্য ছিলো তোমার উপর, জর্জের উপর নয়! দুর্ভাগ্যবশত একটা ভুলের জন্য জর্জকে শিকার হতে হলো। বলাবাহুল্য সেই ভুল ওয়েটারের ভূমিকায় অনভ্যস্ত সেই লোকটি, যে তোমার ব্যাগটা ভুল জায়গায় রেখেছিল, আর সেই ভুলের জন্য এ কাহিনীর ইতিহাস অন্য ভাবে রচিত হলো। ভুল না করলে যে ইতিহাস তোমাদের পরিবারকে নিয়ে লেখা হতো, সেটা এই রকম, গতবছর পার্টির পুনরাবৃত্তি ঘটা, এবং তোমার দিদির মতো তোমার খুন হওয়াটাকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার ইতিহাস। স্বভাবতই তোমাদের পরিবার আত্মহত্যা করার পরিবার, এই বদনাম রটনায় মুখর হয়ে উঠতো জনতা। তোমার ব্যাগে সায়েনাইডের যে প্যাকেটটা পাওয়া যেতো, সেটা থেকেই কেসটা জলের মতো পরিস্কার হয়ে যেতো, তুমি আত্মহত্যা করছো। আর তোমার মৃত্যুর পর—'

'সবার মূলে ঐ অর্থ, অর্থ যেটা অনর্থের মূল। রোজমেরির মৃত্যুর পর তাঁর সব ধন সম্পত্তি অধিকারিনী হয়েছো তুমি। আর তুমি যদি অবিবাহিত অবস্থায় মারা যেতে, সেক্ষেত্রে তোমার সব কিছু তোমার নিকট আত্মীয়া লুসিলাপিসীর হতো। এখন সব দিক বিচার করে অনায়াসে আমি বলতে পারি প্রথম খুনের জন্য দায়ী মিসেস লুসিলা ড্রেক। হ্যাঁ, তাঁর ছেলে ভিক্টর ড্রেকও। মায়ের সূত্রে তোমাদের পরিবারের সব অর্থ সম্পত্তির অধিকারী তারই হওয়া উচিত। অতএব পরিষ্কার হলো, সেই হিসেবে প্রথম খুনের জন্য ভিক্টরকে দায়ী করা যায়।'

কিন্তু ভিক্টর তো আরজেনটিনায়? প্রায় এক বছর হলো দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থান করছে বলেই তো আমি জানি।

'কিন্তু তাই কি? সেই চিরন্তন কাহিনীর কথায় আমি এবার আসছি। ঘুরে ফিরে একই কাহিনী, একটি ছেলে মেয়ের সঙ্গে মিশলে কি তার পরিণতি হয়? রুথ লেসিং-এর সঙ্গে ভিক্টর মেলামেশা করতে গিয়ে নিশ্চয়ই নিটোল প্রেমের ফাঁদে পড়ে গিয়ে থাকবে তারা দুজনেই। তারা পরস্পরকে ভালোবেসে থাকবে!'

'ভালো করে চিন্তা করে দেখো, ভিক্টরের দক্ষি' আমেরিকায় যাওয়ার ব্যাপারটা জানে একমাত্র রুথ লেসিং। রুথ বলেছে, রোজমেরির মৃত্যুর আগেই ভিক্টরকে দক্ষিণ আমেরিকাগামী এস. এস. ক্রিস্টোবল জাহাজে তুলে দিয়ে এসেছে সে। সেই রুথই জর্জের মৃত্যুর পর বুয়েন্স এয়ারসে ভিক্টরকে খবর দেবার জন্য পরামর্শ দেয় এবং পরে টেলিফোন গার্লকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয় রুথেরই পরামর্শে, মনে হয় সেই মেয়েটি ভুল করে জর্জের কাছে প্রকাশ করে থাকবে, ভিক্টরকে ফোন রুথ আদৌ করেনি।'

'তারপর এখন খোঁজ নিলে দেখা যাবে, রোজমেরির মৃত্যুর পরদিন ইংলন্ড ছেড়ে যায় ভিক্টর জাহাজে চড়ে, তবে রুথের খবর মতো রোজমেরির মৃত্যুর আগে কখনোই নয়! আর বুয়েন্স এয়ারসে ওগিলভির সঙ্গে রুথের টেলিফোনে কোন কথা হয় নি ভিক্টরকে জর্জের মৃত্যুর সংবাদ দেয়ার জন্য। তাছাড়া জর্জের মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগে বুয়েন্স এয়ারস ছেড়ে ভিক্টর নিউইয়র্কে চলে যায়। টেলিগ্রামটা তার মা লুসিলাকে টাকার দাবী করে লেখে, সেটা প্রমান করতে চেয়েছিল সে হাজার মাইল দূরে আছে। তার পরিবর্তে—'

'হ্যাঁ এ্যানথনি তারপর?'

'তার পরিবর্তে, এ্যানথনি আবার মুখ খোলে প্রসঙ্গের উপসংহার টানার জন্য, 'ভিক্টর তখন লুক্সেমবার্গে আমারে টেবিলের পাশে বসেছিল। একমাত্র আমিই বোধহয় ভিক্টর ড্রেককে আগে কখনো দেখিনি। সে যাইহোক ভিক্টর আমার পিছনের টেবিলে বসেছিল। লোকটাকে আমি মানকি কলেমন হিসেবেই চিনতাম, জেলে থাকার সময় স্বল্পকালীন আলাপ আমার হয়েছিল তার সঙ্গে। সেই মানকি কলেমনই যে ভিক্টর ড্রেক, সেকথা আমার জানা ছিলো না। দীর্ঘদিন পর দেখা হলো বলে, সে আমাকে ঠিক চিনতে পারলো না বলে আমার মনে হয়। তাতে আমার একটা বিশেষ সুবিধা হয়েছিল, তার ওপর নজর রাখার পক্ষে।'

'কিন্তু আমি এখনো বলতে পারবো না, কি করে সে অমন নিষ্ঠুর কাজটা সহজে করতে পারলো?'

'পৃথিবীতে সহজতম যে উপায় থাকে, সেই ভাবেই কাজটা সে হাসিল করে থাকবে।' এ্যানথনি নিজে কাহিনীর সূত্র ধরিয়ে দেয়, 'ভিক্টর ড্রেক একজন পাকা অভিনেতা, এ পরিচয় আজ আর কারোর অজানা নয়। এক সময় তাকে আমি লুক্সেমবার্গে পাবলিক টেলিফোন বুথের দিকে যেতে দেখি। মনে আছে আমি আপনাদের সেখানে ওয়েটারেয় একসেট পোষাক দেখিয়েছিলাম, মনে আছে? ভিক্টর সেখানে যায় তার পোষাক বদলানোর জন্য। একটু পরে সহজেই সে একটা গ্লাসে স্যাম্পেন ঢালার অছিলায় সায়েনাইড বিষ মিশিয়ে দেয়, ওয়েটার বলে আমরা কেউ তাকে সন্দেহ করিনি।'

'আর রুথ?' দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে আইরিশ।

'হ্যাঁ, এক্ষেত্রে রুথেরও ভূমিকা আছে বৈকি!' এ্যানথনি বলে, 'তোমার ব্যাগে সায়েনাইডের প্যাকেটটা সে-ই রেখেছিল, সম্ভবতঃ তুমি যখন ক্লোকরুমে গিয়েছিলে। সেই পুরনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি, একবছর আগে রোজমেরির ক্ষেত্রে যা সে করেছিল।' একটু থেমে এ্যানথনি বলতে থাকে, 'জর্জকে রুথই বেনামে চিঠি লিখে জানায়, রোজমেরি খুন হয়েছিল। জর্জের মনে হন্দেহ বাড়িয়ে সে প্রমাণ করতে চেয়েছিল, তুমিই রোজমেরিকে খুন করেছিলে। তারপর রুথের পরামর্শেই লুক্সেমবার্গে সেই পার্টির ব্যবস্থা করে জর্জ। এর উদ্দেশ্যে সেই পার্টিতে দ্বিতীয় খুনের ব্যবস্থা পাকা করা। ওয়েটারের ভুল না হলে জর্জের বদলে আজ তোমাকেই চির নিদ্রায় ঘুমিয়ে থাকতে হতো এখন। তুমি খুন হলে, রুথের পরামর্শ মতো জর্জ ধরে নিতো, রোজমেরিকে তুমিই খুন করেছিলে এবং এক বছর পর অনুশোচনার দংশনে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে শেষ পর্যন্ত তুমি আত্মহত্যার পথটা বেছে নিলে।'

'যাইহোক, রুথকে আমি আজও পছন্দ করি। এই কারণে যে জর্জকে বিয়ে করবে বলেছিল সে। সেই হিসেবে মেয়েটি ভালো।'

'কিন্তু তার সেই ভালোমানুষি ভাবটা হয়তো চিরদিনের জন্য থাকতো। আর জর্জের আদর্শ স্ত্রী হিসেবে সত্যিই সে উপযুক্তও বটে, কিন্তু তা সম্ভব হতো, যদি না সে ভিক্টরের সংস্পর্শে আসতো?'

এ্যানথনি বলে, 'এর সারমর্ম কি জানো? গোড়ার দিকে প্রতিটি মেয়েই সুন্দর, ফুলের মতো সুন্দর থাকে।'

চমকে ওঠে আইরিশ। 'তাহলে এসবই কি টাকার জন্যে?'

'তুমি নিষ্পাপ; তাই বুঝবে কি টাকার কথা। আজকের দিনে টাকাটাইতো সবকিছু। টাকা দিয়ে দুনিয়া তুমি কিনে নিতে পারো। ভিক্টর নিশ্চয়ই টাকার জন্যই অমন জঘন্য কাজটা করে থাকবে। আংশিক ভাবে রুথও টাকার জন্য করে থাকবে এবং রোজমেরিকে সে ঘৃণা করতো বলেই তাকে সরাবার ব্যবস্থা করে সে। এই রুথই তোমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে গাড়ী চাপা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। তারপর লুসিলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রুথ চলে আসে তোমার ঘরে। তুমি তখন একা তোমার ঘরে। এই সুযোগটাই খুঁজছিল রুথ। জর্জের অন্তেষ্টিক্রিয়ার সব আয়োজনের কথা শোনায় সে তোমাকে।'

'হ্যাঁ, তারপর রুথ আবার একটা রবারে মোড়া টর্চ হাতে তুলে নিয়ে সে বলে, ভারী চমৎকার জিনিষ তো? অপরের কথা আজ আর আমার মনে নেই।'

'না থাকারি তো কথা প্রিয়তমা!' এ্যানথনি তার অনুমানটা ব্যাখ্যা করে বলে, 'তোমারি টর্চ দিয়ে সে তোমাকে আঘাত করে। তারপর তুমি জ্ঞান হারালে সে তোমার অচৈতন্য শরীরটা বয়ে নিয়ে আসে গ্যাস-ফায়ারের কাছে। মুখটা গ্যাস-ফায়ারের দিকে রেখে, সুইচ অন্ করে দেয় সে। বেচারি লুসিলা, তিনি কিন্তু এসব ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। জানলে হয়তো বাধা দিতেন নিশ্চয়ই।'

'আচ্ছা ভিক্টর ড্রেককে পুলিশ কি গ্রেপ্তার করেছে?'

'হ্যাঁ, আজ সকালেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। নিউ ইয়র্ক থেকে ফিরছিল সে।' এবার এ্যানথনির হয়ে জবাবটা দিলো কর্নেল রেস।

'এ্যানথনি, রোজমেরির সম্পত্তি নিয়ে যখন এতোই ঝামেলা', আইরিশ বলে, 'আমি ভাবছি, একটা পেন্সও এর থেকে নেবো না।'

'সেই ভালো। আমরা রোজমেরির সম্পত্তির টাকা কোন সৎ কাজে লাগাবো। আর আশা করি আমার যা আয় তাতে তোমাকে স্ত্রী হিসেবে যথেষ্ট সুখে রাখতে পারবো।'

কর্নেল রেস মৃদু হেসে উঠে দাঁড়ালো। চীফ ইন্সপেক্টর কেম্প একটু আগে ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছিলো।

'মনে হয় না ফ্যারাডেদের বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণে যোগ দিতে আসছেন আপনারা!'

এ্যানথনি মাথা নেড়ে অসম্মতি প্রকাশ করলো। অর্থাৎ যাওয়ার ইচ্ছে নেই। অনেকদিন পর নিশ্চিন্তে একান্ত নিভৃতে আইরিশকে পেয়েছে সে, তাই তাকে ছেড়ে মিথ্যে সময় নষ্ট করতে চায় না। রেস চলে গেলে এ্যানথনির চোখে চোখ রেখে শান্ত স্বরে বলে, 'উনি তো ধরেই নিয়েছিলেন আমি খুনী, কিন্তু তুমি কি করে বুঝলে টনি, আমি খুন করিনি?'

'স্রেফ ভালোবাসার জোরে', এ্যানথনি প্রত্যুত্তরে বলে, আমার অন্তত অনুমান তাই।'

আইরিশ হাসে তার কথা শুনে। এ্যানথনি তার নীল চোখ এবং রক্ত-লাল কাঁপা কাঁপা ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে বুঝি পলক ফেলতে ভুলে যায়। আইরিশ লজ্জায় চোখ নামিয়ে নেয়।

তারপর অনেক, অনেকক্ষণ পরে শান্ত স্বরে এ্যানথনি বলে, 'তিনি আর এখন আমাদের কাছাকাছি কোথাও নেই, আছেন কি তিনি?'

'কাকে আমি বোঝাতে চাইছি, সে তো তুমি বেশ ভালো করেই জানো। রোজমেরি...আমার অনুমান আইরিশ, তিনি জানতেন, তখন তোমার খুব বিপদ ছিলো। বিদায় রোজমেরি, অজস্র ধন্যবাদ তোমাকে...'

শান্ত ভিজে গলায় আইরিশ বলে, 'হ্যাঁ, এটাই হলো স্মৃতিচিহ্ন।' এবং আরো আর্দ্র গলায় সে আবার বলে, 'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই, তাঁর ভালোবাসা যেন স্মরণে রাখতে পারি চিরদিন।'

❑ স্পার্কলিং সায়ানাইড অনুবাদ ❑ সৌরেন দত্ত



অন্তহীন রাত



• প্রথম পর্ব •



আমার শেষই আমার শুরু!...প্রচলিত এই উক্তিটি অনেককেই আমি বিড়বিড় করে আওড়াতে শুনেছি। কথাটা শুনতেও নেহাৎ মন্দ নয়। কিন্তু এর অন্তর্হিহিত তাৎপর্যটা কি? আদৌ কি তেমন কোন অর্থবহ?

কেউ কি বিশেষ একটা দৃশ্যপটের দিকে আঙুল তুলে বলতে পারে, অমুক তারিখে ঠিক বেলা এতটার সময় এই ঘটনার মধ্যে দিয়েই এর প্রথম সূত্রপাত? জর্জ অ্যাণ্ড ড্রাগনের দেওয়ালে টাঙানো নোটিশ বোর্ডে যেদিন 'টাওয়ার' নামের বনেদী একটা বাগানবাড়ি নিলামে বিক্রি হবার সংবাদ আমার চোখে পড়ল, সেদিন থেকেই কি আমার এই কাহিনীর শুরু?

সেদিন আমার হাতে বিশেষ কোন কাজ ছিল না। কিংসটন বিশপের প্রধান সড়ক ধরে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। জায়গাটাও এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বা দর্শনীয় নয়। নিছক সময় কাটাবার অভিপ্রায়েই আমার এই পদচারণা। তখনই কোন অসতর্ক মুহূর্তে নোটিশ বোর্ডের লটকানো বিজ্ঞপ্তিটা আমার নজরে পড়ল।

কেউ আবার এমন আভাসও দিতে পারে যে, স্যানটনিকসের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ-পরিচয়ের দিন থেকেই এই কাহিনীর আরম্ভ। চোখ বুঁজলেই এখনও তাঁর মুখের ছবি আমার মানসপটে ভেসে ওঠে। তাঁর শীর্ণ, পাণ্ডুর গাল, অত্যুজ্জ্বল দুই চোখ। দক্ষ হাতে মসৃণ কাগজের ওপর একাগ্রচিত্তে নানান ছাঁদের বাড়ির নক্সা এঁকে চলেছেন, সেগুলো আবার বাস্তবে রূপায়িত করছেন।

মনের মতো একটা বাড়ির মালিক হবার বাসনা আমার জন্মাবধি। আর সে বাড়ির বাস্তব অর্থেই আমার মনের মতো হওয়া চাই। এমন একটা বাড়ি যা শুধু রোমাঞ্চকর রূপকথার স্বপ্নরাজ্যেই সম্ভব। স্যানটনিকস স্বয়ং আমার জন্যে সেই ধরনের এটা বাড়ি তৈরি করবেন। অবশ্য ততদিন পর্যন্ত তিনি যদি ধরাধামে টিকে থাকেন, তবেই...

এখন যে কাহিনী আমি আপনাদের শোনাতে বসেছি, আদ্যপান্ত সেটা একটা প্রেম কাহিনী। আমি শপথ নিয়ে বলছি, নিছক প্রেম-কাহিনী ছাড়া একটা আর কিছুই নয়।

জিপসি একর অর্থাৎ জিপসিদের মাঠ। হ্যাঁ, আমি এই জিপসি একর থেকেই আমার কাহিনী শুরু করব। নিলামের বিজ্ঞপ্তি থেকে চোখ সরিয়ে যখন বাইরের দিকে তাকালাম তখন বুকের ভেতরটা আপনা থেকে হঠাৎ কেমন কেঁপে উঠল। আচমকা একটা কালো মেঘ এসে ক্ষণেকের জন্যে সূর্যের মুখখানা ঢেকে দিয়েছিল, সেই কারণেই বুঝি মনের এই ভাবান্তর। রাস্তার মোড়ে একটা লোক বড় কাঁচি নিয়ে পথের ধারে ঝোপঝাড়গুলো কেটেছেঁটে পরিষ্কার করছিল। খুব সম্ভবত স্থানীয় পৌরসভার কোন নিম্নপদস্থ কর্মচারী। তাকে ডেকে খানিকটা নিরাসক্ত কণ্ঠেই প্রশ্ন করলাম, 'এখানে টাওয়ার নামে বাগানবাড়িটা কোন্ দিকে বলতে পার?'

আমার প্রশ্নে প্রৌঢ় লোকটার মুখের চেহারা আচমকা কেমন বদলে গিয়েছিল, সে ছবি আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। নিজেকে সামলে নিতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল তার। তারপর তির্যক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, 'আজকাল আর ওই নামে কেউ ডাকে না। আর এখন এই নামের অর্থই বা কি?'

ওর কাছে যখন জানতে চাইলাম, তাহলে জায়গাটা বর্তমানে কি নামে পরিচিত। তখন ওর

চোখেমুখে ফের সেই থমথমে ভাবটা লক্ষ্য করলাম। গ্রাম্য চাষীর মতো ভ্রূ কুঁচকে হাত-পা নেড়ে বলল, 'এখন সকলে একে জিপসি একর বলে।'

'কেন? এমন অদ্ভুত নাম হল কেন?'

'ওখানে অনেক রকম দুর্ঘটনাই ঘটে, তবে মোটর দুর্ঘটনার সংখ্যাই বেশি। পাহাড়ী রাস্তাটা আচমকা এমন বিশ্রীভাবে বাঁক নিয়েছে যে দুর্ঘটনা না ঘটাই অস্বাভাবিক। এখানে দাঁড়িয়েই ওই বিপজ্জনক পাহাড়ী বাঁকটা তোমার নজরে পড়বে।'

লোকটার ইঙ্গিত অনুসরণ করে বাঁ দিকে ফিরে তাকালাম। ওর বর্ণনায় একবিন্দু মিথ্যে নেই। বাঁকটা খুবই সাংঘাতিক ধরণের। একটু অসাবধান হলেই মারাত্মক গুরুতর কোন বিপদ ঘটে যাবে।

'স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষ বড় বড় অক্ষরে 'বিপজ্জনক' বোর্ড ঝুলিয়ে রেখেছে, যদিও তাতে দুর্ঘটনার হারের বিশেষ হেরফের ঘটেনি।'

'নামের মধ্যে 'জিপসি' এল কোথা থেকে?'

লোকটার রোমশ ভ্রূজোড়া আবার কুঞ্চিত হল। চোখে মুখে বিব্রত ভঙ্গিটা গোপন রইল না। 'অনেকে অনেক কথাই বলে। বহু আগে ওই জায়গায় একদল জিপসি নাকি তাঁবু খাঁটিয়ে বাস করত। তাদের ওখান থেকে উৎখাত করে টাওয়ারের পত্তন করা হয়। যাবার আগে জিপসিদের দলপতি একটা ভীষণ অভিশাপ দিয়ে গিয়েছিল।'...

বিধাতার সৃষ্টি এই বিশাল দুনিয়ায় এমন কিছু কিছু জায়গা আছে যা অভিশপ্ত। তার মধ্যে জিপসি একরও একটা। বাড়িটা তৈরির সময় খাদ থেকে পাথর বয়ে আনতে গিয়েও অনেক মজুর প্রাণ হারিয়েছিল। একদিন রাতে এই গ্রামেরই বুড়ো জর্জকে ওখানে একটা ঢালু পথের ধারে ঘাড় মটকে মরে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল।'....

লোকটা পাইন গাছে ঢাকা পাহাড়ে সবুজ মাথাটার দিকে তাকিয়েছিল, যার স্থানীয় নাম জিপসি একর। আর এখান থেকেই আমার কাহিনীর শুরু। যদিও ঠিক সেই মুহূর্তে বিষয়টার ওপর আমি কোনরকম গুরুত্ব দিইনি, শুধু সমস্ত ঘটনাটা আমার মনে স্পষ্ট গাঁথা হয়ে আছে—এই যা।

'কেন যে লোকে জিপসিদের দেখতে পারে না...!'

'কারণ, ওরা হচ্ছে ছিঁচকে চোরের দল।' ব্যাজার মুখে লোকটা নিজের অভিমত ব্যক্ত করল। তারপর গভীর কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করে বলল, 'তোমার মধ্যেও খানিকটা জিপসি রক্ত রয়ে গেছে, তাই না?'

লোকটার প্রশ্নের কোন জবাব দিলাম না। বললাম না, জিপসিদের সঙ্গে আমার চেহারার যে খানিকটা সাদৃশ্য আছে সেটা আমার অজ্ঞাত নয়। সম্ভবত সেই কারণেই জিপসি একর নামটা আমার বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

গ্রাম ছাড়িয়ে পাহাড়ী রাস্তাটা ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠে গেছে। একেবারে শেষ সীমায় জিপসি একর। সেই পথ বেয়ে আমিও পাহাড়টার চূড়ায় এসে পৌঁছলাম। মাথাটা মোটের ওপর সমতল। তাকিয়ে দেখলাম, চোখের সামনে দিগন্ত-বিস্তৃত সুনীল সমুদ্র। বহুদূর দিয়ে বড় বড় স্টীমারের যাতায়াতও নজরে পড়ে। সত্যিই চোখ-জুড়নো অপূর্ব দৃশ্য। এমন দৃশ্যের মুখোমুখি হলে বুকের ভেতরটা পুলকে নৃত্য করে ওঠে।

ফেরার পথেও আবার কয়েকটা কথাবার্তা হল লোকটার সঙ্গে।

'তুমি যদি এখানে কোন জিপসির খোঁজ কর তাহলে মিসেস লী নামে এক বুড়ি আছে। মেজরই নিজের দায়িত্বে বুড়িকে এখানে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।'

'এই মেজরটি আবার কোন্ মহাজন?' প্রশ্ন করলাম আমি।

আমার অজ্ঞতায় প্রৌঢ়ের দু চোখ বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠল। বেদনাহত কণ্ঠে বলল, 'তুমি মেজর ফিলপটের নাম শোননি?'

ওর মুখ থেকে অবগত হলাম, এই মেজর ভদ্রলোককে এ অঞ্চলের লোকেরা দেবদূতের মতোই

ভক্তিশ্রদ্ধা করে। মিসেস লীকে তিনিই সাহায্য দিয়ে রেখেছেন। ফিলপটেরা বংশপরম্পরায় এ অঞ্চলের গণ্যমান্য বাসিন্দা। শুভেচ্ছা জানিয়ে যখন চলে আসছি তখন ও খানিকটা স্বগতোক্তির সুরেই বিড়বিড় করল, 'একেবারে শেষের কুঁড়েটা হচ্ছে বুড়ি লীর। তাকে হয়ত কুঁড়ের আশেপাশেই দেখতে পাবে। এক মুহূর্তের জন্যে বুড়ি নিজের ঘরের মধ্যে থাকতে চায় না। এটাই হচ্ছে জিপসিদের বিশেষত্ব।'

পাহাড়ী পথ ধরে শিস দিতে দিতে আমি নিচের দিকে নামছিলাম। আমার দু চোখে জিপসি একরের স্বপ্ন। এবং সেই স্বপ্নে এতই বিভোর হয়েছিলাম যে তামাটে চুলের বুড়িকে একবারে সামনাসামনি না দেখা পর্যন্ত মিসেস লীর কথা সম্পর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম। নিজের কুঁড়ে ঘরের উঠোনে দাঁড়িয়ে তীব্র শ্যেন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল বুড়ি। তার একমাথা রুক্ষ তামাটে চুল পিঠ ছাপিয়ে কোমর স্পর্শ করেছে। ও-ই যে জিপসি বুড়ি মিসেস লী সেটা এক লহমায় চিনে নেওয়া যায়। আমি নিজে থেকে এগিয়ে গিয়ে বুড়ির সামনে দাঁড়ালাম। বললাম 'তুমি নাকি বহুদিন ধরে এ অঞ্চলেই ডেরা বেঁধে রয়েছ?'

দীর্ঘ রোমশ ভ্রূজোড়ার ফাঁক দিয়ে বুড়ি আমাকে দেখছিল। গলার স্বর খসখসে, ভাঙা ভাঙা। 'শোন ছোকরা, সব ব্যাপারে এতখানি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা ঠিক নয়! তোমাকে দেখতে শুনতে তো বেশ ভালই। ঈশ্বর রাজপুত্রের মতো চেহারা দিয়েছেন তোমায়। কিন্তু আখেরে নিজের যদি ভাল চাও তবে এই জিপসি একরের কথা একবারে ভুলে যাও।

'জায়গাটা নিলাম হবে বলে নোটিশ ঝোলানো আছে দেখলাম।'

'তাই বুঝি! তবে সম্পত্তিটা যে কিনবে সে মহামুর্খ!'

'কারা এটা কিনতে পারে বলে তোমার মনে হয়?'

'মাত্র কয়েকজনই জমিটা কেনবার ধান্দায় আছে। অবশ্য এর দর বেশি উঠবে না। খুব কম দামেই জায়গাটা বিক্রি হয়ে যাবে।'

'কম দামে বিক্রি হবে কেন?' আমার গলায় বিস্ময়ের সুর চাপা রইল না। 'এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য তো খুবই মনোরম!'

বুড়ি আমার এ প্রশ্নের জবাব দেবার কোন প্রয়োজন বোধ করল না।

'কোন ধনী ব্যক্তি যদি সমস্ত জায়গাটা সস্তায় কিনে নেয় তাহলেই বা সে এখানে কি করবে?'

নিজের মনেই বুড়ি এবার খলখলিয়ে হেসে উঠল। ওর হাসিটাও কেমন যেন অশুভ ইঙ্গিতবহ।

'তোমাকে তো আগেই বলেছি, এই জিপসি একরে কখনও কারুর ভাল হতে পারে না, পুরো অঞ্চলটাই অভিশপ্ত।'

'কিন্তু বাড়িটার এমন দশাই বা ঘটল কেন?' জানতে চাইলাম আমি। 'এত দীর্ঘদিন ধরে এটা খালিই বা পড়ে আছে কি কারণে? এর বর্তমান মালিক এখন থাকে কোথায়?'

'অতশত বৃত্তান্ত আমার জানা নেই বাবু। তবে শেষ যারা এখানে বাস করতে এসেছিল আজ তারা সকলেই মরে ভূত হয়ে গেছে।'

নিছক কৌতূহলবশেই প্রশ্ন করলাম, 'তাদের মৃত্যু ঘটল কিভাবে?'

'সাবেককালের সেসব প্রসঙ্গ এখন না ঘাঁটাই ভাল।' রহস্যময় ভঙ্গিতে ডাইনে-বাঁয়ে ঘাড় নাড়ল বুড়ি।

'কিন্তু আসল ঘটনাটা তুমি আমাকে বলতে পারতে!' অভিযোগের সুরে আমি বললাম। 'এ অঞ্চলের ইতিবৃত্ত তোমার যখন সমস্তই জানা...।'

'এই জিপসি একর নিয়ে কোনদিন আমি কারুর সঙ্গে গালগল্প করিনি। সেটা আমার স্বভাব নয়।' অল্প থেমে দম নিল বুড়ি। ওর হাবভাবের মধ্যেও কেমন একটা অভাবিত পরিবর্তন ঘটল। আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মিনতিভরা কণ্ঠে বলল, 'তবে তুমি যদি ইচ্ছে কর, আমি এখনই তোমার ভাগ্য বলে দিতে পারি। আমার দক্ষিণা বেশি নয়, শুধু একটা রৌপ্যমুদ্রা।

'তোমার ওসব ভাঁওতাবাজিতে আমার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই।' সোজাসুজি বুড়িকে আমার মনের

কথা জানিয়ে দিলাম। 'আর রৌপ্যমুদ্রাও আমার নেই। মানে দানখয়রাত করবার মতো নেই—এই আর কি।'

বুড়ি এবার পায়ে পায়ে আমার আরো কাছে এগিয়ে এল। তারপর আগের মতো দীন, করুণ কণ্ঠে বলল, 'না হয় আধ শিলিংই দাও। তুমি সুদর্শন, ভাগ্যবান যুবক, তোমাকে আমি অনেক সন্তাই করে দিচ্ছি। সত্যিই তুমি জীবনে অনেক উন্নতি করবে।'

পকেট থেকে ছ পেনীর একটা মুদ্রা বার করে বুড়ির দিকে এগিয়ে দিলাম। আমি যে ওর অন্ধ কুসংস্কারে কোন রকম বিশ্বাস করি, তা নয়। ওর ভেতরকার লোলুপ চেহারাটাও আমার কাছে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল। তবু কি রকম একটা মায়া জাগল বুড়ির ওপর। বুড়ি ছোঁ মেরেই ছ পেনীটা তুলে নিল আমার হাত থেকে।

'তোমার হাতের মুঠো আমার কাছে মেলে ধর। দুটো হাতেরই।'

আমার হাত দুটো বুড়ি ওর শীর্ণ থাবার মধ্যে টেনে নিল, মুঠো খুলে রেখাগুলো পরীক্ষা করল গভীর মনোযোগ সহকারে। কয়েক মুহূর্ত বুড়ির মুখে কোন কথা নেই। তারপর হঠাৎ বুড়ি আমার হাত ছেড়ে দিল। যেন ঠেলে দূরে সরিয়ে দিতে চাইল আমাকে। নিজেও পিছিয়ে গেল কয়েক পা। ওর দু চোখের ঘোলাটে দৃষ্টির মধ্যেও এখন একটা শানিত আভা ঠিকরে বেরুচ্ছে। কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ, কর্কশ। 'যদি নিজের মঙ্গল চাও তো এই মুহূর্তে জিপসি একর ছেড়ে দূর হয়ে যাও। আর কোনদিন এখানে ফিরে এসো না। ভুলেও কখনো এর নাম পর্যন্ত মনে আনবে না।'...

'ফিরে আসবো না-ই বা কেন? কি এমন অপরাধ করলাম?'

'কারণ এখানে শুধু তোমার জন্যে দুঃখ আর দুর্দশাগুলোই অপেক্ষা করে থাকবে। এমন কি মারাত্মক ধরনের কোন বিপদের সম্ভাবনাও কোন অংশে কম নয়।'

'মানে...! পৃথিবীতে এত লোক থাকতে শুধুমাত্র আমার জন্যেই...'

কথাটা শেষ করবার সুযোগ পেলাম না। তার আগেই বুড়ি তার ঝুপড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। যেন এখান থেকে আমাকে তাড়িয়ে দেবার জন্যেই এত সব উদ্যোগ আয়োজন। এ জাতীয় কোন অন্ধ কুসংস্কারে আমি আদৌ বিশ্বাসী নই, তবে আমি ভাগ্যের ওপর ভরসা রাখি। হাত থেকে দৃষ্টি সরিয়ে খোলা আকাশের দিকে তাকালাম। সবেমাত্র সূর্য অস্ত গেছে। দিনের রঙটাও এখন বদলে গেছে অদ্ভুতভাবে। ধীরে ধীরে কালো একটা ছায়ার পর্দা নেমে আসছে পৃথিবীর বুকে। সাংঘাতিক ধরনের কিছু একটা যেন ঘটতে চলেছে। আকাশে বাতাসে সেই আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস। কয়েক পা এগোতে না এগোতেই আশঙ্কাটা সত্যে পরিণত হল। ঝোড়ো একটা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। গাছপালাগুলো মাথা দোলাচ্ছে ক্ষ্যাপার মতো। গ্রামের নির্জন পথ পেরিয়ে যাবার সময় মনটাকে চাঙ্গা করে তোলবার জন্যে আমি শিস দিতে শুরু করলাম জোরে জোরে।

নোটিশ বোর্ডে লটকানো নিলামে টাওয়ার বিক্রির ঘোষণাটাও আবার আমার চোখে পড়ল। নিলামের দিনক্ষণটাও দেখে নিলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ইতিপূর্বে এই ধরনের কোন সম্পত্তি নিলামের ব্যাপারে আমি উপস্থিত থাকিনি। এ সম্পর্কে কোনরকম কৌতূহলও ছিল না আমার। তবু মনে হল, বাড়িটা নিলামের দিন আমি সেখানে হাজির থাকলে মন্দ হয় না।



ব্যাপারটা নেহাৎই দৈবাৎ বলা চলে। যেদিন টাওয়ার নিলাম হবার কথা সেদিন একটা কাজের দায়িত্ব নিয়ে আমাকেও জিপসি একরের কাছাকাছি আসতে হয়েছিল। আমার সঙ্গে ছিলেন এক প্রৌঢ় দম্পতি। লণ্ডন থেকে দুজনে একটা গাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন। আমি ছিলাম সেই গাড়ির চালক। শহরের বাইরে শান্ত নির্জন পরিবেশে বিশাল একটা বাড়ির সামনে আমাদের মোটর দাঁড়িয়েছিল। বাড়িটা আকারে-

প্রকারে বড় হলেও তেমন কোন ছিরি-ছাঁদ নেই। এই বাড়ির যাবতীয় আসবাবপত্র নিলামে বিক্রি হবে। কাগজের মণ্ড দিয়ে তৈরি কিছু সৌখিন দ্রব্যসামগ্রীও ছিল তার মধ্যে। ঘর সাজাবার পক্ষে সেগুলো খুবই উপযোগী। কেবলমাত্র সেজন্যেই এই প্রৌঢ় দম্পতি এতদূর ছুটে এসেছেন। দুজনের কথাবার্তা শুনে আমার অন্তত সেই রকমই মনে হল।

বাইশ বছর বয়সেই দুনিয়ার অনেক বিষয়ে আমি প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম। তার মধ্যে ভালমন্দ দুই-ই আছে। গাড়ির কলকব্জা সম্পর্কে আমার বিশেষ জ্ঞান ছিল, দক্ষ মেকানিকস হিসেবেও নাম আছে আমার। চালক হিসেবেও আমি খুবই নির্ভরযোগ্য। আয়ারল্যাণ্ডে এক ঘোড়ার আস্তাবলেও কাজ করেছিলাম বেশ কিছুদিন। চোরাপথে যারা মাদক দ্রব্যের চালান দেয় তেমন একটা গ্যাঙের সঙ্গে একবার পাকেচক্রে জড়িয়ে ফেলেছিলাম নিজেকে। ভাগ্যক্রমে ঠিক সময়মতো সরে আসতে পেরেছিলাম তাদের কাছ থেকে, নইলে এতদিনে হয়ত জেলের মধ্যেই পচে মরতে হত আমায়। বর্তমানে মূল্যবান, বিলাসবহুল অনেকগুলো গাড়ির আমি চালক। চাকরিটা নেহাৎ মন্দ নয়। এতে শারীরিক পরিশ্রমও বিশেষ নেই। তবে কাজটা নিঃসন্দেহে খুবই একঘেয়ে, ক্লান্তিকর।

বিভিন্ন ধরনের কাজ পরখ করে বেড়ানোই আমার সহজাত অভ্যাস। তৃতীয় শ্রেণীর একটা হোটেলে ওয়েটার হিসেবেও কাজ করেছি কিছুদিন। ডুবন্ত মানুষকে উদ্ধারের জন্যে সমুদ্র সৈকতে লাইফ-গার্ডের চাকরিও আমি করেছি। লোকের দরজায় ঘুরে ঘুরে বিশ্বকোষ আর ভ্যাকুয়াম ক্লীনার্সও বিক্রি করে বেড়িয়েছি মাস চারেক। আরও হরেক রকম কাজের সঙ্গেও আমি যুক্ত ছিলাম। বোটানিক্যাল গার্ডেনে গাছপালার তত্ত্বাবধানের কাজেও নিযুক্ত ছিলাম কিছুদিন। সেই সময় নানাবিধ ফুল সম্পর্কে আমাকে অনেক কিছু জানতে হয়েছিল।

মেয়েদের আমি পছন্দও করি। কিন্তু এ পর্যন্ত এমন একজনেরও দর্শন পাইনি যাকে একেবারে অপরিহার্য বলে গণ্য করা চলে। মেয়েদের ভাল লাগে ঠিকই, কিন্তু একজনের সঙ্গে পরিচয়ের পালা সাঙ্গ করে নতুন করে আর একজনের সঙ্গে পরিচিত হতে আমার মনে কোন দ্বিধা দেখা যায় না। বরং বেশ ভালই লাগে। আমার কাছে মেয়েরা যেন আমার এই বৈচিত্রময় কর্মজীবনের মতো। কিছুদিনের জন্যে এক জায়গায় আটকে থাকি, তারপরে সব কিছুই কেমন বর্ণহীন, একঘেয়ে লাগে। নতুনের সন্ধানে ছুটে বেরিয়ে পড়ি। স্কুল ছাড়ার পর থেকে এইভাবেই বয়ে চলেছে আমার জীবনস্রোত।

দু দিন আগে রেসের মাঠে মোটা রকম একটা দাঁও মেরেছি একটা অখ্যাত, বেনামী ঘোড়ার পেছনে আমার যাবতীয় সম্বল লাগিয়ে দিয়েছিলাম। বরাতক্রমে সেই ঘোড়াটাই বাজি মারল। ঘোড়ার দৌলতেই আমার এই নবাবি। কত আর দাম হবে ছবিটার? কুড়ি পাউণ্ড। খুব বেশি হলে পঁচিশ পাউণ্ড। অন্তত একবার জিজ্ঞেস করে দেখা যাক না। তার জন্যে কেউ তো আমায় গিলে ফেলবে না। কিছুটা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতেই কাঁচের দরজা ঠেলে দোকানের ভেতরে ঢুকে পড়লাম। মনে মনে আমি কিন্তু তখন খুবই রক্ষণাত্মক।

আভ্যন্তরীন পরিবেশটা বেশ স্নিগ্ধ, মনোরম। মেঝের ওপর পুরু কার্পেট পাতা। হাঁটা-চলার সময় কোন শব্দ হয় না। কাউন্টার ছেড়ে যে ভদ্রলোক চোখেমুখে পেশাদারী ভদ্রতার হাসি ফুটিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন তিনিও রীতিমত ঝকমকে চেহারার। পুরুষদের সাজপোশাকের বিজ্ঞাপনে যাদের ছবি ছাপা হয় ভদ্রলোক যেন তাদেরই কোন প্রতিনিধি। তাকে দেখে আমার চেয়ে খুব একটা উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি বলে মনে হল না। আমার অভিপ্রায় জানতে পেরে তিনি শো-কেস থেকে ছবিটা খুলে এনে সামনে দেওয়ালের গায়ে টাঙিয়ে দিলেন।

'সত্যিই শিল্পীর এক অপূর্ব সৃষ্টি!' ছবিটার ওপর হালকাভাবে পালকের ঝালর বোলাতে বোলাতে ঘাড় দুলিয়ে মন্তব্য করলেন ভদ্রলোক।

'দাম কত?' কোন ভূমিকা না করেই আমি সরাসরি মূল প্রশ্নে পৌঁছতে চাইলাম।

উত্তর শুনে আমার প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম।

'পঁচিশ হাজার।' সহজ সুরেই আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন তিনি।

কোরকমে নির্বিকার ভাবটা বজায় রাখলাম। আমি যে ভেতরে ভেতরে ভীষণ বিচলিত বোধ করছিলাম, বাইরে তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ ঘটতে দিলাম না।

'দামটা যদিও খুব বেশি, তবে নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর কাজ।' আলতোভাবে মন্তব্যটা ছুঁড়ে দিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালাম। পঁচিশ হাজার পাউণ্ড! কানে শুনেও কথাটা বিশ্বাস করা যায় না।

'হ্যাঁ....তা বটে!' ভদ্রলোকের কণ্ঠেও ক্ষোভের সুর ঝরে পড়ল। 'দামটা বাস্তবিকই মাত্রাছাড়া।' ছবিটা দেয়াল থেকে খুলে নিয়ে তিনি আবার শো-কেসের মধ্যে যথাস্থানে সাজিয়ে রাখলেন। 'তবে সত্যিই আপনার রুচির প্রশংসা করতে হয়।'

আমার মনে হল আমরা যেন পরস্পর পরস্পরকে ঠিকমত চিনতে পেরেছি। ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার আমি বণ্ড স্ট্রীটের ফুটপাতে এসে দাঁড়ালাম।



আমি লেখক নই। পূর্বাপর সামঞ্জস্য যথাযথ বজায় রেখে সবকিছু গুছিয়ে লিখে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন এই ছবিটার দৃষ্টান্তের কথাই ধরা যাক। আমার জীবনের সঙ্গে এর কোন যোগসূত্র নেই। তবু মনে হয় কোথায় যেন একটা অলিখিত সংযোগ রয়ে গেছে।

স্যানটনিকস সম্পর্কে অবশ্য এখনও বিশেষ কিছু বলা হয়নি। পেশায় তিনি একজন স্থপতি। সে তথ্যটা কিন্তু কষ্ট করে আপনাকে নিজেই সংগ্রহ করে নিতে হবে। স্থপতিদের সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ ছিল না। তার প্রয়োজনও ছিল না কোন। চলার পথেই দৈবাৎ আমাদের দুজনের পরিচয় ঘটে গেছে। আমি তখন এক আন্তর্জাতিক ট্যুরিস্ট কোম্পানির মাইনে-করা শোফার। পয়সাওলা সব যাত্রীদের নিয়ে আমাকে বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করতে হয়। আমার গাড়ির যাত্রীরা সকলেই প্রায় প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ। আরও একটি ব্যাপারে তাদের মধ্যে গভীর সাদৃশ্য নজরে পড়ে। তারা প্রত্যেকেই যে পরিমাণ ধনী বা বিত্তবান, শারীরিক দিক থেকে ঠিক সেই পরিমাণ অসুস্থ, অসুখী। প্রায় সকলেই কোন না কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে। এই সমস্ত ব্যক্তিদের নিয়ে চলাফেরা করতে করতে স্বাভাবিক ভাবেই পার্থিব বিভাব-বৈভব সম্পর্কে কেমন একটা নিরাসক্তির উদয় হয়।

ভাবনা তাদের জীবনের প্রায় অর্ধেকটা গ্রাস করে ফেলেছে। তাদের যৌন-জীবনও মোটেই প্রীতিকর নয়। কারুর ঘরে হয়ত রূপসী স্ত্রী আছে। কিন্তু সেই মক্ষীরাণী স্বামীদেবতাকে ছেড়ে নিজের বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে সময় কাটানোই বেশি পছন্দ করে। কারুর স্ত্রী আবার এতই মুখরা এবং কর্তৃত্বময়ী যে স্বামীকে যেন লাগাম ধরে দুনিয়ার হাটে চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। না....আমি আর ওসবের মধ্যে নেই। আমি...মাইকেল রজার, দিব্যি নিজের মর্জিমাফিক দুনিয়ার যত্রতত্র ঘুরছি ফিরছি, মাঝেমধ্যে সময় সুযোগমতো সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে অল্পস্বল্প ভাব ভালবাসাও চালিয়ে যাচ্ছি। তবে মিথ্যে ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কি।

আমার বিশ্বাস, আরও একটা সুপ্ত বাসনা আমাকে এইভাবে দুনিয়ার হাটে হাটে পথ চলার প্রেরণা জুগিয়েছিল। আমি যেন একই সঙ্গে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা লাভের আশায় মনে মনে প্রতীক্ষা করে আছি।....যা হোক, কথা না বাড়িয়ে আমাদের আবার স্যানটনিকসের প্রসঙ্গেই ফিরে আসা যাক। একবার এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে নিয়ে রিভারিয়া যেতে হয়েছিল। ভদ্রলোক অগাধ টাকা খরচ করে সেখানে একটা বাড়ি তৈরি করাচ্ছেন। কাজটা ঠিকমত এগোচ্ছে কিনা তিনি তার সরেজমিন তদন্ত করতে যাচ্ছেন। যাঁর তত্ত্বাবধানে বাড়িটা তৈরি হচ্ছে সেই স্থপতির নাম মিঃ স্যানটনিকস। স্যানটনিকস কোন দেশের লোক নাম শুনে তার হদিস পেলাম না।

সেদিন আমার সেই বৃদ্ধ যাত্রী রিভারিয়ায় তাঁর অসমাপ্ত বাড়ি দেখে রেগে আগুন। আমি গাড়ি থেকে নেমে বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই যাচ্ছিলাম। 'আমি আপনাকে যা বলেছিলাম আপনি শোনেননি!' তিনি

প্রায় ফুঁসে উঠলেন স্যানটনিকসকে লক্ষ্য করে, ‘শুধু আমার টাকার শ্রাদ্ধ করে গেছেন! এত বেশি খরচ করিয়ে দিয়েছেন যে সে বিষয়ে আগে আমার কোন ধারণাই ছিল না। খরচের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল তার সীমা অনেক আগেই ছাড়িয়ে গেছে।’

‘আপনি খাঁটি কথাই বলেছেন।’ অকপটে জবাব দিলেন স্যানটনিকস। ‘তবে আসল কথাটা হচ্ছে, টাকাটা তো খরচ করতেই হবে।’...

‘না, খরচ করতে হবে না।’ আবার গর্জে উঠলেন ভদ্রলোক। ‘আমার টাকা আমি এভাবে নয়ছয় হতে দেব না। এখন থেকে আমি যে বাজেট করে দেব, তার মধ্যেই চলবেন। বুঝেছেন?’

‘তাহলে আপনার মনের মতো বাড়ি আপনি আর পাচ্ছেন না।’ স্যানটনিকস নির্বকার, অবিচল। ‘আপনি ঠিক কোন্ ধরনের বাড়ি চাইছেন, আমি জানি। অনেক পরিশ্রম করে সেই বাড়িই আমি আপনাকে তৈরি করে দিচ্ছি।

‘কিন্তু...কিন্তু...এই সাংঘাতিক খরচের ধাক্কা...’

‘আপনি মিথ্যেই ভয় পাচ্ছেন। আপনাকে নিয়ে মূল সমস্যা হচ্ছে, নিজের চাহিদা সম্পর্কে আপনার ধারণা মোটেই পরিস্কার নয়। এ বিষয়ে আমার পারদর্শিতা অভূতপূর্ব। লোকে কি চায় আমি জানি। আপনি চান বৈশিষ্ট্য, আভিজাত্য। আমি আপনার সেই চাহিদাই পূরণ করব। আমার কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ।’...

এক ফাঁকে স্বয়ং স্যানটনিকসের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়ে গেল। কথা প্রসঙ্গে তিনি আমায় বললেন, ‘সকলের জন্যেই আমি বাড়ি তৈরি করি না। আমি আমার পছন্দমত মক্কেল বেছে নিই।’

‘অর্থাৎ যারা প্রচুর বিত্তবান...’

‘সে তো অবশ্যই।’ খানিকটা যেন ধমকের সুরেই আমাকে থামিয়ে দিলেন তিনি। ‘প্রভূত সম্পদের মালিক না হলে বাড়ি তৈরির খরচ যোগাবে কি করে? তবে আমি আমার নিজের লাভ লোকসান নিয়ে একটুও মাথা ঘামাই না।...আমার মক্কেলরা অবশ্য সকলেই বেশ ধনী ব্যক্তি, কারণ আমি যে ধরনের বাড়ি তৈরি করি তাতে খরচ বিস্তর। মূল কথাটা হচ্ছে, যা হোক তা হোক করে মাটির ওপর একটা বাড়ি তুলে ফেলাটাই আসল ব্যাপার নয়। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে সেটা যথাযথ মানান-সই হওয়া চাই।

এরপর এই রিভারিয়াতেই বার দু-তিন আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। বাড়িটাও তখন প্রায় তৈরি হয়ে গেছে। নবনির্মিত সেই প্রাসাদপুরীর সৌন্দর্যগাথা ভাষায় প্রকাশ করতে যাওয়া আমার পক্ষে নিতান্তই ধৃষ্টতা হয়ে দাঁড়াবে। এর মধ্যেই স্যানিটনিকস হঠাৎ একদিন আমায় বললেন, ‘তোমার জন্যেও আমি একটা বাড়ি তৈরি করে দিতে পারি। কারণ তুমি ঠিক কি চাও তা আমার অজ্ঞাত নয়।’

আমি সন্দেহভরে মাথা নাড়লাম। ‘কি রকমটা যে চাই তা আমি নিজেই জানি না!’

‘তা হয়ত জান না। তোমার হয়ে আমিই সেটা জেনে নিয়েছি।’ অলপে থেমে অবশেষে হতাশ ভঙ্গিতে ঘাড় দোলালেন। ‘এটা খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে তুমি যথেষ্ট ধনী নও।’

লক্ষ্মী দেবীকে বেঁধে রাখার ব্যাপারে আমি ততটা দক্ষ বা তৎপর নই।’

‘হ্যাঁ, তুমি অবশ্য যথেষ্ট উচ্চাকাঙ্ক্ষী নও। এই বোধটা তোমার মধ্যে এখনও ভাল করে জেগে ওঠেনি। তবে এর বীজ তোমার ভেতরে সুপ্ত আছে। আমি জানি। কিছুই আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না।’

‘তাহলে এই কথাই রইল!’ আমি বললাম, ‘যেদিন আমার অন্তর্নিহিত এই সুপ্ত বোধটা প্রবলভাবে জেগে উঠবে, এবং আমি যখন অগাধ বিত্তের অধিকারী হব, সেদিন আমার জন্যে একটা বাড়ি তৈরি করে দিতে আপনাকেই আমি আহ্বান জানাব।’

স্যানটনিকসের কথা প্রায়ই আমি চিন্তা করতাম। অন্য যে-কোন ব্যক্তির চেয়ে তিনি আমার মনে গভীরভাবে দাগ কাটতে পেরেছিলেন। জীবনে সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনার কথা মানুষ তার স্মৃতিতে ধরে রাখে। এই নির্বাচনের পদ্ধতিটাও কেমন মজার।

যে সমস্ত ছবি সারাক্ষণ আমার মানসপটে ভিড় করে থাকত সেগুলো হচ্ছে, স্যানটনিকস আর তার তৈরি রিভারিয়ার সেই প্রাসাদপুরী, বণ্ড স্ট্রীটের দোকানে দেখা পঁচিশ হাজার পাউণ্ডের একখানা তৈলচিত্র; জিপসি একরের মনোরম পাহাড়ী পরিবেশে টাওয়ার নামে এক প্রাচীন সৌধের ভগ্নাবশেষ। পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা রহস্যময়ী জিপসি বুড়ি, আর তার খড়ের ঝুপড়ি। আমার স্বপ্নের মধ্যে এরা সদলবলে এসে হানা দিত।

আমরা—যুবকেরা যে সমস্ত মেয়েদের সঙ্গে হরবকত মেলামেশা করি তাদের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গড়ন, এবং দেহের বিশেষ বিশেষ অংশের খাঁজখোঁজের দিকেই তখন আমাদের সজাগ দৃষ্টি থাকে। মনে মনে ভাবি, এদের মধ্যে বিশেষ কাউকে কি বরাবরের মতো জীবন-সঙ্গিনী করে নেওয়া চলে। নাকি আমি মিথ্যেই অপচয় করছি। যত বেশি সংখ্যক মেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায় মনের অহমিকা বোধটাও বেড়ে যায় সেই অনুপাতে। নিজেকে একটা বিরাট কিছু বলে ভাবতে ভাল লাগে।

তবে এটাই যে শেষ কথা নয় সে বিষয়ে তখনও পর্যন্ত আমার কোন ধারণা ছিল না। আমার বিশ্বাস সকলের জীবনেই কোন না কোন সময় ব্যাপারটা ঘটে থাকে। কারুর হয়ত দুদিন আগে, কারুর দুদিন পরে। এবং যখন ঘটে তখন একবারে হঠাৎই ঘটে যায়।



নিলামের তারিখটা আমি ভুলে যাইনি। হাতে তিন হপ্তার মতো সময় ছিল। ইতিমধ্যেই দুবার যাত্রী নিয়ে আমাকে দুরপাল্লার ট্রিপ দিতে হয়েছে। একবার ফ্রান্সে, একবার জার্মানি।

আগেই বলেছি, এ ধরনের কোন নিলামে ইতিপূর্বে আমার কখনও উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য ঘটেনি। ভেবেছিলাম প্রথম অভিজ্ঞতাটা নিশ্চয় খুবই রোমাঞ্চকর হবে। কিন্তু আমাকে পুরোপুরি হতাশ হতে হল। এমন একটা নিষ্প্রাণ, বর্ণহীন সমাবেশে জীবনে কদাচিৎই যোগ দিয়েছি। যা হোক আধঘন্টার মধ্যেই নিলামের কাজ শেষ হয়ে গেল। নিলামদার হতাশ ভঙ্গিতে ঘোষণা করল, এই সম্পত্তির জন্যে সর্বনিম্ন যে দর বাঁধা ছিল ডাক সেই পর্যন্ত না পৌছনোর ফলে আজকের মতো নিলাম বন্ধ রইল।

আমি সোজা রাস্তায় এগিয়ে চললাম। কোথায়, কি উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছি সে বিষয়ে কিছু মাত্র ধারণা ছিল না। আমার পা দুটো যেন আপন খেয়ালে আমাকে এই ছায়া ঘেরা পাহাড়ী পথে টেনে নিয়ে চলেছে। মাথার ওপর অনেক উঁচুতে আকাশের বুকে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন টাওয়ারের ভগ্নাবশেষ।

এই সর্পিল পথেরই এক বাঁকের মুখে ইলিয়ার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। পত্রবহুল দীর্ঘ এক ফার গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিল ইলিয়া। দু চোখের আয়ত দৃষ্টির গভীরে এক অদ্ভুত স্বপ্নের ঘোর। আমার কেমন মনে হল, যেন এক মুহূর্ত আগেও পৃথিবীর কোথাও এই মেয়েটির কোন অস্তিত্ব ছিল না। এই ফার গাছটার নিচে আচম্বিতেই ওর আবির্ভাব ঘটেছে। পরিধানে গাঢ় সবুজ রঙের টুইডেরে পোশাক। মাথার চুল শরৎকালের গাছের পাতার মতো বাদামী। এ ছাড়াও তার মধ্যে আরও খানকটা অপার্থিব উপাদান যেন মিলেমিশে আছে। তার দিকে দৃষ্টি পড়তেই আমি স্তম্ভিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়লাম। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে বিনীত কণ্ঠে বললাম, 'আমি আন্তরিক দুঃখিত। এভাবে আপনাকে চমকে দেবার কোন ইচ্ছা ছিল না। এখানে যে আর কেউ আছে সে বিষয়ে কোন ধারণাই ছিল না আমার।'

'না...না, তাতে কি হয়েছে!' মৃদু হেসে মেয়েটি আমাকে আশ্বস্ত করল। 'আমিও এখানে দ্বিতীয় কোন জনপ্রাণীর উপস্থিতি আশা করিনি।...সত্যিই চারপাশটা যা নির্জন!' কথা বলতে বলতে মেয়েটি যেন ঈষৎ কেঁপে উঠল।

সেদিন বিকেলের দিকে বেশ একটা সুশীতল বাতাস বইছিল। মেয়েটির এই কাঁপুনি নিশ্চয় ঠাণ্ডা বাতাসের জন্যে নয়। আমি দু-এক পা সামনে এগিয়ে গেলাম।

'টাওয়ার না কি যেন নাম বাড়িটার!' স্বগতোক্তির সুরে বিড়বিড় করল ও। তখন কিন্তু টাওয়ারের

টা-ও খুঁজে পাওয়া যায় না।'

'নামটা আমিও শুনেছি।' মাথা নেড়ে মেয়েটির কথার সমর্থন জানালাম। 'লোকে বলে টাওয়ার নামটা খুব জমকালো শোনাবে বলেই এ বাড়ির সাবেক বাসিন্দারা বাড়িটার এই নামকরণ করেছিল।'

আমার কথায় তরুণীর ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো হাসির আভাস উঁকি দিল। 'তাই হয়ত হবে!' একটু থেমে আবার বলল, 'আমি অবশ্য সঠিক বলতে পারি না, তবে শুনেছি এই জায়গটা নাকি নিলামে বিক্রি হবার কথা।'

'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন।' আমি জবাব দিলাম। 'সেই নিলাম থেকেই আমি সোজা এখানে চলে এসেছি।'

'ওহো...তাই বুঝি!' আমার কথায় বেশ অবাক হল তরুণী। 'আপনিও কি এই জমিটা সম্পর্কে আগ্রহী?'

'এমন একটা জায়গা কেনার মতো সামর্থ্য আমার নেই, কারণ আমি লোকটা মোটেই ধনী নই। যদিও জায়গাটা যে আমার খুবই ভাল লেগেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার কথা শুনে আপনি নিশ্চয় মনে মনে হাসছেন, তবে টাকা থাকলে আমি নিজেই এটা কিনে নেবার চেষ্টা করতাম।'

মেয়েটির হাত ধরে আমি তাকে পাশেই আর একটা জায়গায় নিয়ে এলাম। আমার আচার-ব্যবহারের মধ্যে যদি শিষ্টাচারের কোন অভাব ঘটে থাকে তবে মেয়েটি তা খেয়াল করেনি। তাছাড়া নবাগতা এই মেয়েটিকে আশেপাশের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ছাড়া আমার অন্য কোন উদ্দেশ্যও ছিল না।

দু'ধারে উঁচু খাড়াই পাহাড়, মাঝখানে নির্জন আরণ্যক উপত্যকা। মনে হয় প্রকৃতির পটে আঁকা কোন স্বর্গীয় শিল্পীর একখানা অপূর্ব ছবি। এমন একটা পটভূমিতে এতখানি ফাঁকা জমির ওপর কত সুন্দর বাড়িই যে তৈরি করা যায়। প্রাচীন সৌধটা যেখানে আছে সেখানে নয়, তার থেকে শ-খানেক গজ দক্ষিণে। তবে তেমন একটা বাড়ি তৈরি করা যার-তার কর্ম নয়, সেই স্থপতিকেও দস্তুরমতো প্রতিভাবান হতে হবে।'

'তেমন কোন প্রতিভাবান স্থপতি কি আপনার জানা আছে?' ঈষৎ দ্বিধা গ্রস্তচিত্তেই প্রশ্ন করল মেয়েটি।

'একজনকে অবশ্য আমি জানি।' একটু থেমে জবাব দিলাম তার প্রশ্নের।

তারপর ধীরেসুস্থে স্যানটনিকসের ইতিবৃত্ত তাকে খুলে বললাম। একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে পাশাপাশি বসে ছিলাম দুজনে। আমাদের পরিচয়ের পর্বটাও ততক্ষণে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে এসে পৌঁছেছে। দুজনেই দুজনের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, নতুন। অথচ আমি আলাপ পরিচয়ের ফাঁকে ফাঁকে আমার মনের নানান রঙিন স্বপ্নের কথাও তাকে খুলে বললাম অনায়াসে।

স্বপ্ন স্বপ্নই। আমি জানি কোনদিনই তা সত্য হয়ে ধরা দেবে না। তবুও মনে মনে কল্পনা করতে কত ভাল লাগে।

'এমন একটা বাড়ির সাধ আমিও বহুদিন ধরে মনের নিভৃতে পোষণ করছি।' ইলিয়া আমার সুরে সুর মেলালো, 'এখন যেন নতুন করে আমার দৃষ্টি খুলে গেল। বাস করার পক্ষে সত্যিই জায়গাটা আদর্শ। মনে হয় যেন স্বপ্নটাই সত্যি হয়ে ধরা দিয়েছে।'

প্রথম সূত্রপাতটা এইভাবেই। আমি আর ইলিয়া, দুজনে। আমার মূলধন শুধু স্বপ্ন আর ইলিয়ার বিদ্রোহী অন্তরাত্মা পারিপার্শ্বিক পরিবেষ্টনীর শাসন-বাঁধন ভেঙে মুক্তি পেতে চায়। খানিক বাদে কথাবার্তা বন্ধ করে আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'তোমার নাম?' ইলিয়া প্রথম প্রশ্ন করল।

'মাইক রজার।' আমি জবাব দিলাম। মাইকটা অবশ্য মাইকেলের অপভ্রংশ।...আর...'

'আমার নাম?' কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল ইলিয়া। অবশেষে দম নিয়ে বলল, 'ফিনেলা।...ফিনেলা গুডম্যান।'

ইলিয়ার অস্বস্তি ভরা চোখের দৃষ্টি আমার মুখের ওপর থমকে রইল সেকেণ্ড দু-চার। এক সময় নিজেই আবার চোখ ফিরিয়ে নিল। প্রথম সাক্ষাতে আলাপ-পরিচয়টা এর বেশিদূর পর্যন্ত গড়ায়নি। কিন্তু আমরা দুজনেই দুজনকে গভীরভাবে লক্ষ্য করছিলাম। আমরা দুজনেই মনে মনে চাইছিলাম আবার আমাদের দেখা হোক।



এখান থেকেই ইলিয়ার সঙ্গে আমার পরিচয়-পর্বের শুরু। আমার যাযাবর জীবনের রঙ্গমঞ্চে ইলিয়ার প্রথম পদক্ষেপ। তবে শুরুতেই পরিচয়টা তত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেনি। আমাদের উভয়েরই আরও অনেক ব্যক্তিগত কথা ছিল যা আমরা প্রকাশ করিনি। খানিকটা যেন জোর করেই চেপে রেখে দিয়েছিলাম বুকের মধ্যে।

ফিনেলা যখন আমাকে ওর নাম বলল, তখনই ওকে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত মনে হচ্ছিল। তাই আমার সন্দেহ হল, ওটা হয়ত ওর আসল নাম নয়। এই নতুন নামটা এই মুহূর্তে ও মাথা থেকে বের করেছে। আমার ধারণা অবশ্য ভুলও হতে পারে। হয়ত আসল নামটাই আমাকে বলেছে। আমি তো আমার প্রকৃত নাম গোপন করিনি।

খানিকটা খাপছাড়া ভাবেই হঠাৎ আমি প্রশ্ন করে বসলাম, 'মিস গুডম্যান, তুমি কি আশপাশেই কোথাও থাকো?'

জবাবে যা বলল তাতে বোঝা গেল আপাতত ও নাকি মার্কেট কডওয়েলের এক হোটেলে এসে উঠেছে। মার্কেট কডওয়েল এখান থেকে মাইল চার পাঁচ দূরে বাণিজ্য-কেন্দ্রিক একটা ছোট শহর। তিন-তারা মার্কা একটা হোটেলও আছে সেখানে। ফিনেলা নিশ্চয় সেই হোটেলেই উঠেছে। তারপর ঈষৎ বিব্রত কণ্ঠে আমায় জিজ্ঞেস করল, 'রজার, তোমার বাড়ি কোথায়?'

'আমি থাকি অনেক দূরে।' ধীরে ধীরে জবাব দিলাম। 'শুধু আজকের জন্যেই এখানে এসেছি।'

'চল, হাঁটা ছাড়া যখন গতি নেই তখন না হয় একসঙ্গে গল্প করতে করতেই ফেরা যাক। অন্তত সামনের ওই গ্রামটা পর্যন্ত।'

কিছুটা পথ এগোবার পর একটা বাঁকের মুখে ঠিক ভোজবাজির মতোই আমাদের চোখের সামনে হঠাৎ এক ছায়ামূর্তির আবির্ভাব ঘটল। পথের পাশে একটা ঝাঁকড়া-মাথা ফার গাছের আড়াল থেকেই যেন বেরিয়ে এল মূর্তিটা।

ইলিয়ার গলা দিয়ে একটা আর্ত চিৎকার উঠে এল। আমিও হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। পরে ভাল করে তাকিয়ে দেখি, আগের দেখা সেই জিপসি বুড়ি মিসেস লী। আজ তার চেহারা আরও বেশি উগ্র আর ভয়ঙ্কর। এক মাথা রুক্ষ কালো চুল বাতাসে উড়ছে। গায়ে লাল রঙের বেঢপ একটা পোশাক। চোখে মুখে দৃঢ় কর্তৃত্বের ব্যঞ্জনা ওর আকৃতিকে যেন আরও দীর্ঘতর করে তুলেছে।

'তোমরা দুটিতে জোড় বেঁধে এখানে কি করছ?' প্রশ্ন করল বুড়ি লী। 'এই জিপসি একরেই বা হাজির হলে কি উদ্দেশে?'

'কেন?' ইলিয়ার গলায় ক্ষীণ প্রতিবাদের সুর। 'আমরা তো আর অন্য কারুর জমিতে বেআইনী প্রবেশ করিনি?...করেছি কি?'

'তা না করলেই বা! এটা ছিল আদতে আমাদের অর্থাৎ কিনা জিপসিদের এলাকা। জায়গাটার নামও তাই জিপসি একর। কিন্তু ওরা গায়ের জোরে জিপসিদের তাড়িয়ে দিয়ে পুরো এলাকাটা দখল করে নিয়েছে। এখানে কোনদিন কারুর কোন মঙ্গল হয়নি। এখানে এভাবে ঘুরে বেড়ানোটা তোমাদের পক্ষেও শুভ হবে না।'

বুড়ির কণ্ঠস্বর বেশ কর্কশ আর ভাঙা ভাঙা। 'শোন বাছারা. তোমাদের ভালোর জন্যেই বলছি। তোমাদের দজনকে দেখতেও খুব সুন্দর। তোমরা মিথ্যে এখানে সময় নষ্ট করে নিজেদের দুর্ভাগ্যকে

ডেকে এনো না। এ জায়গা যে কিনবে কখনও তার ভাল হবে না। বহু যুগ ধরে এই এলাকাটা অভিশপ্ত হয়ে আছে। এখান থেকে যত দূরে পার সরে যাও। জিপসি একরের কথা এক মুহূর্তের জন্যেও মনে রেখো না। এখানে চারদিকে শুধু মৃত্যুর হিম নিঃশ্বাস বইছে। এখানে যে বাস করতে আসবে মৃত্যুই হবে তার অনিবার্য পরিণতি। ভালয় ভালয় যে যার বাড়ি ফিরে যাও। পরে যেন অভিযোগ কোরো না, বুড়ি লী আগে থেকে তোমাদের সাবধান করে দেয়নি দেখি তোমাদের হাতটা।'

'কিন্তু আমি আমার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা আগাম জানতে চাই না।'

'ভবিষ্যতের ব্যাপার-স্যাপার সম্পর্কে আগে থেকে ওয়াকিবহাল হয়ে থাকা যায়।...এতে অহেতুক ঘাবড়ে যাবার কি আছে?

গণৎকারের কাছে হাত দেখিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ জেনে নেবার ব্যাপারে সব মেয়েরই এক ধরনের দুর্বলতা আছে, এটা আমি অনেকবারই লক্ষ্য করেছি। আমার পূর্বপরিচিত অনেকেরই এই দুর্বলতা ছিল। মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে বেশ কয়েকবারই এজন্যে আমাকে কিছু গচ্চা দিতে হয়েছে। ইলিয়া নিজের ব্যাগ খুলে আধ ক্রাউন মূল্যের দুটো মুদ্রা বার করে বুড়ির হাতে দিল।

'এই তো আমার সোনা মেয়ে! তুমি তোমার উপযুক্ত কাজই করেছ। এবার এই বুড়ি লীর সব কথা মন দিয়ে শোন।'

ইলিয়া পশমের দস্তানা খুলে ফুলের মতো কোমল ওর বাঁ হাতের তালুটা বুড়ির সামনে মেলে ধরল। বাড়ানো হাতটা চোখের সামনে টেনে নিয়ে গভীর দৃষ্টিতে মিনিটখানেক তাকিয়ে রইল বুড়ি। দেখতে দেখতে ওর হাবভাবের মধ্যেও কেমন একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটল। স্বগতোক্তি সুরে অস্পষ্ট কণ্ঠে বিড়বিড় করল বারকয়েক, 'এ আমি কি দেখছি!...এ আমি কি দেখছি!'...

হঠাৎই বুড়ি ইলিয়ার ধরে থাকা হাতটা ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল। গলার স্বর গম্ভীর থমথমে। 'আমি যদি তুমি হতাম, তবে আর এক মুহূর্ত দেরি না করে এই অভিশপ্ত জিপসি একর ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যেতাম। তুমিও যত শীগগির সম্ভব এখান থেকে চলে যাও।'

'এ ব্যাপারে তোমার একটা বাতিক আছে দেখছি!' খানিকটা ধমকের সুরেই বুড়িকে থামাতে চেষ্টা করলাম। 'তাছাড়া এই ভদ্রমহিলার সঙ্গেও তোমাদের এই জিপসি একরের কোন সম্পর্ক নেই। নেহাৎ বেড়াতে বেড়াতেই এদিকে চলে এসেছেন।'

বুড়ি আমার ধমকে কোন কান দিল না। আগের মতো একই সুরেই বুড়িকে থামাতে চেষ্টা করলাম। 'তাছাড়া এই ভদ্রমহিলার সঙ্গেও তোমাদের এই জিপসি একরের কোন সম্পর্ক নেই। নেহাৎ বেড়াতে বেড়াতেই এদিকে চলে এসেছেন।'

বুড়ি আমার ধমকে কোন কান দিল না। আগের মতো একই সুরে ইলিয়াকে লক্ষ্য করে বলে চলল, 'আমি বাছা খাঁটি কথাই বলছি। সত্যিই আমি তোমাকে সাবধান করে দিতে চাই। তোমার দয়ার শরীর, ইচ্ছে করলে তুমি সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পার। তবে ওই যা বললাম, নিজের বিপদ সম্পর্কে সর্বদা সাবধান থাকতে হবে। এমন কোন জায়গায় পা বাড়াবে না যে জায়গা বিপজ্জনক বা অভিশপ্ত।'

কিছুটা অদ্ভুত ভঙ্গিতেই বুড়ি লী ইলিয়ার দেওয়া মুদ্রা দুটো আবার তার হাতের মধ্যে গুঁজে দিল। মুখে কিন্তু বিড়বিড় করে বকে চলেছে অনর্গলভাবে। কি বলছে ঠিক বোঝা যায় না। মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো যা দু-চারটে কানে ভেসে এল তাতে মনে হল,...নিয়তি কি নিষ্ঠুর!...বিধাতার একি বিধান, এই জাতীয় নানান খেদোক্তি। তারপর বেশ দ্রুত পায়েই সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'কি সাংঘাতিক বুড়ি রে বাবা!' নিজেকে শুনিয়েই যেন বলে উঠল ইলিয়া। ওর দু চোখের শঙ্কিত দৃষ্টি বুড়ির চলে যাওয়া পথের দিকেই নিবদ্ধ।

...আরে, তুমি যে দেখছি রীতিমত কাঁপতে শুরু করে দিয়েছ?' ইলিয়ার দিকে তাকিয়ে আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। 'চল, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ফেরা যাক। দ্রুত পথ হাঁটলে আপনা থেকেই শরীরটা গরম হয়ে উঠবে।...আচ্ছা, আমার উপস্থিতির জন্যে তোমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'না...না, সেজন্যে আমার আবার অসুবিধের কি আছে?'

পথে যেতে যেতে এক ফাঁকে কোন রকমে বলে ফেললাম, 'আগামীকাল মার্কেট কডওয়েলে আমার যাবার কথা। অবশ্য তখনও পর্যন্ত তুমি সেখানে থাকবে কিনা আমার জানা নেই। তবে নিতান্ত যদি থেকে যাও...আর...আর তোমার নিজের যদি কোন আপত্তি না থাকে...তাহলে...তাহলে কি আবার আমাদের দেখা হতে পারে না?'

আমার দু চোখের দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরানো। কান দুটোও টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। কি জাতীয় উত্তর মিলবে এখনও তার কোন আভাস পাচ্ছি না।

'তা হয়ত পারে।' ইলিয়া ধীরে ধীরে ঘাড় দোলাল। 'কারণ সন্ধ্যের ট্রেনে আমি লণ্ডনে ফিরে যাব। বিকেলে আমার কোন কাজ নেই।'

'তাহলে...তাহলে আমি হয়ত খুবই ধৃষ্টতা প্রকাশ করে ফেলেছি...'

'এতখানি কিন্তু কিন্তু করার কোন কারণ নেই। আসল কথাটা কি?'

'তাহলে কোন কাফেতে...ব্লু ডগ বা তেমন কোন জায়গায়...?

রেস্তোরাঁ হিসেবে ব্লু ডগ আমার খুবই প্রিয়, তবে তোমার যদি কোন আপত্তি থাকে...'

'ব্লু ডগ তো খুবই ভাল কাফে। ঠিক আছে বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ আমি সেখানে পৌঁছে যাব।'

সে যা হোক এইভাবেই ইলিয়ার সঙ্গে আমার প্রাথমিক পরিচয়ের সূত্রপাত। পরের দিন মার্কেট কডওয়েলে আবার আমাদের দেখা হল। আমিই আগে থেকে অপেক্ষা করেছিলাম ওর জন্যে। দুজনের জন্যে চায়ের অর্ডার দিয়ে আমরা গল্প শুরু করলাম। যদিও আলাপ পরিচয়ের পালা খুব বেশিদূর পর্যন্ত এগোলো না। আমরা আমাদের নিজেদের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই বলিনি। শুধু সাধারণ আর পাঁচটা বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলেই সময় কাটিয়ে দিচ্ছিলাম। এক সময় ইলিয়া ওর রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে সামান্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'এবার আমায় বিদায় নিতে হবে। সাড়ে পাঁচটায় আমার ট্রেন ছাড়বে।'

'আমি ভেবেছিলাম তুমি এখানে নিজের গাড়ি নিয়ে এসেছ।'

ইলিয়া যেন আমার কথায় ঈষৎ বিব্রত বোধ করল। তারপর জানাল গতকাল যে গাড়িটার কথা বলেছিল সেটা ওর নিজের গাড়ি নয়। তবে গাড়িটা যে আসলে কার সে বিষয়ে আর কিছু খুলে বলল না। আমাদের দুজনের মাঝখানে আবার একটা থমথমে নীরবতা নেমে এল। ইশারায় ওয়েটারকে ডেকে চায়ের বিল মিটিয়ে দিলাম। অবশেষে সোজাসুজি ইলিয়ার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললাম, 'আবার...আবার কি আমাদের দেখা হতে পারে না?'

ইলিয়া মাথা নত করে টেবিলের দিকে চেয়ে রইল। তারপর সেই একই ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, 'আগামী দু হপ্তা আমি লণ্ডনেই থাকব।'

'তাহলে কবে কোথায় তোমার সুবিধে হবে বল?'

তিনদিন বাদে রিজেন্ট পার্কের এক পূর্ব নির্ধারিত স্থানে আবার দেখা হল আমাদের। দিনটাও ছিল খুবই চমৎকার। মাঠের মধ্যেই একটা খোলামেলা রেস্তোরাঁয় বসে সেদিন কিছু খানাপিনাও করলাম দুজনে। পাশাপাশি পায়ে হেঁটে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম কুঈন মেরীর বাগানে। অবশেষে বাগানের এক নির্জন প্রান্তে দুটো ডেক চেয়ার বেছে নিয়ে দুজনে মুখোমুখি বসলাম। আমাদের গল্প শুরু হল আগের মতো। ঠিক তখন থেকে পরস্পরে কাছে কিছু কিছু ব্যক্তিগত কথাবার্তাও আমরা বলতে শুরু করলাম। আমি আমার নিজের কথা বললাম। খুব নামকরা একটা স্কুলে আমি লেখাপড়া শিখেছিলাম—এছাড়া বলার মতো কথা আমার নিজের বেশি কিছু ছিল না। আমার বিচিত্র কর্মময় জীবনের ইতিবৃত্তও ওকে শোনালাম। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, ইলিয়াও আমার এই ভবঘুরে জীবনের কাহিনী শুনে বেশ খানিকটা উত্তেজিত হয়ে উঠল।

একটু একটু করে নিজের কাহিনী শোনাল ইলিয়া। কিসের সুবাদে ওদের এত সম্পদ, আর সেই

সম্পদের বিনিময়ে কি কি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ করে সবই খুলে বলল। তবে আলোর পেছনে যেমন অন্ধকার, তেমনি ধনী হবার অভিশাপও কিছু কম নয়। ধনীদের জীবনযাত্রা প্রায়শই কত ক্লান্তিকর, দুর্বিষহ হয়ে থাকে। খুব ছোট বেলাতেই ইলিয়া মাকে হারিয়েছে। ওর বাবা অবশ্য পুনরায় বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু বছর কয়েক আগে তিনিও দেহ রেখেছেন। কথাবার্তার ধরনে যা আভাস পেলাম, বিমাতার সঙ্গে ওর সম্পর্ক তেমন প্রীতিপূর্ণ নয়। বছরের অধিকাংশ সময় ভদ্রমহিলা আমেরিকাতেই বাস করেন, তবে বাইরে বাইরে ঘুরেও বেড়ান প্রচুর পরিমাণে।

ওর বয়সী কোন মেয়ে যে প্রভূত বিত্তের মালিক হয়েও এভাবে এমন বন্দী জীবনযাপন করতে পারে সেটা আমার কাছে খুবই অবিশ্বাস্য ঠেকল। ও অবশ্য বড় বড় পার্টি বা এই ধরনের বিভিন্ন আনন্দ অনুষ্ঠানে প্রায়ই যোগ দেয়, কিন্তু সেই সব আমোদপ্রমোদের মধ্যে নিজে কোন আনন্দ খুঁজে পায় না।

'তাহলে প্রকৃতপক্ষে তোমার কোন বন্ধু নেই?' আমার কণ্ঠে বিস্ময়ের ঘোর। 'পুরুষ বন্ধুরা তো আছে?'

'আমাকে শুধু বাছাই-করা পুরুষদের সঙ্গেই মিশতে দেওয়া হয়।' ম্লান হাসল ইলিয়া। 'তারা প্রায় সকলেই এত বেশি ক্লান্তিকর, বৈচিত্র্যহীন...'

'এভাবে বেঁচে থাকাটা তো কারাসেরই সামিল।'

'আমারও মাঝে মাঝে তাই মনে হয়।'

'এবং এই পৃথিবীতে তোমার একান্ত প্রাণের বন্ধু বলতে কেউ নেই?'

'একজন আছে। সে হচ্ছে গ্রেটা।'

'গ্রেটা কে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'একজন ফরাসী ভদ্রমহিলা আমাকে এক বছর ফরাসী শিখিয়েছিলেন। তিনি আমাদের বাড়িতেই থাকতেন। ভদ্রমহিলা চলে যাবার পর আমাকে জার্মান ভাষা শেখাবার জন্যে গ্রেটাকে নিযুক্ত করা হল। এই জার্মান মেয়েটি আর সকলের চেয়ে একবারেই আলাদা।'

'মেয়েটিকে তোমার খুবই মনে ধরেছে বলতে হবে?'

'হ্যাঁ...অবশ্যই! গ্রেটাও আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করে।' ইলিয়া সমর্থনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'ও-ই একমাত্র পুরোপুরি আমার দলে। আমি যে মাঝে-মধ্যে ইচ্ছেমতো এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াই নিজের মর্জিমাফিক চলাফেরার সুযোগ পাই—তা শুধু ওর জন্যেই সম্ভব হয়। এর জন্যে হাজার রকম ঝক্কি-ঝামেলাও সামলাতে হয় ওকে। এমন কি অনেক সময় মিথ্যেও বলতে হয় ঝুড়ি ঝুড়ি। গ্রেটা নিজে ব্যবস্থা না করলে জিপসি একরেও আমার আসা হত না।'

'জিপসি একরেই বা হঠাৎ এভাবে আসতে গেলে কেন?' মৃদু হেসে ওকে জিজ্ঞেস করলাম। 'বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল কি?'

প্রশ্নের উত্তর দিতে অল্প সময় নিল ইলিয়া। 'গ্রেটা আর আমি দুজনে মিলে ফন্দী এঁটে এই ব্যবস্থা করেছিলাম। বাস্তবিকই ওর মতন এমন মেয়ে হয় না।...আর ও জানেও অনেক কিছু। মাঝে মাঝে এমন সুন্দর সব পরিকল্পনা ওর মাথায় আসে...'

'তোমার এই বন্ধুটি দেখতে শুনতে কেমন?'

'প্রকৃত অর্থেই গ্রেটা অপূর্ব সুন্দরী।' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ইলিয়া জবাব দিল। 'দীর্ঘাঙ্গী, দেহের গড়নও ভারি সুন্দর। মসৃণ রেশমের মতো একমাথা সোনালী চুল। ইচ্ছে করলে গোটা পৃথিবীটাই গ্রেটা হয়ত জয় করে নিতে পারে!'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি হয়ত ভদ্রমহিলাকে খুব একটা পছন্দ করে উঠতে পারব না।'

'তোমার হয়ত মনে মনে গ্রেটার ওপর হিংসে জাগছে, তাই...'

'হয়ত তাই। তবে গ্রেটা তোমার বড় বেশি প্রিয়পাত্র, তাই না?'

'সেকথা আমি একবারের জন্যেও অস্বীকার করি না। ও আসার পর থেকে আমার জীবনটাই যেন সম্পূর্ণ নতুন হয়ে উঠেছে!'

'এবং গ্রেটাই তোমাকে এখানে আসার পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু এর উদ্দেশ্যটা কি? এখানে তো দর্শনীয় কিছু নেই। জিপসি একরে কেউ কখনও বেড়াতে আসে বলেও শুনিনি। ব্যাপারটা কিন্তু সত্যিই ভারি রহস্যময়!'

'সে একটা গোপনীয় বিষয়।' বিব্রত কণ্ঠে ইলিয়া বলল, 'আমি আর গ্রেটা, এই দুজনই শুধু জানি।'

'আমরা যে এভাবে দেখাসাক্ষাৎ করছি সে কথাও কি তোমার গ্রেটা জানে?'

'একজনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে, মাঝে মাঝে আমাদের দেখা হয়—তা ও জানে। তবে সে কে বা কি তার পরিচয় সে বিষয়ে কিছু জানে না। ও শুধু জানে আমি সুখী, এছাড়া ও আর কিছু জানতেও চায় না।'

এর পরে হপ্তাখানেকের মধ্যে ইলিয়ার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। ওর বিমাতা নাকি ইতিমধ্যে প্যারিস থেকে ফিরে এসেছেন। আরও একজন এসেছেন যাঁকে ও ফ্র্যাঙ্ক কাকা বলে ডাকে। কয়েক দিনের মধ্যেই ওর জন্মতিথি পালিত হবে। এই উপলক্ষ্যে লণ্ডনে এক বিরাট পার্টির আয়োজন করা হচ্ছে।

'সামনের হপ্তাটা আমি পুরোপুরি ব্যস্ত থাকব। বাইরে বেরুবার কোন সুযোগ করতে পারব না। ইলিয়া জানাল। 'তবে তারপরে...তারপরের অবস্থাটা সম্পূর্ণ বদলে যাবে।'

'কেন? বদলে যাবে কেন?'

'আমি আমার নিজের খুশিমতো চলাফেরা করতে পারব।'

'নিশ্চয় ওই গ্রেটার সুবাদেই?' আমি মন্তব্য করলাম।

আমার কথার ধরনে ইলিয়া আবার হেসে উঠল। 'তুমি দেখছি গ্রেটাকে মোটেই সহ্য করতে পারছ না। এখনও তো আলাপই হয়নি তোমাদের। আমার এই বান্ধবীকে একবার চোখের দেখাও দেখনি। আলাপ হবার পর নিশ্চয় তোমার মত পালটে যাবে।'

এক ফাঁকে ইলিয়ার ফ্র্যাঙ্ক কাকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম।

'ফ্র্যাঙ্ক কাকার বিষয়ে আমিও খুব একটা ওয়াকিবহাল নই। তিনি ঠিক আমার কাকাও নন—পিশেমশাই। সত্যিকারের কোন রক্তসম্পর্ক নেই। মানুষটা নিজেও খুব অদ্ভুত প্রকৃতির। সর্বদাই একটা না একটা কাজের অজুহাতে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান। বেশ বড় রকমের ঝামেলাতেও জড়িয়ে পড়েছিলেন দু-তিন বার। এই সব লোকেদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে স্বভাবতই পাঁচজনে পাঁচ কথা রটনা করার সুযোগ পায়।'

'তিনি কি অসামাজিক বা অসৎ চরিত্রের লোক?'

'না...না, আমার বক্তব্য তা নয়। তার মধ্যে খুব একটা খারাপ কিছু আমি দেখতে পাই না। তবে মাঝে মধ্যে কি করে জানি না টাকাকড়ি সম্পর্কে একবারে বেসামাল হয়ে পড়েন। এখন প্রায় পুরোপুরি দেউলিয়া অবস্থা। আত্মীয়-পরিজন বা তার অ্যাটর্নিকেই তখন গাঁটের কড়ি খরচ করে তাকে উদ্ধার করে আনতে হয়।'

'তিনি কি দিবারাত্রই মাথার মধ্যে নানান ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে ঘুরে বেড়ান?'

'ফ্র্যাঙ্ক কাকা যে ঠিক কোন্ চরিত্রের মানুষ আমার পক্ষে বুঝিয়ে বলা মুশকিল।'

ইলিয়া কিন্তু একবারের জন্যেও আমাকে ওর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে পরিচিত হবার আহ্বান জানায়নি। নিজে থেকেই প্রসঙ্গটা উত্থাপন করব কিনা সে বিষয়েও চিন্তা ভাবনা করলাম মনে মনে। বক্তব্যটা ও কি ভাবে গ্রহণ করবে আমার জানা নেই। তবুও এর একটা নিষ্পত্তি ঘটা দরকার। তাই ওকে সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম, 'শোন ইলিয়া, তুমি কি চাও যে আমি তোমার আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে পরিচিত হই? নাকি সেটা তোমার অভিপ্রেত নয়?'

'না...মাইক, আমি চাই না এখনই তাদের সঙ্গে তোমার কোন পরিচয় হোক।'

ইলিয়াও এই প্রথম আমাকে নাম ধরে সম্বোধন করল। তবে আমি ওর উত্তর শুনে ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম। আমার আত্মমর্যাদায় আঘাত লেগেছিল। মনের ভাব মুখে প্রকাশ করতেও দ্বিধা করলাম না।

'আমি অবশ্য খুবই নগণ্য, সাধারণ শ্রেণীর মানুষ। আমি নিজেও তা ভাল করে জানি!'...

'তেমন ইঙ্গিত আমি করিনি। আর সেটা আমার অভিপ্রায়ও নয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে, ঘটনাটা জানতে পারলে সকলে মিলে নানা ভাবে গণ্ডগোল বাধাবাব চেষ্টা করবে। অনেক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। আমি তা মোটেই সহ্য করতে পারব না।'

স্যানটনিকস সম্পর্কে ইলিয়ার কাছে অনেক গল্প করেছিলাম। তিনি কি প্রকৃতির লোক এবং বিশিষ্ট সব ব্যক্তিদের জন্যে কি ধরনের বাড়ি তৈরি করেন, সেটা বিষদভাবে ফুটিয়ে তোলাই ছিল আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। কতদূর সার্থক হয়েছিলাম বলতে পারি না, কারণ কোন কিছুর বর্ণনা দেবার ব্যাপারে কোন কালেই আমি তেমন পারদর্শী নই। ইলিয়ার নিশ্চয় নিজের বাড়ি সম্পর্কে আগে থেকেই মনের গহনে একটা ছবি আঁকা ছিল। যদিও কল্পনার সেই বাড়িটাকে আমরা কেউই আমাদের বাড়ি বলে উল্লেখ করিনি। তবে আমাদের কথাবার্তার মধ্যে সেই রকমের একটা সুরই ফুটে উঠেছিল।

এক হপ্তার মধ্যে ইলিয়ার আর নাগাল পাওয়া গেল না। পরে যদি বা দেখা মিলল, তাও খুব অল্প সময়ের জন্যে। ইতিমধ্যে আমি আমার যাবতীয় সঞ্চয় একত্র করে, যদিও সেটা খুবই যৎসামান্য মাত্র—ওর জন্যে একটা সবুজ পাথরের আঙটি কিনে রেখেছিলাম। আমার তরফ থেকে জন্মদিনের সামান্য প্রীতি উপহার। আঙটিটা হাতে নিয়ে ইলিয়ার দু চোখ আনন্দে ঝকমক করে উঠল।

'জন্মদিনে অনেক উপহারই আমি পেয়েছি। তবে এটাই সবচেয়ে সুন্দর।'

দিনকয়েক বাদে হঠাৎ ইলিয়ার একটা চিঠি পেলাম। লিখেছে, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে ওকে দক্ষিণ ফ্রান্সের কোন এক জায়গায় যেতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমি যেন বিশেষ চিন্তিত না হই। হপ্তা তিনেকের মধ্যেই ও ফিরে আসবে।

এতদিন ইলিয়ার দেখা না পেয়ে মনে মনে আমি কেমন অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। কিছুই আর ভাল লাগছিল না, কোন কাজেই ঠিকমত মন দিতে পারছিলাম না। কেবলই মনে হত, আমার আর ইলিয়ার মাঝখানে এখন কত দুস্তর ব্যবধান। ইতিমধ্যে জিপসি একর সম্পর্কেও কিছু কিছু খোঁজখবর রাখছিলাম। অবশেষে কোন একজনের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সম্পত্তিটা বিক্রি হয়ে গেছে। তবে কে সেটা কিনেছে তার সঠিক পরিচয় এখনও উদ্ধার করতে পারিনি। ক্রেতার জায়গায় লণ্ডনের এক সলিসিটর ফার্মের নাম লেখা কিন্তু কার নির্দেশে জমিটা কেনা হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু জানা গেল না।

আমার মনের মধ্যে বিক্ষুব্ধ, অশান্ত ভাবটা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। জোর করে যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা দূরে ঠেলে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। অনেক দিন আমি আমার মাকে চোখে দেখিনি।



গত বিশ বছর ধরে আমার মা একই বাড়িতে বাস করছেন। এপাড়ার সমস্ত বাড়িগুলোই এক ঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন। তার মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্যের কোন আভাস পাওয়া যায় না। আমার মা যে বাড়িতে থাকেন তার নম্বর ছেচল্লিশ। ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ ছিল। কলিংবেলের আওয়াজ শুনে মা-ই এসে দরজা খুলে দিলেন। দু চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার মুখের দিকে নিবদ্ধ। মায়ের চেহারায় কোন পরিবর্তন হয়নি। লম্বা, ছিপছিপে, ধূসর বর্ণের একমাথা চুল, মাথার মাঝবরাবর টানা সিঁথি কাটা। মুখের গড়ন সামান্য লম্বাটে, চোখে গভীর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। এই দৃষ্টির জন্যেই মায়ের মুখখানা কেমন কঠিন বলে মনে হয়।

'ওঃ...! তাহলে তুমি?' মায়ের কণ্ঠস্বর নির্বিকার, ভাবলেশহীন।

'হ্যাঁ', আমি মাথা নাড়লাম।

আমাকে ভেতরে প্রবেশের পথ করে দেবার জন্যেই মা একপাশে ঈষৎ সরে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকলাম, ড্রয়িংরুম পেরিয়ে সোজা কিচেনে চলে এলাম। পেছন পেছন মা আমাকে অনুসরণ করলেন, এবং আগের মতোই গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

'এবার দেখছি অনেক দিন বাদে?' মায়ের গলায় হাল্কা ব্যঙ্গের সুর। 'এতদিন কি করে বেড়াচ্ছিলে?' 'আমার সঙ্গে শেষ বার দেখা হবার পর ইতিমধ্যে আর কতকগুলো নতুন চাকরি করলে?'

কয়েক মিনিট মনে মনে হিসেব করে নিলাম। বললাম, 'পাঁচটা।'

'তোমাদের কোম্পানির ম্যানেজার আমাকে ফোন করেছিলেন। তোমার বর্তমান ঠিকানা আমার জানা আছে কিনা সেটাই তাঁরা আমার কাছ থেকে জানতে চান।'

'আমার খোঁজই বা ওরা করছিল কেন?'

'তোমাকে আবার ওঁরা কাজে বহাল করতে চান। তবে কেন যে চান, আমার মাথায় ঢোকে না!'

'কারণ আমি একজন সুদক্ষ ড্রাইভার। যাত্রীরাও আমাকে বেশি পছন্দ করে। কিন্তু হঠাৎ শরীর খারাপ হলে কে কি করতে পারে! তুমিই বল না, পারে কি?'

'এর উত্তর আমার জানা নেই।'

মায়ের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। তাঁর ধারণা আমার আন্তরিক সহযোগিতা থাকলে এমন একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটত না।

মায়ের বুক ঠেলে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠে এল, তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, 'কি চাই, চা না কফি? আমার ঘরে দুটোরই ব্যবস্থা আছে।'

আমি কফির পক্ষেই রায় দিলাম, যদিও ছেলেবেলা থেকে বরাবর চায়েতেই অভ্যস্ত। টেবিলের অপর প্রান্তে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে মা বসলেন। আমি আর মা মুখোমুখি। আমাদের দুজনের মাঝখানে দু পেয়ালা ধুমায়িত কফি। হাতে তৈরি কেকের দুটো টুকরো একটা ডিশের ওপর রাখা আছে দুজনের জন্যে। খানিকক্ষণ কেউ কোন কথা বললাম না। অবশেষে মা-ই হঠাৎ এই নীরবতা ভঙ্গ করলেন। ;'এবারে তোমাকে যেন কিছুটা অন্য রকম লাগছে?'

'আমাকে...? কেমন করে?'

'ব্যাপারটা কি তাহলে নারীঘটিত? তাই না সোনা?'

আমি মায়ের চোখের দিকে তাকালাম না। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম, 'একদিক থেকে কথাটা অবশ্য সত্যি।'

'মেয়েটি কোন্ প্রকৃতির?'

'একেবারে ঠিক আমার মনের মতো।'

'তুমি কি তাকে আমার কাছে নিয়ে আসছ?'

'না', আমি মাথা নাড়লাম।

'তাহলে যা ভেবেছিলাম, তাই সত্যি?'

'না...তা নয়। তোমার মনে কোন আঘাত দিতে চাই না। বলেই...'

'তুমি এখন আমার কাছ থেকে কি চাও? কিছু চাও নিশ্চয়! তা না হলে হঠাৎ এ ভাবে দর্শন দেবার দরকার পড়বে কেন?'

'আমার কিছু অর্থের প্রয়োজন।'

'কিন্তু টাকা তো আমি দেব না। কিসের জন্যে দরকার? ওই মেয়েটার পেছনে খরচ করবে?'

'না, বিয়ের জন্যে আমাকে একটা ভাল স্যুট কিনতে হবে।'

'তাহলে সেই মেয়েটিকেই তুমি বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছ?'

'তার তরফ থেকে অবশ্য যদি কোন আপত্তি না থাকে।'

মা এবার রীতিমত বিচলিত হয়ে উঠলেন। তার এতক্ষণের কাঠিন্যও নিমেষে ঝরে গেল। আর

এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে উঠে দাঁড়ালাম চেয়ার ছেড়ে। বাড়ির বাইরে পা দেবার সময় সশব্দে ভেজিয়ে দিলাম ফটকটা।



নিজের বাসায় ফিরে দেখলাম আমার নামে একটা তার এসেছে। অ্যান্টিবাস থেকে পাঠানো হয়েছে তারটা। এক লাইনের ছোট্ট একটা খবর।

**"আগামী কাল বেলা সাড়ে চারটের সময় নির্দিষ্ট জায়গায়
আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকব।"**

ইলিয়া সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এক নজর তাকিয়েই সেটা বুঝতে পারলাম। রিজেন্ট পার্কের সেই পুরনো জায়গায় আমাদের দেখা হল। কিন্তু প্রথম দর্শনে মনে হল আমরা যেন পরস্পর পরস্পরের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। ইলিয়াকে আমার কিছু বলার আছে, কিন্তু কিভাবে প্রসঙ্গটার উত্থাপন করব ঠিক ভেবে পেলাম না। আমার বিশ্বাস কোন তরুণীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেবার আগে সব যুবকের মধ্যেই এ ধরনের অস্থিরতা দেখা যায়।

এছাড়া ইলিয়ার ভাবগতিকও আমার চোখে কেমন অদ্ভুত ঠেকল। ও হয়ত কত ভদ্র ভাষায় আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা যায় সেই বিষয়েই মনে মনে চিন্তা ভাবনা করছে।

ঠিক এই মুহূর্তে ঈষৎ লজ্জাজড়িত কণ্ঠে ইলিয়া বলল, 'তুমি...তুমি আমায় যে বাড়িটার কথা বলেছিলে, তোমার সেই স্থপতি বন্ধু যে বাড়িটা তৈরি করেছেন, এবারে এক ফাঁকে সেটা আমি দেখে এসেছি।'

'কোন্ স্থপতি বন্ধু? মিঃ স্যানটনিকস?'

'দমিত্রি কনস্ট্যানটাইন? না,...মানে আমাদের সঙ্গে ভদ্রলোকের কোন আলাপ পরিচয় ছিল না। তবে গ্রেটা নিজেই সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছে।'

'আবার গ্রেটা!' আমার গলায় বিরক্তির সুর চাপা রইল না।

'আমি তোমায় আগেই বলেছিলাম, যে কোন কাজই গ্রেটা খুব সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে পারে।'

'হুঁ, গ্রেটাই তাহলে ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার বিমাতার...'

'ফ্র্যাঙ্ক কাকাও সঙ্গে ছিলেন।'

'তাহলে তো রীতিমত ফ্যামিলি পার্টি বলতে হয়!' আমি মন্তব্য করলাম। 'তোমার এই সর্বকর্মপটিয়সী গ্রেটাও নিশ্চয় সঙ্গে ছিলেন?'

'না, গ্রেটা আমাদের সঙ্গে যায়নি! কারণ...কারণ...', অল্প ইতস্তত করল ইলিয়া, 'কোরা—আমার বিমাতা গ্রেটাকে ঠিক সুনজরে দেখেন না। মানে, আমার বিমাতা গ্রেটাকে ঠিক সুনজরে দেখেন না। মানে, আমার সঙ্গে গ্রেটার যে অন্তরঙ্গতা...'

'মহিলা দেখছি প্রকৃতই বহুরূপী। কখনও সহচরী, কখনও ব্যবস্থাপিকা, কখনও পরামর্শদাত্রী, কখনও সেবিকা,...বাস্তবিকই রূপের অন্ত নেই!'

ও ইতিমধ্যে নিজেই উদ্যোগী হয়ে রিভারিয়ায় গেছে, এবং আমি যে বাড়িটার উল্লেখ করেছিলাম, মহিয়সী গ্রেটার ব্যবস্থাপনায় সেই বাড়িটাও স্বচক্ষে দেখে এসেছে। ইলিয়ার কাছে আমি বিশদ ভাবেই বাড়িটার বর্ণনা দিয়েছিলাম। কারণ এমন বাড়ি শুধু স্বপ্নেই দেখা যায়। রুডলফ স্যানটনিক্সের তৈরি বাড়িটা সত্যিই যেন স্বপ্নপুরী!

'বাড়িটা যে তোমারও ভাল লেগেছে, শুনে খুশি হলাম। পরিশ্রমটা তাহলে একবারে বৃথা যায়নি!'

'আমাকে তো একবার তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যেতে পার!'

'হ্যাঁ, তা পারি।' আমি গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লাম, 'তবে তা আমি করব না। কথাটা হয়ত তোমার কাছে অদ্ভুত শোনাবে, খুব সম্ভবত আমাকে তুমি নিষ্ঠুর প্রকৃতির বলে ভাববে। কিন্তু আমি অনেক ভেবেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

'আমি ঠিক এই কথাই তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম। আমার পরিকল্পনাও তাই। জিপসি একরেই আমরা আমাদের জন্যে একখানা বাড়ি তৈরি করব। তোমার স্থপতি বন্ধু স্যানটনিস্কেই সেই স্বপ্নপুরী নির্মাণ করার দায়িত্ব নেবেন।' অল্প বিরতির পর ইলিয়া আবার বলল, 'তবে তার আগে আমাদের বিয়েটা হয়ে যাওয়া দরকার। তুমিও তো সেই কথাই বলতে চেয়েছিলে, তাই না?'

'হ্যাঁ, আমি অবশ্য তাই চাই। এখন তুমি যদি মনে কর এর ফলে তোমার কোন অসুবিধে হবে না...'

'অসুবিধের আর কি আছে?' বেশ জোরের সঙ্গেই ইলিয়া বলল, 'সামনের হপ্তাতেই আমাদের বিয়েটা হয়ে যেতে পারে। আইনের চোখে আমি এখন সাবালিকা। আমি এখন নিজের খুশিমত চলা ফেরা করতে পারি। পৃথিবীর সমগ্র রূপটাই যেন বদলে গেছে চোখের সামনে। আমাদের আত্মীয়-পরিজন সম্পর্কে তোমার বক্তব্যটাই হয়ত ঠিক। শহরের ভিড়ে সকলের চোখের সামনে আমরা শান্তিতে বাস করতে পারব না। চেনা পরিচিত প্রত্যেকেই আমাদের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠবে। তোমার আমার উভয় তরফ থেকেই।...তাহলে এই কথাই রইল। আমিও আমার আত্মীয়স্বজনদের কিছু জানাব না, তুমিও তোমার মাকে কিছু বলবে না। বিয়েটা হয়ে যাবার পর খবরটা জানাজানি হলে বিশেষ ক্ষতি নেই। বড়জোর দু চারদিন সকলে মিলে খুব হৈচৈ চেঁচামেচি করবে, তার বেশি কিছু নয়।'

'তোমার পরিকল্পনাটা খুবই চমৎকার, ইলিয়া! সত্যিই তোমার বাস্তব বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না। কিন্তু এ দিকে আর একটা গণ্ডগোল ঘটে গেছে। জিপসি একরে প্রাসাদ গড়ার সাধ আমাদের আপাতত জলাঞ্জলি দিতে হবে। ইতিমধ্যে অজ্ঞাতনামা এক ভদ্রলোক সম্পত্তিটা কিনে নিয়েছেন।'

'সে খবরও আমি রাখি মশাই!' ইলিয়ার সুনীল দু চোখে উজ্জ্বল হাসির ছটা। 'এবং সেই অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিটি এখন তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, সে আমি!'



স্তম্ভিত হয়ে সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠের ওপর বসেছিলাম। আমাদের পাশ দিয়ে একটা কৃত্রিম ঝরণা বয়ে যাচ্ছে। ধাপে ধাপে পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে জলাশয়ের দিকে। আমি অবাক হয়ে ইলিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, যেন পলক ফেলতেও ভুলে গেলাম কিছুক্ষণের জন্যে। সেই মুহূর্তে কোন ভাষাও যোগাল না আমার মুখে।

'মাইক', আমার নাম ধরে ডাকল ইলিয়া, 'আমার নিজের কিছু বলার আছে। আজ আমাকে বলতে হবে। সমস্তটাই আমার নিজের সম্পর্কে।'

'তোমায় কিছুই বলতে হবে না।' আমি ওকে বাধা দিলাম। 'তার প্রয়োজনও হবে না কোন।'

'কিন্তু আমাকে বলতেই হবে। অনেক আগেই বলা উচিত ছিল। শুধু আমি-ই বলতে চাইনি। কারণ...কারণ আমার সন্দেহ হয়েছিল, এর ফলে তুমি নিজে থেকেই হয়ত দূরে সরে যাবে। অবশ্য আমার বক্তব্য যে জিপসি একর সম্পর্কে তা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ?'

'তুমি তোমার নিজের নামে জিপসি একর সম্পত্তিটা কিনে নিয়েছ!' আমার বিস্ময়ের ঘোর তখনও পুরো কাটেনি, 'এতবড় একটা কাজ সমাধা করলে কিভাবে?'

'কেন? এতে অসুবিধের কি আছে! আমি আমার অ্যাটর্নির সঙ্গে দেখা করে তাকে আমার মনের কথা জানালাম। তার পরে তিনিই আমার হয়ে সমস্ত দায়িত্ব নিলেন। আরও দু'একজন স্থানীয় বাসিন্দা সম্পত্তিটা কেনার ব্যাপারে খানিকটা আগ্রহ দেখিয়েছিল তবে তারা সকলেই সস্তায় দাঁও মারতে চায়। আমার অ্যাটর্নিকেও এ-ব্যাপারে বিশেষ একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়নি। এর মধ্যে সবচেয়ে

জরুরী বিষয় হচ্ছে, সাবালিকা হবার পরই যাতে জিপসি একর আমার হাতে আসে যথাযথ ভাবে তারই সুব্যবস্থা করা। এখন সে ঝামেলাও চুকে গেছে।'

'তাহলে তো এর জন্যে তোমাকে আগাম অনেক অর্থ যোগাতে হয়েছে। তোমার নিজের হাতে কি এত টাকা ছিল?'

'তা ছিল না বটে, তবে চেষ্টা করলে বাজার থেকে ঋণ পাওয়া যায়। ওই অ্যাটর্নি ফার্ম-ই আমার হয়ে জামিন দাঁড়িয়েছিল। একুশ বছর বয়স পূর্ণ হবার আগে আমি মারা গেলে তাদের অবশ্য কিছুটা ঝামেলায় পড়তে হবে। কিন্তু আমার মতো মক্কেল ছাড়তে চায়নি বলেই ঝুঁকিটুকুও তাদের স্বীকার করে নিতে হয়েছিল।'

'আমি আর কিছু জানতে চাই না।' আমার গলা আবেগে দুলে উঠল। নিজের স্বরগ্রামকেও যেন আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছি না। 'আমাকে আর কিছুই বলার প্রয়োজন নেই। তোমার অতীত জীবনের কোন ইতিবৃত্তই আর শুনতে চাই না। সেখানে যদি কোন ঘটনা ঘটেও থাকে...'

'তুমি যা ইঙ্গিত করছ আমার বক্তব্য তা নয়।' ইলিয়া হাত নেড়ে আমাকে থামিয়ে দিল। 'আর আমার বক্তব্য-বিষয় সম্পর্কে কিছু না শুনেই তুমি যে আগে থেকে এমন একটা ধারণা করে বসে থাকতে পার তাও আমি ভাবতে পারিনি। আমার অতীত জীবনের কোন ব্যর্থ প্রেম বা গোপন যৌন সম্পর্কের কথা আমি বলছি না। তুমি-ই আমার জীবনে প্রথম পুরুষ, যার সঙ্গে এত সহজ ভাবে মেলামেশা করেছি। আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ অন্য। আসল কথাটা হচ্ছে, আমি...আমি সত্যিই খুব ধনী।'

'তা আমি জানি। আগেই তুমি আমায় এ কথা বলেছ।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য বলেছি', ইলিয়া মৃদু হাসল। 'শুনে তুমি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, আমি হচ্ছি হতভাগ্য ধনীদের একজন। তোমার এই মন্তব্যটা যে কত বেশি সত্যি সে বিষয়ে তোমার কোন ধারণা নেই। আমার ঠাকুর্দা জীবনে প্রচুর ধন সম্পদ উপার্জন করেছিলেন। প্রধানত খনিজ তেল থেকেই তাঁর সম্পদের উৎস। তাঁর জমির নিচে বিরাট তেলের ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছিল। তেল ছাড়াও আরও নানান ধরনের ব্যবসা ছিল তাঁর। আমার ঠাকুর্দার তিন ছেলে, বাবা-ই সকলের চেয়ে বয়সে বড়। আমার দুই কাকা অবিবাহিত অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন। একজন মারা গিয়েছিলেন কোরিয়ার যুদ্ধে, দ্বিতীয়জন মোটর দুর্ঘটনায়। তার ফলে বাবা একাই বিশাল সম্পত্তির মালিক হলেন। তিনি অবশ্য আমার বিমাতার জন্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা রেখে গেছেন, তবে আমি-ই হচ্ছি তাঁর সমুদয় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। তুমি হয়ত বিশ্বাসই করতে পারবে না, মাইক, আমি এখন আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনীদের একজন।'

'হায় ভগবান!' আমার দু চোখ বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠল। 'তুমি যে বিত্তবান ঘরের মেয়ে তা আমি জানতাম। কিন্তু সেই বিত্তের পরিমাণ যে এতই বিশাল...'

'ইচ্ছে করেই আমি তোমাকে সে কথা বুঝতে দিতে চাইনি। সমস্ত বিষয়টা গোপন রেখে ছিলাম। এমন কি আমার নামটা পর্যন্ত। তুমি আমাকে ফেনেলা গুডম্যান নামে জান। আসলে আমার নাম ইলিয়া গুটম্যান। আমার পদবীটা তোমার কাছে পরিচিত ঠেকতে পারে বলেই এইটুকু মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছিলাম।'

আমি ধীরে ধীরে মাথা নাড়লাম। ইলিয়ার আশঙ্কা অমূলক নয়। গুটম্যান নামটা আমার কাছে নতুন বলে মনে হল না, কিন্তু কোথায় কোন্ সূত্রে শুনেছি কিছুতে মনে করতে পারলাম না। এক নামের তো অনেক লোকই দুনিয়ায় থাকতে পারে।

'আর একমাত্র এই কারণেই', নিজের কথার খেই ধরে ইলিয়া বলে চলল, 'আমার চারধারে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর খাড়া করে রাখা হয়েছে। আমি যেন তার মধ্যে বন্দী হয়ে আছি। পেশাদার গোয়েন্দারা সারাক্ষণ আমার গতিবিধির ওপর নজর রাখে। এক মুহূর্ত চোখের আড়াল হওয়া অসম্ভব। এমন কি ভাল করে পরীক্ষা নিরীক্ষার আগে কোন যুবককে আমার সঙ্গে কথা বলারও সুযোগ দেওয়া হয় না। কারুর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠার আগে সব দিক থেকে সে আমার উপযুক্ত কিনা, সেটা বিশদ ভাবে বিচার-বিবেচনা করে দেখে নেওয়া হয়।...আমি যে এতদিন ধরে কি দুর্বিষহ এক নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করছিলাম, সে কথা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। কি ভীষণ ক্লান্তিকর আর এক ঘেয়ে

সে বেঁচে থাকা! তবে দুঃস্বপ্নের সেই দীর্ঘ রাত এখন কেটে গেছে। আর...আর তুমি যদি কিছু না মনে কর...'

'এখন তাহলে কাজের কথাটা শোন', ইলিয়া আমার মুখের দিকে ফিরে তাকাল, 'জিপসি একরেই আমাদের দুজনের জন্যে মনোরম একটা বাড়ি তৈরি হবে।' কথাটা বলতে বলতে ইলিয়া যেন সামান্য কেঁপে উঠল।

'তাহলে বুঝতে পারছ, ওই জিপসি একরেই আমাদের বসবাসের জন্যে বাড়ি তৈরি করতে হবে। তোমার স্থপতি-বন্ধু স্যানটনিক্সই তার দায়িত্ব নেবেন।'

'ভদ্রলোক এখনও প্রাণে বেঁচে আছেন কিনা সন্দেহ!' বিষাদ মাখা সুরে আমি বললাম। 'সত্যিই তাঁর শরীর খুবই অসুস্থ।'

'না...না, তিনি এখনও জলজ্যান্ত বর্তমান।' জবাব দিল ইলিয়া। 'আমি নিজে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসেছি।'

'তুমি কি মিঃ স্যানটনিক্সের কাছেও গিয়েছিলে?'

'দক্ষিণ ফ্রান্সে থাকার সময় ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। সেখানকার এক সম্ভ্রান্ত স্যানাটরিয়ামে তিনি তখন চিকিৎসাধীন ছিলেন।'

'প্রতি মুহূর্তেই আমি যেন তোমাকে নতুন রূপে আবিষ্কার করছি, ইলিয়া। এত সব কাজ তুমি একা হাতে ম্যানেজ কর কিভাবে?'

'লোক হিসেবে তিনি অবশ্য খুবই ভাল, প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, তবুও সময় সময় কেমন যেন ভীতিজনক মনে হয়।'

'তুমি কি আমাদের কথাও তাঁকে বলেছ?'

'তা অবশ্য বলেছি। কোন কিছুই আমি গোপন করার চেষ্টা করিনি। জিপসি একরে আমাদের এই বাড়ির পরিকল্পনাটাও তাঁকে খুলে জানালাম। উত্তরে তিনি বললেন, তাঁকে দিয়ে বাড়ি তৈরি করাতে গেলে আমাদের একটা মস্ত ঝুঁকি নিতে হবে। কারণ শারীরিক দিক থেকে তিনি এখন ভীষণ রকম অসুস্থ। যে কোন মুহূর্তে মৃত্যুর পরোয়ানা এসে পৌঁছতে পারে। অবশ্য আমাদের এই বাড়িটা তৈরি করতে যে কদিন সময় লাগবে সে কটা দিন তিনি হয়ত কোন রকমে টিকে থাকতে পারেন। আর একটা মাত্র বাড়ি তৈরি করে যাবার মতো প্রাণশক্তি নাকি এখনও তাঁর দেহে অবশিষ্ট আছে। যদি বা তার আগে মারা যান তাহলেও তাঁর কোন আক্ষেপ থাকবে না। আমি যদিও তাঁকে বেশ দৃঢ় কণ্ঠেই ভরসা দিলাম। বললাম, আমাদের বাড়িটা সম্পূর্ণ তৈরি না হওয়া পর্যন্ত তিনি কিছুতেই মারা যেতে পারেন না। শুধু তাই নয়, সে বাড়িতে আমাদের সুখে শান্তিত বাস করাটাও তিনি নিশ্চয় স্বচক্ষে দেখে যাবেন।'

'শুনে তিনি কি বললেন?'

'আমার মতো মেয়ের পক্ষে তোমাকে বিয়ে করাটা সুবিবেচনার কাজ হবে কিনা, বা এই ঘটনার ফলে যে সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে সে বিষয়ে অমি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল কিনা—এই ধরনের দু-চারটে প্রশ্ন করলেন। অমি অবশ্য তাঁর প্রতিটি প্রশ্নেরই ইতিবাচক উত্তর দিলাম।'

ইলিয়ার আত্মবিশ্বাস সত্যিই অসাধারণ। আমি যদিও এই জাতীয় অনধিকার চর্চার জন্যে মনে মনে স্যানটনিক্সের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলাম। ভদ্রলোকের কথাবার্তার ধাঁচটা ঠিক আমার মায়ের মতন। মা এমন ভাব দেখান যে, আমি নিজেকে যতটা চিনি তার চেয়ে তিনি আমাকে যেন আরও বেশি চেনেন!

'কোন্ পথে চলেছি তা আমি জানি।' ব্যাজার মুখে আমি বললাম। 'যে পথ আমার অভিপ্রেত সেই পথেই আমি চলেছি। আমরা দুজনে সেই পথেই চলব।'

'ইতিমধ্যে ভাঙাচোরা টাওয়ারের ধ্বংসাবশেষ অন্যত্র সরিয়ে ফেলার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।' ইলিয়া আবার কাজের কথায় ফিরে এল। 'প্ল্যানটা শেষ হওয়া মাত্র স্যানটনিক্স খুব দ্রুতগতিতে

কাজ শুরু করে দেবেন। সেই রকমই তাঁর অভিপ্রায়। তাহলে আমাদের বিয়েটা আগামী মঙ্গলবার সেরে নিলে ভাল হয় না!' ইলিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাল। 'মঙ্গলবার দিনটাও বেশ শুভ।'

'কিন্তু আপাতত কাউকে আমাদের বিয়ের খবর জানানো চলবে না।'

'শুধু গ্রেটা ছাড়া।'

'চুলোয় যাক তোমার গ্রেটা!' দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালাম আমি। 'আমাদের বিয়েতে চেনা-পরিচিত কেউ উপস্থিত থাকতে পারবে না। শুধু তুমি আর আমি। প্রয়োজনীয় সাক্ষী-সাবুদ আমরা বাইরে থেকেই যোগাড় করে নেব।'

আমি যখন আপন মনে স্মৃতির পাতা ওল্টাই তখন এই দিনটাই আমার জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় দিন বলে মনে হয়। আমার জীবনে সবচেয়ে সুখের দিনও।...

● দ্বিতীয় পর্ব ●



এই ভাবেই অবশেষে আমাদের বিয়ে হল। কথাটা শুনতে নেহাৎই নীরস, বৈচিত্র্যহীন। কিন্তু ঘটনাটা অবিকল এই রকমই ঘটেছিল। দুজনে স্থির করলাম আমরা বিয়ে করব এবং আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।

গ্রেটাও অবশ্য এ ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে ইলিয়াকে। ইলিয়ার যাবতীয় গতিবিধি সে-ই অত্যন্ত সাবধানে সকলের চোখের আড়াল করে রেখেছিল। দু-একদিন বাদে অবশ্য একটা বিষয় আমার কাছে যথেষ্ট পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ব্যক্তিগত ভাবে ইলিয়ার জন্যে কেউ-ই বিশেষ ভাবিত নন। ইলিয়া কি করে, কোথায় যায়, তা নিয়ে কারুর কোন মাথাব্যথা নেই। ইলিয়ার যিনি বিমাতা তিনি তাঁর সামাজিক জীবন আর পুরুষ বন্ধুদের নিয়েই সারাক্ষণ মশগুল। ইলিয়া যদি তাঁর সঙ্গে দুনিয়ার কোন অংশে বেড়াতে যেতে না চায় তবে তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না। ইলিয়ার সঠিক নিরাপত্তার একটা সুবন্দোবস্ত করে দিয়েই তিনি তাঁর দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে চান।

ইলিয়ার সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার ধারণা হয়েছে, গ্রেটাকে ওর পরিবারের আর সকলে একজন দক্ষ সেক্রেটারি হিসেবেই গণ্য করে। বুদ্ধিমতী, চটপটে, সর্বদা নিপুণ ভাবে নিজের কর্তব্য পালনে ব্যস্ত, এর ওপর গ্রেটা আবার রীতিমত সুরূপা। এমন মেয়ে সহজেই সকলের মন জয় করে নেয়। তাই গ্রেটাও গোটা পরিবারের প্রিয় পাত্রী হয়ে উঠেছে। এমন একজন তৎপর, সপ্রতিভা মেয়ের ওপর ইলিয়ার দেখভালের দায়দায়িত্ব অর্পণ করে মনে মনে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। ইলিয়াকে তার বৈষয়িক বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্যে কমপক্ষে তিনজন আইনজীবী নিযুক্ত আছেন। তাঁদের সঙ্গে প্রায়ই ইলিয়ার বৈঠক হয়। এক বিশাল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ইলিয়া। আইনজীবীর দল, বড় বড় ব্যাঙ্কের হোমরাচোমরা অফিসারের দল, বিভিন্ন ট্রাস্টফাণ্ডের প্রশাসকবৃন্দ প্রভৃতি আরও বহু ব্যক্তি ইলিয়ার প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর মধ্যে ও স্বচ্ছন্দে শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলতে পারে। যদিও এই জীবনধারা আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, অভাবিত। দূর থেকে যেটুকু শুধু চোখে পড়ে তাতেই আমার বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা থাকে না। আমাদের কথাবার্তার মাঝখানেই ইলিয়া সময় সময় এইসব গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা করে বসে। ওর কথার বারো আনাই যে আমি বুঝতে পারি না সেটা ওর মগজে ঢোকে না। তাই ওর কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিক আবেগটুকু বজায় থাকে।

একদিন অল্প ইতস্তত করে ইলিয়াকে বললাম, 'শোন ইলিয়া, আমাদের এই বিয়েকে কেন্দ্র করে তোমার আত্মীয় পরিমণ্ডলে যে বড় ধরনের গণ্ডগোল দেখা দেবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।'...

আমার কথায় ইলিয়া বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। ও যেন আগে থেকেই যাবতীয় চিন্তা ভাবনা সেরে রেখেছে। 'হ্যাঁ,...সম্ভবত প্রত্যেকেই খুব বকাবকি করবে, খারাপ ব্যবহার করবে', ইলিয়া ডাইনে-বাঁয়ে মাথা ঝাঁকাল বার দু-তিন। একটু থেমে আবার বলল, 'তবে তুমি কিছু মনে করবে না, তাই না?'

'না, আমি কিছু মনে করব না। আর...আর কেন-ই বা করতে যাব!...কিন্তু এর জন্যে তোমাকে তাঁরা মানসিক নির্যাতন করবেন না তো?'

'কেউ কেউ সে চেষ্টাও করতে পারেন।' ইলিয়া ঘাড় দোলালো। 'আমি কিন্তু কারুর কথা গ্রাহ্য করব না। তাঁরাও আমার বিশেষ কিছু করতে পারবেন না।'

'তাঁরা তো নানান ধরনের ঝামেলা বাধাতে পারেন?'

'তা তো পারেনই! সম্ভবত সে চেষ্টাও তাঁরা করবেন।' একটু থেমে মনে মনে কি যেন চিন্তা করল ইলিয়া। তারপর ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে চোখ তুলে বলল, 'এমন কি তোমাকে কিনে নেবার প্রচেষ্টাও তাঁরা চালাতে পারেন।'

'আমাকে কিনে নেবে!' বিস্ময়ে আমার গলার স্বর বুঁজে এল। 'আমি দোকানের শোকেসে সাজানো খেলার পুতুল নাকি?'

'কথাটা শুনে এতখানি মর্মাহত হবার কারণ নেই।' ইলিয়ার সারা মুখে উজ্জ্বল হাসির আলো। এই হাসি শুধু সরল শিশুর মুখেই দেখা যায়। 'অবশ্য এভাবে কথাটা বলা হয়ত ঠিক নয়, এর একটা আলাদা পোশাকী নাম আছে, কিন্তু মূলতঃ ঘটনাটা একই।' একটু থেমে আবার বলল, 'তুমি হয়ত শুনে থাকবে, মিন্নি টমসনের প্রথম স্বামীকে তার বাড়ির লোকেরা ডলার ছড়িয়ে কিনে নিয়েছিল।'

'মিন্নি টমসন? তাকেই কি সবাই তেলের রাণী বলে?'

'তুমি ঠিকই সনাক্ত করেছ। বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে মেয়েটা এক সুদর্শন লাইফ গার্ডকে বিয়ে করে বসেছিল।'

'শোন ইলিয়া', অস্বস্তির সুরে বললাম, 'লিটিল্ হ্যাম্পটনে আমি নিজেও একবার দিন কয়েকের জন্যে লাইফ গার্ডের চাকরি করেছিলাম।'

'ওঃ...তাই নাকি! কি মজা! কতদিন এই কাজ করেছিলে?'

'বেশিদিন নয়, মাত্র একটা গরমকাল।'

'এজন্যে অবশ্য তোমার চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই।

'তোমার ওই মিন্নি টমসনের কি ঘটেছিল?'

'নগদ দুলক্ষ ডলার পকেটে পুরে তবেই ছেলেটা শেষমেশ মিন্নিকে ডিভোর্স করতে সম্মত হয়। এর কমে কিছুতেই রফা করা যায় নি। আর মিন্নিও ছিল বেশ পুরুষ-হ্যাংলা। ঘটে বুদ্ধি বলতে তেমন কিছু ছিল না।'

'তোমার কথাবার্তা শুন আমার প্রায় দমবন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম।' হালকা সুরে আমি বললাম, 'আমি শুধু একটা সুন্দরী বউ-ই পাইনি, তার সঙ্গে এমন কিছু পেয়েছি যা সহজেই ব্যাঙ্কের চেকের মতো ভাঙিয়ে নেওয়া যায়!'

'তুমি খুব খাঁটি কথাই বলেছ!' ইলিয়া মাথা নাড়ল। 'প্রয়োজন হলে কোন জাঁদরেল আইনজীবীকে এইসব জটিল বিষয়ের শলাপরামর্শের জন্যে পাঠিয়ে দিও। বিবাহ-বিচ্ছেদের দিনক্ষণ স্থির করা থেকে শুরু করে যাবতীয় দর কষাকষি, লেনদেন তাঁর মাধ্যমেই নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়ে যাবে।' আমার জ্ঞানের পরিধি আরও প্রসারিত করবার অভিপ্রায়ে ইলিয়া বলে চলল, 'আমার বিমাতা চারবার বিয়ে করেছেন, এবং এই বিয়ের সুবাদে প্রতিবারই বেশ মোটা রকম দাঁও মেরেছেন।...ওঃ মাইক, তুমি এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছ, মনে হচ্ছে এখনই বুঝি তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়বে!'

আমাদের পরস্পরের এই বৈচিত্র্যময় জীবনকাহিনী দুজনকেই দারুণভাবে মুগ্ধ করেছিল। সম্পূর্ণ

নতুন ধরনের এক রোমাঞ্চকর আবেগ আমাদের রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমরা দুজনেই যেন এক নতুন আবিষ্কারের নেশায় মত্ত।

পেছন দিকে ফিরে তাকালে জীবনের এই কটা দিনই আমার কাছে সবচেয়ে মধুরতম মনে হয়। বিয়ের পর প্রথম কয়েক হপ্তা কি দুঃসহ আনন্দের মধ্যে দিয়েই না সময় কাটবে আমাদের। আমরা নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম। প্লাইমাউথে এক ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে আমাদের বিয়ে হল। গুটম্যান খুব একাট অপরিচিত নাম নয়। আমেরিকার বিখ্যাত গুটম্যান পরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী যে লণ্ডনে অবস্থান করছে সে সংবাদও বিশেষ কারুর জানা ছিল না। তাই কাগজের রিপোর্টাররাও কোনরকম অবাঞ্ছিত ঝুটঝামেলার সৃষ্টি করেনি। বাইরের কেউই উপস্থিত ছিল না আমাদের বিয়েতে।

বিয়ের পর প্রথমে আমরা গ্রীসে গেলাম, সেখান থেকে ফ্লোরেন্স, তারপর ভেনিসের লিভোয় গিয়ে বেশ কিছুদিন কাটালাম। তারপর ফ্রান্সের রিভিয়েরা উৎসব দেখতে গেলাম, অবশেষে ডলোমাইটস্। কত জায়গায় যে ঘুরেছি তার অর্ধেক জায়গার নামই এখন মনে নেই। যাত্রীবাহী প্লেনেই আমরা বেশি যেতাম, বিলাসবহুল প্রমোদ তরীতেও গেছি কয়েক বার। কখনও আবার মূল্যবান সুদৃশ্য গাড়ি ভাড়া করতাম। আর আমরা যখন এই ভাবে মধুযামিনী যাপন করে বেড়াচ্ছি।

ইলিয়া এখন নিজের খুশিমত যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর নিজের শারীরিক কুশল সংবাদ জানিয়ে আগাম যে কটা চিঠি গ্রেটার কাছে জমা রেখে এসেছিল, গ্রেটা যথাসময়ে সেগুলো তাদের নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে।

'একদিন অবশ্য এই সমস্ত কারচুপি দিনের আলোয় প্রকাশ হয়ে পড়বে।' স্বগতোক্তির সুরে ইলিয়া বিড়বিড় করল। 'এক ঝাঁক শকুনের মতো সকলে মিলে দল বেঁধে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তবে যতদিন পর্যন্ত ওরা না আসে ততদিন আমাদের প্রাণভরে আনন্দ করে নিতে বাধা কি!'

'তোমার এই পেয়ারের গ্রেটার তখন কি হাল হবে? সব কিছু জানাজানি হবার পর তোমার আত্মীয়স্বজন নিশ্চয় তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন!'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই!' ইলিয়া মাথা নাড়াল, 'তবে গ্রেটা খুবই শক্ত মেয়ে। ও কিছু মনে করবে না।'

'এর ফলে কি তার অন্য কোন জায়গায় চাকরি পেতে অসুবিধে হবে না?'

'কেন-ই বা ও অন্য জায়গায় চাকরি খুঁজতে যাবে?' জোরের সঙ্গে জবাব দিল ইলিয়া। 'ও আমাদের সঙ্গেই থাকবে।'

'না, তা হয় না।'

'তুমি কি বলতে চাও, মাইক?'

'আমরা দুজনেই শুধু জোড় বেঁধে বাস করব। আমাদের সঙ্গে তৃতীয় আর কেউ থাকবে না!'

'গ্রেটাকে তুমি চেনো না। ও আমাদের দুজনের মাঝখানে কোন রকম বাধার সৃষ্টি করবে না।' সহজ সুরে ইলিয়া জবাব দিল। 'তাছাড়া ও কাছে থাকলে কাজেরও অনেক সুবিধে হবে। আমি তো ওকে ছাড়া চলার কথা চিন্তাই করতে পারি না। সমস্ত রকম কাজই ও খুব সুন্দর ভাবে সুসম্পন্ন করতে পারে।'

ইলিয়ার এ প্রস্তাবে আমি সায় দিতে পারলাম না। মাথা নেড়ে জানালাম, 'আমি তোমার যুক্তি ঠিক মেনে নিতে পারছি না, ইলিয়া। আমরা শুধু আমাদের দুজনের জন্যে একখানা বাড়ি চেয়েছিলাম, সেটাই হবে আমাদের স্বপ্নপুরী। সেই স্বপ্নের জগতে শুধু তুমি আর আমি বাস করব। তৃতীয় কারুর উপস্থিতি সেখানে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত।'

'তুমি কি বলতে চাও আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আসল সমস্যাটা একই থেকে যাচ্ছে।' অল্প ইতস্তত করল ইলিয়া। 'অন্য কোথাও ওর আশ্রয় জুটবে না জেনেও এ ভাবে গ্রেটাকে হঠাৎ চলে যেতে বলা খুবই একটা দৃষ্টিকটু ব্যাপার হবে। মানবিকতার দিক থেকেও সেটা আমাদের

ভেবে দেখা উচিত। তা ছাড়া ও এত বছর ধরে আমাদের সঙ্গে আছে, আমাকে এত ভাবে সাহায্য করছে, ...এমন কি আমাদের এই বিয়ের ব্যাপারেও ওর অবদান সামান্য বলে মনে করো না!'

'কিন্তু আমাদের দুজনের মাঝখানে সারাক্ষণ এ ভাবে একজন...'

'গ্রেটা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের মেয়ে। এখনও পর্যন্ত তুমি ওকে চোখেই দেখনি। ওর সঙ্গে আলাপ হলে ওকে তোমার ভাল লাগতে বাধ্য, একথা আমি হলফ করে বলতে পারি!'

'না, ইলিয়া, তোমার ধারণাটাই ভুল। তোমার গ্রেটাকে এখনও পর্যন্ত চোখে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি বটে, তবে চাক্ষুষ আলাপ পরিচয়ের পরও আমার মনোভাবের কোন হেরফের ঘটবে না। আমাদের নীড়ে শুধু আমরা দুজনেই বাস করব।'

'সত্যিই মাইক, তুমি মাঝে মধ্যে এত অবুঝ হয়ে ওঠো...'

এ প্রসঙ্গে আমি আর কোন উচ্চবাচ্য করলাম না। এই অস্বস্তিকর বিষয়টা তখনকার মতো মুলতুবী রইল।

এই ভাবে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াবার ফাঁকে স্যানটনিক্সের সঙ্গেও আমাদের দেখা হল। আমরা তখন গ্রীসে। সমুদ্রের ধারে এক জেলের একখানা কুঁড়ে ঘর ভাড়া নিয়ে তিনি সেখানে দিন কাটাচ্ছিলেন। তাঁর কঙ্কালসার চেহারা দেখে ভীষণ রকম চমকে গিয়েছিলাম আমি। এক বছর বাদে আবার আমাদের দেখা হল। ইতিমধ্যে তাঁর স্বাস্থ্য যেন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। যদিও আমাদের দুজনকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাতে কোন রকম কার্পণ্য করলেন না।

'তাহলে তোমরা অবশেষে বিয়েই করলে!' হাসি মুখে ঘাড় দোলালেন তিনি।

'হ্যাঁ।' সহজাত উজ্জ্বল ভঙ্গিতে ইলিয়া জবাব দিল। 'আর আমরা দুজনে আমাদের মনের মতো নতুন একটা বাড়িতে বাস করব, তাই না?'

কাগজের ওপর আঁকা বাড়ির নকসাটাও স্যানটনিকস আমাদের বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। বিভিন্ন অংশের টুকরো টুকরো নকসা ছাড়াও সমগ্র বাড়িটার একটা জলরঙের কাল্পনিক ছবিও একধারে আঁকা ছিল।

'তোমার পছন্দ হয়েছে, মাইক?' ইলিয়ার কণ্ঠে পুলকের ছোঁওয়া।

এতক্ষণ সম্মোহিত দৃষ্টিতে কাগজের ওপর জলরঙে আঁকা বাড়িটার দিকে তাকিয়েছিলাম। ইলিয়ার কথায় আমার চমক ভাঙল। গভীর ভাবে শ্বাস নিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লাম আমি। 'আমার কল্পনায় আঁকা বাড়ির সঙ্গে সত্যিই এর কোন তফাত নেই। স্বপ্নই যেন ধরা দিয়েছে বাস্তবে।'

স্যানটনিকসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এথেন্সে ফেরার পথে ইলিয়া বলল, 'ভদ্রলোক যথার্থই ভীষণ অদ্ভুত প্রকৃতির! সময় সময় আমার কেমন ভয় ভয় করে।'

'রুডলফ স্যানটনিকসকে দেখে ভয় পাবার কি আছে?'

'কারণ...কারণ হচ্ছে ভদ্রলোক মোটেই সাধারণ আর পাঁচজনের মতো নন। আমি হয়ত ঠিকমত গুছিয়ে বলতে পারব না, তবে তাঁর চরিত্রের মধ্যে এক ধরনের ঔদ্ধত্য, এক প্রকার নিষ্ঠুরতা লুকিয়ে আছে। আর আমার ধারণা তিনি আমাদের পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে চান, মৃত্যু শিয়রে জেনে তাঁর এই মনোভাবও বর্তমানে খুব উগ্র হয়ে উঠেছে। মনে কর...', আমার চোখে চোখ রেখে সামান্য ইতস্তত করল ইলিয়া, তার পর স্বপ্নাবিষ্ট কণ্ঠে বলল, 'মনে কর স্যানটনিকস ওই পাহাড়ের চূড়োয় আমাদের জন্যে চমৎকার এক প্রাসাদ বানালেন। আর আমরা যে দিন প্রথম সেখানে বাস করতে এলাম, দেখলাম তিনি আমাদের স্বাগত জানাবার জন্যে আগে থেকেই গেটের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। তারপর...তারপর...'

'তারপর আবার কি?'

'মনে কর আমরা ভেতরে ঢোকার আগেই তিনি ফটক বন্ধ করে দিলেন। সেই ফটকের সামনেই বলি দিলেন আমাদের। ধড় মুণ্ড বিচ্ছিন্ন অবস্থান পড়ে রইলাম আমরা সেখানে।'...

'তুমি দেখছি আমাকেও দস্তুরমত ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা কর!'

'আমাদের দুজনের ঝামেলাটা কি জান, মাইক, আমরা দুজনেই যেন কল্পলোকের বাসিন্দা। আমরা এমন সব বিচিত্র ধরনের স্বপ্ন দেখি বাস্তবের সঙ্গে যার লেশমাত্র সংযোগ নেই!'

গ্রীসে থাকাকালীন আমাদের দুজনের মধ্যে এই কথোপকথন হয়েছিল।



এখন আমার যতদূর স্মরণ হচ্ছে, পরের দিন সকালে আমরা এথেন্সে এসে পৌছলাম। আর এখানেই প্রাচীনকালের স্থাপত্যকলার নিদর্শন এক ঐতিহাসিক নগর দুর্গের সিঁড়িতে ইলিয়ার সঙ্গে তার এক পরিচিত মহিলার আচমকা দেখা হয়ে গেল। ভদ্রমহিলার বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ। তিনি এক ট্যুরিস্ট পার্টির সঙ্গে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছেন। ইলিয়াকে দেখতে পেয়েই দল ছেড়ে ত্রস্ত পায় সামনে এগিয়ে এলেন। দু চোখের দৃষ্টিতে বাঁধভাঙা বিস্ময়।

'কি আশ্চর্য! নিজের চোখকেই প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। এখানে এভাবে যে তোমার দেখা পাব...! তুমিও কি আমার মতো কোন ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছ নাকি?'

'না।' ইলিয়া মাথা নাড়ল। 'দু-একদিনের জন্যে শুধু এখানে এসেছি।'

'যা হোক, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব আনন্দ পেলাম। কোরার শরীর কেমন? তিনিও কি তোমার সঙ্গে এখানে এসেছেন?'

'না, খুব সম্ভবত তিনি এখন স্যালৎসবুর্গে।'

'তা ভাল!' ইলিয়ার সঙ্গে কথা বললেও ভদ্রমহিলা মাঝে মাঝেই তির্যক দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করছিলেন।

ইলিয়া বেশ সহজভাবেই আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল। 'মিঃ রজার,...আর ইনি হচ্ছেন মিসেস বেনিংটন।'

ভদ্রমহিলা স্মিত হেসে আমাকে অভিনন্দন জানালেন, তারপর ইলিয়ার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আর কতদিন তোমরা এথেন্সে থাকবে বলে ঠিক করেছ?'

'আগামী কালই আমি এখান থেকে রওনা হচ্ছি।'

ইলিয়ার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ ভদ্রমহিলার খেয়াল হল তাঁর দলবল তাঁকে একা ফেলে গাইড সমেত বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেছে। সেই দিকে তাকিয়ে হায় হায় করে উঠলেন তিনি। 'যাঃ, আমার কিছুই শোনা হল না। অথচ গাইডের মুখের প্রতিটি বর্ণনাই আমি উৎকর্ণ হয়ে শুনে থাকি। যাই, পরে আবার দেখা হবে। আচ্ছা, আজ সন্ধ্যায় কোন পানশালায়...'

'না, আজ নয়।' সবেগে মাথা নাড়ল ইলিয়া। 'আজ আমাদের প্রমোদ ভ্রমণে বেরুবার কথা।'

শ্রীমতী বেনিংটন আর বিলম্ব না করে দ্রুত পায়ে নিজের দলের সঙ্গে গিয়ে ভিড়লেন। ইলিয়া এতক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাচীন ঐতিহাসিক নগর দুর্গের চওড়া সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আসছিল। এখন আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে মন্থর পায়ে পুরনো পথ ধরে ফিরে চলল।

আমি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। 'ব্যাপারটা কি?'

ইলিয়া আমার এ-প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। মিনিট দু-তিন কথাই বলল না কোন। অবশেষে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিজেকে শুনিয়েই যেন বলল, 'আজ রাতে আমাকে কয়েকটা জরুরী চিঠি লিখতে হবে।'

'কাদের কাছে চিঠি লিখবে?'

'একটা আমার বিমাতা কোরার নামে। আর দুটো ফ্র্যাঙ্ক আর অ্যানড্রু কাকার কাছে।'

'তোমার এই অ্যানড্রু কাকাটি নতুন আমদানি বলে মনে হচ্ছে!'

'অ্যানড্রু লিপিনকট। তিনি অবশ্য আমার আপন কাকা নন, এমনকি আত্মীয়ও নন। প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন আমার আইনসঙ্গত অভিভাবক। আমার স্বর্গত পিতৃদেব সেইরকম ব্যবস্থাই করে গিয়েছিলেন।

পেশায় তিনি একজন আইনজীবী। আইন ব্যবসায় তাঁর পসারও আছে প্রচুর।'

'তুমি তাঁদের কি লিখবে?'

'আমি আমার বিয়ের কথা সব খুলে জানাব। তা না হলে হঠাৎ করে তো আর শ্রীমতী নোরা বেনিংটনের কাছে আগেভাগে ঢাক পিটিয়ে বলতে পারি না—আসুন, আমার স্বামীর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই। তাহলে সেই মুহূর্তেই পথের মাঝখানে এমন একটা নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা হত যার ফলে ভিড় জমে যেত চারদিক থেকে। মিসেস বেনিংটন দু হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে পুরো ইতিবৃত্তটা শোনবার জন্যে পিড়াপীড়ি শুরু করে দিতেন সকলের সামনে।'

'তাঁরা কি খবরটা পাওয়া মাত্র খুব হৈচি শুরু করে দেবেন? এ জন্যে তোমাকে কি খুব বকাবকি করবেন?'

'কিছু একটা গণ্ডগোল পাকাবার চেষ্টা করবেন বলেই আমার বিশ্বাস।' সহজাত শান্ত সুরে ইলিয়া জবাব দিল। 'তবে এখন আর তাতে কিছু যায় আসে না। তাঁরাও তাঁদের অধিকারের সীমা সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। সেটুকু বুদ্ধি নিশ্চয় সকলে মগজে ধরেন। অবশ্য আমাদের একবার সকলের সঙ্গে দেখা করতে হবে। সম্ভবত নিউইয়র্কেই তাঁরা আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে চাইবেন। তাতে কি ব্যক্তিগতভাবে তোমার কোন আপত্তি আছে?' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে ফিরে তাকাল ইলিয়া।

'আছে।' আমি ইতিবাচক মাথা নাড়লাম। 'ব্যাপারটা আমার আদৌ মনঃপূত নয়।'

'তাহলে লণ্ডনেই এই দেখাসাক্ষাতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তারা নিশ্চয় এতে কোন আপত্তি করবেন না! সকলে না হলেও অনেকেই যে আসবেন তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। অবশ্য এই ব্যবস্থাটাও তোমার মনঃপূত হবে কিনা বলতে পারি না!'

'না। এ জাতীয় যে কোন প্রস্তাবেই আমাব দৃঢ় আপত্তি আছে। আমি শুধু তোমাকে চাই। স্যানটনিকস এসে পৌঁছলেই আমাদের স্বপ্নপুরীর কাজ শুরু হয়ে যাবে। সারাক্ষণ আমরা দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখব।'

'সেটা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। আর আমাদের এই পারিবারিক অধিবেশনও খুব একটা বেশি সময় নেবে না। অন্তত একবারের জন্যে হলেও আমাদের দুজনকেই এমন একটা পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। হয় তাঁরা সকলে আসবেন, না হয় আমরা দুজনে যাব।'

'শুনেছিলাম তোমার বিমাতা এখন স্যালৎসবুর্গে আছেন। তুমিই তো সেদিন আমায় বললে!'

'বলেছিলাম নাকি?' ইলিয়া লজ্জার হাসি হাসল। 'আসলে কোরা যে এখন কোথায় আছেন সে বিষয়ে আমার পরিষ্কার ধারণা নেই। সেটা শুনতে নেহাৎ খারাপ লাগবে বলেই যা হোক একটা নাম বলেছিলাম। আমরা ফিরে গিয়েই সকলের সঙ্গে দেখা করব, মাইক। আশা করি, তুমিও এ ব্যাপারে খুব বেশি কিছু একটা মনে করবে না!'

'সে যা হোক! কিন্তু তোমার ওই পারিবারিক সম্মিলনের মাঝখানে আমার মাকে এনে হাজির করার কথা ভুলেও চিন্তা কোরো না!'

'না...না, জোর করে আমি কাউকে কোথাও টেনে আনতে চাই না। সেটা আমার পছন্দও নয়। তবে ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে তোমার মায়ের সঙ্গে আগে একবার আমি নিজে গিয়ে দেখা করব।'

'না!' রাগে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

ইলিয়া স্তম্ভিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। 'এতে তুমি এত আপত্তি করছ কেন, মাইক! আমি তো অনেক ভেবেও কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না! তাছাড়া আমি নিজে গিয়ে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা না করলে সেটা যে কতখানি অসামাজিক ব্যবহার করা হবে সেদিকটা কোন সময় চিন্তা করে দেখেছ?' অল্প থেমে দম নিল ইলিয়া। 'তোমার মা কি তোমার বিয়ের কথা জানেন?'

'এখনও পর্যন্ত নয়।'

আমি যে ইলিয়াকে কিছুতেই আমার মায়ের কাছে নিয়ে যেতে চাই না, এটা খুবই অবিসংবাদিতভাবে

সত্য। কিন্তু আসল মুশকিলটা হচ্ছে, আমার এই মনোভাবের কারণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা দিতে আমি অপারগ। 'দেখা করার ফলটা মোটেই শুভ হবে না! তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না, ইলিয়া! আমার মাকে আমি খুব ভাল করেই চিনি। আমি খুব স্থির নিশ্চিত না হলে তোমাকে এভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করতাম না।'

'শোন ইলিয়া', মিনতির সুরে আমি বললাম, 'তুমি যেন আবার আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যেও না।'

'কিন্তু এখনও আমার স্থির বিশ্বাস, এটা খুবই অমানবিক, নিষ্ঠুর আচরণ করা হচ্ছে।'

'ব্যাপারটা তুমি আসলে ভুল চোখে দেখছ বলেই এতখানি বিভ্রান্তি বোধ করছ। আমার মায়েব প্রতি আমাদের আচরণ কি রকম হবে, সে বিচারের ভারটা অমার ওপব ছেড়ে দেওয়াই অধিকতব যুক্তিসঙ্গত নয় কি? আমি আমার মাকে ছেলেবেলা থেকেই চিনি। তিনি এই ঘটনায় এত বেশি বিচলিত হয়ে উঠবেন...'

'তবু আমাদের এই বিয়ের খবরটা তো তাঁকে জানাতে হবে। এবং সে দায়িত্বটাও একান্তভাবে তোমার।'

'ঠিক আছে।' অবশেষে আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম। 'তাই না হয় জানাব।'

ভেবে দেখলাম ইলিয়ার যুক্তিই ঠিক। বিদেশ থেকে পত্র মারফৎ মাকে সমস্ত কিছু খোলাখুলি জানিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। সেদিন সন্ধ্যায় ইলিয়া যখন কাগজকলম নিয়ে ওব ফ্র্যাঙ্ক কাকা, অ্যানড্রু কাকা আর বিমাতা কোরাকে চিঠি লিখতে বসল তখন আমিও মায়েব কাছে সংক্ষেপে কয়েক ছত্রের একটা চিঠি লিখলাম। লিখলাম—

মা,

একটা কথা ইতিপূর্বেই তোমাকে আমার জানানো উচিত ছিল, কিন্তু মনের দিক থেকে কেমন সঙ্কোচ বোধ করছিলাম। তিন হপ্তা আগে আমি বিয়ে করেছি। ব্যাপারটা খুব হঠাৎই ঘটে গেল। আমার বউ বেশ সুন্দরী, তাছাড়া অগাধ ধনীও বটে। সেইজন্যে মঝে মাঝে নিজেরও একটা অস্বস্তি হয়। ফিরে গিয়ে কাছাকাছি কোন জায়গা দেখে মনের মতো একখানা বাড়ি তৈরি করব বলে স্থির করেছি। ঠিক এই মুহূর্তে আমরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। শুভেচ্ছা নিও।

—স্নেহের মাইক

আমাদেব সেদিনের লেখা চিঠিগুলো ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। মায়ের কাছ থেকে আমার চিঠির উত্তর এসে পৌঁছতে হপ্তাখানেক সময় লাগল। চিঠির বয়ানটাও অবিকল মায়ের চরিত্রের অনুরূপ। মাত্র দু লাইনেই সমস্ত বক্তব্যের পরিসমাপ্তি।

সুপ্রিয় মাইক,

তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হলাম। আশা করি তোমরা দুজনে সুখে থাকবে।

—তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী মা

ইলিয়া যতখানি আশঙ্কা করেছিল, বাস্তবে ঘটল তার চেয়ে অনেক বেশি। যেন একটি ভীমরুলের চাকে কেউ অজান্তে খোঁচা দিয়ে বসেছে। পিল পিল করে রিপোর্টাররা চারদিক থেকে আমাদের ছেঁকে ধরল। ক্রোড়পতি তরুণীর এই রোমাঞ্চকর প্রেমের কাহিনী পত্রেপুষ্পে পল্লবিত হয়ে প্রকাশ পেতে লাগল বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। বিভিন্ন ব্যাঙ্কার এবং আইনজীবীদের কাছ থেকেও কতকগুলো চিঠি এল ইলিয়ার নামে। অবশেষে উভয় তরফের সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করা হল চিঠির মাধ্যমে। প্রথমে আমরা জিপসি একরে গিয়ে স্যানটনিকসের সঙ্গে দেখা করলাম। আমাদের এই নতুন বাড়ির প্ল্যান নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনাও হল তাঁর সঙ্গে। তারপর সবকিছুর ব্যবস্থা করে আমরা লণ্ডনে এসে পৌঁছলাম। হোটেল ক্ল্যারিজে আগে থেকেই একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়া ছিল। অনেক চিন্তা ভাবনার পর দুজনে স্থির করলাম, এই হোটেলে বসেই আমরা আমাদের আগামী ঝড়ঝঞ্ঝার মোকাবিলা করব।

সর্বপ্রথম হাজির হলেন মিঃ অ্যানড্রু লিপিনকট। অতিশয় বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক। পোশাক আসাক মার্জিত, বাহুল্যবর্জিত। মেদহীন ছিপছিপে লম্বা চেহারা। কথাবার্তা, আচার-আচরণের মধ্যেও বিনীত সৌজন্যের কোমল স্পর্শ। বোস্টনে তাঁর জন্ম। যদিও তিনি যে একজন আমেরিকান, শুধুমাত্র কথার সুরে আমার পক্ষে সেটা বোঝার কোন উপায় ছিল না। টেলিফোনে যোগাযোগ করে দুপুর বারটায় আমাদের হোটেলেই এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন তিনি। ইলিয়া যে রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়েছিল, ওর হাবভাবেই তা প্রকাশ পাচ্ছিল। অবশ্য আমার কাছে সে ভাবটা গোপন রাখবার চেষ্টা করল প্রাণপণে।

লিপিনকট সস্নেহে ইলিয়াকে কাছে টেনে নিয়ে কপোল চুম্বন করলেন। পরিশেষে সাবা মুখে অমায়িক হাসি ফুটিয়ে করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে।

'প্রকৃতই তোমাকে এখন ফুলের মতো সুন্দর দেখাচ্ছে, ইলিয়া!' বৃদ্ধের গলায় সরল আন্তরিকতার সুর। 'তোমাকে দেখে আমিও খুব খুশি হলাম।'

'আপনি কেমন আছেন, অ্যানড্রু কাকা? এখানে কি সোজা প্লেনে এলেন?'

'না। ক্যুঈন মেরি জাহাজে। সমুদ্র যাত্রাটা মন্দ কাটেনি। এই যুবকই নিশ্চয় তোমার স্বামী?'

'হ্যাঁ। মাইক, আমার স্বামী।'

কে আমাকে বুদ্ধি দিল জানি না, নিজেই উদ্যোগী হয়ে আমার পরিচয় দিলাম। 'নমস্কার স্যার, আমি-ই মাইক রজার। আপনি শারীরিক কুশলে আছেন তো?' বর্তমানে তাঁর কোন পানীয়ের প্রয়োজন আছে কিনা সে কথাও জানতে চাইলাম সবিনয়ে। তিনি সৌজন্য সহকারে নেতিবাচক মাথা নাড়লেন। তারপর এগিয়ে গিয়ে একটা খালি সোফা দখল করলেন। তাঁর দু চোখের হাসিমাখা দৃষ্টি কিন্তু সারাক্ষণ আমাদের দুজনের মুখের দিকেই নিবদ্ধ।

'কি আশ্চর্যের ব্যাপার! তোমরা এই দুজন সুদর্শন যুবক-যুবতী আমাদের সকলকে দারুণভাবে চমকে দিয়েছ! ঘটনাটা যদিও খুবই রোমান্টিক!'

'কিন্তু অ্যানড্রু কাকা, আপনি একবার ভেবে দেখুন', ইলিয়ার কণ্ঠে সকরুণ মিনতি, 'এছাড়া অন্য কোন উপায়ে কাজটা সম্পন্ন করতে চাইলে খুব একটা হৈ-হট্টগোলের সৃষ্টি হত নাকি?'

'অহেতুক একটা গণ্ডগোলের আশঙ্কাই বা তুমি করছ কেন?'

'তাঁরা প্রত্যেকে কি ধরনের মানুষ আপনি তো সবই জানন!' ইলিয়া জোর করে সহজ হবার চেষ্টা করল। 'এমন কি একথা অস্বীকার করতে পারবেন না যে, আপনি নিজেও তাঁদের দলের।' সামান্য নীরবতার পর ক্ষুণ্ণ অভিযোগের সুরে নিজের কথার খেই ধরল, 'ইতিমধ্যে তীব্র বিক্ষোভ জানিয়ে কোরা আমায় দুটো চিঠি দিয়েছেন। একটা পেয়েছি গতকাল। দ্বিতীয়টা আজ সকালের ডাকে।'

'কিন্তু সোনা, এ জাতীয় কিছু অভিযোগ বা বিক্ষোভের সম্মুখীন হবার জন্যে তোমাকে এখন মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। এমন একটা ঘটনার পর এটাই তো স্বাভাবিক! তুমি নিজেও একবার সমস্ত পরিস্থিতিটা বিবেচনা করে দেখ।'

'আমি কাকে কিভাবে বিয়ে করি বা না-করি সেটা আমার সম্পূর্ণ নিজের ব্যাপার।'

'একটা কথা তুমি কিছুতে অস্বীকাব করতে পারবে না, সমস্ত ঘটনাটাব মধ্যে একটা শঠতা, প্রবঞ্চনা জড়িয়ে আছে। এবং বিশেষ কারুর অকৃত্রিম সাহায্যের ফলেই এটা সম্ভবপর হয়েছে। আর সেই বিশেষ কেউ যে স্বীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে তাতেও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই!'

ইলিয়া প্রথমে কোন জবাব দিল না। ওর চোখ মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। পরিশেষে নিজেকে সংযত করে ধীরে ধীরে বলল, 'আপনি নিশ্চয় গ্রেটাকে উদ্দেশ্য করেই একথা বলছেন। কিন্তু সে যা করেছে আমার নির্দেশেই করেছে। বাড়ির আর পাঁচজন কি ওর আচরণে খুবই মর্মাহত হয়ে পড়েছেন?'

'সেটাই তো স্বাভাবিক। তুমি বা গ্রেটা কেউই এর চেয়ে ভাল কিছুর আশা করতে পার না।...সত্যিই পার কি? আর একথাও স্মরণে রাখতে হবে, গ্রেটাকে রীতিমত দায়িত্বপূর্ণ একটা পদেই নিযুক্ত করা হয়েছিল।'...

'কিন্তু আইনের চোখে আমি এখন সাবালিকা। নিজের পছন্দমতো কাজ করবাব সম্পূর্ণ অধিকাব আমার আছে।'

'আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখনও পর্যন্ত তুমি আইনের চোখে সাবালিকা হয়নি। এই প্রবঞ্চনার ব্যাপারটা তখন থেকেই শুরু হয়েছে।'

'মিথ্যে আপনি ওকে দোষ দিচ্ছেন, স্যার।' আগ বাড়িয়ে মন্তব্য করলাম আমি। 'আমার সঙ্গে ইলিয়ার যখন প্রথম পরিচয় হয় তখন ওর আত্মীয়-স্বজন সকলেই বিদেশে ছিলেন। ইচ্ছে থাকলেও তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করার আমার কোন উপায় ছিল না।'

লিপিনকট স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে ফিরে তাকালেন। 'আমি সবই জানি। লণ্ডন থেকে গ্রেটাই ইলিয়ার লেখা চিঠিগুলো নিয়মিত ডাকে পাঠিয়ে দিত। এর মধ্যে যে কোনরকম কারচুপি থাকতে পারে সেটা আমরা কেউ ভাবতে পারিনি। খুব নিপুণতাব সঙ্গেই যে কাজটা করা হয়েছে সে কথা আমি স্বীকার করতে বাধ্য। তোমার সঙ্গেও বিশেষ গ্রেটার পরিচয় ঘটেছে, মাইকেল?...কিছু মনে কোরো না। ইলিয়া আমার নিজের মেয়ের মতো, তাই তোমাকে আমি নাম ধরেই সম্বোধন কবছি!'

'অবশ্যই...অবশ্যই।' সবিনয়ে ঘাড় নাড়লাম আমি। 'আপনি আমাকে মাইক বলেই ডাকবেন। কিন্তু...কিন্তু মিস অ্যান্ডারসনের সঙ্গে ইতিমধ্যে আমার চাক্ষুষ কোন পরিচয় হয়নি।'

'তাই বুঝি? ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার তো!' অনেকক্ষণ ধরেই একদৃষ্টে আমার মুখেব দিকে তাকিয়ে রইলেন বৃদ্ধ লিপিনকট।

'আপনি আমাদের দলে, তাই না অ্যানড্রু কাকা?' ইলিয়া হাসি হাসি চোখ তুলে তাকাল।

'কোন বিচক্ষণ আইনজীবীকে এ জাতীয় প্রশ্ন করাই অসমীচীন। আমার দীর্ঘ জীবনে যে অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করেছি ভবিতব্যকে প্রতিরোধ করা যখন মানুষের পক্ষে সাধ্যাতীত, তখন তাকে স্বীকার করে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। তোমরা দুজন অল্পবয়স্ক যুবক যুবতী পরস্পরকে দেখে ভালবেসেছ, বিয়ে করেছ। আর একটা খবর পেলাম, ইংলণ্ডের দক্ষিণে কোন এক জায়গায় তোমরা খানিকটা জমি কিনে বাড়ি তৈরির কাজও শুরু করে দিয়েছ। তাহলে বোঝা যাচ্ছে স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস করাটাই তোমাদের মনোগত অভিপ্রায়।'

ইলিয়ার হয়ে জবাবটা এবার আমিই দিলাম। আমার কণ্ঠস্বরে খানিকটা ঝাঁঝেব আভাসও মিশেছিল। 'আমরা দুজনে বাকি জীবনটা এখানেই বাস করব বলে মনস্থিব করেছি। কেন, তাতে আপনাব কোন আপত্তি আছে নাকি? ইলিয়া আমাকে বিয়ে করেছে সেই সুবাদে ও এখন বৃটিশ নাগরিক। অতএব ইংলণ্ডে বাস করতে ওর অসুবিধেটা কোথায়?

'না...না, সুবিধে-অসুবিধের কথা আমি বলছি না। ইলিয়া ওব খুশিমত পৃথিবীব যে-কোন জায়গায় বসবাস করতে পারে। এমন কি দেশ-বিদেশের বড় বড় শহরে বেশ কয়েকটা বাড়ি কিনে বাখলেই বা আপত্তি করছে কে?' অবশেষে ইলিয়াকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ন্যাসোতে যে তোমার এমন একটা বড় বাগানবাড়ি আছে সে কথা নিশ্চয় তোমার মনে আছে?'

'সে বাড়িটার মালিক কি আমি? আমার ধারণা ছিল ওটা কোরার সম্পত্তি। কোরা ওই বাড়িটা সম্পর্কে এমন ধরনের কথাবার্তা বলতেন...'

'দলিলপত্রে তোমার নামই লেখা আছে। তুমিই সমস্ত সম্পত্তি একমাত্র মালিক। এছাড়া লঙ অ্যাটল্যাণ্ডেও তোমার একখানা বাড়ি আছে। সময় করে তুমি গিয়ে একবার দেখে আসতে পার।' বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর মোলায়েম, অমায়িক। তবে আমার কেমন সন্দেহ হল, ইলিয়াকে উদ্দেশ্য করে বললেও প্রকৃতপক্ষে তিনি যেন আমাকেই কথাগুলো শোনাতে চান।

'তোমাকে কিন্তু অনেকগুলো দরকারী কগজপত্রে সই করতে হবে।' ইলিয়াকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন। 'সেগুলো আমি সব সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি!'

'হ্যাঁ...নিশ্চয়ই, কবে চাই বলুন?'

'দিন দশেক বাদে আমি আবার আসব। ইতিমধ্যে তুমি সব দেখেশুনে সইসাবুদ করে রেখো।'

আবার দশ দিন বাদে ভদ্রলোকের দর্শন পাব জেনে স্বভাবতই মনটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। আমার প্রতি তাঁর বাহ্যিক ব্যবহারে অবশ্য ভদ্রতার কোন অভাব নেই। জরুরী কথাবার্তা শেষ হবার পর তিনি মৃদু হেসে ইলিয়াকে সম্বোধন করে বললেন, 'এখন যখন তোমার স্বামী মিঃ রজারের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হল, পরিচয় হল এবং আমরা নিজেদের মধ্যে মোটামুটি একটা বোঝাপড়ায় এলাম. তখন তোমার এই মাইকের সঙ্গে আমি একটু আলাদাভাবে আলাপ করে নিতে চাই। ভবিষ্যতের প্রয়োজনের কথা স্মরণ রেখেই...'

'শোন ইলিয়া, তুমি না হয় দু-দশ মিনিটের জন্যে পাশের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করো।'

ইলিয়া আর কোন আপত্তি করল না। ও চলে গেলে আমি উঠে গিয়ে মাঝখানের দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিলাম। তারপর ফিরে এসে বৃদ্ধের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আর কোন বাধা নেই। এবারে আপনি আপনার তূণ থেকে বাছা বাছা বাণ নিক্ষেপ করুন!'

'ধন্যবাদ মাইকেল!' বৃদ্ধ স্মিত হেসে আমার দিকে তাকিয়ে ঘাড় দোলালেন। 'শুরুতেই আমি তোমাকে একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই, তুমি যদি আমাকে তোমাব শত্রুপক্ষ হিসেবে মনে করে থাক তবে মস্ত ভুল করবে। যদিও তোমার পক্ষে এ ধরণের ভুল করে বসাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।'

'আপনার কথা শুনে তবু খানিকটা ভরসা পেলাম।' মুখোমুখি একটা সোফায় বসতে বসতে বললাম, যদিও আমার গলার স্বরে প্রত্যয়ের বিশেষ অভাব ছিল।

'আমি তোমার সঙ্গে সমস্ত বিষয়টা খোলাখুলি আলোচনা করতে চাই। ইলিয়া উপস্থিত থাকলে হযত সেটা আমার পক্ষে পুরোপুরি সম্ভব হত না। আমি শুধু ইলিয়ার আইন-মোতাবেক অভিভাবকই নই, ওকে আমি খুব ছোটবেলা থেকেই জানি এবং স্নেহ করি। মেয়েটা যে প্রকৃতই ফুলের মতো কোমল আর সুন্দর, তুমি হয়ত এখনও তার সর্বাঙ্গীণ পরিচয় পাওনি।'

'আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, মিঃ লিপিনকট। সত্যিই আমি ওকে ভালবাসি।'

'এখন সবকিছু তোমাকে আমি স্পষ্ট করেই বলব। তার মধ্যে কোন লুকোচুরির ব্যাপার থাকবে না। সোজা কথায় আমার বক্তব্য হচ্ছে, আমি বা ইলিয়ার পরিবারের আর কেউ-ই চায়নি যে ইলিয়া তোমার মত সাধারণ শ্রেণীর কোন একজন যুবককে বিয়ে করবে। আমাদের ধারণা ছিল, সমাজের যে ওপর মহলে ওর গতিবিধি, সেখান থেকেই ও কাউকে নিজের জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে বেবে।'...

ঠোঁটের আগায় মৃদুমন্দ হাসি ফুটিয়ে আমি বললাম, 'একদিন আমি-ই হয়ত ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী হিসেবে পরিচিতি লাভ করব।'

'দুনিয়ায় সবই সম্ভব!' গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন লিপিনকট। 'তোমার নিজের কি তেমন কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে?'

'অর্থ উপার্জনই আমার কাছে শেষ কথা নয়। আমি...আমি কোথাও গিয়ে এমন একটা কিছু করতে চাই...', বাক্যটা অসমাপ্ত রেখেই আমি মাঝপথে থেমে গেলাম।

'তাহলে তোমার মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। নিঃসন্দেহে এটা একটা শুভ লক্ষণ।'

'একেবারে নিঃস্ব, কপর্দক অবস্থা থেকে আমি জীবন শুরু করেছি। এবং আমি যে নিতান্তই একজন সামান্য নগণ্য ব্যক্তি সে কথাও আমি কখনও লুকোবার চেষ্টা করি না।'

তবু আমি তোমার নিজের মুখ থেকে তোমার সম্পর্কে সবকিছু শুনতে চাই। তুমি নিজেই তোমার জীবন কাহিনী আমাকে শোনাবে।'

আমিও কিছু গোপন করবার চেষ্টা করলাম না। বললাম, আমার বাবা ছিলেন মদ্যপ। যা উপার্জন করতো তার সবই প্রায় নেশার পেছনে উড়িয়ে দিতেন। তবে আমার মায়ের কোন তুলনা হয় না। তিনিই প্রাণপাত করে আমাকে বড় করে তুলেছেন। নিয়মিত স্কুলের খরচ জুগিয়ে গেছেন। তার জন্যে জীবনভোর অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁকে। নিজের বহুবিচিত্র কর্মজীবন সম্পর্কেও তাঁকে সব অকপটে জানিয়ে দিলাম। তিনি একজন ভাল শ্রোতা। আমাকে কোনরকম বাধা তো দিলেনই না, বরং

উৎসাহিত করলেন নানাভাবে।

প্রায় দশ-বার মিনিট ধরে আমার আদ্যোপান্ত জীবন-কাহিনী তাঁকে শোনালাম। তিনি যখন সমস্ত শোনার পর নড়েচড়ে হেলান দিয়ে বসলেন তখন বেশ স্বস্তি পেলাম মনে মনে। কঠিন একটা কর্তব্য তাহলে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি।;'তুমি দেখছি খুবই অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয়, মাইকেল।' ধীরে সুস্থে মাথা নাড়তে নাড়তে মন্তব্য করলেন লিপিনকট। 'অ্যাডভেঞ্চার জিনিসটা মন্দ নয়, এর আকর্ষণও বেশ প্রবল।...আচ্ছা, এবার তোমাদের নতুন বাড়িটার বিষয়ে কিছু বল।'

'জায়গাটা মার্কেট কর্ডওয়েল থেকে খুব একটা দূরে নয়।'

'হ্যাঁ, তা আমি জানি।' ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ। 'আর সত্যি কথা বলতে কি, গতকাল আমি নিজে গিয়ে জায়গাটা দেখে এসছি।'

তাঁর কথা শুনে আমি ঈষৎ চমকে উঠলাম। এই বৃদ্ধ আইনজ্ঞের স্বভাবচরিত্র যে আঁকাবাঁকা সর্পিল প্রকৃতির এর থেকে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। কোন বিষয় সম্পর্কে তিনি যতটুকু জানেন বলে সাধারণভাবে ধারণা করা যায় বস্তুতপক্ষে তাঁর জ্ঞানের পরিধি আরও বহুদূর বিস্তৃত।

'আমরা যে স্থানটা নির্বাচন করেছি সেটা কিন্তু বাস্তবিকই মনোরম!' আত্মরক্ষার তাগিদে আমি জানালাম। 'এবং নতুন যে বাড়িটা আমরা সেখানে তৈরি করতে যাচ্ছি, প্রতিভাবান এক স্থপতিই তার নকসা তৈরি করে দিয়েছেন। তিনি হচ্ছেন রুডলফ স্যানটনিকস। আপনি অবশ্য এই নামটার সঙ্গে পরিচিত কি না...'

'আমি জানি।' হাত নেড়ে মাঝপথে আমাকে থামিয়ে দিলেন লিপিকট। 'স্থপতি হিসেবে তাঁর নামডাকও আছে বিস্তর।'

'আমার বিশ্বাস তোমার সমস্ত স্বপ্নই একদিন সার্থক হয়ে উঠবে। তুমি এবং ইলিয়া দুজনে যুক্তি করে যে সম্পত্তিটা কিনেছ, সে ব্যাপারেও আমি তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করি।'

বৃদ্ধের মুখে 'তোমাদের' কথাটা আমার কানে খুবই মধুর ঠেকল। যদিও ইলিয়া সম্পূর্ণ নিজেব একক প্রচেষ্টাতেই সমস্ত কাজটা সম্পন্ন করেছে, তা সত্ত্বেও আমাব নামটাও তিনি এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন।

'এ বিষয় মিঃ ক্রফোর্ডের সঙ্গেও আমার কিছু কথাবার্তা হয়েছে।'

'মিঃ ক্রফোর্ডের সঙ্গেও আমার ভ্রূ-জোড়া ঈষৎ কুঞ্চিত হল।

'লণ্ডনের রীশ অ্যাণ্ড ক্রফোর্ড সলিসিটর ফার্মের মিঃ ক্রফোর্ড। তিনি নিজেও এই ফার্মেব একজন অংশীদার। তাঁর মাধ্যমেই সম্পত্তিটা কেনা হয়েছে। রীশ অ্যাণ্ড ক্রফোর্ড খুবই নামকবা প্রতিষ্ঠান এবং সম্পত্তিটাও কেনা হয়েছে খুব অল্প দরে। এমন কি আমি নিজেও প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ এদেশে বর্তমানে জমিজমার কি দাম যাচ্ছে তা আমি জানি। তাই এত সস্তায় এই বিশাল সম্পত্তিটা পাওয়া গেছে শুনে বিস্ময় বোধ করা বিচিত্র নয়। আমার বিশ্বাস মিঃ ক্রফোর্ড নিজেও কম অবাক হননি। এই সম্পত্তি এত কম দামে বিক্রি হবার কারণ সম্পর্কে তুমি কি কিছু জান? মিঃ ক্রফোর্ডের কাছ থেকে এ বিষয় কোন সদুত্তর পাওয়া গেল না। এমন কি মনে হল আমার প্রশ্নে তিনি তখন কিছুটা বিচলিত হয়ে উঠলেন।'

'না...মানে', বিব্রত কণ্ঠে আমি বললাম, 'জিপসি একরের সঙ্গে একটা অভিশাপ জড়িয়ে আছে।'

বৃদ্ধ লিপিনকট বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে ফিরে তাকালেন। 'তোমার বক্তব্যটা আমার কাছে পরিষ্কার হল না, মাইকেল। তুমি ঠিক কি বলতে চাও?'

'স্থানীয় লোকের ধারণা পুরো এলাকাটাই নাকি অভিশপ্ত।' ব্যাখ্যা করে আমি বললাম। 'জিপসীরাই এমন ধরনের একটা আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে সরল গ্রামবাসীদের আতঙ্কিত করে তুলেছে! স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে জায়গাটা জিপসি একর নামেই পরিচিত।'

'ওঃ, সমস্তটাই তাহলে গল্পকথা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্যাপারটা সত্যিই বেশ বিভ্রান্তিকর। এর মধ্যে সত্যের ভাগ কতটুকু আর কতটাই

বা লোকের মনগড়া—সে সম্পর্কে আমার অন্তত সঠিক কোন ধারণা নেই। বহু বছর আগে এখানে খুন বা ওই জাতীয় কিছু একটা ঘটেছিল। স্বামী, স্ত্রী এবং তৃতীয় এক ব্যক্তি ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। কেউ কেউ বলে থাকে, স্বামীটি প্রথমে তাঁর স্ত্রী এবং স্ত্রীর প্রেমিক সেই তৃতীয় ব্যক্তিটিকে গুলি করে মেরে ফেলেন। পরে তিনি নিজেও সেই বন্দুকের সাহায্যে আত্মঘাতী হন। এই গল্পটাই স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। তবে এ সম্পর্কে আরও অনেক কাহিনীই প্রচলিত আছে। যদিও আমার ধ্রুব বিশ্বাস, ব্যাপারটা যে ঠিক কি ঘটেছিল সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কারুর কোন ধারণা নেই। ঘটনাটা বহুকাল আগের।

'হুঁ', সমঝদারের ভঙ্গিতে ঘাড় দোলালেন মিঃ লিপিনকট। 'ইংলণ্ডের গ্রামে গঞ্জে এই জাতীয় বহু গল্পগাথা এখনও বেশ জাঁকিয়ে বিরাজ করছে।' তারপর কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এবং তুমি বা ইলিয়া দুজনের কেউই নিশ্চয় এই অভিশাপের কাহিনী শুনে ভয় পাওনি?' বৃদ্ধের প্রশ্নের সুরটা খুবই হালকা। ঠোঁটের ফাঁকেও মৃদু হাসির আভাস।

'অবশ্যই না!' বেশ জোরের সঙ্গেই আমি জবাব দিলাম।

'আমি নিজেও কোনরকম অন্ধ কুসংস্কারকে মনের মধ্যে ঠাঁই দিতে প্রস্তুত নই।' বৃদ্ধ মৃদুমন্দ মাথা নাড়লেন। 'এই জায়গাটার চারপাশের দৃশ্যাবলী বাস্তবিকই নয়নাভিরাম।' অল্প ইতস্তত করে আবার বললেন, 'আমি শুধু আশা করব, তোমরা যখন ওই নতুন বাড়িতে গিয়ে বাস করবে, তখন যেন এই সমস্ত আষাঢ়ে কাহিনীগুলো ইলিয়াকে মুখ বেশি একটা শুনতে না হয়।'

'এ ব্যাপারে আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।' সবিনয়ে আমি জানালাম। 'আমার ধারণা এমন কোন প্রসঙ্গও কেউ ওর সামনে উত্থাপন করবে না।'

তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, 'আমি এখন তোমাকে যে প্রশ্ন করব সেটা বেশ জটিল। কিছু আগে তুমি বললে তোমার সঙ্গে মিস অ্যাণ্ডারসনের কোন পরিচয় ঘটেনি!'

'না, ভদ্রমহিলাকে আমি এখনও পর্যন্ত চোখেই দেখিনি।'

'ব্যাপারটা সত্যিই ভারি অদ্ভুত! খুবই বিস্ময়কর।'

'আপনি ঠিক কি বলতে চান?' জিজ্ঞাসুনেত্রে বৃদ্ধের দিকে তাকালাম।

'আমার মনে দৃঢ় একটা ধারণা জন্মেছিল, ইতিমধ্যে নিশ্চয় গ্রেটার সঙ্গে তোমার আলাপ পরিচয় হয়েছে।' ধীরে ধীরে সময় নিয়ে তিনি বললেন, 'মেয়েটির সম্পর্কে তুমি কতটুকু জান?'

'এইটুকু শুধু জানি যে কয়েক বছর যাবৎ তিনি ইলিয়ার ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে কাজ করছেন।'

'ইলিয়ার বয়স যখন সতের তখন থেকেই গ্রেটা ওর সঙ্গে আছে। নিজের কর্মদক্ষতার গুণে ক্রমে ক্রমে ও খুবই বিশ্বস্ত এবং দায়িত্বশীল পদও দখল করে নিয়েছিল। এই পদের গুরুত্বও অনেক বেশি। প্রথমে অবশ্য ইলিয়ার একজন সেক্রেটারী ও সঙ্গী হিসেবেই তাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। কারণ ইলিয়ার বিমাতা যখন ওকে একা রেখে দেশবিদেশে বেড়াতে যেতেন, এবং এমন ব্যাপার প্রায়ই ঘটে, তখন ইলিয়াকে সারাক্ষণ সঙ্গ দেবার সঙ্গে একজন সহচরীর প্রয়োজন দেখা দিল।' বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে খানিকটা রুক্ষতার আভাস পেলাম। 'এই মেয়েটির ঠিকুজি-কুষ্ঠি সম্পর্কে আমি যতদূর খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি তা বেশ ভালই। প্রত্যেকেই ওর উচ্চ প্রশংসা করেছে। ওর মা জাতে সুইডিশ, বাবা জার্মান। ইলিয়াও যে স্বভাবত তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে তাতে আর আশ্চর্যের কি!'

'আমিও সেই রকমই শুনেছি।'

'কিন্তু আমি ভাবছি, তোমাদের বিয়ের অনুষ্ঠানে ইলিয়া গ্রেটাকে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানায়নি?'

'ও অবশ্য চেয়েছিল গ্রেটা আমাদের বিয়েতে উপস্থিত থাকুক।'

'কিন্তু.. কিন্তু তুমি নিশ্চয় আপত্তি জানিয়েছিলে? তোমার এই আপত্তির পেছনে কি নির্দিষ্ট কোন কারণ ছিল?'

'আমি জানি না। সত্যিই আমি জানি না। আমার কেমন ধারণা জন্মেছিল. গ্রেটা নামে এই মেয়েটি—যাকে আমি কখনও চোখেই দেখিনি, তিনিই যেন অদৃশ্য থেকে যাবতীয় কলকাঠি নেড়ে চলেছেন। আপনি নিশ্চয় জানেন, ইলিয়ার জীবনেও তিনি কত গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছেন। ওর হয়ে চিঠিপত্রের জবাব দেওয়া থেকে শুরু করে, ইলিয়ার প্রাত্যহিক কর্মসূচী পর্যন্ত তিনিই ঠিক করে দেন। আমি মনে করি গ্রেটার ওপর এতখানি নির্ভরশীলতাই গ্রেটাকে ইলিয়ার সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে ওঠার সুযোগ করে দিয়েছে। এখন গ্রেটার ইচ্ছাই ইলিয়ার ইচ্ছা রূপে প্রতিফলিত হয়। আমি . খুবই দুঃখিত, মিঃ লিপিনকট। এ ধরনের মন্তব্য করা হয়ত আমার পক্ষে উচিত নয়, ঠিক শোভনও নয়।

'তোমার মানসিক অবস্থাটা আমি হয়ত ঠিকমত বুঝতে পেরেছি। এবং তুমি যে বুদ্ধিমানের মতোই কাজ করেছ, তাতেও আমার কোন সন্দেহ নেই।'

'আপনিও কি তাহলে আমার মতোই গ্রেটাকে মনে মনে অপছন্দ করেন?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'শব্দের প্রয়োগে তোমার হয়ত একটু ভুল হয়ে থাকবে। গ্রেটার সঙ্গে চাক্ষুষভাবে আলাপ পরিচয়ের আগে তুমি নিশ্চয় তার সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করতে পার না। আলাপ পরিচয়ের পর তোমার মতিগতি আবার পাল্টেও যেতে পারে।

'তা দেখিনি বটে, কিন্তু একজনের সম্পর্কে নানান কথা অসংখ্যবার শুনতে শুনতেও তো তার সম্পর্কে মনের মধ্যে একটা ধারণা গড়ে ওঠে! মানুষের স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি বলেও তো একটা কথা আছে! না হয় ধরুন গ্রেটাকে আমি মনে মনে হিংসে করি বলেই তাঁর প্রতি আমার বিরাগ এত বেশি! কিন্তু গ্রেটাকে আপনার এই অপছন্দের কি কারণ!'

'তোমার ব্যক্তিগত ধ্যানধারণায় আমি কোন আঘাত হানতে চাই না।' লিপিনকট সোজাসুজি আমার মুখের দিকে ফিরে তাকালেন। 'তুমি ইলিয়ার স্বামী এবং আমি সর্বান্তঃকরণে ইলিয়াকে সুখী দেখতে চাই। গ্রেটা ইলিয়ার ওপর যেভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, আমার কাছে সেটা মোটেই কাম্য নয়। ইলিয়াকে মেয়েটা যেন একেবারে নিজের কুক্ষিগত করে ফেলেছে!'

'আপনার কি ধারণা গ্রেটা আমাদের দুজনের মধ্যে কোন গণ্ডগোল বাধিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন?'

'এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করার অধিকার আমার আছে বলে আমি মনে করি না।' জবাব দিলেন লিপিনকট। সোফায় গা এলিয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন তিনি, এবং এমনভাবে চোখ পিটপিট করতে শুরু করলেন যাতে তাঁকে ঠিক বয়োবৃদ্ধ কচ্ছপের মতোই মনে হচ্ছিল। 'গ্রেটা যে তোমাদের সঙ্গে একসঙ্গেই বসবাস করবে, এমন কোন আভাস ইঙ্গিতও তুমি পাওনি?'

'উপায় থাকলে আমি অন্তত এ ব্যাপারে বাধা দেব।'

'হুঁ, তাহলে এই রকমই তোমার মনোভাব? এ বিষয়ে তোমাদের মধ্যে আলাপ আলোচনাও নিশ্চয় কিছু হয়েছে?'

'এ রকমেব একটু প্রস্তাব ইলিয়া আমার কাছে রেখেছিল। তবে বুঝতেই পাবছেন, মিঃ লিপিনকট, সবেমাত্র আমাদের বিয়ে হয়েছে। আমরা এখন যত শীগগির সম্ভব আমাদের নতুন বাসায় গিয়ে নতুন ভাবে জীবনযাপন করতে চাই। গ্রেটা নিশ্চয় মাঝেমধ্যে আমাদের কাছে এসে থাকবেন, সম্ভবত দু-চার দিন বসবাসও করবেন। আর সেটাই তো সব থেকে স্বাভাবিক!'

'গ্রেটা সম্পর্কে তোমার ব্যক্তিগত অভিমতের বিরোধিতা করা আমার অভিপ্রায় নয়। এটা সম্পূর্ণ আমার নিজের ব্যাপার। ওর কিছু কিছু কাজকর্ম আমি পছন্দ করি না, এবং যে উপায় ও তা কবেছে সেটাও আমার কাছে খুবই আপত্তিকর বলে মনে হয়েছে। ইলিয়া খুবই খোলামেলা উদার প্রকৃতির মেয়ে। গ্রেটার ভবিষ্যৎ জীবনে উন্নতির পথে আমরা যদি কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করি তাহলে ও হয়ত রীতিমত বিচলিত হয়ে উঠবে। এমন কি আবেগের বশে গ্রেটাকে ও নিজের কাছে রাখাব জন্যে জেদ ধরতেও পারে।'

'ইলিয়া এ ধরনের কোন জেদাজেদি করবে বলে আমার অন্তত মনে হয় না।' ধীরে ধীরে আমি বললাম। আমার কণ্ঠস্বরে কিছুটা উদ্বেগের সুরও ফুটে উঠল। বৃদ্ধ লিপিনকটও বোধহয় তা বুঝতে

পারলেন। 'কিন্তু আমরা...মানে ইলিয়া,...ইলিয়া কি গ্রেটার জন্যে মাসিক ভাতার বন্দোবস্ত করে তাঁকে চাকরি থেকে অবসর দিতে পারে না?'

'ঠিক এরকম কোন প্রস্তাব দেওয়াটা আমাদের তরফ থেকে যুক্তিযুক্ত হবে না।' জবাব দিলেন লিপিনকট। 'অবসর গ্রহণের একটা সময় আছে। গ্রেটার বয়স এখন খুবই কম, এবং মেয়েটা দেখতেও সুশ্রী। প্রকৃতপক্ষে অপূর্ব সুন্দরীই বলা চলে।' কিছুটা বিরাগপূর্ণ কণ্ঠেই বাকিটা শেষ করলেন তিনি, 'যে কোন পুরুষই ওকে দেখে আকৃষ্ট হবে।'

'আমাদের পক্ষে সেটা তো বাস্তবিকই সুখবর! সম্ভবত গ্রেটাও কাউকে বিয়ে করে ঘর-সংসার বাঁধতে চাইবেন। সত্যিই তিনি যদি এত সুন্দরী হন তাহলে তাঁর পক্ষে মনের মতো কোন পুরুষমানুষ বেছে নেওয়া মোটেই কষ্টসাধ্য হবে না। আমরাও এই জটিল পরিস্থিতির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি।'

'অনেকেই ওকে বিয়ে করতে চেয়েছে বলে আমি জানি, তবে তাদের কাউকেই ওর মনে ধরেনি। যদিও তোমার এই প্রস্তাবটা যে খুবই যুক্তিসঙ্গত সে কথাও আমি মানতে বাধ্য। তবে প্রস্তাবটা এমনভাবে উত্থাপন করতে হবে যাতে কারুর মনে কোন রকম সন্দেহ না জাগে। এ বিষয়ে ইলিয়াও আমাদের অনেক সাহায্য করতে পারে। এই বিয়ে উপলক্ষ্যে গ্রেটাকে মোটা অঙ্কের একটা চেকও উপহার দিতে পারে ওর কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে।' শেষ কথাগুলো উচ্চারণ করার সময় কিছুটা ঝাঁঝেরও আভাস পেলাম বৃদ্ধের কণ্ঠে।

'আমার ওপর আপনি সম্পূর্ণ ভরসা রাখতে পারেন। আমাদের জীবনের সঙ্গে এই মেয়েটিকে আমি কোনমতেই জড়াতে দিতে প্রস্তুত নই।'

'গ্রেটাকে চোখে দেখার পর হয়ত তোমার অভিমত বদলে যেতে পারে।' বৃদ্ধের গলার সুরে হালকা রহস্যের আভাস।

'আমি তো তা মনে করি না!' দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলাম আমি। 'তাছাড়া মেয়েদেব ম্যানেজ করা আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।'

'তুমি যে আমার সব কথা মন দিয়ে শুনলে সে জন্যে তোমায় অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি, মাইকেল। আমি একদিন তোমাদের দুজনকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানাব। আগামী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কি তোমাদের সময় হবে? কোরা এবং ফ্র্যাঙ্কেরও ইতিমধ্যে লণ্ডনে এসে পৌঁছবার কথা।'

'তাঁরাও নিশ্চয় সেই ডিনাব পার্টিতে উপস্থিত থাকবেন?'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। তাঁদের তো আর এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।' বৃদ্ধ আবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। তাঁর এবারের হাসিটা আমার কাছে আরও বেশি অকৃত্রিম মনে হল। 'আশা করি তুমি এতে বিশেষ কিছু মনে করবে না!' একটু থেমে আবার বললেন, 'কোরা হয়ত তোমার প্রতি খানিকটা রূঢ় ব্যবহার করতে পারেন। ফ্র্যাঙ্কের অবশ্য তেমন কিছু চিন্তার কারণ নেই। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে একমাত্র রুবেনই এই ডিনারে হাজির থাকতে পারবে না।'

রুবেন যে কোন্‌জন আমি বুঝতে পারলাম না। নামটা আমার কানে সম্পূর্ণ নতুন ঠেকল। হলঘর সংলগ্ন দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। 'তুমি এবার আসতে পার ইলিয়া।' স্বরগ্রামকে ঈষৎ উঁচু পর্দায় তুলে আমি বললাম। 'আমাদের বৈঠক শেষ হয়েছে।'

সামান্য বাদেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলে ইলিয়া। হরিণীর মতো ওর সুন্দর দুই চোখ পলকের জন্যে একবার আমাদের দুজনের মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে গেল। তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে বৃদ্ধের গালে একটা চুম্বন এঁকে দিল। 'সত্যিই অ্যানড্রু কাকা, আপনার তুলনা হয় না। আপনি যে মাইকেলের সঙ্গে ভাল ব্যবহাব করেছেন, তা আপনার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।'

'এখন আমি শুধু তোমার সঙ্গে সামান্য কয়েকটা কথা বলতে চাই। অবশ্য তাতে যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে।'

'অর্থাৎ এখন আমার এখান থেকে সরে দাঁড়াবার পালা।' হালকা সুবে আমি বললাম, এবং সেই সঙ্গে পায়ে পায়ে পাশের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

ঘরের মধ্যে ঢুকে দু-মুখো দরজার বাইরে এবং ভেতরের দু দিকের দরজা দুটোই বন্ধ করে দিলাম সশব্দে। তারপর নিঃশব্দে ভেতরের দিকের দরজাটা সামান্য ফাঁক করে রাখলাম। ইলিয়ার মতো আমি এত সরল প্রকৃতির নই। ওর আব আমার জীবনধারার মধ্যে ফারাক বিস্তর। এই বৃদ্ধ আইনজীবী কোন দু-মুখো নীতি গ্রহণ করতে যাচ্ছেন কিনা সেটা জানবার জন্যে স্বভাবতই আমি মনে মনে সবিশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। আমার সম্পর্কে তিনি কি বলেন তা আমার শোনা দরকার। তবে বাস্তবে আমি যা সন্দেহ করেছিলাম তেমন কিছু ঘটল না। তিনি শুধু ইলিয়াকে দু-চারটে জ্ঞানের কথা বললেন। বললেন, আমার মতো একজন সাধারণ শ্রেণীর যুবক যে ইলিয়াব মতো অগাধ বিত্তের অধিকারিণী কোন মেয়েকে বিয়ে করে মনের দিক থেকে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করবে সেকথা ইলিয়াব বোঝা উচিত। গ্রেটাব সম্পর্কেও একটা পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করে ফেলবার জন্যে ওকে পরামর্শ দিলেন তিনি। ইলিয়াও আগ্রহ সহকারে বৃদ্ধের এ প্রস্তাবে সমর্থন জানাল। বলল, ও নিজেই নাকি বৃদ্ধের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করতে যাচ্ছিল। ওর বিমাতা কোরা স্টুভান্টের বার্ষিক ভাতাটাও কিছু পবিমাণ বাড়িয়ে দেবার পরামর্শ দিলেন বৃদ্ধ।

তবে বললেন, 'বাড়াতেই যে হবে আমি তেমন কথা বলছি না। এবং প্রকৃতপক্ষে প্রাক্তন স্বামীদের কাছ থেকে যে পরিমাণ অর্থ তিনি আদায় করে নিয়েছেন তার পরিমাণও খুব সামান্য নয়। তার ওপর ইলিয়ার স্বর্গত পিতৃদেবও ভদ্রমহিলার জন্যে বার্ষিক ভাতাব বন্দোবস্ত কবে গেছেন। বুঝে শুনে চললে তিনি বেশ স্বচ্ছলভাবেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারেন।'

'তা সত্ত্বেও আপনি এই ভাতার পরিমাণটা বাড়িয়ে দিতে বলছেন?'

'এর পেছনে নীতিগত বা আইনগত কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আমি বলতে চাই, বাড়তি কিছু হাতে পেলে তিনি তোমাকে এত বেশি উত্যক্ত করে তুলবেন না। তাঁর খবরদাবির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে তুমি কিছুটা স্বস্তি বোধ করবে। তবে আমি এমনভাবে কাগজপত্র তৈরি করব যাতে তুমি ইচ্ছে করলে যে-কোন মুহূর্তে এই বাড়তি ভাতার ব্যবস্থাটা নাকচ করে দিতে পারো। এর ফলে তিনি তোমার বা মাইকেলের, অথবা তোমাদের দুজনের নাম জড়িয়ে কোনপ্রকার কুৎসা রটাবার বিশেষ একটা সুযোগ পাবেন না। বরাবরের মতো তাঁর মুখ বন্ধ রাখার উদ্দেশেই আমি এই ব্যবস্থা নিতে বলছি। অর্থের প্রলোভনে তিনি সবকিছুই করতে পারেন।'

'কোরা কিন্তু মনে মনে বরাবরই আমাকে ঘৃণা করেন!' জবাব দিল ইলিয়া। 'আমি নিজেও তা উপলব্ধি করি।' তারপর অল্প থেমে লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলল, 'আচ্ছা অ্যানড্রু কাকা, মাইকেলকে আপনি নিশ্চয় পছন্দ করতে পেরেছেন, তাই না?'

'যুবকটির মধ্যে একটা অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে।' ধীরে ধীরে জবাব দিলেন বৃদ্ধ। 'তুমি যে কেন তাকে বিয়ে করেছ তাও আমি উপলব্ধি করতে পারি।'

বৃদ্ধের মুখ থেকে এর চেয়ে বেশি ভাল কোন উত্তর শুনব বলে আমি অন্তত আশা করিনি। আমি যে তাঁদের সমগোত্রীয় নই সে তো জানা কথাই। কোনরকম সাড়াশব্দ না করে সাবধানে ভেতব দিকের দরজাটা ফের বন্ধ করে দিলাম। মিনিট খানেক বাদেই দবজার বাইরে থেকে ইলিয়ার ডাক শোনা গেল।

আমরা দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাসি মুখে বিদায় জানালাম বৃদ্ধকে। বৃদ্ধ বিদায় নেবার আগেই হোটেলের এক ছোকরা বেয়ারা এসে ইলিয়ার হাতে একটা টেলিগ্রাম ধরিয়ে দিল। টেলিগ্রামে চোখ বুলিয়েই আনন্দের আতিশয্যে চেঁচিয়ে উঠল ইলিয়া। 'গ্রেটার টেলিগ্রাম।' অভিভূত কণ্ঠে ও জানাল, 'আজ রাতেই গ্রেটা লণ্ডনে এসে পৌছচ্ছে। কাল সকালে ও আমাদের হোটেলে এসে দেখা করবে বলে জানিয়েছে। সত্যিই ভারি মজার ব্যাপার হবে, তাই না?' সমর্থনের আশায় ও আমাদের মুখের দিকে তাকাল।

আমাদের দুজনের মুখই তখন গম্ভীর, থমথমে। বৃদ্ধ বললেন, 'হবে হয়ত!' আমি শুধু বললাম, 'অবশ্যই!' তবে আমাদের দুজনের কণ্ঠে একই রকম তিক্ততার সুর ফুটে উঠল।

খুব সকালেই আমি জিনিসপত্র কেনাকাটার নাম করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। হোটেলে ফিরলামও বেশ দেরি করে। দেখলাম, হোটেলের প্রধান লাউঞ্জের মাঝখানের সোফাটায় ইলিয়া বসে আছে। ঠিক ওর মুখোমুখি বিপরীত দিকের আর একটা সোফায় দীর্ঘাঙ্গী, স্বর্ণকেশী এক সুন্দরী যুবতী। সে-ই যে বহু আলোচিত শ্রীমতী গ্রেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। দুজনেই তখন নিজেদের মধ্যে গভীরভাবে কথাবার্তায় মগ্ন।

একটা মানুষ দেখতে শুনতে কি রকম, তার যথাযথ বর্ণনা করার ভাষা ঈশ্বর আমাকে দেননি। তা সত্ত্বেও আমি এই মেয়েটির একটা বর্ণনা দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। প্রথমে বলতে হয়, ইলিয়া তার সহচরীর অপর্যাপ্ত রূপলাবণ্যের যে বর্ণনা দিয়েছিল, এবং অনন্যোপায় হয়ে বৃদ্ধ লিপিনকটও যে তাকে যথার্থ সুন্দরী হিসেবে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন—তার মধ্যে একটুও মিথ্যে নেই। সুদর্শনা এবং অতুলনীয়া, শব্দ দুটির মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে। মিঃ লিপিনকট এই মহিলাকে মনে মনে অপছন্দ করেন বলেই তাকে শুধু সুদর্শনা বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শ্রীমতী গ্রেটাকে দেখে যে-কোন পুরুষেরই যে মাথা ঘুরে যাবে সেটা আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি। তার দীর্ঘ স্বর্ণাভ কেশরাশি মাথার ওপর চূড়ো করে বাঁধা। দৈহিক সৌন্দর্যের মধ্যে স্ক্যানডিনোভিয় সুষমার ছাপ। বস্তুতপক্ষে দু পাশে দুটো ডানা জুড়ে দিলে তাকে পরী বলে ভুল করা বিচিত্র নয়। দু চোখের মণি উজ্জ্বল নীল, যেন দু ঝিনুক স্থির সমুদ্র ধরে রেখে দিয়েছে চোখের মধ্যে। তার গায়ের রঙের তুলনা মেলা ভার। শ্রীমতী গ্রেটা যে প্রকৃত অর্থেই তুলনাহীন মহিলা এই বাস্তব সত্যটা মেনে না নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিলাম, এবং যথাসম্ভব নিজের স্বাভাবিকতা বজায় রেখেই দুজনকে হাসিমুখে শুভেচ্ছা জানালাম। কিন্তু মনের মধ্যে দারুণ একটা অস্বস্তি আমাকে অস্থির করে তুলল। আমাকে নিয়ে আর একটা অসুবিধে হচ্ছে, অভিনয়ের ব্যাপারেও আমি তত নিপুণ নই।

আমার দেখা পাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইলিয়া সোৎসাহে বলে উঠল, 'মাইক, এতদিনে তোমার সঙ্গে গ্রেটার সাক্ষাৎ ঘটল। এই হচ্ছে আমার বান্ধবী, গ্রেটা।'

বললাম, 'আমিও সেটা অনুমান করেছিলাম।' আমার কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটা হালকা রসিকতার ভাব ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু গলার সুরে অখুশির রেশ চাপা রইল না। তারপর ইলিয়ার বান্ধবীর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তোমার সঙ্গে মিলিত হয়ে আমি খুবই আনন্দিত হলাম, গ্রেটা!'

আমার কথা শেষ হবার আগেই ইলিয়া আবার শুরু করল, 'তুমি তো ভাল করেই জান, গ্রেটার সাহায্য না পেলে আমাদের বিয়েটাই হয়ত সম্ভব হত না।'

'তাহলেও যে-কোন উপায়েই হোক না কেন, আমরা নিজেরাই এর একটা ব্যবস্থা করে নিতাম।' আমার কণ্ঠে দৃঢ় প্রত্যয় ধ্বনিত হল।

'তুমি যা ভাবছ, আসল কাজটা অত সোজা হত না মশাই! আমাব সমস্ত আত্মীয়স্বজনেরা হুমড়িয়ে ঘাড়ের ওপর এসে পড়লে তখন দেখতে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়! এমন একটা ব্যাপার কিছুতেই তারা ঘটতে দিত না।' ইলিয়া এবার আমাকে ছেড়ে ওর বান্ধবীর দিকে তাকাল, 'ওরা প্রত্যেকই কি আমার ওপর খুব ক্ষেপে গেছে? সে সম্পর্কে তুই কিন্তু চিঠিতে কিছু জানাসনি!'

'আমার কর্তব্য আমি ভালই বুঝি।' মৃদু হেসে গ্রেটা মাথা ঝাঁকাল। 'কোন সুখীদম্পতি মধুযামিনী যাপন করতে গেলে এমন কিছু করা উচিত নয় যা তাদের সুখ-স্বপ্নে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।'

'যাবতীয় ঝড়-ঝাপটা নিশ্চয় তোকে একা সামলাতে হয়েছে? ওরাও খুব ক্ষেপে গেছে তোর ওপর?'

'তা তো যাবেই। এটা অনুমান করে নিতে খুব বেশি বুদ্ধি খরচের প্রয়োজন হয় না। তবে আমি আগে থেকেই এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম। এসব নিয়ে তোকে বেশি চিন্তা ভাবনা করতে

হবে না।'

'তারা কি বলবে বা করবে বলে ঠিক করেছে?'

'যা খুশি তাই তারা করতে পারে।' গ্রেটার দু চোখ কৌতুকে নেচে উঠল। 'স্বভাবতই আমাকে তারা আগে বরখাস্ত করতে চাইবে।'

'হ্যাঁ...আমারও তাই ধারণা। কিন্তু ..কিন্তু তুই তো অন্যায় কিছু করিসনি। ওরা নিশ্চয় সেক্রেটারী হিসেবে তোর কাজের জন্যে প্রশংসাপত্র দিতে অস্বীকার করতে পারে না?'

'অবশ্যই পারে! ওদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ওরা ভাবতে পারে, আমার ওপর যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, আমি তার যথাযথ মর্যাদা দিতে পারিনি। এমন কি ওদের প্রতি আমি নির্লজ্জভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি—এ অভিযোগও ওরা আমার বিরুদ্ধে করতে পারে।'

'তাহলে তুই এখন কি করবি ভাবছিস?'

'চাকরি আমার ঠিক করাই আছে। আমি কারুর প্রশংসাপত্রের তোয়াক্কা করি না!'

'কোথায়? নিউইয়র্কে?'

'না...না, এই লণ্ডনেই। সেক্রেটারীর চাকরি।'

'কিন্তু মনের দিক থেকে তুই কোন অশান্তিতে ভুগছিস না তো?'

'অশান্তির আর সুযোগ দিলি কোথায়? সব কিছু জানাজানি হবার পর আমার ওপর বড় ধরনের ঝড়ঝাপটা আসতে পারে আশঙ্কা করে তুই তো আগে থেকেই তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করে রেখেছিস। উপহার হিসেবে ওই রকম মোটা অঙ্কের চেক হাতে পাবার পর মানসিক অশান্তির শেষ বাষ্পটুকুও নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যায়। এটা তো দিনের মতোই পরিষ্কার।'

গ্রেটার ইংরিজি উচ্চারণ পরিষ্কার, ঝরঝরে। শব্দ চয়নের মধ্যেও কথ্য ভাষার অবাধ অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যায়।

'তোর দেওয়া চেক ভাঙিয়ে আমি প্রথমে মনের সুখে দেশবিদেশ ঘুরে বেড়ালাম। তারপর একটা চাকরির বন্দোবস্ত করে লণ্ডনে চলে এলাম।'

'আমরাও মধুযামিনীতে বেরিয়ে অনেক কিছু কেনাকাটা করেছি।' বিগত দিনগুলোর কথা স্মরণ করে ইলিয়ার ঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেখা ফুটে উঠল।

'তোমাদের দুজনকেই আদর্শ সুখী দম্পতির মতো দেখাচ্ছে!' মন্তব্য করল গ্রেটা।

'তুই তো আমাদের বাড়িটা এখনও দেখিসনি!' ইলিয়া বলল। 'সমস্তটা তৈরি হয়ে গেলে সত্যিই একটা অভূতপূর্ব জিনিস হবে। মনে হবে অবিকল স্বপ্নপুরী। তাই না মাইক?'

'তাও আমি এক ফাঁকে দেখে এসেছি।' নির্বিকার চিত্তে গ্রেটা ঘাড় দোলাল। 'ইংলণ্ডের মাটিতে পা দিয়ে প্রথমেই আমি একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে জায়গাটা দেখতে গিয়েছিলাম।'

'তাই নাকি!' গ্রেটার গভীর নীল চোখ কৌতুকে ঝকমক করছে।

ইলিয়ার মুখ দেখে মনে হল ও একেবারে বিস্ময়ে অবাক হয়ে পড়েছে। আমি যদিও ইতিমধ্যে কিছুটা সামলে নিয়েছিলাম নিজেকে। গ্রেটা যে আমাদের সঙ্গে খানিকটা মজা করছে তাও আমার মগজে ঢুকল। তবে শ্রীমতীর এই রহস্যকৌতুক অনেকের কাছেই যে জীবনমরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে সে সত্যটাও উপলব্ধি করলাম এক নিমেষে। গ্রেটা এবার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হেসে উঠল। সুরের ঝরণাধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল ওর অধর ছুঁয়ে। আশপাশে যারা বসেছিল তারাও একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখল আমাদের দিকে।

'তুই যদি তোর মুখের চেহারাটা নিজের চোখে একবার আয়নায় দেখতিস ইলিয়া,.. তোদের দুজনকে—বিশেষ করে তোকে চমকে দেবার জন্যেই কথাটা আমি এতক্ষণ চেপে রেখেছিলাম। জায়গাটা বাস্তবিকই খুব মনোরম। স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে তোর এতটুকু ভুল হয়নি। তাছাড়া বাড়ির প্ল্যানটাও যে অদ্ভুত সুন্দর তাতেও কোন দ্বিমত নেই। স্যানটনিস্ক মানুষটা বাস্তবিকই প্রতিভাবান।'

'হ্যাঁ', মাথা নেড়ে সমর্থন জানালাম আমি। 'স্যানটনিস্ক কোন মতেই সাধারণ শ্রেণীর স্থপতি

নন। পুরোটা তৈরি হলে দেখবে, তখন আর চোখ ফেরাতে পারবে না।'

'ভদ্রলোকের সঙ্গেও আমার দেখা হয়েছে।' জবাব দিল গ্রেটা। 'আমি যেদিন জায়গাটা দেখতে গিয়েছিলাম, সৌভাগ্যক্রমে তিনিও সেদিন সেখানে হাজির ছিলেন। ভদ্রলোক যে সাধারণ আর পাঁচ জনের মতো নন, দু-একটা কথাবার্তার পরই তা বুঝতে পারলাম। সত্যি বলতে কি তাঁকে কিছুটা ভীতিপ্রদ বলেই আমার মনে হল!'

'ভীতিপ্রদ!' আমি বিস্ময় দমন করতে পারলাম না। 'কোন্ হিসেবে তুমি তাঁকে ভীতিপ্রদ ব্যক্তি বলে মনে করলে?'

'মানে... সে বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কোন কারণ দেখানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমি শুধু আমার ধারণার কথাই ব্যক্ত করলাম। তাঁর চোখের দিকে তাকালে মনে হয়, তিনি যেন এক নজরে মানুষের ভেতরটা পর্যন্ত দেখতে পান! ব্যাপারটা বাস্তবিকই খুব অস্বস্তিকর!' অল্প থেমে আবার বলল, 'তাঁকে দেখে খুবই অসুস্থ বলে মনে হল।'

'কিছুদিন থেকেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ইদানীং তাঁর শরীরটা একবারেই ভাল যাচ্ছে না।'

'খুব বেশি দিন আর আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে না।' আমি জবাব দিলাম। 'এত বড় একটা বাড়ি যে এত তাড়াতাড়ি শেষ করা সম্ভব সে বিষয়েও আগে আমার কোন ধারণা ছিল না।'

'টাকার জোরে সবই সম্ভব করে তোলা যায়।' অবহেলা ভরে মাথা ঝাঁকাল গ্রেটা। 'দু শিফটে কাজ চলেছে। তার ওপর রয়েছে বাড়তি বোনাসের প্রলোভন। তুই এখনও নিজেকে ভাল করে বুঝতে পারলি না, ইলিয়া। অফুরন্ত টাকার যে কি সুখ...!'

ইলিয়া না বুঝুক আমি কিন্তু বুঝতে পারছি। ধীরে ধীরে আমি শিখছি, বিগত কয়েক হপ্তা থেকেই আমার এই শিক্ষার শুরু। বিয়ের সুবাদে আমি এমন একটি জগতে এসে প্রবেশ করেছি, কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। রেসের মাঠে কোন অখ্যাত ঘোড়ার ওপর বাজি ধরে মোটা রকমের কিছু দাঁও মারতে পারাটাই এ যাবৎ চরমতম সৌভাগ্যের প্রতীক বলে মনে করতাম। হঠাৎ কিছু কড়কড়ে নোট এসে পকেটে ঢুকল, আমিও যথেচ্ছভাবে তার খরচ করলাম—ব্যাস, এই পর্যন্তই। জীবন যাপনের এই প্রণালী নীরস, অমার্জিত। ইলিয়ার জগৎ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এমন একটা দুনিয়ার অস্তিত্ব থাকতে পারে বলে স্বপ্নেও আমি কোনদিন কল্পনা করতে পারিনি। বিলাস-ব্যসনের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। প্রাসাদতুল্য বাড়ি।' বহুমূল্য গাড়ি এবং চারপাশে সারাক্ষণ দাসদাসী পরিবৃত হয়ে থাকাটাই বস্তুতপক্ষে সবকিছুর শেষ কথা নয়। দিনে তিন বারের বেশি কেউ খেতে পারে না, বেড়াতে যাবার জন্যে একসঙ্গে চারখানা গাড়ির বা তিনটে প্রমোদ-তরণীরও কোন প্রয়োজন হয় না, ঘর সাজাবার জন্যে একটা কি দুটোর বেশি মূল্যবান ছবিরও কোন দরকার লাগে না। মূল রহস্যটা কিন্তু সেখানে নিহিত নেই। আসল কথা হচ্ছে—এটা আমার সাধ্যাতীত বা ক্ষমতার বাইরে, এমন একটি চিন্তা ভুলেও কখনও মনের মধ্যে উদয় হবার সুযোগ পায় না। এই দুনিয়ায় সবকিছুই কত সহজ, সরল, অনায়াসলভ্য। প্রতিনিয়তই সবকিছু আমাকে শিখতে হচ্ছে।

'মাইক নিশ্চয় এখন আমাদের বাড়িটার স্বপ্ন দেখছে!'

ইলিয়ার কণ্ঠস্বরে আমার চমক ভাঙল। সম্ভবত ইতিপূর্বে বার দু-তিন ও আমাকে ডাইনিং রুমে যাবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছে। অনুরাগভরা দৃষ্টিতে ওর দিকে ফিরে তাকালাম।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা আমরা যখন ডিনারে বেরুবার জন্যে সাজপোশাক সারতে ব্যস্ত, ইলিয়া খানিকটা ইতস্তত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাইক, তুমি নিশ্চয় গ্রেটাকে পছন্দ করতে পেরেছ, তাই না?'

'অবশ্যই! সে কথা আর বলতে!'

'তা না হলে ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই খারাপ লাগত!'

'কিন্তু সত্যিই আমি তোমার বান্ধবীকে পছন্দ করি!' প্রতিবাদের সুরে আমি বললাম। 'পছন্দ

করিনি বলেই বা তুমি ভাবছ কেন?'

'না...মানে, আমি ঠিক নিশ্চিত হতে পারছি না। কথাবার্তা বলার সময় তুমি গ্রেটার দিকে একবারও ভাল করে তাকিয়ে পর্যন্ত দেখনি।'

'তার কারণটা হচ্ছে...মনে মনে আমি কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়ছিলাম।'

'গ্রেটাকে দেখে নার্ভাস!'

'হ্যাঁ, তোমার এই বান্ধবীকে দেখে মনে হয় তার মধ্যে তীব্র একটা মোহিনীশক্তি আছে।' তারপর মৃদু হেসে পরিস্থিতিটা হালকা করার অভিপ্রায়ে বললাম, 'যে কোন দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষই তোমার বান্ধবীর রূপের আগুনে অসহায় ভাবে পুড়ে মরতে প্রস্তুত হবে।'

'তবে পাকা অভিনেত্রীদের মতো আমার বন্ধু কিন্তু পুরুষমানুষের মন ভোলাবার জন্যে কোনরকম ছলাকলার আশ্রয় নেয় না। সে ব্যাপারে ও মোটেই পটু নয়।'

ইলিয়ার কথার সুরে আমি হেসে উঠলাম। ইলিয়াও সে হাসিতে যোগ দিল। দু-একদিনের মধ্যেই আমরা প্রত্যেকে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠতে পারব। ও-ও তোমাকে খুব পছন্দ করে। সত্যিই খুব পছন্দ করে। গ্রেটা নিজের মুখে আমাকে একথা বলেছে।'

'শোন ইলিয়া, ভদ্রতার খাতিরে তোমার বান্ধবী হয়ত তোমাকে এ কথা বলে থাকতে পারে..'

'না...না, গ্রেটা সে রকম স্বভাবের মেয়ে নয়। রেখে ঢেকে ও কিছু বলতে জানে না। আজ সকালেই তো তুমি ওর কথাবার্তার কিছু কিছু নমুনা পেয়েছ!'

এ কথা অবশ্য সত্যি যে দ্বিপ্রাহরিক লাঞ্চের সময় গ্রেটার সঙ্গে আমাদের যেসব কথাবার্তা হয়েছে তার মধ্যে কৃত্রিমতার কোন আভাস ছিল না। ইলিয়ার চেয়ে আমার সঙ্গেই কথাবার্তা বেশি হয়েছিল।

বলেছিল, 'ইলিয়ার প্রতিটি ব্যাপারে আমি যে এত প্রবল ভাবে সমর্থন জানিয়ে গেছি, সেটা হয়ত তোমার কাছে অদ্ভুত ঠেকতে পারে। এমন কি তখনও পর্যন্ত আমি তোমাকে চোখেও দেখিনি। কিন্তু ওর আত্মীয়স্বজনেরা যে ধরনের ধরাবাঁধা জীবনযাপনে ওকে বাধ্য করে রাখত, তা দেখে আমি নিজেই অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। কেবলমাত্র অর্থের প্রলোভনেই তারা ওকে চারদিক থেকে ঘিরে থাকত। হেসে খেলে সহজভাবে জীবনটাকে উপভোগ করার কোন সুযোগই তারা ওর সামনে খুলে রাখেনি। নিজের খেয়াল-খুশি মতো কোথাও ওর যাবার উপায় ছিল না। নিজের ইচ্ছে মতো কিছু করতে পারত না। কঠিন অনুশাসনের নাগপাশ দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল ওকে। মনে মনে ও বিদ্রোহ করতে চাইত, কিন্তু মুক্তির উপায় ওর জানা ছিল না; এবং সেইজন্যে আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলোম। ইংলণ্ডে জায়গা-জমি কিনে স্থায়ী ভাবে বসবাস করার প্রস্তাবটা আমিই ওর মাথাব মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। কারণ অর্থলোলুপ আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে দূরে কোথায় চলে না গেলে নিজের মতো করে বেঁচে থাকা ওর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াত। তাই ওকে বললাম, একুশ বছর বয়সের পর আইনের চোখে ও যখন সাবালিকা হয়ে উঠবে তখন যেন নিউইয়র্কের আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে বরাবরের মতো বিদায় নিয়ে দূরে ও যেন কোথাও চলে যায়।'

'গ্রেটার পরামর্শগুলো যথার্থই খুব চমৎকার।' আবেগজড়িত কণ্ঠে ইলিয়া বান্ধবীকে সমর্থন জানাল। 'ও মাথা থেকে এমন সব সুন্দর সুন্দর মতলব বার করে, আমি হয়ত কোনদিনই তা চিন্তা করতে পারতাম না!'

মিঃ লিপিনকটের গুরুগম্ভীর উক্তিটা আবার আমার মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন, গ্রেটা ইলিয়াকে পুরোপুরি কব্জা করে ফেলেছে। কিন্তু কথাটা কি সর্বাংশে খাঁটি! ব্যাপারটা অদ্ভুত হলেও আমার অন্তত তা মনে হয় না।

'মিঃ লিপিনকটের আচার ব্যবহার আমাকে রীতিমতো অবাক করে দিয়েছে!' লাল ও হলুদ আভাযুক্ত বড় সাইজের পীচ ফলের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে আমি মন্তব্য করলাম। 'তিনি দেখলাম আমাদের এই অসম বিয়েটাকে বেশ ভাল মনেই গ্রহণ করেছেন! ব্যাপারটা সত্যিই যেন যেমন কেমন!'

'মিঃ লিপিনকট হচ্ছেন ধূর্ত শৃগালবিশেষ!' চোখ না তুলেই গ্রেটা বলল।

'তুই সব সময় তাঁর সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করিস, গ্রেটা!' ইলিয়ার কণ্ঠে মৃদু প্রতিবাদের সুর। 'কিন্তু আমার তো তাঁকে বেশ ভাল লোক বলেই মনে হয়। নিখুঁতভাবে সবকিছু নিয়মকানুন মেনে চলেন। প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিও বেশ সজাগ।'

'ঠিক আছে...ঠিক আছে বাবা, তুই তোর বিশ্বাস বুকে আঁকড়ে নিয়ে বসে থাকে!' গ্রেটা উদ্ধত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল, 'আমি কিন্তু এই আইন-বিশারদ বৃদ্ধের ওপর একতিলও ভরসা রাখতে পারি না।'

'তুইও তাঁকে অবিশ্বাস করিস!'

আগের মতোই ঘাড় দোলাল গ্রেটা। 'তিনি যে বিশ্বস্ততার চূড়ায় উঠে বসে আছেন, তা আমি জানি। তাঁর সৌম্যকান্তি চেহারাও সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে যাচ্ছে। একজন অছি ও আইনজীবীর পক্ষে যতগুলো গুণাবলীর প্রয়োজন তার সবই তাঁর মধ্যে বর্তমান।'

ইলিয়া হেসে উঠল। 'তুই কি ভাবছিস তিনি আমার ধনসম্পত্তি আত্মসাতের চেষ্টা করছেন? কিন্তু গ্রেটা, এটা তোর ভুল ধারণা। হাজার হাজার হিসাব-পরীক্ষক এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ নিয়মিত আমার যাবতীয় ধনসম্পত্তির হিসেব রাখেন। সবই আমি জানি।' গ্রেটার কণ্ঠস্বর নির্বিকার, ভাবলেশহীন। 'তা সত্ত্বেও এই সব লোকেরাই সকলের চোখে ধুলো দিয়ে তালে তলে নিজেদের কাজ গুছিয়ে রাখেন। সবাই তাঁদের বিশ্বস্ততার প্রতীক হিসেবেই চিহ্নিত করে থাকে। তারপর যখন একদিন আসল ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যায় তখন অবাক হয়ে সকলে বলাবলি করে, কী আশ্চর্যের ব্যাপার! মিঃ এ বা মিঃ বি যে এমন কাজ করতে পারেন তা তারা কেউ কোনদিন স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি।...হ্যাঁ, বাস্তবে এমন ঘটনা হামেশাই ঘটে থাকে, স্বপ্নেও যা কল্পনা করা যায় না।'

ইলিয়ার চোখে মুখে চিন্তার ছায়া পড়ল। খানিকটা অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল, 'ওর পিসেমশায় ফ্র্যাঙ্ক এমন কাজ করলেও করতে পারে। তাতে সে মোটেই অবাক হবে না।'

'ভদ্রলোককে দেখলেই কেমন কুটিল প্রকৃতির বলে মনে হয়!' মন্তব্য করল গ্রেটা। 'সেটাই তার পক্ষে মস্ত বড় অসুবিধেকর । হাসি-খুশি অমায়িক ব্যবহারে যতই লোকের মন ভেজানোর চেষ্টা করুক না কেন, কোন বড় রকম তহবিল তছরূপের সুযোগ কেউ কোনদিন তাকে দেবে না। সকলেই আগে থেকে সাবধান হয়ে থাকবে।'

'তিনি কি তোমার নিজের পিসেমশাই, না দূর সম্পর্কের?' আমি জানতে চাইলাম। ইলিয়ার আত্মীয়স্বজন সম্পর্কে আমি এখনও কোন পরিষ্কার ধারণা করে উঠতে পারিনি।

'না, ফ্র্যাঙ্ক হচ্ছে আসলে আমার পিসিমার প্রাক্তন স্বামী। তবে বহুদিন আগেই পিসিমা তাব সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিয়ে আর একজনকে বিয়ে করে! প্রায় বছর ছয়েক হল পিসিমা নিজেও দেহ রেখেছেন। ফ্র্যাঙ্ক পিসে কিন্তু বরাবরই আমাদের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কটা বজায় বেখে দিয়েছে।'

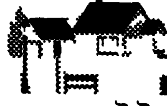
'ইলিয়ার এই জাতীয় আত্মীয়ের সংখ্যা মোট তিনজন।' গ্রেটা এবার আলোচনার খেই ধরে। 'একদিক থেকে বলা যায়, তিনটে জোঁক যেন ইলিয়ার গায়ের সঙ্গে লেপ্টে আছে। ইলিয়ার আসল দুই কাকা বহুদিন আগেই মারা গেছেন। একজন কোরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে, দ্বিতীয়জন মোটর দুর্ঘটনায়। এখন ওর আত্মীয় পরিজন বলতে কুচক্রী বিমাতা, পিসেমশাই ফ্র্যাঙ্ক— যে এই পরিবারের গায়ে বাদুড়ের মতো ঝুলে আছে, তৃতীয়জন ইলিয়ার এক জ্ঞাতিভাই রুবেন। তবে সে ইলিয়ার ছোটকাকার বয়সী বলেই ইলিয়া তাকে রুবেনকাকা বলে ডাকে। আর আছে অ্যানড্রু লিপিনকট এবং স্ট্যানফোর্ড লয়েড।'

'এই স্ট্যানফোর্ড লয়েডটি আবার কে?' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম আমি।'

'তিনি ইলিয়ার আর একজন অছি বা ওই রকমের কিছু, তাই না ইলিয়া? তোর বিনিয়োগ সংক্রান্ত অনেক ব্যাপারেই তিনি জড়িত থাকেন। অঢেল ধনসম্পদ ঘবে মজুদ থাকলে... এটা যদিও কোন কঠিন কাজ নয়। টাকাই টাকা আনে একথা সকলেই জানে। . সে যা হোক, মোটের ওপর এই কজনই ইলিয়াকে চারদিক থেকে পরিবৃত করে আছে।' অল্প থেমে গ্রেটা আমার দিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'এবং খুব শীগগিরই যে তাদের সকলের সঙ্গে তোমার দেখাসাক্ষাৎ ঘটবে, তাতে কোন সন্দেহ

নেই। তোমাকে একবার চোখে দেখাব জন্যে তারা সকলেই সবিশেষ উদগ্রীব হয়ে আছে।'

আমার গলা দিয়ে একটা চাপা যন্ত্রণাকাতর শব্দ বেরিয়ে এল। সেই সঙ্গে ইলিয়াব সঙ্গেও আমাব চোখাচোখি হল। ইলিয়া মিষ্টি হেসেক সান্তনা দিল আমায়। 'তোমার দুশ্চিন্তাব কোন কারণ নেই। তাবা সকলেই আবার যে যার নিজের জায়গায় ফিরে যাবে।'



তারা সকলেই একে একে পৌছল, তবে কেউ-ই বেশিদিন বইল না। শুধু আমাকে একবাব চোখে দেখার অভিপ্রায়ই বুঝি তাবা দুএকদিন সময় হাতে নিয়ে এখানে হাজির হযেছে। আমি তাদেব সকলকে ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারিনি, কারণ তারা প্রত্যেকেই আমেবিকান। এই জাতেব মানুষজন সম্পর্কে আমি ততটা ওয়াকিবহাল নই। কয়েকজনকে খুবই খোশমেজাজি বলে মনে হল। যেমন ফ্র্যাঙ্ক পিসে। এই ভদ্রলোক সম্পর্কে গ্রেটা যে বর্ণনা দিয়েছিল তাব মধ্যে একচুল ভুল নেই। আমিও তাকে একবিন্দু বিশ্বাস করতে পারলাম না। এই জাতীয় লোকেব সঙ্গে খোদ ইংলণ্ডেও আমার বন্ধুবাব মোলাকাত হয়েছে। চেহারা বেশ মোটাসোটা, শরীরের সর্বত্রই মেদের লক্ষণ অশালীন ভাবে প্রকট। চোখেব কোল দুটো থলির মতো ফোলা ফোলা। প্রথম দর্শনেই মনে হয, ভদ্রলোক সারাক্ষণ অসৎ আমোদ-প্রমোদ মত্ত হয়ে আছে। এবং এই ধারণাটাও নেহাৎ মিথ্যে নয। কমবয়সী যুবতী মেয়েদেব দিকেও তাব দৃষ্টি বেশ সজাগ। তবে ইলিয়াব এই ফ্র্যাঙ্ক পিসে নগদ টাকাকড়িকেই সবচেযে প্রিয়তম বস্তু হিসেবে গণ্য করে থাকে। ধারের ছুতো কবে আমার কাছ থেকেও এক-আধভার সামান্য কিছু চেযে নিয়েছে। পরিমাণটা যদিও খুবই নগণ্য। আমার কেমন সন্দেহ হল, টাকাটা এখানে বড় কথা নয়—এই সুযোগে আমাব আসল মনোভাবটা যাচাই করে দেখে নেওয়াই তার উদ্দেশ্য। আমি কোন্ ধাতেব মানুষ, কৃপণ স্বভাবের না দিলদরিয়া মেজাজের সেটা সেটা জানা তার বিশেষ দরকার। ব্যাপারটা আমাব কাছে খুব চিন্তাব কারণ হয়ে দাঁড়াল। এক্ষেত্রে কি ধবনের আচরণ করা সমীচীন ঠিক ভেবে পেলাম না। তাকে আমি সবাসরি প্রত্যাখ্যান করতে পারি, কিন্তু কি ঠিক হবে? নাকি বদান্যাব চূড়ান্ত নিদর্শন স্থাপন কবে লোকটা যখন যা চায় চোখ বুঁজে আমি তা জুগিযে যাব! যদিও সেটা আমার স্বাভাবিক স্বভাববিরুদ্ধ। চুলোয যাক! ফ্র্যাঙ্ক পিসেকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কবার জন্যে পরে অনেক সময পাওয়া যাবে।

এই সমস্ত আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে ইলিয়ার বিমাতা শ্রীমতী কোরা। তার বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। মাথায় কোঁকড়া চুলে ঈষৎ রক্তিম আভা। অত্যধিক উৎসাহেব সঙ্গে অনর্গল বকবক করতেও তার মধ্যে কোন ক্লান্তি দেখা যায় না।

শ্রীমতী কোরার আচার-আচরণের মধ্যে এই অভাবিত পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। ভদ্রমহিলার বর্তমান স্বামী সম্পর্কে কেউ বিশয কোন উচ্চবাচ্য করল না। তবে আভাস-ইঙ্গিতে যা খবর পেলাম ভদ্রলোক এখন পৃথিবীর অপর প্রান্তে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটাচ্ছে। তার সঙ্গে নাকি একজন সঙ্গিনীও আছে। এবং খুব শীগগিরই আর একটা বিবাহ-বিচ্ছেদেব সূত্রপাত ঘটতে যাচ্ছে। যদিও খোবপোষ আদায়ের ব্যাপারে শ্রীমতী কোরা এবারে খুব বেশি একটা সুবিধে আদায় করে নিতে পারবে বলে মনে হয় না। কারণ বর্তমান স্বামীটি কোরার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট এবং বীতিমত সুদর্শন। অর্থ নয়, দৈহিক আকর্ষণের জন্যই কোরা তাকে বিয়ে করেছিল।

ইলিয়ার তবফ থেকে এই বাড়তি ভাতাব প্রস্তাবের কোরা যে মনে মনে পুলকিত হযে উঠবে এতে আর আশ্চর্য কি! কারণ মহিলাটি হচ্ছে অতিরিক্ত অমিতব্যয়ী। অর্থের প্রতি তার লোভও ভীষণ উগ্র। তাই ইলিয়ার মনোনীত স্বামীর প্রতি কোনরকম অবহেলা প্রদর্শন কবলে ইলিয়া যদি ক্রুদ্ধ হযে এই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়, আমার প্রতি তাব এতখানি অমায়িক ব্যবহারের মূল কারণ সেটাই।'

দিনকয়েক পরে স্ট্যানফোর্ড লয়েড নিজেই সশরীরে হাজির হলেন। তার সঙ্গে একতাড়া কাগজপত্রও ব্যাগে ভরে এনেছেন। বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যে পরিমাণ অর্থ ইলিয়া এ যাবৎ বিনিয়োগ

করেছে, এবং ভবিষ্যতে যা করবে—এগুলো সব তারই নথিপত্র। বিভিন্ন শেয়ারের বর্তমান বাজার দর সম্পর্কেও ইলিয়ার সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে আলাপ আলোচনা করলেন তিনি। এ সমস্ত কথাবার্তার একটা বর্ণও আমার মগজে ঢুকল না এ সব ব্যাপারে ইলিয়াকে পরামর্শ দেবারও আমার কোন যোগ্যতা নেই। স্ট্যানফোর্ড নিজে এক ব্যাঙ্কের মালিক। বিনিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতাও অনেক। তিনি সত্যিই কোন ভাবে ইলিয়াকে ঠকাবার মতলব ভাঁজছেন কিনা আমার পক্ষে তার হদিস পাওয়া অসম্ভব। আমি শুধু আশা করতে পারি এ জাতীয় কোন দুরভিসন্ধি তাঁর যেন না থাকে। কিন্তু সে বিষয়ে নিশ্চিত হবারই বা উপায় কি?

তবে স্ট্যানফোর্ড লয়েডকে দেখে অন্তত ঠগবাজ বলে মনে হয় না, এইটুকুই যা ভরসা। তিনি নিজে একটা ব্যাঙ্কের মালিক, এবং তাঁর চালচলনও সেই রকম। ভদ্রলোক দেখতেও বেশ সুপুরুষ। বয়সও খুব বেশি নয়। আমর সঙ্গেও খুব অমায়িক ব্যবহার করলেন তিনি। তবে আমার মনে হল তিনি যেন আমায় খানিকটা কৃপার দৃষ্টিতে দেখছেন। যদিও তাঁর হাবভাবে সেটা প্রকাশ হতে দিলেন না। ভদ্রলোক বিদায় নেবার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে ইলিবার দিকে তাকালাম।

আমাদের ইংলণ্ডের জীবনটাও নিরবচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে দিয়ে কাটেনি। ঘটনার ঘনঘটা এখানেও কিছু কম নয়। একসময় নির্মীয়মান বাড়ির কাজ শেষ হল। সেই মর্মে একখানা টেলিগ্রাম এল স্যানটনিকসের কাছ থেকে। বাড়ির কাজ প্রায় শেষ পর্বে এসে পৌছেছে। কিন্তু আগামী এক হপ্তার মধ্যে তোমাদের দুজনের কেউ এখানে এসো না। এক হপ্তার মাথায় দ্বিতীয় টেলিগ্রাম এসে পৌছল। দুটো মাত্র কথা।—আগামীকাল এসো।

মোটরেই রওনা হলাম আমরা। জিপসি একরে যখন এসে পৌছলাম তখন সূর্যদেব সারা আকাশে আগুন ধরিয়ে অস্ত যাবার উপক্রম করছেন। আমাদের গাড়ির শব্দ পেয়ে স্যানটনিকস ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। গেটের ঠিক সামনেই তাঁর সঙ্গে আমাদের মুখোমুখি দেখা হল। আমি যখন সদ্য সমাপ্ত বাড়িটার দিকে প্রথম তাকিয়ে দেখলাম, আচমকা বিস্ময়ের ধাক্কায় আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠল। কিছুতেই তাকে যেন আর বুকের খাঁচায় ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এই তো আমার স্বপ্নে দেখা সেই বাড়ি! অবশেষে এতদিনে বাস্তবে ধরা দিল। আবেগের আতিশয্যে ইলিয়ার একটা হাত জোরে আঁকড়ে ধরলাম।

'কেমন, পছন্দ হয়েছে?' স্যানটনিকস প্রশ্ন করলেন।

'এর তুলনা নেই!' আমি জবাব দিলাম। জবাবটা নিজের কানেই কেমন যেন ছেলেমানুষীর মতো শোনাল। তবে স্যনটনিকস যে আমার মনোভাব ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পেরেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমার দিকে প্রসন্ন চোখ তুলে তিনি বললেন, 'তোমার প্রিয়তমাকে কোলে করে ফটক পেরিয়ে ভেতরে নিয়ে চল। সস্ত্রীক গৃহপ্রবেশের এটাই চিরাচরিত বীতি।'

প্রথমে লজ্জায় আমার চোখ মুখ ঈষৎ রাঙা হয়ে উঠল। তারপর ইলিয়াকে পাঁজাকোলা করে বুকের কাছে তুলে ধরলাম। মনে হল ওর শরীরটা যেন পালকের মতো হালকা। সেই ভাবেই ওকে বহন করে প্রধান ফটক পেরিয়ে ধীরে ধীরে ভেতরে এসে দাঁড়ালাম। ফটকটা পেরোবার সময় আমার দেহটা সামান্য টাল খেয়ে গিয়েছিল। স্যানটনিকসের রোমশ ভ্রূজোড়াও কুঞ্চিত হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

'তোমাকে একটা কথা বলি, মাইক, সব সময় স্ত্রীর প্রতি যত্নবান হবে। সারাক্ষণ নজর রাখবে ওর ওপর। কখনই স্ত্রীর কোন বিপদ ঘটতে দেবে না। তোমার স্ত্রীর অবশ্য ধারণা, ও একাই যে-কোন বিপদ আপদে আত্মরক্ষায় সমর্থ, প্রকৃতপক্ষে ধারণাটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল।'

স্যানটনিকস সঙ্গে করে আমাদের সারা বাড়ি ঘুরিয়ে দেখালেন। কতকগুলো ঘর অবশ্য এখনও সম্পূর্ণ খালি, কিন্তু বাকি ঘরগুলো উপযুক্ত আসবাবপত্র এবং সৌখিন ছবি দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো। দরজা জানালার পর্দাগুলোও ঠিক মানানসই ভাবে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ সমস্তই আমরা আগে

থেকে পছন্দ করে কিনে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

'বাড়িটার কিন্তু এখন্য কোন মনের মতো নাম দেওয়া হল না!' আমার দিকে চোখ তুলে মাছপথে ইলিয়াই কথাটা বলে উঠল। 'আমরা নিশ্চয় এর নাম স্বপ্নসৌধ রাখতে পারি না! সেটা খুবই হাস্যকব শোনাবে। আচ্ছা,....এই জায়গাটার কি যেন একটা নাম আছে বলেছিলে? স্থানীয় লোকেরা তো জায়গাটাকে জিপসি একর বলে, তাই না?'

'আমরা তা বলব না।' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আমি প্রতিবাদ জানালাম। 'নামটা আমার আদৌ পছন্দ নয়।'

'তোমার পছন্দ হোক ছাই না-হোক', গম্ভীর কণ্ঠে মন্তব্য করলেন স্যানটনিকস, 'স্থানীয় বাসিন্দারা কিন্তু এই এলাকাটাকে ওই নামেই চিহ্নিত করবে।'

'এই সমস্ত অজ্ঞ গ্রামবাসীরা অন্ধ প্রাচীন কুসংস্কারকেই জোর করে আঁকড়ে ধরতে ভালবাসে।' আমার গলা দিয়ে ক্ষোভের সুর ঝরে পড়ল।

সারা বাড়িটা ঘুরে দেখার পর আমরা অবশেষে পেছন দিকের উন্মুক্ত চত্বরে এসে পড়লাম। অস্তগামী সূর্য দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের বুকে ধীরে ধীরে মুখ লুকোচ্ছে। তার আভায় সুনীল সমুদ্রটা পর্যন্ত লালচে হয়ে উঠেছে। সারা আকাশ লালে লাল। সেই অপূর্ব দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে বাড়িটার একটা জুতসই নামের কথাই আমরা ভাবছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে এটা এক ধবনের খেলার সামিল হয়ে দাঁড়াল। প্রথমে যদিও আমরা মূল বিষয়টা নিয়ে গভীব ভাবেই চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছিলাম। আমাদের মাথায় যতগুলো নাম এসে ভিড় করল সমস্তই আমরা একে একে ব্যক্ত কবলাম। যেমন পথের শেষ, হৃদয়-নির্ঝর, আনন্দ সুধা থেকে শুরু করে পাইনের ছায়া, বক্তরাগ ইত্যাদি কোনটাই বাদ পড়ল না। এইভাবে নামের খেলা খেলতে খেলতেই এক সময় অন্ধকার ঘনিয়ে এল। ঠাণ্ডাও বাড়তে লাগল ক্রমে ক্রমে। ফাঁকা চত্বর ছেড়ে এবার আমরা ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলাম, তবে জানলাব পর্দাগুলো টেনে দিলাম না। শুধু কাচের সার্সিগুলো ভেজিয়ে দিলাম ভাল করে। একটা রাতের মতো খাবাব-দাবারও আমাদের সঙ্গে ছিল। আগামীকাল গৃহস্থলীর কাজকর্ম দেখাশোনার জন্যে প্রয়োজনীয় দাসদাসীদেরও এসে পড়ার কথা।

'তবে চাকর-বাকররা এখানে বেশিদিন টিকবে কিনা সন্দেহ।' কথা প্রসঙ্গে মন্তব্য করল ইলিযা। 'তাদের কাছে এই জায়গাটা খুব নির্জন বলে মনে হতে পারে!'

'তাহলে তাদের মাইনে তুমি ডবল করে দিও।' ঠাট্টার সুরে স্যানটনিকস বললেন, 'তখন আর জায়গাটা তত নির্জন বলে কেউ ভাবতে যাবে না।'

তারপর আমরা নৈশ আহারের জন্যে প্রস্তুত হলাম। সঙ্গে করে আনা খাবারদাবারগুলো তিনটে সুদৃশ্য ডিশে সাজিয়ে দিল ইলিযা। আইটেম কম হলেও পরিমাণে কোনরকম ঘাটতি ছিল না। ফরাসী রুটি, গলদা চিংড়ির কারি আর লবণে জারিত শুয়োরের সিদ্ধ মাংস। তার সঙ্গে পনীরের বন্দোবস্তও ছিল প্রচুর। পানভোজনের ফাঁকে ফাঁকে আমরা গল্পগুজবে মেতে উঠলাম। এমনকি স্যানটনিকসকেও এখন খানিকটা সুস্থ বলে বোধ হচ্ছিল। তাঁর দু চোখে জ্বলন্ত উত্তেজনার ছটা।

এবং ঠিক তখনই আচম্বিতে ব্যাপারটা ঘটে গেল। বাইরে থেকে জানলার কাঁচ ভেদ করে একটা পাথরের টুকরো ছিটকে এসে আমাদের খাবারের টেবিলের ওপর পড়ল। পানীয়ের একটা গ্লাসও ভেঙে গেল পাথরের ঘায়ে। কাচের একটা টুকরো ছিটকে গিয়ে ইলিয়ার কপালে লাগল। এই অভাবিত ঘটনার ধাক্কায় কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমরা যেন প্রস্তর মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে পড়লাম। তারপর আমি লাফিয়ে উঠে জানলাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ছিটকিনি খুলে জানলা দিয়ে বাইরের উঁচু চত্বরে গিয়ে পৌঁছতেও আমার বেশি সময় লাগেনি। কিন্তু আশেপাশে কাউকে নজরে পড়ল না! অবশেষে উত্তেজিত ভাবেই আমরা ঘরে ফিরে এলাম।

কাঁচের টুকরোয় কেটে গিয়ে ইলিয়ার কপাল বেয়ে কয়েক ফোঁটা লাল রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। কাগজের ন্যাপকিন দিয়ে সযত্নে মুছে দিলাম রক্তের দাগটা।

'তোমার কি খুব যন্ত্রণা হচ্ছে?' দরদভরা কণ্ঠে আমি প্রশ্ন করলাম। 'আঘাতটা যদিও তেমন

গুরুতর কিছু নয়, তাহলেও...' •

স্যানটনিকসের সঙ্গেও আমার চোখাচোখি হল।

'কেউই আমাদের এখান থেকে তাড়াতে পারবে না।' আমাব কণ্ঠে দৃঢ় প্রত্যয়। 'তোমার সববরকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমি করব। কারুর পক্ষেই তোমার কোন ক্ষতি করা সম্ভব হবে না।'

ইলিয়া আবার স্যানটনিকসের দিকে ফিরে তাকালে। 'আপনি হয়ত এ-সম্পর্কে কোন আভাস দিতে পারেন! বাড়িটা তৈবি হবার সময় এখানে বেশ কয়েক দিন থাকতে হয়েছিল আপনাকে। তখন কি কেউ আপাকে কিছু বলেছিল? বাড়ি তৈরির কাজে কোনরকম বাধা সৃষ্টি কবতে চেয়েছিল?'

'মানুষ তো অনেক কিছুই কল্পনা করে নিতে পারে!' ধীবে সুস্থে জবাব দিলেন সানটনিকস।

'তাহলে বলতে চান এ ধরনেব দুর্ঘটনা কিছু ঘটেছিল?'

'এত বড় বাড়ি তৈরির সময় দু-একটা দুর্ঘটনা ঘটা তেমন অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো মারাত্মক কিছু ঘটেনি। মই থেকে পড়ে গিয়ে একজন মজুর বেশ চোট পেয়েছিল। একজন মজুবেব হাত ফস্কে একটা ভারি পাথরের বোঝা তার পায়ের ওপর পড়েছিল। পেরেক ফুটে বিষিয়ে উঠেছিল একজনের বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল।'

'এ ছাড়া আর কিছু নয়? মানে, আমি বলতে চাই...'

'না', সবেগে মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক, 'এ কথা তোমাকে আমি শপথ করে বলতে পারি।'

ইলিয়া এবার আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল। 'প্রথম দিন দেখা সেই জিপসি বুড়িটাকে তোমার নিশ্চয় স্মরণে আছে, মাইক? সে আমাদের মনে কী সাংঘাতিক ভয় ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল! এখানে আসতে নিষেধ করেছিল বারবার।'

'তার কথা বাদ দাও! সেদিনের সেই বুড়িটা ছিল পুরোপুরি ছিটগ্রস্ত।'



এই ভাবেই জিপসি একবে আমাদেব জীবন শুরু হল। বাড়িটার জন্যে নতুন কোন নামও আমরা খুঁজে পেলাম না। এবং জায়গাটার জিপসি একর নামও প্রথম দিন থেকে আমাদের মাথার মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল।

'এ জায়গার নাম আমরা জিপসি একর-ই রাখব।' দৃঢ় কণ্ঠে ইলিয়া জানাল, 'নাম বদলাবার কোন চেষ্টা করব না। আমাদের কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ। আমরা সকলকে জোর গলায় জানিয়ে দিতে চাই, সম্পত্তিটা এখন আমাদের। জিপসিরা কি বলল না বলল তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না!'

পরের দিন থেকেই ইলিয়াকে আবার তাব স্বাভাবিক হাসিখুশি মূর্তিতে দেখা গেল। সেই সঙ্গে আমরা আমাদেব ঘরদোর সাজিয়ে তোলার কাজেও বিশেষভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আমাদের আব একটা প্রধান কাজ ছিল আশপাশের পরিবেশ এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠা। প্রথমেই আমরা পায়ে হেঁটে সেই জিপসি বুড়ির কুটিরে গিয়ে হাজির হলাম। বুড়িকে তার বাগানে কর্মবত অবস্থায দেখতে পেলেই আমি বেশি স্বস্তি বোধ কবতাম। কারণ ইলিয়া ইতিপূর্বে একবাবই শুধু তাকে দেখেছে। বুড়ি সেদিন ইলিয়ার ভাগ্য গণনা করেছিল। তাই বুড়ির সম্পর্কে ইলিযার একটা অন্য রকম ধারণা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাগানে বা ক্ষেতে খামারে কর্মরত অবস্থায় দেখতে পেলে ইলিয়ার সে ধারণা বদলে যাবে। বুঝতে পারবে আর পাঁচটা দরিদ্র ঘরের মেয়েদের মতোই বুড়িও খুব সাধারণ শ্রেণীর একজন। কিন্তু বাগানের মধ্যে আমরা তাকে দেখতে পেলাম না। বৃদ্ধাব কুটিরে গিয়ে দেখলাম দরজার গায়ে পুরনো একটা তালা ঝুলছে। ভাবলাম, ইতিমধ্যে মরে যায়নি তো! একজন প্রতিবেশী প্রৌঢ়াকে কথাটা জিজ্ঞেস করতে সে নেতিবাচক মাথা নাড়ল। 'নিশ্চয় অন্য কোথাও গেছে।' জবাব দিল সে।

'বুড়ি তো মাঝেমাঝেই দু-চারদিনের জন্যে এ ভাবে বেপাত্তা হয়ে যায়। জিপসি জাতের স্বভাবটাই এইরকম। কিছুতেই এক জায়গায় স্থির হয়ে বেশি দিন থাকতে পারে না। দিনকয়েক টো টো করে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াবার পর একদিন হঠাৎ আবার এসে হাজির হবে।' কথা বলতে বলতে নিজের কপালে বার দুয়েক টোকা দিল প্রৌঢ়া। 'বুড়ির মাথায় বেশ খানিকটা ছিট আছে!'

অল্প থামল সে। যেন বুকের মধ্যে উদগ্র কৌতূহলটা চেপে রাখার চেষ্টা করল প্রাণপণে। তারপর কণ্ঠস্বরকে যথাসাধ্য স্বাভাবিক করে প্রশ্ন করল, 'আপনারা তো এখানে নতুন এসেছেন। তাই না? পাহাড়ের একবারে উঁচুতে সবচেয়ে বড় বাড়িটার মালিক তো আপনারাই?'

'তা ঠিক', আমি মাথা নাড়লাম। 'সবেমাত্র গতরাত্রে আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি।'

'আপনাদের জায়গাটা খুবই সুন্দর!' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সে। 'বাড়িটা তৈরি হবার সময় আমরা প্রায়ই দেখতে যেতাম। এমন চমৎকার একটা বাড়ি জিপসি একরের চেহারাটাই পুরো বদলে দিয়েছে! সাবেক আমলের ভাঙাচোরা বাড়িটা যখন জায়গা জুড়ে ছিল, তখন কি বদখতই না দেখতে ছিল পুরো দৃশ্যটা!' সাময়িক বিরতির পর প্রৌঢ়া এবার সরাসরি ইলিয়ার দিকে ফিরে তাকাল। 'আপনি তো একজন আমেরিকান, তাই না? সেই রকমই আমরা শুনেছি।'

'হ্যাঁ, আসলে আমি একজন আমেরিকান।' ইলিয়া মাথা নেড়ে জবাব দিল। 'আগে অন্তত তাই ছিলাম। তবে এখন আমি একজন ইংরেজ যুবককেই বিয়ে করেছি। সেহেতু এখন আমাকে ইংরেজ মহিলাও বলা চলে।'

'তার ওপর আপনি তো বরাবরের মতো ইংলণ্ডে বসবাস করবেন বলে মনস্থির করে ফেলেছেন?'

মৃদু হেসে তার প্রশ্নের উত্তর দিলাম আমরা।

ইলিয়া আপন মনে মাথা নাড়ল। 'আমরা বরং বাড়িটার নাম রাখব 'জিপসির বাগান'।'

'তাহলে স্থানীয় ডাকঘরেও খবরটা জানিয়ে দিতে হয়।' আমি বললাম। 'নয় তো আবার ঠিকমতো চিঠিপত্র পাওয়া যাবে না।'

'তা তো বটেই!' ইলিয়া মাথা নাড়ল।

সপ্তাহান্তে ছুটির দুদিন গ্রেটা এসে আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে গেল। ভূয়সী প্রশংসা করল বাড়িটার। আসবাবপত্রগুলোও যে যথাযথ ভাবে সাজানো হয়েছে তার উল্লেখ করতেও ভুলল না।

গ্রেটা যতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিল, সারাক্ষণই ইলিয়া তাকে নিয়ে মেতে রইল। বান্ধবীকে বাড়ি দেখিয়ে ওর আশ যেন আর মিটতে চায় না। গ্রেটা যে ওর কত প্রিয় সেটাও স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল আমার চোখে। আমি অবশ্য নিজেকে খুবই সংযত করে রেখেছিলাম, আমার সারা মুখমণ্ডলে একটা মার্জিত হাসির ছাপ ধরা ছিল। তবে গ্রেটা বিদায় নেবার পর মনে হল যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তার সশরীরী উপস্থিতি আমার স্নায়ুর পক্ষেও বড় বেশি পীড়াদায়ক বোধ হচ্ছিল।

হপ্তাখানেকের মধ্যে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও আমাদের কিছুটা আলাপ-পরিচয় হল। একদিন বিকেলে আমি আর ইলিয়া যখন কোথায় কোন্ ফুলের গাছ লাগানো হবে বাগানে বসে তার আলোচনা করছিলাম, ঠিক তখনই ঈশ্বর এসে হাজির হলেন। আমাদের কথাবার্তার মাঝখানেই একজন আর্দালি এসে জানাল, মেজর ফিলপট আমাদের জন্যে ড্রয়িংরুমে অপেক্ষা করছেন। ইলিয়াকে মৃদুকণ্ঠে আমি এই মেজরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। বললাম, স্থানীয় জনসাধারণ মেজর ফিলপটকে ঈশ্বরের মতোই ভক্তিশ্রদ্ধা করে থাকে।

মেজর ফিলপটকে দর্শন দিতে ড্রয়িংরুমে হাজির হলাম আমরা। ভদ্রলোক অতিশয় সাদামাটা অমায়িক চেহারার। বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো কোন বৈশিষ্ট্য নেই। বয়স ষাটের কাছাকাছি নিশ্চয় হবে। পোষাক আশাকও অতি সাধারণ, বরং কিছুটা অপরিচ্ছন্নই বলা চলে। মাথার সব চুল প্রায় পাকা। সামনের দিকটা পাতলা হতে শুরু করেছে। নাকের নিচে ছোট প্রজাপতি সাইজের গোঁফ। স্ত্রীকে সঙ্গে আনতে পারেননি বলে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিলেন মেজর। তাঁর স্ত্রী নাকি রুগ্ন, পঙ্গু। মেজর ফিলপট দেখলাম আলাপ জমাতেও বেশ পটু। নিজে থেকেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন, তারপর বেশ

সহজভাবেই কথাবার্তা শুরু করলেন। একে একে নানান প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন তিনি, যদিও প্রতিটি খুবই সাধারণ, পরিচিত। তবে মেজর গ্রামে বাস করলেও অনেক বিষয়েরই যে খোঁজখবর রাখেন সেটাও বুঝতে পারা গেল। আলোচ্য বিষয়বস্তু নির্বাচনেও তাঁর ক্ষমতার পরিচয় পেলাম। তিনি অবশ্য আমাদের কাউকেই সরাসরি কোন প্রশ্ন করেননি, শুধু আর পাঁচটা কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে দুজনের অভিরুচি সম্পর্কে আঁচ করে নিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে ঘোড়দৌড়ের গল্প করলেন। ইলিয়াকে বললেন বাগানের কথা। এখানকার পাহাড়ী জমিতে কোন্ কোন্ ফুল ভাল জন্মায় সে বিষয়েও কিঞ্চিৎ উপদেশ দিলেন তিনি। তাঁর সমস্ত কথাবার্তার মধ্যে এমনই একটা সহজ আন্তরিকতার সুর মিশে আছে যে সহজেই অপরকে নিজের বশীভূত করে ফেলেন। ইলিয়া রেসের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ না করলেও ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতে খুবই ভালবাসে, এ তথ্যও মেজরের অগোচর রইল না। ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ার পক্ষে জায়গাটা একেবারে আদর্শ। একসময় স্বাভাবিকভাবেই আমাদের বাড়িটার প্রসঙ্গ উঠল। তারই সূত্র ধরে জিপসি একর সম্পর্কেও কিছু কিছু গালগল্পের আলোচনা।

'স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে এই জায়গাটা কী নামে পরিচিত তা নিশ্চয় তোমরা শুনেছ?' আমাদের দিকে চোখে তুলে তিনি বললেন, 'এবং জায়গাটাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত কাহিনীর প্রচলন আছে, তাও আশা করি তোমাদের অজ্ঞাত নেই?'

'জিপসিদের সেই ভয়-ধরানো অভিশাপ-বাণী?' মৃদু হাসলাম আমি। 'মিসেস লীর মুখ থেকে অবশ্য অনেক কথাই শুনেছি!'

'ওঃ...জ্বালিয়ে মারলে বুড়িটা!' সক্ষোভে ঘাড় দোলালেন ফিলপট। 'সত্যিই এস্থার একটা হতভাগী! তোমাদের সঙ্গে বোধহয় খুব দুর্ব্যবহার করেছে?'

'ও কি খানিকটা খ্যাপাটে প্রকৃতির?' আমি জানতে চাইলাম।

'যতটা পাগলামি করে, বুড়ি আসলে কিন্তু ততটা পাগল নয়। বুড়ির জন্যে আমারও কিছুটা দায়িত্ব থেকে গেছে। আমি নিজেই উদ্যোগী হয়ে ওকে ওই কুঁড়েঘরটার ব্যবস্থা করে দিয়েছি।' একটু থেমে দম নিয়ে ফিলপট আবার নিজের কথার খেই ধরলেন। 'এর জন্যে বুড়ি কিন্তু কোনরকম কৃতজ্ঞতার ধার ধারে না। প্রাচীন একটা স্মৃতিচিহ্ন ধরে রাখার অভিপ্রায়েই কাজটা আমি করেছি, তার ফলে মাঝেমধ্যে যদিও খুব ঝুটঝামেলা পোয়াতে হচ্ছে...'

'জ্যোতিষ-ঠাকরুণ সেজে লোকের ভবিষ্যৎ বলে বেড়ায় বলে?'

'না....না, তা নয়! কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন করলে কেন? তোমাদের সম্পর্কেও আগাম কোন ভবিষ্যৎবাণী করেছে নাকি?'

'তা অবশ্য করেছে!' আগ বাড়িয়ে জবাব দিল ইলিয়া। 'তার মধ্যে আশাভরসার কোন ইঙ্গিত নেই। সমস্তটাই ভয়ানক ভীতিজনক। ও তো আমাদের এখানে আসতেই নিষেধ করেছিল প্রবল ভাবে। ব্যাপারটা যেন ওব মনঃপূত নয়!'

'আমার কাছে কিন্তু এটা খুবই অবাক ঠেকছে।' ফিলপটের ভ্রূজোড়া ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। 'বুড়ি অবশ্য কমবয়সী তরুণ তরুণীর হাত দেখে নানারকম ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে, কিন্তু কখনও ওর মুখ থেকে কারুর কোন অমঙ্গলের আশঙ্কার কথা শোনা যায়নি। বখশিসের লোভে সকলের মন জুগিয়ে চলাই ওর স্বভাব।

'ও আপনাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি?' আবার ভ্রূজোড়া কুঞ্চিত হয়ে উঠল মেজরের। 'কাজটা সত্যিই খুব গর্হিত!'

'ইলিয়ার পক্ষে ভয় পাওয়াটা অবশ্য আশ্চর্যের কিছু নয়।' আমি বললাম। 'বুড়ি সেদিন যেভাবে ওকে শাসিয়েছিল.....'

'শাসিয়েছিল?' মেজরের কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর। 'বুড়ি লী?'

'আমার তো সেইরকমই মনে হল। তার ওপর এখানে আসার পর প্রথম দিনই এমন একটা অভাবিত ব্যাপার ঘটল যেটা খুবই ভীতিপ্রদ।'

জানলার সার্শি ভেদ করে পাথরের টুকরো ছিটকে আসার ঘটনাটা মেজরকে খুলে বললাম।

'ছেলেছোকরাদের উপদ্রবটা তাহলে বেশ বেড়ে গেছে দেখছি!'

দ্বিতীয় ঘটনাটাও সবিস্তারে খুলে বললাম মেজরকে। দিন দুয়েক আগে এক সকালে আমরা দুজনে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। ফেরার সময় দেখি আমাদের বাড়ির সামনের পথে ছুরিবিদ্ধ একটা মরা পাখি পড়ে আছে। একটুকরো কাগজও গাঁথা আছে ছুরির ডগায়। কাগজের ওপর আঁকাবাঁকা হাতে লেখা— 'যদি নিজের ভাল চাও তো অবিলম্বে জিপসি একর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাও।'

ফিলপটকে এবার বেশ রাগান্বিত মনে হল। 'এ তো দেখছি রীতিমতো শাসানি! না....না, এসব ঘটনার কথা তোমাদের আগেই থানায় জানানো উচিত ছিল! এই সমস্ত ছিঁচকে বদমায়েশদের ওরাই ঠিকমতো শায়েস্তা রাখতে জানে।'

'আসলে আমরা অতদূর যেতে চাইনি। এখানে নতুন এসেছি, প্রথমেই থানা পুলিসের হুজ্জোতের মধ্যে নিজেদের জড়াতে চাইনি। তাছাড়া এর ফলে প্রকৃত অপরাধীকে আরও বেশি রাগিয়ে দেওয়া হবে। সে তখন সাংঘাতিক কোন কিছু করে বসতে পারে!'

'আমি নিজে এ সম্পর্কে একবার ভাল করে খোঁজখবর নেব।' ঘাড়ে নেড়ে ভরসা দিলেন ফিলপট। আরও দু-চারটে সাদামাটা কথাবার্তার পর বিদায় নেবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। আশপাশের চারদিকেও একবার নজর বুলিয়ে নিলেন। 'বাস্তবিকই তোমাদের এ বাড়িটার প্রশংসা না করে পাবা যায় না! আমার মুখে কথাটা কিছু বেমানান শোনাতে পারে, কারণ বলতে গেলে আমি একজন বাতিল বুড়োদের দলে। সাবেক আমলের মোটা মোটা থামওয়ালা বনেদী বাড়িই আমাদেব কাছে বেশি ভাল লাগে।'

'আপনাদের বাড়িটা কি খুবই সাবেক আমলের?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'তা প্রায় আড়াইশো বছর হতে চলল। তৈরি হয়েছিল ১৭২০ সালে। আসল বাড়িটা অবশ্য ছিল এলিজাবেথী ধাঁচের। ১৭০০ সালে আগুন লেগে সেটা পুড়ে যায়। সেই জায়গার ওপরই তৈরি হয়েছে বাড়িটা।'

'আপনারা তাহলে এতকাল ধরে বংশপরম্পরায় এখানে বাস করছেন?'

'হ্যাঁ, সেই রানী এলিজাবেথের সময় থেকেই সুখেদুঃখে বংশ-পরম্পরায় আমরা এখানেই দিন কাটিয়ে যাচ্ছি।....তাহলে ওই কথাই রইল। খুব শীগকিরই তোমরা একদিন অমাদের বাড়িতে যাবে। তোমাদের দুজনকেই একসঙ্গে যেতে হবে, তা না হলে মনে ভারি দুঃখ পাব।' অবশেষে ইলিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, 'আমার ধারণা, আমেরিকানরা প্রাচীন বনেদী বাড়িই বেশি পছন্দ করে।' তাবপর আমাকে লক্ষ্য করে বাকিটা শেষ করলেন, 'তুমি অবশ্য এইসব প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে বিশেষ কিছু চিন্তা-ভাবনা কর বলে মনে হয় না!'

'আজ্ঞে না!' কোনরকম ভনিতা না করেই আমি মাথা নাড়লাম। 'এই সমস্ত প্রাচীন মূল্যবোধের ব্যাপারে আমি একেবারেই অজ্ঞ।'

ফিলপট তাঁর নিজের গাড়িতেই ফিরে গেলেন। একটা স্প্যানিয়েল কুকুরও চুপচাপ অপেক্ষা করছিল গাড়ির মধ্যে। গাড়িটা যদিও অনেক দিনের পুরনো, জায়গায় জায়গায় রঙ চটে গেছে বিশ্রীভাবে। তা সত্ত্বেও কেন যে তাঁকে স্থানীয় গ্রামবাসীরা ঈশ্বরের মতো ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, সেটা এখন স্পষ্ট করে বুঝতে পারলাম। আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তিনি যে সন্তুষ্ট হয়েছেন তাও তাঁর হাবভাবে বুঝতে পারা গেল। বিশেষ করে ইলিয়াকে তো তিনি খুবই স্নেহেব দৃষ্টিতে দেখছিলেন। আমার সম্পর্কে তাঁর মনোভাবটা পুরোপুরি বুঝে ওঠা গেল না। কারণ তিনি মাঝে মাঝে আমার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন, যেটা খুবই অস্বস্তিকর। অবশ্য আমার প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাবের কোন কারণ থাকতে পারে না। ব্যাপারটা নিশ্চয় আমারই বোঝার ভুল। এই ভেবেই প্রবোধ দিতে চেষ্টা করলাম মনকে। তবে ভদ্রলোক যে যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তাতেও কোন ভুল নেই।

ফিলপটকে বিদায় দিয়ে ড্রয়িংরুমে এসে দেখি ইলিয়া অ্যাশট্রের ভাঙা কাচগুলো যত্ন করে ওয়েস্টপেপার বাস্কেটের মধ্যে ফেলছে।

পরের হপ্তার গোড়ার দিকেই মেজর তাঁর বাড়িতে আমাদের লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করলেন। জর্জিয়ান ধাঁচের সাদা রঙের বাড়ি। আকারে প্রকারেও বেশ বড়। তবে বাড়ির ভেতরটা এমন কিছু আহামরি নয়। প্রশস্ত ড্রয়িংরুমের দেওয়াল জুড়ে সার সার ছবি টাঙানো। মেজরেরই পূর্বপুরুষদের সব প্রতিকৃতি, যদিও উপযুক্ত ঝাড়পোঁছের অভাবে সমস্তটাই কেমন শ্রীহীন, বিবর্ণ দেখাচ্ছে। ছবিগুলো দেখতে দেখতে লালচে আভাযুক্ত সিল্কের পোশাক পরা স্বর্ণকেশী এক মহিলার প্রতিকৃতির দিকে আমার নজর আটকে গেল। সুন্দরী এই মহিলার চোখেমুখে কেমন একটা বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে! আমার অবস্থা দেখে মেজর মৃদু হাসলেন।

'সবগুলোর মধ্যে এটাই সবচেয়ে ভাল ছবি। প্রতিভাধর শিল্পী গেনসর্‌বরোর এটা একটা অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। যদিও এই মহিলার সম্পর্কে নানারকম দুর্নাম শোনা যায়। অনেকের বিশ্বাস তিনি নাকি তাঁর স্বামী গার্ভেস ফিলপটকে গোপনে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছিলেন। সুনিশ্চিত প্রমাণ অবশ্য কিছু পাওয়া যায়নি, আর আমার ধারণা এর সমস্তটাই মিথ্যে গুজব। আসলে তিনি বিদেশিনী ছিলেন বলেই আর পাঁচজনে তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখত।'

আমাদের সম্মানে আরও দু-চারজন সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বৃদ্ধ ডাক্তার শ তাঁদের একজন। তাঁর কথাবার্তার ধরণ বেশ সাদাসিধে অমায়িক হলেও চোখেমুখে সর্বদাই একটা ক্লান্তির ছাপ লেগে আছে। সেদিন তাঁর কি বিশেষ তাড়া ছিল। আমাদের লাঞ্চ শেষ হবার আগেই তিনি বিদায় নিলেন। স্থানীয় পল্লীযাজকও হাজির ছিলেন সেখানে। বয়সের দিক থেকে যাজক মশাইকে এখনও যুবকই বলা যায়। চোখে মুখে সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠার ছাপ। মাঝবয়সী মহিলা ছিলেন একজন, তাঁর চালচলন বেশ কর্তৃত্বব্যঞ্জক। শুনলাম তাঁর কুকুরের ব্যবসা। বাড়িতে ওয়েলশ্‌ অঞ্চলের এক ছোট জাতের কুকুর পালন করেন। বনেদী সম্ভ্রান্ত পরিবারে বেশ চাহিদা আছে সেই কুকুরের। ক্লডিয়া হার্ডক্যাসল নামে এক সুন্দরী তরুণীও উপস্থিত ছিল মেজরের ভোজসভায়। ইলিয়ার সঙ্গে তার পরিচয় হল। মেয়েটির নাকি ঘোড়া অন্ত-প্রাণ। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে, ঘোড়াদের সংস্পর্শে এলে ওর একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়। সারা দেহ চুলকোতে শুরু করে, পাকস্থলীর মধ্যে থেকে একটা বমির ভাব উঠে আসে। তার সঙ্গে জ্বরও হয় বেশ।

ইলিয়ার সঙ্গে তার আলাপটা খুব ভালই জমে উঠল। ঘোড়াদের প্রতি ইলিয়ার আসক্তিও বেশ প্রবল। এবং ঘোড়ায় চড়তে গেলে গোড়ার দিকে তারও নাকি এ ধরনের অ্যালার্জি দেখা দিত। তবে জনৈক অশ্ববিশারদ ডাক্তারই তাকে এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার সহজ উপায় বাৎলে দিয়েছেন। সেটা হচ্ছে কমলা রঙের এক জাতীয় ক্যাপসুল। এই বড়ি ব্যবহার করে অদ্ভুত ফল পেয়েছে ইলিয়া। গা চুলকানো বা জ্বর ভাব তো দূরের কথা, সামান্য একটা হাঁচি পর্যন্ত হবে না। ব্যবহার করে দেখার জন্যে ক্লডিয়াকেও সে দু-চারটে ক্যাপসুল দিতে পারে।

ক্লডিয়া সানন্দে এই উপহার গ্রহণের সম্মতি জানাল। তারপর বলল, ঘোড়ার চেয়ে উটে চড়ার অভিজ্ঞতা তার কাছে আরও বেশি মর্মান্তিক। গত বছর মিশরে গিয়েছিল পিরামিড দেখতে। সেই সুবাদে উটের পিঠে চড়তে হয়েছিল তাকে। সে এক প্রাণান্তকর ব্যাপার। সারাটা পথ কেঁদে ভাসিয়েছিল অঝোর ধারায়।

মধ্যাহ্নভোজের পর আমি আর ইলিয়া যখন মেজরের বাড়ি সংলগ্ন বাগানের মধ্যে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, ক্লডিয়া এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল এবং সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে কথা শুরু করল। 'আমার দাদার মুখ থেকে আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি।'

স্বভাবতই আমি বেশ বিস্মিত হলাম। ক্লডিয়ার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন দাদার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে কিনা বা কস্মিনকালে ছিল কিনা, সে সম্পর্কে আমার নিজেরই কোন ধারণা ছিল না।

'আমিই যে আপনার দাদার বর্ণিত সেই ব্যক্তি, সে বিষয়ে কি আপনি পুরোপুরি নিশ্চিত?'

ক্লডিয়ার দু চোখ কৌতুকে ঝকমক করে উঠল। মনে হল রহস্যটা সে যেন বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে। অবশেষে খানিকটা সময় নিয়ে বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, আমার এই দাদাই

আপনাদের ওই নতুন বাড়িটা তৈরি করেছেন।'

'তার মানে মিঃ স্যানটনিকস হচ্ছেন আপনার দাদা?'

'তিনি আমার পিসতুতো দাদা। আমাদের দেখাও হয় খুব কালে ভদ্রে। তাঁর সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছুই জানি না বলা চলে। তবে ওই বাড়িটা তৈরির সুবাদে সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে আমার দু-একবার দেখাসাক্ষাৎ ঘটেছিল।'

বাড়ি ফেরার পর ইলিয়া গাড়ির পাশে দরজা খুলে নেমে গেল। আমি গাড়ি গ্যারেজ করে ফিরে আসতে আসতে গীটারের মিষ্টি টুংটাং বাজনা শুনতে পেলাম। ছোট মাপের একটা স্প্যানিশ গীটার আছে ইলিয়ার। জিনিসটা বেশ প্রাচীন এবং মূল্যবান। মাঝে মাঝে গীটার বাজিয়ে মৃদু গুনগুন সুরে গান গায় ইলিয়া। সুরটা কানে খুব মধুর লাগে, তবে গানের মূল বিষয়বস্তুটা সব সময় ঠিক বুঝতে পারা যায় না। সম্ভবত আমেরিকান জাতীয় ঐতিহ্যের ধারা পরম্পরা এই সমস্ত গানের মধ্যে প্রবহমান। বিষাদ-মধুর কিছু আইরিশ এবং স্কটিশ লোকগাথাও ইলিয়ার জানা আছে। গীটারের সঙ্গে সেগুলো শুনতেও খুব ভাল লাগে।

সরাসরি ভেতরে না ঢুকে আমি লম্বা টানা বারান্দা পেরিয়ে একটা খোলা জানলার সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর নিঃশব্দে ড্রইংরুমের দিকে পা বাড়ালাম। কাঁধে রাখা গীটারের ওপর মাথাটা ঈষৎ হেলিয়ে দিয়ে আমার সবচেয়ে প্রিয় একটা গান গাইছে ইলিয়া। পেলব আঙুলের কোমল আঘাতে স্বচ্ছন্দ কম্পন জাগছে তারের বুকে। মৌমাছির মৃদু গুঞ্জনের মতো কথাগুলো বেরিয়ে আসছে কণ্ঠ থেকে। গানের সুরটা এতই বেদনা-বিধুর যে আপনার থেকেই বুকের ভেতরটা ব্যাথায় অবশ হয়ে আসে। কথাগুলোর সরলার্থ অনেকটা এই রকম—

দুঃখসুখের টানাপোড়েনেই
গাঁথা থাকে এই জীবনরঙ্গ,
ধ্রুব সত্যটা হয়ে গেলে বোঝা
পৃথিবীর পথে চলে যাই সোজা...
প্রতিটি দিবস প্রতিটি রজনী
দুঃখের প্রহর কেহ যায় গণি,
কেউ বা আবার বিপুল পুলকে
আঁখি মেলে চায় অমিয় আলোকে,
কেউ নিয়ে ব্যথা বুকের আধারে
একা জেগে রয় অশেষ আঁধারে...

জীবনের মধুরতম লগ্ন কোন্‌টি জীবনসায়াহ্নে পৌঁছবার আগে কেউ কি তা বুঝতে পারে! আমিও পারিনি। ফিলপটের বাড়িতে সেদিনের সেই মধ্যাহ্নভোজ এবং তারপরে বিকেল ও সন্ধ্যেটাই ছিল আমার জীবনের মধুরতম মুহূর্ত। গানটা শেষ হবার পর বললাম, 'এবারে তুমি সেই মৌমাছিদের গানটা গাও।'

হালকা চুটুল ছন্দের এই গানটাও আমার খুব প্রিয়। ইলিয়া সুর পালটে গীটারে নাচের ঢেউ তুলল—

সোনালি ডানার ওরে পতঙ্গ
জানি দুদিনের তোর এ রঙ্গ
নির্বোধ এই আমার দু হাত
হানবে যখন মৃত্যু আঘাত
থেমে যাবে তোর সব নাচানাচি
সোনালি ডানার ওরে মৌমাছি!

আমিও কি নই ঠিক তোরই মতো
কত না ক্ষুদ্র, অসহায় কত!
তবে মুছে ফেলে মিছে অভিমান
তুই আমি আজ দুজনে সমান!
আমি মৌমাছি তুইও মানুষ
রঙের নেশায় মাতাল, বেহুঁশ।

তোর মতো আমি সুখে নাচি গাই
জীবন-মদিরা পান করে পাই,
আমার ডানাও ভাঙবে যেদিন
শোধ করে যাব জীবনের ঋণ।

চিন্তাই যদি জীবনের ফুল
এবং শক্তি, শ্বাস-প্রশ্বাস
চিন্তাহীনতা তাহলে কি নয়
নীল মৃত্যুর হিমেল আবাস?

তবে আমি হই এক মৌমাছি
যতদিন বাঁচি করি নাচানাচি।

ওঃ, ইলিয়া...ইলিয়া...ইলিয়া...

আমাদের পূর্বপরিকল্পনামতো বিশ্ব সংসারের সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে আমরা দুজন নির্জন টাওয়ারে এসে ঘরসংসার পেতে বসলাম। ভেবেছিলাম এখানে দুজনে বেশ শান্তিতেই বসবাস করতে পারব। কিন্তু এই অজ্ঞাতবাস আমাদের কপালে সইল না। হাজার রকমের উপদ্রব এসে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইলিয়ার বিমাতা কোরা ছিল অনেকটা মূর্তিমান অভিশাপের মতো। জমিজমা ঘরবাড়ি ইত্যাদি যারা কেনাবেচা করে সেই সমস্ত দালালদের সঙ্গে যোগাযোগ করার নির্দেশ দিয়ে ইলিয়াকে বেশ কয়েকটা চিঠি দিল কোরা। শুধু চিঠি নয়, জরুরী তারবার্তাও আসতে লাগল মাঝে মাঝে। ইলিয়ার এই নতুন বাড়িটা নাকি তার খুব মনে ধরেছে। ইংলণ্ডে এমন একটা বাড়ি কিনতে কোরা নাকি বদ্ধপরিকর। এখন থেকে বছরে কমপক্ষে দু মাস কোরা ইংলণ্ডেই বাস করবে বলে স্থির করেছে। শেষ তারবার্তাটা সে পৌঁছনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সশরীরে স্বয়ং শ্রীমতী কোরাদেবীর আবির্ভাব ঘটল। জিপসি একরের আশেপাশে বাসযোগ্য বাড়ির খোঁজও চলল পুরোদমে। অবশেষে ফিংসটন বিশপ থেকেই মাইল পনের দূরে একাট বাড়ি তার পছন্দ হল। এরকম একটা ঘটনা আমাদের কাছে মোটেই অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু এতে আমাদের আপত্তি জানাবারও কোন উপায় নেই। তার এখানে আসাটাকে তো আমরা আটকাতে পারি না। কোরা যখন তার বাড়ি তৈরির প্ল্যান নিয়ে ব্যস্ত সেই সময় আরও কয়েকটা জরুরী তার এল ইলিয়ার নামে।

ইলিয়ার ফ্র্যাঙ্ক পিসে নাকি ইতিমধ্যে নানাবিধ ঝুটঝামেলায় জড়িয়ে ফেলেছে নিজেকে। প্রতারণার অভিযোগে এবারে তার জেলও হতে পারে। এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পেতে গেলে মোটারকম অর্থের প্রয়োজন। মিঃ লিপিনকট এবং ইলিয়ার মধ্যে এ বিষয়ে আর কিছু তার বিনিময় হল। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত যে ঠিক কি ঘটল আমার জানা নেই। কিন্তু ইতিমধ্যে মিঃ লিপিনকট এবং স্ট্যানফোর্ড লয়েডের মধ্যে নতুন একটা বিরোধ দেখা দিল। ইলিয়ার ধনসম্পদ কিভাবে বিনিয়োগ করে সবচেয়ে বেশি লাভজনক, সেই ব্যাপারেই মতভেদ ঘটল দুজনের মধ্যে।

এইসব গোলমালের মধ্যেই আমরা দুজনে একদিন আমাদের বোকামিটাও টের পেলাম। যে বিশাল সম্পত্তিটা আমরা কিনেছি সেটা এখনও দুজনে মিলে ভাল করে পর্যবেক্ষণই করিনি। কেবল বাড়িটার আশেপাশেই যা একটু ঘুরে বেড়িয়েছি। বাড়ির চৌহদ্দি ছাড়াও গোটা পাহাড়টার অনেকখানিই আমাদের সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। আমরা এখন বনজঙ্গলে ঘেরা সেইসব অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো ঘুরে বেড়াতে শুরু করলাম। এসব জায়গায় সচরাচর কোন মানুষজনের আবির্ভাব ঘটে না। তাই পায়ে চলার পথও নেই কোন। অসংখ্য ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়েই আমাদের নিজেদের পথ করে নিতে হচ্ছিল। কষ্টকর হলেও এই রোমাঞ্চকর অভিযান বেশ ভালই লাগছিল দুজনের। একদিন এইভাবে বনবাদাড় চষে বেড়াবার সময় এক জায়গায় অস্পষ্ট একটা পায়ে চলা পথ খুঁজে পেলাম। তবে বহুদিন যাবৎ সে পথে কেউ আনাগোনা করেনি। পথটা যে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে এখন তার কোন হদিস পাওয়া দুষ্কর। অবশ্য আমাদের অধ্যবসায়ও ছিল অপরিসীম। অনেক পরিশ্রম স্বীকার করে পুরনো আমলের হারিয়ে যাওয়া সেই পথের শেষ খুঁজে বার করলাম। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উঁচু উঁচু পাথরের ঢিবির মাঝখানে ভাঙাচোরা পোড়ো একটা ঘর। তার গড়ন অনেকটা মন্দিরের মতো। চারপাশে বাঁধানো চাতাল। প্রথম দর্শনে ঘরটাকে যতটা ভাঙাচোরা মনে হয়েছিল পরে দেখা গেল ততটা নয়। দীর্ঘদিন অব্যবহারের ফলেই বর্তমানে এর এই হাল হয়েছে। লোকজন ডেকে সমস্ত জায়গাটা আমরা পরিষ্কার করে নিলাম। নতুন করে রঙ লাগানো হল ঘরটায়। ভেঙে পড়া দরজা জানলাগুলো মেরামত করে নিলাম। হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করার জন্যে কিছু কিছু আসবাবপত্রও নিয়ে আসা হল সেখানে। এক কোণে ছোট একটা কাচের আলমারির মধ্যে কয়েকটা শ্যাম্পেনের বোতলও রাখা হল ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের কথা স্মরণে রেখে।

'তোমার বিমাতা কোবাকে কিন্তু ঘুণাক্ষরেও এর সন্ধান দেওয়া চলবে না।' ইলিয়াকে বিশেষভাবে সতর্ক করে দিলাম আমি। ইলিয়াও সম্মতি জানাল মাথা নেড়ে। এই বিশেষ সতর্কীকরণের কারণ, কোরা তখন দু-তিনদিনের জন্যে আমাদের জিপসি একরেই বেড়াতে এসেছিল।

ভদ্রমহিলা বিদায় নেবার পর আমরা দুজনে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আবার শান্তি ফিরে এল আমাদের জীবনে। একদিন বিকেলে আমাদের আবিষ্কৃত সেই গোপন আস্তানা থেকে ফেরার পথে ইলিয়া হঠাৎ কিছুতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। ওর একটা পাও জখম হল মোক্ষমভাবে।

পাঁজাকোলা করে তুলে এনে ইলিয়াকে ওর বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আমি ডাক্তার শকে খবর পাঠালাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাজির হলেন তিনি। ইলিয়ার আহত স্থানটা ভাল করে পরীক্ষা করে বললেন, আঘাতটা গুরুতর হলেও হাড়গোড় কিছু ভাঙেনি। মচকে গেছে মাত্র। হপ্তাখানেক চুপচাপ বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিলেই আবার ভাল হয়ে উঠবে। এই দুর্ঘটনার খবর দিয়ে ইলিয়া একটা তার পাঠাল গ্রেটার কাছে। আমি এতে বাধা দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করলাম না।

খবর পাওয়ামাত্র গ্রেটা এসে হাজির হল। গ্রেটার এই আগমন ইলিয়ার কাছে যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদস্বরূপ। একদিক থেকে কথাটা আমার ওপরও সমভাবে প্রযোজ্য। কারণ গ্রেটার আগমনের পর বাড়ির যাবতীয় কাজকর্মও আবার স্বাভাবিকভাবে চলতে শুরু করল। এই ফাঁকে আরও একটা ব্যাপার ঘটল। আমাদের দাসদাসীরাও চাকরি ছাড়ার নোটিশ দিল একসঙ্গে।

এক ফাঁকে ইলিয়া আমাকে ডেকে বলল, 'গ্রেটা যদি এখন কিছুদিন আমার সঙ্গে থাকে, তাতে তুমি নিশ্চয় কোন আপত্তি করবে না?'

'না...না, আমি আপত্তি করতে যাব কেন!' সহাস্য ভরসা দিলাম ওকে। 'তোমার বান্ধবী যতদিন খুশি তোমার কাছে থাকতে পারে।'

আমি লক্ষ্য করলাম, গ্রেটা ঘরগৃহস্থালীর যাবতীয় কর্তৃত্বের রাশটা ধীরে ধীরে নিজের হাতে নিয়ে নিল। যা কিছু হচ্ছে সমস্তই ওর নির্দেশমতো। একদিন ইলিয়া যখন ড্রইংরুমের একটা সোফায় গা এলিয়ে মেয়েদের ফ্যাশন সম্পর্কিত একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিল, আমি আর গ্রেটা তখন বাইরের চত্বরে মুখোমুখি দুটো চেয়ারে বসে কথাবার্তা চলছিলাম। সঠিক কারণটা মনে নেই, তবে কোন একটা

বিষয় নিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। তার থেকেই কথা কাটাকাটির সূত্রপাত। আমিও আমার বক্তব্য থেকে একচুল নড়ব না, গ্রেটাও তার সিদ্ধান্তে অটল। আবহাওয়াটা ক্রমশ বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠল। মুখের ভাষাও রূঢ় হয়ে উঠল সেই পরিমাণে। রীতিমতো ঝাঁঝের সুরেই দুজনে দুজনকে বেশ দু-চার কথা শুনিয়ে দিলাম। ও যে কতটা ক্ষমতাপ্রিয় স্বভাবের এবং ইলিয়াকে কিভাবে নিজের কব্জার মধ্যে পুরে ফেলেছে, সে কথাটাও জানাতে ভুললাম না। গ্রেটাও ছেড়ে কথা বলার পাত্রী নয়। রেগে গেলে ও যে কত মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে, সেটাও টের পেলাম হাড়ে হাড়ে। আমাদের ঝগড়া শুনে অসুস্থ শরীরেই ইলিয়া ড্রইংরুম ছেড়ে ব্যস্ত পায়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। ওর বিহ্বল চোখের দৃষ্টি আমাদের দুজনের মুখের ওপর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে ইলিয়ার পাশে দাঁড়ালাম। 'আমি দুঃখিত, খুবই দুঃখিত সোনা!'

ওকে দুহাতে ধরে ড্রইংরুমের একটা সোফায় এনে বসালাম। ওর মানসিক বিহ্বলতা তখনও সম্পূর্ণ কাটেনি। 'আমি...আমি আগে ধারণাই করতে পারিনি মাইক, যে তুমি মনে মনে গ্রেটাকে এতখানি ঘৃণা কর!'

শেষ পর্যন্ত হাত জোড় করে মার্জনা ভিক্ষা করলাম গ্রেটার কাছে গিয়ে। অনেক সাধ্য-সাধনা অনুনয়-বিনয়ের পর তবে আবার আমাদের সঙ্গে থাকতে রাজী হল সে।

আগের মতো গ্রেটাই আবার ইলিয়ার সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে বসল। ইলিয়ার দেখাশোনার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব সমস্তই তুলে নিল নিজের হাতে। এমন কি ইলিয়ার বর্তমান স্বাস্থ্য সম্পর্কেও সে যেন বিচলিত হয়ে উঠল কিছুটা।

'ইলিয়ার শরীরটা বোধহয় কয়েকদিন থেকে তেমন ভাল যাচ্ছে না!' একদিন বিকেলে ও আমাকে ডেকে বলল।

'আমি তো কোনরকম খারাপের লক্ষণ দেখছি না।' আমি জানালাম। 'আগের মতোই দিব্যি সুস্থ, হাসিখুশি রয়েছে।'

'ইলিয়াকে আমি ভাল করে জানি বলেই বলছি। বাইরে থেকে ঠিক বোঝা না গেলেও ভেতরে ভেতরে ও কিন্তু ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে।'

পরের দিন ডাক্তার শ ইলিয়ার আহত পাটা পরীক্ষা করে দেখে বললেন, আর কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই। ও এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। তবে কোন উঁচু-নিচু পথে হাঁটা-চলা করার সময় আহত গোড়ালিটা পুরু কাপড় দিয়ে ভাল করে জড়িয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

তিনি বিদায় নেবার আগে আমি হঠাৎ বোকার মতো প্রশ্ন করে বসলাম, 'ডাক্তার শ, ওর শরীরগতিক সব ভাল বুঝছেন তো? মানে,... কোন দুর্বলতার লক্ষণ বা...'

'কে বলল ও দুর্বল?' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শ আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন। 'আমি অন্তত তেমন কিছু খুঁজে পাইনি। হঠাৎ দুর্ঘটনায় যে-কোন মানুষের পা-ই মচকে যেতে পারে!'

'না, আমি ওর পায়র কথা বলছি না। আমার বক্তব্য হচ্ছে, ওর হার্টটা সম্পূর্ণ সুস্থ আছে তো? সেখানে কোন দুর্বলতার চিহ্ন.....'

ভদ্রলোক তাঁর পুরু লেন্সের চশমার ভেতর দিয়ে আমাকে খুঁটিয়ে দেখলেন। 'কষ্টকল্পিত কোন চিন্তা-ভাবনাকে অযথা মনের মধ্যে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। তাছাড়া এমন একটা অদ্ভুত ধারণা তোমার মাথায় জন্ম নিল কেন?'

'মিস অ্যাণ্ডারসন আমায় বলছিল...'

'হুঁ,...মিস অ্যাণ্ডারসন। এ বিষয়ে তার কতটুকু অভিজ্ঞতা? চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্পর্কে তার জ্ঞানই বা কতটুকু?'

'তুমি যদি মনে কর, তবে আমি একবার মিসেস রজারকে আগাগোড়া পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারি। সাধারণত কোন্ জাতীয় ট্যাবলেট ও ব্যবহার করে সেটাও একবার দেখে নেওয়া দরকার। তবে তোমাকে তো আমি আগেই বলেছি, অনেক সময় অসুখটা শুধু মনের। শরীরের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক

থাকে না। খোলামেলা প্রকৃতির বুকে বাস করলে এ জাতীয় মানসিক অবসাদ দানা বাঁধার সুযোগ পায় না। যাবতীয় রোগ-ব্যাধি দূর হয়ে যায় দেহ থেকে।'

বিদায় নেবার আগে গ্রেটার সঙ্গেও দু-একটা কথা বললেন তিনি। 'রজারের ইচ্ছে, আমি একবার মিসেস রজারকে মেডিক্যাল চেক-আপ করে দেখে নিই। আমি অবশ্য তার কোন প্রয়োজন অনুভব করছি না। আমার ধারণা শারীরিক দিক থেকে ইলিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ। খোলা মাঠে ঘুরে বেড়ালে তার জড়তা বা মানসিক অবসাদের ভাবটা কেটে যাবে।...আচ্ছা, মিসেস রজার কি কি ওষুধপত্র সচরাচর ব্যবহার করে?'

'ক্লান্তি-নিরোধক এক জাতীয় ট্যাবলেট। কয়েকটা ঘুমের বড়ি ও সঙ্গে রাখে, যদিও কাজে লাগে কালেভদ্রে।'

ইলিয়ার গৃহ-চিকিৎসকের পুরনো প্রেসক্রিপশনখানা খুঁজে পেতে বার করে আনল গ্রেটা। ডাক্তার শ তার ওপর একবার নজর বুলিয়ে নিলেন। হাসি হাসি মুখ করে আমাদের দিকে তাকিয়েছিল ইলিয়া। 'আমি কিন্তু এর কোনটাই এখন ব্যবহার করি না, ডাক্তার শ। শুধু অ্যালার্জির ক্যাপসুল ছাড়া।'

সবকিছু দেখেশুনে সন্তোষজনক ভঙ্গিতে ঘাড় দোলালেন তিনি। 'না, এর কোনটাই শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়। তবে এই ঘুমের বড়িগুলো...? ঘুম নিয়ে তোমার কোন সমস্যা আছে নাকি?'

'না। বিশেষ করে এখানে আসার পর থেকে আমি আর একটা বড়িও ব্যবহার করেছি বলে মনে পড়ে না!'

'তাহলে তো আর কোন ঝামেলাই রইল না!' বরাভয় ভঙ্গিতে ইলিযাকে আশ্বাস দিলেন তিনি। 'তোমার শরীর-স্বাস্থ্য সম্পর্কেও বিন্দুমাত্র দুর্বাবনার কারণ নেই। প্রয়োজন বোধ করলে অন্য ওষুধগুলো তুমি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পার, শুধু ঘুমের বড়িটা বাদ দিয়ে।'

হপ্তায় দু-তিনদিন ইলিয়া সকালে উঠে ঘোড়া নিয়ে বেরুত। কোন কিছু কেনাকাটার প্রয়োজন থাকলে গ্রেটা নিজেই গাড়ি চালিয়ে মার্কেট কডওয়েলে হাজির হত।

একদিন মধ্যাহ্নভোজের টেবিলে বসে গ্রেটা হঠাৎ মন্তব্য করল, 'এই জিপসিরা দেখছি ক্রমশ অতিষ্ঠ করে তুলবে জীবনটাকে। আজ সকালেই ভুতুড়েদর্শন এক বুড়ির সঙ্গে আমার পথে দেখা। একবাবে বাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। আর একটু হলেই চাপা পড়ত বুড়ি। হর্ন দিলেও সরতে চায় না। ফেরার পথেও সেই একই কাণ্ড।'

'কেন? কি চায় সে?'

ইলিয়া আমাদের কথাবার্তা মন দিয়ে শুনছিল, কিন্তু কোন মন্তব্য করল না। তবে ওর চোখেমুখেও বিরক্তি ও উদ্বেগের ছায়া।

'ওই কুৎসিত বুড়িটা আমায় শাসাচ্ছিল! ভয় দেখাচ্ছিল!'

'তোমাকে শাসাচ্ছিল?' সবিস্ময় প্রশ্ন করলাম আমি।

'হ্যাঁ', রাগত ভঙ্গিতে ঘাড় ঝাঁকাল গ্রেটা। 'বলছিল, এটা নাকি জিপসিদের এলাকা। আমরা গায়ের জোরে ওদের জায়গা দখল করে রেখেছি। যদি আমরা নিজেদের মঙ্গল চাই তবে যেন সদলবলে এখান থেকে বিদেয় হয়ে যাই। ও যদি ক্ষেপে গিয়ে একবার আমাদের অভিশাপ দেয়, তবে পৃথিবীতে কেউই নাকি সর্বনাশা বিপদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারবে না। এই জমিটা কেনার ফলেই আমরা অতৃপ্ত আত্মার অভিশাপ কুড়িয়েছি। এই পাহাড়ী অঞ্চলটা জিপসিদের কুঁড়েঘর বাঁধার জন্যেই ফেলে রাখা উচিত।'

একদিন ইলিয়া যখন ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়ে ফিরল, দেখলাম ওর হাত পা সব থরথর করে কাঁপছে। মুখের রঙ ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য। শুনলাম বুড়ি নাকি আজ ইলিয়াকে দেখে ঝোপের আড়াল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। ইলিয়াও বুড়ির সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্যে লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল। বুড়ি তখন মুষ্টিবদ্ধ দু হাত আকাশের দিকে তুলে বিড়বিড় করে কি বকে চলেছে। ওর এই রকমসকম

দেখে খুবই রেগে গেল ইলিয়া। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বুড়িকে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কী চাও তুমি? এ জমি তোমাদের নয়, আমাদের। বরাবর বাস করার জন্যেই আমরা এখানে জমি কিনে বাড়ি তৈরি করেছি।'

উত্তরে বুড়ি ওকে বলল, 'এ জমি কখনই তোমাদের হতে পারে না। কোনকালেই তোমাদের ছিল না। তোমাকে আমি আগে একবার সাবধান করে দিয়েছিলাম, আজ দ্বিতীয়বার আবার সাবধান করে দিলাম। কিন্তু এই শেষ! তোমার বাঁ কাঁধের পেছনে আমি মৃত্যুর ছায়া দেখতে পাচ্ছি। সময় ঘনিয়ে এসেছে, আর দেরি নেই। যে ঘোড়াটার ওপর তুমি চড়ে আছ তার একটা পা সাদা। জান না, এটা একটা ঘোরতর অশুভ লক্ষণ। মৃত্যুই এর অন্তিম পরিণতি। তোমার এত সাধের প্রাসাদপুরীও অচিরে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে!'

এবারের এই ব্যাপারটা ইলিয়া আর আগের মতো হেসে উড়িয়ে দিতে পারল না। ও এবং গ্রেটা দুজনেই বেশ বিচলিত হয়ে উঠল। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গ্রামের পথ ধরলাম। প্রথমে গেলাম বুড়ি লীর ঝুপড়িতে। কিন্তু কারুর পাত্তা পেলাম না। অবশেষে থানায় গিয়ে হাজির হলাম। এ অঞ্চলের পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত অফিসার সার্জেন্ট কীন-এর সঙ্গে ইতিপূর্বেই আমার পরিচয় হয়েছিল। তিনি বেশ বুদ্ধিমান এবং বিবেচক ব্যক্তি। খুব মন দিয়েই আমার সমস্ত কথা শুনলেন।

'আপনাদের যে এ ধরনের অশান্তি-উপদ্রবের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে সেজন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত, মিঃ রজার!' নম্র স্বরে তিনি বললেন। 'সম্ভবত বুড়ির ভীমরতি ধরেছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, ইতিপূর্বে বুড়িকে নিয়ে কোনদিন আমাদের তেমন কোন ঝামেলায় পড়তে হয়নি। ঠিক আছে, আপনার অভিযোগ সব শুনলাম। আমি ওর সঙ্গে দেখা করে আচ্ছারকম ধমকে দেব। আর কখনও এমন ব্যবহার করতে সাহস পাবে না।'

'তাহলে সত্যিই খুব কৃতজ্ঞ থাকব, সার্জেন্ট কীন।' সবিনয় আমি জানালাম।

বিরক্ত, বিভ্রান্ত চিত্তে বাড়ি ফিরে এলাম। গেট দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে গিটারের মিষ্টি সুর কানে ভেসে এল। আরও একটা দৃশ্য আমার নজরে পড়ল। দেখলাম কে যেন বাইরে দাঁড়িয়ে ড্রয়িংরুমের খোলা জানলা দিয়ে ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারছে। প্রথমে ভেবেছিলাম নিশ্চয় সেই শয়তানী জিপসি বুড়ি। কিন্তু আমার পায়ের শব্দে আগন্তুক যখন ঘুরে দাঁড়ালেন তখন আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। অনাহূত এই অতিথি অন্য কেউ নন, স্বয়ং মিঃ স্যানটনিকস।

'ওঃ...আপনি আমাকে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন! অনেকদিন ধরে আপনার কোন খবর পাইনি। হঠাৎ এখানে হাজির হলেন কোথা থেকে?'

তিনি সরাসরি এ প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না। আমার হাত ধরে জানলা থেকে দূরে সরে এলেন।

'ও-ও তাহলে এখানে এসে উঠেছে!' চাপা কণ্ঠে তিনি বললেন। 'আমি অবশ্য আগে থেকেই জানতাম, একদিন না একদিন এমন ঘটনা ঘটবে। কিন্তু তুমিই বা মেয়েটাকে ঢুকতে দিলে কেন? মেয়েটা সত্যিই কিন্তু সাংঘাতিক প্রকৃতির! তোমার নিজেরও তা বোঝা উচিত!'

'আপনি কি ইলিয়ার কথা বলছেন?'

'না...না, ইলিয়া নয়, আমি অন্য মেয়েটির কথা বলছি। গ্রেটা, না কি যেন নাম?'

লিপিনকটও গ্রেটার সম্পর্কে ঠিক এই একই মন্তব্য করেছিলেন। এখন আমি নিজেও এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারছি।

'বরাবরের মতো মেয়েটা এখানে বাস করুক, তুমিও কি তাই চাও, মাইক?'

'আমি তো জলজ্যান্ত একটা মেয়েকে বাড়ি থেকে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিতে পারি না!' আমার গলায় স্পষ্ট বিরক্তির সুর, 'গ্রেটা হচ্ছে আমার স্ত্রীর পুরনো বন্ধু, সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু যাকে বলে। এখন এ ব্যাপারে কি-ই বা করতে পারি আমি!'

'বুঝেছি! মেয়েটা যেমন চায় ঠিক তেমনভাবেই তোমাকে গেঁথে ফেলেছে!' ম্লান হাসলেন স্যানটনিকস।

'দেখুন', পুনরায় ঝাঁঝের সুরে আমি বললাম, 'আমি গ্রেটাকে আদৌ পছন্দ করি না। গ্রেটার উপস্থিতি আমার স্নায়ুর ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই তো, দিনকয়েক আগে তার সঙ্গে আমার বেশ একটা ঝগড়াও হয়ে গেছে! কিন্তু আপনি যেমন বলছেন, এই সমস্যার সমাধান তত সহজ নয়।'

আমরা দুজনে পায়ে পায়ে ড্রইংরুমের দিকে এগোলাম। ইলিযা স্যানটনিকসকে দেখে আনন্দের আতিশয্যে লাফিয়ে উঠল চেয়ার ছেড়ে।

সেই সন্ধ্যায় স্যানটনিকসের কথাবার্তার মধ্যে আর কোন অসংলগ্নতার লক্ষণ প্রকাশ পেল না। বেশ খোসমেজাজেই তিনি আমাদের সঙ্গে গল্প শুরু করে দিলেন। হালকা খুশির মেজাজে বেশ জমে উঠল সন্ধ্যেটা। অবশ্য গ্রেটার সঙ্গেই তিনি গল্প করলেন বেশি করে। তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করলেন অকুণ্ঠচিত্তে।

গ্রেটাও অন্যের মুখ থেকে নিজের রূপলাবণ্যের প্রশংসা শুনতে খুবই ভালবাসে। তার হাবভাবের মধ্যেও এর পরিচয় পাওয়া যায়। আজ যেন তার সৌন্দর্যরাশি দেহের সীমানা ছাপিয়ে উপচে উঠেছে। চোখেমুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটিয়ে স্যানটনিকসের দিকে তাকিয়ে ছিল গ্রেটা। মুগ্ধ হয়ে গিলতে লাগল তাঁর স্তোকবাক্যগুলো। ভদ্রলোকের মনের মধ্যে কি আছে আঁচক রার চেষ্টা করলাম। ইলিয়া আশা করেছিল, তিনি এখন দু-চারদিন আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে যাবেন। স্যানটনিকস জানালেন, তিনি মাত্র একবেলার জন্যেই এখানে এসেছেন। আগামীকাল সকালেই বিদায় নেবেন।

'আপনি কি এখন অন্য কোন বাড়ি তৈরির কাজে ব্যস্ত?' প্রশ্ন করল ইলিয়া।

'না, সবেমাত্র হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছি। ডাক্তাররা নতুন করে আমার দেহে তাপ্পি লাগিয়ে দিয়েছে। সম্ভবত এটাই শেষবার।'

'তাপ্পি লাগিয়ে দিয়েছে? তার মানে?'

'তারা আমার শরীর থেকে দূষিত রক্ত টেনে নিয়ে নতুন করে রক্ত ভরে দিয়েছে।'

'ওঃ!' একটা করুণ আর্তনাদ উঠে এল ইলিয়ার গলা চিরে।

'দুশ্চিন্তা কোরো না।' মৃদু হাসলেন স্যানটনিকস। 'এ রোগ তোমার কোনদিন হবে না।'

স্যানটনিকসের কথার সুরে যে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের রেশ মিশে ছিল, আর কেউ টের না পেলেও আমার কাছে সেটা গোপন রইল না। পরের দিন সকালেই তিনি বিদায় নিলেন।



পরের দিন বিকেলে প্রায়ান্ধকার বনপথ ধরে দ্রুত টাওয়ারে ফিরে আসছিলাম, আচমকা মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়লাম থমকে। পাইন গাছগুলো যেখানে বেশি ঘন হয়ে অন্ধকার ছায়ার সৃষ্টি করেছে, দীর্ঘকায় এক নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। তাড়াতাড়ি সেই দিকে এগিয়ে গেলাম, কারণ আমি ধরেই নিয়েছিলাম, এ নিশ্চয় সেই অলক্ষুণে জিপসি বুড়ি। কিন্তু কয়েক পা গিয়েই স্তম্ভিতচিত্তে দাঁড়িয়ে পড়তে হল আমাকে। আমার পা দুটো বুঝি আটকে গেল মাটির সঙ্গে। যাকে আমি জিপসি বুড়ি বলে ভেবেছিলাম, সেই মহিলা আসলে আমার মা। স্থির নিশ্চল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল।

'হায় ভগবান!' বিস্ময়ে আমার কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হয়ে এল, 'তুমি তো আমাকে রীতিমতো চমকে দিয়েছিলে! আর অন্ধকারে এখানে দাঁড়িয়েই বা তুমি কি করছ?

'তুমি ঠিকই ধরেছ', ধীরে ধীরে মা বলল, 'অবশেষে আমিই তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলাম। তোমার সব কুশল কিনা জানতে এলাম।'

'যাক, এখন বাগবিতণ্ডা বন্ধ রেখে আমাদের বাড়িটা একবার দেখবে চল। সেইসঙ্গে তোমার পুত্রবধূকেও দেখতে পাবে। কিছুই হয়ত তোমার পছন্দ হবে না। সবেতেই তুমি ভ্রূ কোঁচকাবে।'

'তোমার স্ত্রীর সঙ্গে আগেই আমার পরিচয় হয়েছে।'

'তার মানে! তোমাদের আবার পরিচয় হল কখন?'

'হ্যাঁ, হপ্তাকয়েক আগে একদিন একটি অচেনা মেয়ে আমার বাসায় হাজির হল। তার চোখেমুখে কেমন একটা ভীতসন্ত্রস্ত ভাব। প্রথমে জানতে চাইল, আমিই মাইকের মা কি না। আমার পরিচয় পাবার পর সে নিজের পরিচয় দিল। বলল, অনেক আগেই তার আসা উচিত ছিল, শুধু তোমার প্রবল আপত্তির ফলেই এতদিন আসতে পারেনি। এবং সেদিনও তোমাকে কিছু না জানিয়েই সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।'

'আমি তাকে ভরসা দিয়ে বললাম, তোমার লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই। আমার ছেলের স্বভাবচরিত্র সবই আমি জানি। তোমার এই আপত্তির কারণ সম্পর্কে ও যা বলল সেটাও আমার কাছে খুব যুক্তিযুক্ত মনে হল না। সে খুব ধনী বংশের সন্তান এবং অগাধ বিত্তের অধিকারী বলেই তুমি নাকি তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দাওনি।'

'চল', আমি তাড়া দিলাম। 'আমাদের বাড়িটা আগে ঘুরে দেখবে চল।'

আমাদের বাড়ি দেখে মার পছন্দ হল কি না বুঝতে পারলাম না। খুব সম্ভবত হয়নি। ঘরগুলো দেখতে দেখতে তার ভ্রূ-জোড়া যথারীতি কুঞ্চিত হয়ে উঠল। অবশেষে সমস্ত বাড়ি ঘুরে আমরা ঢাকা দেওয়া লম্বা টানা বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ইলিয়া আর গ্রেটা সবেমাত্র বাইরে থেকে ফিরে দুটো সোফায় গা এলিয়ে বসেছিল। গ্রেটার কাঁধের ওপর একটা রক্তবর্ণ পশমের আবরণ আলগা হয়ে ঝুলে আছে। একসঙ্গে দুজনের দিকেই মায়ের দৃষ্টি পড়ল। যেন কয়েক মুহূর্ত পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ইলিয়া মাকে দেখতে পেয়েই উঠে এল ব্যস্ত পায়ে।

'মিসেস রজার, আপনি! আমি তো ভাবতেই পারিনি....' তারপর গ্রেটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'গ্রেটা, ইনি হচ্ছেন আমাদের মাননীয়া অতিথি, মাইকের মা! আমাদের বাড়িটা স্বচক্ষে দেখতে এসেছেন। সত্যিই কি মজা! আজ আমার দারুণ আনন্দ হচ্ছে।' শেষে আমার মাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এ হচ্ছে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, গ্রেটা অ্যাণ্ডারসন।'

বিদায় নেবার আগে মা ইলিয়াকে প্রশ্ন করল, 'তোমাদের সঙ্গে যে মেয়েটিকে দেখলাম, সে কে?'

গ্রেটার সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা ইলিয়া সবিস্তারে খুলে বলল। তিন বছর হল গ্রেটা এসেছে। তার আগে পর্যন্ত ওকে কিরকম দুর্বিষহ জীবন কাটাতে হত, সে কথাও জানাতে ভুলল না। 'গ্রেটা সত্যিই আমাকে সবরকমভাবে সাহায্য করে। ওর মতো বন্ধু দুনিয়ায় খুব কমই পাওয়া যায়। এমন কি এখন আমার এমন অবস্থা হয়েছে যে, গ্রেটাকে ছাড়া কি করে আমার চলবে কিছুতেই ভেবে পাই না!'

'ও কি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছে, না দু-একদিনের জন্যে সময় কাটাতে এসেছে?'

'না...মানে', ইলিয়া প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল, 'আমি যখন অসুস্থ তখন ওকে এখানে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। অবশ্য এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েই উঠেছি!'

'বিবাহিত নারীপুরুষের মাঝখানে অন্য কারুর উপস্থিতিটা ঠিক বাঞ্ছনীয় নয়। বিশেষত তোমাদের বিয়েটাও যখন নতুন...'

মা বিদায় নেবার পর আমরা কিছুক্ষণ তার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'যথার্থই ব্যক্তিত্বময়ী মহিলা!' চিন্তান্বিত কণ্ঠে ইলিয়া বিড়বিড় করল।

মায়ের কাছে ইলিয়ার পরিচয় এখন আর গোপন নেই। মা নিজে এসে স্বচক্ষে সবকিছু দেখেশুনে গেছে। অনেকদিন ধরে মনের গোপনে যে বাসনা পোষণ করেছিলাম, এবারে তা কাজে পরিণত করলাম। মোটা অঙ্কের একটা চেক পাঠালাম মায়ের নামে। লিখলাম, এবারে মা যেন আলোবাতাসযুক্ত কোন ভাল বাসা দেখে সেখানে উঠে যায়। উদ্বৃত্ত অর্থে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রও কিনে নিতে অসুবিধে হবে না। অবশ্য মা আমার পাঠানো চেকটা গ্রহণ করবে কিনা সে বিষয়ে বরাবরই আমার মনে গভীর সন্দেহ ছিল। কারণ এটা যে আমার নিজের উপার্জিত অর্থ নয়, সে কথা গোপন করারও আমার কোন উপায় ছিল না। আমি যা আশঙ্কা করেছিলাম, কার্যত ঠিক তাই ঘটল। চেকটা দু টুকরো অবস্থায়

মা আবার আমার কাছেই ফেরত পাঠিয়ে দিল সেটা। সেইসঙ্গে ছোট একটা চিরকুট আঁটা ছিল। তাতে লেখাছিল—এ টাকায় তার কোন প্রয়োজন নেই। আমার যে কখনও কোন পরিবর্তন ঘটবে না মা সেটা বুঝতে পেরেছে। ঈশ্বর আমার সহায় হোন।

'দেখ, আমার মায়ের কীর্তি দেখ!' রাগে গজরাতে গজরাতে চিরকুটটা ইলিয়ার দিকে এগিয়ে দিলাম। 'যেহেতু আমি একজন ধনী মেয়েকে বিয়ে করে তার টাকায় দিন কাটাচ্ছি—তাই আমার ওপর মায়ের বিতৃষ্ণা ধরে গেছে।'

'ঠিক আছে বাবা, অত ঝামেলার দরকার কি। তুমি যা আছ তাই-ই থাক। সেই তোমাকেই আমি ভালবাসি।' তারপর যেন কথাবার্তার মোড় ফেরাবার জন্যেই আচমকা প্রশ্ন করল, 'নতুন যে ভৃত্যটিকে আমরা বহাল করেছি, তার সম্পর্কে তোমার কি অভিমত?'

'কেন, এ নিয়ে এত চিন্তা-ভাবনার কি আছে? আর অযথা ভাবতেই বা যাব কেন! একজন জবাব দিয়ে চলে যাওয়ায় তার জায়গায় আর একজনকে রাখা হয়েছে। তাছাড়া কাজেকর্মেও লোকটাকে বেশ চটপটে বলে মনে হয়।'

'আমি ভাবছি লোকটা আসলে একজন গুপ্তচর নয় তো?'

'গুপ্তচর! কি বলতে চাও তুমি?'

'ভাড়াটে গোয়েন্দা কাকে বলে জান? ভাবছি আমাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখবার জন্যে অ্যানড্রুকাকা গোপনে তেমন কোন ব্যবস্থা করেছেন কি না!'

'তিনি হঠাৎ এমন কাজ করতে যাবেন কেন?'

'এর পেছনে অনেক রকম কারণ থাকতে পারে। হয়ত আমাকে কিডন্যাপ করে আমেরিকায় নিয়ে যাবার জন্যে কোন ষড়যন্ত্র করা।'



প্রাতঃরাশের টেবিলেও আমি অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে তালিকাটার ওপর নজর বুলিয়ে যাচ্ছিলাম। ঘোড়ায় চড়াটা ইলিয়ার সম্প্রতি প্রায় নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। কখনও একা, ক্লডিয়াও সঙ্গে থাকে কোন কোনদিন।

'তোমার আজ কি প্রোগ্রাম, গ্রেটা?' আমি প্রশ্ন করলাম।

গ্রেটা জানাল, মার্কেট কডওয়েল স্টেশনে ক্লডিয়ার সঙ্গে আজ ওর দেখা করার কথা। ওরা দুজনে কেনাকাটা করার জন্যে লণ্ডনে যাবে। বণ্ড স্ট্রীটের একটা সম্ভ্রান্ত দোকানে পশমের কম্বল, তোয়ালে, বিছানার চাদর ইত্যাদি গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় অনেকরকম জিনিসপত্রে মোটা রকম রিবেট দিচ্ছে। কোন্ জিনিসে কত ছাড় পাওয়া যাচ্ছে তারও একটা তালিকা সে সংগ্রহ করে এনেছে।

ইলিয়াকে ডেকে বললাম, 'গ্রেটা যদি আজ ক্লডিয়ার সঙ্গে লণ্ডনে যায়, তবে তুমি বার্টিংটনের জর্জ হোটেলে আমাদের সঙ্গে লাঞ্চে যোগ দিতে পার। মোটরে যেতে তোমার কোন অসুবিধে হবে না।

'ঠিক আছে।' ইলিয়া মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। 'একটা নাগাদ আমি পৌছে যাব।'

আমি ওকে ঘোড়ার পিঠে চড়তে সাহায্য করলাম। ঘোড়া নিয়ে ইলিয়া গাছপালার ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। সাধারণত একটা আঁকাবাঁকা বনপথ ধরেই ইলিয়া নিচে সমতলভূমির দিকে নেমে যায়। পাহাড়ের মাঝ বরাবর এক উন্মুক্ত বিশাল প্রান্তর। সেই প্রান্তরের মধ্যেই নিজের খেয়ালখুশিমতো ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ায় খানিকক্ষণ। তারপর রোদ বেশি চড়া হবার আগেই বাড়ি ফিরে আসে। ছোট গাড়িটা ওর জন্যে রেখে আমি বড় ক্রাইসলারটা নিয়েই বার্টিংটন ম্যানরের দিকে রওনা হলাম।

জর্জ হোটেলে হাজির হয়ে দেখলাম ইতিমধ্যে আরও অনেক গাড়িই সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। খুব সম্ভবত নিলামে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের অনেকেই আজ এখানে লাঞ্চ সারতে এসেছেন। ইলিয়ার

গাড়িটা সেখানে দেখতে পেলাম না। ভেতরে ঢুকেও ইলিয়ার খোঁজ করলাম। তখনও পর্যন্ত এসে পৌছয়নি। অবশ্য আমাদের ব্যস্ত হয়ে পড়ার মতো কিছু ঘটেনি। কারণ ঘড়িতে এখন সবেমাত্র একটা।

আমি নিজের টেবিল ছেড়ে কাউন্টারে রাখা ফোনের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম। ফোন ধরল আমাদের পরিচারিকা মিসেস কার্সন। 'ওঃ...আপনি মিঃ রজার বলছেন! কিন্তু মিসেস রজার তো এখনও বাড়ি ফেরেননি।'

'বাড়ি ফেরেনি মানে?' আমি জানতে চাইলাম। 'কোত্থেকে ফেরেনি?'

'তিনি সকালে সেই যে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়েছিলেন, তারপর এখনও পর্যন্ত ফিরে আসেননি।'

'ইলিয়া সকালে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়েছিল, এখনও পর্যন্ত বাড়ি ফেরেনি।' বিব্রত কণ্ঠে আমি জানালাম। 'ও অবশ্য প্রায় প্রতিদিনই ঘোড়া নিয়ে বেরোয়, তবে দেড়-দু ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসে।'

'আগে থেকেই এত দুশ্চিন্তার কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করি না।' আমায় ভরসা দিলেন মেজর।

'আমি ভাবছি ইলিয়া হঠাৎ সিদ্ধান্ত বদলে অন্য কোথাও গেল কি না।...কিন্তু তার তো ফোন করে একটা খবর দেওয়া উচিত! আমরা যে জর্জে লাঞ্চ সারতে আসব সে কথা ও বেশ ভাল করেই জানে।'

বিল মিটিয়ে যখন হোটেলের বাইরে এসে দাঁড়ালাম, তখন রাস্তার বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাড়ি স্টার্ট নিয়ে জোরে বেরিয়ে গেল। চালকের আসনে সেই ভদ্রলোকই বসেছিলেন যাঁকে খুব চেনা চেনা ঠেকলেও ঠিক চিনতে পারছিলাম না। অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল, ভদ্রলোকের নাম স্ট্যানফোর্ড লয়েড। অথবা অবিকল তাঁর মতো দেখতে অন্য কেউ। এ অঞ্চলে মিঃ লয়েডের কি কাজ থাকতে পারে ভেবে পেলাম না। ভদ্রলোক কি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? তাই যদি আসেন তবে আগে থেকে একটা খবর পাঠালেন না কেন? গাড়িতে আর একজন মহিলাকেও বসে থাকতে দেখলাম যাকে আমার ক্লডিয়া হার্ডক্যাসল বলে মনে হল। কিন্তু ক্লডিয়ার তো এখন গ্রেটার সঙ্গে লণ্ডনে থাকার কথা! ভাবনা-চিন্তার সূত্রগুলো সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল মনের মধ্যে।

আমি বেশ দ্রুতই গাড়ি চালিয়ে আসছিলাম। মাঝেমধ্যে গাড়ি থামিয়ে পথের লোকজনের কাছে খোঁজ নিচ্ছিলাম ইলিয়া সম্পর্কে। জিপসি একরের কিছু আগে স্থানীয় এক অধিবাসীকে ক্ষেতের মধ্যে কাজ করতে দেখলাম। তার কাছ থেকেই তবু খানিকটা খবর পাওয়া গেল। সে বলল, ঘন্টা দুয়েক আগে চালকহীন একটা ঘোড়াকে সে পাহাড়ী পথ ধরে ওপর দিকে উঠে যেতে দেখেছে। লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে আটকাবার জন্যে সে হাতের কাজ ফেলে ছুটে এসেছিল, কিন্তু এসে পৌছবার আগেই ঘোড়াটা তার চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর আর কিছু তার নজরে পড়েনি।

টাওয়ারে পৌছেও ইলিয়ার কোন খবর পেলাম না। তখন সহিসকে ডেকে ঘোড়াটা সঙ্গে নিয়ে ইলিয়ার খোঁজ করতে পাঠালাম। মেজর ফিলপটও তাঁর বাড়িতে ফোন করে একজনকে ইলিয়ার খোঁজ নিতে বললেন। তারপর ইলিয়া ঘোড়ায় চড়ে বনের মধ্যে দিয়ে যে বন পথে সচরাচর যাতায়াত করে, আমি আর মেজর দুজনে সেই পথ ধরে অগ্রসর হলাম।

বন পেরিয়ে সমতল প্রান্তরের সামনে এসে হাজির হলাম আমরা। প্রথমে দর্শনীয় তেমন কিছু নজরে পড়ল না। বনটা যেখানে শেষ হয়েছে তার পরেই বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ। চারদিকে তাকাতে তাকাতে বনের ধার দিয়ে এগিয়ে চললাম ধীরে ধীরে। দু-একটা সরু পায়ে চলা পথ বন থেকে বেরিয়ে এসে হারিয়ে গেছে এই পোড়ো প্রান্তরের মধ্যে। এমনই একটা পথের প্রান্তে হাতপা গুঁজড়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল ইলিয়াকে। আমাদের আগে ইলিয়ার ঘোড়াটাও সেখানে পৌছে গিয়েছিল। আশপাশের মাটি শুঁকে শুঁকে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছিল অবলা জীবটা। দূর থেকে ইলিয়াকে ওই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেই আমি প্রায় ছুটতে শুরু করলাম। ফিলপটও সমান তালে ছুটে চললেন আমার সঙ্গে সঙ্গে। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি যে এমন ভাবে ছুটতে পারেন, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

অসহায় ভঙ্গিতে পথের ওপর পড়ে ছিল ইলিয়া। ওর ছোট্ট সুন্দর মুখটা দিগন্তবিস্তৃত সুনীল আকাশের দিকে ফেরানো। সারা শরীর স্থির, নিস্পন্দ।

'না...না, এ দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারছি না।' দু হাতে মুখ ঢেকে আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। ফিলপট এগিয়ে গিয়ে হাঁটু মুড়ে ইলিয়ার নিথর দেহটার পাশে একবার বসলেন। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়ালেন সোজা হয়ে। 'শীগগির একজন ডাক্তার শকেই এখন পাওয়া যেতে পাবে। কিন্তু ...কিন্তু কোন ডাক্তারেরও বোধহয় এখন আর কিছু কবার নেই!'

'তার মানে...আপনি বলতে চাইছেন ইলিয়া মারা গেছে!'

'হ্যাঁ', গম্ভীর, বিষাদ-মন্থর ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন ফিলপট। 'মিথ্যে আশা জাগিয়ে রেখে কোন লাভ নেই।'

'হায় ভগবান...!' আমার গা হাত পা কাঁপতে শুরু করল। 'এ হতে পারে না! ইলিয়া নেই—আমি বিশ্বাস করি না। আমি...আমি...'



শ তাঁর পুরনো ল্যাণ্ডরোভারেই অকুস্থলে এসে পৌঁছলেন। সচরাচর আমি তাঁকে গাড়ি চেপে করতে দেখিনি। সম্ভবত দূরে কোথাও রুগী দেখতে যেতে হলে তখন এই গাড়িখানার দরকার পড়ে। গাড়ি থেকে নেমে অন্য কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করে তিনি প্রথমে মাটির ওপর শায়িত ইলিয়ার নিথর দেহটার সামনে এসে দাঁড়ালেন। কয়েক মুহূর্ত বাদেই ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের মুখোমুখি ফিরে তাকালেন।

'কমপক্ষে ঘণ্টা তিন-চার আগেই মিসেস রজার মারা গেছেন!' ধীরে ধীরে তিনি উচ্চারণ করলেন সেই অমোঘ বার্তা। 'কিন্তু এমন একটা ব্যাপার ঘটল কি করে?'

প্রাতরাশ সেরে ইলিয়া যে ঘোড়া নিয়ে বেবিয়েছিল ডাক্তার শকে সেকথা খুলে জানালাম।

'আমি যখন তাঁকে পরীক্ষা করেছিলাম, তখন যদিও কোনরকম দুর্বলতার চিহ্ন খুঁজে পাইনি। কার্ডিওগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা হয়নি ঠিকই,... সে যা হোক, এ সব প্রশ্ন এখন সম্পূর্ণ অবান্তর। করোনারের বিচারের সময় পুলিসের রিপোর্টেই সব প্রকাশ হয়ে পড়বে।' কয়েক পলক আমাব দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি, তারপর আমার পিঠে সহানুভূতিসূচক মৃদু চাপড় দিয়ে বললেন 'আপনি বরং বাডি ফিরে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আপনিই শক পেয়েছেন সবচেয়ে বেশি।'

বাতাসও বোধহয় মৃত্যুর গন্ধ বয়ে বেড়ায়। তা না হলে এই পরিত্যক্ত, নির্জন প্রান্তরে দু চারজন স্থানীয় গ্রামবাসীই বা হাজির হল কোথা থেকে! আমাদের থেকে খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে চাপা কণ্ঠে আলোচনা করছিল তারা। তাদের কথাবার্তার মধ্যে হাহুতাশের বহিঃপ্রকাশই বেশি করে কানে বাজে। এই দলে গ্রাম্য যুবতীও ছিল একজন।

এক বৃদ্ধ চাষী এতক্ষণ ধরে চুপচাপ সব শুনে যাচ্ছিল। এবার সে বিমর্ষ কণ্ঠে বলে উঠল, 'হায়...হায়! প্রায় আমার চোখের সামনেই এত বড় একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গেল, অথচ...'

'ভদ্রমহিলা যখন ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর কাছাকাছি কি আর কাউকে দেখেছিলে?'

'ধারে কাছে আর কোন জনপ্রাণী আমার নজরে পড়েনি। শুধু এই হতভাগ্য মহিলাকেই সামনের রাস্তা দিয়ে ঘোড়ায় চেপে যেতে দেখলাম। তিনি তখন বনের পথ ধরে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আশেপাশে আর কাউকে দেখিনি।'

'এ সেই জিপসি বুড়ির কাজ নয় তো!' আচমকা মন্তব্য করল মেয়েটি। 'হয়ত কোন ভাবে এই সম্ভ্রান্ত মহিলাকে ভয় দেখিয়ে থাকবে! ওদের অসাধ্য কিছু নেই!'

বিদ্যুৎবেগে আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। 'কোন্ জিপসি বুড়ি? কোথায়? কখন দেখেছ তাকে?'

'তা প্রায় ঘন্টা চারেক আগে এই গ্রামের পথেই বুড়ির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তখন আন্দাজ দশটা সওয়া দশটা হবে। গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে বুড়ি লীর আস্তানা। আমি অবশ্য অনেক দূর থেকে দেখেছি, তাই সে-ই যে বুড়ি লী একথা আমি হলফ করে বলতে পারি না।

'জিপসিদের অভিশাপ!' চাপা দীর্ঘশ্বাসের সুরে আপন মনে বিড়বিড় করলাম আমি। 'অভিশপ্ত জিপসি একরে কেন যে মরতে বাসা বাঁধতে এসেছিলাম...'

● তৃতীয় পর্ব ●



করোনারের বিচার যে কি বস্তু সে বিষয়ে ইতিপূর্বে আমার কোন ধারণা ছিল না। এ ধরনের কোন বিচার সভায় আগে কোনদিন উপস্থিত থাকবার সুযোগ ঘটেনি আমার। সময় ব্যাপারটাই আমার কাছে খুব অদ্ভুত, অবাস্তব এবং অপেশাদারসুলভ মনে হল। করোনার মানুষটি বেশ ছোটখাট, ব্যস্তবাগীশ স্বভাবের। চোখে ডাণ্ডিবিহীন পেঁসনেই চশমা। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আমাকে আমার নিজের পরিচয় দাখিল করতে হল। ইলিয়ার সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাতের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্তও তিনি বেশ মন দিয়ে শুনলেন। জর্জ হোটেলে সেদিন যে আমার সঙ্গে তার লাঞ্চ খাবার কথা ছিল তাও তাঁকে জানালাম। শেষবার সাক্ষাতের সময় শারীরিক দিক থেকে ইলিয়া পুরোপুরি সুস্থ ছিল কিনা সে বিষয়েও তিনি আমাকে অনেক রকম প্রশ্ন করলেন।

ডাক্তার শর সাক্ষ্যে বিষয়টার কোন সুষ্ঠু মীমাংসা হল না। ইলিয়ার শরীরে বড় রকমের কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি, ডান কাঁধের হাড়টা অল্প মচকে গিয়েছিল মাত্র। শরীরের দু-এক জায়গায় সামান্য কাটাছেঁড়া বা ঘষটানির দাগ দেখা গেছে, সেটা নিশ্চয় ঘোড়া থেকে পড়ে যাবার ফলেই হয়েছে। কোনটাই তেমন মারাত্মক কিছু নয়। মোট কথা গুরুতর কোন আঘাতের ফলে ইলিয়ার মৃত্যু ঘটেনি। এমন কি ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে যাবার পর ইলিয়া নড়াচড়াও বেশি করেনি। তার মৃত্যুটা ঘটেছে খুবই আকস্মিক ভাবে। ইলিয়ার শরীরের অভ্যন্তরেও কোন আঘাতের চিহ্ন ধরা পড়েনি। ডাক্তার শর মতে হঠাৎ কোন শকে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইলিয়া মারা গেছে। এছাড়া আপাতগ্রাহ্য আর কোন কারণ তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে—সাময়িক ভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ থেমে যাবার দরুন এই মৃত্যুর কারণ। ইলিয়ার শরীরস্বাস্থ্য বেশ ভালই ছিল। পাকস্থলীর মধ্যেও ক্ষতিকারক কিছু পাওয়া যায়নি।

গ্রেটা কিন্তু সাক্ষ্যে বেশ জোরের সঙ্গেই জানাল, ইলিয়ার হৃদযন্ত্র খুব একটা সবল ছিল না। বছর তিন-চার আগে সে একবার গুরুতর হার্টের অসুখে ভুগেছিল। ইলিয়ার আত্মীয়স্বজনদের মুখ থেকেই খবরটা ও শুনেছে। তবে অসুখটা ঠিক কি ধরনের তা ও বলতে পারে না।

তারপর অকুস্থলে যে সমস্ত গ্রামবাসী জড় হয়েছিল একে একে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হল। যে বৃদ্ধ লোকটি নিজের ক্ষেতে কাজ করছিল, তারই ডাক পড়ল প্রথমে। সেদিন ইলিয়াকে সে তার শখানেক হাত দূর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যেতে দেখেছিল। দুজনের মধ্যে কোন কথাবার্তা না হলেও তিনিই যে জিপসি একরে নবাগতা সেই আমেরিকান মহিলা, সেটা বুঝতে তার কোন অসুবিধে হয়নি।

সেদিন আশেপাশে সে কোন মানুষ দেখেনি। তার অন্তত নজরে পড়েনি কাউকে। তাছাড়া যে পথ ধরে ঘোড়াটা খোলা মাঠের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, সে পথটা স্বভাবতই বেশ নির্জন থাকে। সকালের দিকে বুড়ি লীকেও হয়ত এক পলকের জন্যে দেখে থাকবে। তবে সে-ই যে জিপসি বুড়ি লী তা

কিন্তু জোর দিয়ে যেতে পারে না। দূর থেকে একজন বৃদ্ধাকে সে বনের পথ ধরে এগিয়ে পোশাক পরেছিল। তাই তার ধারণা সে-ই হয়ত জিপসি বুড়ি এস্থার।

মিসেস লীকে কেন কোর্টে হাজির করা হয়নি সে সম্পর্কেও প্রশ্ন করলেন করোনার। পুলিশের তরফ থেকে জানানো হল, বুড়ির নামেও সমন জারি করা হয়েছিল—তবে তার কোন খোঁজখবর পাওয়া যায়নি।

সেদিনের মতো আদালতের কাজ শেষ হল। করোনার জানালেন, দু হপ্তা বাদে আবার এই মামলার শুনানী শুরু হবে। আপাতদৃষ্টে দুর্ঘটনাই মৃত্যুর কারণ বলে মনে হলেও কি কারণে এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটল তার কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে মিসেস লীর সংবাদ সংগ্রহের জন্যে পুলিসকেও নির্দেশ দেয়া হল বিশেষ ভাবে।



করোনারের বিচারের পরের দিন আমি মেজর ফিলপটের সঙ্গে দেখা করে সরাসরি তাঁকে আমার সন্দেহের কথা খুলে জানালাম। বললাম, 'নিজের ক্ষেতে কর্মরত সেই বৃদ্ধ চাষী, যাকে জিপসি বুড়ি মিসেস লী বলে অনুমান করেছিল—সে বিষয়ে আপনার নিজের কি অভিমত? আপনি নিজে তো ভাল করেই বুড়িকে চেনেন! বুড়ি কি অন্ধ ঘৃণার বশে এমন মারাত্মক একটা দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে? সে ক্ষমতা কি তার আছে?'

'আমি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একথা বিশ্বাস করি না, মাইক।' নরম সুরে তিনি বললেন। 'এ জাতীয় কোন কাজ করতে গেলে তার পেছনে জোরাল একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই।'

দরজার দিকে পা বাড়িয়েও আবার ঘুরে দাঁড়ালাম। 'আপনাকে এই জিনিসটা একবার দেখিয়ে যাই।' এগিয়ে গিয়ে চেয়ার টেনে বসতে বসতে আমি বললাম। 'আসলে আমি এটা সার্জেন্ট কীন-এর কাছে নিয়ে যাচ্ছিলাম। এই তদন্তের ব্যাপারে বস্তুটা হয়ত কোনভাবে তাঁর সাহায্যে আসতে পারে!'

কোটের পকেট থেকে কাগজে মোড়া একটুকরো পাথর বার করে টেবিলের ওপর রাখলাম। 'সকালে প্রাতরাশ সারার সময় পাথরের এই টুকরোটা সার্সির কাচ ভেঙে আমার ঘরের মধ্যে এসে পড়েছিল। এমন ঘটনা আগেও একবার ঘটেছে। এটাও সেই একই লোকের কাজ কিনা বলতে পারি না।'

পাথরে জড়ানো কাগজটা খুলে আমি মেজরের দিকে এগিয়ে দিলাম। কাগজের গায় এক লাইনের একটা সংবাদ টাইপ করা ছিল। ফিলপট চোখে চশমা লাগিয়ে কাগজটার দিকে ঝুঁকে পড়লেন। এক লাইনের ছোট্ট সংবাদটা ছিল এই রকম।—যে আপনার স্ত্রীকে খুন করেছে সে একজন স্ত্রীলোক।

ফিলপটের ভ্রূজোড়া কুঞ্চিত হয়ে উঠল। 'সত্যিই খুব আশ্চর্যের ব্যাপার!...আচ্ছা, তুমি প্রথম যে চিরকুটটা পেয়েছিলে সেটাও কি টাইপ করা ছিল?'

'এখন আর আমার ঠিক স্মরণে নেই। সেই চিরকুটে আমাদের এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তার বয়ানটা ঠিক কি ছিল তাও আমি ভুলে গেছি। তবে সেটা স্থানীয় গুণ্ডাদের কাজ বলেই মনে হয়। কিন্তু এটার চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম!'

থানাতেই সার্জেন্টকে পাওয়া গেল। তিনিও এ সম্পর্কে বেশ আগ্রহ প্রকাশ করলেন। 'দেখা যাচ্ছে এখানেও তাহলে বেশ অদ্ভুত সব ব্যাপার-স্যাপার ঘটতে শুরু করেছে!'

'এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটা কি?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ, মানে ব্যাপারটা যদি গোড়া থেকে চিন্তা করা যায় তবে একটা প্রশ্নই প্রথমে মনে জাগে। সেটা হচ্ছে, কেউ বুড়িকে গোপনে টাকা দিয়ে এই সমস্ত অকাজ-কুকাজ করিয়ে নিচ্ছে কিনা।'

'তাহলে তো বুড়ি একেবারেই গা ঢাকা দিয়ে থাকতে চাইবে।' আমার গলায় উদ্বেগের সুর।

'আরও একজনের দুশ্চিন্তাও যে কিছু কম হবে না, সে কথাটাও স্মরণে রাখবেন, মিঃ রজার!'

'বুড়িকে যে গোপনে টাকা যোগাচ্ছে, সেই তৃতীয় ব্যক্তির কথা বলছেন?' ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলাম আমি।

'হ্যাঁ।'

'এই...এই তৃতীয় ব্যক্তিটি কি কোন মহিলাও হতে পারে?'

'কিছুই বিচিত্র নয়! এবং এটাও সম্ভব যে তার হয়ত ইলিয়ার মৃত্যু ঘটানোর আদৌ কোন অভিপ্রায় ছিল না। এই শোচনীয় ব্যাপারটা হঠাৎই ঘটে গেছে। সে হয়ত জিপসি বুড়ির সাহায্যে আপনার স্ত্রীকে ভয় দেখিয়ে এখান থেকে তাড়াতে চেয়েছিল শুধু।'

তারপর হঠাৎই প্রসঙ্গের পরিবর্তন করলেন। 'জঙ্গলের মাঝ বরাবর আপনাদের যে নির্জন ঘরটা আছে, সে জায়গাটা বাস্তবিকই খুব চমৎকার!'

'হুঁ', আমি আর ইলিয়া দুজনে মিলে ওই ভাঙাচোরা ঘরটা সারিয়ে নিয়ে বাসের উপযোগী করে তুলেছিলাম। কখনও-সখনও সেখানে গিয়ে সময় কাটাতাম আমরা। অবশ্য সম্প্রতি বেশ কিছুদিন আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আপনি হঠাৎ এ প্রশ্ন করলেন কেন?'

'আমরা যখন আশেপাশে ব্যাপক অনুসন্ধান চালাচ্ছিলাম, তখনই ওই জায়গাটা আমাদের নজরে পড়ল। ঘরটা কিন্তু তালাবন্ধ ছিল না!'

'না', আমি সায় দিলাম। 'তালা দেবার কোন প্রয়োজন মনে করিনি। কারণ দু-একটা আসবাবপত্র ছাড়া সেখানে মূল্যবান জিনিসপত্র বলতে বিশেষ কিছু নেই।'

'বুড়ি লী ওখানে আত্মগোপন করে থাকতে পারে বলে আমরা সন্দেহ করেছিলাম। যদিও লীর কোন হদিস আমরা ওখানে পাইনি, পরিবর্তে এই বস্তুটি পেলাম।' সামনের টানা থেকে একাট স্বর্ণখচিত মূল্যবান লাইটার বার করে কীন আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। এ ধরনের লাইটার সচরাচর মেয়েরাই ব্যবহার করে। লাইটারের ওপর সোনার জল দিয়ে 'সি' অক্ষরটাও খোদাই করা ছিল। 'এটা নিশ্চয় আপনার স্ত্রীর লাইটার নয়?'

'না', ইলিয়ার লাইটারে 'সি' অক্ষরটা খোদাই করা থাকবে কেন? আমি বললাম। 'তাছাড়া এ জিনিসটা ওর হাতেও কখনও দেখিনি। এবং ইলিয়ার সেক্রেটারী মিস গ্রেটা অ্যাণ্ডারসনেরও এটা নয়। কাণণ ওর আসল নাম গ্রেটা।'

'কিন্তু এই লাইটারটা ভুল করে কেউ ওখানে ফেলে গিয়েছিল। জিনিসটা বেশ দামী!'

বিষয়টা নিয়ে আমিও মনে মনে কিছু চিন্তাভাবনা করলাম। 'কিন্তু সার্জেন্ট, একমাত্র ইলিয়ার বিমাতা শ্রীমতী কোরা ছাড়া আর কারুর নামের আদ্যাক্ষর তো 'সি' দিয়ে শুরু নয়। মানে, আমি আমাদের পরিচিত আত্মীয়স্বজনদের কথাই বলছি। কিন্তু শ্রীমতী কোরাদেবী যে জঙ্গলাকীর্ণ বন্ধুর পথ ভেঙে এমন একটা জায়গায় গিয়ে হাজির হতে পারেন, সেটাও আমার কাছে ঠিক বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। তাছাড়া তিনি আমাদের কাছে মাসখানেকের বেশি ছিলেন না। এ ধরনের কোন লাইটারও আমি তাঁকে কখনও ব্যবহার করতে দেখিনি। তবে...তবে হয়ত মিস অ্যাণ্ডারসনের জানা থাকতে পারে...'

'ঠিক আছে, আপনি এটা নিয়ে গিয়ে তাঁকে একবার দেখান।'

'তা না হয় দেখাচ্ছি। কিন্তু আমি ভাবছি সত্যিই যদি এটা কোরাদেবীর লাইটার হয়, তাহলে তিনি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবার পরও তো আমরা বনের মধ্যে ওই নির্জন ঘরে গিয়েছিলাম। তখন তো সেখানে কিছু পড়ে থাকতে দেখিনি।'

'বস্তুটা কিন্তু ডিভানের কাছেই পাওয়া গেছে। ঘরটা যে সময়-সুযোগমতো অন্য কেউ ব্যবহার করত তাতে কোন সন্দেহ নেই। জায়গাটা প্রকৃতই বেশ মনোরম। বিশেষ করে প্রেমিক-প্রেমিকার গোপন মিলনস্থল হিসেবে খুবই উপযুক্ত। আমি এ অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীদের কথাই বলছি। কিন্তু তারা তো কেউই এমন দামী লাইটার ব্যবহার করবে না!'

'ও...হ্যাঁ, ক্লডিয়া হার্ডক্যাসল নামে ইলিয়ার এক বান্ধবী আছে। আপনিও নিশ্চয় তাকে চেনেন।

তবে ক্লডিয়াও এত দামী লাইটার ব্যবহার করবে বলে মনে হয় না। আর তাছাড়া ওই জঙ্গলের মধ্যেই বা সে যাবে কেন!'

'ক্লডিয়ার সঙ্গে আপনার স্ত্রীর খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ, তা ছিল। সত্যি বলতে কি এ অঞ্চলে ক্লডিয়াই ছিল ইলিয়ার একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু। এবং ক্লডিয়া যদি কখনও সেখানে যেতে চায় তাহলে যে ইলিয়া কোন আপত্তি করবে না, তাও সে জানত।'

'আচ্ছা, ক্লডিয়ার সঙ্গে যে আমেরিকান ভদ্রলোকের বিয়ে হয়েছিল শুনেছি তাঁর নাম মিঃ লয়েড। মিঃ স্ট্যানফোর্ড লয়েড নামে আমার স্ত্রীর এক অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন। অবশ্য দুনিয়ায় লয়েড নামধারী অনেকেই থাকতে পারেন, কিন্তু...'

'আপনি ভাবছেন এই লয়েডই সেই লয়েড কিনা! আর তাই যদি হয়ও, তাতেই বা কি এসে যায়?'

'আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে, ওই দুর্ঘটনার দিনে আমি যেন মিঃ স্ট্যানফোর্ড লয়েডকে বার্টিংটনের জর্জ হোটেলে লাঞ্চ সারতে দেখেছি।'

'অথচ তিনি সেদিন আপনাদের ওখানে যায়নি?'

'না।' আমি মাথা নাড়লাম। 'তাছাড়া মিঃ লয়েডের গাড়িতে সেদিন যেন এক মহিলাকেও আমি দেখেছিলাম। সেই মহিলার সঙ্গে ক্লডিয়ার চেহারার অনেক মিল আছে। আমি অবশ্য খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাইনি, তাই এটা আমার দৃষ্টিবিভ্রমও হতে পারে। তবে আমাদের এই নতুন বাড়িটা যিনি তৈরি করেছেন তিনি আসলে ক্লডিয়ারই এক জ্ঞাতিভাই।'

কীন-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে থানা ছেড়ে বেরিয়ে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটল। যদিও এমন ব্যাপার অনেকবারই জীবনে ঘটতে দেখা যায়। এইমাত্র সার্জেন্টের সঙ্গে যার বিষয়ে আলোচনা করছিলাম, সেই ক্লডিয়া তখন সবেমাত্র পোস্ট-অফিস থেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা দুজনে দুজনকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ক্লডিয়ার চোখেমুখে একটা কুণ্ঠিত, বিব্রত ছায়া।

'ইলিয়ার ব্যাপারে সত্যিই আমি খুব মর্মাহত, মাইক! যদিও এ প্রসঙ্গ এখন আর না তোলাই ভাল। বিষয়টা এতই বেদনাদায়ক অস্বস্তিকর...! কিন্তু তাহলেও কথা তো বলতেই হয়।'...

'আমি বুঝতে পারছি।' বিনীতকণ্ঠে আমি বললাম। 'তুমি ইলিয়াকে এতই আপন করে নিয়েছিলে যে, একমাত্র তোমার উপস্থিতির ফলেই ও এই নির্জন গ্রামটাকে নিজের বাড়ি বলে ভাবতে পেরেছিল। সেজন্যে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

'তোমার সঙ্গে একটা ব্যাপারে আমি কিছু কথা বলতে চাই। শুনলাম তুমি নাকি খুব শীগগিরই আমেরিকা যাচ্ছ, তাই ভাবলাম তোমার যাবার আগেই কথাটা সেরে রাখা ভাল।'

'হ্যাঁ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে একবার আমেরিকা যেতে হবে। কিন্তু তার সঙ্গে তোমার এই কাজের সম্পর্ক কি?'

'আমার বক্তব্য হচ্ছে, তুমি যদি...তুমি যদি এই বাড়িটা বিক্রি করে দেবার কথা চিন্তা করে থাক, তাহলে...তাহলে তোমার আমেরিকা যাত্রার আগেই সে বিষয়ে কথাবার্তা শুরু করা যেতে পারে।'

স্তম্ভিত দৃষ্টিতে ক্লডিয়ার দিকে তাকিয়ে রইলাম। দারুণ বিস্মিত হয়েছিলাম আমি। ওর মতো মেয়ের কাছ থেকে যে এমন একটা প্রস্তাব আসতে পারে সেটা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

'বাড়িটা তুমি কিনতে চাও? কিন্তু তুমিই না একদিন আমাকে বলেছিলে, এই ধরনের ঘরবাড়ি তোমর আদৌ পছন্দ নয়!'

'তা বলেছিলাম ঠিকই, তবে আমার দাদা রুডলফের মতো এটাই নাকি তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তুমি নিশ্চয় এর জন্যে খুব বেশি মূল্য আশা করবে! তাও আমি জানি। সবদিক ভেবেচিন্তেই আমি কথা

'আমি যে বাড়িটা বিক্রি করতে চাই, এমন একটা ভুল ধারণাই বা তুমি করে বসলে কেন?

ইলিয়ার স্মৃতি-বিজড়িত এ জায়গা ছেড়ে আমি অন্য কোথাও যাব না।' একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল আমার বুক ঠেলে। 'আমরা দুজনেই জিপসি একরকে ভালবেসেছিলাম। তাই এখানেই ইলিয়ার স্মৃতিকে আমি বেশি করে আঁকড়ে ধরার সুযোগ পাব। এ জায়গাটা বিক্রির কথা ভুলেও কোনদিন আমার মনে উদয় হবে না। সে বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকতে পার।'

আমরা দুজনে দুজনের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলাম। যেন দুজনের মধ্যে একটা কঠিন দ্বন্দ্ব চলেছে ভেতরে ভেতরে। অবশেষে ক্লডিয়া চোখ নামাল।

মনে মনে বেশ খানিকটা শক্তি সঞ্চয় করে আমি বলে ফেললাম, 'যদি নিতান্ত অনধিকারচর্চা বলে না গণ্য কর, তবে একটা প্রশ্ন করি। অবশ্য ইচ্ছে করলে এ প্রশ্নের উত্তর তুমি নাও দিতে পার। আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, তোমার সঙ্গে যাঁর বিয়ে হয়েছিল— সেই আমেরিকান ভদ্রলোকের নাম কি স্ট্যানফোর্ড লয়েড?'

নির্বাক, ভাষাহারা দৃষ্টিতে ক্লডিয়া আমার মুখেব দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর হঠাৎই 'হ্যাঁ' বলে মাথা নেড়ে মুখ ফিরিয়ে দ্রুত পায়ে সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ইলিয়াকে কোথায় সমাহিত করা হবে সে ব্যাপারেও একটা বিশ্রী পরিস্থিতির উদ্ভব হল। আমি ভেবেছিলাম জিপসি একরেই ইলিয়ার সমাধির ব্যবস্থা করা হবে। সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে স্বাভাবিক মনে হয়েছিল কারণ এখানেই আমরা দুজনে মিলে সুখের নীড় রচনা করেছিলাম।

কিন্তু ইলিয়ার আত্মীয়স্বজন এ ব্যাপারে ভীষণ ভাবে আপত্তি প্রকাশ প্রকাশ করল। তারা ইলিয়ার মরদেহ আমেরিকায় নিয়ে যেতে চায়। ইলিয়ার পূর্বপুরুষদের যেখানে সমাহিত করা হয়েছে তার পাশেই নাকি ইলিয়ার সমাধি রচনা করা হবে। ভেবে দেখলাম তাদের বক্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে। সহজে সেটা অস্বীকার করা যায় না।

'তবে তোমাকেও যে একবার আমেরিকা যেতে হবে তা নিশ্চয় তুমি জান। ব্যবসা-সংক্রান্ত অনেক জরুররী কাজকর্ম দেখাশোনা করতে হবে তোমায়।' লিপিনকট জানালেন।

'কি ধরনের ব্যবসা? আর তার সঙ্গে আমার সম্পর্কই বা কি?'

'এক কথায় সমস্ত কাজের ফিরিস্তি দেওয়া সম্ভব নয়।' লিপিনকট বললেন। 'তুমি কি জান না যে ইলিয়ার উইল অনুসারে তুমিই তার যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তির প্রধান উত্তরাধিকারী?'

স্থানীয় গির্জায় খুব সাধারণভাবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করা হল। উপায় থাকলে আমি এ সব কিছুর থেকে অনেক দূরে সরে থাকতাম। গির্জার বাইরে যারা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, আর মাঝে মাঝে অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছিল—এদের প্রত্যেককেই আমি মনে মনে ঘৃণা করি। গ্রেটাই সারাক্ষণ সামলে রাখল আমাকে। ফুলের যোগাড় করা থেকে শুরু করে ব্যবস্থাপনার যাবতীয় ঝক্কিঝামেলা ও একাই সামলালো। ও যে সত্যিই কত করিৎকর্মা মেয়ে, এর আগে পর্যন্ত আমি সেটা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারিনি। ইলিয়া যে কেন গ্রেটার ওপর এত বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল তাও এখন স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। গ্রেটার মতো মেয়ে দুনিয়ায় আর দুটো খুঁজে পাওয়া যাবে না।

গির্জায় যারা সমবেত হয়েছিল তারা প্রায় সকলেই আদের প্রতিবেশী! এমনকি তাদের অনেককে আমি চিনি না পর্যন্ত। কিন্তু একজনকে দেখে মনে হল. মুখটা আমার খুব পরিচিত। তবে কোথায় যে দেখেছি ঠিক স্মরণে আনতে পারলাম না। বাড়ি ফেরার পর কার্সন এসে জানাল, এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে ড্রয়িংরুমে অপেক্ষা করে আছেন।

'না...না, আজ আর আমি কারুর সঙ্গে দেখা করতে পারব না। ভদ্রলোককে সেকথা তুমি জানিয়ে দাও। অচেনা কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়াটাই তোমার অনুচিত হয়েছে।'

'মাপ করবেন, স্যার, ভদ্রলোক বললেন তিনি একজন আত্মীয়।'

'আত্মীয়?'

গির্জায় দেখা সেই ভদ্রলোকের কথা হঠাৎ আমার মনে পড়ল। কার্সন আমার দিকে একটা কার্ড বাড়িয়ে দিল। কার্ডটা পড়ে আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। কার্ডের মালিক হচ্ছেন জনৈক উইলিয়াম আর পার্ডো। এ নামের কাউকে আমি চিনি বলে মনে পড়ল না। অবশেষে কার্ডটা গ্রেটাকে দেখালাম।

'দেখ তো, চিনতে পার কিনা?' আমি জানতে চাইলাম। 'ভদ্রলোকের মুখটা কিন্তু আমার খুব পরিচিত বলে মনে হয়েছিল। ইলিয়ার কোন পরিচিত বন্ধু হতে পারে।'

এক পলক কার্ডের ওপর চোখ বুলিয়ে গ্রেটা ঘাড় নাড়ল। 'হ্যাঁ...চিনি। ভদ্রলোক ইলিয়ার জ্ঞাতিভাই। ইলিয়া অবশ্য তাকে রুবেনকাকা বলে ডাকত।'

ভদ্রলোকের মুখটা কেন যে আমার এত চেনা চেনা ঠেকছিল এবার বুঝতে পারলাম। ইলিয়া তার বসার ঘরে নিজের আত্মীয়স্বজনের কয়েকটা গ্রুপ ফটো টাঙিয়ে রেখেছিল। মিঃ পার্ডোরও ছবি ছিল তার মধ্যে।

'ঠিক আছে', কার্সনকে বললাম, 'ভদ্রলোককে বল আমি যাচ্ছি।'

মিনিট কয়েক বাদে আগন্তুকের সঙ্গে দেখা করতে ড্রয়িংরুমে হাজির হলাম। আমাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ পার্ডো।

'আপনি কি নিজের ব্যবসা-সংক্রান্ত প্রয়োজনেই আমেরিকা থেকে ইংলণ্ডে এসেছেন?' জানতে চাইলাম আমি।

'হ্যাঁও বলতে পার আবার নাও বলতে পার। আসলে আমার নিজের কাজকর্ম কিছু ছিল ঠিকই, সেই সঙ্গে কোরাও আমাকে আসার জন্যে জরুরী তার পাঠিয়েছিল। ইংলণ্ডে ও একটা বাড়ি কিনবে বলে মনস্থ করেছে। সেই ব্যাপারেই আমার পরামর্শ চায়।'

মিঃ পার্ডোর কাছ থেকেই সেদিন কোরার ইংলণ্ডে উপস্থিতির কথা প্রথম জানতে পারলাম। বললাম, 'তিনিও যে তখন ইংলণ্ডে ছিলেন তা আমি এই প্রথম শুনলাম!'

'আসলে কোরা সেদিন এই অঞ্চলেই ছিল'

'এই অঞ্চলে? তিনি কি কোন হোটেলে উঠেছিলেন?'

'না, তার এক পরিচিত বন্ধুর বাড়িতে।'

'কিন্তু এখানে তাঁর কোন বন্ধু আছে বলে তো আগে কখনও শুনিনি।'

'হ্যাঁ...আছে। কি যেন নাম! মিসেস হার্ট...হার্ড..., হ্যাঁ...হ্যাঁ, মনে পড়েছে, মিসেস হার্ডক্যাসল।'

'ক্লডিয়া হার্ডক্যাসল?' বিস্ময়ে আমার বাকরুদ্ধ হবার উপক্রম হল।

'হ্যাঁ, কোরার সঙ্গে তার খুবই বন্ধুত্ব। মহিলা যখন আমেরিকায় ছিলেন তখনই দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তুমি কি এখবর জানতে না?'

'আমার জ্ঞানের পরিধি খুবই সীমিত।' আমি জানালাম।

কফির পেয়ালা শেষ করে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। 'ঠিক আছে, আমি আর তোমাদের বেশি সময় নষ্ট করব না। আপাতত মার্কেট কডওয়েলের ম্যাজেস্টিক হোটেলে আমি উঠেছি। যদি কোন প্রয়োজন হয় আমাকে একটা খবর দিতে দ্বিধা করো না।'

বিনীত কণ্ঠে বললাম, 'বর্তমানে তেমন কোন প্রয়োজন হবে বলে মনে হয় না।'

মিঃ পার্ডো বিদায় নেবার পর গ্রেটা বলল, 'ভদ্রলোকের মতলবটা আসলে কি? কি চায়? এখানে হঠাৎ হাজির হলই বা কোন্ উদ্দেশে।' ওর গলায় বিরক্তির সুর চাপা রইল না। 'এরা সব যে যার নিজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছে না কেন?'

'সত্যিই সেদিন জর্জ হোটেলে স্ট্যানফোর্ড লয়েডকে দেখেছিলাম কিনা, এখন আমার সেই সন্দেহ হচ্ছে! দূর থেকে কয়েক পলকের জন্যে দেখা, তাই পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছি না।'

'ক্লডিয়ার মতো দেখতে একটা মেয়েও নাকি তাঁর সঙ্গে ছিল। ভদ্রলোক হয়ত ক্লডিয়ার সঙ্গে গোপনে দেখা করতে এসেছিলেন। আর রুবেন এসেছিল কোরার সঙ্গে দেখা করতে। বাস্তবিকই কি অদ্ভুত যোগাযোগ!'

'ব্যাপারটা আমার মোটেই ভাল ঠেকছে না। সকলেই দেখছি সেদিন এ অঞ্চলের আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।'

গ্রেটাকে কিন্তু বিশেষ চিন্তিত মনে হল না। সহজভাবেই জবাব দিল, 'এমন ঘটনা হামেশাই ঘটতে দেখা যায়।'



জিপসি একরে আমার আর করণীয় কিছু ছিল না। তাই গ্রেটার ওপর বাড়িটার দায়িত্ব দিয়ে আমি নিউ ইয়র্কের পথে রওনা হলাম। সেখানকার ঝুটঝামেলাটা মিটিয়ে ফেলা দরকার। তাছাড়া ইলিয়ার মরদেহ নিয়ে ওরা যেসব ন্যক্কারজনক আড়ম্বর অনুষ্ঠান করবে সেখানেও উপস্থিত থাকতে হবে আমায়।

'তুমি কিন্তু শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলের পথে পা বাড়াচ্ছ!' যাবার আগে গ্রেটা আমাকে সাবধান করে দিল। 'নিজের সম্পর্কে সচেতন থেকো। সামান্য কোন সুযোগ পেলে ওবা সকলে মিলে তোমায় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।'

গ্রেটার অনুমান মিথ্যে নয়। সত্যিই আমি যেন এক জঙ্গলের রাজত্বে এসে পৌছলাম। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়েই অনুভব করলাম সে কথা। এ ধরনের জঙ্গল সম্পর্কে আমার আগে কোন ধারণা ছিল না। মনে হল, আমি যেন আমার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছি। আমার ভূমিকা এখানে শিকারীর নয়—আমি নিজেই যেন এক শিকার। ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে থাকা এক দঙ্গল মানুষ যেন আমার দিকে বন্দুকের নল তাক করে আছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি বুঝি নিজে থেকে নানান আজগুবী দৃশ্যের কল্পনা করছি। কিন্তু আমার এই কল্পনার সবটাই যে অমূলক ভিত্তিহীন নয়, তাও সময় সময় টের পেতাম। মিঃ লিপিনকট আমাকে যে আইনজীবীর কাছে পাঠিয়েছিলেন তাঁর চেহারা বেশ মার্জিত, ভদ্র সভ্য। কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে এমনভাবে কথাবার্তা বললেন, যাতে মনে হয় কোন পেশাদার ডাক্তার বুঝি নিজের চেম্বারে বসে রুগী দেখছেন। তাঁকে বললাম, আমাকে খুনি-সংক্রান্ত কিছু সম্পত্তির অংশ বিক্রি করে দেবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কারণ তার দলিলপত্রে কিছু কিছু অসঙ্গতি আছে।

নিউইয়র্কে পৌছবার চারদিনের মাথায় কিংসটন বিশপের খবর পেলাম। জঙ্গলাকীর্ণ নির্জন এক পাহাড়ী খাদের মধ্যে বুড়ি লীর মৃতদেহটা পুলিস অবশেষে উদ্ধার করেছে। বেশ কয়েকদিন ধরে বুড়ি ওখানে মরে পড়ে ছিল। বিশেষ করে ওই বাঁকটার মুখে এ ধরনের দুর্ঘটনা আগেও দু-একবার ঘটেছে। স্থানীয় গ্রামোন্নয়ন পরিষদের অধিবেশনে ওই বিপজ্জনক এলাকাটা লোহার রেলিং দিয়ে ঘিরে দেবার প্রস্তাব বহুবারই অনুমোদিত হয়েছিল, তবে বাস্তবে কাজ কিছু হয়নি। দুর্ঘটনাই এই মৃত্যুর কারণ হিসেবে গৃহীত হয়েছে এবং বেড়া দিয়ে ঘিবে দেবার পুরনো প্রস্তাবটা আবার নতুনভাবে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। মিসেস লীর কুটিরের এক গোপন স্থান থেকে এক পাউণ্ডের নোট পাওয়া গেছে তিনশোখানা।

মেজর ফিলপট চিঠিতে আরও জানিয়েছেন—তুমি শুনলে নিশ্চয় দুঃখিত হবে যে, গতকাল এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় ক্লডিয়া হার্ডক্যাসল মারা গেছে। এক্ষেত্রেও ঘোড়া থেকে পতনই এই শোচনীয় দুর্ঘটনার মুখ্য কারণ।

ক্লডিয়াও মারা গেছে! আমি যেন বিশ্বাসই করতে পারছি না। খবরটা বিশ্রীভাবে ধাক্কা দিয়ে গেল মনটাকে। এক পক্ষ কালের মধ্যে পরপর দুজন ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে একইভাবে মারা পড়ল। ব্যাপারটা কি একেবারেই কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়!

নিউইয়র্কে যে কটা দিন বাধ্য হয়ে কাটাতে হল, সেই কদিনেই আমি যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। সারাক্ষণ আমার মনে হত, এখানে আমি কোন ভিন গ্রহের আগন্তুক। কখন কি বলছি বা করছি সে সম্পর্কে প্রতিটি মুহূর্ত সতর্ক থাকতে হয় আমাকে। যে ইলিয়াকে আমি জানতাম, যে ইলিয়া একান্তভাবেই আমার নিজের ছিল সে ইলিয়া আর নেই। এখানে তার একমাত্র পরিচয় শুধু এক আমেরিকান মহিলা

হিসেবে, যার বিষয়-সম্পদের কোন সীমাপরিসীমা নেই। অসংখ্য বন্ধুবান্ধব আর দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনের দল তাকে অনুক্ষণ পরিবেষ্টন করে থাকে। উল্কার মতোই হঠাৎ কিভাবে আমার জীবনে তাব আবির্ভাব ঘটেছিল, আবার উল্কার মতোই সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

ইলিয়াকে এখানে সমাহিত করার ফলে একপক্ষে ভালই হয়েছে মনে হচ্ছে। সে আবার তার পরিচিত পৃথিবীতে আশ্রয় লাভ করেছে।

কতদিন যে আমি আমেরিকায় ছিলাম সে বিষয়েও এখন আমার পরিষ্কার কোন ধারণা নেই। কিন্তু সেই প্রতিটি মুহূর্তই দুঃস্বপ্নের ছায়া দিয়ে ঘেরা। আমার চারপাশে চব্বিশ ঘন্টাই যেন একপাল নরঘাতক হাসিমুখের মুখোস পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ইংলণ্ডে পাড়ি জমাবার আগের দিন মিঃ লিপিনকটের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হল। লিপিনকট আমার কাছে লিপিনকটই। ভদ্রলোককে কখনও আমি ইলিয়ার মতো অ্যানড্রুকাকা হিসেবে ভাবতে পারিনি। আমি তাঁকে বললাম, স্ট্যানফোর্ড লয়েডকে আমি আমার বিষয়সম্পত্তির লগ্নি-সংক্রান্ত দেখভালের দায়দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিতে চাই।

'বটে!' তাঁর রোমশ ভ্রূজোড়া ঈষৎ কুঞ্চিত হল, কিন্তু মুখের বেখায় কোন ভাবান্তর ধবা পড়ল না। তাঁর 'বটে' কথাটার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটুকুও আমার বোধগম্য হল না।

'আমার কেমন সন্দেহ হয়, ভদ্রলোক মোটেই সাদামাটা প্রকৃতির লোক নন।'

'হুঁ', লিপিনকটের চোখেমুখে সামান্য আগ্রহের চিহ্ন ফুটে উঠল। 'তোমার এই ব্যক্তিগত অনুভূতি বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। এবং এর যথার্থতা সম্পর্কেও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।'

তাহলে বোঝা গেল আমার অনুমান ভুল নয়। দীর্ঘদিন ধরেই স্ট্যানফোর্ড লয়েড ইলিয়ার লগ্নি-সংক্রান্ত ব্যাপারে নানাবিধ তঞ্চকতা করে আসছেন। লিপিনকটেব হাতেই বিষয়-সম্পত্তির দেখাশোনায় যাবতীয় দায়দায়িত্ব তুলে দিলাম। এ বিষয়ে কাগজেও কয়েকটা দস্তখত করতে হল আমায়।

'আমেরিকা আসার সময় কারুর হাতে নিশ্চয় বাড়িটার দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে এসেছ?'

আমি তাঁকে গ্রেটার কথা বললাম।

'ওহো...হ্যাঁ, ঠিক ঠিক!' ঘন ঘন ঘাড় দোলালেন লিপিনকট। 'গ্রেটাই তো আছে!'

গ্রেটার নামটা তিনি এমনভাবে উচ্চারণ করলেন, আমার কানে যেটা মোটেই সহজ ঠেকল না। কি যেন নিহিত আছে তার মধ্যে! অবশ্য তিনি কি ভাবলেন বা না-ভাবলেন, আমি তা গ্রাহ্য করি না। গ্রেটাকে তিনি যদি অপছন্দ করেন তো করুন। গ্রেটার প্রতি তাঁব বিরূপ মনোভাব তো বরাবরই।

'আচ্ছা আপনি কি জানেন', আমি প্রশ্ন করলাম, 'স্ট্যানফোর্ড লয়েড যে মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন তার নাম কি ক্লডিয়া হার্ডক্যাসল?'

'তুমি লয়েডের প্রথম স্ত্রীর কথা বলছ? ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমায় কখনও চাক্ষুষ আলাপ-পরিচয় হয়নি। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। এরপর লয়েড আবার বিয়ে করেন। দ্বিতীয় বিয়েও সুখের হয়নি। বিবাহ-বিচ্ছেদের মাধ্যমেই সমস্ত ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি ঘটে!'

এত সব খবরাখবর আমার জানা ছিল না। এখন যেন পুরো বিষয়টার একটা যুক্তিপূর্ণ অর্থ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে!

হোটেলে ফিরে একটা তার পেলাম। ক্যালিফোর্নিয়ার এক নার্সিংহোমের কর্তৃপক্ষ এই তার পাঠিয়েছেন। তাদের মর্মার্থ, রুডলফ স্যানটনিকস নামে আমার এক পরিচিত বন্ধু সেই নার্সিং হোমে থেকে মৃত্যুর দিন গুনছেন। তাঁর আয়ু আর বেশি অবশিষ্ট নেই। মৃত্যুর আগে তিনি আমাকে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

আগামীকালের সমুদ্রযাত্রা বাতিল করে আমি ক্যালিফোর্নিয়ায় উড়ে গেলাম। তখনও পর্যন্ত তিনি মারা যাননি বটে, তবে একেবারে জীবনের অন্তিম লগ্নে এসে পৌছেছেন। দেহে প্রাণের কোন লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন কি চিকিৎসকদের আশঙ্কা তাঁর জ্ঞান আর নাও ফিরতে পারে। অজ্ঞান অবস্থাতেই তিনি হয়ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন। আমি পাশে একটা চেয়ারে বসে মৃত্যুপথযাত্রী

স্যানটনিকসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আমাকে অতিক্রম করে তাঁর দৃষ্টি দূরে কোথাও হারিয়ে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎই তাঁর দৃষ্টির মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটল। এবার যেন ঠিকমতো চিনতে পারলেন আমাকে। অস্পষ্ট ঘড়ঘড়ে গলায় কি যেন বলতে চেষ্টা করলেন তিনি। আমি উঠে গিয়ে কানটা তাঁর মুখের কাছে নিয়ে গেলাম। কিন্তু তাঁর কথার একটা বর্ণও বোধগম্য হল না। অকস্মাৎ তিনি তাঁর দেহের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে আমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'তুমি অতিশয় নির্বোধ...হতভাগ্য। কেন...কেন তুমি অন্য পথে গেলে না!'...

এটাই তাঁর শেষ কথা। তারপর সেই যে চোখ বুঁজে বিছানায় ঢলে পড়লেন, আর জাগলেন না।

আমি তাঁর এই বক্তব্যের কোন মর্মোদ্ধার করতে পারলাম না। সত্যিই কি তিনি সজ্ঞানে ভেবেচিন্তে কিছু বলছিলেন! নাকি এটা শুধু তাঁর শেষ সময়ের প্রলাপোক্তি!



জিপসি একরে যখন এসে পৌছলাম সূর্য তখন অস্ত গেছে। গ্রেটাকে অবশ্য আমার আগমন বার্তা জানিয়ে আগেই তার পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। গ্রেটা এখন স্বপ্নের প্রাসাদে আমার জন্যে সেজেগুজে অপেক্ষা করে আছে। এতদিনে অবশেষে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। কত নিপুণতার সঙ্গেই না অভিনয় করতে হয়েছে আমাদের। গ্রেটার প্রতি আমার এই লোক-দেখানো বিরূপ মনোভাবের কথা ভেবে নিজেরই হাসি পেল আমার। একেবারে গোড়া থেকেই আমাকে এই ভূমিকায় অভিনয় করে যেতে হয়েছে। সবার কাছে জানান দিতে হয়েছে গ্রেটাকে আমি মনে মনে দারুণ অপছন্দ করি। এমনকি আমার আর ইলিয়ার মাঝখানে গ্রেটার উপস্থিতিও আমি কোনমতে বরদাস্ত করতে পারি না। ইলিয়াকে দেখাবার জন্যে গ্রেটার সঙ্গে সেদিন যে কপট ঝগড়া বাধিয়েছিলাম, তাও আমার এখন মনে পড়ল।

প্রথম দর্শনেই গ্রেটা আমার প্রকৃত স্বরূপ নির্ভুল ভাবে চিনতে পেরেছিল। আমাদের দুজনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কোন অবকাশ ছিল না। গ্রেটার মানসিক গঠনও ঠিক আমার মতোই। আমার মতো ওরও অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল। ও-ও চেয়েছিল পৃথিবীটাকে ভোগ করতে। আমরা দুজনেই তাই চেয়েছিলাম। জীবনের কোন আনন্দ থেকেই আমরা নিজেদের বঞ্চিত করতে চাইনি। হামবুর্গে যখন আমাদের প্রথম দেখা হয়েছিল তখন আমি আমার মনের কথা অকপটে ওকে খুলে বলেছিলাম। আমার কামনা-বাসনার কথা কোন কিছুই গোপন করিনি। গ্রেটাও ওর মনোবাসনার কথা আমাকে জানিয়েছিল। আর বলেছিল, এই বাসনাকে সফল করে তুলতে হলে অপর্যাপ্ত অর্থের প্রয়োজন।

'তা তো বটেই!' আমি বললাম, 'কিন্তু পাচ্ছিটা কোথায়?'

গ্রেটা মুচকি হেসেছিল। 'কাজ করে এই অর্থ উপার্জন করা তোমার কর্ম নয়। সে জাতের মানুষও নও তুমি।'

'কাজ!' আমি জবাব দিলাম। 'বছরের পর বছর আমাকে কাজ করে যেতে হচ্ছে। কিন্তু আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। অপেক্ষা করে থাকতে থাকতেই শেষে একদিন যৌবন চলে যাবে। আমি তখন মাঝ-বয়সে পৌছে যাব!' বললাম, 'স্লীম্যানের ইতিবৃত্ত-নিশ্চয় তোমার জানা আছে। অবলুপ্ত ট্রয় নগরীর লুকানো গুপ্তধনের সন্ধানে তিনি সারা যৌবন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ালেন। অবশেষে যখন বাঞ্ছিত বস্তুর সন্ধান পেলেন তখন তাঁর বয়স চল্লিশের কোঠা পার হয়ে গেছে। এক পা কবরে রেখে আমি আমার অভীষ্ট বস্তু পেতে চাই না। পূর্ণ যৌবনেই আমি আমার জাগতিক কামনা বাসনা চরিতার্থ করতে চাই। তুমিও কি মনে মনে তাই চাও না?'

'আমাদের দুজনেরই আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা একই ধরনের।'

'আমি তো আগেই বললাম, আমাদের স্বপ্নকে সফল করে তোলা মোটেই কঠিন কাজ নয়।' গ্রেটা বলল। 'ব্যাপারটা খুবই সোজা। তোমাকে কোন একজন ধনী মহিলাকে বিয়ে করতে হবে। যার বিষয়সম্পত্তি অঢেল, অপর্যাপ্ত। যদি চাও তো তেমন একজন বিত্তবান মেয়েও আমি তোমাকে যোগাড় করে দিতে পারি।'

'কি আবোল তাবোল বকছো?' আমি ওকে বাধা দিলাম।

'মোটেই আবোলতাবোল নয়। সহজ...খুবই সহজ।'

'না। তাতে আমার কি লাভ হবে! আমি কোন ধনবতী মহিলার বংশবদ স্বামী সেজে দিন কাটাতে চাই না। এই পরাধীন জীবন আমার অসহ্য। সোনার দাঁড়ে কাকাতুয়া সেজে বসে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'বরাবরের মতো কাকাতুয়া সেজে থাকতে কে তোমায় বলছে। তবে কিছু দিনের জন্যে তো থাকতে হবে বটেই! স্ত্রীও তো একদিন মারা যেতে পারে, তাই না? সকলেই তো আর দীর্ঘায়ু হয়ে পৃথিবীতে জন্মায় না!'

আমি স্তম্ভিত দৃষ্টিতে গ্রেটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'কথাটা শুনে তুমি কি খুব বিচলিত হয়ে উঠলে?' প্রশ্ন করল গ্রেটা।

'না, বিচলিত ঠিক নয়! তবে...'

'আমি জানতাম তুমি বিচলিত হবে না। কিন্তু কেন যে মনে হল...!' গ্রেটা অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে আমার মুখের দিকে তাকাল, তবে আমি কোন উত্তর দিলাম না। তখনও পর্যন্ত আমার মানসিক প্রতিরোধ শক্তি সামান্য কিছু অবশিষ্ট ছিল। কারুর কারুর এমন কোন গোপনীয় বিষয় থাকতে পারে যা সে আর কাউকেই জানতে দিতে চায় না। অবশ্য গোপনীয় বলতে তেমন কিছু নয়। কেউ হয়ত বিশেষ কোন ঘটনার আলোচনায় খুব অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। একটা দিনের প্রসঙ্গ তো আমি একেবারেই আমার মন থেকে মুছে ফেলতে চাই।

মিলিটারি ট্রেনিং নেবার সময় আমাদের যখন নির্জন মাঠের মধ্যে ক্যাম্পে থাকতে হত তখন এড নামে সমবয়সী একটা ছেলের সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। একদিন বিকেলে আমি আর এড এক জুয়ার আড্ডায় গিয়েছিলাম। আমার বরাতটা সেদিন মোটেই ভাল ছিল না। হারতে হারতে পকেট বিলকুল সাফ হয়ে গেল। এড কিন্তু প্রায় প্রতিদানই জিতে চলল একনাগাড়ে। ওর প্যান্টের পকেটও ফুলে ফেঁপে উঠল কারেন্সি নোটে। ফেরার পথে অন্ধকার এক রাস্তার মোড়ে জনাকয়েক গুণ্ডা আমাদের আক্রমণ করল। ছোরা চালাতেও এরা খুব ওস্তাদ। শানিত ছুরির ফলাতে আমি সামান্য আহত হলেও এডের আঘাতটা ছিল বেশ মোক্ষম। এক আঘাতেই হুমড়ি খেয়ে মাটির ওপর পড়ে গেল। সেই মুহূর্তে বেশ খানিকটা দূর থেকে একসঙ্গে অনেক লোকের হৈচৈ শুনতে পেলাম। বোধহয় আমাদের চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে সাহায্য করতে ছুটে আসছে তারা। এসব অঞ্চলে এ ধরনের গুণ্ডামি হামেশাই ঘটে থাকে। তাই আশপাশের লোকেরাও সজাগ থাকে সারাক্ষণ। গতিক সুবিধের নয় দেখে গুণ্ডাগুলো সঙ্গে সঙ্গে চম্পট দিল সেখান থেকে। তখনই আমার মনে হল, কাজটা যদি আমি চটপট সমাধা করতে পারি...! আমার ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে তাল রেখে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোও অতি দ্রুত সক্রিয় হয়ে ওঠে। নিমেষের মধ্যে ডান হাতে একটা রুমাল জড়িয়ে নিলাম। তারপর মাটিতে পড়ে থাকা এডের আহত স্থান থেকে ছুরিটা টেনে বার করে নিয়ে উপযুক্ত জায়গা বুঝে সেই ছুরি দিয়েই বার দু-তিন সজোরে আঘাত করলাম। গলা দিয়ে একটা ঘড়ঘড় শব্দ বার করে এড বরাবরের মত স্থির হয়ে গেল। এমন একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায় স্বভাবত আমি নিজেও ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেকেণ্ড দুয়েকের মধ্যেই এ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠলাম। এডের প্যান্টের পকেটে ফুলে থাকা নোটগুলো আমার ফাঁকা পকেটে চালান করে দিতেও বিন্দুমাত্র সময় লাগল না। তারপর অকুস্থলে তৃতীয় আর কারুর আবির্ভাবের আগেই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দৃশ্যপট থেকে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেলাম।

দৈনন্দিন জীবনে এমন খুনখারাপির খুব একটা প্রয়োজন দেখা দেয় না, যদি না তার পেছনে

জোরালো কোন কারণ যুক্ত থাকে। গ্রেটা যে কি ভাবে আমার মনের গতির হদিস পেল বলতে পারি না। তবে ওর ধারণায় কোন ভুল ছিল না। ইতিমধ্যেই আমি যে দুজনকে খুন করেছি সে খবর ও নিশ্চয় জানে না, কিন্তু তেমন প্রয়োজন দেখা দিলে আমি যে খুনের ব্যাপারে বিব্রত বোধ করব না, সেটা ও বুঝতে পেরেছে।

বললাম, 'এসব কি উদ্ভট গল্প আমাকে শোনাচ্ছো?'

জবাবে গ্রেটা বলল, 'এ বিষয়ে আমি তোমাকে অনেক ভাবে সাহায্য করতে পারি। একজন ক্রোড়পতি আমেরিকান যুবতীর সঙ্গে তোমার আলাপ পরিচয়ের সুযোগ করে দেব। মোটের ওপর তাকেই আমি দেখাশোনা করি। তার সঙ্গেই আমি থাকি। তার ওপর আমার বেশ কিছুটা প্রভাবও আছে।'

'এটাই তাহলে তোমার পরিকল্পনা?'

অনেকক্ষণ ধরে বিষয়টা নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে আলাপআলোচনা করলাম। কোন্ পথ ধরে এগোতে হবে তারও একটা মোটামুটি সিদ্ধান্তে আসা গেল। তারপর আবার আমেরিকা ফিরে গেল গ্রেটা। তবে চিঠিপত্রের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত আমার সঙ্গে। আমি তখন আমার স্বভাব অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে নিজের রুটির সংস্থান করে চলেছি। তখনই একটা চিঠিতে ওকে জিপসি একরের কথা লিখেছিলাম। জায়গাটা আমার খুব মনে ধরেছিল। চিঠিতেও জানিয়েছিলাম সে কথা। বর্ণনা শুনে ওরও খুব পছন্দ হয়ে গেল। রোমান্টিক ঘটনাবলীর পক্ষে এমন পরিবেশই আদর্শ। আমরা এমনভাবে পরিকল্পনা করলাম যাতে ওখানেই ইলিয়ার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। ইতিমধ্যে গ্রেটাও ইলিয়াকে পরামর্শ দিয়েছিল, একুশ বছর বয়স হলে সে যেন আমেরিকার পাঠ চুকিয়ে স্থায়ীভাবে ইংলণ্ডে গিয়ে বসবাস করে। একমাত্র এই উপায়েই ওর পক্ষে আত্মীয়স্বজনের কঠিন অনুশাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

হ্যাঁ, এই ভাবেই আমরা দুজন ফন্দি আঁটলাম। পরিকল্পনা রচনায় গ্রেটার জুড়ি নেই। এ বিষয়ে ওকে একজন উঁচু দরের শিল্পী বলা চলে।

তবে ইলিয়ার সঙ্গে প্রেম করা খুবই সহজ ব্যাপার। এমন মিষ্টি মেয়ে আর হয় না। সত্যিই ভারি মিষ্টি মেয়ে ইলিয়া।

তবে গ্রেটার মতো কখনও নয়। গ্রেটাই হচ্ছে আমার স্বপ্নলোকের সেই নারী, পার্থিব কামনা-বাসনার শরীরী প্রতিমূর্তি। আমি যেন সম্পূর্ণ ভাবে তারই। তাকে ছাড়া সমস্ত পৃথিবীটাই আমার কাছে পুরোপুরি নিষ্ফল হয়ে যাবে। ইলিয়া ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরনের।

সবকিছু এত খোলাখুলি লিখে ফেললাম কারণ আমেরিকা থেকে ফিরে সেদিন সন্ধ্যায় এই সমস্ত কথাই আমার সমগ্র চিন্তা-ভাবনার জগৎ জুড়ে বিরাজ করছিল। এখন আমি পৃথিবীর অধিপতিদের একজন। আমার জীবনের স্বপ্ন সফল হয়েছে। এর জন্যে মারাত্মক ধরনের বিপদের ঝুঁকিও নিতে হয়েছে আমায়, এমন কি একটা খুনও করতে হয়েছে—এবং এত কাণ্ডের পর তবেই আমি আজ সাফল্যের চূড়ায় নিজেকে অধিষ্ঠিত করতে পেরেছি। এতেও যদি সুখী না হতে পারি তবে আর কিসে হবে!

হ্যাঁ...ঠিকই, বিরাট একটা ছল-চাতুরির আশ্রয় আমাকে নিতে হয়েছিল। যদিও সে খবর বাইরের কেউ জানে না. কেউই তা প্রমাণ করতে পারবে না। সমস্ত রকম বিপদের মেঘ কেটে গেছে, আর কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই। এখন আমি আবার জিপসি একরেই ফিরে যাচ্ছি। নোটিশ বোর্ডে জিপসি একর নিলাম হবার সংবাদ দেখে সেদিন যেভাবে এসেছিলাম, ঠিক সেইভাবে। পাহাড়ী পথের বিপজ্জনক সেই বাঁকটা পেরিয়েই...

ঠিক..ঠিক তখনই আমি ওকে দেখতে পেলাম। মানে...মানে আমি ইলিয়ার কথা বলছি। দুর্ঘটনাগুলো সাধারণত যেখানে বেশি ঘটে, বিপজ্জনক সেই পাহাড়ী বাঁকটা পেরিয়েই দেখলাম ইলিয়া দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম যেদিন ওকে দেখেছিলাম ঠিক সেইভাবে পত্রবহুল ফার গাছের অন্ধকার ছায়ার নিচে।

পথের মাঝখানেই আমি একেবারে স্তম্ভিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার পা দুটো আটকে গেল মাটির সঙ্গে। সারা শরীর কাঁপতে শুরু করল থরথর করে, অস্পষ্ট, চাপা গলায় ডাকলাম, 'ইলিয়া।'

ইলিয়া নড়ল না। সাড়া দিল না আমার ডাকে। শুধু আগের মতো তাকিয়ে রইল একভাবে। এই ব্যাপারটাই দারুণ ভাবে সন্ত্রস্ত করে তুলল আমাকে। আমি ছুটতে শুরু করলাম। ভীরু কাপুরুষের মতো যত দ্রুত সম্ভব পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলাম সেখান থেকে। একেবারে আমার বাড়ির গেটের সামনে এসে হাঁফ ছাড়লাম। গেটের সামনে একটা আলো জ্বলছে। আলো দেখে চমক ভাঙল আমার। এই তো আমার বাড়ি। আমার স্বপ্নের সম্পদ। আজ আমি জয়ী। বিজয়ীর বেশেই আমি আমার গৃহে ফিরছি। শিকারী যেমন দিনের শেষে পাহাড়ী পথ ধরে তার ঘরে ফেরে। আমার জন্যেও বিজয়মাল্য হাতে নিয়ে অপেক্ষা করে আছে অদ্ভুত আশ্চর্য এক নারী। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার জন্যে যা আমি চেয়েছিলাম, সমস্ত প্রার্থিত বস্তুই আজ আমার হাতের মুঠোয় ধরা দিয়েছে। সুন্দর এই পৃথিবীতে পরম রমণীয় এক নারী। এমন অসম্ভব প্রাপ্তিযোগ শুধু স্বপ্নালোকেই ঘটে থাকে।

এখন আমি সেই নারীকে বিয়ে করে এই স্বপ্নপুরীর অধিপতি হয়ে বাস করব। আমাদের এই যৌথ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। আজ আমরা জয়ী।

সদর দরজায় চাবি দেওয়া ছিল না। জুতোয় বেশ আওয়াজ তুলে ভেতরে ঢুকলাম। লাইব্রেরী হল পেরিয়ে এলাম। পাশের ঘরে জানলার ধারে সেজেগুজে গ্রেটা দাঁড়িয়েছিল। আমার জন্যেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল ও। গ্রেটার রূপের মধ্যে গনগনে আগুনের সম্মোহনী ছটা। পতঙ্গের মতো অসহায় ভাবে নিজেকে সঁপে দিতে হবে সেই উদ্দাম অগ্নিশিখায়।

আমি সোজা এগিয়ে গিয়ে দু হাতে গ্রেটাকে জড়িয়ে ধরলাম। উত্তাল দরিয়া পেরিয়ে নাবিক তার ঘরে ফিরে এসেছে। আমার জীবনে এটা একটা চরম সুখের মুহূর্ত।

* * *

বেশ খানিকক্ষণ বাদে অবশেষে দুজনে শান্ত হলাম। এতক্ষণে যেন পৃথিবীর মাটির ওপর পা রাখলাম আমরা। আমি একটা চেয়ার টেনে বসলাম। গ্রেটা একতাড়া চিঠিপত্র আমার দিকে এগিয়ে দিল। তার মধ্যে থেকে লিপিনকটের খামটাই আমি আগে বেছে নিলাম। এই চিঠিটার সম্পর্কে আমার খুবই আগ্রহ ছিল। কি এমন গোপন কথা যা তিনি আমাকে মুখে না জানিয়ে চিঠি লিখে জানালেন!

'তাহলে', খুশিতে গদগদ হয়ে গ্রেটা বলল, 'আমাদের পরিকল্পনা সত্যিই অবশেষে সফল হয়েছে! কাকপক্ষীতেও এই ষড়যন্ত্রের আভাস প্রর্যন্ত পায়নি।'

'এটাকে আমাদের বিজয় দিবস হিসেবে চিহ্নিত করে রাখা যায়।'

আমরা দুজনেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হেসে উঠলাম। টেবিলের ওপর শ্যাম্পেনের বোতল আর দুটো সুদৃশ্য গেলাস মজুত রাখা ছিল। আমিই বোতলের ছিপি খুলে দুটো গেলাসে শ্যাম্পেন ঢাললাম।

'সত্যিই এ জায়গাটা ভারি চমৎকার!' পানীয়ে চুমুক দিতে দিতে একবার নিজের চারধারে ফিরে তাকালাম। 'আগের চেয়েও এখন যেন অনেক বেশি ভাল লাগছে।....হ্যাঁ, একটা দুঃসংবাদ আছে। এতক্ষণ বলার সুযোগ পাইনি। আমার সেই স্থপতি বন্ধু মিঃ স্যানটনিকস—তিনি মারা গেছেন।'

'খুবই আক্ষেপের বিষয়!' গ্রেটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'তাহলে বোঝা যাচ্ছে ভদ্রলোক সত্যিই খুব অসুস্থ ছিলেন।'

'তা তো ছিলেনই। আমি শুধু মনে মনে সেটা অস্বীকার করতে চাইতাম। তাঁর মৃত্যুর সময়ও আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।'

'তা তো ছিলেনই। আমি শুধু মনে মনে সেটা অস্বীকার করতে চাইতাম। তাঁর মৃত্যুর আগে তিনি কি তোমায় কিছু বলেছেন?'

'ঠিক আমাকে উদ্দেশ করে কিছু বলেছেন বলে মনে হল না। শেষ সময় তাঁর কথাবার্তা ঠিক প্রলাপোক্তির মতো শোনাচ্ছিল। বললেন, আমি নাকি প্রকাণ্ড মূর্খ। আমার অন্য পথে যাওয়া উচিত ছিল।'

'তাঁর বক্তব্যের আসল অর্থটা কি? সেটা কোন্ পথ?'

'আমিও কোন অর্থ খুঁজে পেলাম না। জ্বরের ঘোরে তখন নিশ্চয় ভুল বকছিলেন। কি বলছেন

তা তিনি নিজেই জানেন না!'

'তবে মারা গেলেও এই বাড়িটা তাঁর স্মৃতিকে অনেক দিন ধরে রাখবে।' মন্তব্য করল গ্রেটা। 'আমরা এই বাড়িতেই বাস করব। কি, তোমার কি মত?'

আমি বিহ্বল দৃষ্টিতে গ্রেটার দিকে তাকালাম। 'তা তো বটেই! তুমি কি ভাবছ আমি অন্য কোথাও গিয়ে বাস করতে চাইব?'

'অবশ্য সারা বছর ধরে আমরা জনবিরল এই গণ্ডগ্রামে পড়ে থাকতে পারব না।' গ্রেটা মৃদুমন্দ মাথা নাড়ল। 'সেটা তাহলে বন্দী জীবনের সামিল হয়ে দাঁড়াবে।'

'কিন্তু...কিন্তু এই বাড়িতেই আমি বাস করতে চাই! সারা জীবন তাই আমি চেয়েছি!'

'আমি তোমার কথা অস্বীকার করছি না। তবে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ, মাইক, এখন যখন আমাদের আর অর্থের কোন অভাব নেই তখন আমরা দুনিয়ার সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে পারি।'

আমি এখন সেটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। ওর চাওয়ার এই সবে শুরু। তালিকাটা ক্রমে আরও দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে। কোনদিনই শেষ হবে না সে চাওয়ার। একটা নিষ্ঠুর ক্রোধ আমার বুকের মধ্যে ফেটে পড়তে চাইল। শরীরটা কাঁপতে শুরু করল সেই সঙ্গে।

'তোমার কি হল, মাইক? তুমি এত কাঁপছ কেন? তোমার কি ঠাণ্ডা লেগে জ্বরটর হয়েছে?'

'না, তা নয়।' ধীরে ধীরে আমি জবাব দিলাম। 'ফেরার পথে ইলিয়াকে আমি দেখতে পেলাম।'

'তার মানে? কি বলতে চাও তুমি?'

'আমি যখন আজ বিকেলে নির্জন পাহাড়ী পথ ধরে ওপরে উঠে আসছিলাম তখন সেই বাঁকের মুখে ফার গাছের নিচে ইলিয়া দাঁড়িয়েছিল। সোজাসুজি আমার দিকেই তাকিয়েছিল ইলিয়া।'

গ্রেটার দু চোখে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। 'এ ধরনের হাস্যকর কথা বলছ কেন! সমস্তটাই তোমার মনের অলীক কল্পনা।'

'জিপসি একরে এলেই হয়ত সবাই পথেঘাটে এই ধরনের অদ্ভুত অদ্ভুত সব দৃশ্য দেখে বেড়ায়। তবে আমি যাকে দেখেছি সে-ই যে ইলিয়া তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওকে আজ খুব হাসিখুশি দেখাচ্ছিল। ঠিক যেন আগের সেই ইলিয়া। অনন্তকাল ধরে ও যেন ফার গাছের নিচে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে!'

'মাইক!' গ্রেটা আমার দু কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মিনতিভরা কণ্ঠে বলল, 'এসব কথা ভুলে যাও মাইক। তুমি কি এখানে আসার পথে কোন পানশালায় ঢুকেছিলে?'

'না, আমি কোন পানশালায় যাইনি। কারণ আমি জানতাম তুমি আমার জন্যে শ্যাম্পেনের নতুন বোতল নিয়ে অপেক্ষা করে থাকবে।'

'তাহলে এস, এখন আমরা ইলিয়ার কথা ভুলে গিয়ে শ্যাম্পেনের বোতলটার সদগতি করি।'

'কিন্তু ফার গাছের নিচে যাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম, সত্যিই সে ইলিয়া। আমি হলফ করে একথা বলতে পারি।' আমার গলায় জেদের সুর ধ্বনিত হল।

'কি সব আবোলতাবোল বকে চলেছে একনাগাড়ে?'

গ্রেটার কণ্ঠস্বরে স্পষ্টতই অধৈর্যের আভাস। আমিও চমকে উঠলাম ওর কথা শুনে। আমার গলার স্বরও অনেক নিচু পর্দায় নেমে এল।

চিঠির তাড়ার মধ্যে থেকে লিপিনকটের খামটা বেছে নিলাম। খামের মধ্যে কোন চিঠি ছিল না, শুধু পুরনো পত্রিকার পাতা থেকে কেটে নেওয়া একটা ছবি ভরা ছিল। ছবিটাও খুব স্পষ্ট নয়। একটা বিরাট বাড়ির পটভূমিকায় হামবুর্গের এক কর্মব্যস্ত রাজপথের দৃশ্য। জনতার মধ্যে থেকে জনাকয়েক নরনারী আবার এগিয়ে আসছে ক্যামেরাম্যানের দিকে। হামবুর্গের ওই রাজপথটা আমার পরিচিত। এবং যে কয়েকজন নরনারী সম্পূর্ণ নিজেদের অজান্তে সোজাসুজি ক্যামেরাম্যানের দিকে এগিয়ে আসছে তাদের প্রথম দুজনকে আমি চিনি। একে অন্যের হাত ধরে উচ্ছল হাসিখুশি ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছে। তাদের একজন গ্রেটা, আর দ্বিতীয়জন স্বয়ং আমি। তাহলে বোঝা যাচ্ছে লিপিনকট সব জানতেন। গ্রেটা যে আমার পরিচিত সেটা তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। কেউ হয়ত গ্রেটাকে চিনতে পেরে কাগজের এই কাটিংটা

লিপিনকটের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে থাকবে। তার হয়ত আসলে কোন দুরভিসন্ধি ছিল না। কিন্তু এর ফলে বৃদ্ধ অনেক আগে থেকেই আমাদের দুজনের পরিচয়ের কথাটা জানতে পেরেছিলেন। আমার সঙ্গে গ্রেটা অ্যাগুারসনের পূর্বে কখনও দেখাসাক্ষাৎ ঘটেছে কিনা, অনেকবারই তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন আমাকে। আমি বরাবরই অস্বীকার করেছিলাম। যদিও আমি যে সম্পূর্ণ মিথ্যে বলছি তা তিনি ভালরকমই জানতেন। তখন থেকেই তিনি হয়ত আমার প্রতি সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন।

হঠাৎই মনে মনে দারুণ ভয় পেয়ে গেলাম। আমিই যে ইলিয়াকে খুন কবেছি এমন সন্দেহ না করলেও নিশ্চয় এ ধরনের কিছু একটা আঁচ করে থাকবেন। তিনি মোটেই নির্বোধ নন। যথেষ্ট বুদ্ধি ধরেন মগজে।

আমি ধীরেসুস্থে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম গ্রেটার দিকে। দু হাত বাড়িয়ে ওকে টেনে নিলাম বুকের মধ্যে, আদরে সোহাগে ভরিয়ে দিলাম ওকে। কোথাও একটুও ফাঁক রাখলাম না। দীর্ঘ সময় ধরে চলল আমাদেব এই শারীরিক ভালবাসাবাসি। ধাপে ধাপে আমরা যেন যৌন আনন্দের একেবারে শেষ সীমায় গিয়ে পৌছলাম। কিন্তু ভালবাসা, ঘৃণা, কামনা-বাসনা—বস্তুগতভাবে এগুলো কি একই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়! তিনের মধ্যে এক, আবার একের মধ্যে তিন। ইলিয়াকে আমি কখনও ঘৃণা করতে পারতাম না, তবে গ্রেটাকে পারি। গ্রেটাকে ঘৃণা করতে পারার মধ্যে যেন একটা বিজাতীয় আনন্দ আছে, উত্তেজনা আছে। আমি সর্বান্তঃকরণে গ্রেটাকে ঘৃণা করতে শুরু করলাম। এর ফলে প্রচণ্ড একটা উল্লাসও জেগে উঠল বুকের মধ্যে।

'ঘৃণ্য শূকরী!' দাঁতে দাঁতে চেপে আমি উচ্চারণ করলাম, 'নোংরা, বেজম্মা, স্বার্থপর! তোমার পক্ষেও এ জায়গাটা আর নিরাপদ নয়, গ্রেটা। কথাটা নিশ্চয় তোমার মগজে ঢুকেছে! আমি খুন করতে ভালবাসি—মানুষ মেরে আমি মনে দারুণ আনন্দ পাই। ইলিয়ার যেদিন ঘোড়া থেকে পড়ে মারা যাবার কথা, সেদিনও আমি ভেতরে ভেতরে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। সেদিন সকাল থেকেই অদ্ভুত একটা আনন্দের মধ্যে সময় কেটেছিল আমার। কিন্তু আজকের মতো এত বেশি উত্তেজনা আমি সেদিন অনুভব করিনি। প্রাতরাশের পরে একটা ভুল ক্যাপসুল খাবার ফলে কেউ মারা গেলে, বা কোন বুড়িকে আচমকা ধাক্কা মেরে পাহাড়ের খাদের মধ্যে ফেলে দেওয়া, আর সোজাসুজি জানিয়ে শুনিয়ে কাউকে খুন করা—দুটোর মধ্যে অনেক তফাৎ। আমি এখন আমার এই হাত দুটোকে সরাসরি কাজে লাগাতে চাই!'

গ্রেটার চোখেমুখে শঙ্কার ছাপ ফুটে উঠল। এই গ্রেটার সঙ্গেই হামবুর্গে আমার প্রথম পরিচয়। ওর কাছে থাকবার জন্যেই আমি শারীরিক অসুস্থতার ভান করে ড্রাইভারের চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছিলাম। হ্যাঁ...ঠিকই। আমি তখন একান্তভাবেই গ্রেটার হয়ে উঠেছিলাম। দেহে এবং মনে, উভয়তেই। কিন্তু এখন আর আমি গ্রেটার সম্পত্তি নই। এখন আমি আবার সম্পূর্ণভাবে আমার নিজের। এবং আমার সেই নিজের রাজত্বে এখন থেকে আমি নিজেই রাজত্ব করব। আমিই আমার স্বপ্নপুরীর একমাত্র রাজা!

গ্রেটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল, দারুণভাবে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ওর ভয়ার্তমুখের চেহারাটা বেশ সুন্দর লাগল আমার কাছে। আমি যখন আমার পেশল দু হাতে ওর গলাটা সজোরে পেঁচিয়ে ধরেছিলাম, তখন ওর আতঙ্কিত মুখের সেই ছবিটা ভীষণ আনন্দ দিয়েছিল আমায়। এমন কি চেয়ারে বসে এই ঘটনার কথা লিখতে লিখতে যখন ওর সেই মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে, তখন যেন পুলকের বান ডেকে যাচ্ছে বুকের মধ্যে। নিজের এই ধূর্ততা. শঠতার কথা লিখতে বেশ ভালই লাগছে আমার। কত লোককেই না বোকা বানিয়েছে এই শর্মা! গ্রেটাকে খুন করে মনে মনে আমি যে আনন্দ পেয়েছিলাম, তার কোন তুলনা হয় না!...



গ্রেটার মৃত্যুর পর আমি যে একটা সোফায় চুপচাপ বসেছিলাম, সেকথা তো আগেই আপনাদের বলেছি। চুপচাপ বসে আমি আমার শ্যাম্পেনের গেলাসটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। গেলাসটা পুরোপুরি খালি। সবকিছুই এখন কেমন ফাঁকা ফাঁকা, শূন্য!

খুব সম্ভবত এর পরই আমি একসঙ্গে অনেকের উপস্থিতি অনুভব করলাম। সকলেই বেশ চুপচাপ, নিস্তব্ধ। অথবা এমনও হতে পারে, আমার কানে বাইরের কোন শব্দ গিয়ে পৌঁছচ্ছিল না।

ডাক্তার শকেও এবার আমি দেখতে পেলাম। তিনি এত স্থির আর শান্ত হয়ে ছিলেন যে তাঁর কোন অস্তিত্বই ইতিপূর্বে আমি টের পাইনি।

'গ্রেটা মারা গেছে।' ডাক্তার শকে আমি বললাম। 'আমিই ওকে মেরেছি। আপনি যদি অনুগ্রহ করে মৃতদেহটা এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন, তাহলে খুব ভাল হয়।'

ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে কেউ ছবি তুলল। নিশ্চয়ই পুলিসের কোন ফটোগ্রাফার। গ্রেটার মৃতদেহের ছবি নিচ্ছে। ডাক্তার শ আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'না, এখনও তার সময় হয়নি।'

তাঁর দিকে খানিকটা ঝুঁকে আমি বললাম, 'আজ সন্ধ্যায় ইলিয়ার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।'

'তাই নাকি? কোথায়?'

'খানিকটা দূরে এক পথের বাঁকে। ফার গাছটার নিচে। ওখানেই ইলিয়ার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল।...কিন্তু...কিন্তু...ইলিয়া আজ আমায় দেখতে পেল না। কেন দেখতে পেল না জানেন? কারণ...কারণ আমি নিজেই তখন সেখানে ছিলাম না!' সামান্য বিরতির পর দম নিয়ে আবার বললাম, 'এই ঘটনাটাই আমাকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে। সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।'...

'ক্যাপসুলের মধ্যে সায়নাইডই দেওয়া ছিল, তাই না?' প্রশ্ন করলেন ডাক্তার। 'যে ক্যাপসুলটা সেদিন সকালে তুমি ইলিয়াকে দিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, অ্যালার্জির প্রতিষেধক হিসেবে ইলিয়া এই ক্যাপসুল ব্যবহার করত। ঘোড়া নিয়ে বাইরে বেরুবার আগে একটা করে ক্যাপসুল খেত প্রতিবার। গ্রেটা আর আমি দুজনে মিলে পরামর্শ করে দু-তিনটে ক্যাপসুলে সায়নাইড ভরে রেখেছিলাম। মৌমাছিদের উৎপাত বন্ধ করার জন্যেই বাগানে মালির ঘরে সায়নাইডের শিশি থাকত। সেখান থেকেই বিষটা আমরা সংগ্রহ করেছিলাম। আমাদের প্ল্যানটা খুবই নিখুঁত হয়েছিল। কি, ঠিক বলিনি?' কথাটা শেষ করে আমি হাসতে শুরু করলাম। আমার গলা চিরে দমকে দমকে হাসির ঢেউ উঠে আসতে লাগল।

'তুমি যে চতুর তাতে সন্দেহ নেই, তবে খুব চতুর নও।'

'কিন্তু আপনি এই ক্যাপসুলের ব্যাপারটা টের পেলেন কি করে?'

'দ্বিতীয় মৃত্যুর পর সমস্তটা জানতে পারলাম। যদিও এ মৃত্যুটা তোমার অভিপ্রেত ছিল না।'

'আপনি কি ক্লডিয়া হার্ডক্যাসলের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ, ইলিয়ার মতো ক্লডিয়াও একইভাবে ঘোড়া থেকে পড়ে মারা যায়। তবে এক্ষেত্রে ঘটনাটা জানাজানি হতে খুব বেশিক্ষণ সময় লাগেনি। ওকে যখন মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেল তখন ওর মুখে সায়নাইডের উগ্রগন্ধ ছিল। ও-ও যদি কোন খোলা জায়গায় দু-তিন ঘন্টা পড়ে থাকত, তবে আর কোন গন্ধ পাওয়া যেত না। কিন্তু ক্লডিয়া হার্ডক্যাসল যে কি করে এই বিষাক্ত ক্যাপসুল হাতে পেল সেটা এখনও জানা যায়নি। ও অবশ্য জঙ্গলের ভেতরে ওই নির্জন কুটিরে মাঝেমধ্যে যাতায়াত করত, সেখানে পুলিস ওর হাতের ছাপ খুঁজে পেয়েছে। নিজের লাইটারটাও একবার ভুল করে ও সেখানে ফেলে এসেছিল। ক্লডিয়া হয়ত সেখান থেকেই ক্যাপসুলটা কুড়িয়ে পেয়ে থাকবে। তোমরা তো ওই ঘরে বসেই ক্যাপসুলের মধ্যে সায়নাইড ভরেছিলে। তখনই হয়ত কোনরকমে একটা পড়ে গিয়েছিল।'

'তা হতে পারে। আমরা হয়ত একটু অসাবধান হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু বুদ্ধিটা কেমন বার

করেছিলাম, সেটা বলুন?' সামান্য হেসে আবার নিজের কথার খেই ধরলাম। 'ইলিয়ার মৃত্যুর ব্যাপারে আমার কোন গোপন ভূমিকা আছে বলে আপনি নিশ্চয় সন্দেহ করেছিলেন। শুধু আপনি কেন, সকলের মনেই এমন একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। প্রত্যেকেই সন্দেহ করতে শুরু করেছিল আমাকে।'

আমি আবার ফিলপটের দিকে ফিরে তাকালাম। 'আপনি এখানে কি উদ্দেশ্যে এসেছেন?' আমার অপরাধের বিচার করতে?'

'আমি সকলের মঙ্গল চাই। ধবে নাও একজন বন্ধু হিসেবেই আমি এখানে উপস্থিত আছি।'

'আমার বন্ধু?' হতচকিত কণ্ঠে জানতে চাইলাম আমি।

'ইলিয়ার বন্ধু হিসেবে।'

ফিলপটের বক্তব্যের মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। বৃদ্ধ কি যে অর্থহীন বকে চলেছেন! যদিও নিজেকে এখন আমায় বেশ একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলেই মনে হতে লাগল। সকলেই এখানে সদলবলে হাজির হয়েছেন। পুলিসের লোকজন, ডাক্তার শ, মেজর ফিলপট প্রত্যেকেই যে যাঁর বিশেষ কাজে ব্যস্ত। সমস্ত ঘটনাটাই খুব জটিল, গোলমেলে। আমি আর পরবর্তী ঘটনাবলীর দিকে মনোযোগ দিতে পারলাম না। কেন না নিজেকে আমার অসম্ভব ক্লান্ত মনে হল। যত রাজ্যের ক্লান্তি এসে ভিড় করেছে আমার মধ্যে। এখন আমি নিশ্চিন্তে একটু ঘুমোতে চাই।...

আমার এই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যেই দলে দলে মানুষজনের আনাগোনা ঘটতে লাগল। একজন আইনজীবী এলেন, সলিসিটরও এলেন একজন। কয়েকজন ডাক্তার এসে হরেকরকম প্রশ্ন করতে লাগলেন আমায়। বিরক্ত হয়ে আমি তাঁদের একটা প্রশ্নেরও জবাব দিলাম না।

একদল আমায় বার বার জিজ্ঞেস করলেন, আমার কোন বিশেষ বস্তুর প্রয়োজন আছে কি না। খানিক চিন্তার পর আমি আমার প্রয়োজনের কথা জানালাম। একটা বলপেন আর দিস্তে কয়েক কাগজ চাইলাম তাঁর কাছে। বুঝতেই পারছেন, আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাটা আমি লিখে জানাতে চাইলাম আর পাঁচজনকে।

আমাকে ওরা লেখার সাজসরঞ্জাম এনে দিল। আমি যদিও একনাগাড়ে খুব বেশিক্ষণ লিখতে পারতাম না। অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। কেউ কেউ আমাকে দেখে মন্তব্য করত—ক্রমঅপসৃয়মান দায়িত্ববোধ। কেউ আবার প্রতিবাদ জানাত এ কথার। আমাকে ঘিবে সবরকম কথাবার্তাই আমার কানে আসত। আমি যে ওদের সমস্ত কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি, মাঝে মাঝে এ বিষয়ে যেন কোন খেয়ালই থাকত না ওদের। অবশেষে আমাকে আদালতে হাজিরা দিতে হল। হাজিরা দেবার আগে আমি নিজেকে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবেই উপস্থিত করতে চাই। মহামান্য আদালতে পুলিসের তরফ থেকে যে সমস্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হল, তাতে বোঝা গেল বেশ কিছুদিন আগে থেকেই ভাড়াটে গোয়েন্দারা আমাব ওপব নজর রেখেছিল। শেষ যে দুজন কর্মচারীকে আমরা নিযুক্ত করেছিলাম তারা কোন এক বেসরকারী গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। সম্ভবত লিপিনকটই আমার পেছনে ওই গোয়েন্দা সংস্থাকে নিযুক্ত কবেছিলেন। আমার এবং গ্রেটার সম্পর্কে অনেক কিছুই তাবা আবিষ্কার করেছে। কি আশ্চর্যের ব্যাপাব! গ্রেটার মৃত্যুর পর ওর কথা আর একবারের জন্যেও আমার মনে পড়েনি। আমি নিজেব হাতে ওকে খুন করার পরই গ্রেটা যেন আমার জীবন থেকে পুরোপুরি হারিয়ে গিয়েছিল।

আমার প্রধান সমস্যা হচ্ছে, আমার সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা। এবং বিনা আয়াসেই সবকিছু পেতে চাইতাম আমি। সেজন্যে কোনরকম পরিশ্রম করা ছিল আমার স্বভাববিরুদ্ধ। লোভীর মতো হাত বাড়িয়ে দুনিয়ায় সবকিছু ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতাম।

জিপসি একরে ইলিয়ার সঙ্গে আমার যখন প্রথম আলাপ হল সেদিন ফেরার পথে এস্থারেরও দেখা পেলাম আমরা। তখনই আমার মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। অর্থের লোভ দেখিয়ে বুড়িকে বশ করা যে মোটেই দুঃসাধ্য নয়, সেটা আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম। গোপনে টাকা দিয়েই বশে আনলাম বুড়িকে। বুড়িও ইলিয়াকে পথে ঘাটে যখন-তখন বিপদের ভয় দেখাতে শুরু করল। ইলিয়ার মনের মধ্যে একটা আতঙ্কের ভাব জাগিয়ে তুলতে পারলে সমগ্র পরিস্থিতিটা অনেক সহজ হয়ে আসবে।

ইলিয়া যে হঠাৎ কোন শক পেয়ে মারা গেছে—সেটা স্বীকার করে নিতে লোকে আর ইতস্তত করবে না।

ইলিয়া কি ওর অবচেতন মনে আমাকে ভয় পেত? বিপদেব একটা গন্ধ পেয়েছিল ঠিকই, তবে আমিই যে সেই পিবদের উৎস সেটা ভাবতে পারেনি। স্যানটনিকস আমার ভেতরের অশুভ শক্তিটাকে ঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি যেন অনেকটা আমার মায়ের মতোই। মনে হয় ওরা তিনজনেই জানত, ইলিয়াও জানত, তবে তেমন গ্রাহ্য করেনি। সত্যিই কি অদ্ভুত ব্যাপার! আমরা দুজনেই যে খুব সুখী ছিলাম, এখন আমি সেটা টের পাচ্ছি। হ্যাঁ, খুবই সুখী ছিলাম আমরা। অথচ এই সহজ সত্য কথাটা সেদিন যদি উপলব্ধি করতে পারতাম...! আমিও সুযোগ পেয়েছিলাম জীবনে। সম্ভবত প্রত্যেকের জীবনেই একবার করে সুযোগ আসে। কিন্তু সেই বিশেষ মুহূর্তে আমি আমার ভাগ্যলক্ষ্মীর দিক থেকে মুখ ফিবিয়ে নিয়েছিলাম।

আরও একটা আশ্চর্যের বিষয় আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন, গ্রেটার কোন ভূমিকাই নেই এখানে। আব...আর আমার সেই সাধ্যের স্বপ্নপুরীরও কি বিশেষ কোন মূল্য আছে! সবকিছুই নিস্ফল, অর্থহীন।

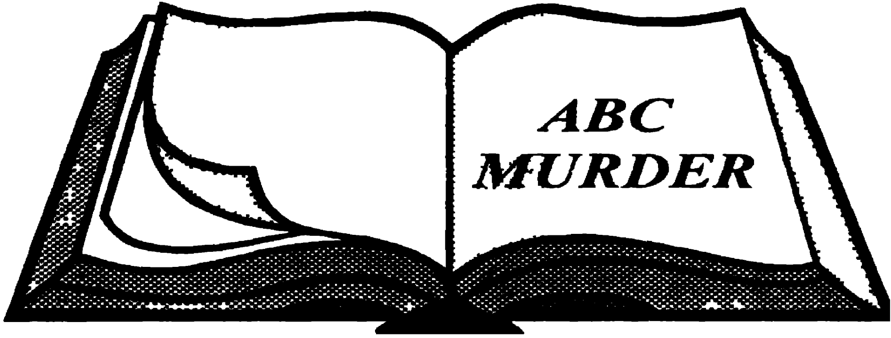
একমাত্র সত্য শুধু ইলিয়া।...অন্তবিহীন রাত্রি। আর এখানেই আমার কাহিনীর পবিসমাপ্তি।

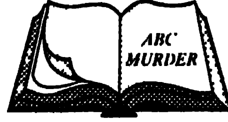
❑ এন্ডলেস নাইট

অনুবাদ ❑ অসিত মৈত্র

৪

এ বি সি মার্ডার





চিঠি

১৯৩৫ সালের জুন মাসে দক্ষিণ অমেরিকায় আমরা পশুশালা থেকে আমি ঘরে ফিরে আসি মাস ছয়েক থাকার জন্যে। কিন্তু এখানে তখন আমাদের বড় দুঃসময়। এদিকে অমার স্ত্রী পান্থশালার কাজ তদারকি করার জন্য রয়ে গেছিলো সেখানে। বলতে দ্বিধা নেই যে, ইংলণ্ডে পৌঁছয়েই আমার প্রথম কাজ হলো আমার পুরোনো বন্ধু এরকুল পোয়ারোর সঙ্গে যোগাযোগ করা।

যাই হোক, ইংলণ্ডের নবতম সার্ভিস ফ্ল্যাটগুলোর একটিতে তার দেখা পেয়ে গেলাম। স্নেহভরা চোখে আমি আমার পুরোনো বন্ধুটিকে নিরীক্ষণ করতে থাকলাম। বিস্ময়কর ভাবে চমৎকার দেখাচ্ছিল তাকে, বয়সের একটুও ছাপ যেন পড়েনি তার চেহারায়, তাকে আমি বহু দিন দেখিনি। কিন্তু আমার মনে হলো, এই তো গতকালই তাকে এমনি সুন্দর চেহারায় দেখ গেছলাম। 'তোমাকে চমৎকার দেখাচ্ছে পোয়ারো', বললাম, ' তোমার বয়স খুব যে একটা বেড়েছে বলে তো আমার মনে হয় না। তোমাকে শেষ বার যখন দেখি তখনকার চেয়ে তোমার খুব কম চুলই ধূসর হয়েছে। এ কি করে সম্ভব বন্ধু?'

পোয়ারে অমার দিকে সহাস্যে তাকালো। ' কেন সম্ভব নয়? এটাই ধ্রুব সত্য।'

'তবে কি তুমি মনে করো, কালো থেকে ধূসর হওয়ার বদলে তোমার চুল ধূসর থেকে কালো রঙে রূপান্তরিত হচ্ছে?'

'অবশ্যই।'

'কিন্তু বিজ্ঞান-ভিত্তিক তথ্যে তা তো সম্ভব নয়। তাই মনে হচ্ছে, এটা অত্যন্ত অভূতপূর্ব। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ।'

'স্বভাবতঃই হেস্টিংস. অন্তত তোমার কাছে। তোমার মনটা চমৎকার, যেখানে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আর যুগ যে এ কয়েক বছরে অনেক বদলে গেছে, তা তোমাব খেয়াল নেই। এ যুগের সঙ্গে তাল রেখে রঙ বদলাচ্চেছ, রঙ বদলাচ্ছে মানুষের দেহ-মনের, এমন কি চুলের রঙ, আর সেটা যতই কৃত্রিম হোক না কেন?'

তার অমন অদ্ভুত কথা শুনে আমি হতভম্ব, স্থির চোখে তার দিকে তাকালাম।' 'পোয়ারো, তুমি চুলের রঙ বদলায় বলতে কি বোঝাতে চাইছো?' আমি মৃদু কণ্ঠে বলে উঠলাম। 'তবে তুমি কি তোমার চুলে কলপ লাগিয়েছো?'

'আর তাই বুঝি শেষবার তোমাকে যেরকম দেখে গেছি তার থেকেও অনেক বেশী কালো দেখাচ্ছে তোমার চুলগুলি?'

'হ্যাঁ ঠিক তাই।'

এবার আমি আর কোনোরকম রসিকতা করতে চাইলাম না যাতে কবে পোয়ারো আঘাত পায়। বরং পরিবর্তে আমি প্রসঙ্গ বদল করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, প্রয়োজনে সে এখনো তার আগের পেশা প্র্যাকটিস করছে কিনা। 'জিজ্ঞেস করছি এই কারণে যে, তুমি তো অনেক বছর আগে অবসর নিয়েছো—'

পোয়ারে অমার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিলো না, তবে সে বলে চলে, 'আমি যখনই শুনলাম, তুমি এখানে আসছো, আমি তখন নিজের মনে বলি, কোনো একটা প্রসঙ্গ উঠতে পারে। আগের দিনের মতো আমরা দু'জনে অনুসন্ধান কাজ চালাবো। কিন্তু যদি তাই হয়, তাহলে সেটা কোনো

গতানুগতিক ব্যাপার হবে না। সেটা নিশ্চয়ই এমন কিছু,' সে তার হাত দুটো উত্তেজিতভাবে দোলালো। 'জটিল ধরণের কিছু হবে..........' সে তার কথাটা অসম্পূর্ণ রাখলো আগের মতোই রহস্যজনকভাবে। তার পরেই হঠাৎ তার ভুরুদ্বয় কুঁচকে উঠলো জানালার ধারে ডেস্কের দিকে তাকাতে গিয়ে। দ্রুতপায়ে ডেস্কের সামনে এগিয়ে গেলো সে। জানালার খোপে একটা কাগজ ঝুলছিল, পোয়ারোর লক্ষ্য সেদিকেই ছিলো তখন। তেমনি ত্রস্ত হাতে সেটা সে নিজের হাতে তুলে নিয়ে এবার ধীরে ধীরে আমার কাছে এগিয়ে এলো। তার হাতে খোলা একটা চিঠি। চিঠিটা সে নিজে পড়ার পর আমার দিকে এগিয়ে দিলো সেটা। আমি বেশ আগ্রহসহকারে চিঠিটা তার হাত থেকে নিলাম।

পাতলা সাদা কাগজেরর ওপর ছাপার অক্ষরে লেখা চিঠিটা ঃ

মিষ্টার এরকুল পোয়ারো, আমাদের মাথা মোটা ব্রিটিশ পুলিশ যে সব রহস্য সমাধানে হিমসিম খেয়ে যায় আপনি তার সমাধান করতে খুবই পছন্দ করে থাকেন। চতুর পোয়ারো মহাশয়, এখন দেখা যাক, এক্ষেত্রে আপনি কত চতুর হতে পারেন। সম্ভবতঃ এক্ষেত্রে সমাধান খুঁজতে গিয়ে আপনাকে খুব একটা কষ্টে পড়তে হবে না। এ মাসের একুশ তারিখে অণ্ডোভারে খোঁজ নেবেন।

আপনার বিশ্বস্ত, এ বি সি

আমি খামটার উপর চকিতে একবার তাকালাম। সেটাও ছাপানো। "ডাব্লু সি. ওয়ান" পোষ্টঅফিসের ছাপ স্পষ্ট খামের ওপর," খামটার ওপর তাকাতেই পোয়ারো বলে উঠলো। 'এখন বলো, এ ব্যাপাবে তোমার কি অভিমত?'

খামটা পোয়ারোকে ফেরৎ দিতে গিয়ে উত্তরে বললাম, 'আমার মনে হয় কোনো পাগল কিংবা অন্য কারোর খামখেয়ালিপনা হবে।'

পাগলকে একটু বেশি গুরুত্ব তো দিতেই হবে। জানো তো বিকৃত মস্তিষ্কের লোক খুবই বিপজ্জনক হয়ে থাকে।'

'হ্যাঁ তা অবশ্য সত্যি। আমি কিন্তু এদিকটার কথা ভাবিনি। আমি ভাবছি এটা নেহাতই কোনো মূর্খ লোকের বোকামি হতে পারে। সম্ভবতঃ দলবদ্ধভাবে পান-ভোজন করে থাকে তাদেব মধ্যে কেউ একজন, তারা দলে আটজনেরও বেশী হতে পারে।

'নয়, ন'জনের একটা দলও তো হতে পারে? এ ব্যাপারে তোমাব কি মন্তব্য বলো?'

'কিছুই নয়। স্রেফ একটা অভিব্যক্তি মাত্র। আমি বলতে চাই, লোকটা বেশ আঁটসাট। যাক্‌গে ছাড়ো ওসব কথা। আসলে লোকটা মদ্যপ, প্রচুর মদ খায়।'

'প্রিয় হেস্টিংস, তুমি প্রসঙ্গ বদল করলে কি হবে, ওই "আঁটোসাটো" কথাটার সঙ্গে আমি বেশ ভালোভাবেই পরিচিত। যেমন তুমি বললে, আমার তো মনে হয়, এই শব্দটার মধ্যে তার থেকে বেশী কিছু নেই।'

'কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মনে হয় যে, এর মধ্যে কিছু একটা আছে, আছে না?'

পোয়ারো মাথা নাড়লো সন্দেহজনক ভাবে, তবে সে কথা বললো না।

'কিন্তু আমি তো দেখছি, তুমি এই কেসটার প্রতি খুব গুরুত্ব দিচ্ছো।'

পোয়ারো ধীরে ধীরে উত্তর দিলো, জানো হেস্টিংস ওই চিঠিটার ব্যাপারে এমন কিছু একটা আছে যা আমি পছন্দ করি না.........?

পোয়ারোর বলার ধরণটা আমার মনে ধরলো। তাই তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তা তুমি কি ভাবছো?'

মাথা নেড়ে পোয়ারো চিঠিটা ডেস্কের উপর রেখে দিলো।

'যদি তুমি ব্যাপারটায় এতো গুরুত্বই দিয়ে থাকো?' আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি কিছুই করতে পারো না?'

'মানুষ সব সময়েই তো কর্মরত। কিন্তু এখানে করারই বা কি থাকতে পারে বলো? চিঠিটা পুলিশ দেখেছে, কিন্তু তারাও সেটার উপর কোনো গুরুত্ব দিতে চায় নি। সেটার উপর কোনও হাতের ছাপ নেই। আর সম্ভাব্য বলে কোন লেখককে চিহ্নিত করার মনে তেমন কোনো ক্লুও দেখতে পাচ্ছিনা।'

'সত্যি কথা বলতে কি এক্ষেত্রে কেবল তোমার সহজাত ধারণার কথাটাই ভাবা যায়।'

'না হেস্টিংস, সহজাত ধারণা নয়। সহজাত ধারণা কথাটাই খারাপ। এ আমার জ্ঞান, আমার অভিজ্ঞতা, আর তা থেকে বলতে পারি, এই চিঠিটার মধ্যে রহস্যজনক কিছু একটা অবশ্যই আছে যা—' এখানে একটু থেমে সে মাথা দোলাতে দোলাতে আবার বলে উঠলো, 'সে যাই হোক এখন কিছুই আর করার নেই, অপেক্ষা করা ছাড়া।'

'ঠিক আছে, হাতের পাঁজি মঙ্গলবার, ২১শে ফেবুয়ারী শুক্রবার। যদি অ্যাণ্ডোভারের কাছে বড় ধরণের কোনো ডাকাতি হয়, তাহলে—'

'আরাম?' আমি অবাক চোখে তাকালাম পোয়ারোর দিকে। কথাটা আমার কাছে খুব অভূতপূর্ব শোনালো। 'ডাকাতির ঘটনা হতে পারে রোমাঞ্চকর, কিন্তু তাই বলে আমার কাছে সেটা কিছুতেই আরামদায়ক হতে পারে না, বললামট তাকে।

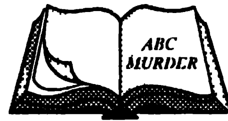
উৎসাহের সঙ্গে পোয়ারো মাথা ঝাঁকালো। 'বন্ধু তুমি ভুল করেছো। আমার কথাটা তুমি ঠিক অনুধাবন করতে পারলে না। অন্য কিছু ঘটার চেয়ে ডাকাতিব ঘটনা আমাকে চিন্তামুক্ত করবে।

'অন্য কিছু বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছো?'

'খুন!' উত্তরে পোয়ারো বললো।

(ক্যাপ্টেন হেস্টিংস-এর ব্যক্তিগত দিনলিপির বাইরে)

মিষ্টার আলেকজাণ্ডার বোনাপার্ট কাস্ট তার আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে নোংবা মলিন শয়নকক্ষের দিকে তাকালো। দীর্ঘদেহী আলেকজাণ্ডার পকেট থেকে সস্তা সিগারেট এবং দেশলাই বার করে ধরালো। তারপর টেবিলের সামনে ফিরে এসে রেলওয়ে গাইডটা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে থাকলো। এবং পরক্ষণেই টাইপকরা একটা তালিকার উপর চোখ বোলালো। তালিকার প্রথম নামটার পাশে দাগ দিলো। সেটা বিশে জুন বৃহস্পতিবার।



অ্যাণ্ডোভার

বিতর্কিত ২১শে ফেব্রুয়ারী দিনটি অতিক্রান্ত হওয়ার পর দুশ্চিন্তাটা আমার মন থেকে সরে যায়। আর সেই খবরটা প্রথম শোনা যায় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের চীফ ইন্সপেক্টর জ্যাপ-এর আগমনে। সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টর বহু বছর ধরে আমাদের সঙ্গে পরিচিত। তিনি আমাকে আন্তরিক স্বাগত জানালেন। 'অনেকদিন পরে মঁসিয়ে পোয়ারোর সঙ্গে আপনাকে এখানে দেখতে পেয়ে আমি খুবই খুশি হয়েছি ক্যাপ্টেন হেস্টিংস। আর আপনাকে এখন খুবই ভালো দেখাচ্ছে।'

আমি চোখ পিটপিট করে তাকালাম জ্যাপ-এর দিকে।

'তবে মঁসিয়ে পোয়ারোই যা ব্যতিক্রম,' জ্যাপ বলসলন।

'ওঁর আগের দিনের যতো সব জটিল কেসের সাফল্যের কথা আজ ফিরে ফিরে এসে পড়ে,—ট্রেন রহস্য, আকাশ পথে অন্তরীক্ষের রহস্য, উঁচু সমাজের মৃত্যু রহস্য। সে কি কর্মব্যস্ত দিনগুলি ছিল ওঁর তখন, এখানে সেখানে এবং সর্বত্র তার গতিবিধি তখন। তবে অবসর নেওয়ার পর থেকে ওঁর সে রকম সম্বর্ধনা জানাবার মতো তেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটতে দেখিনি।

'হেস্টিংসকে আমি আগেই বলে রেখেছি, আমি হচ্ছি প্রথম প্রেয়সীর মতো, যে কিনা সবসময় আর একবার আবির্ভূত হয়ে থাকে, পোয়ারো বললো।

'যদি আপনি নিজেই নিজের মৃত্যু আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে আপনার কর্মময় জীবনের অবসান ঘটান তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই,' এই বলে দিল খোলা হাসি হাসলো জ্যাপ। 'সেটাই একটা ধারণা, বইতে অবশ্যই লিখে রাখতে হয়।'

'সে কাজ হেষ্টিংসকেই সম্পন্ন করতে হবে,' আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো পোয়াবো।

'হাঃ হাঃ! সেটা একটা ঠাট্টা হবে,' নিজের কথায় নিজেই হেসে উঠলো জ্যাপ।

কথাটা কি এমন হাস্যকর হলো আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। যাই হোক আমার মনে হলো, এটা খুব অকটা রুচিকর নয়। সম্ভবত জ্যাপ আমার মনোভাব টের পেয়ে প্রসঙ্গটা বদলে দিলেন। 'মঁসিয়ে পোয়ারোকে লেখা উড়ো চিঠিটার কথা শুনেছেন?'

আমার হয়ে পোয়ারো উত্তর দিলো, 'চিঠিটা আমি হেস্টিংসকে আগেই দেখিয়েছি।'

'অবশ্যই!' পোয়ারোর সমর্থনে আমি বলে উঠলাম, 'তবে চিঠিটার কথা মনেই ছিলো না। দেখিতো তারিখটা উল্লেখ করা আছে কিনা?'

'একুশ তারিখ,' জ্যাপ বললেন, 'আর সেকাবণেই ব্যাপারটা আমি চাপা দিয়ে দিয়েছি। গতকালই একুশ তারিখ ছিলো, আর তাই তো সব কৌতূহলের অবসান হয়ে গেছে আমার। গতকাল রাতে আমি অ্যাণ্ডোভারে ফোন করেছিলাম। এ সবই ধোঁকা। দোকানের একটা জানালার কাঁচ ভেঙ্গে গেছে, সম্ভবত কোনো ছেলে-ছোকরা পাথর ছুঁড়ে থাকবে, আর কয়েকজন মাতালকে সেখানে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। অতএব আমাদের বেলজিয়াম বন্ধুটি স্রেফ একটিবারের জন্য ভুল তথ্য নিয়ে চিৎকার করেছিলেন।'

'আমি অকপটে স্বীকার করছি, আমি এখন যথেষ্ট স্বস্তি পেলাম।' পোয়ারো আরো বললো, 'ব্যাপারটায় অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়ে সত্যি আমি খুব বোকামো করেছি।'

'ঠিক আছে, আমি এখন চলে যেতে চাই। অন্যত্র আমার একটা ছোট-খাটো কাজ আছে, চোরাই গহনা কিছু আটক করতে হবে। ভেবেছিলাম, আমার চলার পথে আপনাব এখানে এসে আপনার মনটাকে একটু শান্ত করে যাবো।'

'ঐ ধুসর স্নায়ুকোষগুলি অহেতুক নড়াচড়া করার জন্যে দুঃখ হচ্ছে ।' কথাটা হাসতে হাসতে বলে জ্যাপ বিদায় নিলেন তারপর।

'দেখছি ভালোমানুষ জ্যাপ-এর মধ্যে খুব একটা বেশী পরিবর্তন হয়নি, তাই না?' পোয়ারো প্রশ্নচোখে তাকালো।

'ওঁকে যেন অনেক বয়স্ক দেখাচ্ছে,' প্রতিহিংসার মনোভাব নিয়ে আরো বললাম, 'ভোঁদড় জাতীয় জানোয়ারের মত ম্যাড়মেড়ে হয়ে যাচ্ছেন।' একটু থেমে দম নিলাম। ততক্ষণে আমার জ্যাপ-এর প্রতি ক্রোধটা অনেকটা পড়ে গেছলো। আমি এবার একটু দুঃখ প্রকাশ করে বললাম, 'এই ভুতুড়ে চিঠিটা শেষ পর্যন্ত কোনো কাজেই লাগলো না ।'

'অবশ্য এ ব্যাপারে আমার ধারণাটি ভুল। হ্যাঁ এই চিঠিটার কথাই আমি বলছি। আমি যেন রহস্যের গন্ধ পেয়েছিলাম। তার বদলে এ যেন নেহাতই নির্বোধের পরিচয় দেওয়া। হায়, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, বৃদ্ধ বয়সে মতিভ্রম আর কি। অন্ধ প্রহরির কুকুরের মতো সন্দেহবাতিক হয়ে গেছি, সামান্য একটা আওয়াজ শুনলেই এ ধরণের কুকুর যেমন অহেতুক চিৎকার করে ওঠে, এক্ষেত্রে আমার অবস্থাও অনেকটা সেই রকম আর কি।'

'যদি আমি তোমার সঙ্গে সহযোগীতা করি, অবশ্যই আমার অপরাধের মূল তথ্য আহরণ করতে পারবো,' হেসে বললাম।

'সেদিন তোমার সেই মন্তব্যের কথা মনে আছে হেস্টিংস? কেউ যেমন নৈশ ভোজের ফরমানস দেয়, ঠিক আছে, আমাকে মেনুটা আর একবার পর্য্যালোচনা করে দেখতে দাও। ডাকাতি? জালিয়াতি? না, এদুটোর কোনটাই আমার পছন্দ নয়, নেহাতই নিরামিষ। অবশ্যই সেটা খুন, সুপরিকল্পিতভাবে ঠাণ্ডা মাথায় খুন।'

'স্বভাবতই তাই।'

'এখন বলো, শিকার কে হবে, নারী নাকি পুরুষ? আমার অনুমান পুরুষ। কোনো নামজাদা লোক। আমেরিকান কোটিপতি। প্রধানমন্ত্রী। সংবাদপত্রের মালিক। অপরাধ অনুষ্ঠানের দৃশ্যপট কি হতে পারে? ঠিক আছে একটা ভালো পুরনো লাইব্রেরী হলে কেমন হয়? এরকম একটা পরিবেশই তো খুন করার উপযুক্ত স্থান হতে পারে। আর খুনের অস্ত্র? ধরা যাক, পেঁচানো ছোরা, কিংবা কোনো ভোঁতা অস্ত্র যেমন লোহার রড জাতীয় কিছু, অথবা একটা পাথরের ভারী চাঁই, কাউকে খুনের পক্ষে অদর্শ বটে।'

পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

'কিংবা মারাত্মক বিষও হতে পারে,' আমি নিজের থেকেই আবার বললাম, 'কিন্তু সব সময় সেটা বড্ড বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বরং ধরা যাক রিভলবারের গুলি, নিস্তব্ধ রাতে যার আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরবে। তারপর সেই খুনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে একটি কিংবা দুটি সুন্দরী রমণী—'

'এবং স্বর্ণকেশী হতে হবে,' বিড়বিড় করে বললো আমার বন্ধুবর।

'এ তামার পুরনো রসিকতা। সুন্দরী মেয়েদের মধ্যে একজন অবশ্যই অনৈতিকভাবে তাকে সন্দেহ করা, এবং তার ও যুবকটির মধ্যে কিছু ভুল বোঝাবুঝি। আর তারপর আরও অন্য ধরণের কিছু সন্দেহ, একজন বয়স্কা মহিলা, কারণিক তা বিপজ্জনক ধরণের, মৃত ব্যক্তির কিছু বন্ধু কিংবা প্রতিপক্ষও হতে পারে, এবং একজন সেক্রেটারীও হতে পারে, ডার্ক হর্স, একজন আন্তরিক ভাবাপন্ন লোক, তবে স্বভাবে সে ধাপ্পাবাজ, এবং বেশ কয়েকজন বহিস্কৃত চাকরবাকর, গেটকীপার কিংবা এ ধরণের কেউ হতে পারে এবং জ্যাপ-এর মতো একজন নির্বোধ গোয়েন্দা। ব্যাস, এই পর্যন্তই—'

'ওহো, এই তোমার ধারণা?'

'কেন, তুমি কি আমার সঙ্গে একমত নও?'

বিমর্ষ চোখে আমার দিকে তাকালো পোয়ারো। 'বন্ধু, এ তোমার গোয়েন্দা গল্পের মতো, যা কখনো লেখা হয় নি, তুমি এখন লিখে ফেলতে পারো।'

'ঠিক আছে, ' একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম, 'তা তুমি কি ফরমাস দেবে?'

পোয়ারো চোখ বন্ধ করে তার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। ঠোঁট চেপে ধীরে ধীরে সে বললো, 'এ একটা খুবই সাধারণ অপরাধ। এ এক এমন অপরাধ যার কোনো জটিলতা নেই। এ অপরাধ সম্পূর্ণ ঘরোয়া জীবনের, একেবারে আবেগহীন, তাৎক্ষণিকের ব্যাপার আর কি।'

'তাৎক্ষণিকের অপরাধ কি রকম ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'ধরা যাক,' পোয়ারো বিড়বিড় করে বলে উঠলো, 'চারজন ব্রিজ খেলতে বসলো, একজন বেরিয়ে গেলো, এবং সে তখন ফায়ার প্লেসের সামনে গিয়ে বসলো। সন্ধ্যার শেষে রাত্রি যখন নামছে তখন দেখা গেলো ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে থাকা লোকটি মৃত। চার জন ব্রীজ খেলোযাড়ের মধ্যে যে তখন ডামি অর্থাৎ যার কাজ বলতে কিছু ছিলো না, সে তখন ফায়ারপ্লেসের কাছে গিয়ে তাকে হত্যা করে থাকবে। এবং খুন করার পর সে তার আসনে ফিরে যায়। আঃ; এখানেই তুমি অপরাধের গন্ধ পেতে পারো যার মধ্যে আর তিন জন ব্রীজ খেলোয়াড় জড়িয়ে পড়তে বাধ্য। আর এই চারজনের মধ্যে থেকেই প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বার করতে হবে।'

'ভালো কথা,' আমি এবার নিরুদ্বেগ গলায় বললাম, 'তাতে আমি কিন্তু কোনোরকম উত্তেজনা বোধ করছি না।'

চকিতে একবার আমার দিকে তাকিয়ে পোয়ারো নিজের যুক্তি যে অকাট্য তার প্রমান দেওয়ার জন্যে বললো, 'তোমার উত্তেজনা বোধ না করার কারণ হচ্ছে, এখানে কৌতূহল জাগানোর মতো পেঁচানো তলোয়ার নেই, ব্লাক মেলের কোনো ঘটনা নেই, কোনো দামী অলঙ্কার চুরির ঘটনা নেই, অপ্রকাশিত বিষক্রিয়ার চিহ্নও নেই। হেস্টিংস, তুমি তোমার অতিনাটকীয় মন নিয়ে তোমার পছন্দ

কেবল একটা খুন হয়ে যাক, আর তাতেই তুমি উত্তেজনাবোধ করবে।'

'আমি স্বীকার করছি, বইতে দ্বিতীয় খুনের ঘটনা প্রায়শই উত্তেজনার খোরাক জুগিয়ে থাকে। যদি প্রথম অধ্যায়ে খুনের ঘটনা ঘটে থাকে, সেক্ষেত্রে তোমাকে কাহিনীর শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রত্যেকের অ্যালিবি যাচাই করে দেখতে হবে। কিন্তু সেটা হবে খুব ক্লান্তিকর।

এই সময় টেলিফোনটা বেজে উঠলো। 'হ্যালো!' সে রিসিভারে মুখ রেখে আবার বললো, 'হ্যালো, হ্যাঁ আমি এরকুল পোয়ারো কথা বলছি।'

মিনিট দুয়েক নীরবে শুনলো সে এবং তারপরেই তার মুখে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। তার নিজের কথাবার্তা অতি সংক্ষিপ্ত এবং কাটা কাটা।

'ঠি-ঠিক আছে, আমরা যাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি ওটা সঙ্গে নিয়ে যাবো।' তারপর রিসিভারটা নামিয়ে রেখে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। তারপর সে মৃদু উত্তেজিত হয়ে বললো, 'শোনো হেস্টিংস, ফোনটা জ্যাপ-এর ছিলো।

'তাই নাকি?'

'হুঁ! সবেমাত্র স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গিয়ে পৌঁছেছে সে। অ্যাণ্ডোভার থেকে একটা খবর এসেছে।'

'অ্যাণ্ডোভার?' উত্তেজিত হয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম।

পোয়ারো ধীরে ধীরে বলতে থাকলো : 'আসশার নামে এক বৃদ্ধাকে খুন হয়েছে। বৃদ্ধা একটা ছোটোখাটো সিগারেট আর খবরের কাগজের দোকান চালাতো।'

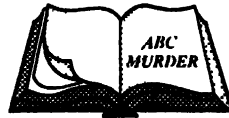
আমি একটু মনমরা হয়ে পড়লাম, মনে হলো, এরকম ভাব এর আগে কখনো আমার হয় নি। অ্যাণ্ডোভারের নাম শোনা মাত্র আমার কৌতূহল বেড়ে গেলো। এর থেকে অভূতপূর্ব কিছু প্রাপ্তিযোগ অমি আশা করলাম। তবু একজন বৃদ্ধার খুন হওয়ার ঘটনা, যার একটা সিগারেটেব দোকান ছিলো, তাই আমার মনে এই খুন প্রথমে তেমন কোনো আগ্রহই সঞ্চার করতে পারলো না।

ওদিকে পোয়ারো আগের মতোই ধীরে ধীরে গম্ভীর ভাবে বলতে থাকে। 'অ্যাণ্ডোভার পুলিশের বিশ্বাস, যে লোকটা এই জঘন্য কাজ করেছে তাকে ঠিক খুঁজে বার করবেই তারা।'

মুহূর্তের জন্যে আমি হতাশ হয়ে পডলাম।

মনে হচ্ছে, মহিলাটির সঙ্গে তার স্বামীর সম্পর্ক খারাপ ছিলো। লোকটা পাঁড় মাতাল। এর আগে অনেকবার সে তার স্ত্রীকে খুন করবার হুমকি দিয়েছিল।

আমার চেতনা বুঝি একটু জাগ্রত হলো। নিজের মনে বললাম, ঘটনাটা যতো নোংবাই হোকনা কেন, এটা একটা অপরাধ তো বটেই। তাছাড়া দীর্ঘদিন হলো আমি কোনো অপরাধমূলক ঘটনা এবং অপবাধীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়িনি। তাই অচিরেই আগ্রহী হয়ে উঠলাম এই কেসের ব্যাপাবে।



মিসেস আসশার

ইন্সপেক্টর গ্লেন অ্যাণ্ডোভারে আমাদের স্বাগত জানালো। দীর্ঘদেহী, সুবিন্যাস্ত চুল, মুখে তার সুন্দর একটা হাসি যেন সবসময়েই লেগে থাকে। তাকে ওয়াকিবহাল করবার জন্যে আমি ভাবলাম, এ কেসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলে ভালো হয়।

বাইশ তারিখ রাত প্রায় একটার সময় পুলিশ কনস্টেবল ডোভার এই অপরাধের ঘটনাটা প্রথম আবিস্কার করেন। যথারীতি টহল দেবার সময় দোকানের দরজাটা খোলা দেখে তার কেমন যেন সন্দেহ হতেই সে তখন ভেতরে প্রবেশ করে। প্রথমে সে ভেবেছিল দোকানঘরটা বোধহয় খালি।

যাইহোক টর্চের আলো ফেলতেই কাউণ্টারের উপর বৃদ্ধা মহিলার লাশ বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। পরে পুলিশ সার্জন এসে পৌঁছায়। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায় যে, পিছন থেকে বৃদ্ধার মাথায় জোরালো আঘাত করা হয়েছে। সম্ভবত কাউন্টারের পিছনে একটা সেলফ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করছিল সে তখন। তখন থেকে ন'ঘন্টা আগে তার মৃত্যু হয়ে থাকবে।

'মৃত্যুর এই আনুমানিক সময়টা আমরা আবিষ্কার করেছি অঙ্ক কষে।' ইন্সপেক্টর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললো, 'আমরা একটা লোকের সন্ধান পেয়েছি, যে গতকাল সাড়ে পাঁচটায় দোকানে প্রবেশ করে এবং সিগারেট কিনে বেরিয়ে এসেছিল। তারপর দ্বিতীয় খরিদ্দার দোকানে ঢোকে, তার মনে হয় শূন্য, জনপ্রাণী কেউ নেই, তখন ছ'টা বেজে পাঁচ। আর এর থেকেই আমরা অনুমান করে নিই, বৃদ্ধাব মৃত্যু সাড়ে পাঁচটা থেকে ছ'টা বেজে পাঁচ মিনিটের মধ্যে হয়ে থাকবে। যাইহোক, পাড়ায় খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এই আসশার লোকটিকে কেউ দেখেনি। অবশ্য এব্যাপারে এতো তাড়াতাড়ি নিশ্চিত হওয়া যায় না। তবে রাত ন'টার সময় তাকে মদ খেতে "ফ্রী ক্রাউন" বার-এ ঢুকতে দেখা গেছে। আমরা যখনই তার দেখা পাবো তখন তাকে সন্দেহের বশে আটক করবো।'

'আচ্ছা সে তার স্ত্রীর সঙ্গে বাস করতো না?'

'না, কয়েক বছর আগে ওর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আসশার একজন জার্মান। একসময় সে ছিলো একজন ওয়েটার, কিন্তু পরে সে মদ খেতে শুরু করে দেয়, তখন চাকুরি হারায়। তবে তার স্ত্রী তাদের সংসারে পরিত্রাতার ভূমিকা গ্রহণ করে। মহিলার শেষ কাজের জায়গা হলো এক বৃদ্ধা মহিলা মিস রোজির বাড়িতে রাধুনী-কাম-হাউসকিপারের ভূমিকায়। সে তার স্বামীকে ধরে বাখার জন্য তাব বেতন থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ ও সাহচর্য দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে, কিন্তু সবসময়েই সে মাতাল হয়ে হানা দিতে থাকে তার স্ত্রীর কাছে। তাই তার স্ত্রী তখন অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে অ্যাণ্ডোভার থেকে মাইল তিনেক দূরে মিস রোজির বাড়ি 'সদ্য গ্রেঞ্জে" এসে উঠেছিল। সেখানে তার মাতাল স্বামী স্ত্রীর কাছে তেমন সুবিধে করতে পারেনি। মিস রোজির মৃত্যুর পর তাঁর উইল মাফিক মিসেস আসশার কিছু অর্থ উপহার পায়। সে তখন তার বাড়ি ছেড়ে এসে অ্যাণ্ডোভারে একটা দোকান খুলে বসে, সস্তা সিগারেট এবং কয়েকটি সংবাদপত্র বিক্রি করার জন্যে। এই ভাবে কোনোরকমে সে তার সংসাব খরচের টাকা উপার্যন করতে সমর্থ হয়। আসশার যথারীতি তার স্ত্রীর কাছে এসে দিনের পর দিন ধরে তার নেশা টাকা দাবী করে যেতে থাকে, আর কখনো কখনো না পেলে স্ত্রীকে শুধু গালিগালাজই নয় তাব প্রাণ নাশের হুমকিও দিয়ে যেতে থাকে। বিপন্না স্ত্রী আবার নতুন করে তার স্বামীকে এড়িয়ে যাবার পথ খুঁজতে থাকে। সে তার স্বামীর জন্য সপ্তাহে পনেরো শিলিং বরাদ্দ করে।

'ওদের কোনো সন্তান ছিলো?' পোয়ারো জানতে চাইলো।

'না। তবে একটি ভাইঝি আছে। ওভারটনের কাছে চাকরি করে। খুবই চমৎকার মেয়ে, প্রতিষ্ঠিতা যুবতী।'

'আর অপনি বলছেন, এই আসশার লোকটি তার স্ত্রীকে খুন করার হুমকি দিতো?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। মদ খেলে সে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।'

'তা ওঁর বয়স কতো ছিলো?'

'প্রায় ষাট, সম্মানিত এবং কর্মঠ মহিলা তিনি।'

গম্ভীর গলায় পোয়ারো জিজ্ঞেস করলো, 'ইন্সপেক্টর এই আসশার লোকটিই যে এই অপরাধ করেছে, এটা কি আপনার অভিমত?'

সতর্কতার সঙ্গে ইন্সপেক্টর কাশলো: 'শুনুন মিষ্টার পোয়ারো, এতো তাড়াতাড়ি সে কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। তবে এখন আমাকে জানতে হবে, গতকাল সন্ধ্যায় ফ্রাঙ্ক আসশার কি ভাবে কাটিয়েছিল? যদি সে আমাকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে তো ভালোই, আর যদি না পারে'— এখানে সে থামলো, তার এই থামাটা অর্থপূর্ণ।

'মিসেস আসশার-এর দোকন থেকে কোনো কিছু খোয়া যায়নি?'

'না কিছুই নয়। টাকাকড়ি সবই ঠিকঠাক আছে। চুরি বা ডাকাতির কোনো চিহ্নই নেই।'

'তাহলে আপনার মনে হচ্ছে, এই আসশার লোকটি মাতাল অবস্থায় তার স্ত্রীর দোকানে প্রবেশ করে প্রথমে তাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে, পরে পিছন থেকে ভারী কোনো অস্ত্র দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে থাকবে, এই তো।'

'হ্যাঁ প্রায় সেরকমই তো আমার মনে হয়েছে । কিন্তু স্যার. আমাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে, আপনি যে ভূয়ো চিঠিটা পেয়েছেন, সেটা আর একবার আমাকে পড়ে দেখতে হচ্ছে। আমার আশঙ্কা, তবে কি এই চিঠিটা আসশার-এর কাছ থেকেই এসেছিল?'

পোয়ারো চিঠিটা ইন্সপেক্টরের হাতে তুলে দেয়, চিঠিটা পড়তে গিয়ে তার ভুরু কুঁচকে ওঠে।

'এটা পড়তে গিয়ে আসশার-এর ভাষার মতো লাগছে না,' ইন্সপেক্টর বললো অবশেষে। 'আমার সন্দেহ, ''আমাদের'' ব্রিটিশ পুলিশ এই কথাটা সে ব্যবহার করতে পারে কিনা, যদি না সে একজন ভয়ঙ্কর চতুর ব্যক্তি হয়। আমার আবার এও সন্দেহ, সেরকম বোধশক্তি সে অর্জন করেছে কিনা। তারপর লোকটি সব দিক থেকেই পরাজিত। তার হাতটা এতোই দুর্বল যে সে হাতে এমন সুন্দর করে চিঠি লেখা যায় না। চিঠির কাগজ এবং কালিও উৎকৃষ্ট ধরনের। চিঠিতে এমাসের একুশ তারিখের উল্লেখটাও বড় অদ্ভুত। অবশ্য এটা কাকতালীয়ও হতে পারে। কিন্তু আমি এ ধরনের কাকতালীয় ব্যাপার পছন্দ করি না।' মুহূর্তের জন্য নিরব হলো সে, তার কপালে ভুরু কুঁচকানোব রেখা পড়তে দেখা গেলো।

'এই শয়তান এ বি সি কে হতে পারে? মেরি ড্রোয়ারকে (এই ভাইঝিটি) জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখতে হবে, সে আমাদের কোনোরকম সাহায্য করে কিনা।'

'মিসেস আসশার-এর অতি সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন?'

'হ্যাম্পশায়ারে থাকতেন তিনি। যুবতী বয়সে তিনি লণ্ডনে চাকবী করতে যান, আর সেখানেই মিষ্টার আসশার-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাকে বিয়ে করেন। যুদ্ধেব সময় ব্যাপারটা ওঁদের কাছে খুবই দুরূহ হয়ে উঠে থাকবে। আসলে ভালোর জন্যেই ১৯২২ সালে তিনি তাঁর স্বামীকে ত্যাগ করেন। তখন ওঁরা লণ্ডনেই থাকতেন। তারপর স্বামীর হাত থেকে সম্পূর্ণভাবে রেহাই পাওয়ার জন্যে এখানে চলে আসেন। কিন্তু মিষ্টার আসশার তাঁর পিছু ছাড়লেন না, টাকা দাবী করে স্ত্রীকে প্রায়ই উত্তক্ত করছিলেন।'—এই সময় একজন কনস্টেবল সেখানে এসে হাজির হলো। তার দিকে তাকিয়ে ইন্সপেক্টর বলে উঠলো, 'হ্যাঁ বিগস, বলো, কি খবর বলো?'

'স্যার, সেই আসশার লোকটিকে আমরা এখানে ধরে নিয়ে এসেছি।'

'ঠিক আছে, ওঁকে এখানে নিয়ে এসো। কিন্তু কোথায় ছিলো সে?'

'রেলওয়ে সাইডিং-এ একটা ট্রাকের মধ্যে লুকিয়ে ছিলো।'

ফ্রাঙ্ক আসশারকে খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। তার মেজাজও বেশ খিটখিটে, ঘোলাটে চোখে পালা করে সে পোয়ারো এবং ইন্সপেক্টরের দিকে তাকালো। তারপর সে কৈফিয়ৎ চাইলো, আমার কাছে আপনারা কি চান? আমি তো অন্যায় কিছু করি নি। এখানে আমাকে ডেকে আনাটা লজ্জার ব্যাপারই শুধু নয়, আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর সামিল।' বলেই মিষ্টার আসশার কাঁদতে শুরু করে দিলো।

মনে রাখবেন, এখনো পর্যন্ত আমি আপনার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনি নি। আর আপনার ইচ্ছে না হলে আপনাকে কোনো স্বীকারোক্তি দিতে হবে না। অপরপক্ষে আপনার স্ত্রীর খুনের ব্যাপারে যদি আপনি জড়িত না হন—'

আসশার তার কথায় বাধা দিলো, তার কণ্ঠস্বর আর্ত চিৎকারের মতো শোনালো। 'আমি ওকে খুন করিনি! আবার বলছি আমি ওকে খুন করিনি! এসব মিথ্যে অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে। শুয়োরের বাচ্চা আপনারা ইংরেজরা আপনারা সবাই আমার বিরুদ্ধে গেছেন। আমি ওকে কখ্খনই খুন করি নি, না কখ্খনই নয়।'

'কিন্তু আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে আসশার, আপনি প্রায়ই আপনার স্ত্রীকে প্রাণনাশের হুমকি

দিতেন।'

'না, না। আপনি, বুঝতে পারছেন না। সেটা নেহাৎই একটা ঠাট্টা, আমার আর অ্যালিসের মধ্যে এ একটা ভালো ঠাট্টা। সে কথা অ্যালিসও বুঝত।'

'অদ্ভুত ঠাট্টা তো! আচ্ছা আসশার, এবার সত্যি করে বলুন তো গতকাল সন্ধ্যায় আপনি কোথায় ছিলেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি আপনাকে সব কিছুই বলবো। অ্যালিসের ধারে কাছে আমি যাইনি। আমি তখন আমার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারছিলাম, তারা সবাই আমার ভালো বন্ধু। আমরা সেভেন ষ্টারে ছিলাম, তারপর সেখান থেকে হট ডগ-এ যাই।' এরপর সে দ্রুত কথা বলতে গিয়ে তোতলাতে থাকে। 'ডিক উইলোয় আমার সঙ্গে ছিলো, এবং বৃদ্ধ কারডি, জর্জ প্লাট আর বেশ কয়েকটি ছেলে। বিশ্বাস করুন, আমি আবার বলছি, আমি কখনই অ্যালিসের কাছে যাইনি।'

'ওঁকে এখান থেকে নিয়ে যাও।' কনস্টেবলের দিকে ফিরে ইন্সপেক্টর বলে উঠলো, 'সন্দেহভাজন হিসেবে ওঁকে আটক করে রাখো।'

আসশার চলে গেলে ইন্সপেক্টর বললো, 'আমি কিছু ভাবতে পারছি না। যদি সেটা চিঠি সংক্রান্ত ব্যাপার না হয়, আমি বলবো, এ কাজ সে করেছে।'

'তার বর্ণিত লোকগুলোর সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?'

গতকাল তারা তাকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে তার স্ত্রীর দোকানের কাছে দেখেছে কি দেখেনি তার ওপরেই সবকিছু নির্ভর করছে।'

পোয়ারো চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লো।

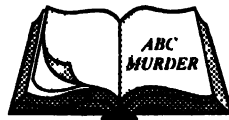
দোকান থেকে যে কোনো কিছু যে চুরি যায় নি এ ব্যাপারে আপনি কি একেবারে নিশ্চিত?'

'মনে তো হয় না। তাছাড়া দু'এক প্যাকেট সিগারেট চুরি করতে এসে কেউ যে কাউকে খুন করতে পারে ভাবা যায় না।'

'তাহলে দোকানে যে কেউ প্রবেশ করেছিল বুঝবোই বা কি করে বলুন?'

'একটা রেলওয়ে গাইড,' উত্তরে ইন্সপেক্টর বললো, 'হ্যাঁ, সেটা কাউন্টারের ওপর খোলা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় এমন করে যে, যেই তার ওপর চোখ রাখুক না কেন, মনে হয় দেখার ফাঁকে মাঝে মাঝে সে অ্যাণ্ডোভার থেকে রেল স্টেশনের দিকে ফিরে ফিরে তাকিয়ে দেখছিল, সে মিসেস আসশার হতে পারে, আবার কোনো খরিদ্দারও হতে পারে।'

রেলওয়ে গাইডের ওপর চোখ রাখা! এর মধ্যে পোয়ারো যেন একটা আশার আলো দেখতে পেলো। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো সে। 'আপনি বলছেন সেটা একটা রেলওয়ে গাইড!'



মেরি ড্রেয়ার

এখন আমার মনে হচ্ছে যে, এ বি সি রেলওয়ে গাইডের কথাটা শোনবার পর এ কেসে আমি যেন একটু আগ্রহ বোধ করতে শুরু করেছি। আগে আমি সেই ভুয়ো চিঠিটা অবান্তর বলে মনে করেছিলাম, কিন্তু এখন বেশ বুঝতে পারছি, সেটা এ কেসের ব্যাপারে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে চিঠিতে লেখা ২১ তারিখটা এখন আর শুধুই কাকতালীয় ব্যাপার বলে মনেই হচ্ছে না। প্রথমে আমার মনে হয়েছিল তার সেই নিষ্ঠুর মাতাল স্বামীই মিসেস আসশারকে খুন করে থাকবে। কিন্তু এখন এই রেলওয়ে গাইডের উল্লেখ শুনে (অক্ষরের ক্রমিক বিন্যাস অনুসারে সমস্ত রেলওয়ে গাইডকে

সংক্ষেপে এ বি সি বলে উল্লেখ করে থাকে) হঠাৎ আমি ভয়ঙ্কর ভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। অবশ্যই এটা দ্বিতীয় মিল হতে পারে না। এই বিষাদে ভরা অপরাধ একটা নতুন মোড় নিলো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কে সেই রহস্যময় ব্যক্তি যে মিসেস আসশারকে হত্যা করে এ বি সি রেলওয়ে গাইডটি দোকানে ফেলে রেখে যেতে পারে?

পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে আমাদের প্রথম কাজ হলো মার্গে গিয়ে মহিলাটির মৃতদেহ পর্যবেক্ষণ করা। সুন্দর ছাঁদে চুল বাঁধা অবস্থায় তাকে দেখে অবাক হলাম কি অদ্ভুত প্রশান্তি তার চোখে মুখে লেগেছিলো তখনো, যেন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে জানতো না, মৃত্যু তাব শিয়রে কেমন নিঃশব্দে ওঁৎ পেতে বসেছিল।

'কে বা কোন্ অস্ত্র দিয়ে ওঁকে আঘাত করা হয়েছিল কখনো জানা যাবে না,' সার্জেন্ট পর্যবেক্ষণ করে বললো, 'ডাঃ কের এরকমই বলেছেন।'

'একসময় মহিলা খুবই সুন্দরী ছিলেন বলে মনে হয়,' পোয়ারো মন্তব্য করলো।

তাপর আমরা মর্গ থেকে বেরিয়ে এলাম। এরপর আমাদের পরবর্তী কাজ হলো সার্জেনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা। ডাঃ কের সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন এই ভাবে ঃ মারণাস্ত্রর কোনো হদিশ পাওয়া যায় নি। কি যে ঘটেছে বলা মুশকিল। তবে এটুকু বলতে পারি, একটা ভারী লাঠি বা মুগুর কিংবা বালির বস্তা, এধরনের একটা কিছু এ কেসের পক্ষে উপযুক্ত হতে পাবে?'

'আচ্ছা ডক্টর এই ধরনের আঘাতের জন্যে আরো ভারী কোনো বস্তুর কি প্রয়োজন হতে পারে?'

'মানে সত্তর বছরের বৃদ্ধার পক্ষে কি অতো ভারী বস্তু ব্যবহার করা সম্ভব বলে মনে হতে পরে? তবে হ্যাঁ কোনো রোগাটে ধরনের লোকের পক্ষে ওসবের চেয়ে ভারী কোনো অস্ত্র ব্যবহার করা অবশ্যই সম্ভব হতে পারে, আর এভাবে সে তার ইচ্ছা পূরণ করতেও পারে।'

'তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, খুনী একজন মহিলাও হতে পারে।' এই পবামর্শটা কিন্তু ডাক্তাবের কাছে সঠিক বলে মনে হলো।

ডাক্তাবের ধারণা, মহিলাটি কাউন্টাবের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকবে (অর্থাৎ তাঁব ঘাতকের দিকে পিছন করে) আর তখনি পিছন থেকে তাঁকে আঘাত করা হয়ে থাকবে। এর ফলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কাডন্টারের অড়ালে পড়ে যান যে কারণে কাউন্টারের ওপর থেকে তাঁর দেহটা দেখা যায় না।

ডাঃ কেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেখান থেকে চলে আসাব পর পোয়ারো আমার কাছে মুখ খুললো ঃ 'হেস্টিংস, তুমি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করে থাকবে, আসশার-এর অনুকূলে আমরা আরো একটা যুক্তি খুঁজে পেয়েছি। ধরো যদি সে তার স্ত্রীকে গালিগালাজ করেই থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে তাব স্ত্রী স্বভাবতই কাউন্টারের দিকে পিছন ফিরে না থেকে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থেকে তার মোকাবিলা করতো। কিন্তু এক্ষেত্রে সেরকম কিছু যখন ঘটতে দেখা যায়নি তখন অনায়াসেই ধরে নেওয়া যায় যে, কোনো খরিদ্দারের চাহিদা মতো তামাক কিংবা সিগারেটের সন্ধানেই সে পিছনে সেল্‌ফের দিকে ঝুঁকে থাকবে, আর তখনি তাকে পিছন থেকে মাথায় আঘাত করা হয়েছে।

একটু থেমে পোয়ারো আবার বললো, 'আমার মনে হয়, এখান থেকে ওভারটন খুব বেশী দূরে নয়। তাই ভাবছি মৃতা মহিলার ভাইঝিকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে কেমন হয়?'

'তবে তার আগে অবশ্যই তোমাকে প্রথমে সেই দোকানে যেতে হবে যেখানে অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে।'

'একটা বিশেষ কারণে পরে সেখানে যাবো,' এই বলে লণ্ডন রোড ধরে ওভারটন অভিমুখে গাড়ি চালাতে শুরু করলো পোয়ারো।

আমাদের কলিং বেলের উত্তরে একটি ঘন কালো চুলের মেয়ে দরজা খুলে দিলো, তার চোখ দুটি লাল, কাঁদছিল বোধহয়। তার উদ্দেশ্যে পোয়ারো বলে উঠলো—

'আহ! আমার অনুমান, আপনিই তো মিস মেরি ড্রোয়ার, এখানকার পার্লার মেড?'

'হ্যাঁ, স্যার, আপনার অনুমানই ঠিক, আমিই মিস মেরি।'

'তাহলে আপনার মিস্ট্রেসের আপত্তি না থাকলে আপনার পিসিমা মিসেস আসশার-এর সম্পর্কে কয়েক মিনিট কথা বলতে চাই।'

মিস্ট্রেস এখন বাইরে, তাছাড়া তিনি কিছু মনে করবেন না।' এই বলে দরজাটা পুরোপুরি খুলে মেরি আমাদের স্বাগত জানালো। একটা জানালার পাশে বসে পোয়ারো আগ্রহ সহকারে মেয়েটিকে নিরীক্ষণ করতে থাকলো। 'আপনি নিশ্চয়ই আপনার পিসীর মৃত্যুর খবর শুনে থাকবেন?'

মেয়েটি মাথা নেড়ে সায় দেয়, তার চোখে আবার জল জমে ওঠে। 'আজ সকালেই পুলিশ এসে আমাকে দুঃসংবাদটা দেয়। ওঃ কি ভয়ঙ্কর! বেচারী পিসী, কি কষ্টের জীবনই না ছিলো তাঁর।'

'অ্যাণ্ডোভারে আপনাকে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেয় নি পুলিশ?'

'সোমবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে তারা অবশ্যই আমাকে যেতে বলেছে। কিন্তু আমি বোধ হয় এই মুহূর্তে যেতে পারছি না, একটু অসুবিধে আছে।'

'মেরি, আপনি পিসীর খুব প্রিয় ছিলেন, তাই না?' পোয়ারো শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো।

'অবশ্যই স্যার। তিনি সব সময়েই আমার প্রতি সদাশয় ছিলেন। আমার মায়ের মৃত্যুর পর মাত্র এগারো বছর বয়সে লণ্ডনে তাঁর কাছে যাই। বেচারী, সেই জার্মান ভদ্রলোক সব সময়েই তাঁকে কষ্ট দিতো, উত্যক্ত করতো। পিসী তাকে "বুড়ো শয়তান" বলে সম্বোধন করতো। সে তাঁকে কখনো এতটুকু শান্তি দেয়নি।' মেয়েটি তার পিসীর দুঃখের কাহিনী শোনাতে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

'ঠিক আছে মেরি, এখন বলুন, তিনি আপনার পিসীকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছিলেন, কিনা?'

'ও হ্যাঁ, দিয়েছিলেন বৈকি! ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক সব কথা তিনি বলতেন, যেমন পিসীর কণ্ঠনালী ছিন্ন করে দেবেন বলে তিনি তাকে শাসাতেন। তবু পিসী বলতেন, বিয়ের পর কি করে যে বদলে যায় ভাবা যায় না।'

'আর তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর স্বামীকে নিয়মিত ভাবে টাকা দিয়ে যেতেন।'

'বললাম তো হাজার হোক তিনি ওঁর স্বামী ছিলেন, তাই স্যার—'

'বেশ ধরুন, তিনি আদৌ আপনার পিসীকে খুন করেন নি।'

'তিনি পিসীকে খুন করেন নি বলছেন?' অবাক চোখে তাকালো মেরি।

'হ্যাঁ' আমি সেরকমই বলছি। ধরুন অন্য কেউ তাঁকে খুন করে থাকবে। সে কে হতে পারে এ ব্যাপারে আপনার কোনো ধারণা আছে?'

বিহ্বল দৃষ্টিতে পোয়ারোব দিকে তাকিয়ে মেরি বললো, 'না স্যার, আমার কোনো ধারণা নেই।'

'তাঁর বিরুদ্ধে কারোর ঈর্ষা ছিলো, এমন কথা কখনো শোনেন নি?'

'না স্যার।'

'আচ্ছা, তিনি কখনো ভুয়ো চিঠি পেয়েছেন?' এই যেমন ধরুন অস্বাক্ষরিত কোনো চিঠি কিংবা স্বাক্ষরিত শুধুই এ বি সি এই তিনটি অক্ষরে।'

পোয়ারো গভীর দৃষ্টি ফেলে মেয়েটিকে লক্ষ্য করতে থাকে। কিন্তু তাকে স্রেফ হতভম্ব হয়ে মাথা নাড়তে দেখা গেলো।

'আপনি ছাড়া আপনার পিসীর অন্য আর কোনো আত্মিয়-স্বজন আছেন?'

'এখন আব নেই স্যার। তিনি ছিলেন দশজনের মধ্যে একজন। কিন্তু মাত্র তিনজন জীবিত ছিলেন। আমার কাকা টম যুদ্ধেনিহত হন, আমার আর এক কাকা হ্যারি দক্ষিণ আমেরিকায় চলে যান একদিন, তাবপর থেকে তাঁর খবর কেউ জানে না। আব আমার মা মারা গেছেন সে কথা তো আগেই আপনাকে বলেছি।'

'আপনার পিসীর কোনো সঞ্চয় ছিলো, মানে টাকাকড়ি কিছু রেখে গেছেন?'

'ব্যাঙ্কে কিছু টাকা তিনি রেখে গেছেন। তিনি বলতেন, তাঁর অন্তেষ্টিক্রিয়া সমাধার পক্ষে সেটা নাকি যথেষ্ট।'

চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে পোয়ারো বললো, 'দেখুন মেরি ভবিষ্যতে যদি আপনাকে আমার কখনো প্রয়োজন হয়, তাহলে চিঠি লিখে খবর দেবো।'

'দেখুন স্যার, সত্যি কথা বলতে কি, আমি আর এখানে থাকছি না, পিসীকে সঙ্গ দেবার জন্যেই আমার এখানে থাকা, কিন্তু তিনিই যখন আর রইলেন না,—' তার চোখে আবার জল দেখা দিলো। 'তাই ভাবছি, লণ্ডনেই ফিরে যাবো।'

'বেশ তো, সেখানকার ঠিকানা আমাকে দেবেন, আমি নিজে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করবো। এই নিন আমার কার্ড।'

কার্ডটার ওপর চকিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মেরি বিহ্বল দৃষ্টিতে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে বললো, 'তার মানে পুলিশের সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই স্যার?'

'অমি একজন সখের গোয়েন্দা।



অপরাধের ঘটনাস্থল

ভীড় এড়ানোর জন্যে পোয়ারো একটু তফাতে গাড়ি থামালো। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে নেমপ্লেটটা বেশ স্পষ্ট দেখা গেলো ঃ "এ আসশার—"

পোয়ারো নীরবতা ভঙ্গ করে এক সময় বলে উঠলো, 'এসো হেস্টিংস, ভেতরে যাওয়া যাক।'

ভীড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলার পথে একজন তরুণ পুলিশম্যানের কাছ থেকে আমরা বাধা পেলাম।

ইন্সপেক্টরের দেওয়া পরিচয়পত্রটা তাকে দেখালো পোয়ারো।

কনস্টেবল মাথা নেড়ে দরজার তালা খুলে দিলো আমাদের ভেতরে ঢোকার জন্যে। দোকানের ভেতরটা বড়ই অন্ধকার, হয়তো শাটারটা লগোনো ছিলো বলে। তাব ওপর বাল্বটা কম পাওয়ারের।

কনস্টেবল তার হ্যাম্পশায়ারি নিচু গলায় ঘটনার ব্যাখ্যা করতে থাকে ঃ 'ওই যে কাউন্টারটা দেখতে পাচ্ছেন, ওটার ঠিক পিছনে সিগারেটের কয়েকটা পেটির ওপর মিসেস আসশারের দেহটা পড়েছিল।'

'মৃতদেহের হাতে কোনো কিছু ছিলো না?'

'না স্যার, তবে ওঁব মৃতদেহের পাশে এক প্যাকেট প্লেয়ার পড়েছিল।'

পোয়ারো মাথা নেড়ে বললো, 'আর রেলওয়ে গাইডটা কোথায় ছিলো?'

'এখানে স্যার।' কনস্টেবল কাউন্টারের ওপর একটা জায়গা ইঙ্গিতে দেখালো। 'অ্যাণ্ডোভারের পাতাটা খোলা অবস্থায় পড়েছিল, দেখে মনে হয়েছিল সে বোধহয় লণ্ডনগামী কোনো ট্রেনের সময় লক্ষ্য করছিল। আর তাই যদি হয়, তাহলে ধরে নিতে হয় যে, সে কখনোই অ্যাণ্ডোভারের বাসিন্দা হতে পারে না। কিন্তু আবার এও হতে পারে, রেলওয়ে গাইডটা অন্য কোনো লোকের হতে পারে যার এই খুনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। নেহাতই ভুলবশত সেটা সে এখানে ফেলে গিয়েছে।'

'কারোর হাতের ছাপ?' আমি জানতে চাইলাম।

কনস্টেবল জোরে জোরে মাথা নাড়লো। 'এখানকার সর্বত্র পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। কিন্তু স্যার, কারোর হাতের ছাপ পাওয়া যায়নি।'

কন্স্টেবলের কাছ থেকে জানা গেলো, মিসেস আসশার দোকান সংলগ্ন একটি ঘরেই থাকতো। দরজা পেরিয়ে সেই ঘরে আমরা গিয়ে হাজির হলাম। আসবাবপত্রগুলো পুরনো, সেকেলে, তবে ঘরটা যথেষ্ট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। দেওয়ালে তিনটি ফটো টাঙ্গানো ছিলো, তার মধ্যে একটি সস্তা ধরনের, বলাবাহুল্য সেটি মেরি ড্রোয়ারের, যাকে আমরা একটু আগে দেখে এলাম, তার পরনে অবশ্য দামী পোষাক। দ্বিতীয় ছবিটা এক বয়স্কা মহিলার, সম্ভবত মিস রোজির, যে মিসেস আসশার-এর কাছ থেকে এককালীন কিছু টাকা উপহার পেয়ে চলে যায় নিজের ব্যবসা শুরু করার জন্যে। আর তৃতীয় ও শেষ ফটোটি বেশ জমকালো এবং অল্প বয়সের দুই যুবক-যুবতীর বিয়ের পোষাকে তোলা ছবি। 'সম্ভবত মিষ্টার ও মিসেস আসশার-এর বিয়ের সময়ে তোলা হয়ে থাকবে ছবিটা' পোয়ারো মন্তব্য করলো। ' খেয়াল করে দেখো হেস্টিংস , তোমায় আমি বলেছিলাম না, যৌবনে মিসেস আসশার রীতিমতো একজন সুন্দরী ছিলেন।'

পোয়ারো যথার্থই বলেছিল। সদ্যবিবাহিত দম্পতিদের ছবিতে মিসেস আসশারকে সত্যি খুবই সুন্দরী দেখাচ্ছিল। দীর্ঘদিন আগে তোলা ছবি বলে তার রঙ হলদেটে বিবর্ণ হলেও তাতে মিসেস আসশার-এর সৌন্দর্য হানি একটুও হয়নি।

পোয়ারোকে দেখলাম, সে এবার ঘরের ভেতরটা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নজর দিতে শুরু করলো। দীর্ঘ সময় ধরে পর্যবেক্ষণের পরে একসময় সে নিজের থেকেই বলে উঠলো, 'আর কিছু দেখার বা জানার নেই, চলো এবার ফেরা যাক।' সে কিন্তু তার পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে মুখ খুললো না আপাতত। আমি তাকে অনুসরণ করে বাইরে বেরিয়ে এলাম অতঃপর। অনেকক্ষণ পরে সে মুখ খুললো, 'এখানকার লোকজনরা মুখ খুলতে চাইলো দেখলে হেস্টিংস? অবশ্যই এখানে তাদের সন্দেহটা খুবই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল, আর তারই ফলস্বরুপ তারা নিজেদেরকে গুটিয়ে রেখেছিল আমাদের কাছ থেকে, ধরো যদি আমি খবর সংগ্রহের জন্যে ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করতাম, সেক্ষেত্রে তারা তখন শামুকের মতো নিজেদেরকে গুটিয়ে ফেলতো। তারা বেশ ভালো করেই জানে যে, যদি তারা একবার মুখ খোলে তাহলে পোয়ারোর মতো ঝানু গোয়েন্দা তাদের পেট থেকে এক এক করে সব কথা টেনে বার করে আনবেই। একবার পুলিশী ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে তখন তাদের লম্বা-চওড়া হাত থেকে বেরিয়ে আশা াখুবই মুশকিল হয়ে পড়বে। আর আমরা এও জানি যে, সেই বিশেষ সময়টা রীতিমতো "ব্যস্ত সময়" এবং সবাই তখন যে যার নিজের কাজ নিয়ে চিন্তা করবে, কোথায় কি ঘটলো না ঘটলো তা নিয়ে তারা কখনোই মাথা ঘামাতে যাবে না। তাহলেই বুঝতে পারছো হেস্টিংস, আমাদের চতুর খুনী অনেক মাথা ঘামিয়ে সেই সময়টা বেছে নিয়েছিল, কারণ তার পক্ষে বাড়তি সুবিধে ছিলো, সেই সময় পথচারীরা যে যার কাজে ব্যস্ত থাকবে, তাই সে কাকে খুন করলো তা দেখতে যাবে না, আর পরে তা ফিরে মাথাও ঘামাবে না।

পোয়ারো এক সময় গাড়ি থামালো একটা রাস্তার ধারে। মিসেস আসশার-এর দোকান-কাম বাড়ির উল্টোদিকের রাস্তায় একটা খালি বাড়ি চোখে পড়লো। বাড়ির একটা জানালায় "বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে" সাইনবোর্ডটি ঝুলে থাকতে দেখা গেলো। অপরদিকের একটি বাড়ির জানালায় নোংরা পর্দা ঝুলছিল। এই বাড়ির সামনে গিয়ে পোয়ারো নিজেই প্রথমে একবার কলিংবেল টিপলো, উত্তর না পেয়ে সে এবার ক্রমাগত বেল টিপে যেতে থাকলে। এতে ফল হলো, দেবীতে হলেও অবশেষে দরজা খুলে যেতে দেখা গেলো। দরজা খুললো একটি বাচ্ছা ছেলে যার নাকটা দর্শনীয়।

'শুভ সন্ধ্যা,' পোয়ারো বললো। 'তা তোমার মা কি বাড়ির ভেতরে আছেন?'

'অ্যাঁ, কি বললেন?' ছেলেটির চাহনিতে অনাগ্রহ এবং সন্দেহের ছায়া পড়তে দেখা গেলো।

'তোমার মা—' পোয়ারো আবার জিজ্ঞেস করলো।

কয়েক মুহূর্ত পরে ছেলেটি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে চিৎকার করে বলতে থাকলো, 'মাম কারা যেন তোমাকে ডাকছেন।'

একজন মেজাজী মহিলা সিঁড়ির উপর থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে

দেখে নিয়ে নিচে নামতে শুরু করলো।

'আপনারা মিথ্যে সময় নষ্ট করছেন,' মহিলাটি এভাবে কথা বলতে শুরু করলে পোয়ারো তাতে বাধা দিলো।

পোয়ারো মাথা থেকে টুপিটা খুলে নতজানু হয়ে তাকে সম্ভাষণ জানালো। ' শুভসন্ধ্যা ম্যাডাম। আমি ইভনিং ফ্লিকারের একজন কর্মচারী। আপনার প্রতিবেশিনী মৃতা মিসেস আসশার-এর ওপর একটা প্রবন্ধ লিখতে চাই, এ কাজে আপনাকে সাহায্য করতে হবে। অবশ্য তার বিনিময়ে আমি আপনাকে পাঁচ পাউণ্ড উপহার দেবো।'

অর্থপ্রাপ্তির কথা শুনে ভদ্রমহিলার ঠোঁট থেকে একটু আগের রুক্ষতা যেন নিমেষে উধাও হয়ে গেলো। সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে এসে শান্ত গলায় বললেন, 'দয়া করে ভেতরে আসুন। একটু বসবেন না স্যার?'

ঘরটা রীতিমতো ছোট এবং প্রচুর জিনিষপত্রে ঠাসা, তবু কোনোরকমে আমরা সেখানে নিজেদের ঠাঁই করে নিলাম।

'একটু আগে রূঢ় ব্যবহারের জন্যে প্রথমেই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আসলে কি জানেন স্যার, প্রায়ই সেলস্‌ম্যানরা নানান অপ্রয়োজনীয় জিনিষ বিক্রী করতে এসে বিরক্ত করে থাকে। আমি আপনাকে আমার পরিচয় দিয়ে রাখি, আমার নাম মিসেস ফাউলার।'

'ঠিক আছে মিসেস ফাউলার। আশাকরি আমি যা যা জানতে চাইবো আপনি ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন।'

'আপনি কি জানতে চাইবেন জানি না, তবু—ভদ্রমহিলার চোখে পাঁচ পাউণ্ডের হাতছানির ছায়া পড়তে দেখা যায়। ' মিসেস আসশারকে অবশ্যই জানি, কিন্তু কোনো কিছু লেখার ব্যাপারে—

পোয়ারো দ্রুত তাঁকে জরীপ করে নেয়, এতে ওঁর কোনো পরিশ্রম হওয়ার কথা নয়। সে শুধু ওঁর কাছ থেকে মিসেস আসশার সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করে নেবে। এসব কথা শুনে উৎসাহবোধ করলেন মিসেস ফাউলার। পরস্পর তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের থেকে বলে যেতে থাকলেন। মিসেস আসশার খুবই চাপা স্বভাবের মহিলা ছিলেন, আপনি তাকে ঠিক বন্ধুভাবাপন্ন বলতে পারেন না। তবে বেশ বুঝতে পারতাম, প্রচুর ঝামেলার মধ্যে দিয়ে তাঁকে জীবন কাটাতে হতো। বেচারী, সবাই তাঁর অমন দুরাবস্থার কথা জানতো। ফ্রাঙ্ক আসশার-এর ওপর অনেক বছর আগেই নজর দেওয়া উচিত ছিলো। তবে তাই বলে এই নয় যে, মিসেস আসশার তাঁর স্বামীকে ভয় পেতেন। কিন্তু যখনই টাকার প্রয়োজনে তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে এসে অশ্রাব্য ভাষায় শুধু গালিগালাজ নয়, শারীরীক অত্যাচার চালাতেন স্ত্রীর ওপর তখনই মিসেস আসশার ভয়ঙ্কর ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠতেন। তাই আমি তাঁকে বার বার বলে এসেছি, "দেখবেন, একদিন আপনার এই স্বামী অপদেবতাটি মারাত্মক ক্ষতিকারক হয়ে উঠবেন।" আর তাই তিনি করেছেন, করেন নি, আপনিই বলুন?' এবং তারপর মিসেস ফাউলার পাশের বাড়িতে থেকেও আর কখনো হৈচৈ কিংবা আসশার দম্পতির সাড়া-শব্দ শুনতে পাননি।

একটু সময় নীরব থেকে পোয়ারো শেষ পর্যন্ত একটা জরুরী প্রশ্ন করে বসলো : 'আচ্ছা, মিসেস আসশার কখনো একটা অদ্ভুত চিঠি প্রাপ্তির কথা বলেছিল আপনাকে, যে চিঠিতে ঠিক মতো সই-সাবুদ ছিলো না, চিঠির শেষে স্রেফ লেখা ছিলো এ বি সি!'

দুঃখের বিষয়, মিসেস ফাউলার নেতীবাচক উত্তর দিলেন। 'আমি জানি, আপনি সেই ভূয়ো চিঠির কথা বলছেন তো। না, এ ব্যাপারে তিনি আমার কাছে মুখ খোলেন নি। আর আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, ফ্রাঙ্ক আসশার কখনো এই ধরনের চিঠি লেখেন নি, আর তিনি যদি বা লিখতেন মিসেস আসশার নিশ্চয়ই আমাকে বলতেন। আর সেটাই বা কি হতে পারে? সেটা তো একটা রেলওয়ে গাইড, যেমন একটি এ বি সি? না, সেরকম কি আমি দেখতে পাইনি। আর মিসেস আসশারও আমাকে এ ব্যাপারে কিছু বলেন নি। তবে এডি নামে মেয়েটি এসে আমাকে বলেছিল, "জানো মাম, পাশের বাড়ির দরজায় প্রচুর পুলিশের সমাগম দেখে এলাম।" তার কথা শুনে আমি বিচলিত হয়ে উঠি।

আর তখনি আমার মনে হয়েছিল, ওঁকে বাড়িতে একা ছেড়ে রাখাটা ঠিক হয়নি। আর ওর ভাইঝি এসে ওঁর সঙ্গে থাকা উচিত ছিলো। মাতাল অবস্থায় যে কোনো লোক নেকড়ে বাঘের মতো হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। আমার মতে ওঁর সেই বুড়ো ভাম স্বামীটি ছিলো হিংস্র জানোয়ারের থেকেও বেশী বিপজ্জনক। এ ব্যাপারে আমি ওঁকে অনেকবার সতর্ক করে দিয়েছিলাম। এখন সেটা সত্যে পরিণত হলো। মাতাল অবস্থায় একজন পশুসম ব্যক্তি কতো যে ভয়ঙ্কর ওঁর স্বামী সেটা প্রমান করে দেখালো।' এই বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিসেস ফাউলার।

'কিন্তু এই আসশার লোকটিকে দোকানে প্রবেশ করতে কেউ দেখেনি,' পোয়ারো মন্তব্য করলো। খুনী নিজেকে আড়াল করেই দোকানে প্রবেশ করলো? এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। তাছাড়া দোকানে প্রবেশ করবার জন্যে পিছন দিকেও কোনো দরজা ছিলো না।' পোয়ারো এখন বুঝে গেছে, মিসেস ফাউলার-এর কাছ থেকে যা জানবার প্রয়োজন ছিলো সব জানা হয়ে গেছে। এরপর জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাওয়া নিরর্থক। তাই সে তার প্রতিশ্রুতি মতো অর্থ-পুরস্কার মিসেস ফাউলারকে দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এলো।

ফেরার পথে আমি পোয়ারোকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি মনে করো, মিসেস ফাউলার যা তোমাকে বলেছেন তার থেকে অনেক বেশী কিছু তিনি জানেন, যা তিনি চেপে গেছেন?'

'দেখো বন্ধু, আমরা এখন এমন একটা অদ্ভুত অবস্থায় রয়েছি, যেখানে আমরা নিজেরাই জানি না, কি প্রশ্ন করতে হবে। এ যেন আমাদের অন্ধকারে বাচ্ছা ছেলেদের খেলার মতো। তাই স্বভাবতই তিনি আমাদের যা যা বলেছেন ধরে নিতে হবে ঠিক ততোটুকুই উনি জানেন। যাইহোক, ওঁর সাক্ষ্য আমাদের কাজে লাগতে পারে। তাই ভবিষ্যতের কথা ভেবেই পাঁচ পাউণ্ড আগাম খরচ করে রাখলাম।'

ইন্সপেক্টর গ্লেনকে নেহাতই হতাশ বলে মনে হলো। পোয়ারো তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'খুনীকে দোকানে প্রবেশ করতে দেখেছে, এমন কারোর সন্ধান নিশ্চয়ই পাননি?'

'ও হ্যাঁ, কিছু লোক দেখেছে বৈকি!' উত্তরে সে বললো, 'চোরা চাহনির তিনজন দীর্ঘদেহী লোক, দু'জন দাড়িওয়ালা লোক, আর তিনজন মেদবহুল লোক, ব্যাস এই পর্যন্ত। আমি ভেবে অবাক হচ্ছি, রিভলবার হাতে মুখোস পরিহিত একটা দলকে দোকানে কেউ ঢুকতে দেখতে পেলো না কেন?'

সহানুভূতির হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো পোয়ারোর ঠোঁটে। 'আচ্ছা, আসশার নামে এই লোকটিকে কেউ দোকানে ঢুকতে দেখেনি?' পোয়ারো জানতে চাইলো।

'না। তার পক্ষে এটা আর একটা যুক্তি। তবে আমি চীফ কনস্টেবলকে বলেছি, এটা কোনো স্থানীয় ক্রাইম নয়, তাই এ কেস স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের হাতে নেওয়া উচিত।'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত,' গম্ভীরভাবে বললো পোয়ারো।

লণ্ডনে ফিরে যাবার আগে আমাদের আরো দু'জনের সাক্ষাৎকার নিতে হবে। প্রথমজন মিস্টার প্যারট্রিজ, যিনি শেষ ব্যক্তি মিসেস আসশারকে জীবিত অবস্থায় দেখেছিলেন। বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় তাঁর কাছ থেকে সিগারেট কিনেছিলেন। ছোটখাটো চেহারার মানুষ, পেশায় একজন ব্যাঙ্ক ক্লার্ক।

'মিস্টার পোয়ারো,' আমার বন্ধুর দেওয়া কার্ডটার ওপর চকিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মিস্টার প্যারট্রিজ বললেন, 'ইন্সপেক্টর গ্লেন-এর কাছ থেকে আসছেন? বলুন মিস্টার পোয়ারো, আমি কি করতে পারি?'

'মিস্টার প্যারট্রিজ, আমি জেনেছি, আপনিই শেষ ব্যক্তি যিনি মিসেস আসশারকে জীবিত অবস্থায় দেখেছিলেন।'

মিস্টার প্যারট্রিজ পোয়ারোর দিকে এমন ভাবে তাকালো যেন সন্দেহজনক কোনো চেকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। 'দেখুন মিস্টার পোয়ারো, এটা একটা অত্যন্ত বিতর্কমূলক প্রশ্ন। আমার সিগারেট কেনার পর আরো অনেক লোক মিসেস আসশার-এর কাছ থেকে সিগারেট কিনে থাকতে পারে।'

'তাই যদি হয়, তারা কেউই মুখ খুলতে এগিয়ে আসেনি।'

'জানেন মিস্টার পোয়ারো, কিছু লোকের নাগরিক কর্তব্যজ্ঞান বলতে কিছু নেই।'

'খুবই সত্যি কথা। একমাত্র আপনিই নিজের থেকে আপনার কর্তব্য পালন করার জন্যে নিজের থেকে পুলিশের কাছে এগিয়ে গেছলেন।' একটু থেমে পোয়ারো জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি মিসেস আসশারকে কি আদৌ চিনতেন? কিংবা তার পারিবারিক ইতিহাস জানা আছে?'

'না, ওঁর দোকান থেকে সিগারেট কেনা ছাড়া বাড়তি কোনো কথা বলিনি ওঁর সঙ্গে।

'আপনি কি জানতেন, ওঁর মাতাল স্বামী ওঁর জীবননাশের হুমকি দিয়েছিল?'

'না, বললাম তো, ওঁর সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।'

পোয়ারো উঠে দাঁড়লো চলে যাবার জন্যে। 'ধন্যবাদ মিস্টার প্যারট্রিজ, এই সব প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে আপনাকে আর একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' তারপর সে আবার বললো, 'আচ্ছা, আপনার কাছে এ বি সি আছে? লণ্ডনে ফিরে যাবার ট্রেনের সময় আমি একবার দেখতে চাই।'

'ওই তো। আপনার ঠিক পিছন দিকের সেল্‌ফে রয়েছে,' উত্তরে মিস্টার প্যারট্রিজ বললেন।

সেই সেল্‌ফে এ বি সি ছাড়াও একটি ব্র্যাডশ, স্টক এক্সচেঞ্জ ইযার বুক, কেলির ডাইরেক্টরি, একটি হুজ হু এবং একটি স্থানীয় ডাইরেক্টরি।'

পোয়ারো এ বি সি টি সেল্‌ফ থেকে নিয়ে ট্রেনের সময় দেখার ভান করলো। তারপর আর একবার তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেখান থেকে চলে এলো।

পরবর্তী সাক্ষাৎকার মিস্টার অ্যালবার্ট রিডেলের সঙ্গে, যিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের মানুষ। মিস্টার অ্যালবার্ট রিডেল রেললাইন পাতার কর্মী। তিনি আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ওদিকে তাঁর স্ত্রী তখন খুবই নার্ভাস হয়ে প্লেট ও ডিস পরিস্কার করছিলেন। ভদ্রলোকের চেহরাটা বেশ মাপের, কিন্তু তাঁর খুদে খুদে চোখ দু'টিকে সন্দেহের ছায়া পড়তে দেখা যায়। চোখদু'টো আরো ছোটো করে পিটপিট করে তাকালেন আমাদের দিকে। আমার যা বলার সব কিছুই স্থানীয় পুলিশকে বলেছি। তারপরেও আমাকে নিয়ে কি বা করার থাকতে পারে? এখন দেখছি বহিরাগতদের সামনেও মুখ খুলতে হবে।' ভদ্রলোককে যেন একটু বিরক্ত বলে মনে হলো।

পোয়রো তাঁর কথায় মজা পাওয়ার মতো করে চকিতে একবার আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি ফেলে তাঁর উদ্দেশ্যে বলে উঠলো, 'আপনার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি আছে, কিন্তু আপনি চুপ করেও থাকতে পারেন না। এটা একটা খুনের ঘটনা, তাই না? সবাইকেই অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে।'

'ঠিক আছে, বার্ট, ভদ্রলোক যা জানতে চাইছেন বলে দেওযাই ভালো,' পিছন থেকে তাঁর স্ত্রী তাঁকে সৎপরামর্শই দিলেন।

'তুমি চু'প করো!' ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে ধমকে উঠলেন।

'আমার ধারণা, আপনি নিজের থেকে পুলিশের কাছে যান নি।' সংযত গলায় পোয়ারো বলে উঠলো।

'এটা আমার কোনো ব্যাপার নয়,' ভদ্রলোক রাগতস্বরে বললেন। 'তাই কেনই বা যেতে যাবো আমি?'

'এটা একটা মতামত জানানোর ব্যাপার,' পোয়ারোও তার গলা চড়িয়ে বলে উঠলো, 'একজন খুন হয়েছে, পুলিশ জানতে চায় খুনের সময় দোকানে কেউ ছিলো কিনা। তাই স্বভাবতই আপনি যদি নিজের থেকে এগিয়ে এসে আপনার মতামত জানান, তাহলে সেটাই হবে খুব স্বাভাবিক। তাছাড়া স্থানীয় পুলিশই আপনার নাম আমাকে দিয়ে বলেছিল, খুনের আগে আপনি মিসেস আসশার-এর দোকানে গেছলেন। আপনার বক্তব্য শুনে তারা সন্তুষ্ট হয় নি?'

'তারা কেনই বা সন্তুষ্ট হবে না?' রুক্ষস্বরে বার্ট দাবী করলো।

'কারণ সেই সময় নিহত মিসেস আসশার-এর দোকানের ধারে-কাছে কাউকে দেখা যায়নি, কিন্তু আপনি সেখানে গেছলেন।'

'তার মানে আপনি কি আমাকে ফাঁসাতে চাইছেন? কিন্তু আপনি কখনোই সফল হবেন না। এ ধরণের জঘন্য অপরাধ করার কি কারণই বা থাকতে পারে আমার? ভেবে দেখুন, আমি কেবল

তামাক কিনতেই ওঁর দোকানে গেছলাম। চিন্তা করে দেখুন, ওরা বলে আমার মধ্যে নাকি খুনের নেশা আছে? সত্যি কি তাই?' হুমকি দিতে দিতে তিনি তাঁর আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর স্ত্রী গর্জন করে উঠলেন, 'বার্ট ও কথা বলো না বার্ট। শোনো, তুমি অমন করলে ওঁরা ভাবতে পারেন'—

'মঁসিয়ে, আপনি শান্ত হোন,' পোয়াবো বললো, 'আমি তো কেবল এই দোকানে আপনার যাওয়ার পর কি ঘটেছিল, সে কথাই জানতে চাইছি, এর বেশী কিছু নয়। কিন্তু এই যে আপনি বলতে অস্বীকার করলেন, আমরা কি বলবো, একটু অস্বাভাবিক নয় কি?'

'কে বললো আমি অস্বীকার করেছি?' বিডেল আবাব তার আসনে ফিরে গিয়ে বললেন, 'তবে আপনারা যাই ভাবুন না কেন, আমি তাতে কিছুই মনে করবো না।'

'আচ্ছা, আপনি তো ঠিক ছ'টার সময় দোকানে ঢুকেছিলেন?'

'ঠিক তাই, দু'এক মিনিট আগে কিংবা পরে হতে পারে। এক প্যাকেট গোল্ড ফ্লেকের প্রযোজন ছিলো। আমি যখন দবজা ঠেলি—'

'তখন কি দরজাটা বন্ধ ছিলো?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। ভাবলাম হযতো দোকান বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকবে। কিন্তু আসলে তা নয়। একটু জোরে দরজা ঠেলতেই খুলে যায়, ভেতরে গিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই। আমি তখন কাউন্টারে আলতো করে ঘুঁষি মেরে উত্তরের অপেক্ষায় থাকি। কিন্তু কেউ এলো না, তাই আমি তারপর দোকান থেকে বেরিয়ে আসি।'

'কাউন্টারের পিছনে কারোর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন নি?'

'না, তেমন করে কাউকে দেখবো বলে মনে না করলে সম্ভবত আপনি দেখতে পাবে না।'

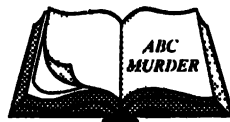
'কাউন্টারের ওপর রেলওয়ে গাইড দেখতে পাননি?'

'হ্যাঁ, সেটা খোলা অবস্থায় পড়েছিল। দেখে আমার মনে হয়েছিল ভদ্রমহিলার ট্রেনে চেপে কোথার যাওয়ার প্রয়োজন ছিলো। এদিকে ট্রেনের সময় এসে থাকবে। তাই ব্যস্ত হয়ে বেবিয়ে যাওয়ার সময় দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে ভুলে গিয়ে থাকবেন। তবে আমি সেটা স্পর্শ কবি নি।'

'এবার বলুন,' পোয়ারো জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি যখন দোকানে ঢুকছিলেন, তখন অন্য কাউকে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেন নি?

'না, কাউকে দেখিনি। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, আপনারা কেনই বা আমাকে সন্দেহ করছেন বলুন তো?'

'এখনো পর্যন্ত কেউই আপনাকে সন্দেহ করেনি,' পোয়াবো উঠে দাঁড়ালো। আমি তাকে অনুসরণ করলাম। রাস্তায় নেমে ব্যস্ত হয়ে পোয়ারো বলে উঠলো, 'বন্ধু, তাড়াতাড়ি পা চালাও, সাতটা-দু' মিনিটের ট্রেনটা অবশ্যই আমাদের ধরতে হবে।'



দ্বিতীয় পত্র

এক্সপ্রেস ট্রেন দ্রতগতিতে অ্যাণ্ডোভারের দিকে ছুটে চলেছে। পোয়ারো এই প্রথম মুখ খুললো, ''মাঝারি উচ্চতার এক ব্যক্তি এই অপরাধটা করে থাকবে, তার মাথার চুল লাল, বাঁ চোখে একটু কম দেখে, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে চলে, আর কাঁধের ঠিক নিচে একটা আঁচিল আছে।' এই বলে সে গভীর আস্থা সহকারে আমার দিকে তাকালো।

'পোয়ারো!' অসহায়ভাবে পোয়ারোর দিকে তাকালাম।

'ধন্যবাদ, এ ব্যাপারে তোমার চোখের চাহনি দেখে মনে হচ্ছে, তুমি আমার কাছ থেকে শার্লক হোমসের কৃতিত্ব দাবী করছো। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, খুনীকে কিরকম যে দেখতে আমার কোনো ধারণাই নেই।'

'যদি সে কোনো ক্লু রেখে গিয়ে থাকে?' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

'হ্যাঁ ক্লু। সব সময় তুমি ক্লুই খুঁজে থাকো। আর এখানে একমাত্তর ক্লু হলো এ বি সি।'

'তুমি কি মনে করো, ভুল করে সে সেটা ফেলে গেছলো?'

'অবশ্যই নয়। বিশেষ পয়োজনেই সে সেটা ফেলে যায়। হাতের ছাপ সেকথাই আমাদের বলছে।'

'কিন্তু সেটার ওপর হাতের তে কোনো ছাপ নেই!'

'আর সেকথাই তো আমি বলতে চাইছি। গতকাল সন্ধ্যায় আবহাওয়া কিরকম ছিলো দেখো। জুন মাসের গরমের রাত্রি, এ হেন রাত্রে কেউ কি হাতে গ্লাভস পবে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়? এ ধরনের মানুষ স্বভাবতই আকর্ষিত হয়ে থাকে। অতএব যেহেতু এ বি সি'র ওপর হাতেব কোনো ছাপ পাওয়া যায় নি, তাই স্বভাবতই ধরে নিতে হয়, খুনী অতি সতর্কতার সঙ্গে সেটার ওপর থেকে তার হাতের ছাপ মুছে থাকবে, সে সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

'তাহলে তুমি কি মনে করো, এই রেলওয়ে গাইডটা আদৌ কোনো আশাব্যঞ্জক নয়?'

'তুমি যেভাবে মনে করছো সেভাবে নয়।'

'অন্য কোনো ভাবে?'

'এ প্রশ্নের আমার উত্তর হ্যাঁ।' ধীরে ধীরে পোয়ারো বললো, 'খুনী অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছে, আর সে এভাবেই অন্ধকারে থেকে যেতে চায়। তবু এর মধ্যে থেকেই আমি যেন তার চেহারাটা একটু একটু করে আন্দাজ করতে পারছি, যে ব্যক্তি পরিস্কার ভাবে ছাপতে বা লিখতে পারে, যে উৎকৃষ্ট ধরনের কাগজ কিনতে পারে, যে তার মহান ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করার জন্যে উদগ্রীব। আমি তাকে শিশুর মতোই দেখতে পাচ্ছি, সম্ভবত যাকে অবহেলা করা হয়..... ভেতরে ভেতরে একটা খারাপ ধারণা নিয়ে আমি যেন তাকে বড় হতে দেখছি, তার প্রতি অবিচার করার জন্যে সে যেন সতর্ক করে দিতে চাইছে, নিজেকে প্রচণ্ড শক্তিশালী বলে জাহির করতে চাইছে। আর ভেতরে ভেতরে সে নিজেকে চিহ্নিত করার সব সম্ভাবনা ধুলিস্যাত করে দিতে চাইছে।'

'এসবই অকারণ অনুমান করে নেওয়া,' আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম। 'বাস্তবে এটা তোমার কোনো সাহায্যেই আসবে না।'

'তার মানে তুমি দু'য়ে দু'য়ে চার মিলে যাওয়াটাই পছন্দ করো, যেমন ধূমপায়ী ক্রেতার পোড়া সিগারেটের ছাই, বুটজুতোর পেরেকের দাগ। আর সব সময়েই তুমি তা পেয়ে যাও। কিন্তু আমরা নিজেদেরকে কয়েকটা বাস্তোবচিত প্রশ্ন করতে পারি। যেমন ধরো, কেন এ বি সি কাউন্টারের ওপরে থাকতে যাবে? কেন মিসেস আসশার খুন হতে যাবেন? আর কেনই বা অ্যাণ্ডোভারে খুন হবে?'

'ভদ্রমহিলার অতীত জীবন খুবই সহজ, সরল।' নিজের মনে একটু চিন্তা করে বললাম, "ওই দু'জন লোকের সাক্ষাৎকার বিরক্তিকর। আমরা যা জেনেছি তার বেশী কিছুই বলতে পারে নি তারা। আমি অবশ্য এ নিয়ে মাথা ঘামাই না। কিন্তু খুনের দু'জন সম্ভাব্য প্রার্থীকে আমরা অবহেলাও করতে পারিনা।'

'সত্যিই তুমি ভাবো না—'

'খুনী যে অ্যাণ্ডোভারের কাছাকাছি কোথাও বাস করে, এরকম সম্ভাবনা অন্তত একটা থেকেই যায়। আমাদের প্রশ্নের এ একটা সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে। "কেন অ্যাণ্ডোভার?" ভালো কথা, সেই সময় জানা গেছে, দোকানে দু'জন লোককে প্রবেশ করতে দেখা গেছলো। তাদের মধ্যে যে কেউ একজন খুনী হতে পারে। আর তাদের মধ্যে কেউই যে খুনী নয়, এখনো পর্যন্ত সেরকম কোনো কারণ দেখা যায়নি।'

'সম্ভবত সেই রিডেল হতে পারে,' আমি স্বীকার করলাম।

'আমি কিন্তু রিডেলকে সরাসরি দোষী সাব্যস্ত করতে চাই না। কারণ ওঁর কথার মধ্যে যদি কোনো অসঙ্গতি থেকে থাকে, সেটা কেবল স্নায়ু দুর্বলতার জন্যে, অবশ্যই হঠাৎ আমাদের উপস্থিতিতে অস্বস্তিবোধ করছিলেন বলে—'

'তবে কি তুমি মিষ্টার প্যারট্রিজকে—'

'অত্যন্ত মিথ্যুক সে। এর বেশী কিছু কেউ বলতে পারে না। পত্র লেখকের মতোই অভিনয় করেছে সে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের কাছে গিয়ে সে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চেয়েছে।'

'তুমি কি সত্যি তাই মনে করো?'

'না হেস্টিংস, আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে বিশ্বাস করি, খুনী অ্যাণ্ডোভারের বাইরের কেউ হবে, তবে অনুসন্ধানের কাজ কখনোই অবহেলা করা উচিত নয়। আর যদিও সব সময় আমরা খুনীবে সম্ভাব্য একজন পুরুষ বলে সন্দেহ করছি, কিন্তু সেই সঙ্গে একজন 'মহিলা' খুনীর সম্ভাবনাটাকে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না।' পোয়ারো আরো বললো, 'মিসেস আসশারকে আক্রমণের পদ্ধতি যে একজন পুরুষের তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তাই এদিকটাও আমাদের অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে।'

'তাহলে এখন আমরা কি করবো?'

'কিছুই করার নেই, 'উত্তরে পোয়ারো বললো, 'এ বি সি, ভূয়ো চিঠি, ঠিকানা লেখা খাম, এসবই এখন পুলিশের হাতে এসে গেছে। তদন্ত চলছে। আশাকরি তারা খুনীর মুখোস খুলে দিতে পারবে।'

আমার মন বলছিল, আমি বোধয় পোয়ারোর মনোভাব বুঝে গেছি। মিসেস আসশার-এর খুনের ব্যাপারে পোয়ারো কার্যত পবাজয় স্বীকার করে নিয়েছে। এ বি সি তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে, এবং জয়ী হয়েছে। আমার চিরবিজয়ী বন্ধু এই পরাজয়ে এতোই ভেঙ্গে পড়েছে, যে এ ব্যাপারে সে একেবারে আলোচনাই করতে চায় না। পরাজয়ে সব মহান ব্যক্তিদের এমনি পরিণতি হয়ে থাকে। এখন তার প্রয়োজন একটা সাফল্য, তাতে সে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারবে। এদিকে খবরের কাগজে আমি তদন্তের খবর পড়ি। খুবই সংক্ষিপ্ত, এ বি সি চিঠির কোনো উল্লেখ নেই। সাংবাদিকদের কাছে এই অপরাধের যেন কোনো আকর্ষণই নেই। সত্যি কথা বলতে কি আমার মন থেকেও ঘটনাটা ধীরে ধীরে মুছে যেতে থাকে; কারণ আংশিকভাবে আমি মনে করি, পোয়ারোর ব্যর্থতা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। তবে ২৫শে জুলাই হঠাৎ ঘটনাটা অভূতপূর্বভাবে মোড় নিলো। দ্বিতীয় ভূয়ো চিঠিটা এলো ছ'টাব পোস্টে।

রুদ্ধশ্বাসে খামটা খুলে পোয়ারো বললো, 'সেটা এসেছে।'

বুঝতে না পেরে আমি তার দিকে অবাক চোখে তাকালাম। 'কি এসেছে?'

'এ বি সি সংক্রান্ত ব্যাপারের দ্বিতীয় অধ্যায়।'

মুহূর্তের হতভম্বভাবটা আমাকে যেন স্তম্ভিত করে দিলো।

'পড়ে দেখো।' চিঠিটা আমার দিকে এগিয়ে দিলো পোয়ারো। আগের মতোই চিঠিটা ভালো কাগজে লেখা।

"প্রিয় পোয়াবো,—ভালো কথা, ব্যাপার কি? আমার ধারণা প্রথম খেলায় আমারই জিত হয়েছে। অ্যাণ্ডোভার ব্যাপারটা পুরোদমে চলছে, তাই নয় কি? কিন্তু এই মজাটা তো সবে শুরু হয়েছে। এখন আমি বেক্সহিল-অন-সীতে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। তারিখ ২৫শে জুলাই। কি চমৎকার সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা কাটাচ্ছি! ভবদীয়,—এ বি সি।"

'কি সর্বনাশ!' আমি মৃদু চিৎকার করে উঠলাম, '

তবে কি এই খুনী আর একটা অপরাধ ঘটাতে যাচ্ছে?'

'স্বভাবতই হেস্টিংস, এছাড়া তুমি আর কি আশা কবতে পারো? তুমি কি মনে করো, অ্যাণ্ডোভারের ব্যাপারটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র? মনে আছে, তোমাকে আমি শুরুতেই বলেছিলাম, "এই তো সবে শুরু?" আমরা এরকটা পাগলা খুনীর পাল্লায় পড়েছি।

পরের দিন সকালে পুলিশের বড় কর্তাদের সমাবেশ ঘটতে দেখা গেলো। সাসেক্সের চীফ কনস্টেবল, সি. আই. ডি.-র অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার, অ্যাণ্ডোভারের ইন্সপেক্টর গ্লেন, সাসেক্স পুলিশের সুপারিনটেণ্ডেন্ট কার্টার, জ্যাপ, তরুণ ইন্সপেক্টর ক্রোম, অবং মানসিক রোগের বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টর থমসন একসঙ্গে মিলিত হলেন। এই চিঠির খামের ওপর হ্যাম্পস্টেড পোষ্ট অফিসের ছাপ ছিলো। তবে পোয়ারোর মতে এটা খুব কমই গুরুত্ব পাবে। ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে আলোচিত হলো। মাঝবয়সী ডক্টর থমসন চিকিৎসা সংক্রান্ত তাঁর পেশাগত টেকনিক্যাল শব্দগুলি ব্যবহাব না করেও বেশ সহজ সরল ভাষায় তাঁর বক্তব্য রাখার চেষ্টা করলেন। নিসন্দেহে বলা যেতে পারে, অ্যাসিসটেন্ট কমিনশনার মন্তব্য করলেন, 'দুটি চিঠিই একই লোকের হাতে লেখা হয়েছে। এর থেকে আমরা নিশ্চিত করে সতর্কিত হয়েছি, ২৫শে জুলাই অর্থাৎ আগামী পরশু বেক্সহিলে দ্বিতীয় অপরাধ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এখন এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় বলুন আপনারা!'

সাসেক্সের চীফ কনস্টেবল তাঁর সুপারিনটেণ্ডেন্টের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মিস্টার কার্টার আপনি কি বলেন?'

সুপার গম্ভীরভাবে বললেন, 'বলা খুবই মুশকিল। কে যে খুনীর পরবর্তী শিকার হবে তার কোনো ক্লু নেই এখানে।'

'আপনারা যদি কিছু মনে না করেন, আমি একটা পরামর্শ দিতে পারি,' পোয়ারো এই প্রথম মুখ খুললো, বিড়বিড় করে বললো। উপস্থিত সবাহা তার দিকে ফিরে তাকালেন। 'আমার মনে হয়, সেই ইঙ্গিত শিকার যে, তাঁর নামের 'আদ্যাক্ষর "বি" হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল।'

'সেরকম কিছু একটা হবে,' সুপানিটেণ্ডেন্টের কথার মধ্যে সন্দেহ প্রকাশ পেলো।

'এ যেন একটা বর্ণমালা সংক্রান্ত জটিলতা,' চিন্তিতস্বরে ডক্টর থমসন বললেন।

'এ আমি কেবল একটা সম্ভাবনার কথাই বলছি তার বেশী কিছু নয়। গত মাসে যে হতভাগ্য মহিলাটি খুন হন, দোকোনে তাঁর নামটা স্পষ্ট করে লেখা থাকতে দেখেই কথাটা আমার মনে হয়েছে। তারপর বেক্সহিলের উল্লেখ করা দ্বিতীয় চিঠিটা দেখে আমার মনে হয়েছে, খুনীর শিকার আর খুনের স্থানটা নির্বাচন করা হয়েছে, বর্ণমালা সংক্রান্ত পদ্ধতিতে।'

'হ্যাঁ, এটা সম্ভব হতে পারে।' তার কথায় সায় দিয়ে ডাক্তার বললেন, 'অপরপক্ষে আসশার নামটা কাকতলীয় ব্যাপারও হতে পারে। এক্ষেত্রে খুনীর শিকারের যে নামই হোক না কেন, আবার একজন বৃদ্ধা মহিলার খুন হতে যাচ্ছেন যাঁর একটা দাকান আছে। মনে রাখবেন, আমরা একজন পাগলের মোকাবিলা করছি। এখনো পর্যন্ত কানো ক্লু সে আমাদের দেয় নি।'

'আচ্ছা স্যার, এই বিকৃত মস্তিষ্কের লোকটির কি কোনো উদ্দেশ্য আছে এই খুনের পিছনে?' দ্বিধাগ্রস্তভাবে পুলিশ সুপার জিজ্ঞেস করলেন।

'অবশ্যই আছে। এ ধরনের লোকের বিশ্বাস, কোনো স্বর্গীয় ক্ষমতাবলে ধর্মযাজক বা চিকিৎসক কিংবা বয়স্কা মহিলাদের হত্যা করাবার জন্যে তাকে নিয়োগ করা হয়েছে। এবং প্রতিটি হত্যার পিছনে নিখুঁতভাবে একটা না একটা সঙ্গতিপূর্ণ কারণ রয়েছে। আর বর্ণনামালাসংক্রান্ত আসশার-এর স্থানাভিসিক্ত বেক্সহিলের মধ্যে হয়তো আরো বেশী মিল থাকতে পারে।'

'অতএব আমরা অন্তত কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে পারি কার্টার। যেমন "বি" নামের মহিলা বিশেষ করে যাদের তামাকের দোকান আছে, কিংবা যারা খবরের কাগজের এজেন্ট তাদের ওপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে চলতে হবে এখন থেকে। সেই সঙ্গে এখানে সমস্ত আগন্তুকদের ওপরেও কড়া নজর রাখতে হবে।'

পুলিশ সুপার কঁকিয়ে ওঠার মতো করে বলে উঠলেন, 'স্কুলের ছুটি শুরু হচ্ছে, তাই স্বভাবতই এখন অবসর বিনোদনের জন্যে সবাই সমুদ্র তীরে ভীড় করবে।'

ইন্সপেক্টর গ্লেন এবার নিজের বক্তব্য রাখলেন ঃ 'আসশার-এর ব্যাপারে যে কেউ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করলে আমি তার ওপর নজর রাখবো। বিশেষকরে সেই দু'জন সাক্ষী, প্যারট্রিজ

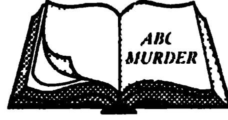
আর রিডেল, সেই সঙ্গে অবশ্যই ওঁর স্বামী আসশার-এর ওপরেও। যদি তারা কেউ অ্যাণ্ডোভার ছেড়ে চলে যাবার উপক্রম করে, তাহলে তাদের অনুসরণ করতে হবে।'

আলোচনা সভা ভেঙ্গে যাওয়ার পর আমরা সমুদ্রের ধারে বেড়ানোর সময় আমি পোয়ারোকে বললাম, 'এই হত্যাকাণ্ড অবশ্যই রুখে দেওয়া যায়।'

'শহরভরা প্রকৃতিস্থ লোকেরা এখন মাত্র একজন অপ্রকৃতিস্থ লোকের বিরুদ্ধে সজাগ হয়ে উঠেছে।' উত্তরে পোয়ারো বললো, 'তবু "জ্যাক দ্য রিপারের" ধারাবাহিক সাফল্যের কথা মনে রেখো।'

'সে যে ভয়ঙ্কর!' আমি ভয়ে আঁতকে উঠলাম।

'শোনো হেস্টিংস। পাগলামোটা একটা অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার...........আমি আতঙ্কিত, আমি ভয়ঙ্করভাবে আতঙ্কিত...........'



বীচে বেক্সহীল খুন

২৫ শে জুলাই-এর সকালটাই আমি এখনো মনে রেখেছি। তখন প্রায় সাড়ে সাতটা হবে। পোয়ারো আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে খবর দিলো, ' এই মাত্র দূরভাষে জানতে পারলাম, 'সেটা ঘটেছে।'

'কি বললে?' তড়াক করে বিছানায় উঠে বসে বিস্ময়াবিষ্টের মতো বললাম, 'তার মানে তুমি বলছো আজ ২৫শে জুলাই?'

'হ্যাঁ বন্ধু, বেক্সহিলের বীচে এক যুবতীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে, তাকে সনাক্তও করা গেছে, নাম তার এলিজাবেথ বার্ণাড। একটি কাফের ওয়েটরেস ছিলো সে, সম্প্রতি নির্মিত একটা ছোট বাংলোয় সে তার অভিভাবকদের সঙ্গে থাকতো। চিকিৎসকদের ধারণা রাত সাড়ে এগারোটা থেকে একটার মধ্যে তার মৃত্যু হয়ে থাকবে।'

'এটা যে একটা খুনের ঘটনা, এ ব্যাপারে তারা কি নিশ্চিত?' আমি জানতে চাইলাম।

'বেক্সহিল ষ্টেশনের ট্রেনের সময় নির্দেশিত পাতা খোলা একটা এ বি সি মেয়েটির মৃতদেহের নিচে পড়ে থাকতে দেখা গেছে।'

ভয়ে আমি থরথর করে কেঁপে উঠলাম। 'এ যে ভয়ঙ্কর!'

'এ আমি চাইনি হেস্টিংস। আমার উপস্থিতিতে দ্বিতীয অপরাধ ঘটতে দিতে আমি চাইনি। যাইহোক, এখনি গাড়ি আসছে। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও, বেরোতে হবে।'

ইন্সপেক্টর ক্রোম, এই কেসের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার আমাদের সঙ্গী হলেন। বয়সে জ্যাপ-এর থেকে তরুণ এবং ইতিমধ্যেই ধারাবাহিক ভাবে শিশুহত্যার কেসে প্রচণ্ড সাফল্য পেয়ে পুলিশী মহলে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। তাই এ কেসের ব্যাপারে তার নির্বাচন যথাযথ হয়েছে বলেই আমার মনে হলো। কিন্তু পোয়ারো কেন জানি না তাকে খুব বেশী পাত্তা দিতে চায় না। কিছুক্ষণের জন্যে আমাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করতে থাকে। তবে নিউ ক্রস স্টেশন অতিক্রান্ত হবার পরেই ক্রোম পোয়ারোর উদ্দেশে বলে উঠলো ঃ 'এ কেসের প্রসঙ্গে যদি আপনার কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে আমাকে বলতে পারেন।'

'আচ্ছা, মেয়েটি কি খুব সুন্দরী ছিলো?'

'এ ব্যাপারে আমার কাছে কোনো খবর নেই,' উত্তরে ক্রোম বললো, 'এটা আমি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে আমি মনে করি না।'

পোয়ারোর চোখে কৌতুকের ছায়া পড়তে দেখা যায়। আপনার কাছে এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ

বলে মনে হচ্ছে না? কিন্তু আমি তো মনে করি, এটাই সব থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।'

'ওহো, তাই বুঝি!' ক্রোম আবার নীরব হলো।

তারপর আমরা সেভেনোকম-এর কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছতেই পোয়ারো নিজের থেকেই আবার মুখ খুললো ঃ 'আর কি ভাবে মেয়েটিকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে, এ ব্যাপারে আপনি জানেন কিছু?'

ইন্সপেক্টর ক্রোম সংক্ষেপে বললো, 'মেয়েটির বেল্ট দিয়েই তার শ্বাসরোধ করা হয়।'

পোয়ারোর চোখ দু'টি বিস্ফারিত হলো। 'আহ! অবশেষে আমরা অন্তত একটা খবর যে পেয়েছি, সেটা এখন নিশ্চিত করে বলা যায়। এটা যে একটা কিছুর ইঙ্গিত, তাই নয় কি?'

'এখনো পর্যন্ত আমি সেটা দেখিনি,' ঠাণ্ডা গলায় ইন্সপেক্টর ক্রোম বললো।

আমার মনে হলো, ক্রোমের মধ্যে যেন অনুমান ক্ষমতার অভাব আছে। তাই তাকে অবগত করার জন্যে বললাম, 'এর থেকে খুনীর স্বরূপ জানা যায়। মেয়েটির নিজের বেল্টটা সে তার খুনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। এটা তার পশুসুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়।'

পোয়ারো চকিতে একবার আমার দিকে কটাক্ষ করে তাকালো। আমার তখন মনে হলো, সে তার অমন চাহনি দিয়ে আমাকে বোঝাতে চাইলো, পুলিশ ইন্সপেক্টরের সামনে এতো খোলাখুলি আলোচনা না করাই উচিত। তাই আমি নীরব হয়ে গেলাম।

বেক্সহিলে পুলিশ সুপার কার্টার আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর সঙ্গে ছিলো কেলসি নামে একে তরুণ সুপুরুষ চেহারার ইন্সপেক্টর। ইন্সপেক্টর ক্রোমের সঙ্গে কাজ করতে বলা হয়েছে তাকে।

পুলিশ সুপার কার্টার জানালেন, মেয়েটির মা-বাবা মেয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে খুবই ভেঙ্গে পড়েছেন, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করার আগে একটু বিশ্রাম নিতে দেওয়া হয়েছে।

'মেয়েটির পরিবারের অন্য কোনো সদস্য নেই?' এবার পোয়ারো জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ, তার এক বোন আছে, লণ্ডনে টাইপিস্টের কাজ করে। তাকে খবর দেওয়া হয়েছে। আর এক যুবক, গতকাল রাতে যার সঙ্গে মেয়েটির বাইরে যাওয়ার কথা ছিলো।'

'এ বি সি গাইড থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া গেলো?' ক্রোম জানতে চাইলো।

'সেটা ওখানেই রয়েছে,' টেবিলের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন কার্টার। 'তবে তাতে কোনো হাতের ছাপ নেই।'

বেক্সহিল রেল ষ্টেশনের পাতাটা খোলা অবস্থায় ছিলো। আমি বলবো, ওটা একটা নতুন কপি। ওটা থেকে কোনো হদিশ পাওয়া যাবে বলে তো আমার মনে হয় নি।'

'কে প্রথম মৃতদেহটি আবিষ্কার করে স্যার?'

'প্রাতঃভ্রমণকারী একজন বৃদ্ধ কর্ণেল জে রোম। তখন সকাল ছ'টা হবে। ভদ্রলোক খুবই ভালো ব্যবহার করেছেন। মৃতদেহ স্পর্শ না করে প্রথমেই তিনি আমাদের ফোন করেন।'

'আর মৃত্যুর সময় গতকাল প্রায় মাঝরাতে হবে, তাই না?'

'মাঝরাত থেকে একটার মধ্যে। আমাদের খুনী জোকার এক কথার মানুষ। যদি সে বলে ২৫শে, সেই ২৫শেই সে তার নিষ্ঠুর কাজটা সমাধা করবে। এক্ষেত্রেও তাই সে করছে, হয়তো দু' এক মিনিট পরে ঘটিয়ে থাকবে।'

ক্রোম মাথা নাড়লো। 'এছাড়া অন্য আর কেউ কোনো খবর দিতে পারে নি?'

'আমি যতদূর জানি, সেরকম প্রয়োজনীয় খবর কেউ দেয় নি, তবে সময় তো এখনো চলে যায় নি। গতকাল রাতে বেড়ানোর সাদা পোষাকে যুবক-যুবতীকে বীচে ঘুরে বেড়াতে যারাই দেখেছিল তারা খুব শীগ্‌গীরই হয়তো পুলিশকে জানাবে। তবে আমি যতদূর জানি, এরকম যুবক-যুবতী গতকাল রাতে চারশো থেকে পাঁচশো জোড়া বীচের ধারে বেড়াতে এসেছিল, এখানে এমন সুন্দর দৃশ্য প্রতি রাতেই দেখা যায়।'

'ঠিক আছে স্যার, আমার মনে হয় মেয়েটির বাড়ি আর তার কর্মক্ষেত্র কাফেতে গিয়ে এখনি

অনুসন্ধান কাজ শুরু করা উচিত।' ক্রোম বললো, 'কেলসি, তুমিও আমার সঙ্গে আসতে পারো।'

'আর মিষ্টার পোয়ারো?' পুলিশ সুপার জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি আপনার সঙ্গে যাবো,' পোয়ারো নিজের থেকেই ক্রোমকে বললো।

আমার মনে হলো, ক্রোম যেন একটু বিরক্ত হলেন। ওদিকে কেলসি পোয়ারোকে আগে কখনো না দেখলেও হাসি মুখে সম্ভাষণ জানালো তাকে। এ এক দুর্ভাগ্য ব্যাপার, আমার বন্ধুকে যেই প্রথম দেখুক না কেন ঠাট্টা বলে মনে করে থাকে।

'যে বেল্ট দিয়ে মেয়েটিকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে, সেটার কি ব্যাপার?' ক্রোম জিজ্ঞেস করলো। 'পোয়ারো বলছিলেন, সেটা একটা মূল্যবান ক্লু। আশাকরি উনি সেটা দেখতে চাইবেন।'

'আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন,' পোয়ারো সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলো।

'সেটা থেকে আপনি কিছুই পাবেন না,' কার্টার বলে উঠলেন, 'সেটা চামড়ার বেল্ট নয়, সেরকম কিছু হলে হাতের ছাপ পাওয়া যেতো। সিল্কের সুতোয় বোনা বেল্ট, গলায় ফাঁস লাগানোর পক্ষে আদর্শ

আমি ভয়ে কেঁপে উঠলাম।

'ঠিক আছে,' ক্রোম বলে উঠলো, 'আমাদের এখনি রওনা হতে দিলে ভালো হয়।'

আমরা তখনি যাত্রা শুরু করলাম। আমাদের প্রথম পদক্ষেপ জিঞ্জার ক্যাট কাঁফেতে যেখানে নিহত মেয়েটি ওয়েট্রেসের কাজ করতো। সমুদ্রের ধারে ছোটোখাটো একটা চায়ের দোকানের মতোই সেটা। সাধারণত সকালের দিকে খদ্দেরদের ভিড় জমে থাকে। কাফের মহিলা ম্যানেজার আমাদের স্বাগত জানালো।

'আপনিই কি মিস মেরিঅন?' ক্রোম জিজ্ঞেস করলো।

পুলিশ দেখে মহিলাটি প্রথমে একটু ঘাবড়ে যায়, পরে সামলে নিয়ে আমতা আমতা করে জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, ওটাই আমার নাম। ব্যাপারটা খুবই বিপজ্জনক, এর প্রভাব আমাদের ব্যবসা-পত্রের ওপর কতোটা পড়বে, সত্যি সত্যি আমি তা চিন্তা করতে পারছি না।'

রোগাটে চেহারা, বছর চল্লিশ বয়স হবে মিস মেরিঅনের, গাঢ় কমলালেবু রঙের চুল। খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছিল তাকে, সেটাই স্বাভাবিক।

'মিস মেরিঅন, মৃত মেয়েটির সম্পর্কে আপনি আমাদের কি খবর দিতে পারেন বলুন?'

'কিছুই নয়।' দৃঢ়স্বরে বললো মিস মেরিঅন। 'সে যে একজন ভালো ওয়েট্রেস ছিলো, এটুকু বলতে পারি।'

'বেশ সুন্দরী ছিলো, তাই না?' এই প্রথম পোয়ারো প্রশ্ন করলো।

চকিতে একবার পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে বললো, 'চমৎকার মেয়ে ছিলো সে, সুন্দর চোখ-মুখ, ছবিতে যেমন দেখা যায় তেমন আর কি।'

'গতরাতে ঠিক ক'টার সময় সে এখান থেকে চলে গেছলো?' এবার ক্রোম জানতে চাইলো।

'আটটায়। রাত আটটাতেই আমরা কাফে বন্ধ করে থাকি।'

'মেয়েটি সন্ধ্যার সময়টা কি ভাবে কাটাবে বলেছিল আপনাকে?'

'অবশ্যই বলেনি,' জোর দিয়ে বললো মিস মেরিঅন। 'আমাদেব মধ্যে ঠিক ওরকম সম্পর্ক ছিলো না।'

'ক'জন ওয়েট্রেস আপনার এখানে কাজ করে?'

'দু'জন নিয়মিত আর গত ২০শে জুলাই থেকে দু'জনকে সাময়িকভাবে নিয়োগ করেছি, আগস্ট পর্যন্ত তাদের রাখবো। তবে এলিজাবেথ বার্ণাড আমার নিয়মিত ওয়েট্রেস

'অপর নিয়মিত ওয়েট্রেস কে?'

'মিস হিগলি। খুবই সুন্দর মেয়ে সে।'

'তার আর মিস বার্ণাড-এর মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিলো তো?'

'সত্যি কথা বলতে কি আমি জানি না।'

'বেশ তো তার মুখ থেকেই আমরা শুনতে চাই। তার সঙ্গে দেখা হতে পারে?'

'ঠিক আছে, আমি এখুনি তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' মিস মেরিঅন চলে যেতে গিয়ে অনুরোধ করলেন, এখন সকল, কফি-প্রেমিকদের খুব ভিড় হয় এ সময়। তাই ওকে বেশীক্ষণ ধরে রাখবেন না।'

মোটাসোটা চেহারার হিগলি একটু যেন উত্তেজিত হয়েই সেখানে এসে হাজির হলো। তার চোখের দৃষ্টি বেশ গভীর। কোনো ভূমিকা না কবেই এক নিঃশ্বাসে সে বললো, 'মিস মেরিঅন আমাকে পাঠিয়েছেন।'

'তুমি এলিজাবেথ বার্ণাডকে জানতে?'

হ্যাঁ, মেয়েটিকে আমি জানতাম। কি ভয়ঙ্কর তার পরিণতি। বেটি, মানে বার্ণাড খুন হয়েছে, অবিশ্বাস্য! এখানে সে আমার থেকে আগে কাজে ঢুকেছিল। আমি এই গত মার্চে এসেছি। মেয়েটি খুব শান্তি প্রকৃতির। খুব বেশী হাসতো না বা ঠাট্টা ইয়ার্কি করতো না। তবে তাই বলে সে যে একেবারে কথা বলতো না, হাসতে জানতো না, তা বলবো না। সে শান্ত মেয়ে ছিলো, আবার শান্তও ছিলো না, আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই।'

ইন্সপেক্টর ক্রোমের কথাবার্তা শুনে আমার মনে হলো, অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির লোক সে। সাক্ষী হিসেবে মিস হিগলি যেন ইচ্ছে করেই পাগলামি করছিল। সে যেসব জবানবন্দী দিয়েছে প্রতিটিই পুনরাবৃত্তি করেছে। ফলস্বরূপ বলা যায় যে, সবই প্রায় অর্থহীন। তবে একটা কথা স্পষ্ট, এলিজাবেথ বার্ণাডের সঙ্গে তাব কোনো রকম ঘতনিষ্ঠতা ছিলো না। ওই কাজেব সময়েই যেটুকু বন্ধুত্ব তার বাইরে কিছু নয়। এলিজাবেথের প্রকৃত বন্ধু বলতে যাকে বোঝায় স্টেশনের কাছে একটা এস্টেট এজেন্টের কাছে কাজ করে সে। কোর্ট এণ্ড ব্রনস্কিল। না, সে মিস্টার কোর্ট নয়, আর ব্রানস্কিলও নয়। সে সেখানে একজন ক্লার্ক মাত্র। মেয়েটি তার নাম পর্যন্ত জানে না। কিন্তু তাকে দেখলে সে বেশ ভালোই চিনতে পারবে। সব শেষে দেখা গেলো, এলিজাবেথ তার পরিকল্পনা মতো কাফের কারোর সঙ্গে ই সান্ধ্য ভ্রমণে বেরোয় নি। তবে মিস হিগলের মতে সে তার এক "বন্ধুর" সঙ্গে দেখা করবার জন্যে কাফে থেকে বেরিয়েছিলো, গতকাল সন্ধ্যায় সে সুন্দর সাদা পোষাক পরে বেরোলেও তাকে কিন্তু বীচের ধারে-কাছে কেউ দেখতে পায়নি, বিশেষ করে গতকাল সন্ধ্যায়। আর বেটি বার্ণাড তার পরিকল্পনার কথা কাউকে বলেও নি।

আমাদের পববর্তী পদক্ষেপ হলো এলিজাবেথ বার্ণাডের নতুন বাংলোয়। এলিজাবেথের বাবা মিস্টার বার্ণাডি বেশ শক্ত-সমর্থ প্রকৃতির মানুষ। বছর পঞ্চান্নর মতো বযস তার। দূব থেকে আমাদের দেখতে পেয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সে।

ইন্সপেক্টর কেলসি পরিচয় করিয়ে দেয়। 'স্যার, ইনি হলেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর ক্রোম। এই খুনের ব্যাপারে উনি আমাদের সাহায্য করতে এসেছেন। আর উনি হলেন মিস্টার এরকুল পোয়ারো, উনিও লণ্ডন থেকে আসছেন। আর—'

আমার দিকে তাকাতেই পোয়ারো বলে উঠলো, 'ক্যাপ্টেন হেস্টিংস।'

'আপনাদের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। মিস্টার বার্ণাড যন্ত্রবত বলে উঠলো, 'আসুন, ভেতরে আসুন। আমার স্ত্রী তাঁর মেযের এই আকস্মিক মৃত্যুতে ভীষণ ভেঙ্গে পড়েছেন, জানি না উনি আপনাদের সঙ্গে দেখা করবেন কিনা!'

যাইহোক, বসবার ঘরে মিসেস বার্ণাড এক সময় হাজির হলো চোখভর্তি জল নিয়ে। 'এ কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠুর লোকের,' মিসেস বার্ণাড অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললো, 'এমন নিষ্ঠুর হত্যা এর আগে কখনো শোনা যায় নি।' ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর ওয়েলসের বাসিন্দার মতো শোনালো।

'ম্যাডাম আমি জানি, এ বড় বেদনাদায়ক, ইন্সপেক্টর ক্রোম তাকে সান্ত্বনা দেতে গিয়ে বললো, 'তাই আপনার প্রতি আমরা খুবই সহানুভূতিশীল, তবে খুনীকে ধরবার জন্যে কিছু তথ্য আমাদের সংগ্রহ করতে হবে। আপনাদের সঙ্গে থাকতো সে, তার কর্মস্থল ছিলো জিঞ্জার ক্যাট কাফেতে?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'আপনাদের তো দু'টি কন্যা, তাই না?'

'হ্যাঁ। আমাদের বড় মেয়ে লণ্ডনের একটা অফিসে কাজ করে।'

'আচ্ছা, আপনাদের মেয়ে যে রোজ রাতে করে ফিরতো, এ ব্যাপারে তার কাছে থেকে কখনো কৈফিয়ত চাননি?'

'আপনি তো জানেন ইন্সপেক্টর, আজকালকার মেয়েরা কতো না স্বাধীন। তাছাড়া এই গ্রীষ্মের সময় ওদের কাজের চাপও খুব বেড়ে যায়। তবে বেটি সাধারণতঃ রাত এগারোটার মধ্যে ফিরে থাক।'

'একটা রটনা ছিলো, আমার বিশ্বাস, আপনাদের মেয়ে বাগদত্তা ছিলো, খুব শীগ্‌গীর বিয়ে হওয়ার কথা—'

'ছেলেটির নাম ডোনাল্ড ফ্রেসার, আমি তাকে পছন্দ করতাম,' এবার মিস্টার বার্ণাড উত্তর দিলো। 'বেচারা, খবরটা শুনলে খুবই ব্যথা পাবে। জানি না সে খবর পেয়েছে কিনা।'

'আপনি কি জানেন গতকাল সন্ধ্যায় আপনার মেয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে গেছলো কিনা?'

'সে কিছু বলেনি। কি করছে কিংবা কোথায়ই বা যাচ্ছে, বেটি কখনো বলতো না আমাদের। তবে মেয়ে আমাদের খুব ভালো ছিলো। ওঃ, আমি বিশ্বাসই করতে পারিনা—আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, ডোনাল্ড এ কাজ কখনো, না কখনো—' কান্নায় মিসেস বার্ণাডের কণ্ঠস্বর আবার রুদ্ধ হয়ে এলো।

মিস্টার বার্ণাড ক্লান্ত বিষণ্ণ গলায় বললো, 'বেটি আমাদের খুবই হাসিখুশি স্বভাবের মেয়ে ছিলো, এমন মেয়ের যে কোনো শত্রু থাকতে পারে ভাবতেই পারি না। তাই কেউ যে তাকে খুন করতে পারে, এই কথাটাই এখন আমাকে বারবার পীড়া দিচ্ছে।'

'হ্যাঁ, মিস্টার বার্ণাড, আপনি খুব খাঁটি কথাই বলেছেন,' ক্রোম আরো বললো, 'আমি এখন একবার মিস বার্ণাডের ঘরটা দেখতে চাই। সেখানে চিঠি কিংবা ডাইরি ধরনের কিছু একটা থাকলেও থাকতে পারে।'

'বেশ তো ওর ঘরে চলুন,' মিস্টার বার্ণাড সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলো।

প্রথমে ক্রোম, কেলসি এবং তারপব পোয়ারো মিস্টার বার্ণাডকে অনুসরণ করলো। আমি আমার জুতোর ফিতেটা বাঁধবার জন্যে থমকে দাঁড়াই। এই সময় বাংলোর সামনে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায়। ট্যাক্সি থেকে নেমে একটি মেয়ে দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। 'কে আপনি?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো।

আমি অপ্রস্তুত হয়ে ভাবি কি উত্তর দেবো? আমার নাম বসবো, নাকি বসবো, পুলিসের সঙ্গে এসেছি। যাই হোক, আমাকে নিরুত্তর দেখে মেয়েটি নিজের থেকেই আবার বলে উঠলো, 'ঠিক আছে, আমি আন্দাজ করতে পারি।' মেয়েটি এবার মাথার ওপর থেকে সাদা উলের টুপিটা খুলে ফেলতেই তার মুখখানি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। তাকে দেখে আমার প্রথম অনুভূতি হলো, সে যেন একটা ডাচ্ পুতুল, যা আমার ছেলেবেলায় দিদিদের খেলতে দেখেছিলাম। বব ছাঁট কালো চুল। চেহারাটা তেমন আকর্ষণীয় নয়, এক কথায় সে ভালো দেখতে নয়, সাদা-মাটা। কিন্তু তার আচরণের মধ্যে এমন একটা তেজী ভাব ছিলো, যা কেউ না দেখে এড়াতে পারে না।

'আপনি তো মিস বার্ণাড, তাই না?' এবার আমার জানার পালা।

'আমি মেগান বার্ণাড। আমার ধারণা, আপনি পুলিশের লোক।'

'না, ঠিক সেরকম নয়।'

মেয়েটি তাকে বাধা দিলো। 'আপনাকে বলার মতো আমার কিছু থাকতে পারে বলে আমার মনে হয় না। আমার বোন ছিলো অত্যন্ত চমৎকার, তার কোনো ছেলে বন্ধু ছিলো না।' তারপর এমন করে হাসলো যেন আমাকে চ্যালেঞ্জ জানলো।

'আপনি আমাকে একজন সাংবাদিক ভাবলে ভুল করবেন।'

'বেশ তো, আপনি তাহলে কে?' চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সে বললো, 'আমার মা আর বাবা কোথায়?'

'আপনার বাবা পুলিশকে আপনার বোনের বেডরুমটা দেখাতে নিয়ে গেছেন। আপনার মাও গেছেন সেখানে, তিনি খুবই ভেঙ্গে পড়েছেন।'

'ঠিক আছে, এখানে আসুন,' মেয়েটি বললো। একটা রান্নাঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো সে, আমিও তাকে অনুসরণ করলাম।

আমি দরজা বন্ধ করতে যাবো, এমন সময় পোয়ারো পিছন থেকে এসে ভেতরে ঢুকে সে নিজেই দরজাটা বন্ধ করে দিলো ভেতর থেকে।

'আপনি তো মাদামোয়াজেল বার্ণাড?' দ্রুত মাথাটা নামিয়ে বলে উঠলো পোয়ারো।

'ইনি মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো,' আমি পরিচয় করিয়ে ডিলাম।

'আপনার কথা আমি শুনেছি,' মেয়েটি বলে, 'আর আপনি তো একজন সখের গোয়েন্দার অনুসরণকারী, তাই না?'

'বর্ণনাটা আমার ঠিক পছন্দসই হলো না, তবে এই যথেষ্ট, পোয়ারো সংযত গলায় বললো।

কিচেন টেবিলের ধারে বসে মেয়েটি একটা সিগারেট ধরালো, বাব দুই ধোঁয়া উদগীরণ করে বললো, 'আমাদের এই ছোটোখাটো অপরাধের কেসে মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো কি যে করছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'মাদামোয়াজেল,' উত্তরে পোয়ারো ধীরে ধীরে বললো, 'আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না, আর আমিই বা কি দেখতে পাচ্ছি না, সম্ভবত এ দুয়ের মাঝের জন্য স্থানটা পূরণ হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে সে সবের কোনো গুরুত্ব নেই। আর বাস্তবে সত্যি যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা খুব সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

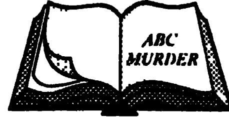
'সেটা কি জানতে পারি?'

'মাদামোয়াজেল মৃত্যু দুর্ভাগ্যবশত মানুষকে মহান করে দেয়, মানে এই মৃত্যু মৃত ব্যক্তির পক্ষেই রায় দিয়ে থাকে সব সময়ে। শুনলাম একটু আগে আপনি আমার বন্ধু হেস্টিংসকে বলছিলেন, ''আমার বোন ছিলো অত্যন্ত চমৎকার মেয়ে, তার কোনো ছেলে বন্ধু ছিলো না।' আপনি খবরের কাগজের উদ্ধৃতিকে পরিহাস বরে বলেছেন। আপনার বোন চমৎকার মেয়ে ছিলো, সে সুখী ছিলো, তার স্বভাব ছিলো খুব মিষ্টি। এ জগতে কাউকে তোয়াক্কা করার মতো কেউ ছিলো না। তার কোনো অবাঞ্ছিত পরিচিতি ছিলো না। মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে সব সময়েই এরকমই স্তুতিবাক্য ব্যবহার হয়ে থাকে।

'আপনি কি জানেন, এই মুহূর্তে আমি কি চাই? এলিজাবেথ বার্ণাডকে জানে এমন এক ব্যক্তিকে খুঁজে বার করতে চাই, যে এখনো পর্যন্ত তার মৃত্যুর সংবাদ জানে না! সম্ভবত তখনি আমার কাছে প্রয়োজনীয় খবরটা শুনতে পাবো, যেটা প্রকৃতই সত্য।'

ধূমপানরত মেগান বার্ণাড নীরবে কয়েক মিনিটের জন্যে পোয়ারোর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে। তারপর এক সময় সে মুখ খুললো। তার কথা শুনে আমি তো লাফিয়ে উঠলাম।

'বেটি,' বললো সে, 'পুরদস্তুর একটা গর্দভ ছিলো।'



মেগান বার্ণাড

যাইহোক, পোয়ারোর মধ্যে কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম না। স্রেফ মাথাটা একটু দুলিয়ে বলে উঠলো, 'মাদামোয়াজেল সত্যি আপনি একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে।' পোয়ারো মৃদু হেসে বললো, 'আমি আপনাকে সবরকম ভাবে সাহায্য করবো। এই যে একটু আগে আপনি আমার বন্ধুকে আপনার বোনের প্রশংসা করলেন, আপনার বোনের আচরণ ঠিক তার উল্টোটিই ছিল তাই না?'

মেগান এবার ধীরে ধীরে বললো, 'বেটির মধ্যে খারাপ কিছু ছিলোনা। দুর্বল চিত্তের মেয়ে ছিলো না সে।'

'আর তিনি খুবই সুন্দরী ছিলেন, তাই তো?'

এই প্রশ্নটা এই নিয়ে তিনবার করলো পোয়ারো। এবার তার এই প্রশ্নের একটা বাস্তবোচিত সাড়া পাওয়া গেলো। মেগান তার স্যুটকেস খুলে কি যেন বার করে পোয়ারোর হাতে তুলে দিলো। চামড়ার ফ্রেমে আঁটা এলিজাবেথের একটা সম্প্রতি তোলা ছবি, অতি উগ্র আধুনিকতার ছাপ। ছবিতে তার হাসিটা তেমন কেমন যেন কৃত্রিম বলে মনে হলো। সস্তা ধরনের কোনো মেয়ের ছবি। ফেরত দিতে গিয়ে পোয়ারো মন্তব্য করলো, 'মাদামোয়াজেল, আপনাদের দুই বোনের মধ্যে কোনো মিল নেই।'

'আমাদের পরিবারে আমি এক অতি সাধাবণ মেয়ে,' ব্যাপারটায় কোনো গুরুত্বই দিতে চাইলো না মেগান।

'বেশ তো, তা না হয় হলো,' পোয়ারো জানতে চাইলো, 'আপনার বোন যে ইদানিং নির্বোধের মতো আচরণ করছিল, সেটা ঠিক কিরকম ভাবে বলুন তো? তবে কি আপনি মিস্টার ডোনাল্ড ফ্রেসারের সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারে বোঝাতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। ডন খুবই শান্ত প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু কয়েকটা ব্যাপারে সে অসন্তুষ্ট ছিলো, আর তারপর—' একটু থেমে মেগান আবার বলতে শুরু করলো, 'আমার আশঙ্কা, সম্ভবত বেটির অস্বাভাবিক আচরণ তার মনকে নাড়া দিয়ে থাকবে। আর সেটাই দুর্ভাগ্য। ডন বলিষ্ঠ এবং কর্মঠ, বেটির একজন ভালো স্বামী হওয়ার পক্ষে উপযুক্ত ছিলো।'

'তাহলে এই ব্যাপার,' সব শোনবার পর পোয়ারো বললো, 'আমরা কেউই সত্যি কথা বলছি না।'

দরজার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে মেগান বললো, 'যাইহোক, আপনাকে সাহায্য করার জন্যে আমি যা করার তা করেছি।'

'মাদামোয়াজেল' পোয়ারো তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'আর একটু অপেক্ষা করুন, আপনাকে আমার কিছু বলার আছে, চলে যাবেন না।'

আমার মনে হলো, নেহাতই অনিচ্ছা সত্বেই পোয়ারোর অনুরোধে সাড়া দিলো মেগান। ওদিকে পোয়ারো আমাকে কিছুটা অবাক করে দিয়ে এ বি সি চিঠির ঘটনাটা সংক্ষেপে বললো। এর আগে অ্যাণ্ডোভারে খুন এমন কি মৃতদেহ দু'টির পাশে রেলওয়ে গাইড প্রাপ্তির কথা কোনো কিছুই বাদ দিলে না।

ঘটনার কথা শোনার পর মেগানকে একটু চঞ্চল হয়ে উঠতে দেখা গেলো, তার ঠোঁটদুটো নড়ে উঠলো, চোখ দুটি উজ্জল হয়ে উঠলো। 'মঁসিয়ে পোয়ারো, এসবই কি সত্যি?'

'হ্যাঁ, খাঁটি সত্যি।'

'সত্যি সত্যি কি আপনি মনে করেন, একজন ভয়ঙ্কর বিকৃতমস্তিষ্কের লোক আমার বোনকে

খুন করেছে?'

'স্পষ্টতই।' পোয়ারো তার কাজের প্রসঙ্গে এলো। 'তাহলে এখন আমাদের আলোচন চালিয়ে যাওয়া যাক। এর থেকে আমার মনে হয়েছে, এই ডোনাল্ড ফ্রেসার সম্ভবত ভয়ঙ্কর আর ঈর্ষা পরায়ণ লোক, ঠিক বলিনি?'

মেগান বার্ণাড শান্তভাবে বললো, 'মঁসিয়ে পোয়ারো আমি এখন আপনাকে বিশ্বাস করছি। এরপর আমি আপনাকে খাঁটি সত্যি কথা বলতে যাচ্ছি। আমি আগেই বলেছি, ডন শান্ত প্রকৃতির শুধু নয় একটু চাপা স্বভাবেরও বটে, আমি দেখেছি, সব সময়েই বেটির জন্যে ঈর্ষাবোধ করতো সে। বেটির প্রতি অনুগত ছিলো সে, আর বেটিও অবশ্যই তাকে খুবই পছন্দ করতো। বেটি কিন্তু এক পুরুষে সন্তুষ্ট ছিলো না, তার এই বহুপুরুষমুখী স্বভাবটা সবার দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারে নি। সুপুরুষ চেহারার কাউকে দেখলেই তার প্রতি আকর্ষণবোধ করাতো এবং তার সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতে চাইতো। আর জিঞ্জার ক্যাট কাফেতে কাজ করার সুবাদে বহু সুপুরুষ যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, বিশেষ করে এই গ্রীষ্মের মরসুমে তো বটেই। তারপর যা হয়ে থাকে, কোনোদিন সিনেমায়, কোনোদিন বড় রেস্তোরাঁয়। আর তাদের সঙ্গে এই মেলামেশাটাকে নেহাতই খেলা হিসেবে মনে করতো। বেটির যুক্তি ছিলো, একদিন তো সে ডন-এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবেই, তার আগে এরকম একটু-আধটু প্রেমের খেলা খেলে নিতে দোষ কি? এ প্রসঙ্গে তাদের মধ্যে বার কয়েক বচসাও হয়ে গেছে।'

'তার মানে মঁসিয়ে ডন শান্ত মানুষটি ছিলো না?'

'হ্যাঁ, সব শান্তশিষ্ট মানুষ যখন তার অতি প্রিয়জনকে হারাতে বসে তখন সে ভয়ঙ্কর হিংস্র জানোয়ারের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। যা দেখে বেটি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছলো।'

'কখন এ ঘটনাটা ঘটেছিল?'

'প্রথম ঘটনাটা ঘটে বছর খানেক আগে। আর অপর ঘটনাটা আরো খারাপ, ঠিক এক মাস আগে ঘটেছিল। ডনকে সে বলেছিল, সে হেস্টিংস-এ যাচ্ছে তার এক মেয়ে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু ডন জানতে পারে, আসলে বেটি ইস্টহর্ন-এ এক বিবাহিত পুরুষের কাছে যায়। এর ফলে বেটি সেই পুরুষটির সঙ্গে রাত কাটিয়ে এলে এ নিয়ে ডন-এর সঙ্গে তার প্রচণ্ড ঝগড়া-বিবাদ হয়। বেটি তার সেই অনৈতিক কাজের সমর্থনে বলে, ডন-এর সঙ্গে তার এখনো বিয়ে হয় নি। তাই যে পুরুষের সঙ্গ তার ভালো লাগবে তার কাছে যাওয়ার অধিকার অবশ্যই তার আছে। এ কথা শুনে ডন রাগে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বলে ওঠে, "একদিন, একদিন সে—"

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ, সে খুন করেছিল—' নিচু গলায় বলে মেগান নীরব হয়ে পোয়ারোর দিকে তাকায়।

'আর স্বভাবতই আপনি আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন—'

'সে যে প্রকৃতই এ কাজ করেছিল আমি তা মনে করি না। তবে তাদের মধ্যে ক্রমাগত বাক্-বিতণ্ডা হওয়ার দরুণ হয়তো এ রকম কিছু একটা ঘটলেও ঘটতে পারে, এ ব্যাপারটা বহু লোকই জেনে যায়।'

গভীর চিন্তিতভাবে পোয়ারো আবার মাথা নাড়লো। 'ওই একই ব্যাপার মাদামোয়াজেল, তবে আমি বলতে পারি, খুনীর অহংবাদিতা বা স্বার্থপরতার কথা ভাবলে মনে হবে, এরকম ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারে। যদি ডোনাল্ড ফ্রেসার সন্দেহের হাত থেকে পার পেয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে এবি সি বিকৃতমস্তিষ্কের লোকটিকে ধন্যবাদ দিতে হয়।' এখানে মুহূর্তের জন্যে থেমে পোয়ারো জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি মনে করে সেই বিবাহিত পুরুষ কিংবা অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে আপনার বোন অতি সম্প্রতি দেখা করেছিলেন?'

মেগান মাথা নাড়লো। 'বলতে পারবো না। দেখুন, আমি বেশ কিছুদিন হলো এখানে ছিলাম না। তবে আমার যতদূর মনে হয়, ডন-এর সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে বেটি সেই বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে

আর দেখা করেনি। আর যদিই বা তা করে থাকে, ডন-এর কাছে মিথ্যে ভাষণ দিয়ে থাকবে।'

'তাই যদি হয় সে কথা সে অন্য কারোর কাছে গোপনে প্রকাশ করেছিল বলে কি আপনার মনে হয়? যেমন ধরুন তার কর্মক্ষেত্র কাফের কোনো মেয়েকে!'

'না, আমার তা মনে হয় না। বেটি সেই হিগলে মেয়েটিকে একেবারেই সহ্য করতে পারতো না।,' •

এই সময় ঘন্টা বেজে উঠলো। মেগান জানালার সামনে এগিয়ে বাইরের দিকে চাইতে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। 'ওই ডন এলো..........'

'ওঁকে এখানে নিয়ে আসুন।' পোয়ারো ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো। 'আমাদের ভালোমানুষ ইন্সপেক্টর ওঁর সঙ্গে কথা বলার আগেই আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

দ্রুত রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যায় মেগান। মিনিট কয়েক পরে ডনকে সঙ্গে নিয়ে সে ফিরে এলো।

তরুণ ডোনাল্ড ফ্রেসার-এর জন্যে আমার দুঃখ হলো, বেচারা! প্রেমিকা বেটির অস্বাভাবিক মৃত্যুটা কিছুতেই তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হলো না।

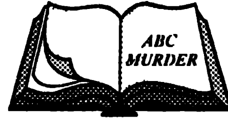
'আচ্ছা ডোনাল্ড,' পোয়ারো নিজের থেকেই আবার জিজ্ঞেস করলো, 'গত রাত্রে মিস বার্ণাড কোথায় যাবেন তিনি আপনাকে কিছু বলেছিলেন?'

'হ্যাঁ, সেন্ট লিভনার্ডে তার এক মেয়ে বন্ধুর কাছে যাবার কথা বলেছিল। তার কথা মতো রাত আটটার সময় আমি সেন্ট লিভনার্ডে চলমান বাসগুলোর ওপর নজর রাখি, উদ্দেশ্য যদি তাকে সেখানে দেখতে পাই। কিন্তু তার কোনো চিহ্ন দেখতে পাইনি। অবশেষে আমি ফিরে আসি।'

এই সময় রান্নাঘরের দরজা খুলে গেলো। ইন্সপেক্টর কেলসি ইন্সপেক্টর ক্রেমের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো, 'ওহো, আপনি।' তারপর পোয়ারো এবং দু'জন আগন্তুকের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে কি যেন চিন্তা করলো।

'মিস মেগান বাণার্ড আর মিস্টার ফ্রেসার,' পোয়ারো তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো।'

'আমি ইন্সপেক্টর ক্রোম, লণ্ডন থেকে আসছি,' নিজের পরিচয় দিয়ে সে এবার দু'জন নবাগতের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে থাকে।



কনফারেন্স

পোয়ারোর ঘরে বেসরকারী আলোচনা সভা বসেছে। সেই সব ভূয়ো চিঠিগুলো সাংবাদিকদের কাছে প্রকাশ করা হবে কি হবে না, সেই সিদ্ধান্ত নিতেই সেই আলোচনা সভা। দেখা যাচ্ছে, অ্যাণ্ডোভারের চেয়ে বেক্সহিল খুনের কেসটাই বেশী আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এই আলোচনায় অ্যাণ্ডোভার খুনের কেসে রেলওয়ে গাইডের প্রসঙ্গটাকে আদৌ আমল দেওয়া হচ্ছে না।

'আমাদের এখন একটা নীতি স্থির করতে হবে,' ধীরে ধীরে অ্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনার বললেন, 'ব্যাপারটা এই যে, এইসব খুনের কেসের ঘটনা জনসাধারণকে জানাবো কিনা, হাজার হোক, লক্ষ লক্ষ লোকের সহযেগিতা আমদের একান্ত প্রয়োজন, পাগল খুনীকে ধরতে তারা আমাদের সাহায্য করতে পারে।

'না, তাকে কখনোই পাগল বলে মনে হয় না,' ডক্টর থমসন এ কথাব বিরোধিতা করলেন।'

'রেলওয়ে গাইডের প্রসঙ্গ কাজে লাগিয়ে আমরা অন্ধকারে একটা বাড়তি সুযোগ পেয়ে যেতে

পারি। তবে এর পরেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়, খুনী অত্যন্ত চতুর, সে বেশ ভালো করেই জানে যে, আমরা ব্যাপারটা জেনে গেছি। আর তাই তো সে ইচ্ছাকৃত ভাবে তার সেই ভূয়ো চিঠিগুলোর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ওহে ক্রোম, তা তোমার কি অভিমত বলো?'

'স্যার, ব্যাপারটা আমি এইভাবে দেখছি। যেমন ধরুন, যদি আপনি ব্যাপারটা জনসাধারণের গোচরে আনেন। সেক্ষেত্রে আপনি এ বি সি খেলায় মেতে উঠবেন। আর খুনী সেটাই চায়, সে তার কুকর্মের প্রচার চায়। আমি ঠিক বলেছি, তাই না ডক্টর?'

থমসন মাথা নেড়ে তার কথার সায় দেন। 'তার মানে তুমি তার চাহিদা মাতো তাকে প্রচারের মুখোমুখি দাঁড় করাতে চাও না, এই তো? আর মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি কি বলেন?'

'আমার পক্ষে বলা খুবই মুশকিল স্যার লাওনেল।' উত্তরে পোয়ারো বললো, 'দেখুন, আপনি হয়তো বলতে পারেন, এ কেসে আমি একজন আগ্রহী ব্যক্তি। চ্যালেঞ্জটা আমার দিকেই ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। যদি আমি বলি, ব্যাপারটা চেপে যান, জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করবেন না, তাতে কি এই মনে হয় না যে, এ আমার দম্ভ, এ আমার অহমিকা? আমার খ্যাতির পক্ষে এটাই আমার বড় আশঙ্কা। এটা একটা হুঁসিয়ারি বলা যায়। অপরপক্ষে ইন্সপেক্টর ক্রোমের মতো আমিও বিশ্বাস করি যে, খুনী আমাদের দিয়ে তাই-ই করাতে চায়।'

'তার মানে আর একটি খুন,' ডক্টর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আমরা তার ইচ্ছে মতো প্রচার যদি না করি তাহলে সে তখন কিই বা করতে পারে? এ ছাড়া তার সামনে অন্য আর কোনো পথ খোলা থাকতে পারে না। তা মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি কি বলেন?'

'ডক্টর থমসন। আপনার সঙ্গে আমিও একমত।'

'এই পাগল খুনী আর কতো অপরাধ করতে পারে বলে আপনার মনে হয়?'

উত্তরে পোয়ারো বললো, 'দেখে তো মনে হচ্ছে এ থেকে জেড পর্যন্ত।'

ডক্টর থমসন বলতে থাকেন, 'তবে অতদূর সে যেতে পারবে না, তার অনেক আগেই আপনি তাকে ধরে ফেলতে পারবেন। যেমন ধরুন "জি" কিংবা "এইচ" নামের শিকার পর্যন্ত।'

অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার টেবিল চাপড়ে বলে উঠলেন, 'হায় ভগবান, তার মানে আপনি বলছেন, এখনো পাঁচটা খুন পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করে থাকবে হবে? কিন্তু আমার তো মনে হয় মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি প্রতিশ্রুতি দিতে পারি, "এফ" আদ্যাক্ষরের লোকটির কাছে পৌছনোর আগেই আমরাতাকে ধরে ফেলতে পারবো। তা মঁসিয়ে পোয়ারো, এখন আপনি বলুন, কোন্ পথে এ সব কেসের তদন্তে এগোনো যায়?'

'তার জন্যে আমাদের এখন সর্বপ্রথম খুনের উদ্দেশ্য কি তা জানতে হবে। এখানে বলে রাখি, খুনী তার শিকারদের নামের ব্যাপারে বর্ণমালার একেবারে শুরু থেকে অনুসরণ করে আসছে। যেমন আগের দুটি খুনের শিকারের নামের আদ্যাক্ষর যথাক্রমে "এ" ও "বি", সেই হিসেবে এরপর তার শিকার হতে যাচ্ছে "সি" আদ্যাক্ষরের কেউ। এই পাগল খুনী কিন্তু বর্ণমালা অনুসারে তার শিকার অন্বেষণের ব্যাপাবে খুবই কঠোর অজুহাত অনুসবণ করে যাচ্ছে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে মঁসিয়ে পোয়ারো,' ইন্সপেক্টর ক্রোম বলে উঠলো, '১৯২৯ সালের সেই স্টোনম্যানের কথাই ধরুন না কেন। যে কেউ তার জীবনের চলার পথে তার বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছিল, তাকেই সে তার পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছে।'

পোয়ারো এবার ফিরে তাকালো তার দিকে। 'ঠিক তাই। যেমন ধরুন, একটা মাছি যদি বারবার উড়ে এসে আপনার কপালে এসে বসে, তখন আপনি কি করবেন? স্বভাবতই বিরক্ত হয়ে আপনি তাকে হাতের চেটোয় পিষে মেরে ফেলবেন অবশেষে। এক্ষেত্রে আপনার ব্যক্তিত্বই গুরুত্বপূর্ণ, মাছিটা নয়! আপনার এই প্রতিক্রিয়া অবশ্যই আপনার কাছে অর্থবাহক এবং যুক্তিপূর্ণ। তার একটা কারণ হলো, স্বাস্থ্যের দিক থেকে মাছি খুবই বিপজ্জনক মানুষের কাছে, কারণ তাদের ডানায় এমন অনেক জীবাণু আছে, যা মানুষের দেহের স্পর্শে এলে সে যে কোনো খারাপ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

তাই মাছিকে অপসারণ করতেই হবে। তাই মানসিক দিক থেকে আক্রান্ত লোকটি দিশেহারা হয়ে পড়ে। কিন্তু এখন এই কেস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যদি খুনীর শিকার বর্ণমালার আদ্যাক্ষর হিসেবে নির্বাচিত হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত বিরক্তির কারণ হতে পারে না। অতএব এই দু'টি সূত্রকে একত্রিত করে মিল খুঁজতে যাওয়াটা অত্যন্ত অযৌক্তিক বলে মনে হবে আমার কাছে।'

হ্যাঁ, এটা একটা পয়েন্ট বটে,' ডক্টর থমসন বললো, 'আমার একটা মামলার কথা মনে আছে, একজন মহিলার স্বামীর মৃত্যুদণ্ডাদেশ হওয়াতে সে তখন এক এক করে জুরিদের খুন করতে শুরু করে দেয়। কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো যা বললেন, এক্ষেত্রে খুনীর ক্রমাগত অপরাধ করে যাওয়ার পিছনে সেরকম কোনো কারণ দেখা যাচ্ছে না। মিসেস আসশার এবং বেটি বার্ণাড-এর মধ্যে সেরকম কোনো যোগসূত্র আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। অবশ্যই এখানে একটা সেক্সের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কারণ উভয় শিকারই মহিলা। তবে খুনীর পরবর্তী শিকার কে হয় তা দেখে আমরা আরো নিশ্চিত হতে পারবো।'

'থমসন, ঈশ্বরের দোহাই, এমন সহজ ভাবে পরবর্তী খুনের কথা উচ্চারণ করবেন না,' স্যার লিওনেল উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। 'যে ভাবেই হোক আমরা পববর্তী খুন রুখবোই।' এরপর তিনি আমাব দিকে ফিরে তাকালেন।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, এ ব্যাপারে আপনি কি চিন্তা-ভাবনা করছেন?'

'খুনীর মনে কি আছে? নিজেই নিজেকে আমি প্রশ্ন করি। তার চিঠিগুলো থেকেই জানা যাচ্ছে যে, সে খুন করে যাচ্ছে।' উত্তরে পোয়ারো বলতে থাকে। 'খুন করে সে যে আনন্দ পায়, সেটা কি সত্যি? আর যদি বা সত্যি হয় তাহলে এখন দেখতে হবে, বর্ণমালার অক্ষর সাজিয়ে এই যে তার খুনের শিকার নির্বাচন, এর পিছনে তার নীতি কি হতে পারে? আর যদি সে নিছকই আনন্দ উপভোগ করার জন্যে একের পর এক খুন করে থাকে, তাহলে সে কখনোই এ ভাবে চিঠি লিখে প্রচার করতো না, ব্যাপারটা বেমালুম চেপে যেতো। কিন্তু আমরা দেখেছি, সে এতই দাম্ভিক যে, প্রতিবার খুনের সময় জনসাধারণের গোচরে আসার জন্যে চিঠি লিখে আগে-ভাগে জানিয়ে দিতে ভোলেনি। আবার যদি সে তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করেছে দেখা যেতো, একটার সঙ্গে অন্যটার একটা যোগসূত্র রয়েছে। সব শেষে আমার প্রশ্ন হলো, তার উদ্দেশ্য কি আমাকে চ্যালেঞ্জ করা? হয়তো আমি কোনো ক্ষেত্রে তার পথের বাধা হয়ে ছিলাম, যা আমার জানা নেই, এটা একটা কারণ হতে পারে, কিংবা আমি এখানে একজন আগন্তুক বলেই কি সে আমাকে এখান থেকে সরাতে চায়? কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, আমি এখানে আগন্তুক হিসেবে তার কি এমন ক্ষতি করেছি, জানতে হবে। এর থেকেই ধরে নেওয়া যায় যে, তার প্রতিটি কাজই বিক্ষিপ্ত ধরনের। আমার মতে এলোমেলোভাবে সে তার শিকার নির্বাচন করেছে।' ইন্সপেক্টর ক্রোমের মতামত সমর্থন করেই পোয়ারো আরো বললো, 'এ এক ধরনের মহানুভব খুনী।'

'কি বললেন আপনি?'

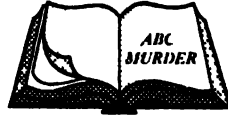
'আমি মহানুভব খুনীর কথা বলেছি! যেমন ধরুন, এ বি সি'র সতর্ক করে দেওয়া চিঠিগুলি যদি না সে পাঠাতো, তাহলে সেক্ষেত্রে ফ্রেসারকে বেটি বার্ণাডকে হত্যা করার অপরাধে কবেই গ্রেপ্তার করা হতো। তাই এর থেকেই কি মনে হয় না যে, তার মনটা এতো তাই নরম, যারা কোনো অপরাধ করেনি, নিছক সন্দেহের বশে অহেতুক তাদের কষ্ট দিতে চায় না সে।'

'অতএব দেখা যাচ্ছে, প্রচারের ব্যাপারে আমরা কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না,' অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার বললেন।

'আমি আমার একটা মতামত জানাবো স্যার,' ক্রোম বললো, 'পরবর্তী চিঠিটা পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলে হতো না? এ বি সি গাইডের তথ্য অনুসরণ করলে ধরে নেওয়া যায় যে, এবার খুনীর যে শিকার হবে তার নামের আদ্যাক্ষর অবশ্যই "সি" দিয়ে হবে। সেক্ষেত্রে সেই গ্রামের "সি" আদ্যাক্ষর নামের প্রতিটি লোকের ওপর নজর রাখলেই চলবে। খুনী এবারেও তার সাফল্যের জন্যে

বদ্ধপরিকর হয়ে উঠবে এবং এভাবেই আমরা তখন তার নাগাল পেয়ে যেতে পারি।'

ভবিষ্যৎ যে কি আমরা তা খুব কমই জানি।



তৃতীয় চিঠি

এ বি সি'র তৃতীয় চিঠি প্রাপ্তির কথা আমার বেশ ভালোই মনে আছে। দিনটা ছিলো শুক্রবার। সান্ধ্য ডাক এসে পৌঁছলো রাত দশটা নাগাদ। আর অন্য আরো চিঠির সঙ্গে সেই চিঠিটা আমিই ডাক-বাক্স থেকে এনে চিৎকার করে উঠলাম, 'পোয়াবো!' আমার গলা শুকিয়ে এলো।

'এসেছে, এসেছে সেটা?' আমার ডাকে সাড়া দিয়ে পোয়ারো বলে উঠলো, 'হেস্টিংস, তাড়াতাড়ি খামটা খুলে ফেলো!'

চিঠিটা খুলতেই পোয়ারো তেমন ব্যস্ততার সঙ্গে বলে উঠলো, 'পড়ে ফেলো।'

আমি চিৎকার করে চিঠিটা পড়তে শুরু করলাম ঃ 'বেচারা মিস্টার পোযারো,— এই সব অপরাধমূলক ঘটনা আপনি যতোটা সহজ-সমাধান যোগ্য বলে ভেবেছিলেন, বাস্তবে ঠিক তা নয়, এখন বুঝতে পাবছেন তো? দেখা যাক, এবার ব্যাপারটা খুবই সহজ। ৩০ তারিখে কার্সটনে। এবার কিছু একটা করুন। বারবার এক তরফা আমার সাফল্য আমার নিজেরই কি ভালো লাগে? আপনাব চির বিশ্বস্ত, এ বি সি..........

'কার্সটন!' লাফিয়ে উঠে আমার নিজস্ব এ বি সি কপিব পাতা ওল্টাতে থাকলাম।

'কই দেখি চিঠিটা!' পোয়ারো আমার হাত থেকে চিঠিটা দ্রুত নিয়ে পড়তে থাকে। চিঠির তারিখ সাতাশ। হেস্টিংস, আজই তো তিরিশ তারিখ!' চমকে উঠে বললো পোয়ারো।

পোয়ারোর বর্তমান ঠিকানা "হোয়াইট হেভেন ম্যানসন"। কিন্তু খামের ওপর ভুল ঠিকানা লেখাছিল, "হোয়াইট হর্স ম্যানসন"। খুনীব এটা ইচ্ছাকৃত কিনা কে জানে। খামেব ওপর ডাক বিভাগেব নোট লেখা ছিলো, "হোয়াইট হেভেন ম্যানসনে চেষ্টা করে দেখা যেতে পাবে।

'এই পাগল খুনীকে ধরবার কোনো সুযোগ আছে কিনা কে জানে!' পোয়ারো বিড়বিড় করে বলে উঠলো, 'এখনি আমাদের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। 'দূরভাষে ইন্সপেক্টর ক্রোমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে সংক্ষেপে সে উত্তর দেয়, 'ওহো, তাই বুঝি!' এর বেশী কিছু গুরুত্ব দিলো না সে।

আমি তখন রেলওয়ে গাইড খুলে বসেছিলাম। পোয়ারোর উদ্দেশ্যে বললাম ঃ 'কার্সটন, ডেভন। প্যাডিংটন থেকে প্রায় ২০৫ মাইল। জনসংখ্যা ৬৫৬। এর থেকে মনে হচ্ছে যায়গাটা খুবই ছোট্ট। আমাদেব এই খুনী পাগলকে অবশ্যই দেখা যেতে পারে।'

'দেখা পেলেও হয়তো ততক্ষণে আর একজন লোক তার শিকার হয়ে যেতে পাবে,' পোযারো বিড়বিড় করে বলে উঠলো। 'ট্রেনের সময়টা কি বলো তো?'

নিউটন অ্যাবট স্লিপিং কার সকাল ছ'টা বেজে আট মিনিটের সময় প্যাডিংটন থেকে ছাড়বে, এবং কার্সটনে পৌঁছবে সাতটা পনেরোয়।'

'ঠিক আছে, ওই ট্রেনটাই আমরা ধরবো।' পোয়ারো বললো।

আমি আমাদের লাগেজপত্তর যখন বাঁধা-ছাঁদা করতে ব্যস্ত, পোয়ারো তখন আবার স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে থাকে।

একটু পরে পোয়ারো জানালো, 'চিঠি আর খামটা আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাবো প্যাডিংটনে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কেউ একজন সেখানে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে।'

আমরা যখন প্লাটফর্মে এসে পৌঁছলাম তখন আমরা প্রথম যে ব্যক্তিটিকে দেখলাম সে হলো ইন্সপেক্টর ক্রোম। পোয়ারো প্রশ্নচোখে তাকালো তার দিকে।

উত্তরে সে বললো, 'এখনো পর্যন্ত কোনো খবর নেই। যাদের নামের আদ্যাক্ষর "সি" ফোনে তাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। এখন স্রেফ একটা সুযোগের অপেক্ষা। যাইহোক, চিঠিটা কোথায়?'

পোয়ারো চিঠিটা তুলে দিলো তার হাতে।

চিঠিটা, বিশেষ করে খামটা গভীর মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করে দেখার পর ক্রোম বললো, 'না, সাধারণ নিয়মকানুনের ধার সে ধারেনি, সে তার নিজস্ব আইন মোতাবেক কাজ করেছে, অন্তত এক্ষেত্রে তো বটেই। আমি এখন অবাক হচ্ছি, তবু না বলে পারছি না। আমি বাজী ধরে বলতে পারি যে, এই লোকটা "হোয়াইট হর্স হুইস্কি" পান করে থাকে।'

পোয়ারো তার অনুমান ক্ষমতার প্রশংসা করে বললো, 'মদের বোতলটা তার চোখের সামনে রেখেই চিঠিটা ছাপিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, এটাই সম্ভব,' ক্রোম তার কথায় সায় দিয়ে বলে, 'এক সময় আমরাও অবচেতন মনে এরকম ভুল প্রায়ই করতাম, চোখের সামনে যা দেখতাম তাই কপি করতাম। তার ওপর মদের নেশার ঘোরে যথারীতি ঠিকানা লিখতে গিয়ে শুরুতে "হোইট" শব্দটা ঠিক লিখলেও ঠিক তারপরেই "হ্যাভেন-এর" পরিবর্তে "হর্স" শব্দটা খামের ওপরে লিখে থাকবে।'

ট্রেন স্টেশন ছাড়বার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে একটি লোককে প্ল্যাটফর্ম চত্তরে ছুটে আসতে দেখলাম। ইন্সপেক্টর ক্রোম-এর জানলার সামনে পৌঁছে তাকে তার সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেলো। ট্রেনটা প্লাটফর্ম ছেড়ে আসতেই পোয়ারো ক্রোমকে জিজ্ঞেস করলো, 'কোনো খবর পেলেন?'

'যতোটা সম্ভব খারাপ খবর। স্যার কারমাইকেল ক্লার্ককে মৃত অবস্থায় দেখতে পাওয়া গেছে, মাথায় প্রচণ্ড আঘাতের ফলেই তার মৃত্যু হয়েছে।'

স্যার কারমাইকেল ক্লার্ক-এর নাম খুব বেশী লোক না জানলেও, তার মধ্যে একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করাা গেছলো। অবসর নিয়েছিল সে। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত চাইনিজ আর্টের সংগ্রাহক হিসেবে সুপরিচিত ছিলো সে। ডেভন কোস্টে সে তার মনের মতো একটা বাড়ি তৈরী করেছিল। এই তৃতীয় খুনের কেসের পর সারা দেশ এখন এ বি সি'র খোঁজে তোলপাড় করে দেবে। ইন্সপেক্টর ক্রোম মন্তব্য করলো।

'দুর্ভাগ্যবশত,' আমি বললাম, 'এটাই সে চায়।'

'তা সত্যি। তবে এ কথাও ঠিক যে, বার বার সাফল্য পেতে পেতে যে কেউ এমনি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে ওঠে, তখন তার পক্ষে একটা না একটা ভুল কারর সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর সেই মুহূর্তটির জন্যে আমি অপেক্ষা করছি,' ক্রোম তার অনুমানের কথা বললো।

'যে কোনো সাধারণ অপরাধের চেয়ে এটা অত্যন্ত খারাপ।'

'না হেস্টিংস,' পোয়ারো আমার কথার প্রতিবাদ বরে বলে উঠলো,' একজন অপরিচিত বা আগন্তুকের প্রাণ বিনাশ করার চেয়ে একজন খুব কাছের এবং অতি প্রিয় ব্যক্তিকে খুন করটো আরো বেশী জঘন্যতম অপরাধ বলে আমি মনে করি। বিশেষ করে সে যদি তার আততায়ীকে বিশ্বাস করে থাকে।' একটু থেমে পোয়ারো আবার বলতে থাকে, 'এটা যতোটা খারাপ তার চেয়েও বেশী খারাপ এসব খুনের জটিলতা। এখানে যদি কেউ বর্ণমালার সাজানো অক্ষরের নামধারী শিকারের লক্ষ্য বলে ধরে নেয়, তাহলে বলবো, তাতেও ভুল ত্রুটি থেকে যায়। যদি আমি কখনো এই ভুলটা আবিস্কার করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে, সব কিছুই পরিস্কার হয়ে যাবে আর সেটা খুবই সহজ হবে..........'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে তার মাথা নাড়লো। 'এ ধরনের নিষ্ঠুর অপরাধ বেশীদিন চলতে দেওয়া উচিত নয়। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি প্রকৃত সত্য কি দেখতে চাই.........এখন শুয়ে পড়ো হেস্টিংস। আগামীকাল অনেক কিছু করার আছে।'

সকাল আটটা নাগাদ আমরা কুমবেসাইডে (বাড়িটার সেরকমই নাম) এসে পৌঁছলাম। একজন বয়স্ক বাবুর্চি দরজা খুলে দিলো। তার হাত অসম্ভব কাঁপছিল, তার থরথরে শরীর দেখে মনে হলো, কি ভয়ঙ্কর হতাশায় সে এখন ভুগছে।

স্থানীয় পুলিশ অফিসার মিস্টার ওয়েলস তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললো, 'সুপ্রভাত ডেভেরিল। এঁরা লণ্ডন থেকে আসছেন।'

ডেভেরিল আমাদের পথ দেখিয়ে লম্বা ডাইনিংরুমে নিয়ে এলো। তখন প্রাতঃরাশ চলছিল। 'আমি মিস্টার ফ্র্যাঙ্কলিনকে ডেকে আনছি। মিনিট দুয়েক পরে লম্বা লম্বা চুলওয়ালা রোদে-পোড়া মুখের একজন ভদ্রলোক সেখানে এসে প্রবেশ করলো। এই লোকটিই ফ্র্যাঙ্কলিন।

ইন্সপেক্টর ওয়েলস তার সঙ্গে করমর্দন করতে গিয়ে প্রত্যেকের দিকে পিট পিট করে তাকালো। তারপর সে বললো, 'আসুন প্রাতঃরাশ সারতে সারতে আলেচনা কবা যাক।' তার নির্দেশে বাবুর্চি ডাইনিং টেবিলে আমাদের প্রাতঃরাশের প্লেট সাজিয়ে রেখে গেলো অতঃপর। 'দেখুন,' ফ্র্যাঙ্কলিন নিজের থেকেই আবার বলতে শুরু করলো, 'ইন্সপেক্টর ওয়েলস আমাকে গতকাল রাতের যে ঘটনার কথা বলেছেন আমার তো মনে হয়, সেটা সব থেকে বন্য কাহিনী, যা আগে কখনো আমি শুনি নি। সত্যি বিশ্বাস করুন ইন্সপেক্টর ক্রোম, বেচারা আমার দাদা যে একজন পাগল খুনীর শিকার হতে পারে এ ভাবা যায় না। এটা তার তৃতীয় খুন আর শুনেছি, প্রতিটি মৃতদেহের পাশে একটা করে এ বি সি রেলওয়ে গাইড ফেলে রাখা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, এটাই ঘটনার বিবরণ মিস্টার ক্লার্ক।'

'কিন্তু কেন? এর থেকে খুনীর কি লাভ হতে পারে.' ফ্র্যাঙ্কলিন জানতে চাইলো।

মিস্টার ফ্র্যাঙ্কলিন, আসুন কেসটা নিয়ে সরাসরি আলোচনা করা যাক।' পোয়ারো এই প্রথম কথা বললো।

'এ অবস্থায় মোটিভের সন্ধান করতে যাওয়াটা খুব একটা ভালো হবে না মিস্টার ক্লার্ক,' ইন্সপেক্টর ক্রোম বলে উঠলো।

'এ ব্যাপারটা বিজ্ঞ বিশ্লেষণকারীদের ওপর ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। তবে এটুকু আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, একজন নগন্য ব্যক্তির থেকে নিজেকে জনসমক্ষে তুলে ধরবার জন্যে খুনী জনসাধারণের চোখে নিজেকে ভীষণভাবে বিজ্ঞাপিত করতে চায়।'

'মঁসিয়ে পোয়ারো, এটা কি সত্য?'

'পুরোপুরি সত্য,' উত্তরে আমার বন্ধুটি বললো।

'যাইহোক, এ ধরনের লেকেকে চিহ্নিত করতে খুব বেশীদিন লাগবে না।'

'মিস্টার ক্লার্ক, 'এবার ক্রোম তাদের কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'আপনি আমাদের কিছু তথ্যেব যোগান দেবেন? যেমন ধরে নিলাম আপনার ভাই-এর স্বাস্থ্য স্বাভাবিক ছিলো, অন্তত গতকাল পর্যন্ত তো বটেই। এখন বলুন তো, তিনি কি কোনো অপ্রত্যাশিত চিঠি পেয়েছিলেন? খাবড়ে যাওয়ার মতো তেমন কোনো ঘটনা কি ঘটেছিল ইদানিং?'

'না। আমি বলবো, আগের মতোই তিনি সহজ ও স্বাভাবিক ছিলেন।'

'কোনো ভাবেই কি তিনি কখনো মুষড়ে পড়েন নি কিংবা চিন্তিত ছিলন না?'

আমাকে মাপ করবেন ইন্সপেক্টর, আমি তা বলিনি। মুষড়ে পড়া কিংবা চিন্তিত হওয়াটা আমার ভায়ের কাছে যেন একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিলো।'

'কেন, সে রকম ছিলেন কেন?'

'আমার বৌদি লেডি ক্লার্ককে আপনারা হয়তো জানেন না, তাঁর স্বাস্থ্য খুবই খারাপ। তাহলে খুলে বলি, তিনি ক্যান্সারে ভুগছেন, যা সারবার নয়, আর বেশীদিন বাঁচবেনও না। এর জন্যেই আমার ভাই সব সময় চিন্তিত ছিলেন।'

'মিস্টার ক্লার্ক, আপনার ভাইকে একটা উঁচু পাহাড়ের উপত্যকায় গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে

থাকতে দেখলে আপনার প্রাথমিক চিন্তা কি হতো?'

'স্পষ্টতই আমি ধরে নিতাম, সেটা একটা আত্মহত্যার কেস,' উত্তরে ফ্র্যাঙ্কলিন বললো।

'যাইহোক, এটা কোনো আত্মহত্যার কেস নয়,' রূঢ়স্বরে ক্রোম বললো, 'মিস্টার ক্লার্ক, আমার বিশ্বাস, প্রতিদিন সন্ধ্যায় আপনার ভায়ের ঘুরে বেড়ানোর নেশা ছিলো। আর বলাবাহুল্য বাইরে।'

'বাইরে বলতে আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না। আর বাইরে যাওয়ার মতো খারাপ বলতে শুধু একটা পোষ্ট অফিস আর একটা কটেজে। তবে গ্রাম বা দোকান বলতে কিছু নেই।'

'তাহলে আমার মনে হয়, যে কোনো আগন্তুক এখানে এলে সহজেই চোখে পড়বে?'

'তবে প্রতিবছর আগষ্ট মাসে এখানে বহু বহিরাগতদের দেখা যায়। তারা ব্রিক্সহাম, টরপোয়ে এবং পেইগন্টন থেকে গাড়িতে কিংবা বাসে চড়ে এমন কি পায়ে হেঁটেও অনেকে ব্রডস্যাণ্ডার বীচে এবং এলবারি কোভ দেখতে আসে। এগুলো খুবই জনপ্রিয়। পৃথিবীর এই অংশটা জুন আর জুলাই-এর শুরু থেকে কতো যে সৌন্দর্যময়ী হয়ে ওঠে আপনি জানেন না।

'তাহলে আগন্তুককে দেখা যেতে পারে বলে আপনার মনে হয় না?'

'যদি না তাকে সুন্দর দেখতে হয়।'

'এই লোকটি দেখতে মোটেই ভালো নয়,' ক্রোম দৃঢ়স্বরে বললো, 'দেখুন মিস্টার ক্লার্ক, আমি যা বুঝেছি তা হলো, এই লোকটি আপনার ভায়েব বাড়ির খুব কাছ থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে থাকবেন এবং তাঁর প্রতিদিন সান্ধ্য ভ্রমণে বেরোনোর অভ্যাসটা সে জেনে থাকবে। এর থেকেই আমি কি ধরে নিতে পারি, গতকাল কোনো আগন্তুক তাঁর বাড়িতে এসে তাঁর খোঁজ করেনি?'

'আমি ঠিক জানি না, তবে এ ব্যাপারে ডেভেরিলকে জিজ্ঞেস করতে পারি।'

তারপর ডেভেরিলকে ডেকে সে তাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতেই উত্তরে সে যা বললো এই রকম ঃ

'না স্যার। স্যার কারমাইকেলের সঙ্গে কেউই দেখা করতে আসে নি। আর বাড়ির সামনে কাউকে ঘোরাফেরা করতেও দেখিনি। এমন কি পরিচারিকাও দেখেনি, কারণ আমি তাদের জিজ্ঞেস করে জেনেছি।'

বাবুর্চি চলে যাওয়ার পরেই এক যুবতী এসে হাজির হলো সেখানে। ফ্রাঙ্কলিন তার পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললো, 'ভদ্রমহোদয়গণ, পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি হলেন মিস গ্রে। আমার ভায়ের সেক্রেটারী।'

তাকে দেখামাত্র মেয়েটির অতুলনীয় স্ক্যাণ্ডিনেভীয় সৌন্দর্য আমায় আকর্ষণ করলো। বর্ণহীন ছাই রঙের চুল, হাল্কা ধূসর রঙের চোখ; এ সবই নরওয়ে এবং সুইডেনের অধিবাসীদের মধ্যে দেখা যায়। বছর সাতাশ বয়স হবে এবং চালচলন দেখে মনে হয় খুবই অভিজ্ঞ সে।

'আমি কি আপনাদের কোনোরকম সাহয্যে আসতে পারি?' নিজের থেকেই মেয়েটি বললো।

'আপনি কি স্যার মাইকেল ক্লার্ক-এর চিঠিপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?'

'হ্যাঁ, ওঁর সব চিঠিপত্রই আমি দেখতাম।'

'আমার অনুমান, এ বি সি স্বাক্ষরযুক্ত কোনো চিঠি তিনি পান নি?'

'এ বি সি?' মাথা নাড়লেন সে। 'না, আমি নিশ্চিত, সেরকম চিঠি তিনি পান নি।'

'স্যার ক্লার্ক কিংবা আপনি গতকাল সন্ধ্যার পর এ বাড়ির ধারে কাছে কোনো অপরিচিত লোককে দেখেছিলেন?'

'না তিনি যে কখনো দেখেছেন বলে আমায় বলেন নি। 'উত্তরে মিস গ্রে বলে, 'আর আমার ব্যাপারে বলতে পারি, এখানে এই বেড়ানোর মরশুমে কতো অপরিচিত লোকের যাতায়াত রয়েছে। তাদের মধ্যে থেকে নির্দিষ্ট কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আলাদা করে চিহ্নিত করা মুশকিল।'

পোয়ারোকে তার শেষ কথায় সায় দিতে গিয়ে কেমন যেন চিন্তিত বলে মনে হলো।

স্যার কারমাইকেল যেখানে সান্ধ্যভ্রমণে বেরোতেন সেই যায়গাটা দেখতে চাইলো ইন্সপেক্টর ক্রোম। ফ্র্যাঙ্কলিন ক্লার্ক তাদের একটা জানালার সামনে নিয়ে গেলো সেখান থেকে যায়গাটা দেখানোর জন্যে। মিস গ্রে আমাদের সাথী হলো। সে আর আমি অন্যদের থেকে পিছনে পিছনে হাঁটছিলাম।

'সান্ধ্য ভ্রমণ শেষে স্যার কারমাইকেল কখন ঘরে ফিরে আসতেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম মিস গ্রেকে।

'সাধারণত পৌনে-দশটা নাগাদ। গতকাল রাত্রে পুলিশ যদি না ফোন করে তাঁর মৃত্যুর খবরটা জানাতো তাহলে আজ সকলে রোজকারের অভ্যাস মতো তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলবার আগে পর্যন্ত আমরা কেউ জানতেই পারতাম না।'

'এই দুঃসংবাদটা শুনে তাঁর স্ত্রী নিশ্চয়ই খুব ভেঙ্গে পড়েছেন?'

'অবশ্যই। লেডি ক্লার্ককে মরফিয়া দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।'

আমরা এক সময় বাগানের ভেতর দিয়ে গলফ্ লিঙ্কে এসে পড়লাম। একটা গলির মুখে এসে ফ্র্যাঙ্কলিন বললো, 'এই রাস্তাটাই এলবারি ডোভে গিয়ে পড়েছে। গলিপথটা মরুভুমির মতো নির্জন। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় আমরা সমুদ্রের একটা বীচের সামনে এসে দাঁড়ালাম। চোখের সামনে ধূ-ধূ বালিরনুড়ি বিছানো। উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ-এর গর্জন ভেসে আসছিল। এ যেন একটা চমৎকার দর্শনীয় স্থান।

'আমার ভাইয়ের সান্ধ্য ভ্রমণের যায়গাটা ছিলো এটাই।' ফ্র্যাঙ্কলিন বললো।

তারপর আমরা একটা মেঠোপথ ধরে হাঁটতে গিয়ে মাঝপথে একটা ঝোপঝাড়ের কাছে এসে থামলাম, সেখানেই স্যার কারমাইকেলের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেছলো।

যায়গাটা পর্যবেক্ষণ করে ইন্সপেক্টর ক্রোম মন্তব্য করলো, 'হ্যাঁ, কাউকে খুন করার পক্ষে এ একটা আদর্শ যায়গা বটে। খুনী অন্ধকারে ছায়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকবে হয়তো। আপনার ভাই তাকে লক্ষ্য করার আগেই পিছন থেকে সে তাঁর মাথায় একটা মোক্ষম আঘাত করেছে।'

তারপর আমরা ফিরে চললাম বাড়ির ভেতরে, যেখানে স্যার মাইকেলের মৃতদেহ রাখা আছে।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছিল মিস থোরা গ্রে। তার মুখটা ভয়ঙ্কর ভয়ার্ত দেখাচ্ছিল।

'মিস গ্রে,' একটু থেমে কি ভেবে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার, কোনো ভয়ের কিছু... ....?'

'ভাবছিলাম, উত্তরে সে বললো, ''ডি'-র কথা।'

''ডি'র ব্যাপারে?' বোকার মতো আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'হ্যাঁ, পরবর্তী খুন। হ্যাঁ, এখন এমন একটা কিছু করতে হবে যাতে করে এই খুনীব খেলা বন্ধ করতে হবে।'

ফ্র্যাঙ্কলিন লেডি ক্লার্ক-এর ঘর থেকে সেইমাত্র বেরিয়ে এসে জানতে চাইলো, 'কি বন্ধ করতে হবে থোরা?'

'এই ভয়ঙ্কর খুন।'

'হ্যাঁ।' তার চোয়াল হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠল। 'আমি এ ব্যাপারে পোয়ারোর সঙ্গে কথা বলতে চাই। ক্রোম কি তেমন সুবিধের হবে বলে মনে হয়?' আশাতীতভাবে কথাটা বলে ফেললো ক্লার্ক।

'কিন্তু ওঁর স্বভাবটা আমার ঠিক ভালো লাগে না। ক্লার্ক অনুযোগ করে বললো, 'উনি এমন ভাব দেখান, যেন তিনি একজন সবজান্তা মানুষ। কিন্তু আমি বিশ্লেষণ করে দেখেছি, উনি আদৌ কিছু জানেন না।' মিনিট দু'য়েক চুপ করে থেকে সে আবার মুখ খুললো। 'মঁসিয়ে পোয়ারো আমার একটা পরিকল্পনা আছে। তবে পরে এ ব্যাপারে কথা বলা যেতে পারে।' এই বলে ফ্র্যাঙ্কলিন লেডি ক্লার্ক-এর ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

আমি তখন একটু ইতস্তত করে মেয়েটির দিকে ফিরে তাকালাম। 'মিস গ্রে, আপনি আবার কি ভাবছেন?'

'ভাবছি, সে এখন কোথায়.........মানে সেই খুনী লোকটা। স্যার ফ্র্যাঙ্কলিন খুন হওয়ার পর বারো ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। ওঃ! যদি এখন সত্যিকারের কোনো জ্যোতিষীর দেখা পেতাম তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করতাম, খুনী এখন কোথায়, আর সে কি করছেই বা?'

'পুলিশ তার খোঁজ করছে.......' আমার কথার মাঝে বাধা দিয়ে উঠলো সে।

'হ্যাঁ, অবশ্যই তা জানি।' এই বলে মিস গ্রে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে শুরু করলো। আমি তখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তার একটু আগের কথাগুলো ভাবতে থাকলাম।

এ বি সি?...........সে এখন কোথায়?

মিস্টার আলেকজাণ্ডার বোনাপেট কাস্ট দর্শকদের সঙ্গে টরকোয়ে প্যালাডিয়ান থেকে বেরিয়ে এলো আবেগপূর্ণ ছবি দেখে, "নট এ স্প্যারো। অন্ধকার থেকে বিকেলের পড়ন্ত আলোয় এসে চোখ পিট পিট করে তাকাতে গিয়ে দেখলো সংবাদপত্র বিক্রেতারা চিৎকার করে হাঁকছে ঃ শেষ খবর....... কার্সটনে পাগলখুনীর দৌরাত্ম্য........" তাদের হাতে একটা করে প্ল্যাকার্ড, যাতে লেখা ছিলো ঃ "শেষ খুন কার্সটনে।"

মিস্টার কাস্ট একটা কাগজ কিনলো, তবে তখনি পড়লো না। প্রিন্সেস গার্ডেনে ঢুকে ধীরে ধীরে টরডোয়ে বন্দরের মুখোমুখি একটা যায়গায় গিয়ে বসলো। এবং এবার সে কাগজটা পড়তে শুরু করলো। বড় বড় অক্ষরের হেডলাইন ঃ

স্যার কারমাইকেল খুন হলেন। কার্সটনে ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড। নিষ্ঠুর কাজ সেই পাগলা খুনীর।

এই তো মাত্র মাসখানেক আগে বেক্সহিলে এলিজাবেথ বার্ণাডের খুনের ঘটনায় ইংলণ্ড মর্মাহত ও স্তম্ভিত হয়ে গেছলো। তারপর আবার কার্সটনে স্যার কারমাইকেল ক্লার্ক খুন হলেন। দু'টি মৃতদেহের পাশে এ বি সি রেলওয়ে গাইড পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশের বিশ্বাস, উভয় খুন একই ব্যক্তি করে থাকবে। আমাদের সমুদ্রতীরে রিসর্টে খুনীর অপ্রতিরোধ্য বিচরণ সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে কাগজটা হাতে নিয়ে বসে থাকে মিস্টার কাস্ট। মাঝে মাঝে সে সেই ভয়ঙ্কর খবরটা বারবার পড়তে থাকে। পথচারী ভ্রমণার্থীরা তার সামনে দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে যায়। তাদের মধ্যে অধিকাংশই এই খুনের ব্যাপারে আলোচনা করছিল।

'ভয়ঙ্কর, ভয়াভয়........আপনি কি মনে করেন কোনো সম্পর্ক আছে? চীনা কাফের সেই চীনা ওয়েটরেস-এর সঙ্গে যুক্ত নয় তো?'

'আসলে ঘটনাটা গলফ্ লিঙ্কের..........'

'কিন্তু আমি শুনেছি ঘটনাটা ঘটেছে সমুদ্র বীচের ধারে.........'

'পুলিশ যে তার নাগাল পাবে, একেবারে নিশ্চিত.............'

'বলা যেতে পারে যে কোনো মুহূর্তে সে গ্রেপ্তার হতে পারে.....'

'সে যে এখনো টরকোয়েতেই রয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই,' আর একজন বলে উঠলো।

মিস্টার কাস্ট কাগজটা ভালো করে মুড়ে তার আসনের পাশে রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর শহরের দিকে হেঁটে চললো।

স্যার মাইকেল ক্লার্ক-এর খুনের সঙ্গে এ বি সি রহস্য এখন লোকের মুখে মুখে। সংবাদপত্রগুলোর খবরে প্রকাশ, সব ধরনের ক্লু আবিষ্কার হয়ে গেছে। এখন খুনী গ্রেপ্তার হওয়ার অপেক্ষায়। পার্লামেন্টে এ নিয়ে নানান প্রশ্ন উঠেছে। শেষ দু'টি খুনের কেসে অ্যাণ্ডোভারে প্রথম খুনের ঘটনা কার্যত চাপা পড়ে গেছে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ধারণা, কদিন যে হাবে প্রচার চালানো হয়েছে তাতে খুনীকে অচিরে

ধরবার সম্ভানা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

"ডেলি ফ্লিকার" পত্রিকায় রীতিমতো একটা উৎসাহব্যাঞ্জক খবর বেরিয়েছে ঃ "খুনী সম্ভবত আপনাদের শহরে!"

তবে কাগজের রিপোর্টাররা পোয়ারোকে এক হাত নিতে ছাড়েনি। হুমকি দেওয়া চিঠি পাওয়া সত্বেও কেন সে খুন রুখতে পারে নি। এ নিয়েও তারা তাকে দু'চার কথা শুনিয়ে দিয়েছে। অবশ্য পরবর্তীকালে তারা তাদের কাগজের মাধ্যমেই জনসাধারণকে জানিয়েছে এই ভাবে ঃ মঁসিয়ে পোয়ারো সাফল্যের মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। মঁসিয়ে পোয়ারো মহান বন্ধু ক্যাপ্টেন হেস্টিংস এসব কথাই বলেছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধিকে।...........ইত্যাদি, ইত্যাদি..........

'বিশ্বাস করো পোয়ারো, এ ধরনের কথা আমি কখনোই বলিনি।'

আমার বন্ধু অত্যন্ত নম্রভাবে উত্তর দিলো, 'আমি জানি হেস্টিংস, এ কথা তুমি কখনো বলতে পারো না। তাছাড়া মুখে বলা কথা আর লিখিত ভাষার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত হয়ে থাকে। একটা দু'টো শব্দ ওলট-পালট করলে আসল বক্তব্যর মানে একেবারে অন্য রকম হয়ে যেতে পারে। তাই এর জন্যে তুমি কোনো চিন্তা করো না বন্ধু। এ সব অভিযোগে কোনো গুরুত্বই নেই, বরং আমাদের সাহায্যের কাজে লাগতে পারে।'

'কি রকম?'

'যেমন ধরো, "ডেলি ব্লেগুই" খবরের কাগজে যে বিবৃতি আমি দিয়েছি তা যদি আমাদের ওই পাগলা খুনী পড়ে, বিরোধীপক্ষ হিসেবে আমার প্রতি সে তার সব সম্মান হারিয়ে ফেলবে।'

সম্ভবত পুলিশী তদন্তের বহর দেখে আমার কেন জানি না মনে হয়েছে তারা এ খুনের কিনারা করতে পারবে না। অপর দিকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড এবং বিভিন্ন জেলার স্থানীয় পুলিশ একটা নূন্যতম ক্লুর খোঁজে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। হোটেল এবং বোর্ডিং হাউসের প্রতিটি সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, 'তারা সেরকম কোনো সন্দেহভাজন লোককে দেখেছে কিনা,' কিংবা ভয়ঙ্কর প্রকৃতির দেখতে কোনো লোককে তারা দেখেছে কিনা এসব প্রশ্নের উত্তরে কেউই তেমন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে নি। এমন কি বহু লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, তবে সামগ্রিক ফলাফল যে একেবারে শূন্য তা বলা যায় না। অবশ্যই কয়েকজনের জবানবন্দী মনে ধরার মতো হলেও কিন্তু প্রমাণের অভাবে সে মত বাতিল হয়ে যায়। এর ফলে যদি ক্রোম আর তার সহকর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রমী হয়ে থাকে। আমার কাছে পোয়ারো মনে হয় যেন একটু অলস প্রকৃতির মানুষ। এ ব্যাপারে আমরা প্রায়ই তর্ক করে থাকি। আমি তর্কের খাতিরে তার সামনে একটা উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন রাখি, সেই পাগলটার মনে কি থাকতে পারে?'

'বলাবাহুল্য, এ প্রশ্নটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তবে এ প্রশ্নের উত্তর মুহূর্তের মধ্যে পাওয়া সহজ নয়। আমি যখন জানতে পারবো, খুনী কি চায়, কি তার চাহিদা, ঠিক তখনি আমি জানতে পারবো, কে, কে সে? আর সব সময়েই আমি অনেক কিছু জানতে পারি। অ্যাণ্ডোভার খুনের পর খুনীর সম্পর্কে আমরা কি জানতে পারি? কিছুই নয়। বেক্সহিল অপরাধের পর? সামান্য একটু আলোকপাত হয়। তখনো অনেক কিছুই জানতে হবে। আর কার্সটন খুনের পর? আমি দেখতে শুরু করি। যা তুমি দেখতে চাও না, মুখের ভাব-ভঙ্গিমা, কিন্তু মানুষের মনোভাব? যে মন একটা নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে পরিচালিত হয়ে থাকে, পরবর্তী অপরাধে—'

'পোয়ারো!' আমার বন্ধু অধৈর্যভাবে আমার দিকে তাকালো।

'হ্যাঁ হেস্টিংস, আমার ধারণা এটাই ভবিতব্য, আরো একটা খুন সংগঠিত হতে চলেছে। এই সময় হয়তো খুনীর ভাগ্যের বিরুদ্ধে যেতে পারে, তবে আর একটা অপরাধের পর খুনী সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করে নিতে পারবো। আমি তাকে ঠিকই জানতে পারবো।'

'কে, কে সে হতে পারে?'

'না হেস্টিংস, আমি তার নাম ও ঠিকানা জানতে না পারলেও সে যে কি ধরনের লোক হতে পারে, তা ঠিক জানতে পারবো।'

'আর তারপর?'

আমাকে হতভম্বের মতো তাকাতে দেখে পোয়ারো বলতে থাকে, 'তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে হেস্টিংস, একজন অভিজ্ঞ জেলে জানে, কোন্ টোপে কোন্ মাছ ধরা যায়। তাই আমি সঠিক টোপটাই ব্যবহার করবো যথা সময়ে।'

'তারপর?'

'আমার মাথায় এখন একটা পরিকল্পনা এসেছে, শুনলে তুমি নিশ্চয়ই খুশি হবে। আর এর ফলে সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান হবে।'

তার কথা বলার ভঙ্গিটা আমার ভালো লাগলো না। তাই আমি কথার ছলে জিজ্ঞেস করলাম, 'সেটা কি বলবে আমায়?'

'যারা খুন হয়েছে তাদের আত্মিয়, বন্ধু আর চাকর-বাকরদের জবানবন্দী নেবো, তারা যা জানে আমি তাদের কাছ থেকে জেনে নেবো। এ পর্যন্ত তিনটি খুনের কেসে আমরা এমন একটা সূত্রও খুঁজে পাইনি যা থেকে সমাধানের পথ পেতে পারি। তাই এ ভাবেই আমি শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাই।'

তবু তার এই পরিকল্পনাটা আমার কাছে কেমন যেন অর্থহীন আর অস্পষ্ট বলে মনে হলো।

পোয়ারো বোধহয় আমার মনের দ্বন্দ্বটা টের পেয়ে থাকবে। তাই আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি একটুও আশার আলো দেখতে পাচ্ছো না?' এই বলে সে একটা চিঠি আমার হাতে তুলে দিলো। হাতে লেখা একটা চিঠি।

"প্রিয় মহাশয়—এই যে আমি স্বাধীনভাবে আপনাকে চিঠি লিখছি, আশাকরি তার জন্যে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। বেচারী এই দু'জন আন্টির মৃত্যুর পর থেকে আমি অনেক কিছুই ভেবেছি। মনে হচ্ছে, আমরা সবাই একই নৌকোর যাত্রী। খবরের কাগজে আমি যুবতী মেয়েটির বোনের খুন হওয়ার কথা বলছি। আমি তাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম, আমি তার কাছে কিংবা তার পায়ের কাছে থাকতে পারি কিনা, তবে আমি আমার পারিশ্রমিক হিসেবে খুব বেশী বেতন দাবী করবো না। আমার এই ইচ্ছের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, দু'জনে এক সঙ্গে মিলিত হয়ে আমরা পরস্পর যেটুকু জানি তা পর্যালোচনা করে এই নিষ্ঠুর হত্যাকারীকে খুঁজে বার করা।

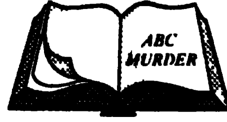
এই যুবতী মেয়েটি খুব সুন্দর করে চিঠি লিখেছে। আপনাকে চিঠি লেখার জন্যে সে-ই আমাকে পরামর্শ দিয়েছে। সে আবার এত বলেছে, আমার মতো সেও নাকি একই রকম চিন্তা করছে, আর আমরা দু'জনে একই দুর্ভোগ ভোগ করছি। অতএব তার মতে আমাদের দু'জনে হাত মেলানো উচিত। তাই স্যার আমি লণ্ডনে যাচ্ছি এ খবরটা জানানোর জন্যেই আপনাকে এই চিঠি লেখা। এখানে আমাব ঠিকানা দিলাম। আশাকরি আমি আপনাকে কোনো অসুবিধায় ফেললাম না।—আপনার বিনীত অনুরাগী, মেরি ড্রোয়ার।"

'মেরি ড্রোয়ার,' পোয়ারো বললো, 'খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে।'

আর একটা চিঠি সে তুলে নিলো। 'এবার এটা পড়ে দেখো।' আমার সামনে সেটা মেলে ধরলো সে।

ফ্র্যাঙ্কলিনের চিঠি। সে লিখেছে, সে লণ্ডনে আসছে, এবং কোনো অসুবিধে না হলে পরের দিনই সে পোয়ারোর সঙ্গে দেখা করবে।

'হতাশ হয়ো না,' পোয়ারো বললো, 'আমাদের অভিযান এখন শুরু হওয়ার পথে।'



পোয়ারোর বক্তব্য

পরের দিনই দুপুর তিনটের সময় ফ্র্যাঙ্কলিন ক্লার্ক কথা মতো এসে হাজির হলো, এবং কোনো ভূমিকা না করেই সে বলে উঠলো, মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি পুলিশের কাজে সন্তুষ্ট নই। নিঃসন্দেহে ক্রোম একজন দক্ষ অফিসার হতে পারেন, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি তিনি আমাকে একেবারেই নিরাশ করেছেন। আমার মত কি জানেন, আমরা আমাদের পায়ের তলাকার মাটি কোনো ভাবেই সরে যেতে দিতে চাই না। তাই আগে-ভাগে আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।'

'তার মানে আপনি বলছেন, আবার একটা খুন হতে পারে। তাই পরবর্তী খুন রোখার জন্যে ব্যবস্থা নিতে চাই।'

'বেশ তো, আপনাব পরিকল্পনাটি কি বুঝিয়ে বলুন।'

'মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার প্রস্তাব হলো একটা বিশেষ ধরনের দল গঠন করা, আর সেটা হবে আপনার পরিচালনায় নিহত ব্যক্তিদের আত্মিয় ও বন্ধুদের নিয়ে। আমরা সবাই এক সঙ্গে মাথা ঘামালে একটা না একটা সূত্র ঠিক খুঁজে বার করতেই পারবো।

'আপনার পরিকল্পনাটা মন্দ নয়, এতে আমার সম্মতি আছে. কিন্তু মিস্টার ক্লার্ক, নিহত ব্যক্তিদের আত্মিয় ও বন্ধুরা যে যার কর্মক্ষেত্রে বা ব্যবসায় নিযুক্ত থাকতে পারে। তাই আমার আশঙ্কা তারা কি তাদের রোজগারপাতি বন্ধ করে আসতে পারবে? যদি তারা—

ফ্র্যাঙ্কলিন ক্লার্ক পোয়ারোর কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'দেখুন, এই সমস্যার সমাধানও আমি করতে পারবো বলে মনে করি। আমাব নিজের অর্থবল না থাকলেও আমার মৃত ভাই ছিলেন রীতিমতো বিত্তবান, আর আমিই তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকাবী। তাই আমি ঠিক করেছি আমার এই বিশেষ দলের প্রতিটি সদস্যকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাদের পাওনা মিটিয়ে দেবো। ইতিমধ্যেই আমি মিস মেগান বার্ণাডকে চিঠি লিখেছি, আংশিক ভাবে এ পরিকল্পনায় তাবও মদত আছে। অনুরূপ ভাবে মৃত এলিজাবেথ বার্ণাডের বয়ফ্রেণ্ড মিস্টার ডোনাল্ড ফ্রেসারকেও জানিয়েছি। বাকী থাকে অ্যাণ্ডোভারে নিহত সেই মহিলার ভাইঝি, তার ঠিকানা মিস বার্ণাডের জানা আছে। তবে সেই মহিলার স্বামী আমাদের কোনো কাজে আসবে বলে মনে হয় না। শুনেছি, সে নাকি সব সময়েই মাতাল অবস্থায় থাকে। আর নিহত এলিজাবেথ বার্ণাডের মা বাবার বয়স হয়েছে, ওঁরা আমাদের এই অভিযানে সামিল হতে পারেন না। তাই ওঁদেরও বাদ দেওয়া যেতে পারে আমাদের এই দল থেকে।'

'আর কেউ নেই?'

'হ্যাঁ, আর একজন, সে হচ্ছে মিস থোরা গ্রে।' থোরার নামটা উচ্চারণ করতে গিয়ে ফ্র্যাঙ্কলিনের মুখটা কেমন যেন একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

'ওহো! মিস গ্রের কথা বলছেন?'

পোয়ারোর কথায় এমন কিছু ছিলো যার জন্যে বাচ্ছা ছেলের মতো ফ্র্যাঙ্কলিনের মুখটা লজ্জায় অবনত হতে দেখা গেলো। তারপর কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললো, 'হ্যাঁ, দেখুন মিস গ্রে আমার ভায়ের সঙ্গে দু'বছর ধরে কাজ করে এসেছে। শহরের রাস্তাঘাট আর সেখানকার অধিবাসীদের বেশ ভালোই জানা আছে তার। এদিকে বছর দেড়েক আমি সেখানে ছিলাম না।'

পোয়ারো তার প্রসঙ্গ বদল করে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি তো প্রাচ্যে ছিলেন?'

'হ্যাঁ, আমার ভায়ের সংগ্রহশালার জন্যে কিছু দুষ্প্রাপ্য জিনিষ কেনাকাটার প্রয়োজনে আমাকে সেখানে যেতে হয়েছিল।'

'আপনার এই অভিনব পরিকল্পনায় আমি খুবই আগ্রহ বোধ করছি। বস্তুত ঠিক এই ধরনের একটা সংগঠন গড়ে তোলার কথাই আমি হেস্টিংসকে বলছিলাম। তাতে দলের সদস্যদের জানা-অজানা অনেক তথ্যই আমরা সংগ্রহ করতে পারবো, যার ফলে এই সব খুনের ঘটনার ওপর নতুন আলোকপাত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।'

কয়েকদিন পরে সেই বিশেষ দলটি মঁসিয়ে পোয়ারোর ঘরে এসে হাজির হলো এবং তারা পোয়ারোর চারপাশে অনুগত সদস্যদের মতো বসে রইলো। পোয়ারোকে তখন কোনো কোম্পানির বোর্ডমিটিং-এর চেয়ারম্যানের মতো দেখাচ্ছিল। দলের সদস্য ও সদস্যাদের মধ্যে তিন যুবতী তাদের সৌন্দর্যের ডালি সাজিয়ে হাজির হয়েছিল। যথাক্রমে থোরা গ্রে, মেগান বার্ণাড এবং মেরি ড্রোয়ার। এদের মধ্যে কালো কোট ও স্কার্ট পরিহিতা মেরীকেই বেশী সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী বলে মনে হলো আমার। আর দু'জন পুরুষ সদস্যদের মধ্যে অন্যতম হলো ফ্র্যাঙ্কলিন ক্লার্ক, দীর্ঘদেহী, রোদে পোড়া মুখের রঙ তামাটে, অনর্গল কথা বলে যায়। কিন্তু ডোনাল্ড ফ্রেসার ঠিক তার উল্টো, শান্ত, স্বল্পভাষী, সংযত। তারা যেন দুই ভিন্ন মেরুর মানুষ।

অবশ্য পোয়াবো আর থাকতে না পেরে ফ্র্যাঙ্কলিনকে বাধা দিয়ে সংক্ষেপে তার বক্তব্য রাখলো এই ভাবে ঃ

'মাদামোয়াজেল-গণ এবং মঁসিয়েরা আপনারা নিশ্চযই জানেন, আজ আমরা কেন এখানে মিলিত হয়েছি। পুলিশ অপরাধীকে ধরার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। আমিও করছি, তবে অন্য ভাবে। কিন্তু আমি মনে করি, এ ব্যাপারে যাদের আগ্রহ আছে, আর নিহত ব্যক্তিদের সম্পর্কে যাদের ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা আছে, তাদের এখানকার মতো একটা যায়গায় একত্রিত করার প্রয়োজন আছে। হয়তো তাতে বহিরাগত তদন্তকারী অফিসারদের থেকে অনেক বেশী ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে।

এখানে আমরা তিনটি খুনের ঘটনা দেখেছি, একজন বৃদ্ধা মহিলা, একটি যুবতী মেয়ে এবং একজন বয়স্ক পুরুষ। এই তিনটি আলাদা আলাদা খুনের মধ্যে কেবল একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়, একই ব্যক্তি তিন তিনজনকে খুন করেছে। তাহলে এর থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, সে তিনটি খুনের ঘটনাস্থলে হাজির ছিলো এবং সেখানে জমায়েত বহু লোকই তাকে নিশ্চয়ই দেখে থাকবে। এ কাজ পাগলের, আর সে এখন বদ্ধ পাগল। আবার তার আবির্ভাবে এবং ব্যবহারে সেরকম কোনো ইঙ্গি ত যে পাওয়া যায় না সেটাও নিশ্চিত। যদিও আমি তাকে পুরুষ হিসেবেই এখানে উল্লেখ করছি, কিন্তু মনে রাখবেন, সে একজন মহিলাও হতে পারে, আর তার মধ্যে একটা পাগলামোর ভাব রয়েছে।

এরপর পোয়ারো তিন তিনটি খুনের ঘটনার সময় মৃত ব্যক্তিদের আত্মিয় ও বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে চাইলো, তারা দুর্ঘটনাস্থলে সম্ভাব্য সন্দেহভাজন কাউকে দেখেছিল কিনা। জিজ্ঞাসার সময় নিহত মিস এলিজাবেথ বার্ণাডের বোন মিস মেগান বার্ণাড নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে না পারলেও সে জানালো, শেষবার যখন সে তার বোনের সঙ্গে উইক এণ্ডের ছুটিতে দেখা করতে এসেছিল তখন সে তাকে তার সমকর্মিনী কাফের মিলি হিগলে সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল, এলিজাবেথ তাকে ভয়ঙ্কর ভাবে অপছন্দ করে। তবে সেই কাফেব মালকিন মেরিয়নের প্রসঙ্গ উঠতেই তারা নাকি হাসাহাসি করেছিল। তারপর একে একে খুনীর প্রথম শিকার বৃদ্ধা মহিলার ভাইঝি মিস মেরি ড্রোয়ার, তৃতীয় শিকার স্যার মাইকেল ক্লার্কের ভাই মিস্টার ফ্র্যাঙ্কলিন ক্লার্ক অবশেষে বললো, 'আমি অনেক কিছুই জেনেছিলাম তখন। কিন্তু সেগুলো এমনি যে, মনে রাখার মত নয় বা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলা সম্ভব নয়। এখন সব কিছুই যেন অস্পষ্ট হয়ে গেছে আমার কাছে। এমন কি আমার ভায়ের জন্যে তার পছন্দের একটা টুপি কিনে এনেছিলাম লণ্ডন থেকে, সেটা তো পরে আর দেখতে পাই নি, ঘটনার আকস্মিকতায় খেয়ালই করতে পারিনি কোথায় সেটা রেখেছিলাম।'

'এটা খুবই খাঁটি সত্য, ভয়ঙ্কর সত্য,' মেগান হঠাৎ উঠে আগ্রহ প্রকাশ করে বলে উঠলো, 'ঠিক এরকম ঘটনাই ঘটেছিল বেটি বার্ণাডের মৃত্যুর পরে। মাম আমার বোনকে উপহার দেবার জন্যে মোজা এনেছিলেন, কিন্তু সেটা তিনি অর হাতে আর তুলে দিতে পারলেন না। তাই তিনি তখন

পাগলের প্রলাপের মতো কেবল বকে যাচ্ছিলেন, 'আমি সেগুলো বেটির জন্য কিনে এনেছিলাম, কিন্তু চোখে দেখার সুযোগ সে আর পেলো না।'

মেগান তার মায়ের দুঃখের সমব্যথী ফ্র্যাঙ্কলিনের দিকে সহানুভূতির চোখে তাকালো।

'আমি জানি,' ফ্র্যাঙ্কলিন বললো, 'সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, এসব এমনি ঘটনা যে মনে রাখা যায় না। আর যদি বা মনে পড়ে সে বড় বেদনার, বড় যন্ত্রণার।'

আর এসব দেখেশুনে থোরা গ্রে আলোচনার মোড় ঘোরাতে বলে উঠলো, 'আচ্ছা, ভবিষ্যতে আমরা কোনো পরিকল্পনা করতে পারি না?'

'অবশ্যই!' উত্তরে ফ্র্যাঙ্কলিন ক্লার্ক তার স্বভাব সুলভ ভঙ্গিমায় বলে উঠলো, 'আমার মনে হয়, যখন সেই সময়টা আসবে, মানে আমি বলতে চাই, যখন চতুর্থ চিঠিটা আসবে, তখনি আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আর সেই সময় পর্যন্ত সম্ভবত আমাদের প্রত্যেকের ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে হবে। জানি না এ ব্যাপারে মঁসিয়ে পোয়ারোর তদন্তের খাতিরে আর কিছু বলার আছে কিনা!'

'হ্যাঁ, আমি পরামর্শ দিতে পারি,' পোয়ারো বললো। আমার ধারণা, ওয়েট্রেস মিলি হিগলে হয়তো এমন কিছু জানে যা আমাদের সাহায্যে লাগতে পারে। তবে তার মতো চাপা স্বভাবের মেয়ের কাছ থেকে কথা বার করা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। আর এই কঠিন কাজটা আপনাকে সমাধা করতে হবে মিস বার্ণাড। আপনি তার সঙ্গে একদিন দেখা করে প্রথমেই তার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিন। প্রথমেই তাকে বলবেন, সে আপনার বোনকে আদৌ পছন্দ করতো না। আর আমার অনুমান যদি ভুল না হয়, তাহলে বলবো, এতে সে ভয়ঙ্করভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠবে। সেও তখন আপনার বোনের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ করবে। আর তা থেকেই আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবো। এ হলো আমার প্রথম পদ্ধতি।'

'আর আপনার দ্বিতীয় পদ্ধতি?'

'মিস্টার ফ্রেসার, আপনাকে একটা কথা বলবো, ওই মেয়েটির ব্যাপারে আপনাকে আগ্রহ প্রকাশ করতে হবে।'

'তার কি প্রয়োজন আছে?'

'না, যদিও এর কোনো প্রয়োজন নেই, তবে এর মধ্যে দিয়েই মানুষের ক্ষোভ প্রকাশের সম্ভাবনা থেকে যায়।'

'আমি একবার চেষ্টা করে দেখবো?' হঠাৎ ফ্র্যাঙ্কলিন তার আগ্রহ প্রকাশ করল। 'এ ব্যাপারে আমার প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে। দেখা যাক, এই যুবতী মেয়েটির সঙ্গে আমি কি করতে পারি?'

'হ্যাঁ, তুমি পারবে। তোমার একটা নিজস্ব পৃথিবী আছে, যেখানে তুমি অনায়াসে বিচরণ করতে পারো।' তীক্ষ্ণস্বরে থোরা গ্রে বলে উঠলো।

ফ্র্যাঙ্কলিনের মুখটা ঈষৎ কালো হয়ে উঠলো। 'হ্যাঁ,' সে বললো, 'সেরকম ক্ষমতা আমার আছে বৈকি!' তারপর সে পোয়ারোর দিকে ফিরে বললো, 'মিস গ্রে অনুগ্রহ করে এখানকার ব্যাপারটা পরিস্কার করার জন্যে এ ক'দিন আমাদের সঙ্গে ছিলো এখন ওর কোনো কাজ নেই এখানে। তাই স্বভাবতই লণ্ডনেই চাকরী করতে চায় ও।'

পোয়ারো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দু'জনের মুখের ওপর তাকায়। তাপর সে জানতে চাইলো, 'তা লেডি ক্লার্ক কেমন আছেন?'

থোরা গ্রের মুখের রঙ-বদল প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে আমি ফ্র্যাঙ্কলিনের উত্তরটা বলতে গেলে প্রায় শুনতেই পেলাম না। তার শেষ কয়েকটা কথা অবশ্য আমার কানে এলো : 'খুবই খারাপ। তাই আমি বলি কি মঁসিয়ে পোয়ারো, যদি আপনি একবার দয়া করে ভেতরে গিয়ে তাঁকে দেখে আসেন তো খুব ভালো হয়। কারণ তিনি আমার কাছে আপনার সঙ্গে দেখা করার খুব আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই দেখা করবো, ধরুন যদি আগামী পরশু যাই?'

'ভালোই তো,' উত্তরে ফ্র্যাঙ্কলিন বললো, 'নার্সকে বলে দেবো সে যেন সেই মতো ওঁকে ডোপ দেবার ব্যবস্থা করে।'

পোয়ারো এবার মেরির দিকে ফিরে বললো, 'শোনো মেরি, তোমার বয়স কম, আমার মনে হয় অ্যাণ্ডোভারে তুমি বেশ ভালোভাবেই কাজ করতে পারবে। তোমার কাজ হবে সেখানকার বাচ্চা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের কাছ থেকে খবর নেওয়া, যারা তোমার পিসীর দোকানে যাতায়াত করতো তাদের প্রতি নিশ্চয়ই নজর দিয়ে থাকবে।'

'মঁসিয়ে পোয়ারো,' এবার থোরা গ্রে জিজ্ঞেস করলো, 'তৃতীয় চিঠিতে কোন্ পোষ্টঅফিসের ছাপ ছিলো?'

'পাটনি, মাদামোয়াজেল।'

'এর থেকেই বোঝা যায় যে, এ বি সি একজন লণ্ডনের বাসিন্দা।'

ক্লার্ক, হঠাৎ বলে উঠলো, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি যদি এই ভাবে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিই ঃ "এ বি সি ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী। পুলিশ তোমার খুবই কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। বাঁচতে চাও তো আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো।" এর মধ্যে তেমন কোনো ছলচাতুরী থাকছে না, কিন্তু আমার এই পরিকল্পনার মধ্যে একটা সম্ভাবনা থেকেই যায়। এই বিজ্ঞাপনটা তাকে আকর্ষণ করতে পারে।'

'হ্যাঁ, এর মধ্যে একটা সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে।'

'কিন্তু, আমার মনে হয়, এটা খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, থোরা গ্রে তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলো।

'তা মঁসিয়ে পোয়ারো, এ ব্যাপারে আপনার কি অভিমত বলুন?

'আমার তো মনে হয়, এর মধ্যে বিপদের কোনো সম্ভাবনা থাকতে পারে না, তাই চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি? আমি নিজে মনে করি, এ বি সি উত্তর দেবার জন্যে খুবই আগ্রহী হয়ে উঠবে।' এই বলে পোয়ারো একটু হাসলো। 'মিস্টার ক্লার্ক, আপনার সম্পর্কে আমার কি ধারণা জানেন, কোনোরকম খারাপ কিছু ভেবে আমি বলছি না, মনের দিক থেকে আপনি এখনো ছেলেমানুষই রয়ে গেছেন।'

ফ্র্যাঙ্কলিন ক্লার্ককে কেমন যেন একটু লজ্জিত দেখালো। যাইহোক, লজ্জার ভাবটা কাটিয়ে উঠে তার নোটবুকের প্রতি নজর রেখে বলে উঠলো, 'ঠিক আছে, ঘটনাটা তাহলে এইভাবে দাঁড়ালো ঃ

এ.—মিস বার্ণাড এবং মিলি হিগলে।

বি.—মিস্টার ফ্রেসার এবং মিস হিগলে।

সি.—অ্যাণ্ডোভারের ভার বাচ্চাদের ওপর ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।

ডি.—বিজ্ঞাপন।

পোয়ারো আবার তার আসনে ফিরে এসে বিড়বিড় করে বললো, 'দুর্ভাগ্যের কথা কি জানো হেস্টিংস, মেগান বার্ণাড অত্যন্ত বুদ্ধিমতী! সে কি ভাবছে, কিংবা তার জন্যে কে কি গভীর ভাবে ভাবছে, সব জেনশুনেও সে কেমন না জানার ভান করছে ; কিংবা এও হতে পারে যে, অতি সতর্কতার সঙ্গে সে এই প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চাইছে। এর থেকে কি অনুমান করা যেতে পারে, তুমিই বলো?'

'সত্যি পোয়ারো, তুমি অসামান্য!' আমি তার বিশ্লেষণে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম।

'তুমি আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছো হেস্টিংস, হঠাৎ ফ্র্যাঙ্কলিন মাদামোয়াজেল মেগানের প্রতি কেমন যেন একটু সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছে? দেখেছো-কি কেমন ঝুঁকে পড়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়েছিল সে? আর তুমি কি এও দেখেছো, এ ব্যাপারে অন্য আর একটি মেয়ে মানে মাদামোয়েজেল থোরা গ্রে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল? আর মিস্টার ডোনাল্ড ফ্রেসার, সে—'

এ ব্যাপারে আমি ভয়ঙ্করভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠে একটা তর্ক জুড়ে দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের দরজা খুলে যেতে দেখলাম। আমাকে অবাক করে দিয়ে থোরা গ্রেকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখলাম।

'আবার এখানে ফিরে আসার জন্যে আমি প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, থোরা বললো, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, ভেবে দেখলাম, আপনাকে কিছু বলা দরকার।'

'নিশ্চয়ই বলবেন মাদামোয়াজেল, বসুন।'

আসন গ্রহণ করে প্রথমে একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত থোরা কথাটা বলেই ফেললো, 'জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, এই মাত্র মিস্টার ক্লার্ক আপনাকে বোঝালো, আমার মর্জি মতো আমি নাকি কম্বসাইড ছেড়ে চলে যেতে এসেছি। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তা নয়। লেডি ক্লার্কই আমাকে চলে যেতে বাধ্য করেন। ভদ্রমহিলা মনের দিক থেকেই খুবই অসুস্থ, অত্যন্ত সন্দেহবাতিক। তার ওপর তাঁরা ড্রাগ প্রযোগ করাতে ওঁর মস্তিষ্ক আরো বেশী সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠে এবং অকারণে আমাকে অপছন্দ করতে থাকেন, উনি চাইছিলেন আমি ওঁদের বাড়ি ছেড়ে চলো যাই।'

'মাদামোয়াজেল, আপনার এই অকপট স্বীকারোক্তিই আপনার সততার পরিচয়,' পোয়ারো বললো,

লেডি ক্লার্কের স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞেস করতে তাঁর নার্স ক্যাপস্টিক জানালো, 'খুব উন্নতি কেউ আশা করতে পারে না, কিন্তু নতুন চিকিৎসায় তিনি একটু যেন সহজ হয়ে উঠেছেন। ডাঃ লোগান ওঁর বর্তমান অবস্থা দেখে খুবই খুশি।

'আমার ধারণা, স্বামীর অকাল মৃত্যুতে উনি খুবই আঘাত পেয়েছেন?' পোয়ারো জানতে চাইলো।

'না, ঠিক যতোটা আঘাত পাওয়া উচিত ছিলো, ঠিক ততোটা পান নি তিনি।'

'আচ্ছা, লেডি ক্লার্ক সব সময়েই কি তাঁর স্বামীর সেক্রেটারী মিস থোরা গ্রেকে অপছন্দ করতেন?'

'না, ঠিক অপছন্দ করা বলা যায় না। তবে এ ব্যাপারে আমার মনে হয় ওঁব মুখ থেকে শুনলেই বোধহয় ভালো হয়। তাছাড়া আমাকে আপনার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ গল্প করতে দেখলে উনি খারাপ কিছু ভেবে বসতে পারেন। তাই তার চেয়ে ববং ওঁর কাছেই চলুন।'

জানালার ধারে একটা আরাম কেদারায় বসেছিলেন লেডি ক্লার্ক। দীর্ঘ বোগযন্ত্রণায় ভুগতে ভুগতে তাঁর চেহারাটা ক্ষীণ হয়ে আসছিল, বিবর্ণ বিষণ্ণ মুখ, চোখের দৃষ্টি বড়ই অস্পষ্ট বলে মনে হলো।

'ইনিই মিস্টার পোয়ারো, যাঁর সঙ্গে আপনি দেখা করতে চেয়েছিলেন,' নার্স ক্যাপস্টিক পরিচয় করিয়ে দিলো।

'ও হ্যাঁ মঁসিয়ে পোয়ারো,' উদাস গলায় বলে করমর্দনের জন্যে লেডি ক্লার্ক তাঁর ডানহাতটা বাড়িয়ে দিলেন। তারপব তিনি আবার কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। কি জন্যে তিনি পোয়ারোবে ডেকেছেন ভুলেই গেলেন, বুঝি বা নিজের স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়লেন।

তাই পোয়ারো নিজের থেকেই ওঁকে মনে করিয়ে দিলেন, 'আপনি মনে হয় আপনার স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে থাকবেন, তাই নয় কি ম্যাডাম?'

'ও হ্যাঁ, তা তো বটেই,' এবার লেডি ক্লার্ক বুঝিবা একটু ধাতস্ত হয়ে ক্লান্ত গলায় বলে উঠলেন, 'তা ফ্র্যাঙ্কলিনকে বলেছিলাম। আশাকরি ফ্র্যাঙ্কলিন মূর্খ নয়, কারোর কথা মনে রাখার মতো ক্ষমতা আছে তার, অথচ সে কেমন সহজেই অন্য সব কথা ভুলে যায়। পুরুষরা এরকমই হয়ে থাকে......তারা সব সময় ছেলে মানুষই থেকে যায়......বিশেষ করে ফ্র্যাঙ্কলিন।'

'ওঁর মধ্যে অপরকে প্রেরণা দেবার মতো ক্ষমতা আছে,' পোয়ারো বললো।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তা আছে, আর সে অত্যন্ত বিনয়ীও বটে। সেদিক থেকে পুরুষরা বড়ই বোকা। এমন কি কারমাইকেলও ব্যতিক্রম নয়—' ওঁর কণ্ঠস্বর গমগম করে ওঠে। 'আর এর জন্যেই কি কারমাইকেলের মৃত্যু? বেচারা পাগল, মানে সেই খুনী। পাগলদের জন্যে আমি সব সময় দুঃখবোধ করি। আপনারা তাকে এখনো ধরতে পারেন নি?'

'না, এখনো পারিনি।'

'শুনেছি, এখানে সেদিন কোনো আগন্তুক আসেনি।'

'কে বলেছে?' উত্তেজিত হয়ে জানতে চাইলেন লেডি ক্লার্ক।

'চাকর বাকররা,' উত্তরে পোয়ারো বললো, 'আর মিস গ্রে।'

'ওই মেয়েটি ডাহা মিথ্যুক।' লেডি ক্লার্ক প্রচণ্ড রাগে গজগজ করতে করতে বলতে থাকেন, 'আমি তাকে একেবারেই পছন্দ করি না।

'এতো উত্তেজিত হবেন না ম্যাডাম,' নার্স ক্যাপস্টিক বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'শুনুন লেডি ক্লার্ক, এরকম কথা আপনার বলা উচিত নয়। আমি তো ভেবেছিলাম, মিস গ্রে একজন অত্যন্ত ভালো মেয়ে, এমনই রোমান্টিক দেখতে যে, মনে হয় যেন কোনো উপন্যাসের নায়িকা! তার ওপর সে এখন এখান থেকে চলে গেছে।'

এবার পোয়ারো জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, মিস গ্রেকে আপনি মিথ্যুক বললেন কেন?'

'কারণ কি জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, সে আপনাকে বলেছে, কোনো আগন্তুকই এ বাড়িতে আসেনি। কিন্তু আসলে তা নয়। আমি জানালার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চোখে দেখেছি বাড়ির প্রবেশ পথের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একজন সম্পূর্ণ নবাগতর সঙ্গে কথা বলছিল।'

'কবে কখন এটা ঘটেছিল?'

'কারমাইকেল যেদিন মারা যায় সেদিন সকালে, প্রায় এগারোটার সময়। লোকটা সাধারণ, নোংরাটে চেহারার।' কথা বলতে গিয়ে লেডি ক্লার্কের মুখে ভয়ঙ্কর ভয়ের ছাপ পড়তে দেখা যায়। তারপর তিনি আমাদের উদ্দেশে ক্লান্ত গলায় বললেন, 'দয়া করে আপনারা এখন চলে যান, আমি ক্লান্ত, খুবই ক্লান্ত।'

আমরা তাঁর অনুরোধ রাখতে চলে এলাম সেখান থেকে। 'এ যেন এক অদ্ভুত কাহিনী,' লণ্ডনে ফেরার পথে আমি পোয়ারোকে বললাম, 'মিস গ্রে আর সেই আগন্তুককে ঘিরে—কিন্তু মেয়েটি মিথ্যে কথা বলতে গেলো কেন?'

'অনেক কারণ থাকতে পারে,' উত্তরে পোয়ারো বললো, 'এ সবের উত্তর পেতে গেলে মনে হয়, মিস গ্রেকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেই ভালো।'

'তা এমবেসাইডে তার বিরুদ্ধে কার হাত থাকতে পারে? স্যার কারমাইকেল? ফ্র্যাঙ্কলিন? নার্স ক্যাপস্টিক?'

'এ ব্যাপারে সন্দেহের তালিকা থেকে আমি এক এক করে সবাইকে বাদ দিলেও অবশিষ্ট থাকে কেবল মিস থোরা গ্রে।'

'ওই মেয়েটির ওপর তোমার ক্রোধ আছে পোয়ারো।'

আমাকে অবাক করে দেওয়ার মতো হঠাৎ পোয়ারোর চোখদুটি কেমন জ্বলজ্বল করে উঠলো। 'শোনো হেস্টিংস, আমার মনে হয়, কোনো সুন্দরী মেয়েকে দুরাবস্থায় পড়তে দেখলেই তোমার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, তোমার মনে রোমান্স জেগে ওঠে।'

'উঃ! তুমি কি ভয়ঙ্কর পোয়ারো?' আমি আবার হাসি চাপতে পারলাম না।

হোয়াইট হেভেন ম্যানসনে ফিরে আসতেই আমাদের জানানো হলো, এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছে। ভাবলাম, ফ্র্যাঙ্কলিন কিংবা জ্যাপ হতে পারে। কিন্তু ডোনাল্ড ফ্রেসারকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তাকে খুবই বিদ্ধস্ত দেখাচ্ছিল।

'মিস্টার ফ্রেসার, আপনি কি বেক্সহিল থেকে আসছেন?' ডোনাল্ড মাথা নেড়ে সায় দিতেই পোয়ারো আবার তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'মিলি হিগলের সঙ্গে কোনো সাফল্য পেলেন?'

'মিলি হিগলে?' ডোনাল্ড বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো. 'না, আমি এখনো পর্যন্ত সেখানে কিছুই করতে পারিনি।। কিন্তু আমি কেন যে আপনার কাছে এসেছি নিজেই জানি না।'

'আমি জানি। আপনি উপযুক্ত লোকের কাছেই এসেছেন মিস্টার ফ্রেসার। তাই আপনি আমাকে

নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন। আর আমি এও জানি, আপনি স্বপ্ন দেখছেন—'

'হ্যাঁ, গত তিন রাত্রি ধরে আমি স্বপ্ন দেখে আসছি, খুবই দুঃস্বপ্ন। আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাবো...........'

'তবু আপনার স্বপ্নের কথা সব খুলে বলুন।'

'সব স্বপ্নই প্রায় একই ধরনের। আমি যেন বেটির খোঁজে সমুদ্রের বীচে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তার বেল্টটা হাতে নিয়ে আমি তাকে খুঁজছি, সে হারিয়ে গেছে। আর তারপর—'

'কি, কি তারপর?'

'স্বপ্ন বদলে যায়। আমার সামনে বীচের ওপরে বসে আছে সে। সে আমায় দেখতে পায়নি। পা টিপে টিপে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমি তার নাম ধরে ডাকলাম, সে কিন্তু শুনতে পেলো না। আমি তখন বেল্টটা তার গলায় জড়িয়ে টান দিলাম। উঃ সে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!' ডোনাল্ডের ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শুনে আমি চমকে উঠলাম। 'তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিল, তারপরেই সেব শেষ, সে মৃত...........আমি তাকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছি, আর তারপরেই তার মাথাটা ঝুলে পড়ে, আমি তোর মুখটা দেখেই চমকে উঠলাম, বেটি নয় সে মেগান!' কাঁপতে কাঁপতে ডোনাল্ড ভয়ার্ত গলায় বললো, 'আমি তাকে খুন করিনি। কিন্তু তবু কেন আমি রাতের পব রাত এই একই স্বপ্ন দেখে যাচ্ছি? এর কি অর্থ হতে পারে?'

পোয়ারো কি উত্তর দিলো জানি না, কারণ সেই মুহূর্তে ডাকপিয়নের ডাক শুনে আমি ছুটে যাই। একটু পরেই একরকম ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে পোয়ারোকে বললাম, 'সেটা এসেছে পোয়ারো। চতুর্থ চিঠি।'

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে পোয়ারো খামটা আমার হাত থেকে নিয়ে দ্রুত হাতে খামের মুখ খুলে চিঠিটা বার করে মেলে ধরলো টেবিলের ওপরে। আমরা তিনজন একসঙ্গে চিঠিটা পড়তে শুরু করলাম।

'এখনো সফল হতে পারলেন না? ছিঃ ছিঃ! আপনি বা পুলিশ কি করছে? ঠিক আছে আরো একটা সুযোগ দিচ্ছি আপনাকে। চেষ্টা করুন, আবার চেষ্টা করুন। এখনো আরো অনেক দূর পর্যন্ত যেতে হবে।

পরবর্তী ঘটনা ঘটতে চলেছে ১১ই সেপ্টেম্বরে ডনকাস্টারে।



খুনীর বিবরণ

খুনীর চতুর্থ শিকার হতে চলেছে ইংরাজী বর্ণমালার চতুর্থ অক্ষর ''ডি'' আদ্যাক্ষরের নামের কোনো এক ব্যক্তি। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর ক্রোমের পবে পরেই এলো ফ্র্যাঙ্কলিন ক্লার্ক এবং মেগান বার্ণাড। মেগান খবর দিলো, সেও বেক্সহিল তেকে আসছে। সে আবার এও বললো, 'আমি মিস্টার ক্লার্ককে কিছু প্রশ্ন করতে চাই, তবে আলাদা ভাবে।' ওরা দু'জন সেখান থেকে চলে যায় অতঃপর।

এদিকে চতুর্থ চিঠিটা পড়ার পর ইন্সপেক্টর ক্রোম বললো, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, এই চিঠিটা আমি আমার কাছেই রাখছি।'

'ইন্সপেক্টর ক্রোম, আপনার পরিকল্পনা কি বলবেন?' ফ্র্যাঙ্কলিন জিজ্ঞেস করলো।

'উপলব্ধি করার মতো কিছু একটা করবো।'

'এবার তাকে ধরতেই হবে,' ক্লার্ক বলে উঠলো, 'ইন্সপেক্টর আমি আপনাকে বলতে পারি, আমরা একট সংস্থা গঠন করেছি, আমরা নিজেরাই এই কেসটা তদারক করার ব্যবস্থা করবো। আমার ধারণা, এ বি সি-র সঙ্গে মোকাবিলা করার মতো ক্ষমতা আপনাদের পুলিশের নেই। সে আবার আপনাদের ঠকাবে, বোকা বানবে।'

'না, তা আর সে করতে পারবে না। এবার আর আমাদের জনতার সমালোচনার মুখোমুখি হতে হবে না। ইংলণ্ডের সমস্ত চীফ কনস্টেবলদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এই বলে যে, ডনকাস্টারে ''ডি'' আদ্যাক্ষর নামের সমস্ত ব্যক্তির ওপর পুলিশ যেন নজর রাখে। খুনী ওই নামের কোনো ব্যক্তিকে খুন করতে এলে পুলিশকে বলা আছে, সে যেন আমাদের চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে যেতে না পারে।'

'আপনি কেন বুঝতে পারছেন না, আগামী বুধবার সেন্ট লেজার দৌড়বে!' ফ্র্যাঙ্কলিন বলতে থাকে, 'এ বি সি হয়তো পাগল হতে পারে, কিন্তু সে বোকা নয়। রেসকোর্সে প্রচণ্ড ভীড়, রেসুদের উন্মাদনা, অন্তহীন জটিলতা। আমার বিশ্বাস, এই সুযোগটা নিয়ে খুনী রেসকোর্সের কাছেই চতুর্থবার খুন করতে যাচ্ছে, সম্ভবত লেজার যখন ছুটতে শুরু করবে ঠিক তখনি।'

ইন্সপেক্টর ক্রোম চতুর্থ চিঠিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। 'সত্যি সত্যি সেন্ট লেজার একটা জটিল ব্যাপার। এটা খুবই দুর্ভাগ্য।' হলওয়েতে তার বিড়বিড় আওয়াজ শুনতে পেলাম। আর মিনিট খানেক পরেই থোরা গ্রে এসে হাজির হলো সেখানে। কোনো ভূমিকা না করেই থোরা পোয়ারোকে বললো, 'ইন্সপেক্টর বললেন, আর একটা চিঠি নাকি এসেছে। এবার কবে কোথায় খুন হচ্ছে?'

পোয়ারোর হয়ে ফ্র্যাঙ্কলিনই উত্তর দিলো থোরার হাতের ওপর হাত রেখে।

'ডনকাস্টারে, আর ঘটনাটা ঘটবে সেন্ট লেজার দিবসে।'

'এখন কথা হচ্ছে,' পোয়ারো স্কুল মাস্টার কিংবা ধর্মযাজকের মতো জ্ঞান দিতে শুরু করলো, 'আমরা এ পর্যন্ত খুনীর সম্পর্কে যা জেনেছি তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা উচিত। আর এ ভাবেই আমরা যার খোঁজ করছি তার সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিতে পারবো।'

'কিন্তু তার সম্পর্কে আমরা তো কিছুই জানি না,' অসহায়ার মতো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো থোরা গ্রে।

'না, না মাদামোয়াজেল, এ কথা সত্যি নয়। আমরা সবাই তার কিছু না কিছু জানি বৈকি। তাই আমাদের উপলব্ধিগুলো এক সঙ্গে মেশাতে পারলে খুনীর একটা সম্পূর্ণ ছবি আমরা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে পারবো বলে আমার বিশ্বাস।'

ফ্র্যাঙ্কলিন প্রতিবাদ করে উঠলো, 'সে বৃদ্ধ না যুবক, সুপুরুষ না কুৎসিত, তবে সেই যে খুনী নিশ্চিত করে এখনি বলা যাবে না, কারণ আমরা কেউই তাকে দেখিনি।'

'কেউ বললে ভুল করবেন, আমাদের মধ্যে অন্তত একজন অবশ্যই দেখে থাকবে, তবে সেই যে খুনী নিশ্চিত করে এখনি বলা যাবে না, কিন্তু আগন্তুক সে। যেমন মিস থোরা গ্রের কথাই ধরা যাক, উনি বলেছিলেন, ঘটনার দিন কোনো আগন্তুককেই দেখেনি। অথচ লেডি ক্লার্ক আমাকে বলেছে, তাঁর স্বামীর যেদিন মৃত্যু হয়, সেদিন সকাল এগারোটায় উনি নাকি এক আগন্তুকের সঙ্গে কথা বলছিলেন।'

'ওহো, এখন আমার মনে পড়েছে,' থোরা শেষ পর্যন্ত স্বীকার করলো, 'লোকটা ছিলো প্রাক্তন সৈনিক, মোজা বিক্রী করতে এসেছিল, বড্ড নাছোড়বান্দা। তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে আমি তাড়াতাড়ি চলে আসি। যাইহোক, লোকটাকে তেমন ক্ষতিকারক বলে মনে হয় নি, আর সেই কারণেই তার কথা বলতে আপনাকে ভুলে গেছলাম।'

'মোজা?' পোয়ারো বিড়বিড় করে বলে উঠলো, 'এটাই কি তাহলে একটা ক্লু? হ্যাঁ, তিন মাস আগে প্রথমে, আবার এই তো সেদিনও...... এবং এখন আমি সত্যি সত্যি একটা সূত্র যেন পেয়ে গেছি হাতের মুঠোয়।' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন চোখে আমার দিকে তাকালো সে। 'হেস্টিংস, তোমার মনে আছে? অ্যাশোভার দোকান। আমরা ওপরতলায় গিয়ে শয়নকক্ষে একটা

চেয়ারের উপর একজোড়া নতুন সিল্কের মোজা পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি, দু'দিন আগে আমার মনে এর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। মাদামোয়াজেল আপনি, হ্যাঁ আপনিই দায়ী।' তারপর সে মেগানের দিকে ফিরে বললো, 'মনে আছে আপনি সেদিন বলেছিলেন, আপনার বোন যেদিন খুন হয় সেদিন আপনার মা তার জন্যে নতুন মোজা কিনে এনেছিলেন.........' এই বলে সে এক এক করে আমাদের সবার মুখের দিকে তাকালো। 'আপনারা দেখুন, একই ক্লু তিন তিনটি ক্ষেত্রেই পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। নিহত মিসেস আসশারের প্রতিবেশিনী মিসেস ফওলারও এই মোজা কেনার কথা বলেছিলেন। এখন মাদামোয়াজেল বলুন, এটা কি সত্যি, আপনার মা দোকান থেকে নয়, তাঁর ঘরের দরজার সামনে থকে সেই মোজাজোড়া কিনেছিলেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার তো সে-রকমই মনে পড়ছে। হ্যাঁ, মা সেই নাছোড়বান্দা মোজা বিক্রেতার কথাই বলেছিলেন।'

'কিন্তু এর কি সম্পর্ক?' ফ্র্যাঙ্কলিন তাদের কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'একটি লোক তিনবার মোজা বিক্রী করতে আসাটা কি প্রমাণ করে?'

'বন্ধু, আমি আপনাকে বলছি, এটা কোনো কাকতালীয় ব্যাপার হতে পারে না। তিনটি অপরাধ, আর দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিটি খুনের আগে একটি লোক মোজা বিক্রী করতে এসে জায়গাটা দেখার জন্যে গুপ্তচরবৃত্তি করে গেছে।' তারপর থোরার দিকে ফিরে পোয়ারো জিজ্ঞেস করলো, 'লোকটার চেহারার বিবরণ দিন।

শূন্যে দৃষ্টি মেলে থোরা জবাব দেয়, 'বলতে পারবো না। তবে তার চোখে চশমা ছিলো বলে মনে হয়, আর গায়ে একটা নোংরা কোট.......। আপনি যাকে দেখেছেন ঠিক সে ধরনের লোক ছিলো না সে।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন মাদামোয়াজেল, খুনের সমস্ত গোপনীয়তা আপনার বর্ণিত খুনীর বিবরণেব মধ্যেই নিহীত রয়েছে। নিঃসন্দেহে সে-ই খুনী! হ্যাঁ, আপনি যথাযথ ভাবেই খুনীর বিবরণ দিয়েছেন।'

ডানকাস্টার! আমার মনে হয়, আমি আমার সারা জীবন ধরে ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখটা মনে রাখবো। সেন্ট লেজারের নাম শুনলেই সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে যায় ঘোড়দৌড়ের কথা নয়, খুনের কথা! সেদিনের সেই দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে সব কিছু এক এক করে। ঘটনাস্থলে আমরা সবাই হাজির হয়েছিলাম,— পোয়ারো, আমি, ক্লার্ক, ফ্রেসার, মেগান বার্ণাড, থোরা গ্রে এবং মেরি ড্রোয়ার। শেষ পর্যায়ে আমরা এখন কিই-বা করতে পারি?

'আমি কি বোকা..........সেদিন কেন আমি সন্দেহভাজন খুনীকে ভালো করে দেখলাম না?' আক্ষেপ করে বলছিল মিস থোরা গ্রে, 'এখন আমার দুর্ভাগ্য, যদি তাকে চোখের সামনে আবার দেখতে পাই আমি তাকে চিনতে পারবো না।'

পোয়ারো আগে এই মেয়েটির যতো কট্টর সমালোচক হোক না কেন, এখন কিন্তু সে তার প্রতি সহানুভূতি দেখালো। এর থেকেই বোঝা যায় যে, অসহায়া সুন্দরী মেয়ের প্রতি উদার মনোভাব দেখানোর ব্যাপারে সে আমার চেয়ে কম উদ্যোগী নয়। স্নেহভরে মেয়েটির পিঠ চাপড়ে দিলো সে।

'আমি বলছি,' সে তাকে অভয় দিয়ে বলে, 'আমার বিশ্বাস, তাকে দেখলে আপনি ঠিকই চিনতে পারবেন।'

'আপনি কি করে জানলেন?'

'অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য কারণ হলো, লাল কালোরই স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে।' উত্তরে পোয়ারো আরো বললো, 'বারবার ঘনো কালো মেঘে ঢাকা সূর্যের আলোটা সব শেষে লাল আভার আভাস ছড়াতে বাধ্য। অঙ্কশাস্ত্রের বিধানে এটা একটা সুযোগ বলা যেতে পারে। বারবার অপরাধ অনুষ্ঠানে সাফল্য পেতে পেতে একবার না একবার তার পক্ষে হঠাৎ ভুল করে বসাটা উড়িয়ে

দেওয়া যায় না, আর তখনি তার সেই জঘন্য কাজে ব্যর্থতা দেখা দেয়। যাইহোক বন্ধুগণ, সতর্কতার সঙ্গে তাকে ধরবার পরিকল্পনা করে যান, আপনারা অবশ্যই সফল হতে পারবেন। মনে রাখবেন, একবার ভাগ্য তার দিক থেকে মুখ ঠিক ফিরিয়ে থাকবেই থাকবে।'

'আপনি কি মনে করেন, এ কেসে সেরকম কিছু ঘটতে পারে?' ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো মেগান।

অবশ্যই ঘটবে, আজ না হয় কাল তো বটেই! একবার ভাগ্য তার প্রতি বিরূপ হলে তারপর থেকে সে একটার পর একটা ভুল করে যেতে থাকবে।'

'আমি বলবো, আপনার এ কথায় আমি রীতিমতো উৎসাহবোধ করছি।' ফ্র্যাঙ্কলিন ক্লার্ক বলে উঠলো, 'আমরা সবাই স্বস্তি পেতে চাই।'

ডোনাল্ড ফ্রেসার বারবার মাথা নেড়ে বলে উঠলো, 'আমি মনে করি, সে আর কখনো এ ধরনের অপরাধ করতে যাবে না, যদি না সে পাগল হয়।'

'দুর্ভাগ্যবশত,' ক্লার্ক শুকনো গলায় বলে উঠলো, 'সত্যি সত্যি সে একজন পাগল। মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনার কি মনে হয়? সে কি তার খুনের নেশা বন্ধ করে দেবে, নাকি আগের মতোই চালিয়ে যাবে?'

'আমার মতে তার পাগলামোর লক্ষণ এতোই প্রবল যে, সে তার প্রতিজ্ঞা রাখতে অবশ্যই এবারেও চেষ্টা করবে। সুস্থ মানুষের মতো পাগলদের ক্ষেত্রে এ একটা অহমিকা বলা যেতে পারে, ধরা পড়লো কি পড়লো না, তারা ভেবে দেখে না। ডক্টর থমসনেরও এই অভিমত। তাই আমাদের আশা, পরবর্তী অপরাধ করতে গিয়ে আমাদের হাতে সে ধরা পড়তে বাধ্য।'

'দেখুন মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি জেনেছি, আপনি কার্স্টনে গেছিলেন, আর আমার বৌদির সঙ্গে দেখাও করেছেন। তিনি কি কিছু বলেছেন কিংবা আভাস দিয়েছেন? মানে উনি কি আপনাকে কোনো রকম পরামর্শ দিয়েছেন?'

প্রশ্নটা শুনে ফ্র্যাঙ্কলিনের মুখটা লাল হয়ে উঠলো। এবার আমার মনে হলো, ক্লার্কের সন্দেহ পোয়ারো যেন কিছু একটা গোপন করতে চাইছে।

'আমার বৌদি বেশ কিছুদিন থেকে অসুস্থ, ওঁর রোগ নিরাময়ের জন্যে ড্রাগ প্রয়োগ করা হয়েছে। আর এর ফলে উনি এখন যাই বলুন না কেন তা কি ধর্তব্যের মধ্যে ধরা যায়? যেমন আমি বলছি মিস থোরা গ্রের কথা। লেডি ক্লার্ককে তিনি সন্দেহ করেন। কিন্তু দেখুন, আমি যতদূর জানি থোরা খুবই ভালো মেয়ে, আর সে দেখতেও সুন্দরী। আমার দাদা বলতেন, তাঁর সেক্রেটারী হিসেবেও সে দক্ষ। আর এটাই বৌদি সহ্য করতে পারেন না। জানেন তো, একজন মহিলা অন্য এক মহিলাকে সহ্য করতে পারে না, তার ওপর সে যদি সুন্দরী হয় তো কথাই নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, থোরা সে ধরনের মেয়ে নয়।'

'না, আমিও তাই মনে করি,' পোয়ারো তার কথায় সায় দেয়।

সবাই এক সময় আলোচনা শেষে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে পোয়ারো আমাকে ডেকে প্রথমে রসিকতা করে বললো, 'আমাদের আজকের অভিযানে তোমাকে ওই সোনালী চুলের মেয়ে থোরা গ্রের সঙ্গী হতে হবে না,' পোয়ারো বললো, 'তোমার পরিকল্পনা বানচাল করে দেওয়ার জন্যে আমি দুঃখিত। আমি তোমাকে মেরি ড্রোয়ারের সঙ্গী হয়ে যেতে বলছি। আমার অনুরোধ, এক মুহূর্তের জন্যেও তাকে তোমার চোখের আড়াল করবে না।'

'কিন্তু তাকে কেন পোয়ারো?'

'বন্ধু, এর কারণ হচ্ছে, তার নামের আদ্যাক্ষর ''ডি''। এবার আমরা কোনো সুযোগই হাতছাড়া করতে চাই না।'

তার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার শপথ আমি নিলাম।

মিস্টার আলেকজাণ্ডার বোনাপেট কাস্ট রিগ্যাল সিনেমা থেকে বেরিয়ে চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকালো। সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যা। অতি ব্যস্ততার সঙ্গে ব্ল্যাক সোয়ানে সে তার বাসস্থানের দিকে ছুটে এলো। তিনতলায় সে তার শয়নকক্ষে প্রবেশ করা মাত্র হঠাৎ তার মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেলো। তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে পরমুহূর্তে বার করে আনতেই দেখা গেলো সে হাতে একটা ধারালো চক্‌চকে ছুরি রক্ত মাখা........একবার সে শিকারী জানোয়ারের চোখ নিয়ে ঘরের চারদিকে তাকালো। নিজের মনেই সে বিড়বিড় করে বলে উঠলো, 'এ আমার ভুল নয়।'

মিনিট খানেক পরে তাকে ঘরের ভেতরে ওয়াশবেসিনে রক্তলাগা কোটের হাতটা ধুতে দেখা গেলো। বেসিনের জলটা এবার লাল রঙ ধারণ করলো। একটু পরেই ঘরের দরজায় নক্ করার শব্দ শোনা গেলো।

দরজা খুলে যেতেই একজন মোটাসোটা যুবতীকে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করতে দেখা গেলো, তার হাতে একটা জলের জাগ। 'মাপ করবেন স্যার, আপনার গরম জল।'

ঘটনার আমস্মিকতা কাটিয়ে উঠে কাস্ট অস্ফুটে বললো, 'ধন্যবাদ। যাইহোক, ঠাণ্ডা জলে হাত ধুয়ে নিয়েছি।' তারপর বেসিনে লাল জল দেখে সে আরো বললো, 'আমি, আমি হাত কেটে ফেলেছি...........'

একটু নীরব থেকে মেয়েটি বললো, 'হ্যাঁ স্যার।' এই বলে বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেলো।

মিস্টার কাস্ট দরজায় কান পেতে বাইরে মেয়েটির প্রতিক্রিয়ার শোনাব চেষ্টা কবলো। না, কোনো সাড়া-শব্দ নেই, এ তার সৌভাগ্য। এবার মিস্টার কাস্ট আগের মতো তেমনি ব্যস্ততার সঙ্গে ঘব থেকে বেবিয়ে রাস্তায় এসে নামলো। তার গন্তব্যস্থল এখন রেলস্টেশনের দিকে ট্রেন ধরবার জন্যে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে..........

ইন্সপেক্টর ক্রোম মিস্টার লীডবেটারের উত্তেজনাপূর্ণ কথা শুনছিলেন। 'ইন্সপেক্টর, আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি, প্রোগ্রাম চলার সময় সে আমার পাশেই বসেছিল।'

'আপনি বলছেন, এই লোকটা ছবির শো শেষ হওয়ার মুখে হল থেকে বেরিয়ে গেছিলো?'

'আপনি কোনো চিৎকার কিংবা গোঙানির আওয়াজ শুনতে পাননি?'

মিস্টার লীডবেটার সেরকম কিছু শুনতে না পেলেও পরে ক্যাথেরিন রয়্যাল হলের বাইরে ও ভেতরে গোলমাল শুনতে পায়।

'আচ্ছা, আপনি তার চেহারার বিবরণ দিতে পারেন?'

'খুবই বড় মাপের চেহারা তার। কম করেও ছ'ফুট তো হবেই। দৈত্যের মতো চেহারা যাকে বলে আর কি। মাথায় টাক। তার চেহারার মধ্যে একটা অশুভ ভাব দেখতে পেয়েছিলাম।'

'শেষবার হলে আলো জ্বলে থাকার সময় সে কি তার আসনে বসেছিল?'

'না, ছবির প্রদর্শন শুরু হওয়ার পর সে হলে ঢুকেছিল।'

ইন্সপেক্টর ক্রোম লীডবেটারকে দিয়ে তার জবানবন্দীতে সই করিয়ে নিয়ে তাকে রেহাই দেয়ে। 'এর মতো বাজে সাক্ষী আর হয় না,' ক্রোম মন্তব্য করলো, 'এর থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, লোকটা যে কি রকম দেখতে সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। যাইহেক, কমিশনারকে ফিরে আসতে দিন।'

কমিশনার ফিরে এলেন, তার দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ কর্ণেল অ্যাণ্ডারসনের ওপরে। 'জেমসন, এবার আপনার কাহিনী শোনান।'

জেমসন তাঁকে স্যালুট জানিয়ে বলতে শুরু করলো : 'আমি শুনেছি, একজন ভদ্রলোক অসুস্থ হয়ে পড়ে সিনেমা হলে। আরো অনেক ভদ্রলোক তার কাছেই দাঁড়িয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন অসুস্থ ভদ্রলোকের পরণের কোটের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রক্ত স্যার! ভদ্রলোক যে মৃত,

তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, তাকে ছুরিবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। মৃত ব্যক্তির আসনের পাশে একটা এ বি সি রেলওয়ে গাইড পড়ে থাকতে দেখছি। আমি সেটা স্পর্শ না করে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবরটা জানিয়ে দিই।

'খুব ভালো জেমসন। এখন বলুন, একজন লোককে শো ভাঙ্গার পাঁচ মিনিট আগেই হল থেকে চলে যেতে দেখেছিলেন?'

'না স্যার, অমন কতো লোকই তো শো ভাঙ্গার আগে চলে যায়। যেমন ধরুন একজন মিস্টার গওফ্রে পারনেল, আর একজন যুবক সাম বেকার, সঙ্গে ছিলো এক যুবতী। তবে বিশেষ কাউকে নির্দিষ্ট করে আমি লক্ষ্য করি নি।'

'ঠিক আছে, ওতেই হবে জেমসন।' কমিশনার বললেন, 'আপনি এখন যেতে পারেন।'

সে চলে গেলে পর কর্ণেল অ্যাণ্ডারসন বললো, 'আমরা মেডিক্যাল রিপোর্ট পেয়েছি। এখন সেই যুবক সাম বেকারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ভালো হয়।'

এই সময় একজন পুলিশ কনস্টেবল এসে খবর দিলো, 'মিস্টার এরকুল পোয়ারো এসেছেন স্যার, সঙ্গে আর এক ভদ্রলোক।'

ইন্সপেক্টর ক্রোম ভুরু কুঁচকে তাকালো। 'ঠিক আছে, ওঁদের এখানে ডেকে নিয়ে আসুন।'



ডানকাস্টারে খুন

চীফ কনস্টেবল এবং পোয়ারো উভয়কেই খুবই চিন্তিত ও হতাশগ্রস্তর মতো দেখাচ্ছিল।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনারা আসাতে আমি খুবই খুশি হয়েছি, 'কর্ণেল অ্যাণ্ডারসন আমাদের স্বাগত জানিয়ে নম্রভাবে বললো, 'দেখুন, আবার আমাদের গলায় আর একটা কাঁটা বিঁধলো।'

'তার মানে আরো একটা এ বি সি খুন?' পোয়ারো বললো, 'এবারও ছুরির আঘাত করে, এই তো?'

হ্যাঁ, খুনী এবার তার খুনের পদ্ধতি বদল করেছে। প্রথমে মাথায় আঘাত করে, তারপর গলা টিপে শ্বাসরোধ করে, আর এবারও ছুরিকাঘাত করে। বহুরূপী খুনী। এই যে এখানে মেডিক্যাল রিপোর্ট, যদি আপনি দেখতে চান তো—' এই বলে একটা কাগজ সে পোয়ারোর দিকে এগিয়ে দিলো।

'মৃত ব্যক্তিকে কি সনাক্ত করা গেছে?' পোয়ারো জানতে চাইলো।

'হ্যাঁ, নাম তার আর্লসফিল্ড, জর্জ আর্লসফিল্ড। পেশায় সে নাপিত ছিলো। মৃতদেহের পাশে যথারীতি একটা এ বি সি রেলওয়ে গাইড রাখা ছিল।'

'পরবর্তী সাক্ষীকে ডাকবো?' ক্রোম জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আনুন ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাক।'

সে এক মধ্য বয়স্ক ভদ্রলোক এলেন। খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল তাকে। 'দয়া করে আপনার নাম বলবেন?'

ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলো।

'ডাউনেস। রজার এমানুয়েল ডাউনেস। হাইফিল্ড স্কুলের একজন শিক্ষক।'

'ঠিক আছে মিস্টার ডাউনেস, ঘটনার কথা এখন আপনার ভাষায় যদি বলেন—'

'ঠিক আছে ভদ্রমহোদয়গণ, আমি সংক্ষেপেই সেই ঘটনার বিবরণ দিচ্ছি। সিনেমার ছবি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে দেখলাম আমার পাশের আসনে এক ব্যক্তি তার আসনে ঠায় বসে, আপাত দৃষ্টিতে

মনে হলো, সে ঘুমোচ্ছে। আমি তাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারি না। তাই প্রথমে আমি তাকে অনুরোধ করলাম, আমাকে যাওয়ার পথ করে দেবার জন্যে। কিন্তু সে যখন আমাব ডাকে সাড়া দিলো না, তখন তার কাঁধে ঝাঁকুনি দিতে গিয়ে মনে হলো, লোকটি বোধহয় জ্ঞান হাবিয়ে ফেলেছে। তাই আমি তখন চিৎকার করে বলে উঠি, 'মনে হয় ভদ্রলোক গুরুতরভাবে অসুস্থ। কমিশনারকে ডেকে পাঠান।' কমিশনার এলেন। আমি তখন লোকটির কাঁধে হাত রাখতেই অনুভব করলাম, ভিজে উঠেছে জায়গাটা, এবং লাল রক্তের চিহ্ন দেখতে পেলাম। তখন আমি বুঝে গেছি, সে ছুরিবিদ্ধ হয়েছে। ঠিক সেই সময়ে কমিশনার তার পাশে একটা এ বি সি রেলওয়ে গাইড পড়ে থাকতে দেখেন। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে পারি, ব্যাপারটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। যে কোনো ঘটনা ঘটতে পারে! বেশ কয়েক বছর ধরে আমি হার্টের অসুখে ভুগছি—'

'আপনি ভাগ্যবান মিস্টার ডাউনেস,' কর্ণেল অ্যাণ্ডারসন গম্ভীর স্বরে বলে উঠলো, 'আঘাতটা আপনার উপরেও আসতে পারতো!'

'কেন, কেন আপনি এ কথা বলছেন?' চমকে উঠে মিস্টার ডাউনেস বললো।

'কারণ আপনার নামের আদ্যাক্ষর 'ডি', আর এবার খুনীর টারগেট ছিলো 'ডি' আদ্যাক্ষরের লোককে খুন করা। এর আগে সে ইংরাজী বর্ণমালা অনুসরণ করে খুন করে এসেছে, যথাক্রমে এ বি সি........ সেই মতো এবার 'ডি' আদ্যাক্ষরের কোনো ব্যক্তির খুন হওয়া উচিত ছিলো। তাছাড়া মৃত ব্যক্তিটির মতোই আমার উচ্চতা এবং দেহের গড়ন, তাই না? আর তার মতো আপনার গলাতেও একটা উলের স্কার্ট জড়ানো ছিলো। তাই এইসব কারণেই তো আমি আপনাকে সত্যি ভাগ্যবান বলেই মনে করছি। হয়তো খুনী যখন আপনাকে অনুসরণ কবছিল, তখন সে বিভ্রান্ত হয়েছিল। আর সে তো বিভ্রান্ত তো হতেই পারে।

'ঈশ্বর যেন আমায় আশীর্বাদ করেন,' ফিস্‌ফিসিয়ে বললো ডাউনেস। তারপর সে উঠে দাঁড়ালো। হঠাৎ তাকে বৃদ্ধের মতো দেখাচ্ছিল, তার দেহটা থরথর করে কেঁপে উঠলো। তেমনি টলতে টলতে চলে গেলো সে।

'বেচারা!' কর্ণেল অ্যাণ্ডারসন তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'ইন্সপেক্টর রাইস ওর বাড়ির উপর নজর রাখার ব্যবস্থা করেছে।'

'কেন, আপনি কি মনে করেন,' পোয়ারো জিজ্ঞেস করলো এ বি সি যখন তার ভুল বুঝতে পারবে সে তখন আবার চেষ্টা করবে?'

অ্যাণ্ডারসন মাথা নেড়ে সায় দেয়। 'খুনীর চেহারার বিবরণ পাওয়ার সুযোগ পেয়েও হাতছাড়া হয়ে গেলো।' কর্ণেল অ্যাণ্ডারসন বিরক্তি প্রকাশ করলো, 'আগের মতোই আমরা তেমনি অন্ধকারে পড়ে রইলাম।'

'ধৈর্য্য ধরুন কর্ণেল,' পোয়ারো তাকে আশ্বাস দেয়।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনাকে খুবই বিশ্বস্ত দেখাচ্ছে, এর কি কোনো কারণ আছে?'

'হ্যাঁ কর্ণেল অ্যাণ্ডারসন, এখনো পর্যন্ত খুনী একটাও ভুল করেনি। খুব শীগ্‌গীর একটা ভুল করতে বাধ্য সে।'

তাদের আলোচনায় বাধা দিয়ে একজন পুলিশ অফিসার এসে বললো, 'ব্ল্যাক সোয়ানের মিস্টার বল একজন যুবতীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। কিছু খবর সে দিতে চায় যা আমাদের সাহায্যে লাগতে পারে।'

'বেশ তো, এখনি ওদের এখানে নিয়ে এসো।' দেখি ওরা আমাদের কি ভাবে সাহায্য করতে পারে।'

'আশাকরি আমি আপনাদের বিরক্ত কিংবা আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম না,' ঘরে ঢুকতেই মিস্টার বল বললো, তারপর তার সঙ্গিনী মেরি স্ট্রাউডের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে তিনি বললেন, 'এ হলো মেরি, মেরি স্ট্রাউড স্যার। এর কাজ হলো পুরুষদের শয়নকক্ষে গরম জল

সরবরাহ করা।'

'তাই বুঝি!' অধৈর্য্য হয়ে বলে উঠলো অ্যাণ্ডারসন। মেরির দিকে ফিরে সে এবার বললো, 'বলুন, আপনার মুখ থেকেই শোনা যাক।'

'দরজায় নক্ করে ঘরে ঢুকে বোর্ডারকে বললাম, 'আপনার গরম জল স্যার।'

মেরি ষ্ট্রাউড বলতে লাগল,

'দরকার হবে না, আমি ঠাণ্ডা জলেই হাত ধুয়ে নিয়েছি,' উত্তরে ভদ্রলোক বললেন, স্বভাবতই আমি কৌতূহলী চোখ তুলে বেসিনের দিকে তাকাতেই চমকে উঠলাম। ওঃ ঈশ্বর, আমাকে সাহায্য করুন। জানেন স্যার, বেসিনের জমা জল লালে লাল।'

'লাল?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো অ্যাণ্ডারসন।

'হ্যাঁ স্যার,' মেরির হয়ে বল জবাব দিলো, 'মেয়েটি আমাকে বলেছে, লোকটির কোটের হাতা রক্তে ভিজে সিক্ত হয়ে থাকতে দেখেছিল সে, তাই না মেরি?'

'হ্যাঁ স্যার, ঠিক তাই।' মেরি আরো বললো, 'আর ওঁর মুখটা ভয়ঙ্কর ভয়ার্ত দেখাচ্ছিল। এ ঘটনা সোয়া পাঁচটা নাগাদ ঘটেছিল।'

'তার মানে ঘন্টা তিনেক আগে,' অ্যাণ্ডারসন কব্জি ঘড়ির দিকে চকিতে একবার দৃষ্টি ফেলে বলে উঠলো, 'আপনারা তখনি কেন চলে এলেন না?'

'বেতারবার্তায় খুনের খবরটা না শোনা পর্যন্ত ঘটনার তেমন গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পাবেনি মেয়েটি। সান্ধ্য খবরটা শোনামাত্র সে আমার কাছে ছুটে এসেছিল। আর তার পরেই তো ওকে সঙ্গে নিয়ে আপনাদের কাছে চলে এলাম।'

'ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি লোকটার চেহারার বর্ণনা দিন,' অ্যাণ্ডারসন ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো, 'নষ্ট করার মতো সময় নেই, তাড়াতাড়ি বলুন।'

'মাঝারি আকারের লোক সে, চোখে চশমা ছিলো, পরণে গাড় বাদামী রঙের স্যুট আর মাথায় হামবার্গ টুপি। নোংরা দেখাচ্ছিল লোকটাকে।

সব শুনে অ্যাণ্ডারসন খুশি হয়ে বলে উঠলো, 'এই সুযোগ!'

ব্ল্যাক সোয়ানে দু'জন লোককে পাঠাবাব ব্যবস্থা করলো অ্যাণ্ডারসন। মিস্টার বল এবং মেরিও তাদের সাথী হলো। মিনিট দশেক পরে ভারপ্রাপ্ত সার্জেন্ট ফিরে এসে বললো, 'স্যাব, হোটেলের রেজিস্টার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি, এই যে এখানে তাব সই বয়েছে।'

আমরা সবাই তখন রেজিস্টারটার ওপর ঝুঁকে পড়লাম। সইটা অত্যন্ত ছোট এবং অস্পষ্ট। 'মনে হচ্ছে এটিও এ বি সি কেস, তাই না?' চীফ কনস্টেবল মন্তব্য করলেন।

'হ্যাঁ, আশ্চর্য্যজনকভাবে,' ক্রোম সায় দেয়।

'তার সঙ্গে কোনো লাগেজ ছিলো?' অ্যাণ্ডারসন জানতে চাইলো।

'একটা বড় ধরনের স্যুটকেস স্যার, যার ভেতরে ছোট ছোট সিল্কের মোজার বাক্স ছিলো অনেকগুলো।'

ক্রোম এবার ফিরে তাকালো পোয়ারোর দিকে।

'অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাকে,' সে বললো, 'আপনার অভিযান সার্থক হলো।'

ইন্সপেক্টর ক্রোম তার স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অফিসে বসেছিল। তাব ডেস্কের টেলিফোন বেজে উঠতেই সে রিসিভারটা হাতে তুলে নেয়।

'স্যার আমি জ্যাকব,' কথা বলছি। একজন যুবক এ বি সি কেসের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

'ঠিক আছে জ্যাকব,' ক্রোম বলে, 'তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।'

মিনিট কয়েক পরেই সার্জেন্ট জ্যাকব এক যুবককে সঙ্গে নিয়ে ক্রোমের ঘরে এসে ঢুকলো।

যুবকটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে জ্যাকব বললো, 'ইনি মিস্টার টম হ্যারিংটন স্যার। উনি আমাদের এমন কিছু বলতে চান যা এ বি সি কেস রহস্যের সমাধান করার সূত্র খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।' তারপর সে টম হ্যারিংটনকে বসতে বলে জিজ্ঞেস করলো, 'এ কেসের ব্যাপারে আমাদের কি তথ্য দিতে চান বলুন।'

টম প্রথমে একটু ঘাবড়ে গিয়ে পরে অবশ্য সামলে নিয়ে বললো।

'এ আমার অনুমান, জানি না আপনাদের কোনো কাজে লাগবে কিনা। তবু মনে করলাম, খবরটা আপনাদের দেওয়া দরকার।' একটু থেমে টম বলতে থাকে, 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, জানেন স্যার, আমি একজন যুবতীকে জানি, সে আর তার মা তাদের বাড়ির তিনতলার পিছন দিকের ফ্ল্যাটে একটি ভদ্রলেককে ভাড়া দিয়েছিল বছরখানেক ধরে। তার নাম কাস্ট।'

'কি বললেন কাস্ট?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই স্যার। মধ্যবয়স্ক, ছোটখাটো চেহারার লোকটির ভাবগতিক একটু অন্য ধরনের। আমার বান্ধবী লিলি আর তার মা মিসেস মারবারির অভিমত এই রকম। সত্যি কথা বলতে কি, লোকটির গতিবিধি কেমন যেন সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছিল মা ও মেয়ের উভয়েরই। তাই ডনকাস্টারে খুন হওয়ার পর খবরের কাগজে সম্ভাব্য খুনীর বিবরণ পড়ে আমি তখন লিলির কাছে ছুটে গিয়ে এই এ বি সি কেসের ব্যাপারে জানতে চাই এবং এই ভাড়াটে মিস্টার কাস্টের পুরো নাম সে জানে কিনা। সে না জানলেও তার মা কিন্তু সহজেই বলে দেয়, 'এ.বি.সি."। তারপর লিলির কাছ থেকে জানতে চাই অ্যাণ্ডোভারে প্রথম খুনের দিন অর্থাৎ একুশ তারিখে সে তাদের বাড়িতে ছিলো কিনা। এবার মেয়েটি সরাসরি জানিয়ে দেয়, হ্যাঁ, সেদিন সে তাদের বাড়িতে ছিলো না।'

ইন্সপেক্টর ক্রোম অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে টমের কথাগুলো শুনছিল। কিন্তু টম যখন সোজাসুজি জানিয়ে দেয়, 'আমার বলা শেষ, এবার কি আমি যেতে পারি স্যার?'

'না, আদৌ নয়। আপনার সঙ্গে আমাদের আরো কিছু কথা আছে মিঃ টম হ্যারিংটন,' ক্রোম হাতের ঈশারায় তাকে বসতে বললো, 'এখানে এসে আপনি উচিত কাজই করেছেন। খবরটা লুফে নিয়ে বলছি, আপনাদের এই মিস্টার কাস্টের সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকার চাই। সে কি এখন তার ঘরেই রয়েছে?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'তা কখন সে বাড়ি ফিরে আসে।'

'ডনকাস্টারে খুন হওয়ার পরে পরেই। তখন তাকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছিল। তার হাতে অনেকগুলো খবরের কাগজ ছিলো।'

'তা এই মিস মারবাড়ির ঠিকানা কি বলতে পারেন?' টম তাকে কাস্ট-এর ঠিকানা দিলো।

'ধন্যবাদ মিস্টার টম, ক্রোম তাকে বিদায় দিতে গিয়ে বললো, 'প্রয়োজনে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি।'

টম চলে গেলে জ্যাকব ঘরে ঢুকলে ক্রোম তাকে বললো, 'এই যুবকটি যা যা বলে গেলো তা যদি সত্যি হয় তাহলে মনে করা যেতে পারে যে, আমরা এই এ বি সি কেসের তদন্তের কাজ বলতে গেলে একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছি।'

'হ্যাঁ, যা বলেছেন,' ইন্সপেক্টর ক্রোম বললো, 'এটা এখন প্রায় নিশ্চিত বলা যায়। যুবকটি যা বলে গেলো তা যদি সত্যি হয়.......... টরডোয়ে পুলিশের কাছে দেওয়া রিপোর্টের সঙ্গে তার জবানবন্দীর অনেক মিল রয়েছে দেখছি। হিল নামে একটি যুবক সেখানে রিপোর্ট করেছিল, "নট এ স্প্যারো" ছবি দেখার পর ডনকাস্টারে রিগ্যাল সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে একটি লোককে ভীষণ ভীতগ্রস্ত হতে দেখেছিলাম। হিল তাকে নিজের মনে বলতে শুনেছিলাম, "এ একটা সুন্দর পরিকল্পনা।"

'হিল নামে এই যুবকটির ঠিকানা আমাদের কাছে আছে। তার দেওয়া অপরাধীর চেহারার

বিবরণ অস্পষ্ট হলেও মেরি স্ট্রাউডের বর্ণনার সঙ্গে টম শ্যারিংটনের যথেষ্ট মিল আছে। এর থেকেই আমরা খুবই উৎসাহবোধ করছি। ভালো কথা, কারস্টন কেসের ফাইলটা দিন। আর একটা কথা, ক্যামডেন টাউনের ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করুন।

টম হ্যারিংটন বাইরে বেরিয়ে এসে লিলি মারবারিকে সে সংক্ষেপে ইন্সপেক্টর ক্রোমের সঙ্গে তার আলোচনার কথা বললো।

লিলি মারবারি তার ছেলে বন্ধু টম হ্যারিংটনকে বলছে, তাদের ভাড়াটে কাস্টকে তিনটি খুনের দিন তাদের বাড়িতে অনুপস্থিত থাকতে দেখা গেছে। এর থেকে ধরে নেওয়া যায়, সে তখন অ্যাণ্ডোভার, কারস্টান এবং ডনকাস্টার এই তিনটি যায়গায় গেছলো তার অপরাধের কাজ সমাধা করার জন্যে।

মিস্টার কাস্ট রিসিভারটা নামিয়ে রাখতেই মিসেস মারবারি তাকে জিজ্ঞেস করলো,'আপনার ফোন তো বড় একটা আসে না। তবে কি কোনো অশুভ খবর?'

'না, সেরকম কিছুই নয়। আমার বোনের ছেলে হয়েছে, আমাকে যেতে বলেছে। তাই—'

'মিস্টার কাস্ট, আপনি কি দীর্ঘদিনের জন্যে চলে যাচ্ছেন?'

'না, না, এই মাত্র দু' তিন দিনের জন্যে আর কি!' এই বলে কাস্ট তার জিনিপত্র গোছগাছ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো, তাকে এখনি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে—

ওদিকে মিসেস মারবারি তখন ভাবছিল, টম ও লিলি কাস্টকে তিনটি খুনের সম্ভাব্য আততায়ী এ বি সি বলে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। তবে কি কাস্ট তাদের সন্দেহের কথাটা টের পেয়ে গেছে? আর তাই কি এখানে পুলিশ আসার আগেই সে এখান থেকে পালাতে চাইছে?

ওদিকে একটু আগে দূরভাষে অপর প্রান্তের লোকটির সঙ্গে তার কথোপকথনের কথাটা কাস্টের মগজে যেন হাতুড়ি পেটা করছিল ঃ 'আপনি কি মিস্টার কাস্ট? আমি ভাবলাম আপনি হয়তো জানতে চাইবেন, স্কটল্যাণ্ডের একজন ইন্সপেক্টর আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছে......' এ ধরনের কিছু একটা হবে। তার ঠিক মনে পড়ছে না ফোনে কি কথা হয়েছিল। ফোনটা করেছিল লিলি, প্রথমে তার মা মিসেস মারবারি ধরেছিল, লিলি তার মায়ের গলা শুনে কণ্ঠস্বর বদল করে থাকবে। তারপর কাস্ট রিসিভারটা হাতে নিতেই সে তখন স্বাভাবিক গলায় তাকে ওই খবরটা দেয়। কেন সে তাকে ফোন করতে গেলো? তবে কি সে তাদের বাড়িতে থাকছে কিনা নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ফোন করে জেনে নিতে চাইলো? কিন্তু সে কি করে জানলো, ইন্সপেক্টর তার সঙ্গে দেখা করতে আসছে? নারী বড় বিচিত্র, বিচিত্র তাদের মন। এক এক সময় অভাবনীয়ভাবে নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে, আবার পরক্ষণেই আবাব কেমন দয়ালু হয়ে উঠে। সে একবাব লিলিকে দেখেছে, ফাঁস থেকে একটা ইঁদুরকে মুক্ত করে দিতে।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড। আবার একটা আলোচনা সভা। অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার, ইন্সপেক্টর ক্রোম, পোয়ারো এবং আমি সেখানে উপস্থিত।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, মোজা বিক্রীর উৎস সন্ধানে এ আপনার একটা চমৎকার অভিযান।

পোয়ারো করমর্দনের জন্যে তার হাত প্রসারিত করে হাসতে হাসতে বললো, 'এ তো জানাই ছিলো। এই লোকটি কখনোই নিয়মিত এজেন্ট হতে পারে না। অর্ডার না নিয়ে সে সরাসরি মোজা বিক্রী করতো। উদ্দেশ্য সেই একটাই, ব্যবসার খাতিরে মোজা বিক্রী করতে যাওয়া নয়,-আসলে তার শিতকারের সঠিক ঠিকানা জেনে নেওয়া আর কি!'

'তা মঁসিয়ে পোয়ারো,' অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি বলেন? আমরা বলছি, আমাদের আকাঙ্খিত লোকটিকে পাওয়া শুধু মাত্র সময়ের অপেক্ষা। এতে আপনার সায় আছে তো?'

'ও হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে। তবে আমার চিন্তা হলো, খুনীর মোটিভ কি তা কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা জানতে পারি নি।'

'আমি ভাবছি, এই মুহূর্তে সে এখন কোথায়, কি করছে?' অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনারের কথায় হতাশা প্রকাশ পেলো।

ওদিকে কাস্ট তখন একটা সব্জি বিক্রেতার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে রাস্তার চারদিকে দেখছিল। মিসেস আসশার, নিউজ এজেন্ট এবং তামাক বিক্রেতা। হঠাৎ নিউজ এজেন্টের দোকানের সামনে ঝোলানো একটা পোষ্টারের ওপর তার চোখ পড়ে গেলো ঃ

"এ বি সি কেস। খুনী এখনো পলাতক। মঁসিয়ে পোয়ারোর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।"

কাস্ট নিজের মনে বললো, 'এরকুল পোয়ারো। আমার আশঙ্কা, তিনি কি আমাকে হদিশ করেছেন?' পোষ্টারের দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকাটা তার পক্ষে শুভ নয়, লোকে সন্দেহ করতে পারে। তাই সে আবার হাঁটতে শুরু করলো। এখন পথ চলাতেই তার আনন্দ, তার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি, ভাবলো সে। আমি আলেকজাণ্ডার বোনপেট, এখন আমি কোথায় চলেছি? আমি নিজেই জানি না। তবে আমি এটুকু জানি যে, আমি শেষ হতে চলেছি। আমার পা আর চলছে না।

কাস্টের চোখের সামনে একটা আলো জ্বলজ্বল করে ওঠে তার চলার পথে। অক্ষরগুলোর ওপর চোখ বোলায় সে। পুলিশ স্টেশন। 'এ বড় কৌতুক যেন!' কাস্ট নিজের মনেই বলে উঠলো। একটু ইতস্তত করে সে এবার পুলিশ স্টেশনের ভেতরে ঢুকে পড়লো। তারপরেই হঠাৎই সে লুটিয়ে পড়লো থানার চত্বরে।



পোয়ারোর ব্যাখ্যা

টানটান উত্তেজনায় পোয়াবোর শেষ ব্যাখ্যা শোনার জন্য আমরা বসেছিলাম। এক সময় মুখ খুললো সে ঃ

সে বলতে থাকে, 'কেন এই কেস এমন দীর্ঘদিন ধরে চলছে! সেদিন হেস্টিংস আমাকে বললো, এ কেসে যবনিকা পড়ে গেছে কাস্ট, আলেকজাণ্ডার বোনাপার্টের আত্মসমর্পণের পরে পরেই। উত্তরে আমি বলেছিলাম, এ কেস সেই লোকটিকে নিয়ে। রহস্য শুধু খুনের রহস্যকে ঘিরে নয়, আসলে এ বি সি রহস্য। কেন সে এইসব খুনের প্রয়োজন বলে মনে করলো? আর কেনই বা সে আমাকে তার প্রতিপক্ষ হিসেবে নির্বাচন করলো? লোকটা যে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে তারও সঠিক কোনো উত্তর এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

'এখন এই কেসে দেখতে হবে, চারটে কিংবা তারও বেশী খুন করা আর খুনের আগে এরকুল পোয়ারোকে চিঠি লিখে খুন করতে যাওয়ার খবর ঘোষণা করার পিছনে কতখানি সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত কারণ থাকতে পারে। আমার বন্ধু হেস্টিংস বলতে পারবে, প্রথম চিঠিটা পাওয়ার পর আমি কিরকম ঘাবড়ে যাই, আর এর ফলে আমার মনটা খুবই অস্থির হয়ে ওঠে। আমার তখন মনে হয়, এই চিঠির অন্তরালে নিশ্চয়ই কোনো গোলমাল আছে।'

'আমার অনুমান যথার্থ,' ফ্র্যাঙ্কলিন ক্লার্ক শুকনো গলায় বলে উঠলো।

'হ্যাঁ, কিন্তু একেবারে শুরু থেকেই আমি মারাত্মক একটা ভুল করে বসি, চিঠিটা যে আমার মনে নেহাতই সামান্য একটা ছাপ ফেলেছে, এই ভাবটা আমার প্রকাশ করা উচিত হয় নি। এর ফলে খুনীর পক্ষে একটার পর একটা খুন করে যাওয়ার কাজটা সহজতর হয়ে যায়। আমার উচিত ছিলো এক্ষেত্রে আমার অনুমান এবং পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আরো বেশী সতর্ক হওয়া উচিত ছিলো প্রথম চিঠি প্রাপ্তির পর থেকেই। আর আমি প্রথম থেকেই নিশ্চিত ছিলাম কেউ না কেউ খুন হবেই,

যেমন প্রথম চিঠিতে ইঙ্গিত দেওয়ার মতো অ্যাণ্ডোভারে খুন হয়েছিল। প্রথম খুনের ঘটনা থেকেই আমি একটা ইঙ্গিত পেয়েছিলাম।

'এ কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু আমি কেন তার লক্ষ্য হতে গেলাম? কেনই বা এরকুল পোয়ারো? স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে অনেক গোয়েন্দাই তো ছিলো। তাছাড়া খবরের কাগজেও সে তার ইচ্ছের কথা জানাতে পারতো, তাঁতে অনেক বেশী প্রচার পেতে পারতো। তা না করে কেন সে এরকুল পোয়ারোকে তার প্রচারমাধ্যম হিসেবে বেছে নিতে গেলো? তবে কি কোনো ব্যক্তিগত কারণে? চিঠিতে একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এখানে আমি একজন অনাগত, তাই হয়তো সে আমাকে তার প্রতিপক্ষ বলে ধরে নিয়ে থাকবে। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটাও আমাকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পারে নি।'

'তারপর এলো দ্বিতীয় চিঠিটা, যথারীতি বেক্সহিলে বেটি বার্ণাড খুন হলো। আমার ধারণা মতো এর থেকে একটা ব্যাপার জলের মতো পরিস্কার হয়ে গেলো আমার কাছে,, বর্ণমালা অনুযায়ী খুনী তার অপরাধ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করে যাচ্ছে। কিন্তু মূল প্রশ্নটা আমার মনে অপরিবর্তিই থেকে গেলো, কেন এ বি সি এই সব খুন করলো?'

'এটাকে রক্ত-পিপাসা বলা যায় না?' মেগান বার্ণাড প্রশ্ন করলো।

তার দিকে ফিরে পোয়ারো উত্তরে বললো, 'আপনি ঠিকই বলেছেন মাদামোয়াজেল। রক্তের নেশা থেকে খুন। কিন্তু এ কেসে এই তথ্যটা ঠিক খাটে না। পাগল খুনী খুন করতে চাইলে অগুন্তি লোককে খুন করে যাবে, কিন্তু এভাবে বর্ণমালা অনুসরণ করে এ বি সি আদ্যাক্ষরের নাম অনুযায়ী মানুষ খুন করবে না, আর প্রচারও চাইবে না। প্রথম তিনটি কেসে নিহত ব্যক্তিদের ঘনিষ্ট পরিচিত ফ্র্যাঙ্ক আসশার, ডোনাল্ড ফ্রেসার কিংবা মেগান বার্ণাড, এবং সম্ভবত মিস্টার ক্লার্ককে পুলিশ অনায়াসে সন্দেহ করতেত পারতো। একজন অপরিচিত খুনীর পক্ষে সেরকম চিন্তা করা উচিত নয়। তাহলে কেনই বা খুনী নিজেকে আকর্ষিত করতে চাইলো, বিজ্ঞাপিত করতে চাইলো? তাছাড়া প্রতিটি মৃতদেহের পাশে এ বি সি রেলওয়ে গাইড ফেলে রেখে যাওয়ার কি কোনো প্রয়োজন ছিলো? সেটা কি বাধ্যতামূলক ছিলো? কিংবা রেলওয়ে গাইডের সঙ্গে খুনীর কোনো সম্পর্ক জড়িয়ে আছে? এ ব্যাপারে খুনীর মনের গভীরে প্রবেশ করতে আমি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। নিরীহ মানুষজনের প্রতি এ-ভয়ঙ্কর অবিচার, অত্যাচার। যদিও আমি মূল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি, তবে খুনীর ব্যাপারে আমি কিছু কিছু তথ্য জানার চেষ্টা করছিলাম।'

শুরু করতে গিয়ে প্রথমেই বলি, তার মনটা ছিলো বিভিন্ন ছকে বিভক্ত। তার শিকার ছিলো বর্ণমালায় সাজানো নামের মতো। অপর পক্ষে শিকারের প্রতি তার কোনো বিশেষ আগ্রহ ছিলো না, কারণ নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনের সঙ্গে অপরজনের কোনো সম্পর্ক ছিলো না, তাই এ হেন খুনী খুবই কৌতূহল সৃষ্টি করেছে আমার মনে। অনেক সময় খুনের সাক্ষীকে খুনী পরবর্তীকালে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তার পরবর্তী শিকার বর্ণমালা অনুযায়ী হওয়াতে সে সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায়।'

'তারপর খুনীর এ বি সি রেলওয়ে গাইড পছন্দ করার পিছনে আমার ধারণা, সে একজন রেলওয়ে মনোভাবাপন্ন লোক। নারীর থেকে পুরুষের মধ্যে এটা খুবই স্বাভাবিক। বাচ্চা ছেলে বাচ্চা মেয়ের চেয়ে রেলগাড়িকে বেশী ভালোবাসে। এর থেকেই বোঝা যায় যে, খুনীর মনটা এখনো অপরিণত। বালকসুলভ মনোভাবটা এখনো তার মধ্যে কাজ করে থাকে।'

'এবার এক একটা খুনের বিশদ ব্যাখ্যা করা যাক। বেটি বার্ণাডকে খুনের ধরনের মধ্যে একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (মিস্টার ফ্রেসার আমাকে ক্ষমা করবেন!) দেখা যাচ্ছে, তারই ব্যবহৃত বেল্টের ফাঁসে তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। আর সেই খুনী তার অতি কাছের বন্ধুর মতোই বলা যায়। তাছাড়া তার চরিত্র সম্পর্কে আমি অবগত হওয়ার পরেই এই কথাটা আমার মনে বিশেষ ভাবে দাগ কেটেছে।'

'হ্যাঁ, বেটি বার্ণাড সত্যি সত্যিই ফ্লার্ট গার্ল ছিলো। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যে কোনো পুরুষকে আকর্ষণ

করার ক্ষমতা ছিলো তার। সুতরাং এ বি সি'-র যৌন আবেদনে হয়তো সে সাড়া দিতে রাতের অন্ধকারে বীচের ওপর মিলিত হয়ে থাকবে। আর তখন খেলার ছলে এ বি সি বেটির কোমর থেকে বেল্টটা খুলে নিয়ে সেটার প্রশংসা করতে করতে তার গলায় লাগিয়ে সম্ভবত কৌতুকের ছলে তাকে বলে থাকবে, 'আমি তোমার গলা টিপে শ্বাসরোধ করবো।' নেহাতই খেলার ছলে সে তার গলায় বেল্টের ফাঁস ধরে টানতে থাকবে, আর বেটি বোকার মতো হেসেছিল। খুনী তখন তার খুনের নেশা চরিতার্থ করতে বেল্টের ফাঁসটা জোরে জোরে টানছিল। এরপর তৃতীয় খুনের কেসে আসা যাক। প্রথম খুনের কায়দায় এ বি সি স্যার কারমাইকেল ক্লার্ক-এর মাথায় আঘাত করে পিছন দিক থেকে। এক্ষেত্রেও ইংরাজী বর্ণমালাকে অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু একটা তথ্য আমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে, এক্ষেত্রে খুনী খুনের জায়গাটা কোনো কারণে তার নিজের শহরকে কেন বেছে নিতে গেলো?'

'তিনটি খুন, বিশেষ করে কারস্টনে তৃতীয় খুনের ঘটনা খুনীকে সনাক্ত করতে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। প্রথম তিনটি খুনের কেসে আগাম চিঠি পেয়েও তেমন গুরুত্ব না দেওয়ায় আমরা ব্যর্থ হলেও 'ডি' অপরাধের কথা ঘোষণা করা মাত্র আমরা খুবই সতর্ক হয়ে উঠি এবং তার সম্ভাব্য শিকারের নিরাপত্তার ব্যবস্থা যে করেছিলাম তা তো আপনারা জানেন। এর ফলে এ বি সি স্বভাবতই বুঝে গিয়েছিল, সে তার অপরাধ খুব বেশী সময় চাপা দিয়ে রাখতে পারবে না।'

'তার ওপর, এই সময় মোজার ক্লুটা আমার হাতের মুঠোয় এসে গেছিলো। অপরাধ অনুষ্ঠানের কাছাকাছি জায়গায় মোজা বিক্রেতার মোজা বিক্রী করতে আসাটা যে কাকতালীয় ব্যাপার নয়, তখন এই সত্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আসলে মোজা বিক্রী করতে এসে সে জায়গাটা এবং তার শিকার সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চেয়েছিল। অতএব ধরে নেওয়া যায় যে, এই মোজা বিক্রেতাই আসলে খুনী। তবে আমি এও বলতে চাই যে, মিস গ্রে তার চেহারার যে বিবরণ দিয়েছেন, সেটা বেটি বার্ণডকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে হত্যারত অবস্থায় আমার আঁকা ছবির সঙ্গে খাপ খায় না।'

'সব শেষে খুনের কথায় আসা যাক। নিহত ব্যক্তির নাম জর্জ আর্লসফিল্ড, ডাউনেস নামে এক ব্যক্তির পরিবর্তে ভুল করে তাকে হত্যা করা হয়েছে, যার চেহারা প্রায় একই ধরনের ছিলো এবং যে কিনা একটি সিনেমা হলে খুনীর কাছাকাছি একটা আসনে বসেছিল। এবং অবশেষে খুনীর সব খেলার অবসান হয় এখানেই। সে তখন চিহ্নিত হয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী তার খোঁজ করা হয়, এবং সব শেষে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়, কিংবা বলা যায় যে, সে নিজেই পুলিশের এখানেই। কিন্তু আমার মতে তা নয়! এ কেসের প্রকৃত পরিণতির কথা আমি বা আমরা কেউই এখনো পর্যন্ত জানতে পারিনি। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য খুনী বলে বর্ণিত কাস্টের একটাই অ্যালিবাই হলো দ্বিতীয় খুনের ঘটনার রাত্রে সে বেক্সহিলে গেছলো।'

'সেটাই আমাকে সর্বক্ষণ চিন্তায় ফেলে রেখেছিল,' ফ্র্যাঙ্কলিন ক্লার্ক বলে উঠলো।

'হ্যাঁ, আমাকেও এ ব্যাপারটা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ না আমরা দু'টি অত্যন্ত জরুরী অনুমান ভিত্তিক তথ্যের ফয়সালা করতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্তত কাস্টের অ্যালিবাই আসল বলে আমরা মেনে নিতে পারছি না। যেমন ধরুন, কাস্ট 'এ' 'সি' এবং 'ডি' অপরাধ করলেও সে কিন্তু 'বি' ক্রাইম করেনি।'

'মঁসিয়ে পোয়ারো, এটা ঠিক নয়—'

পোয়ারো মেগান বার্ণাডের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে আবার তার বক্তব্যের সমর্থনে বলতে থাকেঃ 'আমি সত্যের পক্ষে। ধরুন আমি যদি বলি, এ বি সি দ্বিতীয় খুন করেনি। মনে রাখবেন, দ্বিতীয় খুনটা হয়েছিল পঁচিশ তারিখের মাঝ রাতে, যেদিন সকালে সে এখানে হাজির হয়েছিল।'

'মঁসিয়ে পোয়ারো,' মেগান আবার বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'আপনার এই চিন্তাধারা অদ্ভুত ধরনের। আমার ধারণা সব খুনই এক ব্যক্তি করেছে।'

পোয়ারো তার কথায় কান না দিয়ে আবার বলতে শুরু করলো : 'আমরা দেখেছি, বেটি বার্ণাড খুনের আগে পর্যন্ত এ বি সি খুনের ব্যাপারে জনগণের কাছে কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়

নি। তাই অ্যাণ্ডোভার খুনের ঘটনা খুব কমই আগ্রহ সঞ্চার করেছিল। এখন কি ঘটনাস্থলে এ বি সি রেলওয়ে গাইড প্রাপ্তির খবরটাও প্রকাশ করা হয় নি। সে খবর মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জানা ছিলো, যেমন আমি, পুলিশ এবং কয়েকজন আত্মীয় ও মিসেস আসশারের প্রতিবেশী কয়েকজন। এখন এর থেকে ধরে নেওয়া যাক, বেটি বার্ণাডের খুনের জন্যে কাস্ট দায়ী নয়, অন্য কেউ খুন করে থাকবে। আর তাই যদি হয় তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে, অন্য সব খুনের জন্যে সেই অপর খুনীই দায়ী?'

'কিন্তু এর কোনো মানে হয় না!' প্রতিবাদ করে উঠলো ক্লার্ক।

'হ্যাঁ হয়,' পোয়ারো জোর দিয়ে ব্যাখ্যা করতে থতাকে, 'এর জন্যে প্রথমেই আমাকে যা করতে হয়েছিল তাই এই যে, আমি যেসব চিঠি পেয়েছিলাম, সেগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন নিরীখে পরীক্ষা করে দেখেছি। একেবারে প্রথম চিঠি থেকেই আমার মনে হয়েছিল কোথায় যেন একটা গোলমাল আছে এর মধ্যে, যেমন ছবি বিশেষজ্ঞ জানে কোন্ ছবিটা ভুল, ঠিক সেইরকম ভাবে আর কি! আমি মনে করছিলাম, চিঠিগুলো কোনো এক বিকৃত মস্তিষ্কের লোক লিখে থাকবে। অথচ এখন আমি চিঠিগুলো নতুন করে আবার পরীক্ষা করতে গিয়ে একেবারে ভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, কারণ সেগুলো ভূয়ো চিঠি! আপাতদৃষ্টিতে চিঠিগুলো কোনো পাগল খুনীর লেখা বলে মনে হলেও আদৌ সেরকম কিছুই নয়।'

'এর কোনো মানে হয় না,' ফ্র্যাঙ্কলিন আবার প্রতিবাদ করে উঠলো।

'হয়, হ্যাঁ মানে হয় বৈকি!' উত্তরে পোয়ারো বললো, 'এখন বলুন কোন্ উদ্দেশ্যে চিঠিগুলো লেখা হয়েছিল? পত্র লেখকের প্রতি আকর্ষণ করার জন্যে? নাকি খুনের প্রতি নজর দেওয়ানোর জন্যে? কিন্তু আমি মনে করি, এ সবের কোনো মানেই হয় না। এক্ষেত্রে আমাকে অত্যন্ত চতুর, দক্ষ, বেপরোয়া এবং জুয়াড়ি খুনীর সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছে। মিস্টার কাস্ট নয়, কারণ এসবের কোনো গুণই তার নেই। তাই এসব খুন সে কখনোই করতে পারে না! না, এমন একজন খুনীর মোকাবিলা আমাকে করতে হয়েছে, যার স্বভাবের আর একটা দিক হলো, ছেলেমানুষি মনোভাব তার (যার সাক্ষ্য হলো স্কুলের ছাত্রের মতো লেখা চিঠিগুলো এবং রেলওয়ে গাইড), নারীর প্রতি আকর্ষণীয় পুরুষ, মানুষের জীবনকে সে কুকুর-বেড়ালের মতো তুচ্ছ বলে মনে করে এবং অপরাধগুলোর মধ্যে অন্তত একটিতে প্রয়োজন মতো সে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে উঠেছে।'

'ধরুন, কোনো নারী কিংবা পুরুষ কোথাও খুন হলে পুলিশ কি কি প্রশ্ন করে? সুযোগ! উদ্দেশ্য! মৃত ব্যক্তির মৃত্যুতে কে লাভবান হতে পারে? যেখানে সুযোগ এবং উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে, সেক্ষেত্রে হয়ত খুনী ভূয়ো অ্যালিবাই সৃষ্টি করার চেষ্টা করে থাকে। এখানে আমাদের খুনী অবিশ্বাস্য প্রতিরোধের কথা ভেবেই পাগল খুনীর কাহিনী রটাবার চেষ্টা করে গেছে প্রতিটি খুনের কেসে।

'অ্যাণ্ডোভারে প্রথম খুনের প্রসঙ্গে আসা যাক। এখানে নিহত মিসেস আসশারের মদ্যপ স্বামী ফ্রাঙ্ক আসশারকেই বেশী সন্দেহ হওয়া উচিত। কিন্তু এ আমি ভাবতেও পারি না, কারণ ফ্রাঙ্কের পক্ষে এতো বিস্তারিত খুনের পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়। এরপর আসে বেক্সহিল অপরাধ? সম্ভাব্য খুনী ডোনাল্ড ফ্রেসারকে মনে হতে পারে। তার বুদ্ধি আছে, ক্ষমতা আছে আর তার মনটা সুস্থির ও সুশৃঙ্খল। ঈর্ষাকাতর হয়ে তার খুনীকে খুন করার উদ্দেশ্য হতে পারে, কিন্তু ঈর্ষাবশে কোনো প্রেমিকের পূর্বপরিকল্পনায় ঝোঁক থাকতে পারে না।

'স্যার কারমাইকেল একজন খুবই বিত্তবান ব্যক্তি ছিলেন। এখন কথা হচ্ছে তাঁর এই প্রচুর অর্থের উত্তরাধিকারী কে হবে? তাঁর স্ত্রী, যিনি এখন মৃত্যুশয্যায় শায়িতা, জীবনস্বত্তের অধিকারিণী, এবং তাঁর মৃত্যুর পর স্যার কারমাইকেলের সমস্ত অর্থ-সম্পত্তির সম্পূর্ণভাবে অধিকারী হবেন তাঁর ভাই ফ্র্যাঙ্কলিন।' এই বলে পোয়ারো ধীরে ধীরে ফ্র্যাঙ্কলিনের দিকে তাকালো। 'এর থেকেই আমি একেবারে নিশ্চিত হয়ে যাই, আমার মনের গোপনে দীর্ঘ সময় ধরে যাকে চিহ্নিত করে এসেছি সে সেই লোক যাকে আর এক ভূমিকায় আমি জানতাম। এক কথায় আবার বলছি, এ বি সি এবং ফ্র্যাঙ্কলিন

ক্লার্ক একম্ এবং অদ্বিতীয়। বেপরোয়া অভিযান প্রিয় চরিত্রের মানুষ তিনি। তাই তার পক্ষেই সম্ভব কাফে থেকে একটা যুবতী মেয়েকে প্রলোভন দেখিয়ে প্রেমের ফাঁদে জড়িয়ে ফেলে বীচে টেনে এনে হত্যা করা। তাঁর পক্ষেই সম্ভব এখানে সুপরিকল্পিতভাবে খুনের একটা তালিকা তৈরী করে, যথাক্রমে এ বি সি এক এক জনকে খুন করেছেন এবং তালিকা থেকে তার নাম কেটে দিয়েছেন তিনি এবং লেডি ক্লার্কের ভাষায় ছেলেমানুষের মতো প্রতিটি মৃতদেহের পাশে তিনি এ বি সি রেলওয়ে গাইড ফেলে রেখে গেছেন, এ কাজ যে ফ্র্যাঙ্কলিন ক্লার্কেরই, তার প্রমাণ আমি পাই তাঁর লাইব্রেরীতে রাখা ই. নেমবিটের লেখা "দ্য রেলওয়ে চিলড্রেন" বইটা দেখে। আমি আগেই বলেছিলাম, খুনী একজন রেলওয়ে মনোভাবাপন্ন লোক।'

হঠাৎ ক্লার্ক হাসিতে ফেটে পড়লেন। 'এ যে দেখছি এক অভাবনীয় উদ্ভাবনী দক্ষতা আপনার মঁসিয়ে পোয়ারো!' ফ্র্যাঙ্কলিন বিদ্রুপ করে বললো, 'কিন্তু আমাদের বন্ধু কাস্টের কি হবে? আর উনি যে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছেন। ওঁর কোটের হাতায় রক্তের দাগ আর উনি যে ওঁর ঘরে রক্তমাখা ছুরি লুকিয়ে রেখেছিলেন, এসবের কি ব্যাখ্যা করবেন আপনি? ওঁকে যে চার চারটি খুনের ঘটনাস্থলে দেখা গেছিলো তাতেই কি প্রমাণ হয় না, তিনিই সব খুনের জন্যে দায়ী? বলুন—'

পোয়ারো তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'আপনি ভুল করেছেন, তিনি স্বীকার করেছেন। আমি তাঁর সঙ্গে বলে বুঝেছি, কাস্ট নিজেই নিজেকে অপরাধী বলে বিশ্বাস করেন।'

'তবু তা সত্ত্বেও তাতে আমাদের মঁসিয়ে পোয়ারো সন্তুষ্ট নন, এই তো?' বললেন ক্লার্ক।

'না। আমি ওঁর সঙ্গে গভীরভাবে মিশে বুঝেছি, তিনি কিছুতেই অপরাধী হতে পারেন না! তিনি আপনার মতো। আর এই সব খুনের পরিকল্পনা করার মতো বুদ্ধিও নেই তাঁর মগজে। খুনীর যে একটা দ্বৈত ব্যক্তিত্ব আছে, সব সময়েই আমার তা মনে হয়েছে। এখন দেখা যাক তার অস্তিত্ব কোথায়? এখানে দু'জন লোক জড়িত, একজন সত্যিকারের খুনী, বোকা, দ্বিধাগ্রস্থ ও সহজেই যাকে সম্মোহিত করা যায়। সম্মোহিত বলছি এই কারণে যে, এই শব্দটা মিস্টার কাস্টের মধ্যে ওতঃপ্রোতঃভাবে নিহীত রয়েছে। মিস্টার ক্লার্ক, আপনি যতোই চতুর হোন না কেন, এতগুলো খুন করার পরিকল্পনা এবং তা আড়াল করা আপনার পক্ষে কখনোই সহজ ছিলো না।

'শহরে কফি অধ্যুষিত এলাকায় গুরুগম্ভীর খৃশ্চিয়ান নামের মিস্টার কাস্টের সঙ্গে আপনি যখন মুখোমুখি হতে হয়েছিলেন তখনি আপনার মনে খুনের প্রথম পরিকল্পনা আসে। আর তখনি আপনার ভাইকে খুন করার নানান পরিকল্পনার কথা ভাবতে শুরু করেন। কারণ আপনি আপনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। আপনাকে লেখা আপনার ভায়ের কতকগুলো চিঠি আমার হাতে তুলে দিয়ে কার্যত আপনি যে আমার হাতের পুতুল হয়ে উঠেছেন, এ কথা আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, কিন্তু সেটাই বাস্তব সত্য মিস্টার ক্লার্ক। সেই চিঠিগুলো থেকে জানতে পারি, মিস গ্রের প্রতি আপনার ভায়ের স্নেহ-ভালোবাসার কথা, আর তাঁর এই ভাবটা হয়তো আপনার ভায়ের কাছে পিতৃস্নেহ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আপনি সেটা ভালো ভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি, আপনার মনে সন্দেহ জাগে ভবিষ্যতে আপনারঅসুস্থ বৌদির মৃত্যুর পর আপনার দাদা যুবতী মিস থোরা গ্রেকে বিয়ে করবেন। থোরা যে আপনার দাদার প্রস্তাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর আপনার ভাই ছিলেন রীতিমতো স্বাস্থ্যবান। এর ফলে থোরাকে বিয়ে করলে তিনি হয়তো সন্তানের পিতা হতে পারবেন, যার ফলে তাঁর অর্থ-সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার সুযোগ থেকে আপনি বঞ্চিত হতে পারেন। আপনি আপনার ভায়ের অর্থ-সম্পত্তির প্রতি খুবই ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন।'

'আমি আবার বলছি, বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুযায়ী একদিন মিস্টার কাস্টের সঙ্গে মিলিত হওয়ার মতলব করলেন আপনি। ভদ্রলোকের নামটা খুব অদ্ভুত, আকেজাণ্ডার বোনাপার্ট কাস্ট। আর ওঁর এই নাম থেকেই আপনার মাথায় একটা মতলব এসে যায়, ইংরাজী বর্ণমালার প্রথম কয়েকটি অক্ষরের আদ্যাক্ষর মিলিয়ে খুনের পরিকল্পনা করেন আপনি, যেমন এ বি সি ডি। আপনার ভায়ের নাম শুরু

"সি" অক্ষর দিয়ে, আর আপনার ভাই যেখানে থাকতেন সেই জায়গার নামও "সি" অক্ষর দিয়ে শুরু, কারস্টান।

'আপনার পরবর্তী ব্যবস্থা বড়ই অভিনব। কাস্টের নামে হোসিয়ারি জিনিষের একট বিরাট অর্ডার তার নামে পাঠাবার জন্যে একটা প্রতিষ্ঠানকে লেখেন। আর আপনি নিজে এ বি সি-র একটা বড় পার্সেল তার নামে পাঠান। হোসিয়ারি ফার্মের লেটারহেডে তাকে একটা নিয়োগপত্র পাঠান, যাতে তাকে মোটা টাকার বেতন ও কমিশন দেওয়া হয়। তারপর যে টাইপরাইটারে তার নিয়োগপত্র টাইপ করেন সেটা আপনি তাকে উপহার হিসেবে দেন। তারপর আপনি এমন দু'জন লোকের খোঁজ করেন যদের নাম ও তথাকার জায়গা "এ" ও "বি" অক্ষর দিয়ে শুরু হয়, পরবর্তীকালে যারা আপনার শিকার হয়।'

'আপনার প্রথম শিকার অ্যাণ্ডোভারের মিসেস আসশার। তার নামটা আপনি তার দরজার লিখন থেকে দেখতে পান। তাকে খুন করতে গিয়ে আপনাকে রীতিমতো সাহসী এবং স্নায়ু খুবই শক্ত করে তুলতে হয়। এরপর "বি" নামে শিকার খুঁজতে গিয়ে আপনাকে একটা অভিনব চাল চালতে হয়। বিভিন্ন কাফেতে আপনার যাতায়াত ছিলো। একদিন বেক্সহিলের একটা কাফেতে গিয়ে বেটি বার্ণাড নামে এক যুবতীর সন্ধান পেয়ে যান, তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাকে নির্দিষ্ট এক রাতে বীচে নিয়ে এসে তারই বেল্টের ফাঁস পরিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করেন।'

'এর আগে খুনের প্রাথমিক পরিকল্পনা সেরে নিয়ে আপনি প্রথমে কাস্টের কাছে অ্যাণ্ডোভারের একটা তালিকা পাঠিয়ে তাকে নির্দেশ দেন, দিনে সেখানে যাওয়ার জন্যে, এবং তখনি আপনি আমাকে প্রথম এ বি সি চিঠিটা পাঠান। তারপর নির্দিষ্ট দিনে আপনি অ্যাণ্ডোভারে গিয়ে মিসেস আসশারকে হত্যা করেন, আপনার পরিকল্পনার কোনো ব্যাঘাত না ঘটিয়েই। আর এভাবেই প্রথম খুন সাফল্যের দিনের আগেই অর্থাৎ ২৪ তারিখেই আপনি বেটি বার্ণাডকে খুন করেন।'

'এখন তিন নম্বর খুনের প্রসঙ্গে আসা যাক। এটা খুবই গরুত্বপূর্ণ, সত্যি কথা বলতে কি, আপনার নিরীখে সেটা ছিলো সত্যিকারের একটা খুন। আপনি জানতেন, আপনার ভাই রাত্রির বছরের প্রথম মাসে বেড়াতে বেরোন। এই সুযোগটা আপনি কাজে লাগিয়ে ছিলেন পুরোপুরিভাবে, এবং যথারীতি সাফল্যও পেয়ে যান। আপনার ভাইকে খুন করার পর প্রথমে আপনার ইচ্ছে ছিলো না আর কাউকে খুন করেন। অপর পক্ষে যদি অকারণ খুন বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সন্দেহজনকভাবে সত্যটা প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাছাড়া আপনি আপনার শিকারের সময় যে ঘোড়াটির পিছনে নিজেকে আড়াল করতে চেয়েছিলেন, অদ্ভুতভাবে এই অদৃশ্য মানুষটি কেমন অস্বাভাবিকভাবে তিন তিনটি ঘটনাস্থলে নিজিকে সম্পূর্ণভাবে আড়াল করে রেখে গেছে, যা আাপনার কাম্য ছিলো না। তাই আপনি ঠিক করলেন চতুর্থ এবং শেষ খুনের মাধ্যমে এমন কিছু প্রমাণ রেখে দেবেন যাতে করে মিস্টার কাস্ট পুলিশের কাছে চিহ্নিত হয়ে যান। এবং আপনি আপনার এই শেষ পরিকল্পনা মতো মিস্টার কাস্টকে ডনকাষ্টারে যেতে বলেন আপনার শেষ অপারেশনের কাজ হাঁসিল করার জন্যে। আপনার পরিকল্পনা ছিলো কাস্টকে অনুসরণ করে সুযোগটা নেওয়া। আপনি সিনেমা হলে তাঁর কাছ থেকে কয়েকটি আসন দূরে বসেছিলেন। ছবি প্রায় শেষ হওয়ার মুহূর্তে আপনি হল থেকে বেরিয়ে যাবার ভান করে এক তন্দ্রাচ্ছন্ন দর্শকের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে তাকে ছুরিকাহত করেন, এ বি সি রেলওয়ে গাইড রেখে আসেন মৃতব্যক্তির কোলে। তারপর অন্ধকারে ইচ্ছে করে মিস্টার কাস্টের সঙ্গে ধাক্কা লাগান এবং সেই ফাঁকে রক্তমাখা ছুরিটা তাঁর কোটের হাতায় ঘষে দেন, পরে ছুরিটা তাঁর কোটের পকেটে চালান করে দেন।'

'এক্ষেত্রে একটা ব্যতিক্রম হলো, এবার বর্ণমালার ধারামতো আপনি "ডি" নামের লোককে আপনার শিকার হিসেবে বেছে নেন নি। আপনি ধরে নিলেন এটা একটা ভুল হিসেবে বিবেচিত হবে। বন্ধুগণ, এখন নকল এ বি সি এবং মিস্টার কাস্টের ব্যাপারটা বিবেচনা করা যাক। কাস্টের কাছে অ্যাণ্ডোভার অপরাধটা কিছু মনে না হলেও বেক্সহিল এবং কারস্টন খুনের ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকার

জন্যে নিজেকে ভীষণ অপরাধী বলে মনে করেন। তিনটি খুনের জায়গায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। খবরের কাগজগুলোর হেডলাইন তিনি দেখেছেন, তার জন্যে খুবই শঙ্কিত তিনি। মনে রাখবেন, এ ব্যাপারে কাস্ট খুবই নার্ভাস হয়ে পড়েন। আর তারপরেই তিনি তাঁর ফার্মের কাছ থেকে ডনকাস্টারে যাবার আদেশ পান। ডনকাস্টার! মানে আবার এক অপরাধটি ঘটতে যাচ্ছে সেখানে। তাঁর স্নায়ুতন্ত্রীগুলো খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। তিনি আবার এও দেখলেন, ল্যাণ্ডলেডি আর তার মেয়ে সদ্য রক্ত-ধোয়া তাঁর কোটের হাতার দিকে কেমন যেন সন্দেহের চোখে তাকিয়ে আছেন। তাই তিনি সেখান থেকে চলে আসার সময় তাঁকে মিথ্যে করে বলে এসেছিলেন, সেলটেনহ্যামে যাচ্ছেন। এবার চিন্তা করে দেখুন, ঘরে ফিরে এসে কাস্ট দেখলেন তাঁর কোটের হাতায় রক্তের দাগ এবং পকেটে রক্তের দাগ লাগা একটা ছুরি। তা দেখে তিনি তখন খুব ভয় পেয়ে গেলেন। তবে কি তিনি নিজেই খুনী? মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা শুরু হওয়ার দরুণ তাঁর তখন মনে হয়েছিল, বোধহয় তার স্মৃতিভ্রম ঘটবে। তিনি আলেকজাণ্ডার বোনাপার্ট কাস্ট একজন বিকৃতমস্তিষ্কের খুনী। তারপর একদিন তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া হলো পুলিশ আসছে। সব শেষ:

'যেমন আমি আগে বলেছি, আমি যখন কাস্টকে প্রথম দেখি, সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝে যাই, তিনি কখনোই খুনী হতে পারেন না। কিন্তু আমি এই উপলব্ধি করি, কাস্ট নিজেকে খুনী বলেই মনে করেন। কিন্তু একটু আগে আমি যেমন বললাম, তিনি কখনোই খুনী হতে পারেন না, এখনো তেমনি জোর দিয়ে সে কথাই বলছি। আমার কাছে তার অপরাধ স্বীকার করার পর আমি তখন বেশ ভালো করেই জেনে গেছি, আমার নিজস্ব পদ্ধতিই ঠিক!'

'আপনার পদ্ধতি।' ফ্র্যাঙ্কলিন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে উঠলো, 'একেবারে অবাস্তব!'

পোয়ারো মাথা নেড়ে বললো, 'না মিস্টার ক্লার্ক. যেহেতু কেউ আপনাকে সন্দেহ করে না, তাই সেদিন থেকে আপনি যথেষ্ট নিরাপদ। তবে একবার যখন আপনি সন্দিহান হয়ে উঠবেন, তখন সহজেই প্রমাণ পাওয়া যাবে।'

'প্রমাণ?'

'হ্যাঁ, অ্যাণ্ডোভার এবং কারস্টনে খুনের জায়গায় আপনার ব্যবহৃত ছড়িটা কমবেসাইডে একটি কাপবোর্ডের মধ্যে দেখতে পেয়েছি। সংশ্লিষ্ট সিনেমাহল থেকে প্রায় ডজনখানেক দর্শকদের সঙ্গে আপনার বেরিয়ে আসা ফটো তুলে রেখেছে দু'জন ফটোগ্রাফার। অথচ সেই সময় আপনার ডনকাষ্টার রেসকোর্সেই থাকা উচিত ছিলো। সেদিন বেক্সহিলে মাঝ রাত্রে বেটি বার্ণাডের সঙ্গে একটা কাফেতে নৈশভোজ সারতে দেখেছিল মিলি হিগলে। সব শেষে একটা উল্লেখযোগ্য প্রমাণ আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, যার মানে কাস্টের টাইপরাইটারের ওপরে আপনি আপনার হাতের ছাপ রেখে এসেছিলেন, যে টাইপরাইটার থেকে টাইপ করা চিঠিগুলো আপনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন।'

ফ্র্যাঙ্কলিন মিনিট খানেকের জন্যে নীরবে বসে থেকে অবশেষে মুখ খুললেন: 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি জয়ী! কিন্তু এ জয় আপনার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে।' তারপর অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্র গতিতে ফ্র্যাঙ্কলিন তার পকেট থেকে একটা অটোমেটিক পিস্তল বার করে নিজের মাথায় ঠেকালেন।

আমি ভয়ে আঁতকে উঠলাম। ফ্র্যাঙ্কলিন নির্বিকারভাবে তার হাতের পিস্তলের ট্রিগার টিপলো, কিন্তু কোনো শব্দ হলো না।

'না মিস্টার ক্লার্ক,' তেমনি নির্বিকার চিত্তে পোয়ারো বলে উঠলো, 'আজ আপনি হয়তো আপনার বাড়িতে একজন নতুন চাকরকে লক্ষ্য করে থাকবেন, সে আমার একজন বন্ধু, হাত সাফাইয়ে ওস্তাদ সে। সে আপনার অজান্তে আপনার পকেট থেকে পিস্তলটা সরিয়ে গুলিগুলো সরিয়ে ফেলে এবং তেমনি নিঃশব্দে সেটা আপনার পকেটে চালান করে দেয়।'

এরপর আর একটা কথাও বলতে পারলো না ফ্র্যাঙ্কলিন। তার মুখটা অসম্ভব থমথমে দেখাচ্ছিল।

ওদিকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দু'জন গোয়েন্দা পাশের ঘর থেকে ছুটে এলো। তাদের মধ্যে একজন

হলো ক্রোম। এগিয়ে এসে সে তীক্ষ্ণস্বরে বললো, 'আমি আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, আপনি যা কিছু বলবেন সবই প্রমাণ বা নজির হয়ে থাকবে।'

'উনি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট কথা বলে ফেলেছেন,' পোয়ারো এবার ফ্র্যাঙ্কলিনের উদ্দেশ্যে বললো, 'আমার ধারণা, আপনার অপরাধ ইংলিশ ক্রাইমের মতো আদৌ নয়, এমন কি খেলোয়াড়চিতও নয়'



শেষ কথা

ফ্র্যাঙ্কলিন ক্লার্কের সামনে দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই আমি শব্দ করে হেসে উঠলাম। অবাক চোখে আমাব দিকে তাকালো পোয়ারো। 'হাসলে যে?'

'কারণ তুমি বললে, ওঁর অপরাধ খেলোড়চিত নয়, এর জন্যেই হাসলাম।'

'খুবই সত্য এটা জঘন্য অপরাধ। নিষ্ঠুরের মত কেউ কারোর ভাইকে খুন করতে পারে? এটা কি খেলোয়াড়চিত মনোভাবের পরিচয়? শৃগালকে ধরা, তাকে একটা বাক্সের মধ্যে বন্দী করা এবং তাকে কখনো বার হতে না দেওয়া। এটা কখনোই খেলোয়াড়সুলভ মনের পরিচয় হতে পারে না!'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেগান বার্ণাড বলে উঠলো, 'এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। এ কি সত্যি?'

'হ্যাঁ মাদামোয়াজেল। রাতের দুঃস্বপ্ন কেটে গেছে।'

কয়েকদিন পরে মিস্টার আলেকজাণ্ডার বোনাপার্টের বাড়িতে যাওয়ার কথা অবশ্যই আমাকে বলতে হচ্ছে। পোয়ারোর হাত ঘরে ঘন ঘন ঝাঁকুনি দিতে গিয়ে কাস্ট তাকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে এক সময় বলে, 'জানেন, একটা খবরের কাগজ আমাকে একশো পাউণ্ড দিতে চেয়েছে, বিনিময়ে সংক্ষেপে আমার জীবনী লিখে দিতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি এ ব্যাপারে আমি কি যে করবো আমি নিজেই জানি না।

'আমি হলে কিন্তু একশো পাউণ্ড গ্রহণ করতাম না,' পোয়ারো বললো। 'শক্ত হোন। তাদের বলুন, পাঁচশো পাউণ্ড চান আপনি। আব একটা কথা, কখনো একটা খবরের কাগজে মনোনিবেশ করবেন না। ভুলে যাবেন না, আপনি এখন একজন বিখ্যাত মানুষ হয়ে উঠেছেন! বস্তুত আজ ইংলণ্ডে আপনি একজন অত্যন্ত বিখ্যাত লোক—'

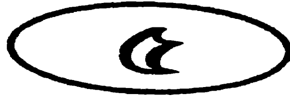
কাস্টের মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। 'আমার বিশ্বাস, আপনি ঠিকই বলেছেন। মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি আপনার উপদেশ গ্রহণ করবো। আমার এখন অনেক টাকার প্রয়োজন। আমার এখন কিছুদিনের ছুটিরও প্রয়োজন। তারপর আমি লিলি মারবারিকে বিয়ের একটা চমৎকার উপহার দিতে চাই। জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, সত্যিই সে চমৎকার মেয়ে।'

পোয়ারো উৎসাহিত হয়ে তার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'যান, এগিয়ে যান মিস্টার কাস্ট।'

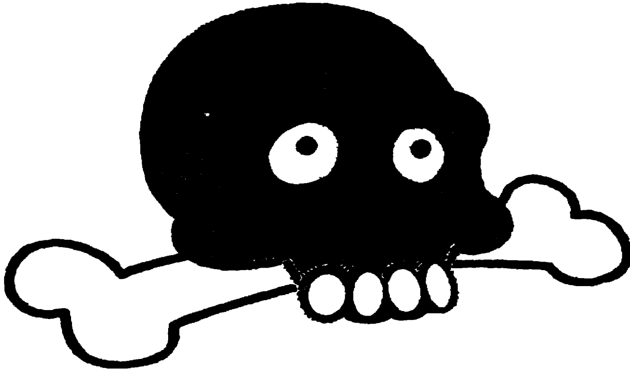
কাস্ট উঠে করমর্দন করে বললো, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি একজন মহান ব্যক্তি।'

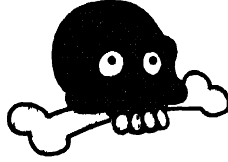
কাস্টের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আমার বন্ধু আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। তাহলে হেস্টিংস আমরা আর একবার শিকারে বেরিয়েছিলাম, তাই না?'

এ বি সি মার্ডার **অনুবাদ ❑ সৌরেন দত্ত**



রক্তস্নাত রাজপথ





বড় অদ্ভুত বড় বিচিত্র জয়সি লেমপ্রায়ার বলল, কিন্তু—

কিন্তু কি?

জানি না আমার এই গল্প আপনাদের পছন্দ হবে কিনা। তাই আমার সেই গল্প আপনাদের শোনাবার ইচ্ছে থাকলেও মনের দিক থেকে তাগিদ পাই না। জয়সি বলতে থাকে, —ঘটনাটা অনেক, অনেক দিন আগের, ঠিক পাঁচ বছর আগের। তবু সেই গল্পটা বার বার আমাকে মনে পড়িয়ে দেয়, আমার মনকে দোলা দেয়। গল্পের শুরু আলো, হাসি দিয়ে এবং শেষটা অতি ভয়ঙ্কর, জঘন্য ও ঘৃণার মধ্যে দিয়ে। আর সব চেয়ে অদ্ভুত জিনিস হলো, যে স্কেচটা আমি সেই সময় আঁকি, এখন তার এই আবহাওয়ায় খুব সামান্যই পরিবর্তন হয়েছে। প্রথম দর্শনে আপনাদের মনে হবে, সেটা যেন একটা রাফ স্কেচ, কর্ণওয়ালের ভেজা ভেজা রাস্তা, সূর্যের আলো এসে পড়েছে সেখানে। কিন্তু যদি আপনারা যথেষ্ট সময় নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকেন, দেখবেন এক অশুভ ছায়া পড়েছে সেখানে। সেটা আমি কখনো বিক্রী করতে পারিনি, তবে আমি কখনো আর সেদিকে তাকিয়েও দেখিনি। স্টুডিওর এক কোণায় সেটা পড়ে আছে দেওয়ালে মুখ করে।

জায়গার নাম রথোল। কর্ণওয়ালের সে এক অদ্ভুত গ্রাম, জেলেদের গ্রাম, ছবির মতো সুন্দর, রমণীয়। 'ইয়ে ভলডে করনিশ' টি হাউসের' আবহাওয়া আরো চমৎকার। সেখানকার দোকানগুলো চালায় মেয়েরা। সুন্দর সুন্দর সব মেয়ে, বব করা চুল। আকর্ষণীয় চেহারা।

আমার জানা নেই, রেমণ্ড ওয়েস্ট চিৎকার করে বলে উঠেছিল,— দোকানগুলোর দিকে যাওয়া গলিটা যত সরুই হোক না কেন, সেদিক থেকে কিছু যায় আসে না। তবে এ কথা ঠিক, ছবির মতো গ্রাম হওয়া নিরাপদ নয়।

জয়সি সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

রথোলে যাওয়ার রাস্তাগুলো বড় সরু এবং অত্যন্ত খাড়াই। পনেরো দিনের জন্য কর্ণওয়ালে যেতে হয়েছিল আমাকে আঁকার জন্যে। রথোলে একটা পুরনো আমলের পান্থশালা ছিল, দি পোলহারউইথ আর্মস। তখন পনেরশো শতাব্দীর গোড়ার দিক হবে, স্প্যানিয়ার্ডদের কাছে পান্থশালোটাই একমাত্র বাড়ী বলে মনে হয়েছিল। তারা জায়গাটা ঘিরে ফেলে।

না, না ঠিক ঘেরেনি। রেমণ্ড ওয়েস্ট ভ্রূকুটি করে বলল, জয়সি, তুমি ইতিহাসকে বিকৃত করো না। ঠিক আছে, তবে এ কথাও ঠিক, তারা তাদের আগ্নেয়াস্ত্রগুলো গুপ্ত কোনো জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল এবং পরে সুবিধা মতো তারা গুলি চালায়, বাড়ীগুলো গুলির আঘাতে ভেঙ্গে পড়ে। যাই হোক, সেটা কোনো ব্যাপার নয়। পান্থশালাটা পুরনো হলেও বেশ চমৎকার, সামনে গাড়ী বারান্দা চারটে থামের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আমি একটা সুন্দর জায়গা পেয়ে আমার কাজ শুরু করতে যাচ্ছিলাম, ঠিক সেই সময় একটা গাড়ী পাহাড়ী পথ বেয়ে হেলতে দুলতে এদিকেই আসছিল। বলা বাহুল্য, গাড়ীটা পান্থশালার সামনে এসে থামল আমাকে এক অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়ে। কিছুক্ষণের জন্যে আমার ছবি আঁকার কাজ পণ্ড হলো। গাড়ী থেকে নামল একটি পুরুষ এবং একটি মহিলা। আমি তাদের দিকে ভালো করে তাকাইনি। মেয়েটির পরণে লিনেনের পোষাক, বেগুনি রঙের টুপি।

খানিক পরেই লোকটা আবার গাড়ীতে ফিরে গেল এবং আমার একান্ত উপকার করে গেল। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে গাড়ী চালিয়ে ঢালু পথে নেমে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর আবার সে ভবঘুরেরর মতো ঘুরতে ঘুরতে আমার পাশ দিয়ে পান্থশালায় এসে উঠল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে অন্য আর একটা গাড়ী বিশ্রী

ভাবে চালিয়ে এলো পান্থশালার দিকেই। গাড়ী থেকে নামল এক মহিলা, তার পরণে ফ্রক, ছিটটা চক্‌চকে। এত ঔজ্জ্বল্য আমি এর আগে কখনো দেখিনি। এই মহিলাটির মাথাব টুপিও উজ্জ্বল বেগুনি রঙের। আমার ধারণা তাদের সঙ্গে এই মহিলাটির কোথাও একটা যোগসূত্র আছে। আছে না?

এই মহিলা পান্থশালার সামনে তার গাড়ী থামাল না। ঢালুপথে আগের গাড়ীটাকে অনুসরণ করল। কাছে গিয়ে গাড়ী থামিয়ে নামল সে। তাকে দেখে ভদ্রলোক বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে চিৎকার করে উঠল।

ক্যারল! এমন অচেনা জায়গায় তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে খুবই খুশি হলাম। তোমার সঙ্গে একযুগ বাদে দেখা, কত বছর দেখা হয়নি বল তো! হ্যালো, ও আমার স্ত্রী মারজারি, জানো! এসো, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করো।

তারা পান্থশালার দিকে উঠে এলো পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে। অন্য মহিলাটি ততক্ষণে গাড়ী থেকে নেমে তাদের দিকে এগিয়ে এলো। ক্যারলকে আমি একমবার আড় চোখে দেখে নিলাম সে যখন আমার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। উঃ, ভদ্রমহিলা দারুণ সেজেছে। মুখে পাউডারের দাগ তখনো লেগেছিল। রক্তবর্ণ ঠোঁট। আমার আশঙ্কা হয়, মারজারি ক্যারলকে দেখে তেমন করে খুশি হবে তো? মারজারিকে কাছ থেকে আমি এখনো দেখিনি পর্যন্ত। তবে দূর থেকে তাকে বেঢফ দেখাচ্ছিল, তার পরণে পোষাক কেমন ঢিলেঢালা।

সে যাই হোক, এ নিয়ে যদিও আমার মাথা ঘামানোর কথা নয়, তবু কখনো কখনো জীবনে এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনার আভাস পাওয়া যায় যা অস্বীকার করা যায় না। তারা আমার কাছ থেকে বেশ খানিক দূরত্ব বজায় রেখে কথা বলছিল, তবু তাদের টুকরো টুকরো কথা-বার্তা আমার কানে ভেসে আসছিল। তারা তখন স্নানের ব্যাপারে আলোচনা করছিল।

ভদ্রমহিলার স্বামীর নাম ডেনিস, তার ইচ্ছে একটা নৌকো নিয়ে সমুদ্রেব ধারে ঘুরে বেড়ায়। মাইল খানেক দূরে একটা সুন্দর গুহা আছে, দেখার মতো, ভদ্রলোক বললেন। কিন্তু ক্যারল নৌকোয় না গিয়ে উঁচু নিচু খাড়াই পাহাড়ী পথ দিয়ে হেঁটে যেতে চায়। কারণ, নৌকো বিহার তার মোটেই পছন্দ নয়। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো, ক্যারল সেই গুহায় যাবে হাঁটা পথ দিয়ে এবং ডেনিস ও মারজারি তারা দু'জন নৌকোর দাঁড় টেনে পৌছবে সেখানে।

তাদের সমুদ্র-স্নানের গল্প শুনে আমারও ভীষণ ইচ্ছে হলো সমুদ্রে সাঁতার কাটার। প্রচণ্ড গরম ছিল সেদিন সকালে, গরমের জন্যে কাজে তেমন মন লাগছিল না। তাছাড়া আমর মনে হলো, অপরাহ্ণের আলো ছবি আঁকার পক্ষে আদর্শ সময়। অতএব আমি আমার জিনিস-পত্র প্যাক করে সী-বীচের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। আমি জানি জায়গাটা সেই গুহার বিপরীত দিকে এবং আমি সেটা আগেই আবিষ্কার করেছিলাম। সেখানে মনের আনন্দে সাঁতার কাটলাম এবং লাঞ্চ সেরে বিকেলে আবার ফিরে এলাম ছবি আঁকার পরিপূর্ণ আস্থা এবং উৎসাহ দিয়ে।

অপরাহ্ণের আলো এসে পড়েছিল। নিস্তব্ধ। যেন সারা বথোল গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে আছে। আমার অনুমানই ঠিক, অপরাহ্ণের আলোয় ছায়াগুলো অনেক, অনেক বেশী কথা বলে। আমার ছবির প্রধান বিষয়বস্তু হলো, 'দি পোলহারউইথ আর্মস' তা সেখানে অপরাহ্ণের আলো এক অদ্ভুত ব্যঞ্জনা এনে দিয়েছিল। ব্যালকনিতে সাঁতারের পোষাক ঝুলতে দেখে আমার মনে হলো, তারা নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে সমুদ্র-স্নান সেরে।

হঠাৎ আমার স্কেচের দিকে তাকাতেই আমি চমকে উঠি। একটা কোণায় এক অদ্ভুত দৃশ্য ফুটে উঠেছে। ঝুঁকে পড়লাম স্কেচটার ওপর কৌতূহলী চোখ নিয়ে। ভালো করে দেখতে গিয়ে এক নতুন দৃশ্য চোখে পড়ল।

'পোলহারউইথ আর্মস'-এর একটা পিলারের ওপর ঝুঁকে আছে একটি লোকের ছায়ামূর্তি, তার আবির্ভাব যেন ম্যাজিকের মতো। হঠাৎ আবির্ভাব। তার পরণে সমুদ্রের ভ্রমণের পোষাক, আমার মনে হলো, সে হয়তো মাছধরা জেলে একজন। লোকটার মুখভর্তি গভীর কালো দাড়ি। আমি যদি স্প্যানিশ ক্যাপ্টেনের মডেল হিসেবে কাউকে খুঁজি, আমার মনে হয় স্কেচের ঐ ভূতুড়ে লোকটা থেকে উপযুক্ত অন্য আর কেউ হতে পারে না। ঐ লোকটি ছাড়া আমার কল্পনায় অন্য কেউ আসতেই পারে না। সে অদৃশ্য হওয়ার আগেই

আমি দ্রুত কাজে লেগে গেলাম। তবে তার হাবভাব দেখে মনে হলো, অনন্তকাল ধরে পিলারগুলো আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় সে।

শেষ পর্যন্ত সে সরে গেল, তবে আমার সৌভাগ্য এই যে, সে আমাকে প্রয়োজনীয় সময় দিয়েছে। আমার কাছে এসে কথা বলতে শুরু করল সে। উঃ, লোকটা কত কথাই না বলতে জানে।

রথোল, সে বলল, অত্যন্ত আকর্ষণীয় জায়গা।

আমি আগেই তা জানতাম, এ কথা বলা সত্বেও আমার কোনও উপকার হলো না। সমস্ত ইতিহাস আমার জানা, মানে, আক্রমণের পর গ্রাম ধ্বংস করা থেকে শুরু করে পোলহারউইথ আর্মস-এর শেষ জমিদারকে কিভাবে তারা খুন করল, সব ইতিহাস আমার মুখস্থ। মনে আছে, স্প্যানিশ ক্যাপ্টেন নৃশংস ভাবে তার তলোয়ার দিয়ে সেই শেষ জমিদারকে তারই ঘরের প্রবেশ পথের সামনে হত্যা করেছিল। তার ক্ষতস্থানের রক্ত ফিনকি দিয়ে মেঝের ওপর গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং একশো বছর ধরে কেউ সেই রক্তের দাগ নাকি তুলতে পারেনি।

সেই অপরাহ্নের আলোয় কেমন একটা আচ্ছন্নতায় আমার সারা মন ছেয়ে যাচ্ছিল। লোকটার গলার স্বর অত্যন্ত মোলায়েম, নরম বলে মনে হচ্ছিল। তবু স্বভাবে বশ্যতা স্বীকারের ইঙ্গিত। তবু কেন জানিনা আমার মনে হলো, লোমটা ভেতরে ভেতরে বুঝি অত্যন্ত নিষ্ঠুর। সে আমাকে বোঝাতে চাইছিল, স্প্যানিয়ার্ডরা কত নিষ্ঠুর কাজই না করেছিল সেই সময়।

সব সময় অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল সে আমার সামনে। আর আমি আমার ছবি এঁকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার খেয়াল হলো, তার মুখ থেকে গল্প শোনার উত্তেজনায় আমি এমন একটা জিনিস এঁকে ফেলেছি যা সেখানে ছিল না। পোলহারউইথ আর্মস-এর প্রবেশ পথ। সামনে চার চৌকো চত্বর। পোলহারউইথ আর্মস-এর দরজার সামনে সূর্যের আলো এসে পড়েছিল। আমি সেখানে ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগের ছবি আঁকি। মনে হয় মানুষের মনের সঙ্গে হাতের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। শিল্পি-মন যা ভাবে ক্যানভাসের ওপর শিল্পি তার হাতের তুলির টান দিয়ে প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু পান্থশালার দিকে তাকাতে গিয়ে আমি দ্বিতীয়বার শক্ পেলাম। আমার চোখ যা দেখেছে হাত দিয়ে সেটাই সে এঁকেছে। একেবারে নিখুঁত ছবি। আমি যে নিজের চোখে দেখেছি, সাদা চত্বরের ওপর ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ লেগে থাকতে।

মিনিট দুই আমি স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকলাম সেদিকে। তারপর আমি চোখ বন্ধ করলাম এবং নিজের মনে বললাম, অত বোকা হয়ো না, সত্যি করে বলতে কি রক্তের দাগ কেন, কোনো কিছুরই দাগ ছিল না সেখানে। তারপর এক সময় আবার আমি ছোখ খুললাম, কিন্তু আমার চোখের সামনে সেই রক্তের দাগগুলো আবার ভেসে উঠল।

হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি সেটা সহ্য করতে পারবো না। জেলের কথায় আমি বাধা দিলাম।

আমাকে বলো, আমি তাকে বললাম,—আমার চোখর দৃষ্টি তেমন ভালো নয়। ঐ চত্বরের ওপর রক্তের দাগ আছে কিনা দেখ তো?

সে আমার দিকে করুণার চোখে তাকাল।

আজকের দিনেও রক্তের দাগ থাকবে, এ কথা ভাবা যায় না। আমি যেদিনের কথা বলছি, সে আজ থেকে পাঁচশো বছর আগেকার কাহিনী।

হ্যাঁ, আমি বললাম, কিন্তু ঐ সাদা চত্বরের ওপর—আমার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গেলো। আমি জানি, আমি যা দেখছি, সে সেটা দেখতে পাবে না। অগত্যা আমাকে উঠতে হলো। কাঁপা কাঁপা হাতে আঁকার সরঞ্জামগুলো সংগ্রহ করলাম। কাজটা শেষ হতেই পান্থশালার প্রবেশ পথে ডেনিসকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। যেমন বিহ্বল দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল সে। ব্যালকনির ওপর তার স্ত্রী এসে দাঁড়িয়েছিল তখন সাঁতারের পোষাকগুলো নিয়ে যেতে। সে তার গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু হঠাৎ সে আবার ঘুরে দাঁড়াল। তারপর সেই জেলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

আচ্ছা ভাই বলতে পারো, দ্বিতীয় গাড়ীতে চড়ে যে ভদ্রমহিলাটি আজ সকালে এখানে এসেছিল, সে কি ফিরে এসেছে?

যে মহিলাটির পোষাকে সর্বত্র ফুলের ছাপ ছিল? না স্যার, আমি তাঁকে দেখিনি আজ সকালে তাকে পাহাড়ের খাড়াই পথ ধরে সেই গুহার দিকে এগিয়ে যেতে দেখেছিলাম।

আমি জানি, ডেনিস তার কথার পুনরাবৃত্তি করে বলল,—আমরা সবাই সেখানে একসঙ্গে প্ল্যান করেছিলাম, তারপর সেই মহিলাটি আমাদের সঙ্গ ছেড়ে হাঁটতে শুরু করে দেয়। তারপর থেকে আমি আর তাকে দেখতে পাই নি। এখানকার পাহাড়ী খাড়াই পথ খুব কি বিপজ্জনক?

সেটা নির্ভর করছে স্যার, আপনি কোন্ পথ দিয়ে যাবেন? তাই বলছি, পাহাড়ী পথ-ঘাট জানা লোককে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াটাই সব থেকে ভালো।

লোকটা বাড়তি আরো কিছু বলার জন্যে তৈরী হচ্ছিল। কিন্তু যুবকটি তাব কথার মাঝে বাধা দিয়ে পান্থশালার ভেতরে ঢুকে গেল তার স্ত্রীর নাম ধরে।

জানো মারজারি, ক্যারল এখনো ফেরেনি। এটা অবাস্তব নয় কি?

মারজারির উত্তরটা আমি শুনতে পাইনি, কিন্তু তার স্বামীকে বলে যেতে শুনলাম—ভালো, আমরা আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবো না। খবর নেওয়ার জন্যে এখুনি আমাদের বাইরে যেতে হবে। তুমি কি প্রস্তুত? আমি গাড়ী বার করছি।

একটু পরেই ডেনিসকে গাড়ী বার করতে দেখা গেল। তারপর তারা দুজনে গাড়ী চালিয়ে বেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যে আমি আমার কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারছিলাম না। পান্থশালারর সামনের চত্বর ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলাম খুব কাছ থেকে। অবশ্যই সেখানে রক্তের ছিটো-ফোঁটা দেখতে পেলাম না। না, এটা আমার বিকৃত কল্পনার প্রতিফলন। তবু আমার কাছে ব্যাপাবটা আরো ভয়াবহ ঠেকল যেন। সেই জেলে লোকটির কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

সে আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়েছিল। আপনি ভেবেছিলেন, সে বলল, এখানে রক্তের দাগ পড়ে আছে।

আমি মাথা নাড়লাম।

বড় আশ্চর্য! বড় অদ্ভুত! জানেন, এখানে আমাদের একটা কুসংস্কার আছে। কেউ যদি সেই রক্তের ফোঁটা দেখতে পায়—

সে এখানে একটু সময়ের জন্যে থামল।

আমি বললাম, তারপর?

সে আবার নরম গলায় বলতে শুরু করল, কর্ণওয়াল-দেশীয় ভাষায়, জানেন লেডি, তাদের ধারণা, কেউ যদি সেই রক্তের ফোঁটা দেখে তাহলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একজনের মৃত্যু অবধারিত।

সে কি?

সে বলতে থাকে, এই মৃত্যুর ব্যাপারে এখানকার চার্চে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, শুনবেন?

না, ধন্যবাদ। বিরক্ত হয়ে বললাম এবং দ্রুত রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম আমার কটেজেব দিকে। সেখানে পৌঁছে আমি দূর থেকে দেখতে পেলাম, পাহাড়ী খাড়াই পথ দিয়ে ক্যারল নামে মহিলাটি নেমে আসছে। খুব ব্যস্ত হয়ে হাঁটছিল সে। সেই ধূসর রঙের পাহাড়ের মধ্যে তাকে বিষাক্ত রক্তবর্ণের ফুলের মতো দেখাচ্ছিল। তার মাথায় টুপিটাও রক্তবর্ণের।

আমি মাথা নাড়লাম। নিজের মনেই বললাম, সত্যি, আমার মাথায় রক্ত উঠে গেছে।

একটু পরে আমি গাড়ীর শব্দ শুনতে পেলাম। আমার আশঙ্কা হলো, সেও কি পেনরিথারের দিকে যাচ্ছ ওদের মতো? কিন্তু সে ঠিক বিপরীত দিকের পথ ধরল। আমি তার ছুটন্ত গাড়ীর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলাম। একটু পরের গাড়ীর যান্ত্রিক আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সেটাও মিলিয়ে গেল আমার দৃষ্টির সামনে থেকে। এবার আমি সহজে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারলাম। রথোল আবার ঘুমন্ত নগরী বলে মনে হলো আমার কাছে।

যদি এটাই সব হয়, জয়সি তার কথা শেষ করলে পর রেমণ্ড ওয়েস্ট বলল,—আমি তাহলে আমার মতামতটা জানাতে পারি এখনই। বদহজম, খাওয়ার পর চোখের সামনে হয়তো স্পট পড়ে থাকবে।

না, আদৌ সে সব কিছু নয়। জয়সি বলল, তুমি তার শেষ পরিণতিটা কি হলো, শুনবে তো! দু'দিন পরে কাগজে বড় বড় ব্যানারে খবর বেরুলো,—'সমুদ্র স্নানের দুর্ঘটনা!' খবরে আরো প্রকাশ পেলো, ডেকারের স্ত্রী মিসেস ডেকার দুর্ভ্যাবশতঃ ল্যানডীয়ার গুহার কাছে জলে ডুবে যায়। জায়গাটা উপকূল থেকে সামান্য একটু দুরে। ভদ্রমহিলা এবং তার স্বামী শহরের একটা হোটেলে এসে উঠেছিল। তাদের ইচ্ছে ছিল সমুদ্রে স্নান করবে। কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল তখন।

ক্যাপ্টেন ডেকার ঘোষণা করল ; এই ঠাণ্ডায় স্নান করা যায় না। অতএব ডেনিস এবং হোটেলের আরো কয়েকজন লোক সেখানে থেকে চলে আসে। কিন্তু মিসেস ডেকার বলে, বাতাস খুব বেশী ঠাণ্ডা নয়। তাই সে একা জলে নেমে পড়ে, অদূরে ল্যানডীয়ার গুহা।

স্নানের একটা নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যায়, কিন্তু মিসেস ডেকার হোটেলে ফিরল না। মিঃ ডেকার ভয় পেলো। তাহলে? সঙ্গে সঙ্গে সে তার সঙ্গীদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ল তার স্ত্রীর খোঁজে সী-বীচের দিকে। সেখানে সে তার স্ত্রীর পোষাক পড়ে থাকতে দেখল, কিন্তু দুর্ভ্যাবশতঃ তার স্ত্রীর কোনো চিহ্ন দেখা গেল না। সপ্তাহ খানেকের আগে তার মৃতদেহের কোনো হদিশ পাওয়া যায় নি।

পরে সেখান থেকে বেশ খানিক দুরে যদিও বা মিসেস ডেকারের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেল, কিন্তু তখন তাকে চেনা মুস্কিল। সমুদ্রের নোনা জলে তার দেহ পচে গলে গেছে। তার মাথায় আঘাতের চিহ্ন স্পট। আঘাতটা সে পায় তার মৃত্যুর আগে। এর পেছনে যুক্তি হলো, মিসেসে ডেকার নিশ্চয়ই সাঁতার কাটার জন্যে জলে ঝাঁপ দিয়ে থাকবে এবং তার মাথাটা পাথরের ওপর আছড়ে পড়ার দরুণ অমন বিশ্রীভাবে আঘাত পেয়েছিল সে। আমি যতদূর জানি, আমার সেই ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ আবিষ্কার করার ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা বাদে মিসেস ডেকারের মৃত্যু হয় অমন আকস্মিক ভাবে।

আমি এর প্রতিবাদ করছি, স্যার হেনরি বাধা দিয়ে বললেন,—না, এটা কোনো সমস্যা আদৌ নয়, এটা একটা ভৌতিক গল্প মাত্র। মিস লেমপ্রায়ার একজন মিডিয়াম মাত্র।

একটা পয়েন্ট আমায় ভাবাচ্ছে,—তিনি বললেন,—আর সেই পয়েন্টটা হলো তার মাথায় আঘাত পাওয়া। কারণ, এক্ষেত্রে কোনো অদৃশ্য হাতের মৃত্যু নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সম্ভাবনার কথাটা আমরা কেউই একবার ভেবে দেখার প্রয়োজন মনে করিনি। তবে আমি এ কথাও মনে করি না যে, এমন কোনো সূত্র আমাদের সামনে দেওয়া আছে যার ওপর অবশ্যই বেশ রোমাঞ্চকর, কিন্তু আমার কাছে একটা জিনিষ এখনো খুব পরিষ্কার নয়, জয়সি আমাদের ঠিক কি বোঝাতে চাইছে?

বদহজম এবং তার প্রতিক্রিয়া হলে যা হয়ে থাকে, তাই আর কি? রেমণ্ড বলল, যাই হোক, আপনারা নিশ্চিত করে বলতে পারেন না, তারা ওখানকার লোক। তাছাড়া, অভিশাপ, কিংবা অন্য যা কিছুই বলুন না কেন, সেটা কেবল মাত্র রাথোলের অধিবাসীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, বাইরের কোনো লোকের ওপর খাটতে পারে না।

আমার ধারণা, স্যার হেনরি বললেন,—সেই অশুভের প্রতীক জেলে লোকটা এই কাহিনীর সঙ্গে হয়তো জড়িত থাকলেও থাকতে পারে। তবে মিঃ পেথারিকের সঙ্গে আমিও একমত, এ ব্যাপারে মিস লেমপ্রয়ার আমাদের সামনে খুব কম তথ্যই তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন।

ডঃ পেণ্ডার হাসতে হাসতে মাথা নাড়লেন। জয়সি তার দিকে তাকাল।

কাহিনীটা সত্যিই খুব আকর্ষণীয়, তিনি বললেন, আমার আশঙ্কা তাই। স্যাব হেনরি এবং মিঃ পেথারিকের সঙ্গে আমি একমত।

জয়সি এবার মিস মারপলের দিকে কৌতূহলী চোখ নিয়ে তাকাল। মিস মারপল তখন তার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছিলেন।

আমিও তাই মনে করি, তুমি আমাদের ওপর এখটু অবিচার করেছ জয়সি ডীয়ার। মিস মারপল বললেন,—অবশ্য আমার কাছে এটা একটা ভিন্ন ব্যাপার। মানে, আমরা নারী হয়ে মেয়েদের পোষাকের ব্যাপারে আমাদের কাছে যেটা সমস্যা বলে মনে হয়, পুরুষদের কাছে সেটা কিন্তু আদৌ কোনো সমস্যাই নয়! কি রকম শয়তান নারী! তার চেয়েও বেশী শয়তান বোধহয় পুরুষ!

জয়সি অবাক চোখে তাকাল মিস মারপলের দিকে।

ওয়েল ডীয়ার, মিস মারপল বললেন,— তোমার থেকেও আমার পক্ষে এখানে শান্তভাবে বসে থামাটা খুবই সহজ ব্যাপার। সেদিন তুমি যা পারো নি, আমি কিন্তু আজ খুব সহজেই পারছি। তাছাড়া একজন চিত্রশিল্পী বলেই বোধহয় সেই পরিবেশে তুমি খুব সন্দেহজনক ব্যক্তি ছিলে তাদের কাছে, তাই নয় কি? এখানে উলের গোলা বুনতে বুনতে যে কেউ আসল ঘটনাটা খুব সহজেই অনুমান করে নিতে পারে। সাঁতারের পোষাক থেকে রক্তধারা চুঁইয়ে চুঁইয়ে চত্বরের ওপর পড়াটা অপরাধীদের চোখে অবশ্যই ধরা পড়তে পারে না, বিশেষ করে স্নানের কসটিউমটা যখন লাল রঙেরই হয়।

আমাকে ক্ষমা করবেন মিস মারপল, স্যার হেনরি বললেন, আপনি জানেন আমি সেই আগের অন্ধকার জগতেই পড়ে আছি? আপনি এবং মিস লেমপ্রায়ার হয়তো জানেন আপনারা কি বিষয় নিয়ে বলছেন, কিন্তু আমরা পুরুষরা এখনো অন্ধকারে পড়ে আছি।

কাহিনীর শেষ অংশটা আমি আপনাদের এখনি বলব, জয়সি বলতে থাকে, একবছর পরের ঘটনা! একটা ছোট-খাটো পূব দিকের উপকূলে আমি তখন ছবি আঁকতে গেছি। আপন খেয়ালে একদিন ছবি আঁকছি, হঠাৎ সেই একবছর আগের অদ্ভুত দৃশ্যের পুণরাবৃত্তি ঘটতে দেখে আমি চমকে উঠলাম। সেখানে এসে হাজির একটি পুরুষ এবং একটি নারী। সামনের চত্বরে তারা দাঁড়িয়ে আছে। এবং তারা তখন অপর এক মহিলাকে সম্ভাষণ জানাচ্ছিল, দ্বিতীয় মেয়েটির পরণে সেই একই পোষাক, লাল রক্তরাঙা কাপড়ের ওপর ফুলের বাহার।

ক্যারল, তোমার সঙ্গে এ ভাবে অসময়ে অজানা জায়গায় দেখা হয়ে যাওয়াটা সত্যিই খুব আনন্দের ব্যাপার আমার কাছে। কতদিন বাদে তোমার সঙ্গে দেখা বল তো? তুমি বোধহয় আমার স্ত্রীকে চেন না তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। জোয়ান, উনি আমার পুরনো বান্ধবী, মিস হারডিং।

লোকটাকে আমি সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলাম। ডেনিস! এই সেই লোক, যাকে আমি রথোলে দেখেছিলাম বছর খানেক আগে। অন্য স্ত্রী, অর্থাৎ মারজারির বদলে জোয়ান। কিন্তু সেই একই ধরনের মহিলা, পোষাকের কোনো রুচি নেই, ঢিলে-ঢালা পোষাক তার পরণে, যা পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সম্পূর্ণ অযোগ্য। তাদের দিকে তাকিয়ে ভাবতে গিয়ে আমার মনে হলো, আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাবো। ওদিকে তারা তখন স্নানে যাওয়ার ব্যাপারে আলোচন শুরু করে দিয়েছিল। তার মানে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে যাচ্ছে। তারপর আমি কি করলাম জানেন? আমি তখনি পুলিশ স্টেশনে ছুটে গেলাম। আমি ভেবেছিলাম, আমার কথা শুনে তারা আমাকে পাগল বলে প্রথমে উড়িয়ে দেবে, কিন্তু আমি কোনো পরোয়া করলাম না।

তারা আমার বক্তব্য খুব আগ্রহ নিয়ে শুনল। আমার বিস্ময়ের ঘোরটা কাটল একটু পরেই! স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে একজন লোক পুলিশ স্টেশনে এসে বসেছিল। এবং তার সেখানে আসার উদ্দেশ্য একই।

উঃ কি সাংঘাতিক ব্যাপার! ডেনিস ডেকারকে পুলিশ সন্দেহ করে? সেটা তার আসল নাম নয়। আরো জানা গেলো, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ভিন্ন ভিন্ন নাম ভাঁড়ায়। যেতে যেতে সরল প্রকৃতি এবং মামুলি চেহারার মেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হয়। এই সব মেয়েদের, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব বলতে খুব কমই থাকে। তারপর সে তাদের বিয়ে করে, মোটা টাকার ইনসিওর করায় তাদের নামে। তারপর একদিন, ওঃ! কি নিষ্ঠুর সেই পরিণতি!

ক্যারল নামে মেয়েটিই হচ্ছে তার আসল স্ত্রী, এবং তারা দু'জনে একই মতলবে ঘোরা-ফেরা করে। এর ফলে ইনসিওরেন্স কোম্পানির লোকেরা সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠল। এবং তারাই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে খবরটা দেয় তদন্তের জন্যে। আর এই সব কারণেই পুলিশ সেখানে গিয়েছিল তাদের ধরবার জন্যে।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড ফাঁদ পাতে সেখানে। তারা জানে এক নির্জন সমুদ্র-সৈকত ডেনিস আসবে তার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। তাদের অনুসরণ করে আসবে আর একটি মহিলা। তারপর তারা তিনজনে এক নির্জন জায়গায় যাবে সাঁতার কাটার জন্যে। সেখানে সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী খুন হবে এবং ক্যারল তার পোষাকগুলো বীচের ওপর ফেলে আসবে এবং ডেনিসের সঙ্গে নৌকায় এসে মিলিত হবে। তারপর তারা

সেই জায়গা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবে পরবর্তী নতুন মেয়ে এবং খুনের স্পট খোঁজার জন্যে। সেই সময়টা ডেনিস এবং ক্যারল স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বাস করবে। পরে ডেনিস তার বৌকে নিয়ে কোনো নির্জন সমুদ্র সৈকতের দিকে গেলে ক্যারল তার নির্দিষ্ট পোষাকে নিজের একটা আলাদা গাড়ী চালিয়ে তাদের অনুসরণ করবে। তখন ডেনিসের নতুন স্ত্রীর কাছে সে হয়ে যাবে তার পুরনো বান্ধবী!

আমার মনে হয় তারা যখন বেচারী মারজারিকে খুন করে তখন ক্যারলের সাঁতার স্যুটে কিছু লেগে থাকবে। আর সাঁতার স্যুট লাল রঙের ছিল বলে তার রক্তের দাগ কেউ লক্ষ্য করেনি, যে কথা মিস মারপল একটু আগে বললেন। কিন্তু তারা যখন সেই রক্তমাখা স্যুট শুকানোর জন্য ঝুলোয় সেটা থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। আমি সেই দৃশ্যটা যেন এখনো দেখতে পাচ্ছি। উঃ, সে কি বীভৎস দৃশ্য।

অফ কোর্স, স্যার হেনরি বললেন, আমার এখন স্পষ্ট মনে পড়ছে, লোকটার আসল নাম ছিল 'ডেভিস'। আমি ভুলে গিয়েছিলাম, লোকটার অনেক পদবীর মধ্যে 'ডেকার' অন্যতম। তারা ছিল এক অভূতপূর্ব জুটি। তাদের সেই জুটি সব সময় আমাকে এতই বিহ্বল করে তুলত যে তাদের পরিচয় কারোর নজরেই পড়ত না। আমার ধারণা, মিস মাবপল যেমন বললেন, মুখ দেখে চেনার চেয়ে মানুষের পোষাকেই তার আসল পরিচিতি, তার পোষাক থেকেই তাকে ভালো করে চেনা যায়। কিন্তু এই পরিকল্পনার পেছনে যথেষ্ট বুদ্ধির ছাপ আছে বলতে হবে। ডেভিসকে আমরা অপরাধী জেনেও হাতে-নাতে কখনই ধরতে পারছিলাম না, প্রতিক্ষেত্রেই সে তার একটা না একটা এলিবি বেখে যাচ্ছে।

জেনি মাসী, রেমণ্ড তাঁর দিকে কৌতূহলী চোখ নিয়ে তাকাল, কিন্তু আপনি কি করে এত সব জানলেন? শান্তিতে আপনার জীবন যে ভাবে কেটেছে, কোনো কিছুই আপনাকে বিস্মিত করার কথা নয়।

এই পৃথিবীতে একটা জিনিসের সঙ্গে প্রতিক্ষেত্রে আমি এক অদ্ভুত মিল দেখতে পাই যেন। মিস মারপল বললেন,—মিসেস গ্রীন নামে এক মহিলা ছিলেন জানো, সে তার পাঁচ পাঁচটা সন্তানকে কবর দেয়, এবং প্রত্যেকের নামেই ইনসিওর করা ছিল। স্বভাবতই সবাই সন্দেহ করতে শুরু করল।

মাথা নাড়লেন তিনি।

গ্রাম্যজীবনে অনেককে ওপর থেকে চেনা যায় না, কিন্তু তাদের ভেতরে শয়তানের বাসা কায়েম হয়ে বসে আছে। আমার বিশ্বাস তোমরা আজকের নবযুগের ছেলে-মেয়েরা বুঝতে পারবে না, এই পৃথিবীটা কতই না নিষ্ঠুর, কতই না হিংস্র!

ব্লাড স্টেইন্‌ড পেভমেন্ট **অনুবাদ ❑ পার্থ দত্ত**



ব্রাউন স্যুট





প্রস্তাবনা

রুশীয় নর্তকী নাদিনা প্যারিসের দর্শকদের ঘনঘন হাততালি এবং প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বারবার মাথা নুইয়ে তাদের কৃতজ্ঞতা জানাতে থাকে। ওর ছোট ছোট কালো চোখ দু'টি আরো ছোটো হয়ে যায়, লাল ঠোঁট দু'টি অসম্ভব কাঁপতে থাকে। দর্শকদের প্রশংসার উত্তরে অনেক কিছু বলার ছিল ওর, কিন্তু কিছুই বলা হল না। নীলাভ আলো আঁধারির মাঝে পর্দা নেমে আসতেই স্টেজ ছেড়ে চলে গেল নাদিনা। এক ভদ্রলোক, মুখ ভর্তি দাড়ি, দু'হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন ওকে। উনিই ম্যানেজার।

অপূর্ব, অপূর্ব হয়েছে তোমার আজকের নাচ, মৃদু চিৎকার করে বলে উঠলেন তিনি, আজ রাতে তুমি নিজেই বিস্মিত করেছ নিশ্চয়ই। তারপর ভালবাসার স্বাক্ষর রাখলেন তিনি ওর দু'গালে চুম্বন এঁকে দিয়ে। মাদাম নাদিনা ওর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় আয়ত চোখ দু'টি মেলে মাপা হাসি হেসে নিজের ড্রেসিং-রুমে ঢুকল অতঃপর।

সেই সময়ে হঠাৎ দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দ হতেই ওদের আলোচনায় বিঘ্ন ঘটল। কে এল দেখার জন্য দরজা খোলে জিনি, একটু পরে একটা কার্ড হাতে নিয়ে ফিরে এল সে।

দেখুন তো মাদাম, কে এই ভদ্রলোক?

দেখি কার্ডটা? হাত বাড়িয়ে তার হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে তার ওপর চোখ রাখামাত্র নাদিনার চোখে গভীর বিস্ময় জাগে, হাত কেঁপে ওঠে। 'কাউন্ট সার্জিয়াস পলোভিচ'!

আমি এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে চাই জিনি। আর শোন, কাউন্ট ঘরে এলে তুমি চলে যেতে পার।

যে আজ্ঞে মাদাম।

নাদিনা তাড়াতাড়ি নিজেকে পোষাকে ঢেকে নিয়ে স্মিতহাস্যে ড্রেসিং-টেবিলের সামনে বসে অপেক্ষা করতে থাকে কাউন্টের জন্য। ড্রেসিং টেবিলের কাঁচে শ্বেত-শুভ্র হাতের উল্কিটা উঁকি দিয়ে ওঠে।

নাদিনার আহ্বান কাউন্ট সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করে ড্রেসিং-রুমে প্রবেশ করল, দেহারা চেহারা, অত্যন্ত মার্জিত, চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। তবে ভদ্রতা দেখানোর জন্য এতটুকু ঘাটতি হল না। নর্তকীর হাতের ওপরে ঝুঁকে পড়ে অভিবাদন জানাতে ভুলল না সে।

মাদাম, আপনার সাক্ষাৎ পেয়ে আমি ধন্য।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে এই পর্যন্ত জিনির কানে এল, তারপর বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে ধীরে ধীরে। দর্শনার্থীর সামনে নিজেকে একা দেখে হঠাৎ নাদিনার মুখের হাসিটা মিলিয়ে যায়।

আমরা যদিও স্বদেশবাসী তবু আমার মনে হয় রুশ ভাষায় আমাদের কথা না বলাই উচিত, প্রস্তাবটা দিয়ে কাউন্টকে নিরীক্ষণ করতে থাকে নাদিনা।

আমরা কেউই যখন সেই ভাষার একটা বর্ণও জানি না, নাদিনার অতিথি ওর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গিয়ে বলে, এই ভাল, কি বল!

উভয়ের সম্মতিতেই তারা ইংরেজী ভাষায় আলাপ শুরু করে। অথচ কাউন্টের ব্যবহারে কারোর সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই যে, সেটা তার দেশীয় ভাষা। লণ্ডনে সুর-শিল্পী হিসেবেই তার জীবন শুরু।

আজ রাতে তোমার জীবনে একটা বিরাট সাফল্য এনে দিয়েছে, কাউন্ট মন্তব্য করল, তুমি আমার অভিবাদন গ্রহণ কর।

সে যাইহোক, ক্লান্ত গলায় মেয়েটি বলল, আমি এখন খুবই উদ্বিগ্ন। আগের মত অবস্থা এখন আর আমার নেই। গত যুদ্ধের সময় যে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল তার নিরসন কখনও হতে পারে না। এখন সব সময় আমার ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

কিন্তু আমি যতদূর জানি, তোমার বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরির কোন অভিযোগ কখনও আনা হয়নি, হয়েছে?

সেজন্য আমাদের চীফ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাঁর পরিকল্পনার ছক করে থাকেন।

কর্ণেল দীর্ঘজীবী হ'ন, মৃদু হেসে কাউন্ট বলে, তিনি এখন অবসর নিতে চান, খবরটা বিস্ময়কর তাই না? অবসর! ঠিক যেন একজন চিকিৎসকের মত, কিংবা কসাই-এর মত—

কিংবা যে কোন একজন ব্যবসায়ীর মত, নাদিনা তার অসমাপ্ত কথার জের টেনে বলল, তাতে আমাদের অবাক হওয়ার কিছু নেই। কর্ণেলের ভাবধারাই সব সময় এই রকম—একজন চমৎকার ব্যবসায়ীর মত। অন্য কোন ব্যক্তি যেভাবে একটা জুতোর কারখানা সংগঠিত একের পর এক। কিন্তু মজার ব্যাপার হল তিনি নিজেকে কখনই কোন কাজে জড়িত করেন নি। অথচ পর্যায়ক্রমে তিনি একটার পর একটা অপরাধ সংগঠিত করে গেছেন তাঁর দলের লোকেদের দিয়ে। অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলেই তিনি জানেন, কখন কোন্ সময়ে এ সব কাজের ইতি টানতে হয়। আগুন নিয়ে খেলার বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বলে মনে হয়? তাই কি তিনি সময় থাকতে থাকতে অবসর নিতে চাইছেন?

হুম! কাউন্টের চোখে সন্দেহ ঘনিয়ে ওঠে, ওঁর এই সিদ্ধান্তে আমরা দারুণ বিপর্যস্ত। আমরা পথে বসতে চলেছি।

কিন্তু আমরা তো আমাদের কাজের ভাল বেতনই পেয়েছি ওঁর কাছ থেকে.

হ্যাঁ কর্ণেল সব সময়েই আমাদের ভাল বেতন দিয়েছেন। তবে তাঁর সেই সব সাফল্যে আমাদের অবদান কম নয়। সন্দেহ নেই যে, তিনি অতি বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ব্যক্তি। বুদ্ধিমান হওয়াতে কোন বিপদের ঝুঁকি নিজের হাতে নিতেন না। এক্ষেত্রে তুমি আমি, আমরা সবাই তাঁর হুকুমের চাকর, তাঁর হাতের খেলার পুতুল, তাঁর বিরোধিতা করার মত সাহস আমাদের কারোর নেই, আছে কি?

না, আমাদের কারোর সেই ক্ষমতা নেই, ধন্যামগ্ন যোগীর মত চিন্তা করে সে আবার বলল, তবু কি জান, এই প্রৌঢ় লোকটি অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন। আমার বিশ্বাস, কয়েক বছর আগে তিনি এক জ্যোতিষীর কাছে যান। সেই জ্যোতিষী বলেছিল, ওঁর জীবনে সাফল্য আসবে ঠিকই, কিন্তু একটি মহিলা ওঁর সব সাফল্যের পতন ঘটাবে।

তার এই কথায় কাজ হল, সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলী চোখ নিয়ে তাকাল নাদিনা তার দিকে।

সেটা তো তাহলে আশ্চর্যের ব্যাপার, খুবই আশ্চর্যের! তুমি বলছ, একজন মহিলার জন্য ওঁর পতন হবে?

হ্যাঁ নিঃসন্দেহে বলতে পারি, এখন উনি অবসর নিয়ে বিয়ে বরতে চান একজন সুন্দরী যুবতীকে, যে কিনা তাঁর বহুদিনের অর্জিত লক্ষ লক্ষ টাকা দ্রুত উড়িয়ে দেবে।

না, না এ পথ ঠিক নয়। শোন বন্ধু, কালই আমি লণ্ডনে যাব।

কিন্তু আমার এখানকার চুক্তির কি হবে?

মাত্র একটা রাতের তো ব্যাপার। তাছাড়া ছদ্মবেশে আমি আমার পরিচয় গোপন করে যাব। কেউ জানতেও পারবে না আমি ফ্রান্স ছেড়ে গেছি। আর কেন সেখানে যাব আন্দাজ করতে পার?

জানুয়ারী মাস, কুয়াশায় ভর্তি আকাশ। সময়টা তোমার উপভোগ করার উপযুক্ত বটে। আর সেখানে গেলে তোমার এখন লাভ বই লোকসান হবে না।

ঠিক তাই। উঠে দাঁড়িয়ে কাউন্টের সামনে গর্বের সঙ্গে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল নাদিনা। এইমাত্র তুমি বললে না যে, চীফের বিরোধিতা করার ক্ষমতা কারোর নেই। তোমার ধারণা ভুল। আমার আছে। আমি

সেই মহিলা যে সেই ক্ষমতা রাখে। হ্যাঁ, তার জন্য সাহেস থাকা দরকার, আর সে সাহস আমার আছে, তাঁকে ডাবল-ক্রস করার মত দুঃসাহস আমার আছে। তোমার মনে আছে সেই দামী হীরের কেসের ঘটনা?

যাইহোক, আমি আমার কাজ করেছি—তবে সেই সঙ্গে এমন একটা কাজ করেছি, যা কর্ণেল আদৌ আন্দাজ করতে পারেন নি। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আনা সেই নকল হীরাগুলোর মধ্যে দু' একটা পাথর দেখতে ঠিক আসল হীরার মত ছিল, অথচ আসল হীরা আমার কাছে লুকানো আছে। এই দুটো আসল হীরে চীফের ওপর কর্তৃত্ব করার হাতিয়ার আমার। ঐ দু'জন যুবক যখনই তাঁর হাত থেকে মুক্তি পাবে, সেই হীরে-ডাকাতির ব্যাপারে তাঁর ওপরে সন্দেহ জাগাতে এই হীরে দুটো বিশেষভাবে সাহায্য করবে আমাকে। এ কয় বছর আমি মুখ খুলিনি, আমার সান্ত্বনা ছিল যে চীফের ফাঁদে ফেলার হাতিয়ার হিসেবে সেই হীরা দুটো আমার দখলে আছে, ব্যস ঐ পর্যন্ত। কিন্তু পরিস্থিতি এখন অন্য রকম। এখন আমি আমার দাম পেতে চাই এবং সে দাম হবে অনেক, অনেক বেশী। বুক কাঁপানো সেই দাম বলতে পারি।

অভূতপূর্ব, বড় বড় চোখ করে তাকায় কাউন্ট, সন্দেহ নেই, ঐ হীরাগুলো সব সময়ে তুমি সঙ্গে করে ঘোরাফেরা কর, তাই তো? অগোছালো ঘরের চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে তাকায় কাউন্ট।

দেখছি এ ব্যাপারে তোমার বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই। আমি অত বোকা মেয়ে নই। হীরা দুটো এমন এক নিরাপদ জায়গায় লুকানো আছে, যেখানকার হদিশ পাওয়ার কথা স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারবে না।

তোমাকে বোকা ভাবার কথা আমি কল্পনাও করতে পারিনা শ্রীমতী। তবে আমি এও বলতে পারি, একা ব্যাপারে তুমি ঠিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দাওনি। ব্লাকমেল করার ব্যাপারটা তুমি যা ভাবছ, অত সহজ ভাবে হজম করার পাত্র নন কর্ণেল, বুঝেছ?

আমি ওঁর ভয়ে ভীত নই, ওর ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি, মাত্র একজন পুরুষকেই আমি ভয় করতাম, সে এখন মৃত।

আমি কেবল বলতে চাইছি তার পুনরুজ্জীবিত হওয়ার ঘটনা তোমাকে হয়ত বেকায়দায় ফেলতে পারে। কাউন্ট তার বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলে, কথাটা খুব হাস্যকর বলে মনে হচ্ছে, তাই না?

না, না তা আর সম্ভব নয়, আমি নিশ্চিত জানি, সে মৃত। যুদ্ধে নিহত হয়েছে। অবশ্য একদিন সে আমাকে ভালবাসত।

কাউন্ট এবার উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ায় তার টুপির দিকে।

ঠিক আছে, সে মন্তব্য করল, তুমি তোমার নিজের ধান্দা ভালই বোঝ, কিন্তু আমার যদি তোমার মত অবস্থা হত, মোহমুক্ত প্রেমিকের থেকে কর্ণেলকে আমি বেশি ভয় করতাম। সত্যি কথা বলতে কি ওঁকে ঠিক মত চেনা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়।

শব্দ করে হেসে উঠল নাদিনা, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে এ ক'বছরে তাঁকে আমি আদৌ চিনতে পারিনি।

আমার আশঙ্কা, সত্যিই তুমি ওঁকে চিনতে পেরেছ কিনা, শান্ত গলায় সে বলে, তাতে আমার ভীষণ সন্দেহ আছে।

ওহো, বললাম তো আমি বোকা নই! তাছাড়া এ কাজে আমি আর একা নই। দক্ষিণ আফ্রিকার ডাক-বোট কালই সাউদাম্পটনে নোঙর করছে, আর সেই নৌকোর একজন আরোহী আমার বিশেষ অনুরোধ কয়েকবার রেখেছে। অতএব একা আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন না কর্ণেল, আমরা দু'জন আছি।

একটা বিচিত্র হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায় নর্তকী নাদিনার ঠোঁটে।

হ্যাঁ, তাকে আমি খুব ভাল করেই চিনি, হয়ত সে এ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ হতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য। একটু থেমে তারপর সে একেবারে ভিন্ন গলায় বলল, সত্যি কথা বলতে কি সে আমার ভাবী স্বামী।



এক

এই কাহিনী লিখতে গিয়ে আজ আমার যার কথাই মনে পড়ছে, বড় থেকে (লর্ড ন্যাসবির নেতৃত্ব) শুরু করে একেবারে ছোট পর্যন্ত (সর্ব কাজে পারদর্শী আমাদের পরিচারিকা মৃত এমিলি, যাকে আমি গতবার ইংলণ্ডে থাকার সময়ে দেখেছিলাম। আঃ কি চমৎকার বই-ই না আপনি লিখতে যাচ্ছেন—ঠিক যেন ছবির মত!)।

স্বীকার করতে আমার এতটুকু দ্বিধা কিংবা সংকোচ নেই, এই কাহিনী লেখার জন্য আমার কয়েকটা বিশেষ গুণ আছে। এ ব্যাপারে একেবারে শুরু থেকেই আমি জড়িত। সৌভাগ্যবশতঃ আমার জানার বাইরে যে সব ঘটনাগুলো লিখব, সেগুলো স্যার ইউস্টেস পেডলারের দিনলিপি থেকে সংগ্রহ করা, যা তিনি আমাকে দয়া করে আমার লেখার প্রয়োজনে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন।

এই হল কাহিনীর ভূমিকা। অ্যানি বেডিংফিল্ড ওর অভিযানের কাহিনীর বর্ণনা দিতে লাগল অতঃপর।

অভিযান আমার নেশা, দারুণ প্রিয়। এই কারাণেই আমার জীবন সব সময়ে আতঙ্কে ভরা। আমার বাবা অধ্যাপক বেডিংফিল্ড ছিলেন আদিম মানুষের জীবনধারা আবিষ্কারের ব্যাপারে ইংলণ্ডের মুষ্টিমেয় বিশেষজ্ঞদের বিশেষ একজন। সত্যি তিনি ছিলেন একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি, সবাই তা স্বীকার করত। প্রাচীন প্রস্তর যুগের সময় ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়। বাবা কখনো আধুনিক মানুষের পরোয়া করেন নি, এমনকি নব প্রস্তর যুগের মানুষকেও না। তিনি তাদের গরু-ভেড়ার মতো মনে করতেন।

খুব ছেলেবেলায় মা মারা যান, আমি তখন শিশু মাত্র। আমাকে তখন বাস্তব জীবনের মুখোমুখি ঠেলে দিয়েছি মায়ের মৃত্যুটা। আমার তখন মনে হয়েছে, বাবার অবহেলার দরুণই অসময়ে মা মারা গেছেন। আর সেই থেকেই আমার মানসিকতা তাঁর চিন্তাধারার বিরুদ্ধাচরণ করতে তৎপর হয়ে ওঠে।

জানি না আমার এই ধারণা বাবা আন্দাজ করেছিলেন কিনা। সম্ভবত নয়। যাই হোক অন্য কোনো লোকের পরামর্শ নেওয়ার ধার ধরতেন না তিনি। আমার ধারণা সত্যিকারের এটাই তাঁর বিরাট প্রতিভার চিহ্ন। আর এইভাবেই দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন। সাংসারিক জ্ঞান বলতে তাঁর কিছু ছিল না। সংসার চালাতে গেলে যে টাকার প্রয়োজন সেটা তাঁর কোনদিনই খেয়াল ছিল না। সব সময়েই আমাদের অভাব অনটন লেগেই থাকত। তাঁর যা কাজ ছিল তার বিনিময়ে অর্থোপার্জন কবা যায় না। বড় বড় সামাজিক প্রতিষ্ঠানে তাঁর নাম-ডাক ছিল প্রচুর। কিন্তু সাধারণ মানুষ খুব কমই তাঁর অস্তিত্বের কথা জানত। একদিন হল কি 'ডেলি বাজেট' পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যার শিরোনামা ছিল, 'আমরা বানরের বংশধর নয়, বরং বানররাই আমাদের সৃষ্টি'। একজন প্রখ্যাত অধ্যাপক রায় দিলেন, শিম্পাঞ্জিরাই মানুষের পূর্বপুরুষ।

কিছুদিন পরে একজন সাংবাদিক বাবার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, অনুরোধ করলেন, বাবা যেন এই তত্ত্বের ওপর ব্যাখ্যা করে ধারাবাহিক ভাবে তাঁদের পত্রিকায় লেখেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব শুনে বাবা তো রেগে আগুন, ওঁর ওরকম রাগ আমি তার আগে কখনো দেখিনি। লিখতে রাজি হওয়া দূরে থাক সেই যুবক সাংবাদিককে তখুনি বাড়ি থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলেন। আমরা তখন প্রচণ্ড অর্থাভাবে কষ্ট পাচ্ছি। এই সময়ে বাবা একি করলেন? হাতের লক্ষ্মী স্বেচ্ছায় দূরে ঠেলে দিলেন? হঠাৎ সেই মুহূর্তে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল, আমি তো কিছু লেখতে জানি। আর এরকম লেখা তেমন কঠিন ব্যাপার নয়। লেখাটা বাবার নামে চালিয়ে দিলে আমাদের সংসারে কিছু অর্থের সমাগম হতে পারে। এ

ধরনের পত্রিকা বাবা বড় একটা পড়েনও না। কথাটা ভাবামাত্র আমি সেই সাংবাদিকের পিছু ছুটে যাই, এবং তাঁকে গিয়ে বলি, তাঁদের পত্রিকায় বাবা লিখতে রাজি হয়েছেন, যথাসময়ে ওঁর লেখা আপনারা পেয়ে যাবেন। কিন্তু সেই লেখা আমি বেশিদিন চালাবার সাহস পাইনি, কারণ তাতে বেশ ঝুঁকি ছিল, পরে সেটা উপলব্ধি করে লেখা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হই। তাই গভীর দুঃখের সঙ্গে গ্রামে এক মুদির দোকানে চাকরির ধান্দায় আমাকে যেতে হয়।

'ডেলি বাজেট'-এর সেই যুবক সাংবাদিকই একমাত্র পুরুষ যে আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসতেন, অন্য কোন পুরুষের সংস্পর্শে আমি আসিনি তখনো। তখন আমাদের কিশোরী পরিচারিকা এমিলির ওপর আমার খুব হিংসে হত, সে কেমন দেখতে না দেখতে প্রায়ই তার ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হতে যেত। বাবার অধ্যাপক বন্ধুরা যদিও আমাদের বাড়িতে আসতেন, কিন্তু তাঁরা ছিলেন বয়স্ক। তবে এ কথা সত্যি যে, একদিন অধ্যাপক প্যাটার্সন হঠাৎ আমার কোমরটা জড়িয়ে ধরে আমাকে আদর করতে করতে বলেছিলেন, তোমার কোমরটা কি সুন্দর সরু, তারপর তিনি আমাকে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করেন।

আমি তখন দারুণ ব্যাকুল একটা দুঃসাহসিক অভিযানের জন্য, পুরুষের একটু সঙ্গ পাওয়ার জন্য, একটু ভালবাসা পাওয়ার জন্য। সেই গ্রামে একটা লাইব্রেরী ছিল, সেখান থেকে প্রেমের উপন্যাস এনে পড়তাম, কৃত্রিম ভালবাসার স্বাদ অনুভব করার জন্য। কিন্তু দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটান যায়? আমার তখন কেবল একটাই ইচ্ছা, আমার জীবনে একজন পুরুষ আসুক, যে আমাকে তার হৃদয় উজাড় করে ভালবাসায় ভরিয়ে দেবে কানায় কানায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই গ্রামে ভালবাসা দেওয়া কিংবা পাওয়ার মত কোন পুরুষ আমার চোখে পড়ল না।

একদিন সেই গ্রামের সিনেমাহলে একটা ছবি দেখলাম,—ছবির নাম 'পামেলার আতঙ্ক'। সেই ছবিটা দেখার পর বাড়ি ফিরে এসে দেখি গ্যাস কোম্পানীর পরোয়ানা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের বিলের পাওনা টাকা মিটিয়ে না দিলে গ্যাসের লাইন কেটে দেওয়া হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে সেই পরোয়ানায়।

তবু আমি ভয় পাই নি। আমার মনে হয়েছে কেবলি, এই বোধহয় আমার জীবনের দুঃসাহসিক অভিযান বুঝি আর দূরে নেই, ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে আসছে। সম্ভবত আজও পৃথিবীর বহু মানুষ দক্ষিণ রোডেসিয়ায় পুরনো করোটি পাওয়ার কথা জানে না। একদিন সকালে বাবার কাছে গিয়ে দেখি তিনি খুব উত্তেজিত, বিষয়—সন্ন্যাসরোগ।

বুঝেছ অ্যানি, নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, জাভার করোটির সঙ্গে এর কিছু কিছু মিল থাকতে পারে কিন্তু সেটা ভাসা-ভাসা। তোমাকে স্বীকার করতেই হবে, জিব্রালটারের করোটিই হচ্ছে সব থেকে আদিম করোটি। কেন জান? আদিম মানুষের বাসস্থান ছিল কেবল আফ্রিকাতেই গোড়াব দিকে, পরে সুদূর ইউরোপে বিস্তারলাভ করে। এখানে আররও একটু উত্তেজিত হয়ে তিনি বললেন, তাই এখুনি আমাদের সেখানে যেতে হবে। নষ্ট করার মত বাড়তি সময় আমাদের নেই। হ্যাঁ, সেখানে কেউ পৌঁছবার আগেই আমাদের হাজির হতে হবে।

আমি তখন শান্ত গলায় বললাম, কিন্তু টাকার কি হবে বাবা?

সঙ্গে সঙ্গে তনি আমার দিকে ভর্ৎসনার চোখে তাকিয়ে বললেন, শোন অ্যানি, তোমার মতবাদ সব সময়ে আমাকে কেমন হতাশ করে। আমরা অত নোংরা হতে যাব না। না, না বিজ্ঞানের স্বার্থে আমরা কখনই অমন ইতর হব না।

কিন্তু বাবা, পেটের স্বার্থে নোংরা না হয়ে তো উপায় নেই, আমি তাঁকে বাস্তবের মুখোমুখি হতে বলে, আমাদের খিদের কি অপরাধ বল?

প্রিয় অ্যানি, তার জন্য তো তোমার কাছে টাকা মজুত আছে!

না, নেই বলেই তো বলছি বাবা।

সত্যি এই ছেঁদো টাকার প্রশ্নটা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পাবি না। গতকালই ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের-

সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, এখনও আমার এ্যাকাউণ্টে সাতাশ পাউণ্ড আছে।

সে তো তোমার ওভারড্রাফট!

আঃ বলছি না আছে! এবার রীতিমত বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন, ঠিক আছে আমার প্রকাশকদের লিখে দাও—

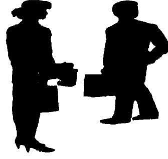
কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, বাবার লেখার কদর হতে পারে, তবে সে তুলনায় তাঁর লেখার প্রকৃত মূল্য দিয়ে প্রকাশকরা কখনই মূল্যায়ন করেন না। সারাটা জীবন তিনি কেবল বেগার খেটে গেলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় একটু দেরী করেই ফিরলেন তিনি। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, মাফলার এবং ওভারকোট দুটোই তিনি হারিয়ে বসে আছেন।

তুমি ঠিকই বলেছ অ্যানি, এ সব কাজ বড় নোংরা, পাহাড়-পর্বতে, খাদের নিচে সব সময়ে কাজ আমাদের। ধূলোয় নোংরা হয়ে যাবার ভয়ে ওগুলো খুলে রেখেছি।

মনের অজান্তে আমি মাথা নাড়ালাম। তার কয়েকদিন পরে বাবা একদিন অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন, আপাদমস্তক প্লাস্টারে ঢাকা। ঠাণ্ডায় খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন তিনি। সাবাটা সন্ধ্যা কাশিতে খুব কষ্ট পেলেন। পরদিন সকালে দেখলাম তাঁর জ্বর হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে খবর দিলাম।

বেচাবী, চিকিৎসা করার কোন সুযোগ পেলেন না। ডাবল নিমোনিয়া। চাবদিন পরে মারা গেলেন।



দুই

বাবার মৃত্যুর পর হঠাৎ সবাই আমাকে দয়া দেখাতে শুরু কবে দিল। তাতে আমার কোন দুঃখ রইল না। বাবা কখনো আমাকে স্নেহ করেন নি. ভালোবাসেন নি। তা যদি হত, তাহলে আমিও তাঁকে ভালবাসতাম।

মনে মনে আমি স্বাধীন ভাবে বিচরণ করতে চেয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমার সেই ইচ্ছাটা পূরণ হলেও কিন্তু আমি তখন কপর্দকহীন, অনাথ। সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার এও উপলব্ধি করলাম, সবাই আমাকে অযাচিত ভাবে দয়া দেখাতে শুরু করে দিল। পল্লীযাজক আমাকে তাঁর স্ত্রীর দেখাশোনা করার ভার নিতে অনুরোধ করলেন; হঠাৎ পাড়ার লাইব্রেরী-কর্তৃপক্ষ স্থির করল, আমাকে সহকারী-লাইব্রেরীয়ান হিসাবে নিয়োগ করবে। শেষে আমাদের চিকিৎসক একদিন প্রস্তাব দিলেন আমাকে বিয়ে করার জন্য।

তাঁর সেই প্রস্তাব শুনে খুব অবাক হলাম। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। তাঁকে কখনই সেই ছায়াচিত্রের নায়ক বলে মনে হয় না, এমনকি মনে হয় না কোন দরদী রোডেসীয়। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলমে, কেন তিনি আমাকে বিয়ে করতে চাইছেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, একজন চিকিৎসকের কাছে তার স্ত্রীর বড়ই প্রয়োজন। তাছাড়া তিনি আমাকে সুখ এবং নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়ার জন্য আমাকে বিয়ে করতে চান। এখন ভাবছি, সেদিন আমি ওঁর প্রতি বড়ই অবিচাব করেছিলাম। কারণ আমার প্রতি তাঁর ভালবাসার কোন ফাঁকি ছিল না। যাইহোক, তখন আমার ভালবাসা বিদ্রোহ করেছিল।

আমার পরবর্তী দর্শনপ্রার্থী হলেন মিঃ ফ্লেমিং, বাবার লণ্ডনের সলিসিটর। তিনি নিজে একজন নৃবিজ্ঞানীও বটে, বাবার খুব ভক্ত একজন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে তিনি আমার হাত দুটো ধরলেন স্নেহের নিদর্শন হিসাবে।

প্রিয় অ্যানি, আমার কথাটা তুমি একবার দয়া করে বোঝার চেষ্টা কর। এরপর তিনি আমাকে বলতে

গেলে একরকম সম্মোহিত করে ফেললেন, আমি তখন বেশ বুঝতে পারছি, ওঁর বিরোধিতা করার ক্ষমতা নেই আমার।

আমার কথা শোনার প্রয়োজন যদি তুমি মনে কর তাহলে আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই—সংক্ষেপে নয়, অযথা তিনি তাঁর বক্তব্য দীর্ঘ করলেন। তাঁর কাছ থেকেই জানতে পারলাম, আমার বাবা নাকি আমার জন্য ৮৭ পাউণ্ড ১৭ শিলিং ৪ পেন্স রেখে গেছেন। যা আমার জীবনধারণের পক্ষে অত্যন্ত অল্প। তাঁর পরবর্তী বক্তব্যের কথা ভেবে মনে মনে শঙ্কিত হলাম। হয়ত তিনি এরপর বলবেন, লণ্ডনে তাঁর এক মাসী আছে, যে আমার সঙ্গ কামনা করে, ইত্যাদি। কিন্তু আমার সৌভাগ্য যে, তিনি তা বললেন না।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মিঃ ফ্লেমিং নিজের থেকেই আবার বলতে থাকেন, তোমার ভবিষ্যৎ কি হবে? শুনেছি তোমার আত্মীয়স্বজন বলতে এখানে কেউ নেই।

কে বললে? মৃদু প্রতিবাদ করে বললাম, এখানে সবাই আমার প্রতি দয়াশীল, সবাই আমার বন্ধু, হিতাকাঙ্খী।

হতে পারে, কিন্তু তোমার মত সুন্দরী যুবতীর ক্ষেত্রে তাদের এই দয়া-দাক্ষিণ্য শুভ নাও হতে পারে, আর একটু সাহস দেখাতে এগিয়ে এলেন তিনি, তুমি যদি কিছুদিন আমাদের কাছে এসে থাক তো কেমন হয়?

সঙ্গে সঙ্গে আমি লাফিয়ে উঠলাম আনন্দে। লণ্ডন! যেখানে আমার সব আশা-আকাঙ্খা অপেক্ষা করছে। সত্যি, এ আপনার অসীম দয়া, কৃতজ্ঞতায় আমার সারা মন কানায় কানায় ভরে উঠেছে তখন, লণ্ডনে গিয়ে আমি বাঁচার জন্য উপার্জন করার সুযোগ খুঁজছিলাম অনেকদিন থেকে, বুঝলেন?

বেশ তো তোমার জন্য 'কিছু' একটা ব্যবস্থা আমি নিশ্চয়ই করে দিতে পারব।

মিঃ ফ্লেমিং তাঁর কেসিংটন স্কোয়ারের বাড়িতে আমাকে নিয়ে গিয়ে কেমন যেন অস্বস্তির মধ্যে পড়লেন, তাঁর মুখের ভাব দেখে আমার হাসি পেল, সব পুরুষরাই বুঝি এমনি ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে থাকে; আর স্ত্রীর মুখোমুখি হতে ভয় পায় মিঃ ফ্লেমিং-এর মত। তবে মিসেস ফ্লেমিং আমাকে যথেষ্ট খাতির করলেন। ওঁর পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেলাম, আমার শয়নকক্ষ দেখিয়ে তিনি শান্ত স্বরে বললেন, এ ঘরেই তুমি থাকবে। চলে আসার সময় তিনি আমাকে বলে গেলেন, মিনিট পনেরোর মধ্যেই চা পাঠিয়ে দিচ্ছেন আমার জন্য।

একটু পরে একতলায় ড্রইংরুম থেকে তাঁর মৃদু চিৎকারের শব্দ আমার কানে ভেসে এল, তারপর —হেনরী কি মনে করে—পরের কথাটা আমার কানে এল না, তবে তাঁর কথার ধরণ দেখে আমি খুব সহজেই অনুমান করে নিলাম তার অর্থ কি হতে পারে! অবশ্যই সেটা আমার কাছে মোটেই সুখকর নয়। কয়েক মিনিট পরে আবার তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত! মেয়েটি অবশ্যই দেখতে সুন্দরী।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি আমার চুলের পরিচর্যায় মন দিলাম। আমার চুলের একটা আলাদা শ্রী আছে। সত্যিকারের কালো চুল, ঘন, কপাল এবং কান সুন্দর ভাবে ঢাকা পড়ে যায়। লক্ষ্য করলাম সাজগোজ করে মিসেস ফ্লেমিং-এর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তাঁর দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ হল আমার মুখের ওপরে। আর মিঃ ফ্লেমিং স্তম্ভিত, হতভম্ব। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, নিজের মনেই তখন তিনি বলছিলেন, কি আশ্চর্য, মেয়েটি নিজেই নিজেকে কি সুন্দর ভাবেই না সাজিয়েছে!

তারপর সারাটা দিন বেশ ভালভাবেই কাটল আমার। এক সময়ে নিজের ঘরে ফিবে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিজেই বিস্মিত। সত্যি আমি যে এত সুন্দরী, নিজের চোখকে বিশ্বাস করত পারছিলাম না।



তিন

পরের কয়েক সপ্তাহ আমার কাছে একঘেয়ে বলে মনে হল। মিসেস ফ্রেমিং-এর বন্ধুদের সঙ্গ আমার কাছে বড় বিরক্তিকর। ভাল কাজের লোক পাওয়া যাচ্ছে না, কোথায় দুধওয়ালা ভাল দুধ দিচ্ছে না, কেবল এই সব অভিযোগ ছাড়া বুঝি অন্য আর কোন কথা নেই। এঁরা বোধহয় কখনও কাগজ পড়েন না, জানেন না পৃথিবীটা একটা বিরাট জায়গা, তাঁদের সীমিত গণ্ডীটাই শেষ নয়। তাঁদের এই একঘেঁয়ে কথা শুনতে শুনতে আমি যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। এই সব মহিলারা বেশীর ভাগ ধনী পরিবারের। কিন্তু এঁরাই আবার লণ্ডনের নোংরা জায়গায় বসবাস করে এবং নিজের ছেলে-মেয়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া অন্য কিছু যেন ভাবতে পারেন না। অন্য মানসিকতায় আমার জীবন গড়ে উঠেছিল। তাই আমার ভীষণ অসহ্য লাগে এই সব মহিলাদের।

ওদিকে আমার কাজ খুব একটা দ্রুত এগোচ্ছে না। বাড়ি এবং আসবাবপত্রগুলো বিক্রী হয়ে গেছে। বিক্রীর টাকায় বাবার সব দেনা শোধ হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত চাকরীর হদিশ করতে পারিনি। আমি যে সত্যি চাকরী চাই তা নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি যদি কোন অভিযানের প্রতি নজর দিই, সেটা আমার অর্ধেক চাহিদা পূরণ করতে পারে। কেউ কিছু কামনা করলে তা অবশ্যই পূরণ হয়ে থাকে, এ আমার ব্যক্তিগত ধারণা।

আমার এই ধারণা বাস্তবে প্রমাণিত হতে যাচ্ছিল সেদিন। জানুয়ারী মাস, তারিখটা সম্ভবত আট হবে। বাড়ি ফিরছিলাম একজন মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে। ব্যর্থ, এবারেও চাকরীর কোন আশা নেই। ভদ্রমহিলা তাঁর সেক্রেটারী এবং সঙ্গিনী হিসাবে একজন মহিলা খোঁজ করছিলেন। কিন্তু আলগা তাঁর দরকার ছিল বারো ঘণ্টার কাজের জন্য একটা লোক, অর্থাৎ ঠিকা-ঝির কাজ। বছরে পঁচিশ পাউণ্ড বেতন। অতঃপর এডগার রোড থেকে হাইড পার্ক কর্ণার টিউব স্টেশনে এসে গ্লুকোস্টার রোডের ট্রেন ধরার জন্য টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছিলাম। প্ল্যাটফর্মে লোক খুব বেশী ছিল না। একেবারে শেষপ্রান্তে আমি এবং একজন লোক। তার পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ ন্যাপথালিনের গন্ধ নাকে এল। জানুয়ারী মাস, শীত আসছে। রোগাটে ছোট বেঁটে-খাটো লোক। গায়ে শীতের কোট-পরা, কোটটা বাক্সবন্দী অবস্থায় ছিল বলেই বোধহয় ন্যাপথালিনের গন্ধটা পেলাম। একেবারে টানেলের ধারে দাঁড়িয়েছিল। আমি তার দিকে ভদ্রভাবে তাকাতেই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল সে।

লোকটা সবেমাত্র বিদেশ থেকে এসেছে, নিজের মনে বলি, তাই হয়ত তার ওভারকোট থেকে ন্যাপথালিনের গন্ধ আমার নাকে ভেসে আসছে। ভারতবর্ষ থেকে আসছে লোকটা। অফিসার নয়, তা হলে মুখে দাড়ি থাকত না। সম্ভবত চা-ব্যবসায়ী হবে লোকটা।

এই সময়ে লোকটা আমার পিছনের দিকে তাকানো মাত্র আঁতকে ওঠার মত চমকে উঠল। যেন ভূত দেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ভাব বদলে গেল, তার পরিবর্তে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল। মুহূর্ত দেরি না করে সে তখন পিছু হটতে যায়, কিন্তু সে যে তখন প্ল্যাটফর্মেব শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েছিল তা তার খেয়াল ছিলনা। ফলে যা হবার তাই হল, তার ভারি দেহটা টানেলের নিচে রেল লাইনের ওপর পড়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ। তার অন্তিম আর্ত চিৎকার শুনে বহু লোক ছুটে এল, ভীড় জমল। দু'জন রেল অফিসার এলেন। পোর্টারের সাহায্যে লোকে তোলা হল। সেই সময়ে একজন লোক একরকম আমাকে ধাক্কা দিয়েই লোকটার সামনে ছুটে যেতে যেতে বলল, আমি একজন চিকিৎসক, ওঁকে পরীক্ষা করতে দিন দয়া করে।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা লোকটার, মুখভর্তি বাদামী দাড়ি। ঝুঁকে পড়ে ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করার পর মুখ শুকনো করে উঠে দাঁড়াল এক সময়ে।

মৃত। করার কিছু নেই।

ভয়ে আমার সারা দেহ তখন সিঁটিয়ে গেছে। এমন ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্য যে এখানে দেখতে হবে ভাবতে পারিনি।

অন্ধের মত ঘুরে দাঁড়ালাম। এবং মাতালের মত টলতে টলতে লিফ্‌টে ওঠার জন্য সিঁড়ির দিকে ছুট দিলাম, ওপরে উঠে খোলামেলায় বুক ভরে বাতাস নেওয়ার জন্য। আর সেই ডাক্তার ভদ্রলোক তখন লোকটাকে পরীক্ষা করে দেখার পর আমার আগে আগে এগিয়ে যচ্ছিল। একটা লিফ্‌ট তখন সবেমাত্র উপরে উঠতে শুরু করেছিল এবং আর একটা নিচের দিকে নেমে আসছিল। ডাক্তার তখন ছুটতে শুরু করে দিল এবং সেই অবস্থায় একটা কাগজের টুকরো সে ফেলে গেল।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সেই কাগজের টুকরোটা হাতে তুলে নিলাম এবং তার পিছু ধাওয়া করলাম, কিন্তু লিফটের দরজা আমার মুখের ওপরে বন্ধ হয়ে গেল, আর আমার হাতের কাগজ হাতেই রয়ে গেল। তারপর পরবর্তী লিফটে চড়ে রাস্তায় পৌঁছতে দেখলাম আমি যাকে খুঁজছি সে নেই। ভাবলাম সেই কাগজের টুকরোটার কোন গুরুত্ব নেই এবং সেই প্রথম তার ওপরে চোখ রাখলাম। কয়েকটা অক্ষর এবং সংখ্যা তার ওপর লেখা রয়েছে। সেগুলো এই রকম ঃ ১৭.১২২ কিল্‌মর্ডেন ক্যাসল।

প্রথমে মনে হল, কাগজটার কোন গুরুত্বই নেই। তবু সেটা ফেলতে ইতস্ততঃ করলাম। এবং অন্যমনস্ক ভাবে সেটা নাকের কাছে তুলে ধরতেই ন্যাপথালিনের গন্ধ আমার নাকে এল আবার। হ্যাঁ, সেই ঘ্রাণই বটে। কিন্তু তারপর—

একটা সম্ভাবনার কথা মনে হতেই কাগজটা মুড়ে আমার ব্যাগের মধ্যে চালান করে দিলাম। তারপর হেঁটে বাড়ি ফেরার পথে একরাশ চিন্তা আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকল। বাড়ি ফিরে মিসেস ফ্লেমিংকে সেই বিশ্রী রকমের দুর্ঘটনার কথা বলে আমার ঘরে এসে বিছানায় ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিলাম।

সান্ধ্য-পত্রিকায় একটা চাঞ্চল্যকর সংবাদের শিরোনামা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। টিউব স্টেশনে একজন লোক নিহত হয়েছে, তার মৃত্যু আত্মহত্যাজনিত নাকি খুন, এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। মিঃ ফ্লেমিং আমার মুখ থেকে ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ শুনে আমার ধারণার সঙ্গে একমত হলেন।

নিঃসন্দেহে পুলিশী তদন্তের সময় তোমাকে ডাকা হবে। একটু আগে তুমি বলেছিলে, দুর্ঘটনার সময়ে তুমি ছাড়া নিহত লোকটির ধারে কাছে কেউ ছিল না।

তদন্ত হল। সব ব্যবস্থা মিঃ ফ্লেমিংই করলেন। তবে তাঁর ভয় ছিল, এটা আমার কাছে একটা কঠিন পরীক্ষা। এবং এ ব্যাপারে আমি যা জেনেছি, তা সম্পূর্ণ গোপন করতে হবে পুলিশের কাছে। অর্থাৎ না জানার ভান করতে হবে।

নিহত ব্যক্তিকে সনাক্ত করা গেছে, এল, বি, কার্টন তার নাম। তার পকেট থেকে কিছুই পাওয়া যায় নি কেবল তার হাউস-এজেন্টের একটা চিঠি, মার্লোর কাছে নদীর ধারে তার জন্য একটা বাড়ির খবর দিয়ে লেখা সেই চিঠি। রাসেল হোটেলে এল, বি, কার্টনের নামে ঘর বুক করা ছিল। হোটেলের অফিস ক্লার্ক লোকটাকে সনাক্ত করে জানাল, মৃত্যুর দু'দিন আগে সে তাদের হোটেলে আসে. এবং তার নামে ঘর কুক করে। হোটেলের খাতায় সে তার নাম নথিভুক্ত করে এল, বি, কার্টন কিমবার্লি, দক্ষিণ আফ্রিকা। সোজা সে স্টীমারে আসে লণ্ডনে।

একমাত্র আমিই তার শেষ মুহূর্তের ঘটনার ব্যাপারে জানি।

আচ্ছা আপনি কি মনে করেন, তাঁর মৃত্যু দুর্ঘটনাজনিত? করোনার জানতে চাইলেন আমার কাছে।

হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। মনে হয় একটা কিছু তাঁকে দারুণ ভাবে ভীত করে তুলে থাকবে সেই মুহূর্তে এবং অন্ধের মত পিছন ফিরে পালাতে গিয়ে তাঁর খেয়াল ছিলনা, কি তিনি করতে যাচ্ছেন।

কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, তাঁর সেই ভয়ের কি এমন কারণ ঘটেছিল যে—

তা আমি জানি না। তবে নিশ্চয়ই সেরকম ঘটনা ঘটেছিল। কারণ সেই সময়ে তাঁকে দারুণ আতঙ্কগ্রস্ত ।।

একজন অবিচলিত জুরি মন্তব্য করেন, হয়ত কোন বিড়ালকে দেখে লোকটা ভয় পেয়ে থাকবে। এরকম হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁর সেই মন্তব্য আমার খুব মনঃপুত হল না।

আমার কাছে এটা একটা অভূতপূর্ব ঘটনা, কবোনার বললেন, সব থেকে আশ্চর্য লাগছে, যে ডাক্তার ভদ্রলোক প্রথমে সেই নিহত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করেছিলেন, তিনি কিন্তু আমাদের সামনে এগিয়ে আসেননি এখনো পর্যন্ত। সেই সময়ে তাঁর নাম এবং ঠিকানা নিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। সেটা না করা নিয়ম বহির্ভূত কাজ হয়েছে।

আমি তখন মনে মনে হাসছি। এই ডাক্তারের ব্যাপারে আমার নিজস্ব একটা ধারণা আছে। ভেবেছিলাম পরদিন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমার নিজস্ব মতামতের কথা জানাব। কিন্তু হল কি, পরদিন সকাল হল বিরাট এক বিস্ময় নিয়ে। প্রতিদিনের মত সেদিনও 'ডেলি বাজেট' পত্রিকার একটা কপি নিয়ে এলেন মিঃ ফ্লেমিং। সেই কাগজে দুটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ঃ

টিউব স্টেশনে বিচিত্র এক দুর্ঘটনা।
নির্জন বাড়িতে জনৈকা মহিলাকে শ্বাসরোধ অবস্থায় পাওয়া যায়।

আগ্রহ নিয়ে খবরটা পড়লাম। মার্লোর মিল হাউসে এক চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার। মিল হাউসের মালিক হলেন স্যার ইউসটেস পেডলার, এম-পি। হাইড পার্ক কর্ণার টিউব স্টেশনের রেললাইনে আত্মহত্যাকারী লোকটির পকেটে এই বাড়িটি দেখাব একটি অনুমতিপত্র পাওয়া যায়। মিল হাউসের উপরতলায় গতকাল এক পরমা সুন্দরী যুবতীর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়, তাকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। অনুমান করা হচ্ছে, মেয়েটি বিদেশিনী, কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাকে সনাক্ত করা যায়নি।



চার

মেয়েটিকে সনাক্ত করতে কেউ এগিয়ে এল না। তদন্তে জানা গেল, ৮ই জানুয়ারী একটার ঠিক পরে একজন সুসজ্জিতা মহিলা নাইটব্রীজের হাউস-এজেন্ট মেসার্স বাটলার এ্যাণ্ড পার্কের অফিসে প্রবেশ করেন, ভদ্রমহিলার কথায় বিদেশিনীর টান ছিল। তিনি জানান, লণ্ডনের কাছাকাছি টেমস নদীর ধারে একটা বাড়ি ভাড়া কিংবা কিনতে চান। মিল হাউস সহ আরও কয়েকটি বাড়ির বিবরণ তাঁকে দেওয়া হয়। রিজের মিসেস দ্য কাস্টনার ঠিকানা দিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, ঐ ঠিকানায় সেই নামে কোন মহিলার অস্তিত্ব নাকি নেই, এবং হোটেলের লোকেরা তাঁকে সনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়।

মিল হাউসের মালিক স্যার ইউসটেস পেডলারের মালীর স্ত্রী মিসেস জেমস মিল হাউসের কেয়ারটেকার, মেন রোডের ওপর একটা ছোট-খাটো লজে থাকত। তার জবানবন্দী এই রকম ঃ

ঘটনার দিন তখন প্রায় তিনটে হবে, একজন মহিলা আসেন বাড়ি দেখতে হাউস-এজেন্টের চিঠি নিয়ে। মিসেস জেমস তাঁকে সেই বাড়ির চাবি দেয়। বাড়িটা ছিল লজ থেকে সামান্য একটু দূরে, ভাল ভাড়াটে হলে সধারণতঃ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি দেখাতে যায় না সে, বিশ্বাস করে তাঁর হাতে বাড়ির চাবি তুলে দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও তাই সে করে। কয়েক মিনিট পরে একটি যুবক এসে হাজির হয় তার কাছে। লম্বাটে ধরনের চেহারার যুবকটির চওড়া কাঁধ, তামাটে রঙের চোখ। সদ্য দাড়ি-গোঁফ কামানো মুখ,

তার পরাণে ছিল বাদামী রঙের পোষাক। নিজেকে সে মিসেস জেমসের কাছে সেই মহিলার বন্ধু বলে পরিচয় দেয়। তারা দু'জনে এক সঙ্গে বাড়ি দেখতে আসে সেখানে। কিন্তু মাঝপথে একটা পোষ্ট অফিসে একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তারা। ভদ্রমহিলা তাকে সেখানে আসতে বলে। তাই মিসেস জেমস এ ব্যাপারে মাথা ঘামায়নি তখন।

পাঁচ মিনিট পরে সেই যুবকটির পুনরাবির্ভাব ঘটে। মিসেস জেমসকে চাবিটা ফেরৎ দিয়ে সে জানায় যে, বাড়িটা তাদের উপযুক্ত হবে না। মিসেস জেমস মেয়েটিকে দেখেনি, তাই সে ভাবল, হযত মেয়েটি এগিয়ে গিয়ে থাকবে। মিসেস জেমস লক্ষ্য করে, যুবকটিকে তখন অত্যন্ত বিচলিত দেখাচ্ছিল। যেন সে ভূত দেখেছে। ভাবলাম সে বোধহয় অসুস্থ।

পরদিন আর একজন মহিলা এবং একজন ভদ্রলোক এলেন বাড়ি দেখার জন্য এবং আবিষ্কার করলেন, দোতলার একটি ঘরে মেয়ে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। মিসেস জেমস মেয়েটিকে দেখে চিনতে পারল এই মেয়েটিই আগের দিন বাড়ি দেখতে এসেছিল। এমন কি হাউস-এজেন্টও তাকে চিনতে পারল, হ্যাঁ, এই মহিলার নাম মিসেস দ্য কাস্টনার। পুলিশ সার্জেন্ট তাঁকে পরীক্ষা করে জানালেন, চব্বিশ ঘণ্টা আগ তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে 'ডেলি বাজেট' পত্রিকা মন্তব্য করল, টিউব স্টেশনের স্টেশনের লোকটাই প্রথমে তাকে হত্যা করে এবং পরে সেখানে আত্মহত্যা করে। কিন্তু টিউবের সেই হতভাগ্য লোকটি বেলা দুটোর সময়ে মারা যায়, আর ওদিকে সেই মহিলাটি তখনও জীবিত ছিল, অন্তত বেলা তিনটে পর্যন্ত তো বটেই। অতএব এর থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, দু'টি মৃত্যুর কোন সম্পর্ক থাকার কথা নয়। অবশ্য লোকটিরর পকেটে বাড়ি দেখার জন্য হাউস-এজেন্টের যে চিঠিটা পাওয়া যায়, সেটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার মাত্র, যা এ রকম ক্ষেত্রে প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়।

এর আগে পর পর কয়েকটি হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়। জুরিরা তখন তাঁদের মতামত দিয়েছিলেন, এই সব হত্যাকাণ্ডের পিছনে এক বা একাধিক ব্যক্তির যোগসাজস থাকতে পারে। এই দু'টি আকস্মিক মৃত্যুকে কেন্দ্র কর জুরিদের সেই পুরনো সন্দেহটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। পুলিশ এবং 'ডেলি বাজেট' এবার তৎপর হয়ে উঠল 'বাদামী পোষাকেব সেই লোকটি'র সন্ধান করার জন্য। মিসেস জেমসের দৃঢ় বিশ্বাস যে, দুর্ঘটনার সময়ে সেই বাড়িতে সেই যুবকটি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি উপস্থিত ছিল না, অতএব যুবকটিই তার হত্যাকারী না হয়ে যেতে পারে না। মিসেস দ্য কাস্টনারকে গলায় একটা শক্ত দড়ির ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করা হয়, মনে হয় তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে তাঁকে অতর্কিতে হত্যা করা হয়, যে কারণে চিৎকার করার কোন সুযোগই তিনি পাননি। ভদ্রমহিলার কালো সিল্কের হাতব্যাগে একটা নোটবই, কিছু খুচরো মুদ্রা,একটি সুদৃশ্য রুমাল এবং লণ্ডনে ফেরার একটি প্রথম শ্রেণীর রেল টিকিট পাওয়া যায়। এইসব জিনিসগুলো থেকে তাঁর খুন হওয়ার ব্যাপারে তেমন কোন সূত্র আপাততঃ পাওয়া গেল না।

মিল! এ দুটো খুনের মধ্যে মিল কি আছে? আমি ঠিক নিশ্চিত নই তবু মনে হয় এ দু'টি খুনের মধ্যে কোথায় যেন একটা যোগসূত্র আছে। দু'টি ক্ষেত্রেই সেই একই আবির্ভাব ঘটতে দেখা যায়, সেই তামাটে মুখ, সেই চোখ। দু'টি মুখ আলাদা করে ভাববার অবকাশ নেই একটুও। এর ফলে আমার বিবেক তখন আমাকে তাড়া করে ফিরছিল যেন, কিছু একটা ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ বারবার অনুভব করছিলাম, এভাবে চুপ করে বসে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কথাটা ভাবামাত্র আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গিয়ে জানতে চাইলাম, মিল হাউস কেসের ভার কার ওপর দেওয়া হয়েছে?

আমার কথাটা বুঝতে একটু সময় লাগল, কারণ ভুল করে ছাতা হাবানোর বিভাগে প্রশ্নটা আমি রেখেছিলাম। যাইহোক ঘটনাক্রমে আমাকে একটা ছোট ঘরে গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর মিডোজের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ছোটখাটো চেহারার মানুষ ইন্সপেক্টর মিডোজ। খিটখিটে মেজাজ। সাদা পোষাকে ঘরের এক কোণায় তিনি।

সুপ্রভাত, ভয়ে ভয়ে বললাম কোন রকমে।

সুপ্রভাত, দয়া করে ঐ চেয়ারটায় বসবেন? আপনার মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, আমাদের প্রয়োজন

হতে পারে এমন গোপন সংবাদ দিতে এসেছেন আপনি।

লোকটার সবজান্তা ভাব আমার একেবারেই পছন্দ হল না। তাই বিরক্তি প্রকাশ করে বললাম, নিশ্চয়ই। টিউবে যে লোকটা খুন হয়েছিল সেকে জানেন আপনি? যে লোকটার পকেট থেকে মার্লোর একই বাড়ি দেখার জন্য হাউস-এজেন্টের চিঠি পাওয়া গেছে!

আঃ! ইন্সপেক্টরের কথায় উষ্মা প্রকাশ পায়, আপনি তো মিস বিডিংফেল্ড, তদন্তের সময় জবানবন্দী দিয়েছিলেন তাই না? লোকটার পকেটে মার্লোর সেই বাড়ি দেখার জন্য হাউস-এজেন্টের চিঠি অবশ্যই ছিল, এ রকম চিঠি তো অনেক লোকেরই পকেটে থাকে, তবে তফাত হচ্ছে এই লোকটার মত খুন হয়নি।

আমি তখন বলতে বাধ্য হলাম, লোকটার পকেটে যে রেল ভ্রমণের কোন টিকিট ছিল না, সেটা কি আপনাদের অদ্ভুত বলে মনে হয়নি?

টিকিটটা ফেলে দেওয়াটা যাত্রীদের একটা স্বভাবজাত ধর্ম—আমিও সেরকম করে থাকি।

বেশ তা না হয় হল, আমি এবার প্রসঙ্গ বদল করে বললাম, কিন্তু সেই ভদ্রলোক পরে আপনাদের সামনে হাজির হলেন না, একথা কি একবারও ভেবে দেখেছেন?

ব্যস্ত চিকিৎসকরা খবরের কাগজ পড়ার খুব কমই সময় পেয়ে থাকে সম্ভবত সেই দুর্ঘটনার কথা তিনি একেবাতেই ভুলে গেছেন।

কেউ যদি না বোঝার ভান করে আমি কি করতে পাবি? অগত্যা চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতেই, ঘরের এক কোণ থেকে কে যেন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ইন্সপেক্টর, মেয়েটি এ ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতার কথা বললেও বলতে পারে।

তার কথায় ইন্সপেক্টর উৎসাহ পান, হ্যাঁ, মিস বেডিংফিল্ড, কিছু মনে করবেন না, বলুন, কেন আপনার এ কথা মনে হল?

একটু আগে ইন্সপেক্টরের অবহেলায় আহত হলেও মনের দিক থেকে কিছু বলার তাগিদ অনুভব করছিলাম ভীষণ ভাবে। আমার ভাবনা দেখে ইন্সপেক্টর মিডোজ আবার প্রশ্ন করলেন, সেদিন আপনি আপনার জবানবন্দীতে বলেছিলেন, লোকটা যে আত্মহত্যা করেনি, এ ব্যাপারে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত?

হ্যাঁ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ লোকটা তখন অসম্ভব ভয় পেয়েছিল। কিসেব ভয়? কার ভয়? অবশ্য আমি তার ভয়ের কারণ ছিলাম না। তবে মনে হয়, কেউ তখন প্ল্যাটফর্মে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল হয়ত—আর সে তার পরিচিত ছিল, তাকে সে চিনে থাকবে নিশ্চয়ই।

কেন, আপনি কাউকে দেখতে পাননি?

না, আমি স্বীকার করলাম, আমি তখন পিছন ফিরে তাকাইনি। তারপর রেল লাইন থেকে লোকটার দেহটা তেতালা মাত্র একজন লোক বলতে আমাকে এক রকম ধাক্কা দিয়ে মৃত লোকটার কাছে এগিয়ে যায়, নিজেকে কেজন চিকিৎসক বলে পরিচয় দিয়ে।

সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, শুকনো গলায় বললেন ইন্সপেক্টর।

কিন্তু লোকটা আদৌ চিকিৎসক ছিল না।

কি বললেন, চিকিৎসক ছিল না লোকটা? অবাক চোখে তাকিয়ে ইন্সপেক্টর বলেন, তা সে কথা আঁপনি কি করে জানলেন মিস বিডিংফিল্ড?

সঠিক বলা মুশকিল। তবে যুদ্ধের সময় কিছুদিন হাসপাতালে আমি কাজ করেছিলাম, তখতন নানান রুগীদের পরীক্ষা করতে দেখেছি বহু চিকিৎসককে। তাদের মধ্যে সত্যিকারের ডাক্তারীসুলভ মনোভাব দেখেছি, য়া এই লোকটার মধ্যে চোখে পড়েনি। তাছাড়া এ লোকটা যে সত্যি পোন চিকিৎসক ছিল না তার প্রমাণ আমি নিজের চোখে দেখেছি। কোন চিকিৎসক আনাড়ির মত কোন রুগীর হার্ট কেমন চলছে দেখার জন্য তার ডানদিকে পরীক্ষা করে না।

হুম! কথাটা আমার কাছে তেন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে না। অতঃপর কাগজ আর কলম টেনে নিয়ে ইন্সপেক্টর বলেন, সে যাই হোক, লোকটা কেমন দেখতে ছিল, মানে তার চেহারা কেমন ছিল বলতে পারেন?

হ্যাঁ, লম্বাটে চেহারা, চওড়া কাঁধ, পরণে ছিল ঘন কালো ওভারকোট, পায়ে কালো বুট, মাথায় ক্রিকেট খেলোয়াড়ের টুপি, মুখে সূক্ষ্ম করে ছাঁটা দাড়ি এবং চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা।

গায়ের ওভারকোট, মুখের দাড়ি এবং চোখ থেকে চশমা সরিয়ে দিলে লোকটাকে আর চেনা যাবে না, ইন্সপেক্টর মন্তব্য করলেন, চাইলে সে এ সব কাজ পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেরে নিতে পারে। একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করলেন, এর থেকে বেশী আর কিছু আপনি বলতে পারবেন না?

হ্যাঁ, বলতে পারি, এবার আমি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেত দ্বিধা করলাম না, তার মাথাটা ছিল বানরের মাথার মত, যা সে শত চেষ্টাতেও বদল করতে পারবে না।



পাঁচ

কোন দ্বিধা না করেই 'ডেলি বাজেট'-এর মালিক লর্ড ন্যাসবির ফ্রেমিংস হাউসে গিয়ে হাজির হলাম। আরো অনেক পত্রিকার মালিক হলেও 'ডেলি বাজেট' যেন তাঁর মানসপুত্র। আর হবেই বা না কেন? যুক্তরাষ্ট্রর প্রতি ঘরে ঘরে তার সমাদর। আমি জানতাম এই সময়ে তিনি বাড়িতে থাকেন তাঁর সেক্রেটারিকে নোট দেওয়ার জন্য। যথারীতি বিনয়ের সঙ্গে ভিজিটিং কার্ডে আমার নাম লিখে অনুরোধ করলাম তাঁকে, আপনার মহা মূল্যবান সময় থেকে কিছুটা সময় যদি মিস বেডিংফিল্ড-এর জন্য খরচ করেন, বাধিত হব—

তাতে কাজ হল, সঙ্গে সঙ্গে আমার ডাক পড়ল। লর্ড ন্যাসবির ঘরে গিয়ে ঢুকলাম একটু পরেই। মুখোমুখি হলাম তাঁর।

বিরাট পুরুষ। ভারিক্কি চেহারা। পেল্লাই বড় গোঁফ। দেহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভুঁড়িটাও বিরাট।

দৃষ্টি বিনিময় হল আমাদের ক্ষণিকের জন্য। তারপর তিনি আমার পাঠানো কার্ডটার দিকে তাকালেন। কার্ডটা আমার নামাঙ্কিত নয়। আমি যেখানে থাকি সেখানকার একটা ঘরের ট্রেতে লর্ড লোমসলির নাম লেখা একটা কার্ড পড়ে থাকতে দেখেছিলাম, তার ওপরই লর্ড ন্যাসবির সঙ্গে দেখা করতে চাই বলে জানিয়ে ছিলাম।

কি ব্যাপার? লর্ড লোমসলি কি চান? তা তুমি কি তাঁর সিক্রেটারি?

প্রথমেই বলে রাখি, শান্ত সংযত কণ্ঠে বললাম, লর্ড লোমসলিকে আমি জানি না, আর তিনিও নিশ্চয়ই আমার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। আমি যে বাড়িতে থাকি, সেখনকার একটা ঘরের ট্রে-তে এই কার্ডটা পড়ে থাকতে দেখি এবং সেটাই আমি আপনার এখানে ব্যবহার করেছি।

এক মুহূর্তের জন্য ধ্যানমগ্ন যোগীর মত গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন লর্ড ন্যাসবি। তারপর ফিরে আবার মুখ খুললেন, তোমার ধীর শান্ত স্বভাবের প্রশংসা না করে পারছি না। তোমার বক্তব্য যদি আমাকে আকর্ষণ করতে পারে, তাহলে আমি তোমাকে দু' মিনিট সময় দেব আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য

সেটাই যথেষ্ট, উত্তরে আমি বললাম, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার কথা শুনে আপনি নিশ্চয়ই আকর্ষণ বোধ করবেন। ঘটনাটা সেই মিল হাউসের রহস্যের ব্যাপার নিয়ে—

তারপর আমি সংক্ষেপে টিউব স্টেশনের সেই দুর্ঘটনার কথা বললাম তাঁকে। সব শুনে অভাবনীয় ভাবে তিনি বললেন, সবই তো বুঝলাম, কিন্তু আমাব মনে হয় না তোমার এই খবরের ওপর অনুসন্ধান চালিয়ে বিশেষ কোন ফল পাওয়া যাবে না।

তা অবশ্য জানি।

তাহলে কি করতে চাও তুমি?

আপনার কাগজে একটা চাকরী চাই। চাকরী পেলে এ ব্যাপারে তদন্তের সুবিধে হতে পারে।

তা তুমি পারবে না। এ কাজের জন্য আমাদের বিশেষ লোকজন আছে।

আর আমার আছে বিশেষ জ্ঞান।

আছে, তাই নাকি? তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি খুব বুদ্ধিমতী। তা তোমার সেই বিশেষ জ্ঞান কি শুনি?

সেই তথাকথিত চিকিৎসক ভদ্রলোক লিফটে ওঠার সময় একটা চিরকূট ফেলে যায়। সেটা আমি তুলে নিই। তাতে ন্যাপথালিনের গন্ধ লেগে ছিল। সেই রকম গন্ধ আমি সেই মৃত লোকটির পোষাক থেকে পেয়েছিলাম। কিন্তু ডাক্তারের পোষাক থেকে ন্যাপথালিনের গন্ধ পাইনি। তাই এর থেকে ধরে নিয়েছিলাম, সেই চিরকূটটা সে নিশ্চয়ই মৃত লোকের পকেট থেকে সংগ্রহ করে থাকবে। সেই চিরকূটে দুটি মাত্র শব্দ লেখা ছিল এবং কয়েকটা অঙ্ক।

সেটা দেখতে পারি? লর্ড ন্যাসবি হাত বাড়ান আমার দিকে।

সম্ভব হচ্ছে না, হাসি মুখে বললাম, দেখুন এটা আমার নিজস্ব আবিষ্কার।

আমার অনুমান ঠিকই, দেখছি সত্যি তোমার মধ্যে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, সেটা আমাকে না হয় দিলেনা, পুলিশেব হাতে তুলে দিলে না কেন?

আজ সকালে তাই করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তাবা আমাকে তাদের হাবভাবে বুঝিয়ে দিল, মার্লোর ব্যাপারে এর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তাই ঠিক করলাম, এটা সঙ্গে রেখে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তাছাড়া ইন্সপেক্টর আমাকে কোন পাত্তাই দিলেন না।

অদূরদর্শী লোক। ঠিক আছে, এখানে আমি তোমার কাজের সব ব্যবস্থা করে দেব। তুমি তোমার পরিকল্পনা মত কাজ করে যাও।



আমার পরিকল্পনা সফল, আশাতিরিক্ত। তাই স্বভাবতই বাড়িতে ফিরে এসে মন আমার খুশিতে নেচে উঠল। সত্যি লর্ড ন্যাসবি অত্যন্ত সহৃদয় ব্যক্তি। তাঁর ভাষায় এখন আমাকে 'ভাল কাজ' দেখাতে হবে। ঘর বন্ধ করে সেই কাগজের চিরকূটটা চোখের সামনে মেলে ধরলাম। এটা আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। বার বার সেটা পড়লাম, এর মধ্যে সব রহস্যের ক্লু লুকিয়ে আছে।

সেই চিরকূটের লেখাগুলো পড়তে শুরু করে প্রথমেই মনে হল, ঐ সংখ্যাগুলো কি হতে পারে? পাঁচটি সংখ্যা, প্রথম দুটি সংখ্যার পর একটি ফুটকি। সতের একেশো এবং বাইশ, বিড় বিড় করে উচ্চারণ কবলাম নিজের মনে।

এক আর সাত যোগ করলে আট, আটের সঙ্গে এক যোগ করলে নয় এবং এর সঙ্গে দুই যোগ করলে এগার, সব শেষে দুই যোগ করলে তের।

তের! অশুভ তের! তাহলে কি সমস্ত ব্যাপারটা থেকে দূরে সরে থাকার জন্য আমাকে হুমকি দেওয়া হয়েছে? খুবই স্বাভাবিক। এবং এও আমার মনে হল, কোন চক্রান্তকারী সত্যিই যদি আমাকে হুমকি দিয়েই থাকে তাহলে সবাসরি '১৩' সংখ্যাটি লিখতে পারত, অত প্যাঁচের মধ্যে যেত না নিশ্চয়ই।

এরপর অবশিষ্ট থাকে শব্দ দুটি, 'কিল্‌মর্ডেন ক্যাসেল'। এটা যে একটা জায়গার নাম এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়। আবার সেটা কোন অভিজাত পরিবারের দোলনাও হতে পারে। (নিখোঁজ উত্তরাধিকারী? সম্পত্তির দাবিদার?) কিংবা সম্ভবত ধ্বংসাবশেষ চিত্রবৎ (যক্ষের ধন?)।

হ্যাঁ, যক্ষের ধনের ঠিকানাই হবে, সংখ্যাতত্ত্বের মধ্যে ঠিকানার নির্দেশ দেওয়া থাকে, আমি শুনেছি।

এই ভাবেই কিল্‌মর্ডেন ক্যাসেলের হদিশ করতে হবে। নানান ধরনের বই-এর পাতা ওল্টাতে থাকি। সময় চলে যায়, কিলমর্ডেন ক্যাসেল নামে কোন জায়গার সন্ধান পাওয়া গেল না। শেষে বিরক্ত হয়ে শেষ বইটা বন্ধ করে রেখে দিলাম। তবে কি জায়গাটার আদৌ কোন অস্তিত্ব নেই? কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব? কেনই বা আততায়ী ঐ দুটি শব্দ কাগজে লিখতে গেল? ঐ শব্দ দু'টির কি অর্থ হতে পারে তাহলে?

নানান মতলবের কথা মাথায় এল আমার এক এক করে। হয়ত বাড়িটা এখনো খালিই পড়ে আছে, ভাড়া দেওয়া হবে। সেই খালি বাড়িব একজন নকল ভাড়াটে সেজে যেতে হবে আমাকে সেখানে।

স্থানীয় হাউস-এজেন্টের অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। ভাল বাড়ি ভাড়া চাই। হাউস-এজেন্ট তার খাতা খুলে অনেকগুলো বাড়িব উল্লেখ করল, কিন্তু কোনটাই আমার পছন্দ হল না। আমার লক্ষ্য মার্লোর সেই মিল হাউস। কাগজে সেই বাড়ির বিবরণ পেয়েছি। শেষে তাকে ভাসা ভাসা ইঙ্গিত দিয়ে বললাম, বাড়িটা হবে একটা নদীর ধারে, সঙ্গে থাকবে একটা লাগোয়া বাগান, একটা ছোট লজ—

হ্যাঁ, সেরকম বাড়ি আমার হাতে আছে বৈকি! হাউস-এজেন্ট সঙ্গে সঙ্গে বলে, স্যার ইউসটেস পেডলারের এই রকম একটা লজ আছে, দ্য মিল হউেস, জানেন সেটা কোথায়?

মিনিট পনের পরে মিল হাউসের লজে গিয়ে হাজির হলাম। একজন বয়স্কা মহিলা আমাব ডাকে দরজা খুলে দাঁড়ানোমাত্র দু'পা ভিতরে পিছিয়ে গিয়ে খিঁচিয়ে উঠল, এ বাড়ির ভিতরে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না, শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা, আপনাদের মত সাংবাদিকদের জ্বালায় আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। স্যার ঐ উসটেসের হুকুম হল—

কিন্তু আমি যে শুনেছি বাড়িটা ভাড়া দেওয়া হবে, হাউস-এজেন্টের চিঠিটা মেলে ধরে ঠাণ্ডা গলায় বললাম, অবশ্য যদি না বাড়িটা ইতিমধ্যে ভাড়া হয়ে গিয়ে থাকে—

না ভাড়া হয় নি। তবে আপনি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন, এখানে একজন বিদেশিনী খুন হয়েছেন।

হ্যাঁ, মনে হচ্ছে খবরের কাগজে যেন এরকম ধরনের একটা খবর দেখেছিলাম, অন্যমনস্ক ভাবে বললাম।

মনে হল আমার সরল সহজ কথা শুনে ভদ্রমহিলা খুশি হল। তা না হলে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিত। বরং আন্তরিকভাবে সে এবার বলে, জানেন মিস, খবরের কাগজের এই সব সাংবাদিকদেব বড় হামবড়া ভাব। একদিন না একদিন পুলিশ ঠিক খুঁজে বার করবে অপরাধীকে—যদিও মেয়েটির সেই ছেলেবন্ধুটিকে ভারি সুন্দর দেখতে ছিল, তাকে খুনী বলে মনেই হয় নি। মনে হয় ছেলেটি যুদ্ধে একটু আধটু আহত হয়ে থাকবে। আর মেয়েটি বোধহয় তাকে খারাপভাবে ব্যবহার করে থাকবে। তবে মেয়েটিও দেখতে বেশ সুন্দরী ছিল। আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, সেদিনও সে ঠিক ঐখানেই দাঁড়িয়েছিল।

কথায় কথায় আমরা তখন বন্ধুর মত খোলাখুলি আলোচনা করতে শুরু করে দিলাম, ভদ্রমহিলা টেরও পেল না, কথার ছলে আমি আমাব তদন্তের কাজটা কেমন সেবে নিচ্ছি। আমাব পরবর্তী প্রশ্ন হল, আচ্ছা মেয়েটিকে তখন কি খুব নার্ভাস দেখাচ্ছিল?

না, একেবারেই নয়। তাই তো পরদিন বিকেলে লোকজন এসে যখন আমাকে বলল, এ বাড়িতে একটি মেয়ে খুন হয়েছে, পুলিশ এসেছে, আমি প্রথমে সে কথা বিশ্বাসই করতে পারিনি! এ কি করে সম্ভব?

আমার অনুমান, স্যার ইউসটেস পেডলার তখন ভেনিসে ছিলেন?

হ্যাঁ, ঠিক তাই মিস। খবরটা শোনার পর তিনি ইংলণ্ডে ফিরে এসে তাঁর সেক্রেটারি মিঃ প্যাগেট মারফৎ খবর পাঠান, আমরা যেন এখানে থেকে যাই, আমাদের দ্বিগুণ বেতন দেওয়া হবে। তাই থেকে যাই এখানে।

আচ্ছা ছেলেটি এ বাড়িতে কতক্ষণ ছিল?

খুব বেশী নয়, মিনিট পাঁচেক হবে।

আচ্ছা তার চিবুকটা কি খুব চক্‌চকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল?

হ্যাঁ মিস, কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?

এটা একটা রহস্য বলেও ধরে নিতে পারেন, তবে প্রায়ই দেখা যায়, খুনীদের চিবুক খুব উজ্জ্বল দেখতে হয়।

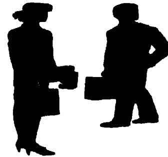
সরল মনে বলল, বাড়ির চাবি আনিয়ে দেব?

সঙ্গে সঙ্গে আমি রাজী হয়ে গেলাম। আমি যেন তখন হাতে স্বর্গ পেলাম। আমি তো এই চাইছিলাম। দেরী না করে চাবি নিয়ে মিল হাউসের দিকে এগিয়ে গেলাম। পথে টিউব স্টেশনেব সেই চিকিৎসকেব কথা ভাবছিলাম,। মাঝ-বয়সী, মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফ, তবে সে যখন মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করছিল, তখন কেন জানি না তাকে আমার সেই যুবক বলেই মনে হয়েছিল। মিসেস জেমসের মুখ থেকে যুবকটির চেহারার বিবরণ শুনে আমার ধারণা হল, সেই চিকিৎসকের মুখ থেকে দাড়ি-গোঁফ বাদ দিলে বোধহয় তাকেও সেই যুবক বলে ভ্রম হত।

তাহলে এর থেকে মনে হয়, টিউব স্টেশনের দুর্ঘটনার শিকার (আমি যাকে ন্যাপথালিন মানুষ বলে থাকি) এবং সেই বিদেশিনী মহিলা, মিসেস দ্য কাসটিনা, তাঁর আসল নাম যাই হোক না কেন, এদেশে দু'জনেরই মিল হউেসে এসে মিলিত হওয়ার কথা ছিল গোপনে। হয়ত তার আগেই তারা জীবনহানির আশঙ্কা করে থাকবে।

ন্যাপথালিন মানুষটাকে অকল্পনীযভাবে হঠাৎ সেই তথাকথিত 'চিকিৎসককে' টিউব স্টেশনে দেখতে পেয়ে আঁতকে উঠতে দেখছিলাম। এ আমার নিজের চোখে দেখা। তারপরের ঘটনা হল, চিকিৎসক তার ছদ্মবেশ বদলে মার্লোয় মেয়েটিকে অনুসরণ করে থাকবে। তাড়াতাড়িতে নকল গোঁফ দাড়ি সরানোর সময় হয়ত তার চিবুকে আঠা লেগে থাকবে, তাই অমন চক্চকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। আর এই কারণেই মিসেস জেমসকে প্রশ্নটা করেছিলাম তখন।

মিল হাউসে ঢুকে একটা প্রশ্ন আমার মনে হচ্ছিল, এই নির্জন জায়গায় এসে মেয়েটির মুখে আগেব হাসিটুকু কি লেগে ছিল? তার কি একবারও মনে হয়নি, এ জায়গাটা তার পক্ষে নিবাপদ নয়?



সাত

কথাটা মনে হতেই মনটা ভীষণ দমে গেল আমার। তাড়াতাড়ি ওপর তলায় উঠে এলাম। সেই অভিশপ্ত ঘরটা খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। মেয়েটির মৃতদেহ আবিষ্কৃত হওয়ার দিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল, ঘরে বারান্দায় কাদা-মাটি মাখা জুতোর ছাপ পড়ে থাকতে দেখলাম। তাই ভাবলাম, হয়ত খুনীর পায়ের ছাপ সেখানে থাকতে পারে। পুলিশ নিশ্চয়ই এদিককার কথা চিন্তা করে থাকবে। তবে কতটা সফল হয়েছে জানি না, কারণ আগের দিন আবহাওয়া শুকনো এবং পরিষ্কার ছিল।

ঘরের মধ্যে তেমন কোন জিনিস আমার মত যুবতী গোয়েন্দার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারল না, অন্তত কোন ক্লু আমার চোখে পড়ল না। সঙ্গে পেন্সিল আর নোটবুক এনেছিলাম, লেখবার মত তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু পেলাম না, কেবল ঘরের একটা স্কেচ করি। চওড়া কাপবোর্ড। প্রায় সবগুলোই বন্ধ। একটা কাপবোর্ড ঈষৎ খোলা দেখে কেমন কৌতূহল হল। কাছে গিয়ে সেই কাপবোর্ডের ডালাটা খুলতেই একটা কাগজের মোড়ক চোখে পড়তেই সেটা হাতে তুলে নিয়ে দেখি, কাগজের মোড়কের নিচে একটা কোডাক ফিল্ম। প্রথমে মনে হল, সেটা বোধহয় স্যাব ইউসটেস পেডলাব ভল কবে ফেলে গেছেন।

পরে আমার ভুল ভাঙ্গল, স্যার ইউসটেসের হলে তার ওপর পুরু ধুলো জমে থাকত, কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয়নি। সামান্য একটু ধুলো জমে থাকবে, দু'তিন দিনের, তার মানে খুন হওয়ার দিন থেকে?

তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কে রোলটা ফেলে গেল? মেয়েটি, নাকি সেই যুবকটি? মনে পড়ে মেয়েটির হাতব্যাগ যেমন ছিল তেমনি আছে। ছেলেটির সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময়ে যদি-বা মেয়েটির হাতব্যাগ থেকে ফিল্ম-এর রোলটা পড়ে থাকে, তাহলে সেই সঙ্গে কিছু খুচরো মুদ্রাও পড়ত নিশ্চয়ই, কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয়নি। না, নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে মেয়েটি সেটা ফেলে যায়নি।

হঠাৎ সেই ফিল্ম-এর রোল থেকে ন্যাপথালিনের গন্ধ নাকে ভেসে আসতেই নতুন করে চমক জাগল আমার মনে। সঙ্গে সঙ্গে একটা সম্ভাবনার কথা মনে পড়ল আমার। তবে কি টিউব স্টেশনে নিহত সেই লোকটি এই ফিল্ম-এর রোলটা এখানে ফেলে গেছে? না, সে নয়, সেই চিকিৎসকই সেটা এখানে ফেলে গিয়ে থাকবে নিশ্চয়ই। সেই চিরকুটটা মৃত লোকটির পকেট থেকে বার করে নেওয়ার সময়ে এটাও সে হাত সাফাই কবে থাকবে। এবং সেই লোকটিই মেয়েটির সঙ্গে ধস্তাধস্তি করার সময়ে ফিল্ম-এর রোলটা এখানে ভুল করে ফেলে গিয়ে থাকবে।

অতএব আমি এখন আমার ক্লু পেয়ে গেছি। এখন আমার প্রথম কাজ হবে এই ফিল্মটা ধোয়ার ব্যবস্থা কবা, তারপর পরিকল্পনা করে এগোতে হবে।

মিসেস জেমসকে চাবিটা ফেরৎ দিয়ে বাড়ি ফিরে এসে সেই চিরকুটটা বার করে তার ওপরে চোখ রাখতে গিয়ে হঠাৎ, হ্যাঁ হঠাৎই একটা নতুন সূত্রের সন্ধান পেয়ে গেলাম। ধরা যাক, সংখ্যাগুলো একটা তারিখ! ১৭-১-২২। অর্থাৎ ১৭ই জানুয়ারী, ১৯২২। সত্যি আমি কি বোকা, আগে এ কথাটা ভাবিনি কেন? কিন্তু এর পর আমাকে কিল্‌মর্ডেন ক্যাসেলের রহস্য খুঁজে বার করতে হবে। আজ ১৪ তারিখ। হাতে মাত্র তিনদিন সময় আছে, এরই মধ্যে সেই রহস্যের সূত্রটা খুঁজে বার করতেই হবে।

তবে তার আগে ফিল্মটা ধোয়াতে হবে। মিঃ ফ্লেমিংকে জিজ্ঞেস করলাম, টিউব স্টেশনের নিহত লোকটার হাতে ক্যামেরা ছিল কিনা! মিঃ ফ্লেমিং এ-কেসের ব্যাপারে খুব আগ্রহী। কিন্তু তিনি যখন বললেন, না, তার কাছে কোন ক্যামেরা ছিল না, তখন আমি একটু মুষড়ে পড়লাম, আমার সব অনুমান ব্যর্থ বলে মনে হল যেন।

আর একটা ধাক্কা খেলাম রিজেন্ট স্টোর্স স্টুডিওতে গিয়ে। ফিল্মটা ধোয়ানোর জন্য তাদের হাতে দিতেই একজন সেটা পরীক্ষা করে বলল, আপনি বোধহয় ভুল করে ভুল ফিল্ম দিয়েছেন, এটা সম্পূর্ণ নতুন ফিল্ম, কোন ফটো নেওয়া হয়নি এখনো পর্যন্ত।

নিজের ওপর তখন আমার খুব রাগ হল। ছিঃ আমি কি বোকা! কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক, সেটা বোঝার মত বুদ্ধি আমার এখনো হয়নি। ব্যর্থ মন নিয়ে বাড়ি ফিরে আসি।

তারপর ফেরার পথে একটা জাহাজ কোম্পানীর অফিসের সামনে গিয়ে হাঁটছি, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। অফিসের জানালায় একটা সুন্দর জাহাজের মডেল আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, সেই কোম্পানীর জাহাজের গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে, 'কেনিলওয়ার্থ ক্যাসেল'! সঙ্গে সঙ্গে একটা বন্য চিন্তা আমার মাথার মধ্যে খেলে গেল। দ্রুতপায়ে সেই জাহাজ কোম্পানীর অফিসের কাউন্টারে গিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিল্‌মর্ডেন ক্যাসেল?

সাউদাম্পটন থেকে ১৭ই জানুয়াবী ছাড়ছে। তা আপনি কি কেপ টাউনে যাবেন? প্রথম না কি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট দেব?

প্রথম শ্রেণীর টিকিট—এখন আমি আমার অভিযানের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত। পরিকল্পনা মত এগোতে হবে এবার।

২



আট

স্যার ইউসটেস পেডলার, এম-পি'র দিনলিপির সারাংশ

এ এমন এক অদ্ভুত ব্যাপার, আমি কখনো শান্তি পাইনি। অথচ শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতেই আমি ভালবাসি। ভালবাসি ক্লাব, ব্রীজ খেলা, ভাল-মন্দ খাবার, আর দামী মদ। গ্রীষ্মের ইংল্যাণ্ড এবং শীতের রিভেরা আমার খুব পছন্দ। আমার উদ্দেশ্য নির্ভাবনার এবং সুখী জীবন-যাপন। এর জন্য আমার যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করতে হয়েছে, অর্থোপার্জনের দিকে নজর দিতে হয়েছে। তবে আমি বলব না যে, সব সময়ে আমি সফল হয়েছি। হয়ত কখনো অজান্তে কোন অবাঞ্ছিত ঘটনার সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়েছি।

এ সবের কারণ আমার সেক্রেটারী গাই প্যাগেট পরশ্রীকাতর, কষ্টসহিষ্ণু, কর্মঠ, সব মিলিয়ে অন্য সকলের প্রশংসার পাত্র হলেও আমি জানি তার থেকে বেশি অন্য কেউ এত বিরক্তির কারণ হয়ে উঠতে পারেনা। অনেক দিন থেকে মনে মনে মতলব আঁটছিলাম, কি করে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কিন্তু ইচ্ছে করলেই তুমি তোমার সেক্রেটারীকে তাড়াতে পার না, বিশেষ করে সে যদি ঠিকমত তার কাজ করে যায়। একমাত্র মজার ব্যাপার হল তার মুখ। চতুর্দশ শতাব্দির জেলবন্দীর মত মুখ তার।

গত সপ্তাহে ভাবলাম, তাকে ফ্লোরেন্সে পাঠিয়ে কিছুদিন তার হাত থেকে রেহাই পাব, যদিও জানুয়ারী মাসে সেখানে যাওয়া উপযুক্ত সময় নয় আমি জানি। যাই হোক, কোন মতে তাকে তো রাজী করালাম সেখানে যাওয়ার জন্য। কিন্তু পরদিন তাকে আমার সামনে হাজির হতে দেখে চমকে উঠলাম, আমার সব স্বাধীনতা বুঝি উধাও হয়ে গেল সেই মুহূর্তে।

রসিকতা করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কবর দেওয়ার কাজ শেষ. শুনে অবাক হল সে এবং কি ভেবে বলল, স্যার ইউসটেস, তাহলে আপনি ব্যাপারটা জানেন দেখছি।

কেন, কি ব্যাপার? পাল্টা প্রশ্ন করলাম, তোমার মুখ দেখে আমি তো ভাবলাম, তোমার কোন নিকট-আত্মীয় মারা গেছেন, আর তার কবরের ব্যবস্থা হচ্ছে বুঝি!

আমাব কটাক্ষ এড়িয়ে গিয়ে সে বলে, ভেবেছিলাম, খবরটা আপনি জানতে পারবেন না, একটা টেলিগ্রাম আমার দিকে এগিয়ে দিতে গিয়ে সে আবার বলে, আজকের ডাকেই এই দুঃসংবাদটা এসেছে।

মার্লো পুলিশের টেলিগ্রাম। একজন মহিলা আপনার বাড়িতে খুন হয়েছে।

আমার মনে হয়, আমাদের ইংলণ্ডে ফিরে যেতে হবে।

কেন, কেন আমরা ফিরে যাব?

আপনার বাড়িতে খুন হয়েছে, পুলিশী ঝামেলা তো আপনাকেই পোহাতে হবে, হবে না? প্যাগেট বিজ্ঞের মত আরো বলে, তাছাড়া ঘটনাটা আপনার নির্বাচনী এলাকায় ঘটেছে, অতএব সব দায়িত্ব তো আপনারই স্যার। আর মেয়েটি বিদেশিনী, সেটা আরো বেশি ঝামেলার ব্যাপার, বিমর্ষ ভাব প্যাগেটের কথায়।

আমার বিশ্বাস এবারেও সে ঠিকই বলেছে। নিজের দেশের কোন মেয়ে খুন হলে যত না কলঙ্ক তার থেকে বেশি কলঙ্ক বিদেশিনী খুন হলে।

তিনদিন পরের ঘটনা ঃ

শীতের ইংল্যাণ্ডে এমন জঘন্য আবহাওয়ায় মানুষ কি করে যে সেখানে থাকে, সেটা আমার কাছে একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। হাউস-এজেন্ট জানিয়ে দিয়েছে, সেই বিদেশিনী মহিলার খুন হওয়ার খবরটা বেশি

মাত্রায় প্রচারিত হওয়ার দরুণ ভবিষ্যতে মিল হাউস ভাড়া হওয়া মুশকিল। যাই হোক, দ্বিগুণ বেতনে থেকে যেতে রাজী হয়েছে ক্যারোলিন।

একদিন পরের ঘটনা ঃ

ইতিমধ্যে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেছে। প্রথমেই অগস্টাস মিলরে-র সঙ্গে আমার সাক্ষাতকারের কথা বলতে হয়, একটা বুড়ো গাধার উপমা সে, বর্তমান সরকারের প্রতিনিধি। সেই লোকটা ঝানু কূটনীতিবিদদের মত ক্লাবের এক নির্জন জায়গায় আমাকে নিয়ে গিয়ে দেশের বর্তমান হালচাল নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করল, তখনও তার আসল মতলবের কথা আমি বুঝতে পারিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান প্রসঙ্গ থেকে শুরু করে শিল্পসংক্রান্ত পরিস্থিতি, র‍্যাণ্ডের ধর্মঘট, কোন কিছুই বাদ দিল না সে। যতটা সম্ভব ধৈর্য ধরে আমি সব শুনলাম। সব শেষে সে আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে ফিসফিসিয়ে জানায়, কয়েকটা জরুরী দলিলপত্রের হদিশ পাওয়া গেছে, সেটা জেনারেল স্মার্টস-এর হাতে তুলে দিতে হবে। কিন্তু কি করে পাঠাই বলুন তো? এ ব্যাপারে আমাদের অবস্থা শোচনীয়, অত্যন্ত শোচনীয়।

বেশ তো ডাকে পাঠালেই তো পারেন, সহজ ভাবে বললাম, দু' পেনির ডাকটিকিট লাগিয়ে কাছাকাছি চিঠির বাক্সে ফেলে দিলেই তো হয়।

প্রিয় পেডলার, একই ডাকঘর হয়ে যাবে না?

ডাকে পাঠানো পছন্দ না হয় তো, আপনার কোন ছেলের মারফত তো পাঠাতে পারেন।

অসম্ভব, বুড়োদের মত মাথা দুলিয়ে সে বলে, সে অনেক কারণ, এখানে বলা সম্ভব নয়।

ঠিক আছে, উঠতে গিয়ে আমি বললাম, আপনার কথাবার্তা খুব আকর্ষণীয় বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু আমাকে যে এখুনি চলে যেতে হবে—

এক মিনিট প্রিয় পেডলার, দয়া করে আর একটি মিনিট অপেক্ষা করুন। আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো, খুব শীগ্‌গীর আপনি দক্ষিণ আফ্রিকায় যাচ্ছেন কিনা? রোডেসিয়ার সংযুক্তির প্রশ্নে আপনার একটা বিরাট স্বার্থ আছে। একটু থেমে আবার বলে, আপনি যদি এই কাজটা করে দেন তো সরকারের খুব উপকার হয়। সরকার আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে সব সময়।

তাঁর মানে আপনি আমাকে ডাকপিয়নের কাজ করতে বলছেন? ঠিক আছে, ধীরে ধীরে আমি বললাম, আমার আপত্তি নেই।

আপনি রাজী আছেন? আঃ, আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব পেডলার, ঠিক বোঝাতে পারছি না। আমার দূত মারফত প্যাকেটটা আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। জেনারেল স্মার্টস-এর হাতে সেটা আপনি নিজে তুলে দিয়ে আসবেন, বুঝলেন? 'কিল্‌মর্ডেন ক্যাসেল' আগামী শনিবার জলে ভাসছে— জাহাজটা চমৎকার, সমুদ্র যাত্রার পক্ষে অত্যন্ত আরামদায়ক।

পরদিন সন্ধ্যায় আমার খানসামা জার্ভিস জানাল, একজন ভদ্রলোক তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, তবে তার নাম বলতে অস্বীকার করে। বীমা সংস্থার দালালদের ভীষণ ভয় আমার, ওদেরকে আমি এড়িয়ে চলি সব সময়। তাই জার্ভিসকে হুকুম করলাম, ওকে বলে দাও, আমি তার সঙ্গে দেখা করতে পারব না। কি মুশকিল এই সময় প্যাগেটও নেই, আমার কাজের সময়ে ও ঠিক অসুখ বাধিয়ে বসে থাকে। আজও তাই হয়েছে।

ওদিকে জর্ভিস ফিরে এসে বলে, স্যার ইউসটেস, ভদ্রলোক আপনাকে বলতে বললেন, মিঃ মিলরে-এর কাছ থেকে তিনি আসছেন।

খবরটা আমার সব চিন্তাভাবনা ওলট-পালট করে দিল নিমেষে। কয়েক মিনিট পরে লাইব্রেরীতে আমি আমার দর্শনপ্রার্থীর মুখোমুখি হলাম। বলিষ্ঠ চেহারার যুবক সে, রোদে পোড়া টান-টান মুখ। চোখের কোল থেকে চোয়াল পর্যন্ত একটা তির্যক দাগ। এছাড়া মোটামুটি যুবকটি সুপুরুষ বলা যেতে পারে।

কি ব্যাপার?

মিঃ মিলরে আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার কাছে। যুবকটি উত্তরে বলল, আপনার সেক্রেটারী হয়ে

আপনার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাব।

শোন বৎস, আমি তাকে সাফ জানিয়ে দিলাম, আমার একজন সেক্রেটারী আছে। অপর এক সেক্রেটারীর প্রয়োজন নেই আমার।

জানি স্যার ইউসটেস। আপনার সেই সেক্রেটারী এখন কোথায়?

পেটের অসুখে একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে।

পেটের অসুখ হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। সময়েই সব বোঝা যাবে। তবে আমি আপনাকে বলতে পারি স্যার ইউসটেস, আপনার সেক্রেটারীকে উধাও করে দেওয়ার চেষ্টা হলে মিঃ মিলরে বিন্দুমাত্র অবাক হবেন না। ওহো, তার জন্য আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই, মনে হয় মুহূর্তের জন্য আমার মুখে চিন্তার ছাপ পড়ে থাকবে, আর তাই দেখে সে বলল, আপনাকে কোন হুমকি দেওয়া হচ্ছে না। সে যাই হোক, মিঃ মিলরে চান আমি আপনার সাথী হই। জাহাজ ভাড়ার খরচ আমাদের। তবে আমার পাসপোর্টের ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে, যাতে করে মনে হয়, আমাকে আপনি আপনার দ্বিতীয় সেক্রেটারী হিসেবে নির্বাচিত করেছেন।

ছেলেটি নাছোড়বান্দা। আমরা পরস্পরের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকি। একসময় দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে বলি, ঠিক আছে, তাই হবে।

আর একটা কথা, আমি আপনার সাথী হচ্ছি, এ কথা কেউ যেন না জানতে পারে!



নয়

অ্যানির বর্ণনা আবার শুরু

নায়িকা কিংবা মেয়ে গোয়েন্দার ক্ষেত্রে সমুদ্র যাত্রায় বেরিয়ে সামুদ্রিক অসুস্থতায় কাবু হয়ে পড়াটা খুবই বেমানান। জাহাজের সব যাত্রী যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে সে তখন একা একা জাহাজের ডেকে ঘুরে বেড়ায়, সমুদ্রের ঝড়, জলোচ্ছ্বাসের দৃশ্য উপভোগ করে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য কিলমর্ডেন জলে ভাসামাত্র আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। জাহাজের একজন সহানুভূতিশীলা খাবার পরিবেশিকা আমার তত্ত্বাবধানের ভার নেয়। সেই মেয়েটি আমাকে পররামর্শ দেয় শুকনো টোস্ট এবং আদার কুচি মুখে দেওয়ার জন্য।

তিনদিন আমি আমার কেবিনে অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকি। যে কাজে আমার আসা তার কথা একেবারেই ভুলে যাই। সেই রহস্যের সমাধান করার কোন আগ্রহই আমার তখন আর ছিল না।

ঝড়ের গতিতে ড্রইংরুমে প্রবেশ করার সেই দৃশ্যটার কথা মনে করে নিজের মনেই হাসলাম। একা সেখানে বসেছিলেন মিসেস ফ্রেমিং। আমি ঘরে ঢুকতেই আমার দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি।

শোন অ্যানি, তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে।

বেশ তো বলুন না।

মিস এমারি আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। দেখছি, তুমি তো এখনও কোন কাজের সন্ধান পেলে না। তাই বলছি কি, তুমি যদি ওর কাজের দায়িত্ব নাও তাহলে তুমি আমাদের সঙ্গে সুন্দর ভাবে বরাবরের জন্য থেকে যেতে পারবে।

তাঁর প্রস্তাবটা আমার মনে ধরল। আমি জানি গোড়ায় তিনি চাননি আমি ওঁদের বাড়িতে থাকি। হঠাৎ তাঁর এই পরিবর্তনে আমার সারা মন খুশিতে ভরে উঠল। ছুটে গিয়ে দু' হাত দিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে আবদারের ভঙ্গিমায় বলি, আপনার প্রস্তাবে আমি রাজী। তবে আগামী শনিবার আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় যাচ্ছি। ফিরে এসে আমি আমার কাজের ভার নেব। ওঁর ঘর থেকে চলে আসাার সময় উনি

আমাকে কাছে ডেকে একটা খাম আমার হাতে তুলে দিলেন। খামের মধ্যে নতুন পাঁচটা পাঁচ পাউণ্ডের নোট।

আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না, ভালবেসে সামান্য এই উপহারটুকু গ্রহণ করবে তুমি।

সেই পঁচিশ পাউণ্ড হাতে নিয়ে এই পৃথিবীর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছি, আমার অভিযানে বেরিয়েছি।

•

চতুর্থ দিনের দিন জাহাজের সেই খাদ্য পরিবেশিকা মেয়েটি আমাকে অনুরোধ করল আমি যেন উপরের ডেকে উঠে যাই। তার ধারণা নিচে থাকলে খুব শীগ্‌গীর আমার মৃত্যু হতে পারে।

তারপর চোখ বুজে ডেক-চেয়ারের ওপরে কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না, এক সময়ে এক সুদর্শন যুবকের ডাকে চোখ মেলে তাকালাম।

হ্যালো, আপনার জন্য আমার খুব দুঃখ হচ্ছে!

তাই নাকি? ঘৃণার সঙ্গে উত্তর দিলাম তাকে!

আরও দু' একদিন খুব খারাপ আবহাওয়া যাবে, পরে আবহাওয়া স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

ভাবছেন, আপনি বুঝি কোনদিন আর সুস্থ হয়ে উঠবেন না, তাই না? কিন্তু সমুদ্রপথে আপনার থেকে অনেক বেশি অসুস্থত লোককে আমি দেখেছি পরে তারা আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। তাদের মত আপনি আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠবেন।

মাথার ওপর সূর্য, বাতাসে শীতের তীক্ষ্ণতা নেই তেমন। চমৎকার আবহাওয়ায় মনটা একটু খুশি হল। অনেক যাত্রীদেরই তো দেখলাম, তাদের মধ্যে একজন মহিলা আমার দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ কবল। তাঁর বয়স তিরিশ ছুঁই ছুঁই। খুব বেশি লম্বা নয়, মাঝারি গড়ন, তবে দেখতে সুন্দরী। গোলাকৃতি মুখ, সব চেয়ে আকর্ষণীয় তাঁর সুন্দর নীল দু'টি চোখ। পোষাক সাধারণ হলেও ফরাসী মেয়েদের ছাপ চোখে পড়ে তাঁর পোষাক পরার ধরণে। তার হাবভাবে মসন হয় জাহাজটা যেন তাঁরই।

ডেকের স্টুয়ার্ডরা ঘনঘন তার ফরমাস খাটতে ব্যস্ত। তাঁর ডেক-চেয়ারটাও বিশেষ ধরনের, সেটা যে কোথায় রাখবে এ নিয়ে তিন তিনবার মত পরিবর্তন করতে হয়েছে তাঁকে! তাঁর চালচলন যেন কতিপয় বিশেষ ধরনের মানুষের মত যারা তাদের নিজেদের পদমর্যাদা, আভিজাত্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন।

দুপুর নাগাদ ম্যাডেইরায় পৌঁছলাম আমরা। তখনও আমার নড়বার ক্ষমতা হয়নি, তবু সেই অবস্থায় ডেক-চেয়ারে বসে নতুন জাযগাব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করি। দু'চোখ ভরে তাকিয়ে দেখি ব্যবসায়ীদের আনাগোনার দৃশ্য। ফুলের ডালি সাজিয়ে অনেকে বিক্রী করতে আসে ডেকের ওপর। ফুল আমার খুব প্রিয়। ফুলের মিষ্টি গন্ধে আমার মেজাজ শরীফ হয়ে ওঠে। দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছনো পর্যন্ত—বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা জাগে আমার মনে।

আমার সেই আকর্ষণীয়া মহিলাটির সঙ্গে এক দীর্ঘদেহী, মাথায় ঘন চুল, তামাটে মুখ, সৈনিকের মত দেখতে একটি লোককে সাঙ্গ উপকূল থেকে উঠে আসতে দেখলাম। লোকটিকে আগের দিন ডেকের ওপরে ওঠা-নামা করতে দেখছিলাম। তার চেহারা দেখে মনে হল, সে রোডেসীয়। বছর চল্লিশ বয়স হলেও এই জাহাজের সবচেয়ে সুপুরুষ দেখতে সে।

খাদ্য পরিবেশিকাকে ভদ্রমহিলার পরিচয় জিজ্ঞেস করতে সে বলে, আরে উনি তো বহু-পরিচিত সোসাইটি লেডি, মিসেস ক্লারেন্স ব্লেয়ার। কাগজে ওঁর নাম নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন।

মাথা দুলিয়ে আমি তার কথা সমর্থন করলাম। আজকের দিনে মিসেস ব্লেয়ার একজন কেতা-দুরস্ত মহিলা। জাহাজের প্রতিটি যাত্রীর সঙ্গে হেসে গল্প-গুজব করছিলেন তিনি। সেই পুরুষটিকে তিনি তাঁর একান্ত অনুগামী পুরুষ হিসেবে গ্রহণ করতে দেখলাম।

পরদিন সকালে কয়েকবার ডেকের ওপর চক্কব দিয়ে হঠাৎ আমাকে অবাক করে আমার চেয়ারের সামনে থমকে দাঁড়ালেন তিনি।

আজ সকালে কি একটু ভাল বোধ করছেন?

আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, সাধারণ মানুষের মত আমি অনেকটা সুস্থবোধ করছি।

গতকাল আপনাকে ভীষণ অসুস্থ দেখাচ্ছিল। আপনার সেই অবস্থা দেখে তো কর্ণেল রেস আর আমি তো ঠিক করে রেখেছিলাম, এই সমুদ্রেই আপনার কবরের ব্যবস্থা করতে হবে বুঝি।

আমি হাসলাম।

ইতিমধ্যে মিসেস ব্লেয়ার তাঁর অনুগামীদের হাতের ঈশারায় চলে যেতে বললেন, এমনকি কর্ণেল রেসকেও! তারপর আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে আপনি আপনার ঘর বদলাচ্ছেন না কেন? মেডেইরায় অনেক যাত্রী তো নেমে গেছে, প্রচুর ভাল ঘর খালি পড়ে আছে। জাহাজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বললেই তো পারেন। এ কাজের ভারপ্রাপ্ত ছোকরাটি খুব ভাল। এই দেখুন না, আপনার মত অবস্থা আমারও ছিল, তাকে বলতেই সে আমাকে একটা ভাল কেবিনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় তার সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

কিন্তু আমি যে নড়তে-চড়তে পারি না।

কেন পারবেন না? উঠুন, আমার সঙ্গে একটু হাঁটা-চলা করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রথমে একটু অসুবিধা হলেও পরে মিসেস ব্লেয়ারের উৎসাহ পেয়ে আমার পা দুটো কেমন সহজ হয়ে গেল। ডেকের ওপর দু'বার চক্কর দেওয়ার পর কর্ণেল রেস আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

কথা বলতে বলতে আমরা তখন জাহাজের অপর প্রান্তে চলে এসেছিলাম। মিসেস ব্লেয়ার তাঁর ক্যামেরায় গ্রাণ্ড পিকের অনেকগুলি ছবি ধরে রাখলেন। এক সময় ফিল্ম-রোল ফুরিয়ে যেতেই হতাশ ভাবে তিনি বললেন, এই যাঃ ফিল্ম শেষ! পরমুহূর্তে তিনি তাঁর সোয়েটারের পকেট থেকে আর একটা নতুন ফিল্ম-রোল বার বরলেন। তারপর ক্যামেরায় সেটা স্থানান্তর কবার সময়ে হঠাৎ জাহাজের ঝাঁকুনিতে হাত থেকে একটা ফিল্ম-রোল নিচের দেকে ছিটকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মিসে ব্লেয়ার চিৎকার করে উঠলেন।—কি হবে এখন? কর্ণেলের দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ওটা কি জাহাজের নিচের ডেকে গিয়ে পড়বে?

না, তবে নিচে কোন স্টুয়ার্ড থাকলে আর তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে সেটা ধরার চেষ্টা করলেও করতে পরে সে।

এই সময়ে মধ্যাহ্ন-ভোজের ঘণ্টা বেজে উঠতেই আমরা সবাই নিচে নেমে এলাম।

মধ্যাহ্ন-ভোজের টেবিলে আমার গতকালের বন্ধুটি আমাকে জানাল, আজ সবাই ঘর বদল করছে। আমার জন্য একটা ভাল ঘরের ব্যবস্থা করে দেবে সে।

আমাদের টেবিলে আমরা চারজন বসেছিলাম, আমি এবং তিনজন বয়স্কা মহিলা, তারা বেচারা কালো চামড়ার ভাইদের প্রসঙ্গে আলোচনা করছিল। অন্য টেবিলগুলোর দিকে তাকালাম।

মিসেস ব্লেয়ার বসেছিলেন ক্যাপ্টেনের পাশে তার বসেছিলেন ধূসর চুলের একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। কিন্তু তাকে আমি এর আগে এই জাহাজে দেখেছি বলে খেয়াল করতে পারলাম না। লোকটার চেহারায় এমন একটা অদ্ভুত কিছু মিল যা দেখে অবাক না হয়ে পারা যায় না!

জাহাজের একজন নাবিকের কাছে জানতে চাইলাম, লোকটি কে?

ঐ লোকটা? ওহো, উনি তো স্যার ইউসটেস পেডলারের সেক্রেটারী প্যাগেট। বেচারা, সমুদ্রে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এ কদিন। স্যার ইউসটেসের দু'জন সেক্রেটারী। অপরজন এখনো আসেনি।

স্যার ইউসটেস পেডলার? মিল হাউসের মালিক! তাহলে একই জাহাজের যাত্রী আমরা। এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার হয়ত।

আর উনি হলেন স্যার ইউসটেস, আমার সংবাদদাতা আরও জানাল, ঐ যে ক্যাপ্টেনের পাশে বসে আছেন! বুড়ো গর্দভ আর কি।

সেক্রেটারীকে যতই দেখছি, তার প্রতি আমার বিরূপ মনোভাব ততই বেড়ে যাচ্ছে। তার তীক্ষ্ণ লক্ষ্যভেদী চোখ, কৌতূহল জাগান চওড়া মাথার আকৃতি, এসবই আমাকে তার প্রতি একটা বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক করছিল।

একই সময়ে আমি তার পিছু পিছু বেরিয়ে এলাম সেলুন থেকে। সে তখন স্যার ইউসটেসের

সঙ্গে কথা বলছিল। মুহূর্তের জন্য আমি তাদের কথায় কান পাতলাম আড়াল থেকে।

অন্য একটা কেবিনের ব্যবস্থা এখুনি করা দরকার, চেষ্টা করে দেখব? আপনার কেবিনে কাজ করা অসম্ভব—

শোন বৎস, প্রত্যুত্তরে স্যার ইউসটেস বললেন, আমার কেবিন নেওয়ার উদ্দেশ্য হল, ভাল করে ঘুমোন এবং পোষাক পরিবর্তন করা। তোমার ঐ টাইপরাইটারের খট্‌খট্‌ শব্দ শোনার জন্য এই কেবিন আমি ভাড়া নিইনি, বুঝলে!

হ্যাঁ, আমি তাই বলছিলাম স্যাব ইউসটেস, অন্য কোন জায়গায় আমাদের কাজের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে।

এখানে আমি তাদের সঙ্গে নিচে নেমে এলাম, আমার ঘর পালাটানোর কাজ কতদূর হল দেখার জন্য। দেখলাম আমার স্টুয়ার্ড সেই কাজে ব্যস্ত।

খুব সুন্দর কেবিন। 'ডি' ডেকে, সতেরো নম্বর।

ঠিক আছে মিস, চলুন আপনার জিনিস-পত্র সতের নম্বর কেবিনে রাখার ব্যবস্থা করি।

সতের নম্বর কেবিন তের নম্বরের মত বড় নয়, তবে সেটা বেশ পছন্দসই বলে মনে হল আমার। কিন্তু সেই সময়ে অশুভ মুখের (তাকে দেখা মত্র এই বিশেষণের কথাই আমার মনে এল।) একজন লোক দরজার সামনে এসে হাজির হল।

মাফ করবেন, কোন ভূমিকা না করে সে বলল, এই কেবিনটা স্যার ইউসটেস পেডলারের ব্যাবহারের জন্য সংরক্ষিত।

ঠিক আছে স্যার, প্রত্যুত্তরে স্টুয়ার্ড বলে, এর পরিবর্তে তের নম্বর কেবিন ঠিক করা হয়েছে তাঁর জন্য।

না, সতের নম্বর কেবিনই চাই আমাদের। এই কেবিনটা আমি বিশেষ করে নির্বাচিত করেছি এবং আমাদেব জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

আমি দুঃখিত, শান্ত গলায় আমি বললাম, কিন্তু সতের নম্বর কেবিনও যে আমাব জন্যও বরাদ্দ কবা হয়েছে।

আমি তাতে রাজী নই। আমার সতের নম্বর কেবিন চাই, চাই-ই!

এ সব কি হচ্ছে? এক নতুন কণ্ঠস্বর কৈফিয়ত চায়, স্টুয়ার্ড, আমার জিনিসপত্র এই ঘরে রাখুন। এ কেবিন আমার।

মধ্যাহ্ন-ভোজের সময় এই আগন্তুক আমার টেবিলের সাথী ছিলেন, রেভারেণ্ড এডওয়ার্ড চিকেস্টা তাঁর নাম।

মাফ করবেন, আমি তাঁকে বললাম, এ কেবিন আমার।

না, এ কেবিন স্যার ইউসটেস পেডলারের জন্য বরাদ্দ করা আছে, বাধা দিয়ে বলল, মিঃ প্যাগেট।

আমরা সবাই তখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছি। কে কারোর যুক্তি মানতে চাইছি না।

এই ঝামেলার জন্য আমি দুঃখিত, এডওয়ার্ডের মুখ কৃত্রিম ভদ্রতার হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায়, এই হাসিটা বড় বিপজ্জনক, এ ধরনের হাসি যাবা হাসে সাধারণ লোকের চোখে তারা খুবই ঘৃণার পাত্র হয়ে থাকে।

এই সময়ে কেবিন ইনচার্জ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হতেই আমি তাঁকে বললাম, দেখুন, আপনিই তো আমাকে এই সতের নম্বর কেবিনটা বরাদ্দ করেরছেন। অথচ মিঃ এডওয়ার্ড দু'জনেই এর দাবীদাব। আপনি এসে গেছেন, ভালই হয়েছে। এখন এই অদ্ভুত সমস্যার সমাধান আপনাকেই করে দিতে হবে।

আমার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, নাবিকরা সাধারণতঃ মেয়েদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে থাকে। যাইহোক, তাঁর মধ্যস্থতায় শেষপর্যন্ত সতের নম্বর কেবিনে প্রবেশের অধিকার আমিই পেলাম। মনে মনে তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম।

ঘরে ঢোকা মাত্র একটা বিশ্রী গন্ধে আমার বমি হওয়ার উপক্রম হল। মবা ইঁদুরের গন্ধ? না, তার

থেকেও খারাপ বোধহয়। হ্যাঁ, ভাল করে ঘ্রাণ নিতে গিয়ে আমার মনে হল, গন্ধটা আমার চেনা যেন। এরকম গন্ধ আমি যেন আগেও পেয়েছি। গন্ধটা হিঙ্গ-এর! যুদ্ধের সময় হাসপাতালেব ডিসপেন্সারিতে আমি কিছুদিন কাজ করেছিলাম, তাই এই গন্ধের সঙ্গে আমি বিশেষ ভাবে পরিচিত।

হিঙ্গ-এর গন্ধ! কিন্তু এখানে সেই গন্ধটা এল কি করে?

টয়লেট থেকে হাতমুখ ধুয়ে এসে সোফার ওপর ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিয়ে ভাবতে থাকি। হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা আমার মনে পড়ে গেল। মনে হয় কেউ বোধহয় এক চিমটে হিঙ্গ এই কেবিনের কোথাও ফেলে গিয়ে থাকবে। কিন্তু কেন? সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটা আমি পেয়ে গেলাম। উদ্দেশ্য এই বিশ্রী গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে আমি যাতে করে এই কেবিনটা খালি করে দিই সেই উদ্দেশ্যে কেউ হয়ত এই কাজটা গোপনে সেরে গিয়ে থাকবে। কিন্তু এই কেবিন থেকে আমাকে হঠানোর উদ্দেশ্যই বা কি থাকতে পারে? সারাটা সন্ধ্যা আমি বিভিন্ন কেবিন পাওয়ার জন্য কেন সবাই এত লালায়িত? অন্য দুটো কেবিনও তো দারুণ ভাল, ওদের দু'জনের লোভ কেন এই সতের নম্বর কেবিনের ওপর?

কেবিন নম্বর সতের! বিচিত্র এই সংখ্যাটা। এই সতের তাবিখেই সাউদাম্পটন থেকে আমি যাত্রা শুরু করেছিলাম। এই কেবিনের নম্বরও সতের! হঠাৎ আমার চিন্তায় বাধা পড়ল। দ্রুত সুটকেস খুলে সেই মূল্যবান চিরকূটটা বার করলাম, টিউব স্টেশন থেকে পাওয়া সেই চিবকূটটা।

১৭-১-২২ —প্রথমে আমি এই তারিখটা কিলমর্ডেন ক্যাসেল জাহাজের যাত্রার তাবিখ হিসেবে ধরে নিযেছিলাম। ধরা যাক সেই ধারণা আমাব ভুল। এখন এই নতুন পরিস্থিতিতে নতুন করে আগাগোড়া সব কিছু ভেবে দেখতে হচ্ছে। ধরা যাক সতের সংখ্যাটা এই কেবিনেব নম্বর। এবং এক সংখ্যাটা সময়ের নির্দেশ, একটা। তারপর বাইশ সংখ্যাটা নিশ্চয়ই তারিখের নির্দেশ। সঙ্গে সঙ্গে আমি টেবিল ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকালাম। আগামীকাল বাইশ তারিখ!



দশ

আমার তখন প্রচণ্ড উত্তেজনা। আমি তখন নিশ্চিত হয়ে গেছি, শেষ পর্যন্ত আমি বোধহয় ঠিক জায়গায় আঘাত দিয়েছি। একটা জিনিস পরিষ্কার, এই কেবিন ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়া আমার ঠিক হবে না। হিঙ্গ-এর গন্ধ আমাকে সহ্য কবতেই হবে। সমস্ত ঘটনাটা আবার আমি পর্যালোচনা করে দেখতে বসলাম।

আগামীকাল বাইশ তারিখ, এবং বেলা একটা কিংবা রাত একটায় কিছু একটা ঘটবে। রাত একটার অপেক্ষায় আছি আমি। এখন সন্ধ্যা সাতটা। আর ছ'ঘণ্টার মধ্যেই ব্যাপারটা আমি জানতে পারব। তারপর সারাটা সন্ধ্যা আমাব কি ভাবে কাটল, আমি জানি না। জাহাজের পেটা ঘণ্টায় এক একটা সময় নির্দেশক ঘণ্টা পড়েছে আর উৎকণ্ঠা ততই যেন বেড়ে যাচ্ছে। আজ একটু তাড়াতাড়িই বিছানায় শুতে গেলাম। চোখে ঘুম নেই, কান খাড়া করে শুয়েছিলাম, মনের মধ্যে দারুণ উৎকণ্ঠা, কখন কি হয় কে জানে! তবে এটুকু জানি যে, রাত ঠিক একটার সময় একটা না একটা কিছু ঘটবেই।

বাইরে করিডোরে যাত্রীদের আনাগোনা ক্রমশঃ কমে আসছে, এক এক করে সব কেবিনের আলো নিভে যাচ্ছে। আমার অনুমান যদি ভুল হয়, তাহলে আমি খুব বোকা বনে যাব এতগুলো টাকা খরচ করার পর। এক সময়ে একটা বাজার ঘণ্টা বেজে উঠতেই আমার বুকটা ধক্ করে উঠল।

এক, দুই, তিন, হঠাৎ করিডোরে এক জোড়া পায়ের শব্দ শুনে সচকিত হয়ে উঠলাম। তারপর

হঠাৎ বোমা পড়ার শব্দের মত আমার কেবিনের দরজা খুলে গেল এবং একটা লোক প্রায় হুমড়ি খাওয়ার মত আমার কেবিনের ভিতরে আছড়ে পড়ল।

আমাকে বাঁচান—ভয়ার্তকণ্ঠে বলল লোকটা, ওরা আমার পিছু নিয়েছে। দয়া করে আমাকে বাঁচান!

এটা কোন তর্কের সময় নয়। বাইরে পায়ের শব্দ। মাত্র চল্লিশ সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হল। দ্রুত উঠে কেবিনের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আগন্তুকের মুখোমুখি হলাম।

তার মত ছ'ফুট দীর্ঘদেহী পুরুষকে কেবিনে লুকিয়ে রাখার মত জায়গা খুঁজে পাওয়া মুশকিলের ব্যাপার। এক হাতে আমি আমার কেবিন-ট্রাঙ্কটা তুলে ধরলাম। লোকটা পিছনে বাঙ্কের উপরে তার দেহটা বিছিয়ে দিতেই ট্রাঙ্কের ডালাটা তুলে ধরে আমি তাকে আড়াল করলাম, আর অপর হাতটা মুখ ধোয়ার বেসিনে মেলে ধরলাম এমন করে যে, কেউ যদি এই মুহূর্তে আমার কেবিনে প্রবেশ করে, তাহলে স্বভাবতই তার ধারণা হবে, একজন মহিলা তার মুখ ধোয়ার জন্য ট্রাঙ্কের ভেতর থেকে সাবানের খোঁজ করছে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় শব্দ হতেই একটুও ইতস্ততঃ না করেই আমি বললাম, ভেতরে আসুন, দরজা খোলা আছে।

ভেবেছিলাম, রিভলবার হাতে মিঃ প্যাগেট ঢুকবে। কিংবা আমার মিশনারী বন্ধু ঢুকবে বালির ব্যাগ হাতে নিয়ে, অথবা আমি যাকে আদৌ আশা করিনি।

কর্তব্যপরায়ণ স্টুয়ার্ডের মত বিনীত সুরে সে বলে, মাফ করবেন মিস, আমি ভাবলাম, আপনি বুঝি আমাকে ডাকলেন।

না, আমি তো ডাকি নি।

মাতাল! লোকটা চলে যাওয়ার পর দরজা খুলে করিডোরে উঁকি মারলাম, কোথাও কোন অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়ল না। মনে মনে ভাবলাম, এই তার কৈফিয়ৎ! দরজা বন্ধ করে আবার কেবিনে ফিরে এলাম। ট্রাঙ্কটা সরিয়ে আগন্তুকের উদ্দেশ্যে বলি, দয়া করে এবার বেরিয়ে আসুন!

কোন সাড়া-শব্দ নেই। পিট্ পিট্ করে বাঙ্কের দিকে তাকালাম। ভাল করে তাকাতে গিয়ে দেখি আগন্তুকের দেহের কোন নড়ন-চড়ন নেই। মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে লোকটা। আমি তাব কাঁধে ঝাঁকুনি দিলাম, তবু সে একটুও নড়ল না।

তবে কি মাতালটা মারা গেল? অন্যমনস্কভাবে ভাবলাম কথাটা, এখন আমি কি করি?

তারপর কেবিনের মেঝের ওপর রক্তের দাগ দেখে শিউরে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে অশুভ সম্ভাবনার কথা মনে হতেই আমার সমস্ত গায়ের জোর দিয়ে কোন রকমে লোকটাকে বাঙ্কের ওপর থেকে নিচে নামালাম। না, লোকটা মরেনি, নিঃশ্বাস পড়ছিল তখনো, বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলে থাকবে। তার অজ্ঞান হওয়ার কারণ সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কার করলাম, দেখলাম তার বাঁ-কাঁধে কেউ ছোরা বা ভোজালি জাতীয় অস্ত্র দিয়ে মারাত্মকভাবে আঘাত করে থাকবে। তাড়াতাড়ি তার দেহ থেকে কোটটা খুলে তাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টায় মন দিলাম।

ঠাণ্ডা জলের ঝাপটায় চোখ মেলে তাকাল সে, তারপর উঠে বসল।

দয়া করে একটু শান্ত হয়ে বসুন, আমি তাকে অনুরোধ করলাম।

কিন্তু সে আমার কোন কথা শুনল না। এবার সে উঠে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় বলল, ধন্যবাদ! আমার জন্য আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।

লোকটার অমন উগ্র স্বভাব দেখে আমার ভীষণ রাগ হল। একটা সাধারণ ভদ্রতাও জানে না সে। আমি যে তার প্রাণ রক্ষা করলাম, তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকা দূরে থাক,- একটা শুকনো ধন্যবাদ জানানোর প্রয়োজন বোধ করল না সে। তবু আমি নিজের থেকে তাকে বললাম, ক্ষতটা বিশ্রী ভাবে হয়েছে দেখছি। ওটা আমাকে ড্রেস করতে দিন।

আপনি আমার কোন উপকারে আসতে পারেন না। এমন ভাবে কথাটা সে বলল, যেন আমি তার কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করছি। আমি কখনো রাগ চেপে রাখতে পারি না।

বিরক্ত হয়ে বলে ফেললাম, আপনার এমন ব্যবহারের জন্য আমি আপনার প্রশংসা করতে পারব

না। তা সত্ত্বেও আমার একান্ত অনুরোধ এভাবে সারাটা জাহাজে আপনার ক্ষতস্থানের রক্ত ছড়াতে ছড়াতে চলে যাবেন না। দয়া করে আমাকে একটু সুযোগ দিন—

এবার আমার কথায় কাজ হল, ফিরে এসে শান্ত হয়ে সোফার ওপরে বসতেই আমি তার ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলাম।

এখনকার মত এই ব্যাণ্ডেজটা কাজ দেবে। এখন আপনার একটু ভাল মনে হচ্ছে না? লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম, এ ব্যাপারে আমাকে কিছু বলার ইচ্ছে আপনার নেই?

আমি দুঃখিত, আপনার এই স্বাভাবিক কৌতূহল মেটাতে আমি পারছি না।

কেন পারছেন না?

বিশ্রীভাবে হাসল সে। কোন মহিলার কাছে যদি আপনি সেটা প্রচার করে দেন?

আমি যে এটা গোপন রাখতে পারি ভাবতে পারলেন না কেন?

আমি তা মনে করি না, মেয়েদের স্বভাব আমার বেশ ভাল করেই জানা আছে। উঠে দাঁড়াল সে চলে যাওয়ার জন্য।

যাইহোক, আমি তাকে আঘাত দিতে বললাম, আজকের রাতের এই ঘটনার কথা আমি প্রচার করে দিতে পারি, জানেন?

হ্যাঁ, আপনি যে করবেন, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। তার কথার সুরটা কেমন বেসুরো ঠেকল আমার কানে।

উঃ, আপনার কি দুঃসাহস! রাগে চিৎকার করে উঠলাম আমি।

সেই মুহূর্তে আমরা পরস্পর পরস্পরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। সেই প্রথম আমি তার দিকে ভাল করে তাকালাম। তার সারা অঙ্গের একটা পূর্ণ অবয়ব আমার চোখের সামনে ভাসছিল তখন। ঘন কালো কোঁকড়ানো চুল, ঝুলে পড়া গালের চোয়াল, হাল্কা ধূসর রঙের কৌতূহলী চোখ দুটো তখন আমাকে দারুণ ভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল। লোকটাকে দারুণ ভয়ঙ্কর বলে মনে হল আমার। যাইহোক, আমার মনের ভাব তার কাছে গোপন রাখার চেষ্টা করলাম।

আপনার জীবন রক্ষা করার জন্য এখনও কিন্তু আপনি আমাকে ধন্যবাদ জানাননি। মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে বললাম।

ঈশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা ছিল, এ ভাবে বাঁচার থেকে আমার মৃত্যুই শ্রেয়।

মানুষের দৃষ্টি যদি কাউকে খুন করতে পারত, তাহলে আমার মনে হয়, তখন সে আমায় তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাই করতে চাইছিল আমাকে। তারপর সে বিশ্রীভাবে আমাকে ধাক্কা দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজার সামনে একটু সময়ের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সে বলল, আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাব না, এখন তো নয়, কোন সময়েই নয়। তবে আপানর ঋণ আমি স্বীকার করি। কোন একদিন এই ঋণ আমি শোধ করে দেব।

সে চলে গেলে আমার হাতের মুষ্টি দৃঢ় হল, এবং আমার বুকের স্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর হল।



এগার

সেই রাতে আর কোন উত্তেজনার কাবণ ঘটেনি। পরদিন সকালে প্রাতঃরাশের পর ডেকে গিয়ে বসতেই মিসেস ব্লেয়ার আমাকে সম্ভাষণ জানালেন।

সুপ্রভাত জিপসী মেয়ে। আসুন আমার পাশে এসে বসুন। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, কাল রাতে

বোধহয় ভাল ঘুম হয়নি।

আপনি আমাকে কি নামে যেন সম্বোধন করলেন? বাধ্য মেয়ের মত তাঁর পাশে বসতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

কেন, আপনি তাতে কিছু মনে করলেন নাকি? নামটা আপনার বেলায় খুব খাটে। শুরুতে আপনাকে দেখেই এই নামে ডাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল। অন্য মেয়েদের সব গুণ আপনার মধ্যে দেখতে পেয়েছি। আমার যেন কেমন মনে হয়েছে, আপনি এবং কর্ণেল রেসের সঙ্গে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কথা বললেও এতটুকু বিরক্তবোধ করব না।

ভারি মজার ব্যাপার তো! আমি বললাম, আপনার সম্বন্ধেও আমি ঠিক একই ধরনের কথা বলে মানুষের মন জয় করতে পারেন। আপনি যেন একটা পরিপূর্ণ আনন্দধারা।

খুব একটা খারাপ উপমা তুমি দাওনি, এই দেখ, তোমাকে তুমি বলে ফেললাম বলে কিছু মনে করলে না তো? তুমি আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট, বলে তাই—

না, না, আমি কিছু মনে করিনি। আপনি অহেতুক কিন্তু হচ্ছেন মিসেস ব্লেয়ার।

যাক, তুমি আমাকে বাঁচালে, পরমুহূর্তেই তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, জিপসী মেয়ে, বল, তোমার নিজের সম্পর্কে কিছু বল। তুমি দক্ষিণ আফ্রিকায় কেন যাচ্ছ, আগে তাই বল?

বাবার জীবন সম্বন্ধে কিছু বললাম ওঁকে।

ও, তুমি তাহলে চার্লস বেডিংফিল্ড-এর মেয়ে? আমি ভাবলাম তুমি বুঝি অতি সাধারণ একজন কুমারী মেয়ে। তা তুমি কি আরও করোটির সন্ধানে ব্রোকেন হিলে যাচ্ছ?

যেতে পারি, খুব সতর্কতার সঙ্গে উত্তর দিলাম, অন্য আরও পরিকল্পনা আছে আমার।

সত্যি, কি রহস্যময়ী তুমি। কিন্তু আজ সকালে তোমাকে যেন বড্ড বেশি ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তোমার ভাল ঘুম হয়নি নাকি? অথচ আমায় দেখ, জাহাজে উঠলে আমার ভীষণ ঘুম পায়। ওরা বলে, আমি নাকি বোকার মত দশ ঘণ্টা ঘুমোই। ইচ্ছে করলে কুড়ি ঘণ্টাও ঘুমোতে পারি। একটু থেমে তিনি আমায় বললেন, দেখ না, গতকাল রাত্রে একটা গর্দভ স্টুয়ার্ড আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে সেই ফিল্ম-রোলটা দিতে এসেছিল, সে নাকি খুব কায়দা করে হাতের মুঠোর মধ্যে সেটা ধরে ফেলেছিল ওপর থেকে পড়তে দেখে।

ঐ যে আপানর কর্ণেল সাহেব আসছেন। আমার বলার সাথে সাথে উনি কেমন এসে পড়লেন, দেখেছেন?

না, উনি আমার কর্ণেল নন। সত্যি কথা বলতে কি জান জিপসী মেয়ে, উনি তোমার খুব প্রশংসা করেন। তাই বলে তুমি যেন আবার লজ্জা পেয়ে পালিয়ে যেও না।

ঠাণ্ডায় গলাটা কি রকম খুসখুস করছে, কেবিন থেকে মাফলারটা নিয়ে আসি। দ্রুত সেখানে থেকে ছুতো করে পালিয়ে এলাম। যে কারণেই হোক কর্ণেল রেসের সঙ্গ আমার ভাল লাগে না।

কেবিনে ঢোকা মাত্র একটা আগোছালো ভাব লক্ষ্য করলাম। আমার বরাবরের অভ্যাস, সব কিছু পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখা। তারপর ড্রয়ারটা খোলা মাত্র আমার বুঝতে অসুবিধে হল না, কেউ আমার ড্রয়ার খুলে থাকবে, কারণ ড্রয়ারের ভেতরের জিনিসপত্র তছনছ করা হয়েছে। অন্য ড্রয়ারগুলো এবং ঝুলন্ত কাপবোর্ডটা খুলে দেখি সেখানেও কারোর হাত পড়ে থাকবে। মনে হয়, কেউ কিছুর সন্ধানে আমার কেবিনে প্রবেশ করে থাকবে এবং তাড়াহুড়োর জন্য ড্রয়ারের জিনিসপত্র এমন বিশ্রী ভাবে যত্রতত্র ছড়িয়ে গেছে।

অতঃপর বাঙ্কের ওপর বসে ভাবতে থাকি, কে আমার কেবিনে অনুসন্ধান চালাতে পারে? আর কিসের খোঁজেই বা সে এসেছিল? সেই চিরকুটটার জন্য? যাতে সেই সাংকেতিক সংখ্যা এবং দুটো শব্দ লেখা ছিল? পরক্ষণেই মত বদলাতে হল। তা কি করে হয়? সে এখন অতীত। তার প্রয়োজন এখন ফুরিয়ে গেছে। তাহলে অন্য আর কি হতে পারে? ভাববার চেষ্টা করলাম। গতকাল রাতের সেই উত্তেজনাময় মুহূর্তের কথা ভাবতে গিয়ে ভাবলাম, সেই যুবকটি, যে আমার কেবিনের ভেতরে ঝড়ের গতিতে প্রবেশ করেছিল, সে কে হতে পারে? আগে কখনও তাকে এই জাহাজে দেখিনি। সে কি জাহাজ কোম্পানীর লোক, না কি শুধুই যাত্রী? আর কেই বা তাকে ছোরা মারতে গেল? কারণই বা কি থাকতে পারে? সে

যাইহোক, সতের নম্বর কেবিন তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। বড় অদ্ভুত, বড় রহস্যময় সব যেন। কিন্তু কোন সন্দেহ নেই, কিলমর্ডেন ক্যাসেল-এ একটার পর একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এক এক করে শেষ পর্যন্ত আমাদের কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে, কে জানে!

আমাকে এবার একটু সতর্ক হতে হবে। আমার সন্দেহের তালিকায় নামগুলো মনে করার চেষ্টা করলাম।

প্রথমেই আমার মনে হল স্যার ইউসটেস পেডলারের নাম। ভদ্রলোক মিল হাউসের মালিক। তাঁর কিলমর্ডেন ক্যাসেল জাহাজে ভ্রমণ আপাতদৃষ্টিতে সেটা কাকতালীয় বলে মনে হলেও, একটা যোগসূত্র যেন থেকে যায় কোথাও।

তারপর মিঃ প্যাগেটকে আমার সন্দেহ হয়। লোকটার বিশ্রী মুখ দেখলেই মনে হয়, লোকটা যেন ঘাঘু আসামী। সতের নম্বর কেবিনের দখল নিয়ে কেন সে অমন বিশ্রী ব্যবহার করল? এখন খবর নিয়ে জানতে হবে, সত্যিই কি সে স্যার ইউসটেস পেডলারের সঙ্গী হয়ে এখানে এসেছে?

সব শেষে আমার সন্দেহের তালিকায় রেভারেণ্ড এডওয়ার্ডের নাম তো উল্লেখযোগ্য অবশ্যই। সতের নম্বর কেবিনের দাবীদার ছিল সে-ও। কিন্তু এই লোকটার সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হচ্ছে, ওর সম্বন্ধে আমার ধারণা হয়ত ভুলও হতে পারে।

তাড়াতাড়ি গলায় রুমাল (মাফলারের বিকল্প) জড়িয়ে আবার আমি ওপরের ডেকে উঠে এলাম। মিঃ এডওয়ার্ডকে রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। ওঁর সামনে গিয়ে গতকালের সেই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিতে ভুললাম না। তারপরে আমার প্রশ্ন হল, আপনি কি এই প্রথম আফ্রিকায় যাচ্ছেন?

হ্যাঁ, দক্ষিণ আফ্রিকায় এই প্রথম, উত্তরে তিনি বলেন, তবে পূর্ব আফ্রিকায় নরমাংসভোজী আদিবাসীদের মধ্যে বছর দুই আমি কাটিয়ে এসেছি।

দারুণ রোমাঞ্চকর ব্যাপার তো! আপনি নিশ্চয়ই অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন?

মানে ওরা আপনাকে যে খেয়ে ফেলেনি, এই যথেষ্ট।

মিস বিডিংফিল্ড, ওদের মত পবিত্র মানুষের সম্বন্ধে এ রকম বিশ্রী ধারণা পোষণ করা ঠিক নয়।

নরমাংসভোজী মানুষরা যে পবিত্র হয়, আমার তা জানা ছিল না।

কথাটা বলামাত্র আমার মনে একটা সন্দেহ জাগল সঙ্গে সঙ্গে। মিঃ এডওয়ার্ড যদি সত্যিই আফ্রিকার ভেতরে দু'বছর কাটিয়ে থাকেন, তাহলে কেনই বা ওঁর মুখটা আরো বেশি রোদে পোড়া তামাটে ধরনের হল না? ওঁর গায়ের চামড়া শিশুদের মতই নরম এবং ফর্সা সাদা। তাই যদি হয়, কেন, কেন উনি আমার কাছে এমন মিথ্যে ভাষণ দিতে গেলেন? এই মিথ্যে ভাষণের কি-ই বা প্রয়োজন ছিল বুঝতে পারি না।

উত্তরটা আমি পেয়ে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে। আমার মনের মধ্যে যখন মিঃ এডওয়ার্ডকে নিয়ে একরাশ প্রশ্নের ঝড় উঠেছিল, ঠিক সেই সময়ে স্যার ইউসটেস পেডলারকে ডেকেরর পাশ দিয়ে চলে যেতে দেখলাম। মিঃ এডওয়ার্ডের সামনা সামনি এসে দাঁড়িয়ে পড়ে তিনি মেঝের ওপর থেকে একটা কাগজের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে সেটা ওঁর হাতে তুলে দিতে গিয়ে বললেন, ভুল করে এটা বোধহয় আপনি ফেলে দিয়ে থাকবেন।

তারপর তিনি আর সেখানে দাঁড়ালেন না, সম্ভবত মিঃ এডওয়ার্ডের ইতস্ততঃ ভাবটা তিনি দেখতেও পেলেন না। মিঃ এডওয়ার্ড যে জিনিসই ফেলে থাকুন না কেন, সেটা ফিরে পাওয়ায় তাঁর মনে দ্বিধা, শঙ্কা দেখা দিল বলে মনে হল। এই মুহূর্তে তাঁর মুখ দেখে মনে হল, এই সামান্য কয়েক সেকেণ্ডে তাঁর বয়স যেন অনেক বেড়ে গেছে, তাঁকে খুব রোগাটে দেখাচ্ছিল। সেই কাগজের টুকরোটা হাতের চেটোয় দলা পাকিয়ে ছোট্ট একটা বলের আকারে পরিণত করে ফেললেন তিনি নিমেষে। তাতে আমার সন্দেহ আরো ঘনীভূত হল।

গীর্জায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য একটা উপদেশবাণীর খসড়া তৈরী করছিলাম, মিঃ এডওয়ার্ড সেই চিরকুটটার ব্যাখ্যা করলেন আমার কাছে।

একটু পরেই আমার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন তিনি। এই রকম একটা চিরকূট আমিও একদিন কুড়িয়ে নিয়েছিলাম, তবে স্যার ইউসটেস পেডলার তুলে দেননি আমাকে। এখন একটা কথা পরিষ্কার, আমার সন্দেহের তালিকা থেকে মিঃ এডওয়ার্ডকে কখনই বাদ দেওয়া যায় না। বরং তিনজনের মধ্যে তাঁকে আমার এক নম্বর সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসেবেই চিহ্নিত করতে ইচ্ছে হল।

মধ্যাহ্ন-ভোজের*পর কফি পান করার জন্য লাউঞ্জে গিয়ে দেখি স্যার ইউসটেস এবং প্যাগেট বসে আছেন মিসেস ব্লেয়ার এবং কর্ণেল রেসের সঙ্গে। তাঁদের আলোচনা শুনে জানা গেল, ল্যাটিন এবং ইতালীয় ভাষার মধ্যে কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ তা নিয়ে জোর তর্ক-বিতর্ক চলছে। মিসেস ব্লেয়ারের বক্তব্য, ইতালীয় ভাষা সব থেকে প্রিয় তাঁর।

আচ্ছা প্যাগেট, স্যার ইউসটেস তাঁর সেক্রেটারীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, ফ্লোরেন্সে গিয়ে তোমার অভিজ্ঞতাও কি এই রকম?

হয়ত কোন কারণে হঠাৎ এই প্রশ্নটা প্যাগেটকে বেশ চিন্তায় ফেলল এবং উত্তেজিত করে তুলল, তোতলাতে তোতলাতে সে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠি—ঠি—ঠিক তা——তা—তাই— তারপর তাড়াতাড়ি ক্ষমা চেয়ে নিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করল সে।

আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়, বোধহয় প্যাগেট ছোকরাটা ফ্লোরেন্সে গিয়ে কোন গর্হিত কাজ করে থাকবে, স্যার ইউসটেস তাঁর সেক্রেটারীর অপসৃয়মান দেহর দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন, এর আগেও আমি কয়েকবার লক্ষ্য করেছি, ফ্লোরেন্স কিংবা ইতালীর প্রসঙ্গ উঠলেই হয় সে সেই প্রসঙ্গ পাল্টাবার চেষ্টা করে, তা না হলে পালাবার চেষ্টা করে।

সম্ভবত সে হয়ত সেখানে কাউকে খুন করে থাকবে, মিসেস ব্লেয়ারের কথায় সন্দেহের ছায়া পড়ে, আমি আপনার বিশ্বাসে আঘাত করতে চাই না, তবু না বলেও থাকতে পারছি না, আমার কি মনে হয় জানেন, ওকে ঠিক খুনীর মতই দেখায় এক এক সময়।

হ্যাঁ, এ কথা আমাদের মনে হয়েছে বৈকি। সেই সঙ্গে আবার মজাও উপভোগ করেছি এই ভেবে যে, ওর মত আইন সচেতক এবং কর্তব্যপরায়ণ লোক কি করে খুনী হতে পারে?

আচ্ছা স্যার ইউসটেস, কর্ণেল রেস এবার প্রশ্ন করল, আমার ধারণা, ও আপনার কাছে বেশ কিছুদিন ধরে আছে, তাই না?

বছর ছয় তো বটেই, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন স্যার ইউসটেস।

তাহলে তো আপনার কাছে সে একজন অপরিহার্য ব্যক্তি বলুন, মিসেস ব্লেয়ার মন্তব্য করলেন।

হ্যাঁ, অপরিহার্যই বটে! কথাটা বলতে গিয়ে বেচারা ইউসটেস-এর সারাটা মুখে বিমর্ষ ছাপ পড়তে দেখা গেল। মিঃ প্যাগেট তাঁর যত না অপরিহার্য তার থেকেও বুঝি বেশি যন্ত্রণার। তারপর তিনি ব্যস্ত হয়ে আবার বললেন, তবে তার মুখ দেখে আপানর মনে হবে, সত্যি লোকটা বিশ্বাসী। কোন খুনীকে এমন বিশ্বাসী বলে মনে হয় না।

তারপরেই আমাদের আলোচনা ভেঙ্গে যায়। মিসেস ব্লেয়ার নিচে নেমে গেলেন ঘুমোবার জন্য। আর আমি ডেকের উপর উঠে এলাম। কর্ণেল রেস আমাকে অনুসরণ করল।

কর্ণেল রেস সম্বন্ধে আমার কেমন একটু অদ্ভুত দুর্বলতা আছে। আমার আদর্শ পুরুষ, শান্তশিষ্ট স্বভাবের রোডেসীয় ভালমানুষ যেন সে। সম্ভবতঃ আমি ওকে বিয়ে করতে পারি। অন্য সব মেয়ে যেমন মনের মত কোন পুরুষের সান্নিধ্যে এলেই তাকে তাদের স্বামী কিংবা প্রিয় বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে নিতে দ্বিধা করে না, আমার এখন মনের অবস্থাও ঠিক তাদেরই মত, কারণ আমিও তো নারী, নারীর এই বিশেষ ধর্ম থেকে সরে থাকি কি করে?

তাই সেদিন সন্ধ্যায় আমি ওর সঙ্গে বহুবার নাচলাম। ভালই নাচে সে। নাচ শেষ হওয়ার পর আমি যখন বিছানায় ফিরে যাওয়ার কথা চিন্তা করছিলাম ও তখন প্রস্তাব দিল ডেকে গিয়ে কিছুক্ষণ বসার জন্য। ওর কথায় আমি রাজী হয়ে যাই। দুটো ডেক চেয়ারে আমরা পাশাপাশি বসলাম দুজনে। কাছে পিঠে তৃতীয় কোন ব্যক্তি আমার চোখে পড়ল না তখন।

কথায় কথায় কর্ণেল রেস আমাকে বলল, জানেন মিস বেডিংফিল্ড, আমার যতদূর মনে পড়ে আমি যেন একবার আপনার বাবার সাথে মিলিত হয়েছিলাম। ভারি চমৎকার মানুষ তিনি। ওঁর রিসার্চের বিষয়বস্তু আমার খুব প্রিয় তাই বোধহয় ওঁকে আমর খুব ভাল লেগেছিল।

এরপর আমাদের আলোচনা প্রত্নবিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়ে সীমাবদ্ধ হল। কিন্তু এ ব্যাপারে ওঁর মুখ থেকে কয়েকটা ভুল তথ্য উচ্চারিত হতে শুনে আমার মনে ওর সম্বন্ধে কেমন যেন সন্দেহ জাগল।

রাত তখন বারোটা হবে, নিজের কেবিনে ফিরে এসে ভাবতে বসলাম। তখনও আমার কানে কর্ণেল রেসের ভুল তথ্য প্রকাশের কথাগুলো ভাঙ্গা গ্রামোফোন রেকর্ডের মত বার বার প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, আর আমি তখন অবাক হয়ে ভাবছিলাম, আচ্ছা ও কি এ ব্যাপারে আমার জ্ঞান যাচাই করার জন্য ইচ্ছে করে বার বার ভুল তথ্য প্রকাশ করে আমাকে ভুল পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় আছে? নাকি যাচাই করে জেনে নিতে চায় সত্যি সত্যি আমি অ্যানি বেডিংফিল্ড কিনা?

কেন, কেন হঠাৎ ওর এমন মনোভাব হল?



বার

স্যার ইউসটেস পেডলারের দিনলিপির সারমর্ম

জাহাজের জীবন বেশ শান্তিময়। তবু এরই মধ্যে চোলস্টার বার-এ ঢুকে অহেতুক হৈ-হুল্লোড় করে মানুষ যে কি আনন্দ পায় সব সময় সেটা আমার কাছে রহস্যময় বলে মনে হয়। যাই হোক, এর থেকে বোঝা যায় যে, পৃথিবীতে এমন অনেক বোকা লোকও আছে। এরাই আবার ঈশ্বরের প্রশংসা করে এভাবে টিকে থাকার জন্য।

সৌভাগ্যবশতঃ আমি একজন চমৎকার নাবিক। কিন্তু বিচারা প্যাগেট ঠিক আমার মত নয়। সোলেণ্ট ছেড়ে আসার পরেই অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। আমার ধারণা, আমার আর একজন সেক্রেটারীও সামুদ্রিক অসুস্থতায় ভুগছে। তবে সে এখন বেপাত্তা। আর এই কারণেই আমার আবার এও মনে হয় যে তার অসুস্থতার পিছনে কোন রাজনৈতিক চাল থাকলেও থাকতে পারে।

সামগ্রিক ভাবে প্রায়ই সবাই অসুস্থ বলা যায়। তবু এরই মধ্যে দু'জন চমৎকার ব্রীজ খেলোয়াড় এবং একজন সুন্দরী মহিলা মিসেস ক্লারেন্স ব্যতিক্রম। ভদ্রমহিলার সঙ্গে আগেই আমি মিলিত হয়েছিলাম টাউনে।

জাহাজে উঠে কোন কাজের কাজ করা যায় না। একথা ঠিক যে, আমি আমার প্রকাশককে গ্রীষ্ম কালে আমার 'স্মৃতিচারণ' লিখে দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। কিন্তু লিখেই বা কি হবে? স্মৃতিচারণ সত্যি কে-ই বা পড়ে? প্যাগেটের সততার ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। ওর ওপর আমার কেমন মায়া হল। বললাম, বৎস, এখনো তোমাকে খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে। তোমার এখন সূর্যের আলোর নিচে ডেক-চেয়ারে বসে বিশ্রাম নেওয়া উচিত। না, এখন আর একটা কথাও নয়, সম্পূর্ণ বিশ্রাম।

তারপরেই জানলাম, বাড়তি কেবিনের ব্যাপারে সে বেশ উদ্বিগ্ন।

স্যার ইউসটেস, আপনার কেবিনে কাজ করার মত একটুও জায়গা নেই। বাক্স প্যাঁটরাগুলো বুঝি ভর্তি ঘর।

ওর কথার ধরণ দেখে মনে হল, সে ভেবেছে, বাক্স-প্যাঁটরাগুলো বুঝি গুবরে-পোকায় ভর্তি হয়ে আছে, যার জন্য সেখানে কাজ করা অসম্ভব।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, ঠিক আছে, তোমার জন্য একটা বাড়তি কেবিনের ব্যবস্থা করব।

কাজটা খুবই সহজ। কিন্তু প্যাগেটের ঐ অদ্ভুত স্বভাব, সব জিনিসকে জটিল এবং রহস্যময় করে তোলাটা তার যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। পরদিন সে এক চক্রান্তকারীর মত মুখ করে আমার সামনে এসে বলল। আপনি আমাকে ১৭ নম্বর কেবিনটা অফিস-ঘর করার কথা বলেছিলেন?

বলেছিলাম বৈকি! কেন বাক্স-প্যাঁটরাগুলো কি দরজার সামনে জ্যাম হয়ে আছে?

না, তবে স্যার ইউসটেস, আমি আপনাকে আগে থেকে বলে রাখছি। ঐ কেবিনটা সম্বন্ধে একটা ভয়ঙ্কর গুজব শোনা যাচ্ছে।

কিসের গুজব? ভূতের? আমি তাকে হাসতে হাসতে বললাম, ভয় নেই, লোহার টাইপরাইটারে ভূত কখনো স্পর্শ করবে না।

তারপরেও প্যাগেট যা বলল, এই রকম ঃ ভূতের ভয়ের জন্য আতঙ্কিত নয় সে। আসলে ১৭ নম্বর কেবিনের দখল সে পায়নি আদৌ। সে আমাকে সুদীর্ঘ কাহিনী শোনাল। শেষ পর্যন্ত মিস বেডিংফিল্ডই নাকি সেই কেবিনের অধিকার পায় এবং তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসে প্যাগেট।

অত ঝগড়ার কি দরকার ছিল বৎস, আমি তাকে ধমক দিয়ে বললাম, ১৭ নং কেবিনের কথা আমি তোমাকে বলেছিলাম বটে, তখন সেটা খালি ছিল বলে। কিন্তু তার জন্য মারামারি করার কথা আমি কখনই বলিনি। ১৩ কিংবা ২৮ নং কেবিন পেলেও আমাদের চলে যেত, যেত কিনা?

আমার কথা শুনে তাকে একটু আহত হতে দেখলাম।

কিন্তু আপনি জানেন না স্যার, ঐ কেবিনের একটা বিরাট রহস্য আছে নিশ্চয়ই, প্যাগেট তার সিদ্ধান্তে অটল থেকে বলে, কেবিনটা মিস বেডিংফেল্ড পেলে কি হবে, আজ সকালে চিকেস্টারকে চোরের মত সেই কেবিন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম।

জ্বলন্ত চোখে আমি তার দিকে তাকালাম। লোকটা খৃষ্টধর্ম প্রচার করে বেড়ায়, যদিও তার দৃষ্টিতে এমন এক যাদু আছে যা বেডিংফিল্ড-এর মত কিশোরীদের আকর্ষণ করার পক্ষে যথেষ্ট, ঠাণ্ডা গলায় আমি তাকে বললাম, তাছাড়া অ্যানি বেডিংফিল্ড-এর মতো নিষ্পাপ ফুলের মত সুন্দর মেয়ে আমি এখানে খুব কম দেখেছি। আহা, ওর পা দুটোই বা কি চমৎকার!

বেডিংফিল্ড-এর সুন্দর পা-এর প্রশংসা আমি যে করতে পারি, এটা প্যাগেটের আদৌ পছন্দ নয়। প্যাগেটকে আরও বিরক্ত করার জন্য আমি বললাম, মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় হলে ওকে বল, কাল রাতে আমাদের সঙ্গে যেন নৈশভোজ সারে ও। কাল এখানে ফ্যান্সি পোষাকে নাচের ব্যবস্থা আছে। ভাল কথা, এখুনি তুমি জাহাজের নাপিতের কাছে নিয়ে আমার জন্য একটা ফ্যান্সি কসটিউম পছন্দ করে নিয়ে এস।

না, আপনি কখনই ফ্যান্সি পোষাকে সেখানে যেতে পারবেন না, প্যাগেটের কথায় কেমন একটা আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠতে দেখা যায়।

কি বলতে চাইছ তুমি? জোর গলায় আমি আবার বললাম, অবশ্যই আমি ফ্যান্সি পোষাক পরব। অতএব এখুনি আমার সেই পোষাকের ব্যবস্থা কর।

কিন্তু আমার মনে হয় না, আপনার মাপের কসটিউম পাওয়া যাবে।

প্যাগেটের ঐ এক স্বভাব, সব কাজেই যে ভাবে হোক বাধা সৃষ্টি করা! তাই আমি তার কথায় কোন পাত্তা না দিয়ে বললাম, আর সেই সঙ্গে একটা সেলুনে ছ'জনের মত একটা টেবিল সংরক্ষণের ব্যবস্থা কর, ক্যাপ্টেন, সুন্দর সুডৌল পায়ের সেই মেয়েটি এবং মিসেস ব্লেয়ার আমাদের—

কিন্তু কর্ণেল রেসকে বাদ দিয়ে মিসেস ব্লেয়ারকে আপনি পাবেন না, প্যাগেট আমার কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলে, তাছাড়া আমি জানি কর্ণেল রেস ওঁকে আগের নৈশভোজে আপ্যায়ন করেছেন।

প্যাগেটের এই সবজান্তা ভাব আমার আদৌ পছন্দ নয়। তাই বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কে এই রেস?

সবাই বলাবলি করে, উনি নাকি সিক্রেট সর্ভিসের লোক। বন্দুকের নলের মতই ভয়ঙ্কর তিনি। অবশ্য খবরটা কতদূর সত্যি আমার তা জানা নেই। একটু থেমে সে আবার বলল, জানেন স্যার ইউসটেস,

সমস্ত ব্যাপারটাই ভয়ঙ্কর। এই ধরুন না, আমাদের যাত্রার শুরুতেই আমার অসুখটা একটা বিরাট রহস্য— আমার বিশ্বাস, ইচ্ছাকৃত ভাবে কেউ আমার সুস্থ শরীরটা বিষাক্ত করে দিয়ে থাকবে।

আঃ, কি যা তা বলছ? রেবার্ন-এর সঙ্গে দেখা করেছ? অনেকদিন ওকে দেখিনি?

অস্বীকার করল না প্যাগেট। যাইহোক স্যার, উনিও আমার মত তাই মনে করেন। ওঁর কথা শুনে মনে হয়েছে, এ ব্যাপারে উনি খুব ভালই নজর রাখেন।

সত্যি কি চমৎকার লোক তুমি প্যাগেট, আমি তাকে বিদ্রূপ করে বললাম, তোমার চিন্তাধারা তোমার সঙ্গেই ছুটছে। আমি যদি তোমার অবস্থায় পড়তাম, তাহলে আমি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও শেষ বারের মত মনের সুখে অন্তত একবার নেচে নিতাম।

আমার কথায় বোধহয় হুল ছিল, তাই তার মুখ হঠাৎ বন্ধ হলো। অতঃপর আমি ডেকে ফিরে এলাম। মিস বেডিংফিল্ড তখন গভীর ভাবে কি যেন আলোচনা করছিল সেই ধর্মপ্রচারক চিকেস্টারের সঙ্গে। মেয়েরা সবসময় একটু তোষামোদপ্রিয় হয়ে থাকে।

দীর্ঘদেহী বলে নিচের দিকে ঝুঁকতে আমার খুব অসুবিধে হয়। তা সত্ত্বেও ওদের সামনে একটা কাগজের টুকরো পড়ে থাকতে দেখে এক রকম বাধ্য হয়েই সেটা কুড়িয়ে ওদের সামনে মেলে ধরলাম, মনে হয় ওদের দুজনের মধ্যে কারোর সেটা হতে পারে। কিন্তু আমার এই অযাচিত কষ্ট স্বীকারের বিনিময়ে সামান্য একটু ধন্যবাদও পেলাম না ওদের কাছ থেকে। ভাল করে পড়তেও পারিনি। তবে কেবলমাত্র একটি বাক্যই লেখা ছিল সেই চিরকুটে ঃ

অযথা নাক গলানোর চেষ্টা করো না, তাহলে ফল ভাল হবে না।

প্রাপকের কাছে লেখাটা চমৎকার নিশ্চয়ই। আশ্চর্য হয়ে ভাবি, কে এই চিকেস্টার?

ছোকরাকে দেখতে তো পালকের মতই নরম। তবে তার সম্বন্ধে প্যাগেটকে জিজ্ঞেস করব। প্যাগেট লোকটা সবজান্তা, মনে হয় তার ব্যাপারে সে কিছু জানলেও জানতে পারে।

বেশ কায়দা করে মিসেস ব্লেয়ারের পাশে ডেক-চেয়ারে দেহটা এলিয়ে দিয়ে ওঁর এবং রেসের আলোচনায় বাধা দিয়ে বললাম, জানি না আজকাল কি কারণে যে ধর্মযাজকরা জাহাজে ভ্রমণ করে! তারপর আমি মিসেস ব্লেয়ারকে নাচের ফ্যান্সি পোষাকে রাতের নৈশভোজে আমন্ত্রণ করলাম। সেই সঙ্গে রেসের নামও আমার আমন্ত্রণের তালিকাভুক্ত হয়ে গেল।

মধ্যাহ্নভোজের পব মিস বেডিংফিল্ড আমাদের টেবিলে এসে বসল। বলা বাহুল্য কফিও খেল সে। তার পা দুটো সুন্দর সুডৌল এবং মসৃণ। এমন সুন্দর পা এই জাহাজে অন্য কারোর বোধহয় নেই। আমি অবশ্যই ওকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানাব।

আমার জানতে খুব ইচ্ছে হয়, ফ্লোরেন্সে এমন কি গর্হিত কাজ করে এসেছে যে কারণে ইতালীর প্রসঙ্গ উঠলেই কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়ে সে। তাকে আমার অনেক আগেই সন্দেহ করা উচিত ছিল।



তের

এ যেন এক রহস্যময় সন্ধ্যা। এমন এক অদ্ভুত সন্ধ্যা বুঝি আমার জীবনে আগে কখনো আসেনি। একমাত্র টেডি বীয়ারের কসটিউমই আমার দেহের সঙ্গে মানানসই হল। ইংলণ্ডে শীতের সন্ধ্যায় কোন সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে ভল্লুকের কসটিউম পরে নাচতে আমার কোন সংকোচ বোধ হয় না, তবে এখানে এমন গরম আবহাওয়ায় ঠিক ঠিক মানায় না।

মিসেস ব্রেয়ার কসটিউম পরতে রাজি হন নি। আর কর্ণেল রেস তাঁর একান্ত অনুগামী। তবে অ্যানি বেডিংফিল্ড-এর পছন্দ জিপসী কসটিউম এবং সেই পোষাকে ওকে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল। মাথা ধরেছে বলে প্যাগেট অনুপস্থিত। তার পরিবর্তে রীভসকে আমি আহ্বান জানাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্রমিক পার্টির সে একজন প্রতিনিধি প্রয়োজনীয় খবরাখবর পাই বলে আমি তাকে আমার সঙ্গী করে নিয়েছি।

নাচের মধ্যে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা আছে, সারা শরীরে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন এনে দেয় যেন। অ্যানি বেডিংফিল্ড-এর সঙ্গে দু' দুবার নাচলাম এবং ইচ্ছে না থাকলেও নাচ ও ভালবাসে সেই ভানটুকু করতে হল ওকে আমার খাতিরে। মিসেস ব্রেয়ারের সঙ্গে একবাার মাত্র নাচলাম, ওঁর মধ্যে কোন ভনিতা ছিল না। অন্য সুন্দরী মেয়েদের পছন্দ হলেও ওদের নিরাশ করতে হল আমাকে।

তারপর এক সময়ে নৈশভোজে মিলিত হলাম আমরা। শ্যাম্পেনের ফরমাস দিলাম, কিন্তু স্টুয়ার্ড পরামর্শ দিল ক্লিকোট ১৯১১-এ। তার পরামর্শে আমি রাজী হয়ে গেলাম। তবে আমি লক্ষ্য করলাম, এতক্ষণ আমি সবার থেকে বেশি কথা বলছিলাম, কিন্তু ড্রিঙ্ক করার পর কর্ণেল রেস কথা বলায় যেন আমাকে ছাড়িয়ে গেল। সে তখন আমাদের পার্টির নায়ক। অনেক ঠাট্টা-তামাশা করল সে আমার দিনলিপি লেখার ব্যাপারে।

মিঃ পেডলার, আজকের দিনে আপনার অতীতেব সব অদূরদর্শিতার কথা মনে করিয়ে দেবে।

প্রিয় রেস, আমি তাকে বললাম, আমি আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি আমাকে যতটা বোকা ভাবছেন, আমি ঠিক তা নই। হয়ত আমার কাজে ভুলচুক হতে পারে, কিন্তু সে সব কথা আমি কখনই আমার দিনলিপিতে লিখে রাখতে যাব না।

কর্ণেল রেস, বিস্ফারিত চোখে কর্ণেলের দিকে তাকিয়ে মিস বেডিংফিল্ড বলল, আপনার জীবনটা দেখছি দারুণ বৈচিত্র্যে ভরা।

এইসব মেয়েদের স্বভাবই এই রকম। ডেসডেমোনার কাছে নিজের গল্পের জাল বুনে তাকে মোহিত করেছিল ওথেলো। কিন্তু ডেসডেমোনা যেভাবে গভীর মনোযোগ সহকারে গল্প শুনেছিল তাতে কি অবাক হতে হয়নি ওথেলোকে?

যাই হোক, মেয়েটির কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে অতঃপর কর্ণেল একটা সিংহের কাহিনী বলতে শুরু করল। একটা লোক অনেক সিংহকে গুলি বিদ্ধ করে, আবার সেই লোকটাই নাকি অন্যায় সুযোগ নিয়ে বহু লোককে প্রতারণা করে। এই সময় কেন জানি না আমার মনে হল, এই সময় আমাদের একটা সিংহের গল্প বলা দরকার।

ভাল কথা, আমি মন্তব্য করলাম, এই প্রসঙ্গে একটা চমকপ্রদ গল্পের কথা আমার মনে পড়ে গেল। গল্পটা আমার শোনা। আমার এক বন্ধু পূর্ব আফ্রিকায় শিকার করতে গিয়েছিল। কোন কারণে একদিন রাত্রে টেণ্ট থেকে বেরিয়ে আসে সে এবং সেই সময়ে মৃদু গর্জন শুনে চমকে পিছন ফিরে তাকাতেই ও দেখে একটা সিংহ তখন তার ওপর লাফিয়ে পড়ার অপেক্ষায় প্রহর গুণছে। ওদিকে সে তার রাইফেলটা টেণ্টে ফেলে এসেছিল। দ্রুত মনস্থির করে নিয়ে সে টেণ্টের দিকে লাফ দিতেই সিংহটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। দ্বিতীয়বার সিংহটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আগের মত একইভাবে টেণ্টের দিকে লাফ দেয় সে, এবারও সিংহটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তৃতীয়বারও আগের দুবারেরর মত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ইতিমধ্যে ও তখন টেণ্টের প্রবেশ পথের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবং টেণ্টের ভিতরে ছুটে গিয়ে মুহূর্তে সে তার রাইফেলটা হাতে তুলে নেয়। ততক্ষণে সিংহটা উধাও। বন্ধু তখন স্তব্ধ, হতবাক। টেণ্টের চারধারে অনেক খোঁজাখুঁজি করল, কিন্তু সিংহের আর কোন সাড়া-শব্দ পেলনা।

তাদের মুখের ভাব দেখে মনে হল, আমার কাহিনী তাদের মনে ধরেছে। তাই শ্যাম্পেনের গ্লাসে কয়েক চুমুক দিয়ে নতুন করে আবার আমি কাহিনী বলতে শুরু করলাম, এই বন্ধুটির দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা আরও বেশি রোমাঞ্চকর এবং চমকপ্রদ। শিকার শেষে বাড়িতে ফিরছিল যখন তখন রোদ ওঠার আগেই ও তাব গন্তব্যস্থলে তাড়াতাড়ি পৌছনোর জন্য খুব উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। তাই তার বন্ধু অনুচরদের গাড়ীতে

খচ্চর জোতার জন্য হুকুম করল। তারপর হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খচ্চরগুলো ছুটতে শুরু করল রাতের অন্ধকারে। কিন্তু হঠাৎ খচ্চরগুলোর শক্তি এত বেড়ে গেল কি করে? পরে দিনের আলো ফুটে উঠতে দেখা গেল,। গাড়ীতে একটা সিংহকেও জোতা হয়েছিল।

এ গল্পও খুব ভাল লাগল শ্রোতাদের। কিন্তু আমার সন্দেহ, আমার বন্ধু শ্রমিক সদস্যের কাছে এই কাহিনী বোধহয় তেমন মনঃপুত হয়নি। তার মুখটা অসম্ভব থমথমে এবং গম্ভীর দেখাচ্ছিল।

রোডেসিয়ায় আমাকে যেতেই হবে, মিসেস ব্লেয়ারকে কেমন উত্তেজিত বলে মনে হল। কর্ণেল, আপনার মুখ থেকে গল্প শোনার পর আর তো চুপচাপ বসে থাকা যায় না যেতেই হবে আমাকে। যদিও পাঁচ দিনের ট্রেনযাত্রা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, তবু আমি যাবই!

মাত্র আর এক সপ্তাহ পরেই আমরা দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছচ্ছি। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিসেস ব্লেয়ার।

আঃ! দক্ষিণ আফ্রিকা, আবেগভরা কণ্ঠে আমি বলে উঠলাম এবং সম্প্রতি কলোনিয়াল ইন্সটিট্যুটে দেওয়া আমার বক্তৃতা আবৃত্তি করলাম, সারা পৃথিবীকে দেখানোর জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার কত কি না আছে! কি নেই? তার ফলের বাগান, তার কৃষিজাত দ্রব্য, তার উল, তার সোনা, তার হীরে—

আমি তখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, কারণ আমি জানি, এখুনি রীভস এসে পড়বে, আর ও আমাকে কানে কানে জানিয়ে দেবে, আমার সব গোপনতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যাবে, কারণ সেখানকার জন্তু-জানোয়ারেরা এখন আর খাঁচার বাইরে থাকে না, তারা বন্দী হয়ে আছে। অতএব আমার কল্প-গল্প মার খেতে বাধ্য। যাইহোক, হীরের প্রসঙ্গে সেটা চাপা পড়ে গেল মিসেস ব্লেয়ারের কথায়।

হীরে!

হীরে! কোন রকমে দম নিতে নিতে মিসেস বেডিংফিল্ডও কৌতূহল প্রকাশ করল।

তারা দুজনেই প্রশ্নটা করল কর্ণেলের উদ্দেশ্যে।

আমার অনুমান, আপনি নিশ্চয়ই কিমবার্লিতে গিয়েছিলেন?

গিয়েছিলাম বৈকি, কিন্তু সে কথা বলার সুযোগ পাইনি। প্রশ্নের উত্তর ভালই জানা আছে তার। মহামূল্যবান খনিজ সামগ্রীর ওপরে। প্রতি মুহূর্তে কড়া নজর পড়ে তাদের ওপর। ডি বীয়ার্স সব রকম সতর্কতা নিয়ে থাকে।

তাহলে কি কোন হীরে চুরি করা কি একেবারেই অসম্ভব? প্রশ্ন করলেন মিসেস ব্লেয়ার।

কোন কিছুই অসম্ভব নয় মিসেস ব্লেয়ার। যে কোন মুহূর্তে চুরি হতে পারে। কেন, আমি আপনাদের সেই কাফ্রির গল্পটা বলিনি? কেমন করে সে তার দেহের ক্ষতস্থানে একটা হীরের টুকরো লুকিয়ে রেখেছিল?

হ্যাঁ, তবে একটা দুটো হীরে চুরির কথা আমি বলছি না, অনেক হীরে চুরি করা যায় কি?

যুদ্ধের ঠিক আগে আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে পেডলার, কর্ণেল বলে, সেই সময়ে আপনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন।

মাথা নেড়ে আমি সায় দিলাম।

বলুন, বলুন সেই গল্প! চিৎকার করে উঠল মিস বেডিংফিল্ড।

হাসল কর্ণেল। তাহলে শুনুন, বলে সেই কাহিনী বলতে শুরু করল, স্যার লরেন্স আর্ডসলের নাম আপনারা সবাই নিশ্চয়ই শুনেছেন? দক্ষিণ আফ্রিকার একজন বিরাট স্বর্ণ ব্যবসায়ী ছিলেন। তবে তাঁর ছেলের মাধ্যমে রাতারাতি তাঁর নাম সবার মুখে মুখে আলোচ্য হয়ে দাঁড়ায় একদিন। আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, যুদ্ধের ঠিক আগে হঠাৎ একটা গুজব রটে যায় যে, ব্রিটিশ গায়নার জঙ্গলে আর এক নতুন কিমবার্লি লুকিয়ে আছে, সেখানে মূল্যবান হীরের খনি আবিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সময় খবরে প্রকাশ, দুজন আবিষ্কারক সেই অংশ থেকে ফিরে আসে, সঙ্গে নিয়ে আসে বড় বড় সাইজের উল্লেখযোগ্য হীরের টুকরো। এই যুবক, জন আর্ডসলে এবং তার বন্ধু লুকাস দাবী করে বসে, তারা সেই জায়গায় বিরাট কার্বনের খনি আবিষ্কার করে ফিরছে। তারা কিমবার্লিতে এল। সেই হীরেগুলো কয়েক প্যাকেট মোড়া হয়। সেগুলো একটা সেফে রাখা ছিল, যার দুটি চাবি দুজন ভিন্ন লোকের কাছে থাকত, অপরদিকে তৃতীয় ব্যক্তি সেই

সেফের চাবি খোলার রহস্যটা জানত। একদিন সেই হীরের প্যাকেটটা ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয়, এবং সেই ব্যাঙ্ক সেগুলো ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেয়। এক একটা প্যাকেটের মূল্য প্রায় এক লক্ষ পাউণ্ড।

এখানে একটু থেমে কর্ণেল আবার বলতে থাকে, তবে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কেমন যেন সন্দেহ হয়, আসল হীরেগুলো সেই সব প্যাকেট থেকে হয়ত চুরি গিয়ে থাকতে পারে। প্যাকেটগুলো খোলা হল এবং দেখা গেল, তাদের অনুমান মিথ্যে নয়, প্যাকেটের ভেতরে কেবল চিনির গুঁড়ো পাওয়া গেল। যাই হোক, এ ব্যাপারে কিভাবে যে জন আর্ডসলের ওপরে সন্দেহ জাগল আমার তা জানা নেই। তবে তার স্বভাব-চরিত্র নাকি ছেলেবেলা থেকেই বিগড়ে যায়। কেমব্রিজে থাকার সময়ে তার বাবাকে তার অনেক দেনা অনেব সময় শোধ করতে হয়েছে। জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ তার কাছ থেকে ডি বীয়ার্সের কিছু হীরে উদ্ধার করে। কিন্তু সেই হীরে চুরির মামলা আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে না। জনের বাবা স্যার লরেন্স আর্ডসলে মামলাটা আদালতে ওঠার আগেই হীরের দাম মিটিয়ে দেন এবং ডি বীয়ার্সও তাকে আর অভিযুক্ত করতে চায়নি। তবে আসলে সেই ডাকাতি কি করে যে সংগঠিত হল, তার খবর কেউ জানে না। তবে এ কথা ঠিক যে, তাঁর ছেলে চোর, সেই দুঃখে তাঁর হার্ট খারাপ হয়ে গেল। তার কিছু পরেই তাঁর স্ট্রোক হয়। আর জনের ভাগ্য আরো বেশি বিড়ম্বনাপূর্ণ। তখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখায় জন্য একদিন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হল ও। তার মৃত্যুসংবাদ শোনা মাত্র স্যার লরেন্সের তৃতীয়বার স্ট্রোক হয় এবং গত মাসে তিনি মারা যান। কোন উইল না করেই তিনি মারা যান। তাঁর বিরাট সম্পত্তি এবং অর্থের উত্তরাধিকারী তাঁর এমন একজন আত্মীয় হয়, যাকে তিনি খুব একটা ভাল চিনতেন না।

এই পর্যন্ত বলে কর্ণেল থামল। হঠাৎ মিস বেডিংফিল্ড-এর ভাবান্তর ঘটতে দেখলাম, ওকে যেন কেমন চঞ্চল বলে মনে হল। চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে পিছন দিকে ফিরে তাকাতেই ওর দেখাদেখি আমিও ওকে অনুসরণ করলাম।

দেখলাম আমার নবাগত সেক্রেটারী রেবার্ন তখন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই মুহূর্তে তার মুখ দেখে মনে হল ও যেন ভূত দেখার মত চমকে তাকিয়ে আছে কর্ণেলের দিকে। প্রসঙ্গতঃ মনে হয কর্ণেলের গল্পটা তার মধ্যে হয়ত আলোড়ন সৃষ্টি করে থাকবে।

আমরা তাকে লক্ষ্য করছি হঠাৎ সেটা খেয়াল হতেই দ্রুত সেখান থেকে উধাও হয়ে গেল ও।

লোকটা কে, আপনি জানেন? আচমকা প্রশ্ন করে বসল মিস বেডিংফিল্ড।

ও আমার আর একজন সেক্রেটারী, ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললাম, মিঃ রেবার্ন, এখনো অসুস্থ ও।

উনি কি আপনার দীর্ঘদিনেব সেক্রেটারী?

না, খুব বেশি দিনের কথা নয়, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আমি জবাব দিলাম। তবে মেয়েদের কাছে যে কোন সতর্কতাই অর্থহীন, যতই তুমি লুকোবার চেষ্টা কর না কেন, ততই তারা চেপে ধরবে তোমাকে। অ্যানি বেডিংফিল্ড তাদের ব্যতিক্রম নয়।

তা কতদিনের?

জাহাজে ঠিক ওঠার সময়েই আমি ওকে আমার সেক্রেটারী হিসেবে নিযুক্ত করি। আমার এক পুরনো বন্ধু ওর হয়ে সুপারিশ করে আমার কাছে।

এরপর মিস বেডিংফিল্ড আর কোন কথা বলল না। এক অদ্ভুত নীরবতার মধ্যে ডুবে গেল ও অতঃপর। ওর মুখ দেখে মনে হল কি যেন ভাবছে ও।



চোদ্দ

অ্যানির গল্প আবার শুরু

ফ্যান্সি ড্রেসের রাত্রে আমি মনে মনে স্থির করে ফেললাম, কোন একজনের ওপর আস্থা রাখার সময় হয়েছে। এতদিন আমি একা একা অভিযান চালিয়ে এসেছি, আমার সেই অভিযানের সুখ-দুঃখের একমাত্র দাবীদার আমি একা, তাকে কাউকে ভাগ নিতে দিই না। হঠাৎ এখন সবকিছু বদলে গেছে এই বোধটা প্রচন্ড ভাবে অনুভূত হচ্ছে আমার মনের মধ্যে।

তখন আমি সেই জিপসী পোষাকে বাঙ্কের ওপর বসেছিলাম এবং বর্তমান পরিস্থিতির সামাল দেওয়ার মত একটা কার্যকরী অবস্থার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিলাম। প্রথমে কর্ণেল রেসের কথা ভাবলাম। মনে হয় ও আমাকে পছন্দ করে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস লোকটা ভালই হবে নিশ্চয়। এবং ও বোকা নয়, বেশ চালাক-চতুর বটে! হ্যাঁ, তার মধ্যে একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে, যা আমাকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করেছে। তার ওপর আস্থা রাখা যায়, সে আমার সব চিন্ত-ধারা নিজের কাঁধে তুলে নিতে পারবে এবং ওটাই একমাত্র রহস্য আমার! আরও একটা কারণ অবশ্য আছে, যা আমি নিজেই স্বীকার করতে একটু দ্বিধাবোধ করি, কিন্তু ওই সঙ্গে এ কথাও আমার আবার মনে হয়েছে, কর্ণেল রেসের ওপর আস্থা রাখা ঠিক হবে না, শেষ মুহূর্তে মনের দিক থেকে যেন সাড়া পাচ্ছি না।

তারপর মিসেস ব্লেয়ারের কথা ভাবলাম। উনিও আমার প্রতি বিশেষ সদাশয়। তবে ওঁর ব্যাপারে আমি যে একেবারে গদগদ ঠিক তা নয়, হয়ত ওঁর প্রতি আমার এটা মুহূর্তের একটা দুর্বলতা মাত্র। সে যাইহোক, ভদ্রমহিলার জীবনে চাঞ্চল্যকর অভিজ্ঞতা, অমায়িক ব্যবহার, ঠুনকো মান-অভিমান নিয়ে মাথা না ঘামানো, এই সব বাড়তি গুণের জন্যই বোধহয় আমি ওঁকে একটু বেশি মাত্রায় পছন্দ করে ফেলেছিলাম।

সেই মুহূর্তে আমি মনস্থির করের ফেলে ঠিক করলাম ওঁর সঙ্গে দেখা করব। তিনি নিশ্চয়ই এখনও বিছানায় আশ্রয় নেননি। যাব তো বলছি, কিন্তু ওঁর কেবিনের নম্বর তো আমি জানি না। হয়ত আমার রাতের স্টুয়ার্ডেস নিশ্চয়ই ওঁর কেবিনের নম্বরটা জানে।

হ্যাঁ, সেই বন্ধু স্টুয়ার্ডেস-এর কেবিনের বেল টিপলাম। অনেকক্ষণ পরে ভেতর থেকে সাড়া পাওয়া গেল। আমি যে খবরটা চাইছিলাম দিল ও। মিসেস ব্লেয়ারের কেবিন নম্বর ৭১। দেরীতে সাড়া দেওয়ার জন্য ক্ষমা চাইল ও।

তা অন্য স্টুয়ার্ডেসরা কোথায়? আমি জানতে চাইলাম।

রাত দশটার পর কোন স্টুয়ার্ড ডিউটিতে থাকে না।

ফিরে আসার সময় এই অদ্ভুত খবরটা আমার মনে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করল। তাহলে? ২২ তারিখের রাত্রে আমার কেবিনের সামনে যে স্টুয়ার্ডটির আবির্ভাব ঘটেছিল, ও কে? দারুণ চিন্তায় পড়লাম। আমার সেই অপরিচিত শত্রু কে হতে পারে? এই সব কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে মিসেস ব্লেয়ারের কেবিনের সামনে গিয়ে হাজির হলাম খেয়াল ছিল না। দরজায় নক করতেই ভেতর থেকে সাড়া পেলাম।

কে?

আমি, অ্যানি বেডিংফিল্ড।

ওহো তুমি, ভেতরে এস জিপসী মেয়ে।

ঝড়ের গতিতে ওঁর কেবিনে প্রবেশ করে কোন রকম ভূমিকা না করেই আমি বলে ফেললাম, মিসেস

ব্লেয়ার, আমি আপনাকে আমার জীবনের কাহিনী বলতে চাই। মনে হয়, খুব একটা দেরি হয়ে যায় নি আর শুনতে আপনার একঘেঁয়ে লাগবে না।

না মোটেই না। তোমার জীবনের কাহিনী শুনতে আমার ভাল লাগারই কথা। তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা আছে জিপসী মেয়ে। আমি বিশ্বাস করি, অন্যদের থেকে তুমি একটু ভিন্ন প্রকৃতির মেয়ে। তোমার জীবনে একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য অবশ্যই আছে। তাই শুনতে ভালই লাগবে আশাকরি। এসো, আমার পাশেত বসে তোমার মনের প্রকাশ ঘটাও।

আমি ওঁকে সমস্ত কাহিনী শোনালাম। একটু বেশি সময় লাগল, কারণ আমাকে গুছিয়ে বলতে হল। সব শুনে তিনি প্রথমে বললেন না যা আমি ওঁর কতাছ থেকে আশা করছিলাম। বরং আমার মুখের দিকে তাকিয়ে শব্দ করে হেসে উঠে তিনি বললেন, জান অ্যানি, তুমি অত্যন্ত অস্বাভাবিক মেয়ে একজন। তুমি কখনও অসহায়বোধ করনি?

হ্যাঁ, অসহায়বোধ। কপর্দকশূন্য অবস্থায় একা একা জীবন শুরু করা।

সেই পরিস্থিতি না আসা পর্যন্ত এ নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভাল। এখনও আমার কাছে যথেষ্ট টাকা আছে। মিসেস ফ্লেমিং আমাকে পঁচিশ পাউণ্ড দিয়েছিলেন, সেটা প্রায় পুরোটাই আমার হাতে আছে এখনও। তারপর গতকাল পনের পাউণ্ড লটারীতে পেয়েছি। চল্লিশ পাউণ্ড, যথেষ্ট নয়?

তুমি ভাগ্যবতী, বিচক্ষণ, তাই এই মাত্র চল্লিশ পাউণ্ড হাতে পেয়ে অনেক টাকা ভাবছ। আমি তো সামান্য এই টাকায় বিদেশ ভ্রমণের কথা চিন্তাই করতে পারতাম না।

সে যাইহোক, অধৈর্য্য হয়ে আমি বললাম। এখন বলুন, এ ব্যাপারে আপনি কি ভাবছেন মিসেস ব্লেয়ার?

এরকম রোমাঞ্চকর ঘটনা এর আগে আমি কখনো শুনিনি। এখন থেকে তুমি আমাকে মিসেস ব্লেয়ার বলে সম্বোধন করা বন্ধ কর। সুজান বললে অনেক ভাল হয়।

হ্যাঁ, আমারও খুব পছন্দ সুজান।

লক্ষ্মী মেয়ে! এখন কাজের কথায় আসা যাক। তুমি বলছ, মিঃ পেডলারের সেই সেক্রেটারীকে তুমি ঠিক চিনতে পেরেছ। অর্থাৎ ঐ লোকটাই ছুরিবিদ্ধ হয়ে তোমার কেবিনে আসে আশ্রয় নিতে এই তো?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

তার মানে দেখা যাচ্ছে, দুটি ঘটনার সঙ্গে মিঃ পেডলার জড়িত। প্রথম ঘটনা তাঁর বাড়িতে একজন মহিলার খুন হওয়া এবং দ্বিতীয় ঘটনাটি হল, রহস্যময় রাত একটার সময় তাঁর সেক্রেটারীর ছুরিবিদ্ধ হওয়া।

তারপর সেই মহিলা স্টুয়ার্ডের রহস্যজনক গতিবিধি, চিন্তিত মুখে সুজান বলতে থাকে, কি রকম সে?

আমিত তাকে খুব একটা ভাল করে দেখবার অবসর পাইনি। আমি তখন খুব উত্তেজিত অবস্থায় ছিলাম এবং তার আবির্ভাবটা ঘটেছিল হঠাৎই। তবে হ্যাঁ, কেন জানি না আমার মনে হয়েছিল তার মুখটা আমার পরিচিত।

কি বললে? তার মুখটা তোমার পরিচিত বলে মনে হয়েছিল?

হুঁ! আমার ধারণা মিঃ পেডলার কিংবা প্যাগেট, কাউকেই এ ব্যাপারে সন্দেহ করা যায় না। এই বলে একটা কাগজের টুকরো হাতের কাছে টেনে নিয়ে আপন মনে তার ওপর আঁকতে শুরু করে দিল সুজান।

রেভারেণ্ড এডওয়ার্ড চিকেস্টারের সঙ্গে অদ্ভুত মিল আছে। স্বগতোক্তি করে কাগজটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে সুজান জিজ্ঞেস করল, এই কি তোমার সেই স্টুয়ার্ডেস?

হ্যাঁ, এই তো , কিন্তু কেন বল তো? মৃদু চিৎকার করের বলে উঠলাম, তুমি কি বুদ্ধিমতী সুজান!

রেভারেণ্ড এডওয়ার্ড-এর ওপর আমার শুরু থেকেই সন্দেহ ছিল। মনে আছে তোমার, আগের দিন আমাদের আলোচনার সময় সে কিরকম নার্ভাস হয়ে যায়, তার হাত থেকে কফির কাপ পড়ে যায়।

হ্যাঁ, তারপর সে জোর করে ১৭ নম্বর কেবিনে প্রবেশ করতে চায়!

হ্যাঁ, তা বটে। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, আসলে রাত একটার সময় ১৭ নম্বর কেবিনে কি ছিল? সেক্রেটারীকে ছুরি মারার জন্য নয় নিশ্চয়ই। কারণ তার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ দিনে বিশেষ জায়গার কোন প্রয়োজন ছিল না। না, আমার মনে হয়, তার সঙ্গে কারোর সেখানে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা হয়ে থাকবে এবং যাওয়ার পথে সে ছুরিকাহত হয়। কিন্তু কার সঙ্গে তার দেখা করার কথা ছিল? নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে নয়। হয়ত রেভারেণ্ড এডওয়ার্ড-এর সঙ্গে কিংবা প্যাগেটের সঙ্গে।

মিনিট দুই নীরব থেকে সুজানই আবার প্রসঙ্গের জের টেনে বলল, তাহলে কি সেই কেবিনে কোন গোপন জিনিস লুকানো আছে?

হ্যাঁ, সেই সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, আমি তার বক্তব্য সমর্থন করে বললাম, আগামীকাল সকালে তার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমি নিশ্চিত, সেখানে কোন কিছু লুকিয়ে রাখা হয়নি।

সে যাই হোক, সেই চিরকুটটা তোমার সঙ্গে আছে? আমি ওটা একবার দেখতে চাই।

এক নম্বর প্রমাণপত্র হিসেবে যেটা আমি সঙ্গে করে এনেছিলাম, সেটা আমি তার হাতে তুলে দিলাম। অবাক চোখে সেটা পরীক্ষা করতে থাকে সুজান।

১৭-এ পরে একটা ফুটকি চিহ্ন রয়েছে। অথচ ১-এর পরে ফুটকি চিহ্ন নেই কেন?

কিছু জায়গার ছাড় আছে, আমি উল্লেখ করলাম।

হঠাৎ সেই কাগজের চিরকুটটা যতটা সম্ভব বেশি আলোর সামনে মেলে ধরে গভীর মনোযোগ সহকারে সেটার ওপর দৃষ্টি দিল সুজান। ধীরে ধীরে তার মুখের ওপর একটা অদ্ভুত উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠতে দেখলাম। এবং হঠাৎ, হ্যাঁ, হঠাৎই সে চিৎকার করে বলে উঠল, অ্যানি, ওটা একটা কাগজের খুঁত! দেখ, ভাল করে দেখ! অতএব এটা তোমাকে এড়িয়ে যেতে হবে। তার মানে তিনটি সংখ্যার মাঝে দু'টি ছাড়—

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আর সেই মুহূর্তে নতুন আলোয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সেই চিরকুটের সংখ্যাগুলো পড়লাম।

১ ১৭. ২২। .

দেখলে? সুজান বলল, আগের মতই দেখাচ্ছে, কিন্তু এবার এর অর্থটা অন্য বলে তোমার মনে হয় না? সময় একটা এবং তারিখ ২২, তবে কেবিন নম্বর ১৭! আমার কেবিন অ্যানি!

আমরা পরস্পরের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলাম। আমাদের নতুন আবিষ্কারে দুজনেই তখন খুব খুশি। এবং তখন আমরা এতই উত্তেজিত, যেন সমস্ত রহস্যটা সেই মুহূর্তে বুঝি সমাধান করে ফেলেছি। তারপর ধাক্কা খাওয়ার মত মাটিতে পড়ে গেলাম। সামলে উঠে বললাম, কিন্তু সুজান, ২২ তারিখে কই এখানে তো কিছু ঘটেনি?

না, তা তো ঘটেনি বুঝতেই পারছি।

তখন আর একটা সম্ভাবনার কথা আমার মনে পড়ে গেল।

এটা তো তোমার কেবিন ছিল না, মানে আমি বলতে চাইছি, জাহাজে ওঠার আগে তুমি তো আর এই কেবিনটা তোমার নামে সংরক্ষণ করনি?

না, জাহাজ কর্তৃপক্ষ পরে আমাকে এই কেবিনটা আমার নামে বরাদ্দ করে দেয়।

আমার আশঙ্কা, আগে এটা অন্য কারোর জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছিল। কে, কে সে? তার নাম আগে জানতে হবে।

এ ব্যাপারে আমাদের খোঁজখবর নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। জিপসী মেয়ে, সুজান নিজের থেকেই বলল, আমি জানি, কে সে? জাহাজের সেই কর্মচারীটি আমাকে তার কথা বলেছিল, আমার মনে পড়ছে, মিসেস গ্রে-এর নামে কেবিনটা সংরক্ষিত হয়েছিল। তবে মনে হয় বিখ্যাত মাদাম নাদিনার ছদ্মনাম। জান,

সে একজন রুশী নর্তকী। লণ্ডনে তার আবির্ভাব ঘটেনি কোনদিন, কিন্তু প্যারিস তার জন্য পাগল, উন্মাদ। যুদ্ধের সময় তার অভূতপূর্ব সাফল্য ঘটে সেখানে। জাহাজের কর্মচারী আমাকে জানায়, মেয়েটি তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় এবং জাহাজে আরোহণ করার ব্যাপারের অক্ষমতা প্রকাশ করে। তখন তার সম্বন্ধে কর্ণেল রেস আমাকে অনেক কথা বলে। তার সেই কথা থেকে আমার ধারণা হয়েছে, প্যারিসে সেই মেয়েটির সম্বন্ধে নানান বিচিত্র ধরনের কাহিনী প্রচলিত আছে। গোয়েন্দাগিরি করার ব্যাপারে তাকে সন্দেহ করা হয়, কিন্তু তার কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ দিতে পারেনি। কর্ণেল রেসকে ধন্যবাদ, সেই সময়ে ও সেখানে উপস্থিত ছিল বলে। ও আমাকে অনেক মজাদার কাহিনী শুনিয়েছে এ ব্যাপারে। সব সময়ে সেখানে একটা সুসংগঠিত দল কাজ করে থাকে নিয়মিত ভাবে, তবে জার্মান নয়। বাস্তবিক সেই দলের প্রধানকে উল্লেখ করা হয় 'দ্য কর্ণেল' বলে, সম্ভবত সে একজন ইংরাজ, তবে তার পরিচিতির ব্যাপারে তারা কোন ক্লু পায়নি। কিন্তু সে যে একজন আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাচক্র বলতে গেলে একরকম তার হাতের মুঠোয়। ডাকাতি, গোয়েন্দাগিরি, হঠাৎ কারোর ওপর চড়াও হয়ে আক্রমণ করা, এ সব কাজ পরিচালনা করার ভার তার ওপর এবং স্বাভাবিক নিয়মে এ সব ব্যাপারে একজন অতি নিরীহ মানুষকে খেসারত দিতে হয়। দারুণ চতুর সে। তাই মনে হয়, হে মেয়েটি তার কোন এজেন্ট, কিন্তু তাকে ধরার মত কোন সুযোগই তারা পাচ্ছে না। হ্যাঁ অ্যানি, আমরা এখন ঠিক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি। এ সব ব্যাপারে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার পক্ষে নাদিনা আদর্শ মেয়ে। ২২ তারিখের সকালে সেই মেয়েটির সাথে যোগাযোগ করার কথা ছিল। কিন্তু কোথায় নাদিনা? কেনই বা সে জাহাজে উঠল না?

এই রহস্যের দরজা সামান্য একটু খুলল যেন আমার চোখের সামনে।

কারণ সে মৃত, সুজান। মার্লোয় নাদিনা খুন হয়!

আমার মনটা তখন উড়ে যায় এক নির্জন বাড়ির ততোধিক নির্জন একটা কক্ষে। স্মৃতির পাতা ও'ল্টাতে গিয়ে মনে পড়ে যায় একটা পেন্সিল পড়ে যাওয়া ঘরটার কথা, আর সেই ফিল্ম রোলের কথা। হয়ত সেই রোলে শেষ কোন নির্দেশ পাঠানো হয়ে থাকতে পারে।

কথাটা মনে হতেই মিসেস ব্লেয়ারের গা-ঝাঁকুনি দিয়ে মৃদু চিৎকার করে বলে উঠি, তোমার সেই ফিল্মটা কোথায় সুজান, মনে পড়ছে? যেটা তোমার ঘরের ভেন্টিলেটারের মাধ্যমে তোমার ঘরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল? সেদিনের তারিখ ২২ ছিল না?

যেটা আমি হারিয়ে ফেলি, তার কথা বলছ?

সেই ফিল্মের রোলটাই যে, তা তুমি কি করে জানলে? মাঝ রাতে ঐ ভাবে কেউ তোমাকে কেন ই বা সেটা ফেরত দিতে যাবে বল? পাগল ছাড়া এ রকম ধারণা কেউ করতে পারে না। না, তা নয়, আসলে হলুদ টিনের বাক্স থেকে ফিল্মটা সরিয়ে নেওয়া হয় এবং তার মধ্যে কোন গোপন সংবাদ পাচার করা হয়ে থাকবে নিশ্চয়ই। সেটা কি এখনও তোমার কাছে আছে?

হ্যাঁ, আছে বৈকি! বাক্সের র‍্যাক থেকে সেই ফিল্ম রোলটা বার করে নিয়ে আমার হাতে তুলে দেয় সুজান।

কাঁপা কাঁপা হাতে সেটা নিয়ে অনুভব করলাম, ওজনটা যেন একটু বেশি ভারি। এ্যাডহেসিভ টেপ দিয়ে কৌটোটা মোড়া ছিল বায়ুশূন্য রাখার জন্য। সেই টেপটা সরিয়ে ঢাকনাটা খুলেই বিরক্ত হয়ে আমার মুখ থেকে একটা ছোট্ট অস্পষ্ট শব্দ বেরিয়ে এল,—পাথরের নুড়ি কয়েকটা।

পাথরের নুড়ি! এক অদ্ভুত উত্তেজনায় চিৎকার করের উঠল সুজান। তার সেই কণ্ঠস্বর আমাকেও দারুণ ভাবে উত্তেজিত করল।

পাথরের নুড়ি বলছ তুমি? না অ্যানি, এগুলো পাথরের নুড়ি নয়! হীরের টুকরো!



পনের

হীরে! একটুকরো হীরে হাতে তুলে নিয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকি সেটার দিকে। তার ওজন অনুভব করে একবার মনে হল, ওগুলো কাঁচের বোতলের ভাঙা টুকরো না তো?

হ্যাঁ সোনা, অসমতল হীরে প্রায়ই আমার চোখে পড়ে থাকে। সেগুলোও দেখতে খুব সুন্দর। জান অ্যানি, তাদের মধ্যে কতকগুলো তো অপূর্ব। এ সব হীরের পিছনে একটা ইতিহাস আছে—

যে ইতিহাস আজ রাত্রে আমরা শুনলাম? মানে কর্ণেলেব কাহিনী? কিন্তু এর সঙ্গে তার কোন মিল থাকতে পারে না। আমার ধারণা, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি বলেছিলেন।

কিন্তু তার পরেও আমার একটা কেমন সন্দেহ যেন থেকে যায়। সেটা কি কেবল স্যাব ইউসটেসকে পবীক্ষা করার জন্য? নাকি সেই কাহিনী আমার সুবিধের জন্যই বলেছিলেন তিনি?—আগেব দিন রাত্রে তাঁর সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হয়েছিল, সেটা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। যে কারণেই হোক, কর্ণেলকে কেমন যেন সন্দেহজনক ব্যক্তি বলে আমার মনে হয়। কে জানে কোত্থেকে আসছে সে? আব এই ঘটনার সঙ্গে তার কি-ই বা সম্পর্ক থাকতে পারে?

কে এই কর্ণেল রেস? আমি জানতে চাইলাম।

সেটা একটা প্রশ্নের ব্যাপার, বলল সুজান, তিনি যে একজন বড শিকারী সে কথা তো তুমি নিজে তাঁর মুখ থেকে আজ রাত্র শুনলে। আফ্রিকায় যাতায়াত আছে ওঁব। তাঁব সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা হল—হযত তিনি কোন গোপন কাজকর্ম করে থাকেন। জানি না সেটা সত্য কি মিথ্যা। তবে এটা ঠিক যে, তিনি একজন রহস্যময় পুরুষ।

আমার অনুমান স্যার লরেন্স আর্ডসলের উত্তবাধিকারী হিসেবে অনেক ধন-সম্পত্তির মালিক তিনি, তাই না?

সোনা মেয়ে, উনি নিশ্চয়ই তোমার জন্য পাগল। আমার চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত সজাগ। তাছাড়া তোমাদেরর দুজনের জুটি চমৎকার মানাবে।

তুমি থাকতে আমি ওঁব চোখে কিছুই নই, হেসে বললাম, তোমার মত বিবাহিতা মহিলা—

কি যে বল তুমি! আমার একটা পছন্দ বলে কথা আছে, মুখে একটা অত্মতৃপ্তির ভাব ফুটিযে সুজান আরো বলে, তাছাড়া সবাই জানে আমি আমার স্বামী ক্লারেন্সের প্রতি অনুগত—

তোমার মত মেয়েকে বিয়ে করতে পেরে সত্যি ক্লারেন্স ভাগ্যবান।

ঠিক আছে, কর্ণেল রেসকেও আমি একজন ভাগ্যবান পুরুষ হিসেবে দেখতে চাই। ক্লারেন্সকে টেলিগ্রাম করে কর্ণেল সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করে নেব'খন। তবে তার আগে তোমাদের জুটির ব্যাপারটা পাকা করে ফেলতে হবে। আমি হলফ করে বলতে পারি, তোমার প্রতি কর্ণেলের দারুণ আকর্ষণ আছে, উনি তোমাকে পছন্দ করেন। তোমার ঐ দুষ্টুমি মাখানো চোখের দৃষ্টি ফেল ওঁর ওপরে, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু আমি যে বিয়ে করতে চাই না।

করতে চাও না? সুজান জিজ্ঞেস করল, কিন্তু কেন? ক্লারেন্সকে তো আমি ভালবেসেই বিয়ে করেছি।

আমি ওর এই বাচালতায় কোন গুরুত্ব দিলাম না।

সরাসরি এরপর বললাম, আর এক যুবকের সম্বন্ধে আমি আরো কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে চাই। কি যেন নাম তার?—লুকাস?

মনে হয় অমরা আলো খুঁজে পাচ্ছি। এইসব হীরের সন্ধানে বহু লোক হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ব্রাউন রঙের স্যুট পরা সেই লোকটাই নাদিনাকে খুন করে থাকবে ওই হীরেগুলো পাওয়ার জন্য।

না, সঙ্গে সঙ্গে আমি তার কথার প্রতিবাদ করে বললাম, নাদিনাকে সে খুন করেনি।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সে তাকে খুন করেছে।

তা আমি জানি না। তবে আমি নিশ্চিত জানি, সেই লোকটা তাকে খুন করেনি।

কিন্তু নাদিনা সেই বাড়িতে ঢোকার তিন মিনিট পরেই সেই লোকটা সেখানে প্রবেশ করে এবং যখন ফিরে আসে তখন তার মুখটা যে শাদা কাগজের মত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল!

কারণ সে সেই মেয়েটিকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছিল বলে।

কিন্তু সে ছাড়া অন্য কাউকে তো বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করতে দেখা যায়নি।

তাহলে এমনও হতে পারে, হয়ত খুনী সেই বাড়ির মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে ছিল, কিংবা অন্য পথ দিয়ে ঢুকে থাকবে লোকের চোখকে ফাঁকি দিয়ে।

দ্রুত আমার মুখের ওপর সোজা দৃষ্টি ফেলল সুজান।

বাদামী রঙের পোষাকের সেই লোকটা কে তাহলে? যাই হোক. টিউব স্টেশনের সেই ডাক্তারের সঙ্গে তার চেহারার সাদৃশ্য ছিল। মনে হয় সে তার ছদ্মবেশ বদল করে মার্লো পর্যন্ত মেয়েটিকে অনুসরণ করে থাকবে। সেখানে মেয়েটি এবং কার্টনের দেখা করার কথা ছিল। তাদের দুজনেরই সেই বাড়িটা দেখার অনুমতি ছিল। কিন্তু তার জানত না যে, কেউ তাদের অনুসরণ করছে, জানলে সেই দুর্ঘটনাটা ঘটত না। সেই একই ভাবে কার্টনও জানত না, তার সেই ছায়াটা হল তার অনুসরণকারী সেই বাদামী রঙের পোষাকের মানুষটি। আর যখনই সে টের পায় তখন ভয়ে আঁতকে উঠে রেল-লাইনের ওপরে পড়ে যায়। এটাই জলের মত পরিষ্কার, তাই না অ্যানি?

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। সুজান নিজের থেকেই আবার বলতে শুরু করল, মৃত লোকটির কাছ থেকে সেই চিরকুটটা সংগ্রহ করে নেয় সে এবং তাড়াহুড়ো করার জন্য ভুলে সেটা সে ফেলে যায় তারপর সেই মেয়েটিকে মার্লো পর্যন্ত অনুসরণ করে সে। মেয়েটিকে খুন করার পর, কিংবা তোমার অনুমান মত তাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়ে কি করল সে তারপর? কোথাই বা সে গেল? আমার আশঙ্কা, সুজান বলে. স্যার ইউসটেস পেডলারকে সে তার সেক্রেটারী হিসেবে এই জাহাজে উঠতে পরামর্শ কিংবা প্ররোচিত করে থাকবে। ইংলণ্ড থেকে বেরিয়ে আসার এটাই সুবর্ণ সুযোগ। এবং আসল ব্যাপারটা চাপা দিয়ে অন্য লোকের পিছনে লোক লেলিয়ে দিয়ে সোরগোল তোলার এটাই তো আদর্শ জায়গা। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, কি করে সে মিঃ পেডলারকে রাজী করাল? মনে হয় ওঁর ওপরে তার যথেষ্ট প্রভাব আছে।

কিংবা প্যাগেটের ওপরে? আমি মন্তব্য করলাম।

অ্যানি, আমার মনে হয়, প্যাগেটকে তুমি পছন্দ কর না। কিন্তু মিঃ পেডলার কি বলেন জান? প্যাগেটের মত যোগ্য এবং কর্মক্ষম লোক নাকি আর হয় না। আমাদের সন্দেহ মত সে-ই দোষী। যাই হোক, আমার ধারণা মত রেবার্নই সেই বাদামী রঙের পোষাকের মানুষ। সেই চিরকুটটা তার হাত থেকে পড়ে যাওয়ার আগে সে হয়ত এটা পড়ে থাকবে। এবং তাই ভুল করে ২২ তারিখে ১৭ নম্বর কেবিনের দখল নিতে চেয়েছিল, এভাবে আগের দিন যাওয়ার পথে হয়ত কেউ তাকে ছুরিবিদ্ধ করছে।

কে সে? আমি বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করি।

চিকেস্টার! হ্যাঁ, আমার অনুমানই ঠিক। লর্ড ন্যাসবিকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দাও বাদামী রঙের স্যুট পরা মানুষকে তুমি খুঁজে পেয়েছ। এবং এতেই তোমার ভাগ্য ফিরে যাবে অ্যানি।

এমন অনেক জিনিস আছে যা তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

কি সে সব? আমি জানি বেরার্নের দেহে একটা ক্ষতচিহ্ন আছে। তবে সেই ক্ষতচিহ্ন খুব সহজেই ঢেকে দেওয়া যায়। দেহের গঠন এবং উচ্চতায় সে-ই সঠিক লোক। তার দেহের বিবরণটা কি যেন? বর্ণনা দিয়ে তুমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের লোকদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিলে?

শরীরটা আমার কেঁপে উঠল সহসা। ভাল শিক্ষা-দীক্ষা আছে সুজানের, পড়াশোনাও করে যথেষ্ট।

ঈশ্বরের কাছে প্রর্থনা জানালাম, সে যেন নরবিদ্যার প্রযুক্তি বিষয়ক খুঁটিনাটি ব্যাপারটায় খুব ওয়াকিবহাল না হয়।

হ্যাঁ, লম্বা মাথার লোক সে, বুঝলে। মানে যার মাথা চওড়ায় চেয়ে দৈর্ঘের শতকরা পঁচাত্তব ভাগ কম। সবিস্তারে ব্যাখ্যা কর বললাম সুজানকে।

আর এর ঠিক বিপরীত যদি হয়?

মানে মাথাটা দৈর্ঘ্যে পঁচাত্তর ভাগেরও কম প্রস্থ থাকে?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। লোকটার মাথাও আসলে ঠিক তাই। আমি যা অনুমান করেছিলাম সেটাই তুমি বললে—

সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে আমার মুখের দিকে তাকায় সুজান। তারপর সে হেসে ফেলে বলে, জিপসী মেয়ে, তুমি খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে মিথ্যে কথা বলতে পার। কিন্তু সময় এবং অসুবিধা দূর করার জন্য দয়া করে তুমি আমাকে সব খুলে বলবে এখন?

বলার কিছু নেই, ইচ্ছে নেই কিছু বলার এমনি ভাব দেখালাম।

কেন, কিছুই বলার নেই? শান্তভাবে জিজ্ঞেস কবল সুজান।

আমার মনে হয় তোমাকে আমার কিছু বলা দরকার, এই মুহূর্তে আমার মনের সব জোর ভেঙ্গে রেণু রেণু হয়ে গুঁড়িয়ে পড়ল সুজানের সামনে। যে কথা আমি আমার মনের মধ্যে সযত্নে গোপন করে রেখেছিলাম এখন দেখছি সুজানের একান্ত সান্নিধ্যে এসে কিছুতেই চেপে রাখা সম্ভব নয়। তাই ধীরে ধীরে আমার সব গোপনতা প্রকাশ করে দিলাম. তার জন্য আমি বিন্দুমাত্র লজ্জিত নই। আমার মত অবস্থায় পড়লে তুমিও নিশ্চয়ই লজ্জা পেতে না। তবু সে ঘৃণার কাজই করেছিল। অতি জঘন্য, রূঢ় এবং অকৃতজ্ঞ লোক সে। তবু আমি তাকে মানিয়ে নিয়েছিলাম। চেন-বাঁধা কুকুরের মত—খারাপ ব্যবহার করলেই সে তোমাকে কামড়ে দেবে। এই রকম বিশ্রী স্বভাবের লোক ছিল সে। তবু কেন যে আমি তাকে কামনা করি নিজেই জানি না। আমি তাবে প্রচণ্ড ভাবে ভালবাসি, কে জান? প্রথম তাকে দেখামাত্র আমার জীবনের সব কিছু কেমন হয়ে গিয়েছিল। এখন আমি তাকে ভালবাসি, আমি তাকে চাই। আফ্রিকায় আমি খালি পায়ে হাঁটব তাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত। তার জন্য আমি মরতেও প্রস্তুত। আমি তার জন্য কাজ করব, তার জন্য দাসীবৃত্তি করব, তার জন্য চুবি করব, এমন কি তার জন্য ভিক্ষা কিংবা ধারও করব! তার প্রতি এমনি ভালবাসা আমার। আশা করি তুমি এখন আমার অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারছ।

দীর্ঘ সময় আমার দিকে তাকিয়ে থাকে সুজান। তারপর সরব হল সে, জিপসী মেয়ে, তুমি একেবারেই ইংরেজ মেয়েদের মত নও। তোমার মত এমন বাস্তববাদী দরদী মেয়ে এর আগে আমি কখনও দেখিনি। কিন্তু সত্যি কথা বলবে, সেই খুদে ডাক্তার ভদ্রলোকটির প্রতি তোমার এমন কি দয়া ছিল যে, তাকে তুমি বিয়ে করলে না? যাই হোক, তুমি তাহলে বলছ, লর্ড ন্যাসবিকে টেলিগ্রাম পাঠানোর কোন প্রয়োজন নেই?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

আর তবু তুমি বিশ্বাস কর, নির্দোষ সে?

এবং এও আমি বিশ্বাস করি, নির্দোষ লোকই ফাঁসিকাঠে ঝুলে থাকে।

হুঁ। কিন্তু সোনামণি অ্যানি, তুমি অনায়াসে এখনও বাস্তবের মুখোমুখি হতে পার। তুমি যা বললে তা সত্ত্বেও সেই মেয়েটিকে সে হয়ত খুন করে থাকতে পারে।

না, আমি বললাম, সে খুন করেনি।

সেটা তোমার অনুভূতির ব্যাপার।

সুজানের ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায়। প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাল সে আমার দিকে। হ্যাঁ অ্যানি, এখন বুঝছি, এই যুবকটিকে কেন তুমি তোমার প্রতি এত আকর্ষণ বোধ কর!



ষোল

পরদিন সকালেই সৌভাগ্যবশতঃ কর্ণেল রেসের সঙ্গে আমর দেখা হয়ে গেল। একসঙ্গে দুজ। কিছুক্ষণ ডেকের ওপর বেড়িয়ে নেমে এলাম একসময়ে।

আজকের সকালটা কেমন লাগছে জিপসী মেয়ে? ইচ্ছে হচ্ছে মাটিতে নামার, তাই না?

ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললাম, সমুদ্রের ব্যবহার খুব সুন্দর এখন মনে হচ্ছে, চিরদিনের জন্য থেকে যাই এখানে।

সমুদ্রের দিকে তাকালাম আমরা। শান্ত উজ্জ্বল, যেন কেউ তেল ছড়িয়ে দিয়েছে সমুদ্রের উপরে। এখন সমুদ্রের অনেক রঙ। কোথাও নীল, ফিকে সবুজ, রক্তবর্ণ, গাঢ় কমলা রঙ, কোথাও বা পান্না রঙ, যেন বহু রেখাচিত্রে আঁকা জ্যামিতিক ছবি। মাঝে মাঝে রূপালী মাছের আস্ফালন। আর্দ্রতায় ভরা উষ্ণ আবহাওয়া, বাতাসে মিষ্টি প্রসাধনের ঘ্রাণ।

গতকাল রাতে যে কাহিনী তুমি আমাদের শুনিয়েছিলে ভারি চমৎকার। নীরবতা ভঙ্গ করে বললাম।

আমার বিশ্বাস সব মেয়েরাই হীরের ব্যাপারে একটু বেশি উৎসাহী।

নিশ্চয়ই! জোর দিয়ে আমি বললাম, ভাল কথা, সেই যুবকটির ভাগ্যে কি ঘটল তারপর? তুমি বলেছিলে হীরে চুরির দলের দুজনের একজন সে।

হ্যাঁ লুকাস তার নাম। আর একজনকে না পেয়ে তার তাকে অভিযুক্ত করতে পরোনি। তাই তাকে মুক্তি দিয়ে দেওয়া হয়।

তারপর তার জীবনে কি ঘটল? মানে, কেউ তার হদিশ জানে?

এ কথায় কর্ণেল রেস আমার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকাল। তার মুখের রঙ কেমন যেন বদলে গেল। বেশ বুঝতে পারি, আমার প্রশ্নটা তার মনঃপুত হয়নি।

যুদ্ধে যায় সে এবং খুব সাহসের সঙ্গেই লড়াই করে। খবর আছে সে নাকি নিখোঁজ এবং সাংঘাতিকভাবে আহত—কিন্তু আমার ধারণা সে মৃত।

এই উত্তরটাই আমি চাইছিলাম। তাই আর কোন প্রশ্ন করলাম না।

সেই রাত্রে স্টুয়ার্ডের সঙ্গে দেখা কবলাম।

একটু একটু করে কথাব ছলে তার কাছ থেকে সব খবরই আমি সংগ্রহ করে নিলাম। জাহাজে কেপ টাউন থেকে ইংলণ্ডে পাড়ি দেওয়ার সময় একজন যাত্রী একটা ফিল্মের রোল তার হাতে তুলে দেয় এবং তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়, ২২শে জানুয়ারী রাত একটার সময় সেটা ৭১ নম্বর কেবিনের বাঙ্কে ফেলে রেখে আসতে হবে। একজন মহিলা সেই কেবিনটা দখল করে থাকবে এবং তাকে বলা হয়েছিল, এ কাজের জন্য সে নাকি বাজী ধরেছে। আর এও জানতে পারি, সেই কাজের জন্য স্টুয়ার্ডকে টাকা দেওয়া হয়েছিল। সেই মহিলার নাম তার কাছে প্রকাশ করা হয়নি। অবশ্য মিসেস ব্লেয়াব সেই ৭১ নম্বর কেবিনের দখল দিতে গেলে স্টুয়ার্ডের একবারও খেয়াল হয় নি যে, তিনি সেই ইঙ্গিত মহিলা নন।

কার্টনের নামে সেই কেবিনটা সংরক্ষণ করা হয়। টিউব স্টেশনের লোকটার সঙ্গে কার্টনের চেহারার হুবহু মিল আছে।

অতএব এর থেকে একটা রহস্যের সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়, সেই হীরেগুলোই হচ্ছে আসল চাবিকাঠি।

কিলমর্ডেন জাহাজের শেষ দিনগুলি বড় দ্রুত কেটে যেতে থাকে। কেপ টাউনের দিকে যতই এগোতে

থাকি, আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ততই যেন দানা বাঁধতে থাকে। অনেক লোকের ওপরই আমি নজর রাখতে চাই। মিঃ চিকেস্টার, স্যার ইউসটেস এবং তাঁর সেক্রেটারী এবং হ্যাঁ, সেই সঙ্গে কর্নেল রেসও! প্রথমেই আমার সন্দেহ হয় চিকেস্টারের ওপরে। তবে সঙ্গে সঙ্গে স্যার ইউসটেস এবং তাঁর সেক্রেটারী মিঃ প্যাগেটের নাম আমার সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিই।

তবে ফ্লোরেন্সের নাম শুনে মিঃ প্যাগেটের ভাবান্তর ঘটার কথা আমি ভুলিনি। জাহাজ ভ্রমণের শেষ দিনে আমরা সবাই ডেকের ওপর বসে আছি। স্যার ইউসটেস তাঁর সেক্রেটারীকে ভাল মানুষের মত একটা প্রশ্ন করলেন। প্রশ্নটা ঠিক কি ছিল ভুলে গেছি, তবে মনে হয় ইটালীর রেলওয়েতে ট্রেনের বিলম্ব হওয়ার প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করা মাত্র, আমি লক্ষ্য করলাম, আগের মত প্যাগেট অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করল। তারপর মিসেস ব্লেয়ারকে স্যার ইউসটেস নাচের জন্য আহ্বান করতেই আমি সঙ্গে সঙ্গে প্যাগেটের পাশে গিয়ে বসলাম ব্যাপারটা সম্পূর্ণ জানার জন্য।

অনেকদিন থেকে ইটালীতে যাওয়ার আমার ইচ্ছে খুব, আমি তাকে আরও বললাম, বিশেষ করে ফ্লোরেন্সে। তা আপনি কি সেখানে খুব বেশি উপভোগ করতে পরেন নি?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করেছিলাম বৈকি, মিস বেডিংফিল্ড। কিন্তু আমাকে এখন মাফ করবেন, স্যার ইউসটেসকে কতকগুলো জরুরী চিঠি দেখাতে হবে—

তার কোটের হাতটা আমি চেপে ধরি, দয়া করে আপনি এখান থেকে যাবেন না। আমি বেশ ভাল করেই জানি, স্যার ইউটেসও চাইবেন না, আমাকে এখানে একা ফেলে রেখে আপনি এখান থেকে চলে যান। আমি লক্ষ্য করেছি, ফ্লোরেন্সের কথা উঠলেই আপনি এড়িয়ে যান। আমার কি ধারণা জানেন, মিঃ প্যাগেট, আপনার মধ্যে হয়ত একটা কোন গোপন অপরাধ আছে।

আমার হাতটা তখনো তার হাতের ওপরে স্থির নিবদ্ধ ছিল, হঠাৎ তার হাতটা কেমন চঞ্চল হয়ে উঠতে দেখলাম।

না, না, সেরকম কিছুই নয় মিস বেডিংফিল্ড, তার কথায় আন্তরিকার সুর ধ্বনিত হয়, এ ব্যাপারে আপনাকে কিছু বলতে পারলে আমি খুবই খুশি হতাম, কিন্তু সত্যি কতকগুলো টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে, তাই আমাকে—

ওহো মিঃ প্যাগেট, দয়া করে আপনি এড়িয়ে যাওয়ার ভান করবেন না। আপনাকে কিছুই ভাবতে হবে না। মিঃ পেডলারকে আমি না হয় বলে দেব—

আমি আর কথা বাড়ালাম না। গা ঝাঁকুনি দিয়ে সে এবার লাফিয়ে উঠল। তার সারা মুখে আতঙ্কের ছায়া ঘনিয়ে উঠতে দেখা যায়।

বেশ, আপনি কি জানতে চান বলুন?

তার মুখের সেই ভাব দেখে আমার হাসি পেল। বললাম, ও সব কিন্তু সেখানকার ছবি, অলিভ গাছের দৃশ্য— একটু থেমে কথাটা মনে করার চেষ্টা করে বললাম, আমি চাই ইটালীয়দের সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন!

দুঃখের বিষয়, তাদের সম্বন্ধে একটা কথাও বলার নেই।

আমার প্রথম অভিযান সফল। প্যাগেটের সঙ্গে যেটুকু আলোচনা হয়েছে, তার থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারি, ইটালী কিংবা ফ্লোরেন্সে কোথাও সে যায়নি। তাহলে কোথায় সে ছিল সেই সময়ে? ইংলণ্ডে? বিশেষ করে সেই মিল হাউসের সেই রহস্যময় খুনের সময়? সেটা জানতেই আবার আমি বললাম, সব থেকে আশ্চর্য ব্যাপার কি জানেন, কয়েকদিন আগে আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি। কিন্তু তাই বা কি করে হয়? আমি বোধহয় ভুল করছি—কারণ আপনি তো তখন ফ্লোরেন্সে ছিলেন। তবু—

এখানে একটু থেমে তাকে আড়চোখে লক্ষ্য করলাম। তার চোখে সন্ধানী দৃষ্টি তখন জ্বলজ্বল করছিল। তার ঠোঁট দুটো শুকিয়ে আসছিল। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায় আমাকে দেখেছেন, বলুন তো?

মার্লোয়, বুঝলেন, মার্লোয়। সত্যি আমি কি বোকা, মিঃ পেডলারের বাড়ি রয়েছে সেখানে!

কিন্তু ব্যাপারটা মিথ্যে দেখিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেল।

সেই রাত্রেই উত্তেজিত হয়ে আমি হানা দিলাম সুজানের কেবিনে।

দেখ সুজান, আমি আমার কাহিনী শেষ করে বলি, খুন হওয়ার সময় সে ইংলণ্ডের মার্লোয় ছিল। তুমি কি এখনো নিশ্চিত যে, 'বাদামী রঙের পোষাক পরা লোকটিই' অপরাধী।

এখন একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, তুমি একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস আবিষ্কার করেছ। খানিক আগে পর্যন্ত আমরা জানতাম, মিঃ প্যাগেটের একটা এ্যালিবি আছে। কিন্তু এখন জানলাম, সেটা ভুল।

হ্যাঁ, ঠিক তাই, আমি বললাম, তার ওপর আমাদের এখন কড়া নজর রাখতে হবে।

শুধু তার ওপর নয়, নজর সবার ওপরই রাখতে হবে অ্যানি, সুজান গম্ভীর ভাবে বলল, এখন থেকে তুমি আমি অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু এবং পার্টনার। নতুন কাজ শুরু করার জন্য আমার খরচায় তুমি আমার সঙ্গে মাউণ্ট নেলসন হোটেলে গিয়ে উঠবে, তারপর সেখানে আমরা আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ দিয়ে পরিকল্পনা করব, কেমন?

আমার ইচ্ছে ছিল অমি নিজে এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাব। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সুজানের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলাম।

তাহলে অবশেষে ঐ কথা রইল। একটা বড় করে হাই তুলে উঠে দাঁড়াল সুজান। আমি নিজের কথাতেই বিভোর ছিলাম এতক্ষণ। এবার আমাদের শিকার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক, কি বল? মিঃ চিকেস্টার ডার্বানে যাচ্ছেন। স্যার ইউসটেস উঠছেন কেপ টাউনের মাউণ্ট নেলসন হোটেলে, সেখান থেকে উনি রোডেসিয়ায় যাবেন তাঁর ব্যক্তিগত গাড়িতে। সেদিন রাত্রে চতুর্থ গ্লাস স্যাম্পেন পেটে পড়ার পর হয়ত নেশার ঝোঁকে তিনি আমাকে তাঁর গাড়িতে সহযাত্রিনী হতে বলেছিলেন। আমি সেই সুযোগটাই নিতে চাই।

খুব ভাল কথা, অমি আমার সমর্থন জানিয়ে বললাম, স্যার ইউসটেস এবং প্যাগেটের ওপর তুমি নজর রাখ, আর আমি চিকেস্টারের ভার নিচ্ছি। কিন্তু কর্ণেল রেসের ব্যাপারে কি হবে?

অবাক চোখে আমার দিকে তাকাল সুজান, কর্ণেল রেসকে সম্ভবত সন্দেহ করতে পার না অ্যানি—

হ্যাঁ, আমি সবাইকে সন্দেহ করি। আমি কোন ফাঁক রাখতে চাই না।

ঠিক আছে। কর্ণেল রেসও রোডেসিয়ায় যাচ্ছেন, চিন্তা করে বলুন সুজান, স্যার ইউসটেসকে রাজী করিয়ে তাঁকেও যদি সঙ্গে নিতে পারি—

তা তুমি পার। সব কিছুরই ব্যবস্থা তুমি করতে পার।

সুজানের বুদ্ধির ওপর আমার যথেষ্ট আস্থা আছে, নিশ্চিত হয়ে তখনকার মত ওর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। আমারও ভীষণ ঘুম পাচ্ছে, তখন অবশ্যই শেষ রজনী, পরদিন সকালে আমরা টেবল বেতে পৌঁছাচ্ছি। জাহাজের শেষ রাতটা উপভোগ করতে চাই। তাই ডেকে এসে দাঁড়ালাম।

বাতাসে শীতের তীক্ষ্ণতা। অন্ধকার জনহীন ডেক। মধ্যরাত্রি পেরিয়ে এসেছি তখন। রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে অন্ধকার সমুদ্রের রহস্য ভেদ করতে চাইছিলাম। সামনেই আফ্রিকা, অন্ধকার সমুদ্রের জল কেটে সেদিকে আমরা এগিয়ে চলেছি। আমি তখন যেন স্বপ্নের জগতে বিচরণ করছিলাম।

এবং হঠাৎই তখন একটা বিপদের সংকেত পেলাম। কোন শব্দ আমি শুনতে পাইনি, কিন্তু কি মনে করে চকিতে আমি পিছন ফিরে তাকাই। একটা ছায়ামূর্তি আমার পিছনের জমিটা দখল করে নিয়েছিল তখন। পিছন ফিরে তাকাতেই চকিতে সে আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি বোধহয় চিৎকাব করতে যাচ্ছিলাম, তাই সে তাড়াতাড়ি এক হাত দিয়ে আমার গলাটা চেপে ধরল। মরীয়া হয়ে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার কোন সুযোগ ছিল না। আমার তখন দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। বাঁচার আর কোন পথ দেখতে না পেয়ে মরীয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করলাম, কোন রকমে ঘাড়টা এক দিকে একটু কাত করে যে হাত দিয়ে সে আমার গলা টিপে ধরেছিল সেটা সজোরে কামড়ে দিতেই লোকটা অস্ফুট চিৎকার করে আমাকে ছেড়ে দিল। সফল না হতে পারলে আমি বেশ বুঝতে পাতর, সে আমাকে অনায়াসে সমুদ্রের গভীর জলে ফেলে দিতে পারত, আমার বাকী ভবিষ্যতের ভার হাঙ্গরের ওপরে ছেড়ে দিয়ে হয়ত নিশ্চিত হতে পারত।

ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে ভীষণ দুর্বলতা বোধ করছিলাম! তারপর নিঃশব্দে সে পালাবার চেষ্টা করতেই আর একটা ছায়ামূর্তির উপস্থিতি সেখানে অনুভব করলাম। তার একটা ঘুঁষির আঘাতে আমার আক্রমণকারী ডেকের ওপরে ছিটকে পড়ল। তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া মাত্র আমি ডেকের রেলিং-এর ওপরে আছড়ে পড়লাম, অসুস্থ শরীরটা আমার অসম্ভব কাঁপতে থাকে তখন।

চকিতে আমার দিকে ফিরে তাকাল আমার উদ্ধারকারী। আপনি কি আহত?

তার কথায় ক্রোধ ছিল আমার আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে। তার কণ্ঠস্বর শোনার আগেই আমি তাকে চিনতে পেরেছিলাম। আমার সেই লোক—যার দেহে ক্ষতচিহ্ন আছে।

ইতিমধ্যে আমার আততায়ী—আবার তার পায়ের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই রেবার্ন ছুটে গেল তার দিকে। বোধহয় আবার তাকে মারধোর করবার জন্য। এ সব আমি পছন্দ করি না। তার পিছন পিছন আমি ছুটে গেলাম অন্ধকার হাতড়ে। রেবার্ন তখন তার ওপরে ঝুঁকে পড়েছিল।

আপনি কি আবার ওকে মারলেন?

না, তার দরকার হয়নি, আমার আসার আগেই সে দরজার কাছে ফিরে আবার পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এখন দেখতে হবে লোকটা কে?

আমার বুকটা তখন অসম্ভব কাঁপছিল, কাঁপা কাঁপা পায়ে লোকটার কাছে এগিয়ে গেলাম। অন্ধকার হলেও আন্দাজে বুঝতে পারলাম, আমার আক্রমণকারী চিকেস্টারের থেকেও সাহসী এবং বেপেরায়া। এ সব ব্যাপারে চিকেস্টার সাধারণতঃ ছুরি জাতীয় অস্ত্র ব্যবহার করে থাকে, সামান্য একটু আঘাত করেই তৃপ্ত হয় সে।

রেবার্ন দেশলাই জ্বালে। সেই আলোয় আমরা দুজনেই চমকে উঠলাম। লোকটা গাই প্যাগেট।

রেবার্ন স্তব্ধ, হতবাক। 'প্যাগেট'! কোন রকমে অস্ফুটে বলে সে, হায় ঈশ্বর, এ যে দেখছি প্যাগেট!

দেখছি আপনি খুব অবাক হয়েছেন?

হবারই তো কথা। জোর দিয়ে বলে সে, আমি যে কখনো সন্দেহ করিনি— আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রেবার্ন এবার পাল্টা প্রশ্ন করল, আর আপনি? আপনি হননি? আমার ধারণা, লোকটা আপনাকে আক্রমণ করার সময়েই আপনি তাকে চিনতে পেরেছিলেন, পারেন নি?

না, পারিনি। যাই হোক, ঠিক আপনার মত আশ্চর্য আমি হইনি।

সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকাল সে।

আপনি যে কোত্থেকে আসছেন জানিনা। এ ব্যাপারে আপনি কতটুকুই বা জানেন, তাও জানি না।

হাসলাম। বেশ ভালরকমই জানি মি—মিস্টার লুকাস!

এই সময়ে সে আমার হাতটা চেপে ধরল সজোরে। তার সেই অসহায় অবস্থা দেখে আমার কেমন মায়া হল, তবে সেটা প্রকাশ করলাম না।

এ নাম আপনি জানলেন কি করে? ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে।

কেন, এ নাম কি আপনার নয়? মিষ্টি করে জানতে চাইলাম, কিংবা আপনি কি নিজে 'বাদামী রঙের পোষাকের সেই লোকটি' হিসেবে পরিচিত হতে চান?

আমার কথা শুনে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাল সে আমার দিকে। তারপর আমার হাতের বন্ধন ছিন্ন করে দু' পা পিছিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি মেয়ে না ডাইনী?

আমি তোমার বন্ধু, তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম, মনে আছে তোমার, একবার আমি তোমাকে সাহায্য করেছিলাম, আবার সাহায্য করতে চাই। নেবে আমার সাহায্য?

না, তোমার সঙ্গে কেন, কোন মেয়ের সঙ্গেই আমি সম্পর্ক রাখতে চাই না।

তার এই অহেতুক ভয় দেখে আমি বিরক্ত হলাম। আমার রাগ চড়তে শুরু করল সঙ্গে সঙ্গে। বললাম, হয়ত তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না, আমার কি ক্ষমতা। আমার ওপর তোমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এখুনি যদি আমি জাহাজের ক্যাপ্টেনকে তোমার সব কথা বলে দিই—

বলেই দেখ না, খিঁচিয়ে উঠল সে। তারপর দ্রুত পদক্ষেপে আমার দিকে এগিয়ে এল সে, খুকুমণি, তুমিও হয়ত জান না, ঠিক এই মুহূর্তে আমার কি ক্ষমতা! ইচ্ছে করলে আমি তোমার গলা টিপে—এই বলে সত্যি সত্যি সে তার দু' হাত বাড়িয়ে আমার গলা টিপে ধরে। একটু পরেই তার হাতের চাপে আমার শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হল। তেমনি দু'হাত দিয়ে সে আমার গলা টিপতে টিপতে বলে, এই ভাবে তোমাকে খুন করে জলে ভাসিয়ে দেব, হিংস্র হাঙ্গরে তোমার দেহটা গিলে ফেললে কেউ টেরও পাবে না তোমার অস্তিত্ব, বুঝলে খুকুমণি! বল, এবার বল, একটু আগে তুমি কি যেন বলছিলে?

আমি কিছু বললাম না। কেবল হাসলাম। কিন্তু আমি জানতাম, তার কাছ থেকে আমার সত্যিকারের বিপদ তখনো কাটেনি। এই মুহূর্তে সে আমাকে ঘৃণা করে। তবু আমি যে কোন বিপদকে ভালবাসি। ভালবাসব তার হাত দুটো আবার আমার কণ্ঠনালীতে চেপে বসলে। কয়েক মুহূর্তের জন্য সে তার হাতের বন্ধন শিথিল করে হয়ত আমার মনের কথাটা জানবার চেষ্টা করছিল।

মৃদু হেসে এক সময় সে আমাকে ছেড়ে দেয়।

কি নাম তোমার? হঠাৎ সে আমার নাম জানতে চাইল।

অ্যানি বেডিংফিল্ড।

তোমার কি কোন কিছুতেই ভয় নেই অ্যানি?

ও হ্যাঁ, শান্ত মেজাজে বললাম, ভিমরুল, যে সব মহিলা সব সময় ব্যঙ্গ করে কথা বলে, বয়স্ক লোক, আরশোলা এবং সহকারী দোকানী, এদেরকে আমার ভীষণ ভয়।

আগের মতই হেসে এবার সে প্যাগেটের অচৈতন্য দেহটার দিকে তাকাল।

এই শয়তনটাকে নিয়ে কি করা যায় বল তো? জিজ্ঞেস করল সে, সমুদ্রে ফেলে দেব?

তোমার যদি তাই মনে হয় তো কর, আগের মতই শান্ত গলায় বললাম।

তোমার আন্তরিকতার প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না মিস বেডিংফিল্ড। না, ওকে জ্ঞান ফিরে পেতে সুযোগ দেওয়া উচিত। অতএব ও এখানে ঐভাবেই কিছুক্ষণ পড়ে থাকুক। মনে হয় ওর আঘাতটা তেমন গুরুতর নয়।

তাহলে দেখছি, দ্বিতীয় খুন থেকে তুমি সরে দাঁড়ালে, শান্ত মোলায়েম গলায় বললাম।

এবার সে সত্যি সত্যি হতভম্ব হল।

দ্বিতীয় খুন, তার মানে?

মার্লোর সেই মেয়েটি, আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে, আমার কথায় তার মনের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে সেটা লক্ষ্য কররার জন্য তার চোখর ওপর স্থির দৃষ্টি ফেললাম।

তার মুখটা কেমন যেন বিকৃত মনে হল। আমার উপস্থিতির কথা সেই মুহূর্তে সে যেন ভুলেই গেল।

হয়ত আমি তাকে খুন করে থাকব, অকপটে সে স্বীকার করল, কখনো কখনো আমি বিশ্বাস করি, তাকে আমি খুন করব বলে মনে করেছিলাম..............

একটা বন্য চিন্তা আমার মনে ঘুরপাক খেতে শুরু করল। তাকে আমি খুন করব বলে মনে করেছিলাম.......তবে কি সে সেই মেয়েটিকে ভালবাসত? হ্যাঁ, অবশ্যই তাকে সে ভালবাসত। তা না হলে মেয়েটিকে খুন করার কথা চিন্তাই করতে পারে না সে।

কোন রকমে নিজেকে সংযত রেখে স্বাভাবিক গলায় বললাম, আমার সবকিছুই তো বললাম, কেবল শুভরাত্রি জানানো ছাড়া।

শুভরাত্রি এবং বিদায় মিস বেডিংফিল্ড।



সতের

স্যার ইউসটে পেডলারের দিনলিপির সারাংশ, মাউন্ট নেলসন হোটেল, কেপ টাউন।

কিলমার্ডেন জাহাজ থেকে নামতে পেরে আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। সব সময়ে আমাকে ঘিরে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র চলছিল সেখানে। এ সব চাপা দেওয়ার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন ছিল গাই প্যাগেটকে মদ খাইয়ে মাতাল করে রাখা। সমস্ত ব্যাপারটাই একটা রহস্যের মধ্যে সে যেন ঢেকে রাখতে চায়।

যাই হোক, আমি প্যাগেটকে বোঝালাম, সেই মানসিক ভারসাম্য হারানো লোকটা যদি বা তোমাকে চিন্তায় ফেলে থাকে, কিন্তু তোমার ওপর আক্রমণের আশঙ্কা তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।

এই সময় প্যাগেটকে বেশ শান্ত দেখাচ্ছিল।

স্যার ইউসটেস, আমার কথা শুনুন, আমি হলপ করে বলতে পারি, নিশ্চয়ই কোন কিছুর সন্ধানে আপনার কিবিনের সামনে ঘোরাঘুরি করছিল। ঐ পথে কেবল মাত্র দুটি কেবিন, একটি আপনার এবং অপরটি কর্ণেল রেসের।

রেস! সাবধানে সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করতে গিয়ে বললাম, তোমার কোন সাহায্য না নিয়েই সে নিজের দিকে নজর দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তার জন্য তোমায় অহেতুক চিন্তা করতে হবে না প্যাগেট।

দেখুন স্যার ইউসটেস, আমর ধারণা সেই লোকটা অবশ্যই রেবার্ন। আমার মনে হয় কর্ণেল রেসের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিল। গোপন ষড়যন্ত্র— স্যার ইউসটেস, আপনি জানেন না, গতকাল রাত্রে কিছু একটা নির্শ্চয়ই ঘটতে যাচ্ছিল। তা না হলে কেনই বা রেবার্ন আমাকে অমন বিশ্রী ভাবে অপমান করতে যাবে বলুন?

এ কথা ঠিক যে জাহাজে ওঠার পর তাব সঙ্গে আর দেখা হয়নি আমাদের, হোটেলেও আসেনি সে একবারের জন্যও। তাই মনে হয় প্যাগেটকে তার এমন ভয়। আমার একজন সেক্রেটারী নীল সমুদ্রে আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। আর একজন পাগলের প্রলাপ বকতে ব্যস্ত। এ অবস্থায় প্যাগেটকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও গেলে কেপ টাউনের লোকেদের কাছে আমি হাসির খোরাক হয়ে যাব। তাই ঠিক করলাম এখানকার প্রধানমন্ত্রীকে মিলরের চিঠি পৌঁছে দিতে প্যাগেটকে সঙ্গে নেব না।

পবে একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেল। মিলরের সীল মোহর করা চিঠির খামটা প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিতে গেলাম কথামত। পরে দেখা গেল সেই খামের মধ্যে একটা সাদা কাগজের টুকরো ছাড়া আর কিছু নেই। আশ্চর্য, মিলরে কেন যে এরকম একটা বিশ্রী ঝামেলায় জড়িয়ে ফেলল আমায়, ভেবে পেলাম না।

আমার সেই দুরবস্থা দেখে প্যাগেট নিজের হামবড়া ভাব দেখাবার সুযোগ পেয়ে গেল হঠাৎ। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমি তার কথায় কান দিলাম।

মনে করুন স্যার ইউসটেস, রাস্তায় মিঃ মিলরের সঙ্গে আপনার আলোচনা করার সময়ে দু' একটা কথাবার্তা আড়ি পেতে শুনে থাকবে সে। মনে রাখবেন, মিঃ মিলরের কাছ থেকে কোন লিখিত অনুমতিপত্র আপনি পাননি। রেবার্নকে আপনি তার নিজস্ব গুণের জন্য গ্রহণ করেছিলেন।

তাহলে তোমার কি মনে হয় রেবার্ন একজন ষড়যন্ত্রকারী?

প্যাগেট মাথা নেড়ে সায় দিল। জানি না তার কথাগুলো আমার মধ্যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, তবে আমার মতামত হল, এ ব্যাপারে কোন গুরুত্ব না দেওয়া। নিজেকে যে বোকা সাজাবার চেষ্টা করে, তার কথায় কান না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

এখন প্যাগেট তার নিজেজর ধান্দায় আছে। সে তার নিজের ধ্যান-ধারণায় বিভোর। তার অনুমান, সেই বাদামী রঙের পোষাম পরা লোকটাই রেবার্ন। হয়ত তার অনুমান মিথ্যে নয়। কিন্তু তাকে রোডেসিয়ায় সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথা আমি এখন ভাবতেই পারি না। হাজার হোক আমি লোকসভার একজন ইংরেজ সদস্য, আমার একটা আলাদা মর্যাদা আছে। ওর মত রাস্তায় ঝগড়া করা লোককে আমার সেক্রেটারী হিসেবে নিয়ে গেলে আমার মান-মর্যাদা থাকে কোথায়? তাই ওকে রোডেসিয়ায় থেকে যাওয়ার পরামর্শ দিলাম। ওকে আরো বোঝলাম, যে কোন মুহূর্তে রেবার্নকে সনাক্তকরণের জন্য তোমার হয়ত ডাক পড়তে পারে।

প্যাগেটের কপালে কুঞ্চনের রেখা পড়তে দেখা যায়।

আগামীকাল বেলা এগারটায় আপনার ব্যক্তিগত গাড়িটা ট্রেনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার সব ব্যবস্থা আমি পাকা করে রেখেছি। সে যাই হোক, এখন আমাদের কাজের কথায় আসা যাক। মিসেস ব্লেয়ার কি তাঁর পরিচারিকা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন?

মিসেস ব্লেয়ার? এবার সত্যি সত্যি আমি দারুণ অবাক হলাম।

হ্যাঁ, শুনেছি, আপনি নাকি তাকে আপনার গাড়িতে যাওয়ার জন্য বলেছিলেন! কথাটা কি সত্য?

কথার ছলে মদের নেশায় হয়ত আমি ওঁকে আমার গাড়িতে আসতে বলে থাকব। কিন্তু তাই উনি সত্যি সত্যি আমার সঙ্গে রোডেসিয়ায় যাবেন নাকি? পথে নারী বিবর্জিতা, প্রবাদ আছে। আমি চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, আর কাউকে কথা দিয়েছি নাকি?

মিসেস ব্লেয়ারের ধারণা, কর্ণেল রেসকেও আপনি বোধহয় আপনর গাড়িতে সহযাত্রী হতে আহ্বান করেছেন!

সেকি! চমকে উঠলাম। রেসকে যদি সত্যি সত্যি আহ্বান করে থাকি, সে তাহলে নেশার ঝোঁকে। কারণ, তাকে খাতির করার মত আমার মানসিকতা গড়ে ওঠেনি এখনো পর্যন্ত। রেগে গিয়ে বললাম, প্যাগেট, দয়া করে আমার ব্যাপারে তুমি নাক গলান বন্ধ করবে? বন্ধ করবে তোমার ঐ কালো চোখের দৃষ্টি আমার ওপর ফেলা?

মিস বেডিংফিল্ড-এর কথা বলতেই সঙ্গে সঙ্গে প্যাগেট আমার প্রস্তাবের বিরোধিতা করল। অ্যানি বেডিংফিল্ডকে মোটেই পছন্দ করেনা সে। সেদিন সেই রাত্রির অপ্রীতিকর ঘটনার পর থেকে অ্যানির প্রসঙ্গ উঠলেই বিরক্তি প্রকাশ করত সে। সত্যি, আজকাল প্যাগেট যেন কেমন রহস্যময় পুরুষ হয়ে উঠছে।



আঠার

অ্যানির কাহিনী আবার শুরু হল

আমার প্রথম টেবল মাউণ্টেন-এর কথা যতদিন বেঁচে থাকি কোনদিনও ভুলতে পারব না। সবেমাত্র টেবল বে-তে আমাদের জাহাজ তখন প্রবেশ করেছিল। দূর থেকে টেবল মাউণ্টেন-এর চারপাশে সাদা পেঁজা তুলোর মত মেঘ ঢেকে থাকতে দেখলাম। নীচে ফেনিল সমুদ্রের নীল জলরাশি দূরে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারা সূর্যের আলো। আমি সাহিত্যিক নই, আমার ভাষা নেই ভাল করে প্রকাশ করার সেই মনোরম দৃশ্যের বর্ণনা। এ যেন একটা স্বপ্ন, জাহাজটা আমার স্বপ্নের রূপকথার দেশ স্পর্শ করতে চলেছে!

" এই হল দক্ষিণ আফ্রিকা, নিজের মনেই গুনগুনিয়ে ওঠে গানের কলির মত, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা। অ্যানি বেডিংফিল্ড, এটাই হল তোমার স্বপ্নের পৃথিবী, এতদিন যে পৃথিবী তুমি নিজের চোখে

প্রত্যক্ষ করতে চাইছিলে, সেই দক্ষিণ আফ্রিকা—

কিন্তু আমাকে বিস্মিত করে হঠাৎ আমার পিছন থেকে মৃদুস্বরে সে আমার নাম ধরে ডেকে উঠল সেই সময়ে।

মিস বেডিংফিল্ড! গতকাল তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার জন্য আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করবে না?

আমার মুখে তখন কোন ভাষা নেই। নিঃশব্দে একটা হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। গভীর আবেগে সে আমার হাতটা স্পর্শ করল। তার হাতটা আমার হাতের মুঠোর মধ্যে অসম্ভব কাঁপছিল তখন।

আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই, তার গাম্ভীর্য আরও ঘনীভূত হল। মিস বেডিংফিল্ড, তুমি হয়ত জান না, কি রকম বিপজ্জনক জালে তুমি জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছ।

তা কষ্ট করে তুমি আমাকে সাবধান করতে এলে কেন?

হয়ত তোমার জন্য এটাই আমার শেষ উপকার। একবার সমুদ্র তীরে পৌঁছতে পারলে আর কোন ভয় নেই আমার, কিন্তু আমার ভয় হয় বোধহয় আমি আর পৌঁছতে পারব না।

কেন? মৃদু চিৎকার করে উঠলাম আমি।

দেখ, যে বাদামী পোষাকের সেই লোকটার কথা তুমিই কেবল জান না, আমার ধারণা, এই জাহাজের অন্য আর একজন লোকও জানে।

তা তোমার কি সন্দেহ, আমি তাকে বলেছি?

না, না, তোমার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। এ কথা স্বীকার না করলে অন্যায় করা হবে তোমার ওপর। যাইহোক, সেই লোকটা একা একা আমাকে খেলাতে চায়। কিন্তু আমি জানি, যে মুহূর্তে আমি পুলিশের হাতে ধরা পড়ব, তার কাছে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। হয়ত আমি তখন মুক্তি পেয়ে যাব, মাত্র ঘণ্টাখানেকের ব্যাপার। অতএব—বিদায়।

হঠাৎ সে আমার হাতটা শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হল, তার চোখের আগুনে আমার বুকের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছিল। তারপর চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে ছেড়ে চলে গেল সে।

নিঃসংকোচে আমি স্বীকার করছি, পরের দু'ঘণ্টা আমি উপভোগ করতে পারলাম। ইতিমধ্যে সমুদ্র তীরে জাহাজ ভিড়ল এক সময়। তখন আমার আশঙ্কা, এই বুঝি সে ধরা পড়ল। কিন্তু কি সৌভাগ্য সে গ্রেপ্তার হল না। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, দিনটা এক স্বর্গীয় সুখের।

রাতটা সুজানের সঙ্গে হোটেলে কাটাতে হবে আমাকে। তাই একটা ট্যাক্সি ডেকে আমরা সোজা মাউণ্ট নেলসনে চলে গেলাম।

এখানকার আলো, বাতাস, ফুলের সুবাস, সব কেমন স্বর্গীয় বলে মনে হল। ইংলণ্ডের বাইরে কোন জায়গা যে এমন সুন্দর লাগবে ভাবতে পারিনি। তবে সুজানের মধ্যে বড় একটা উচ্ছ্বাস দেখতে পেলাম না।

প্রাতঃরাশের পর তাকে দোতলাতে দেখা গেল। সুজানের ঘরের পাশেই আমাকে একটা ঘর দেওয়া হয়েছিল। সামনে টেবল বে'র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে তাকালে চোখ ফেরান যায় না।

সুজানের সাথে দেখা হতেই তাকে জিজ্ঞেস করলাম, স্যার ইউসটেসকে দেখেছ তুমি? প্রাতঃরাশের ঘর থেকে গজরাতে গজরাতে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। বোধ হয় মাছটা একটু পচা ছিল। তারপর আর দেখা নেই। কি ব্যাপার বল তো?

হাসল সুজান! খুব সকালে ওঠা পছন্দ নয় স্যার ইউসটেরে। কিন্তু অ্যানি, মিঃ প্যাগেটকে তুমি দেখেছ? করিডোরে তার পিছু নিয়েছিলাম, কিন্তু ধরতে পারিনি।

তার কেবল চিন্তা আমাকে ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়া। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালাম।

ব্যাপারটা ক্রমশই যেন রহস্যময় হয়ে উঠছে, সুজান বলে, স্যার ইউসটেসকে ব্যাপারটা জানান দরকার। আর রেভারেণ্ড এডওয়ার্ড চিকেস্টারের সঙ্গে তুমি তো খুব হাসি-ঠাট্টা কর, তার ভার তোমার

ওপর রইল। তবে আমার মনে হয় না, রাতের অন্ধকারে প্যাগেট আমাকে ট্রেন থেকে ফেলে দেবে!

তুমি দেখছি সব সন্দেহের উর্ধে সুজান। তবে খারাপ যদি একান্তই কিছু ঘটে, ক্লারেন্সকে তার করে জানিয়ে দেব।

ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ, সুজান বলে, এখুনি একটা টেলিগাম ফর্ম দাও তো। দেখি আমি কি করতে পারি।

সুজানকে টেলিগ্রাম ফর্ম দিতেই সে সঙ্গে সঙ্গে লিখল—ভয়ঙ্কর এক রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়েছি। এখুনি এক হাজার পাউণ্ড পাঠিয়ে দাও।—সুজান

সুজান তার বন্ধুদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সারতে গেল, তখন বেলা প্রায় এগারটা হবে। একা একা হোটেলে বসে থেকে কি করব! তাই হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে ট্রেন লাইন পার হলাম। তারপর মূল রাস্তায় এসে নামলাম। কিছুক্ষণ রাস্তায় ঘোরাঘুরির পর হোটেলে ফিরতেই দেখলাম যাদুঘরের তত্ত্বাবধায়কের লেখা একটা চিরকুট আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কিলমর্ডেন জাহাজে আমার এখানে আসার খবর তিনি পেয়েছেন। তিনি এও জেনেছেন, প্রফেসর বেডিংফিল্ড-এর মেয়ে আমি। তিনি আমার বাবাকে চিনতেন। এবং বাবার খুব ভক্ত তিনি। তিনি লিখেছেন, আমি ওঁদের বাড়িতে গেলে উনি এবং ওঁর স্ত্রী খুব খুশি হবেন। তিনি তাঁর চিরকুটে মুইজনবার্গের ভিলায় যাওয়ার বিস্তারিত বিবরণ লিখে দিয়েছিলেন।

ভিলা মেডগী খুঁজে বার করতে একটু কষ্ট হল। পাহাড়ের ওপরে এক নির্জন জায়গায় সেই ভিলাটা, আশপাশে অন্য কোন ভিলা চোখেই পড়ে না যেন। বেল টিপতেই একজন কাফ্রি ছোকরা দরজা খুলে হাসি মুখে তাকাল আমার দিকে।

মিসেস রাফিনি কোথায়? আমি জানতে চাইলাম।

লোকটা দীর্ঘদেহী, অবশ্যই হল্যাণ্ডবাসী। হঠাৎ আমার মনে হল, এই লোকটাকে তো যাদুঘরের তত্ত্বাবধায়কের মত দেখতে নয়। সত্যি কথা বলতে কি, পরমুহূর্তেই আমি বেশ বুঝতে পারি, আমি নিজেই নিজেকে বোকা বানিয়েছি। আমি এখন শত্রুপক্ষের হাতের মুঠোয় বন্দিনী।



উনিশ

এই প্রসঙ্গে 'পামেলার বিপদ' উপাখ্যানের কথা মনে পড়ে গেল আমার। মনে হয় আমাকে ঘিরে আর এক পামেলার বিপদের কাহিনী শুরু হল। সঙ্গে সঙ্গে রেবার্নের কথাও মনে পড়ল, আমাকে সে সতর্ক করে দিয়েছিল গতকাল সকালে। জানি না এ কাহিনীর শেষ কোথায়? নিজের বোকামোর জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হল। তবু এদের হাত থেকে রেহাই পেতে পিছন দিকে ফিরে দরজার হাতলে হাত রাখতে গেলাম। যার হাতে আমি বন্দী সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

মিথ্যে পালাবার চেষ্টা করো না। তুমি এখানে আছ, এখানেই থাকবে, ব্যঙ্গ করে বলল সে।

আমাকে এখানে ধরে রাখার কি অধিকার আছে তোমার? আমি পুলিশে জানাব—

কুকুরের মত মিথ্যে ঘেউ ঘেউ করো না, বলে হাসল সে।

আমাকে ভয় দেখিয়ে কোন লাভ নেই, তোমাকে আমি একজন বিপজ্জনক পাগল ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারি না, আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, আমার বন্ধুরা জানে, আমি কোথায় এসেছি। সন্ধ্যার মধ্যে না ফিরলে আমার সন্ধানে তারা এখানে আসতে বাধ্য হবে। বুঝলে?

তাহলে তোমার বন্ধুরা জানে, তুমি কোথায় আছ? তা তোমার সেই বন্ধুরা কারা?

আমার বন্ধুদের মধ্যে মিসেস ব্রেয়ার একজন, হাল্কা ভাবে বললাম, যার সঙ্গে আমি এখন আছি এখানে।

কিন্তু মনে হয় না তুমি যে এখানে আসবে, সে কথা সে জানে, লোকটা ধূর্ত চোখে তাকায়, বেলা এগারটার পর থেকে তার সঙ্গে তোমার দেখা নেই। আসার আমন্ত্রণের চিরকূটটা তুমি পেয়েছ মধ্যাহ্নভোজের সময়।

লোকটার কথাবার্তা শুনে মনে হল, আমার প্রতিটি গতিবিধি তার নখদর্পণে। তাই কথা না বাড়িয়ে তাদের কি অভিপ্রায় জানতে চাইলাম, তা আমাকে নিয়ে কি করতে চাও তোমরা?

আগামীকাল সকালে তোমাকে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, আর তোমার উত্তর পেলে তখন আমরা ঠিক করব, তোমাকে নিয়ে কি করা যায়।

তার ডাকে দু'জনে কাফ্রি এসে হাজির হলো সেখানে। আমার শত বাধা সত্ত্বেও তারা আমার হাত-পা বেঁধে ওপরতলার একটা ঘরে নিয়ে এল। ঘরভর্তি ধূলো। হল্যাণ্ডবাসী সেই লোকটা মাথা নীচু করে আমাকে বিদায় সম্ভাষণ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় এক সময়। যাওয়ার সময় বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে যেতে ভুলল না সে।

আমি তখন সম্পূর্ণ অসহায়! ধুলো-মলিন মেঝের উপবে গড়াগড়ি খেলাম হাত-পা-এর বন্ধন শিথিল করাব জন্য, কিন্তু সফল হলাম না। আমার তখন ভীষণ কান্না পাচ্ছিল, আর ভাবছিলাম, এই সময়ে কেউ যদি এ বাড়িতে আসে, তাবা কেউই আমার এমন অসহায় অবস্থার কথা ভেবে ফিরেও তাকাবে না। নিচে দরজা বন্ধ করার শব্দ হল, মনে হয় সেই লোকটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

অনেক ধস্তাধস্তির পরেও হাত-পা-এর বন্ধন যখন এতটুকুও শিথিল করতে পারলাম না, ক্লান্তিতে ঘুমে ঢলে পড়লাম সেই নোংরা মেঝের ওপরে। ঘুম যখন ভাঙ্গল দেখলাম ঘরটা অন্ধকারে ঢেকে গেছে। অর্থাৎ তখন বাত নেমেছে। নোংরা স্কাইলাইট চুঁইয়ে একটুকরো চাঁদের আলে এসে পড়েছিল ঘরের মেঝের ওপরে। সেই আলোয় মেঝের ওপর চোখ বোলাতে গিয়ে হঠাৎ আমার দৃষ্টি এক জায়গায় থমকে গেল, চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হল, এক টুকরো কাঁচ পড়ে থাকতে দেখলাম সেখানে, আমার বন্ধনমুক্তির হাতিয়ার। সারা দেহে প্রচণ্ড যন্ত্রণা। তবু সেই অবস্থায় আমার দেহের সব বন্ধন অস্বীকার করে মেঝের ওপর ভারী দেহটা কোনরকমে গড়িয়ে গড়িয়ে সেই কাঁচের টুকবোটার কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম, তাতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। তবু এক অজানা আশায় বুক বেঁধে অনেক চেষ্টার পর কাঁচের টুকরোটা আমার হাতের নাগালের মধ্যে পেয়ে গেলাম এক সময়ে। কিন্তু হাতটা বাঁধা, খুলি কি করে? পিছনেই দেওয়াল। একটা সম্ভাবনার কথা মনে পড়ে গেল। দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা হাত জোরে জোরে দেওয়ালে ঘষতে থাকলাম। একটু পরেই দড়িটা ছিঁড়ে গেল। তখন একটা হাতে আমার বন্ধন-মুক্ত। তারপর সেই মুক্ত হাত দিয়ে কাঁচের টুকরোটা তুলে নিলাম। এবার সেই কাঁচের টুকরো দিয়ে একে একে আমার হাত-পা-এর বন্ধন কেটে ছিন্ন করে ফেললাম অচিরে। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। প্রথমে একটু কষ্ট হল, যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট দেহটা তখন ধনুকের মত বেঁকে রয়েছে। অনেকক্ষণ পরে কোন রকমে দেহটা সোজা করের দাঁড়ালাম। দরজা বাইরে থেকে ভেজান ছিল, খুলতে অসুবিধে হল না। উঁকি মেরে বাইরেটা একবার দেখে নিলাম।

সব কিছু শান্ত, নির্জন জায়গাটা। জানালা পথে চাঁদের আলো এসে পড়েছিল নিচে নামার সিঁড়ির মুখে। সেই আলোটা অনুসরণ করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে শুরু করলাম। তখনও বাড়িটা নিস্তব্ধ। কিন্তু দু'চার ধাপ নামতেই নিচুতলা থেকে সম্মিলিত কণ্ঠস্বর আমার কানে এল, সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ালাম। দেওয়াল ঘড়িতে মধ্য রাত্রির সময় ঘোষণার শব্দ কানে এল।

এখান থেকে পালাবার মস্ত বড় ঝুঁকির কথা জেনেও আমি আবার নিবে নামতে শুরু করলাম। কিন্তু সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দিতে গিয়ে দেখলাম, হলঘরে একজন কাফ্রি যুবক বসে আছে। ভাগ্য ভাল, সে আমাকে দেখতে পায়নি। ভাল করে তার দিকে তাকাতে গিয়ে দেখি, সে তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। নিশ্চিত হলাম এই ভেবে যে অন্তত এই মুহূর্তে ঐ যুবকটির কাছ থেকে আমার বাধা পাওয়ার আশঙ্কা নেই। যে ঘরটা থেকে কথাগুলে ভেসে আসছিল এগিয়ে গিলাম সেদিকে। বিকেলে এই ঘরেই আমি প্রথ:

এসে প্রবেশ করেছিলাম। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। সেই সময়ে তারা নিচু গলায় কথা বলছিল বলে, ঠিক অনুসরণ করতে পারছিলাম না। নিরুপায় হয়ে চাবির গর্তে চোখ রাখলাম ঘরের ভেতরের মানুষগুলোর চেহারা দেখার জন্য।

বিকেলের সেই হল্যাণ্ডবাসী লোকটা দরজার দিকে মুখ করে বসেছিল বলে তাকে চিনতে অসুবিধে হল না কিন্তু অপর ব্যক্তি তখন পিছন ফিরে বসেছিল বলে তার মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে এক সময়ে সে মদ খাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতেই আমার চোখের সামনে তার মুখটা স্পষ্ট ভেসে উঠতে দেখলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম।

সেকি! এ যে মিঃ চিকেস্টার! আমার পায়ের তলাকার মাটি সরে যাচ্ছিল তখন একটু একটু করে। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিলাম। উৎকর্ণ হলাম ওদের কথা শোনার জন্য।

মেয়েটার সঙ্গে যদি ওর পরিচিত কেউ দেখা করতে আসে? হল্যাণ্ডবাসী লোকটা তখন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করছিল।

না, সে রকম সম্ভাবনা নেই। মেয়েটা তোমাকে ধোঁকা দিতে চেয়েছে। যাইহোক, আমাদের কোন ভয় নেই। চিকেস্টার আরও বলে, এটাই কর্ণেলের হুকুম। আমার বিশ্বাস, তুমি তাঁর হুকুমের বিরোধিতা করবে না। কর্ণেল চান না, তিনি ছাড়া তৃতীয় কোন ব্যক্তি এ ব্যাপারে বিন্দু-বিসর্গ জানুক। তাই তিনি ঐ মেয়েটির কাছ থেকে কিছু খবরা-খবর সংগ্রহ করতে চান—

হীরের খবর? নিজের মনে আমি বললাম।

তারপর দীর্ঘক্ষণ ধরে সেই তালিকাটা উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করে দেখতে থাকল তারা, মাঝে মাঝে যে সব জায়গার নাম তার বলাবলি করছিল, তার অধিকাংশ আমার অজানা। এক সময়ে চিকেস্টার বলে, এই তালিকাটা কর্ণেলকে দেখানোর জন্য নিয়ে যাব। কাল সকাল দশটায় আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

কেন, মেয়েটির সঙ্গে দেখা করে যাবে না? লোকটা জিজ্ঞেস করল।

না, কর্ণেলের কড়া হুকুম, তাঁর এখানে না আসা পর্যন্ত—কেউ সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। সে ঠিক আছে তো?

নৈশভোজ সারার আগে আমি নিজে তাকে দেখে এসেছি। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় গভীর ঘুমে ঘুমোচ্ছে সে। কোন চিন্তা নেই। বলে সে হাসল। চিকেস্টারও তার সঙ্গে হেসে উঠল একটা পরিতৃপ্তির মেজাজে।

তারপর তারা ঘর থেকে বেরোবার আগেই আমি ওপরতলায় সেই ঘরে এসে নিজেই দড়ি দিয়ে আমার হাত-পা বেঁধে ফেললাম। কে জানে, ওরা যদি আমার সন্ধানে এখানে আসে, তাই আগে-ভাগে সতর্ক হওয়া ভাল।

ইতিমধ্যে রাতের প্রহরী সেই কাফ্রি যুবকটি ঘুম থেকে জেগে উঠেছিল। অতএব রাতের অন্ধকারে এখান থেকে পালানোর সব আশা আমাকে ত্যাগ করতে হল তখনকার মত।

পরদিন সকালে, আমার ভাগ্য ভাল, প্রাতঃরাশ শেষ করে চিকেস্টার তার কথামত বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, সঙ্গে সেই হল্যাণ্ডীয় লোকটাকেও নিয়ে গেল। এই সুযোগ। অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম। হলঘর তখন একেবারে ফাঁকা, ধারে-কাছে কোন কাফ্রিকে দেখতে পেলাম না। নিঃশব্দে দ্রুতপায়ে বাইরে বেরোবার দরজা খুলে রাস্তায় নেমে এলাম। সূর্যস্নাত রাস্তা। অনেকক্ষন পরে মুক্তি পেয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম। রাস্তার লোক কৌতূহলী চোখে আমার ধূলো-মলিন পোষাকের দিকে তাকাতে থাকে, তাতে আমার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। এক সময় একটা গ্যারেজে এসে ঢুকলাম।

দেখুন, হঠাৎ একটা দুর্ঘটনায় পড়তে হয় আমাকে, সংক্ষেপে গ্যারেজের লোককে বললাম, এখুনি আমাকে কেপ টাউনে পৌঁছতে হবে। একটা গাড়ির খুব প্রয়োজন। ডার্বান যাওয়ার জাহাজ ধরতে হবে।

আমাকে খুব বেশি সময় অপেক্ষা করতে হল না। একটু পরেই একটা গাড়ি আমাকে নিয়ে কেপ টাউনের দিকে ছুটতে শুরু করল। আমাকে জানতে হবে চিকেস্টার সেই জাহাজে উঠল কিনা। মুইনেবার্গের ভিলায় সে আমাকে দেখতে পায়নি। অতএব আমাকে দেখতে পেলে নিঃসন্দেহে সে নতুন করে আমাকে ধরার জন্য ফাঁদ পাতবে নিশ্চয়ই। কিন্তু এবার সে আমাকে এত সহজে ধরতে পারবে না, কারণ আমি

তার স্বরূপ জেনে গেছি। এখন আমি বেশ ভাল করেই জেনে গেছি, রহস্যময় কর্ণেলের হয়ে হীরের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।

কিন্তু হায়, আমার দুর্ভাগ্য! আমার সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল। বন্দরে পৌঁছে দেখলাম, সেইমাত্র কিলমর্ডেন জাহাজটা বন্দর ছেড়ে সমুদ্রে ভাসতে শুরু করেছে।



কুড়ি

হোটেলে ফিরেই সোজা সুজানের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। আমাকে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল সে, প্রিয় অ্যানি, কোথায় ছিলে তুমি? কি করছিলে এতক্ষণ?

রোমাঞ্চকব এক অভিযানে বেরিয়েছিলাম, এই বলে সবিস্তারে আমি আমার সেই ভয়ঙ্কর অভিযান কাহিনীর বর্ণনা দিলাম সুজানকে।

তা না হয় হল, কিন্তু এখন কি করবে ঠিক করলে? সুজান জানতে চাইল।

আমি ঠিক জানি না, চিন্তিত স্বরে বললাম, আমাদের পরিকল্পনা মত রোডেসিয়ায় অবশ্যই তোমাকে যেতে হবে প্যাগেটের ওপরে নজর রাখার জন্য।

আর তুমি?

ঠিক এই মুহূর্তে বলা মুশকিল। মনে মনে ভাবলাম, চিকেস্টার কি কিলমর্ডেন জাহাজের যাত্রী হয়েছে? ডার্বানে যাওয়ার পরিকল্পনা কি এখনো তার আছে, নাকি সে তার মত বদলেছে? ডার্বানে যাওয়ার ট্রেনের সময়টা আমাকে আগে জানতে হবে।

রেলওয়ে অফিস তেকে খবর নিয়ে জানা গেল সেদিন রাত আটটা পনোরোয় ডার্বান যাওয়ার একটা ট্রেন আছে।

চায়ের টেবিলে সুজান হাসতে হাসতে বলে, তুমি কি আর চিকেস্টারকে চিনতে পারবে? বড় অভিনেতা সে, কখন কি ছদ্মবেশ নেয় কে জানে? এবার দেখব হয়ত সে কোন নাবিকের ছদ্মবেশ নিয়ে তোমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, তুমি তাকে চিনতেও পারবে না সেই অবস্থায়।

এই সময়ে কর্ণেল রেস ঘরে ঢুকে আমাদের আলোচনায় যোগ দিলেন।

স্যার ইউসটেস এখন কি করছেন জানেন? সুজান বলে, আজ সারাদিন ওঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। উনি ওঁর নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে আছেন।

পরে স্যার ইউসটেসের মুখ থেকে তাঁর প্রতিক্রিয়া শোনার সুযোগ এসে গেল। হেটেল-বয় মারফত তিনি আমাদের ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে। বেচারা, সত্যি খুব মুষড়ে পড়েছিলেন এই অবাঞ্ছিত ব্যাপারে। সুজান তাঁকে সান্ত্বনা দেয় (এ সব ব্যাপারে সুজান খুব ভাল অভিনয় করতে পারে।)

স্যার ইউসটেস দুঃখ করে আমাদের কাছে অভিযোগ করে বলতে থাকেন। প্রথমেই ধর না, এক অজানা মেয়ে বলা নেই কওয়া নেই আমার বাড়িতে খুন হল—আমাকে বেকায়দায় ফেলার জন্য, এ কথা অমি বিশ্বাস করি না। গ্রেট ব্রিটেনে অত বাড়ি থাকতে আমার মিল হাউসে কেনই বা এমন একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটতে যাবে বলুন? কি এমন ক্ষতি আমি করেছি মেয়েটির যে, সে সেখানে খুন হতে গেল?

সুজান আবার তাঁকে সান্ত্বনা দেয় আগের মতন। ফলে স্যার ইউসটেস ততোধিক উত্তেজিত হয়ে আবার বলতে শুরু করলেন ঃ

আর সেটাই যদি যথেষ্ট না হয়, আশ্চর্য! কি ঔদ্ধত্য সেই খুনীর! তা না হলে পরে সেই খুনী

লোকটাই আবার আমার সেক্রেটারী হিসেবে যোগ দিতে আসে আমার কাজে? ঘেন্না ধরে গেল আমার সেক্রেটারীদের ওপরে। নিশ্চিন্তে কাজ করার জন্য আমি এখন একটি মেয়ে সেক্রেটারী চাই। সুন্দরী মেয়ে, যার চোখের চাহনি হবে শান্ত, নম্র, যে আমার দুঃখের সময়ে আমার হাত দুটি ধরে আমাকে সান্ত্বনা দিতে পারবে। তা মিস অ্যানি, তোমার কি খবর? এই কাজের ভারটা নেবে তুমি?

না, আপনার সাথে যাওয়া আমার ভাগ্যে নেই, আমাকে ডার্বানেই যেতে হবে। অজস্র ধন্যবাদ আপনাকে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্যার ইউসটেস সঙ্গে সঙ্গে সংলগ্ন ঘরের দরজা খুলে প্যাগেটকে ডাকলেন। এবং তাকে নির্দেশ দিলেন ট্রেড কমিশনারের অফিস কিংবা এগ্রিকালচার বোর্ডের অফিসে কিংবা চেম্বার অব মাইনস-এর অফিসে গিয়ে রোডেসিয়ায় তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্য একটি মেয়েকে সেখান থেকে আনার জন্য। আর শোন, তিনি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, মেয়েটি যেন স্বপ্নালু চোখের হয়, আর তার হাত ধরলে যেন সে আপত্তি না্া করে, বুঝলে?

হ্যাঁ, স্যার আমি একজন অভিজ্ঞ সর্টহ্যাণ্ড-টাইপিস্টেব কথাই বলব।

সেই সময় আমি এরকম জোর করেই সুজানের হাত ধরে ফিরে এলাম তার ঘরে।

দেখ সুজান, এই মুহূর্তে আমাদের পরিকল্পনা ছকে ফেলতে হবে। শুনলে তো প্যাগেট এখানেই থাকছে।

তার মানে রোডেসিয়ায় আমার যাওয়া হচ্ছে না, এই তো? অথচ তুমি তো জান অ্যানি, রোডোসিয়ায় সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য নিজের চোখে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছি, লণ্ডন থেকে এখানে আসার উদ্দেশ্যও আমার তাই ছিল।

ঠিক আছে, প্রসঙ্গটা চাপা দিতে বললাম, তাহলে তোমার কাজ হবে স্যার ইউসটেস এবং কর্ণেল রেসের ওপর নজর রাখা—

স্যার ইউসটেস-এর ওপর তোমার না হয় সন্দেহ হতে পাবে, কিন্তু কর্ণেল রেস কি দোষ করলেন? আমার মনে হয় এ ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে একটু পরামর্শ কর দেখলে কেমন হয়! হয়ত উনি তোমাদের সাহায্যও করতে পারেন, কি বল?

না, না, ও কাজটি তুমি কক্ষনো ভুলেও করতে যেও না সুজান, সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে বাধা দিয়ে ভাবলাম, সুজান বিবাহিতা বলেই কি নিঃসংকোচে অপর এক পুরুষের কাছে নিজেকে সঁপে দিতে চাইছে বিদেশে এসে? মেয়েদের পেটে কোন কথাই এই জন্য চাপা থাকতে পারে না। আর এই মেয়েদের মাধ্যমেই দুনিয়ার যত গুপ্তচরবৃত্তি-খুন-জখম-রাহাজানির কাজ নির্বিঘ্নে সমাধা হয়ে থাকে।

যাইহোক, সুজান আমাকে কথা দিল, কর্ণেল রেসকে এ-ব্যাপারে একটা কথাও সে বলবে না, এবং তারপর আমরা আমাদের পরিকল্পনা রচনা করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

এখন এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, এখানে আমাকে অবশ্যই থাকতে হবে প্যাগেটের ওপর নজর রাখার জন্য। তবে ডার্বানে যাওয়ার ভান করে মালপত্র নিয়ে আমাকে একবার স্টেশনে যেতেই হবে। তারপর স্টেশন থেকে ফিরে এসে ছোটখাটো একটা হোটেলে আশ্রয় নেব। সেই সঙ্গে আমার চেহারা এবং পোষাকের কিছু পরিবর্তন ঘটাতে হবে যাতে করে সামনাসামনি পড়লে, সে আমায় না চিনতে পারে। ভাবছি মুখের ওপরে একটা অবগুন্ঠন চাপিয়ে নেব, পরিচিত কেউ আমার মুখ দেখতে পাবে না, অথচ আমি তাকে অনায়াসে দেখতে পাব।

সুজান আমার পরিকল্পনা সর্বান্তকরণে সমর্থন করল। তারপর নৈশভোজ সেরে চলে আসছি, স্যার ইউটেস অনেকবার অনুরোধ করলেন, প্যাগেটের গাড়িতে স্টেশনে যাওয়ার জন্য। কারণ সে নাকি ঐ দিকেই যাচ্ছে। আবার তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, আমরা ইতিমধ্যে ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে রেখেছি।

স্যার ইউসটেস দুঃখ করে বললেন, আমি জানি ঐ গাধাকে কেউই পছন্দ করে না। এই দেখ না, আমার জন্য এমন এক নতুন সেক্রেটারী এনেছে, যার বয়স চল্লিশের বেশি, মুখের ছিরি দেখলে তো একবারের বেশি তাকাতেও ইচ্ছা হয় না। আর চোখ? যেন আগুনের ভাঁটার মত জ্বলছে সব সময়। তাকালেই হয়ত

আমাকে ভস্ম করে দিয়ে ছাড়বে।

তা আপনার হাত সে ধরেনি? হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলাম।

আমার সেই ইচ্ছেটা মরে গেছে। তাই সুযোগ দিইনি। বিষণ্ন গলায় তিনি বললেন, তুমি যাচ্ছ যাও, বিদায়। তবে রোডেসিয়ায় গিয়ে সিংহ শিকার করলে তার চামড়া আমি তোমাকে দিচ্ছি না, কারণ তুমি আমাকে একবুক শূন্য মরুভূমিতে ফেলে রেখে গেলে, তোমার ঐ স্বপ্নালু চোখ অনেকদিন দেখতে পাব না, তার জন্য আমার কম দুঃখ নেই জানো।

নিচে নেমে এসে সুজানকে দেখতে পেয়ে বললাম, চল, এখুনি রওনা হওয়া যাক, আব দেরী নয়।

ট্যাক্সি ডাকতে যাব, পিছন থেকে ডাক শুনে চমকে ফিরে তাকালাম। মাফ করবেন মিস বেডিংফিল্ড, স্টেশনের দিকেই আমি যাচ্ছি। আপনাকে এবং মিসেস ব্লেয়ারকে স্টেশনে ছেড়ে আসতে পারব। তাড়াতাড়ি আপনার মালপত্র আমার গাড়িতে লাগেজ কেরিয়ারে তুলতে বলুন পোর্টারকে।

ধন্যবাদ, আমি তাড়াতাড়ি বলি, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না, আমি—

না, না, কোন কষ্ট হবে না। আপনার মালপত্র তুলুন তো।

আমি অসহায় ভাবে সুজানের দিকে তাকালাম। সুজান আমার গা টিপে আমাকে ভরসা দিয়ে ইঙ্গিত করল, কথা না বাড়িয়ে প্যাগেটের গাড়ির আরোহী হওয়ার জন্য।

ধন্যবাদ মিঃ প্যাগেট, ঠাণ্ডা গলায় বলে তার গাড়িতে উঠে বসলা অতঃপর।

ট্রেন ছাড়তে তখন মাত্র মিনিট তিনেক বাকী। আমরা তখন ট্রেনের কামরায় উঠে বসেছি। নকল অভিনয়। কিন্তু মিনিট তিনেক বাদে ট্রেন ছেড়ে দিলে সত্যি তখন আমি কি করব? অসহায় দৃষ্টিতে তাকালাম সুজানের দিকে। সে তখন কামরা থেকে নিচে নামার জন্য উদ্যত। সুজানকেও বেশ চিন্তিত বলে মনে হল। সেই চিন্তাটা তার কথায় প্রকাশ পেল একটু পরেই।

অ্যানি, তোমার ট্রেন জার্নিটা খুবই কষ্টের হবে দেখছি। তারপর আজ আবার প্রচণ্ড গরম। তোমার তো আবার একটুতেই মাথা ধরে ওঠে। সঙ্গে তোমার ওডি-কোলন কিংবা ল্যাভেণ্ডাব আছে তো? নেই?

না তো, হোটেলের ড্রেসিং টেবিলের ওপর ফেলে এসেছি। এখন উপায়?

তা উপায় একটা বার করতেই হবে, বলে প্যাগেটের দিকে ফিরে সুজান কাতব অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলে, মিঃ প্যাগেট, যদি কিছু মনে না করেন তো, স্টেশনের সামনের সেই ওষুধের দোকান থেকে এক ফাইল ওডি-কোলন এনে দেবেন?

প্যাগেট প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করে। কিন্তু জন্ম থেকে স্বৈরাচারী সে, তাই সুজানের মত সুন্দরী মেয়ের কথা ফেরাতে পারল না। ছুট দিল ওডি-কোলন আনার জন্য।

তারপর সে আমাদের চোখের আড়াল হওয়া মাত্র প্ল্যাটফর্ম থেকে কামরার দিকে ঝুঁকে পড়ে নিচু গলায় সুজান আমাকে ব্যস্ত হয়ে বলল, গাড়ি চলতে শুরু করা মাত্র প্ল্যাটফর্মের উল্টো দিকের কামরার দরজা খুলে নেমে পড়। প্যাগেটের মত গর্দভের ওপর নজর রাখার ভার আমি নিলাম, কেমন?

বিদায়! বিদায় বন্ধু, বিদায়!



একুশ

আমার পরবর্তী পরিকল্পনার রূপরেখা টানতে খুব একটা অসুবিধে হল না। একটা ছোট হোটেলে উঠেছি। অনেকদিন পর আরাম করে ঘুমিয়েছি একা, পা দুটো লম্বা করে ছড়িয়ে। পরদিন সকালে মফঃস্বল টাউন ঘুরে দেখার জন্য বেরিয়েছিলাম। পথে জুতোর লেস ছিঁড়ে যাওয়ায় একটা মুচির দোকানে জুতো

সারাচ্ছি, হঠাৎ দেখি একটা লোক হুমড়ি খাওয়ার মত আমার সামনে এসে পড়ল। তার মাথায় টুপি, ঈষৎ ঝোলানো সামনের দিকে। ভাল করে তার মুখের দিকে তাকাতেই মনে হল, লোকটা পরিচিত, আগে কোথায় যেন তাকে দেখেছি। কিন্তু তখন এর বেশী কিছু ভাববার প্রয়োজনবোধ করিনি। কব্জি-ঘড়ির দিকে তাকালাম, সময় চলে যাচ্ছে। এগারটার সময় রোডেসিয়াগামী ট্রেন ছেড়ে দিলে আমি নিশ্চিন্ত হই। সবাই ঐ ট্রেনে রোডেসিয়ায় যাচ্ছে, কেবল এখানে থাকছে প্যাগেট, তাকে নিয়েই আমার যত চিন্ত-ভাবনা এখন। একটু পরে কেপ টাউনের দিকে ফিরে চললাম।

ট্রাম স্টপেজে উঠতে যাব, পিছনে পরিচিত পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকাই, আর সঙ্গে সঙ্গে যে লোকটার মুখ আমার জোখের সামনে ভেসে উঠল, সে আমার পরিচিত। একটু আগে এই লোকটাই রাস্তায় আমার ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। আচ্ছা এ লোকটাই কি আগের দিন রাত্রে আমার পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল? ছোট বেঁটেখাটো লোক, লম্বা নাক।

আচ্ছা লোকটা কি আমাকে অনুসরণ করছে। পরীক্ষা করার জন্য পরের স্টপেজে ট্রাম থেকে নেমে একটা দোকানের সামনে অপেক্ষা করতে থাকলাম। লোকটা পরের স্টপেজে নেমে আমার দিকেই এগিয়ে এল। এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে, সে আমাকে অনুসবণ করছে।

সামনে একটা ট্রাম পেতেই তাতে উঠে বসলাম। আমার অনুসরণকারী যে আমার পিছু পিছু সেই ট্রামে উঠেছিল সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত জেনে পিছু পিছু ফিরে তাকে দেখার প্রয়োজনবোধ করলাম না। কিন্তু আমার চিন্তা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। আমার মনে হল মার্লোয় স্যার ইউসটেসের বাড়িতে সেই মেয়েটির খুন হওয়া কোন বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। বেশ বুঝতে পারি, এর পিছনে বিরাট এক চক্র আছে। আমি সেই চক্রে সূত্র খুঁজে পেয়েছি। সুজানের কাছে কর্ণেল রেসের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম মনে মনে। তারপর মুইজেনবার্গের সেই ভিলায় চিকেস্টারের কথাবার্তা শুনে আমার এই ধারণা হয়েছে, হীরে উদ্ধারের ব্যাপারটা কোন একক ঘটনা নয়, এই চক্রের জন্য আর কোন উদ্দেশ্য থাকলেও থাকতে পারে এবং এই চক্রের নায়ক তথাকথিত 'কর্ণেল'! তার নিদের্শেই সবাই কাজ করছে। যেমন এই মুহূর্তে ঐ লোকটা আমাকে ছায়ার মত অনুসরণ করছে। সমস্ত ব্যাপারটা এখন আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার।

এখন আমার সামনে সব থেকে বড় সমস্যা হল, এখন আমি কি করব, আমার কি করা উচিত! এই প্রথম আমি ভীষণ ভয় পেলাম। আমি এখন জেনে গেছি, আমার চার পাশে আমার শত্রুরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, বস্তুত আমি এখন তাদের নজর-বন্দিনী। এই অবস্থায় একা একা অনুসন্ধানের কাজ চালালে আমি শেষ হয়ে যাব। পরক্ষণেই আবাব ভাবলাম, ভয় কি? আমার চারপাশে যেমন শত্রুপক্ষের লোক ছড়িয়ে আছে, তেমনি তো রাস্তায় দু'হাত অন্তর পুলিশ রয়েছে।

তাড়াতাড়ি এ্যাডার্লি স্ট্রীটের কার্টরাইট রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়লাম। ঠাণ্ডা আইসক্রীম সোডা খেতে খেতে আমার পরবর্তী পরিকল্পনা স্থির করার জন্য। আমি জানি, আমার সেই অনুসরণকারী লোকটা ঠিক সেই রেস্তোরাঁয় ঢুকেছে আমার পিছু পিছু। হ্যাঁ, আমার অনুমানই ঠিক। সামনের টেবিলে এসে বসল লোকটা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর লোকটা আবার বেরিয়ে গেল। আমার সন্ধানী দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করল সঙ্গে সঙ্গে। রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়েছিল প্যাগেট। লোকটা তার সঙ্গে কি যেন কথা বলল, তারপর তার দুজনেই ট্রাফিক পুলিশের কাছে গেল। আমি চমকে উঠলাম। এখান থেকে পালাতে পবে। তাড়াতাড়ি রেস্তোরাঁর বিল মিটিয়ে দ্রুত পায়ে রাস্তায় নামলাম।

তাই তাড়াতাড়ি একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে থামিয়ে উঠে বসলাম। ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলাম, স্টেশনে পৌছে দেওয়ার জন্য।

স্টেশনে পৌছতেই দেখি রোডেসিয়া যাওয়ার ট্রেনটা সেই মাত্র যাত্রা শুরু করল। ছুটে গিয়ে স্যার ইউসটেসের ব্যক্তিগত কম্পার্টমেণ্টে উঠে পড়লাম হাঁপাতে হাঁপাতে।

কর্ণেল রেস অবাক চোখে আমার দিকে তাকালেন, ডার্বান থেকে কবে ফিরলেন?

আমি তাঁর কথার কোন উত্তর না দিয়ে সোজা স্যার ইউসটেসের ব্যক্তিগত কামরায় গিয়ে প্রবেশ করলাম।

স্যার ইউটেস যেন হাতে চাঁদ পেলেন আমাকে দেখে।

মাঝপথে বুলাওয়েও স্টেশনে কাফ্রি ছেলেদের কাছ থেকে কাঠের তৈরী বিভিন্ন জন্তুজানোয়ারের খেলনা কিনলাম আমি এবং সুজান। আমার পছন্দ বড় জিরাফটা। রোডেসিয়ায় পৌঁছে সেই কাঠেব জিরাফের মধ্যে সুজান সেই হীরের টুকরোগুলো গোপনে লুকিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত হল।

সারাদিন স্থানীয় রেনবো-ফরেস্ট, ফলস্ দেখে ফিরে এসে একটু ক্লান্তবোধ করছিলাম। নৈশভোজ সেরে সুজানের ঘরে বসে আমরা আমাদের পরবর্তী পরিকল্পনার কথা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। সুজানের সঙ্গে কিছুতেই একমত হতে পারছিলাম না আমার সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তালিকা ঠিক করার সময়।

ক্লান্ত সুজান ঘুমে ঢলে পড়ছিল। তাই ওর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমার ঘরে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলাম। চিন্তায় আমার ঘুম আসছিল না। হঠাৎ এক সময় দরজায় নক করার শব্দ হতেই চমকে উঠলাম, অসময়ে কে এল? প্যাগেট? ভয়ে ভয়ে দরজা খুলতেই দেখি একটি কাফ্রি ছেলে দরজার ওপাবে দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে একটা চিরকুট, আমার নাম লেখা ছিল সেই চিরকূটের ওপরে। ছেলেটাকে বিদায় দিয়ে বিছানায় ফিরে এসে চিরকূটটা পড়তে বসলাম।

রেবার্ন, আমার প্রিয়তম রেবার্ন লিখেছে সেই চিরকূটটা।

তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাল বনে আজ রাত্রে আসবে একবার? ১৭ নম্বর কেবিনের স্মৃতি মনে করে অন্তত একবার সে, কেমন?

আমার হৃদয় তখন এক অজানা অনুভূতিতে দারুণ চঞ্চল হয়ে উঠল। রেবার্ন আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ও তাহলে এখানেই এসে উঠেছে?

ব্যস্ত হযে নিজেকে তৈরী করে নিলাম আমার প্রিয়তমের অভিসাবে যাওয়ার জন্য। আসাব সময় স্যার ইউসটেসের ঘরে উঁকি মেরে দেখলাম, তিনি তাঁর নতুন সেক্রেটারী পেটিগ্রিউকে নোট দিতে ব্যস্ত। সুজান তার ঘরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে, আর কর্ণেল রেসের ঘর ফাঁকা। এত রাত্রে উনি যে কোথায় গেলেন, ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না সেই মুহূর্তে। আর আমার তখন এ ব্যাপারে তলিয়ে দেখার মত মনের অবস্থাও নয়। রেবার্ন দর্শনে আমার মন তখন দারুণ ব্যাকুল। তাই তাড়াতাড়ি হোটেলে থেকে বেরিয়ে এলাম।

হঠাৎ মনে হল পিছন পিছন কে যেন আমাকে অনুসরণ করছে। তার পরেই মাথার ওপরে একটা-প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। তারপর আমার আর কিছু মনে নেই।



বাইশ

কত দিন কত রাত্রি যে আমি সেই রকম অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিলাম, খেয়াল নেই। আর এও জানি না আমি এখন কোথায়? চোখ মেলে তকিয়ে দেখি, একটা ছোট কাঠের ঘরে আমি শুয়ে আছি! প্রথমে মনে হয়েছিল, আমি বুঝি একা। কিন্তু ভাল করে চারিদিক তাকিয়ে দেখতে গিয়ে চোখে পড়ল ঘরের এককোণে একজন পুরুষ পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল। তার মুখ দেখা যাচ্ছিল না।

একসময় সেই মানুষটা মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাতেই আমার বুকটা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল যেন।

রেবার্ন তুমি! তুমি এখানে?

কেঁদ না অ্যানি, হ্যাঁ' বেবার্ন আমার শিয়রে এসে মাথার ওপর ওর নরম হাতের স্পর্শ রেখে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আর তোমার কোন ভয় নেই। আমি থাকতে তোমাকে কেউ আর আঘাত দিতে পারবে না।

সেদিন আর কোন কথা হল না রেবার্নের সঙ্গে। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই রেবার্নের সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হওয়া মাত্র আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কোথায়? কতদিন এখানে আছি?

জামবেসির একটা দ্বীপপুঞ্জে, ফলস্ থেকে মাইল চারেক দূরে। মাস খানেক হল তুমি এখানে আছ।

আমার বন্ধুরা বিশেষ করে আমার সঙ্গিনী সুজান, সে কি জানে আমি কোথায়?

না, তোমার বন্ধুরা জানে কি জানে না, সে খবর আমি জানি না। আমি কেবল তোমাকে সেদিন একটা গাছের গুঁড়ির সামনে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে এখানে তুলে নিয়ে আসি।

সে কি! এক কাফ্রি ছেলের মারফত আমাকে একটা চিরকুট লিখে তুমি আমাকে যেতে বলনি?

আমি তোমাকে চিরকুট লিখে পাঠিয়েছিলাম? অবাক চোখে তাকাল সে, কে তোমাকে আসতে বলে? না, না, ও ধরনের কোন চিরকুট আমি তোমাকে লিখিনি, বিশ্বাস কর অ্যানি—

তা না হয় করলাম। কিন্তু আমাকে আমার হোটেলে রেখে না এসে, এখানেই বা কেন নিয়ে এলে?

তোমার নিরাপত্তার জন্য।

এখন থেকে আমি তোমার সব কথাই শুনব। এমন কোন কাজ করব না, যার ফলে আমার বন্ধুরা জানতে পারবে যে, আমি এখানে আছি। এখন থেকে তুমিই হবে আমার পরামর্শদাতা।

তোমার ভাবী স্বামীর জন্য আমার মায়া হয়—অভাবনীয় ভাবে কথাটা ও বলে ফেলল এক সময়।

যে মুহূর্তে আমি বুঝব যে, তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ, তোমার শত্রুপক্ষের দিক থেকে তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত, তখনি আমি তোমাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে তোমার ইপ্সিত জায়গায় রেখে আসব।

রেবার্ন-এর সেবা-যত্নে আমি ক্রমশই সুস্থ হয়ে উঠলাম। আমরা দুজন তখন পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক নির্জন দ্বীপে আদম আর ইভের মত বসবাস করে থাকি। আমি জানি, ইতিমধ্যে রেবার্নকে আমি হৃদয় সঁপে দিয়ে বসে আছি, কিন্তু ওর কাছ থেকে যতটুকু সাড়া পাওয়ার কথা, ঠিক ততখানি এখনো পাইনি।

কিন্তু সেই সময় হঠাৎ রেবার্ন একদিন আমাকে চমকে দিয়ে বলল, অ্যানি, কালই তোমায় ইংলণ্ডে ফিরে যেতে হবে, এ ভাবে তোমার আমার এক সাথে বেশীদিন থাকা ঠিক নয়।

কিন্তু একদিন তুমিই আমাকে বলেছিলে রেবার্ন যে, আমাকে তুমি তোমার কাছে মাসের পর মাস রেখে দিতে চাও। বড্ড জানতে ইচ্ছে করছে, সত্যি কি তুমি আমার এতদিনের সান্নিধ্যে কোন সুখ পাওনি?

না, পাইনি, রেবার্ন কেমন নিষ্ঠুরের মত চিৎকার করে বলে উঠল, আমাকে তুমি লোভ দেখিও না অ্যানি। তুমি জান, আমি কে? দু দু'বার আমি মারাত্মক অপরাধ করেছি। আমি একজন দাগী আসামী। ওরা এখানে আমার পরিচয় জানে হ্যারী পার্কার হিসেবে। কিন্তু একদিন যখন ওরা আমার সত্যিকারের পরিচয় জানতে পারবে, তখন তোমার সব—সব স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু তোমার কথা ভেবে আমি তা হতে দিতে চাই না। তুমি যুবতী, তোমার বয়স অল্প। তাছাড়া তুমি সুন্দরী অ্যানি, তোমার এই মোহিনী রূপে যে কোন সৎ, চরিত্রবান পুরুষ পাগল হয়ে যেতে পারে। তোমাব সামনে মস্ত বড় ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে—ভালবাসা, নিশ্চিত সুখের জীবন, সব কিছু। আর আমার? আমার জীবন ব্যর্থ, অনিশ্চিত। এখন আমি আমার কায়ার ছায়া বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি, যে কোন মুহূর্তে আমি ফুরিয়ে যেতে পারি।

না, আমি ফিরে যাচ্ছি না, আমি ওকে বাধা দিয়ে বলি, আমি তোমার কাছেই থাকব, তোমার হয়েই থাকতে চাই এখানে চিরদিন।

না, তা হয় না অ্যানি, ফিরে তোমাকে যেতেই হবে ইংলণ্ডে। পাগলামী করো না অ্যানি। তোমায় তোমার দেশে ফিরে গিয়ে উপযুক্ত পাত্রকে বিয়ে করতে হবে, সুখী হতে হবে।

হ্যাঁ, হয়তো সে আমাকে ভালবাসা দেবে, কিন্তু তোমার মত ভালবাসা তো দিতে পারবো না রেবার্ন।

একটু থেমে আবার বলি, আমার কথা থাক, এবার তোমার কথা বল, আমি চলে গেলে তুমি কি করবে?

কাজ আমার হাতে তৈরী। কি কাজ সেটা জানতে চেও না। তবে তুমি আন্দাজ করে নিতে পার এটুকু আমি বলতে পারি। আমি আমার নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমার শেষ কাজটা সমাধা করে যেতে

চাই। আমি চাই তুমি আমার জীবনের সমস্ত কাহিনী শোন, একেবারে শুরু থেকে।

তার কিছু কিছু আমি জানি, শান্তভাবে আমি বললাম। যেমন জানি, এতামার সত্যিকারের নাম হ্যারী লুকাস।

এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে কি যেন ভাবল সে। মুখে না বললেও আমি জানি, এই মুহূর্তে কি ভাবছে রেবার্ন। ও এখন ভাবছে, এখন আর ফেরা যায় না। তাই কথামত ও জীবনের বেদনাময় কাহিনী বলতে শুরু করল।



বাইশ

হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ, আমার আসল নাম হল হ্যারী লুকাস। আমার বাবা ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, রোডেসিয়ায় আসেন খামারের কাজ করার জন্য। আমি কেমব্রিজে পড়ার সময় উনি মারা যান। বাবার মৃত্যুর পর কেমব্রিজে আর্ডসলি নামে এক যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ, আলাপ থেকে অভিন্ন হৃদয়েব বন্ধু হয়ে যায় সে। তার বাবা দক্ষিণ আফ্রিকার একজন অতি পরিচিত লোক ছিলেন। কেমব্রিজ ছেড়ে আসার পর আর্ডসলির সঙ্গে তার বাবার ঝগড়া চরমে পৌঁছোয় একদিন, আগে থেকেই তাঁর সম্পত্তি কিংবা অর্থের কোন অংশ দিতে নারাজ।

তা আমরা দুই বন্ধু তখন ভাগ্যান্বেষণে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রিটিশ গায়নায় চলে গেলাম। কর্ণেল রেসের মুখ থেকে শুনেছো সেই হীরে চুরির কাহিনী, মনে আছে তো? ব্রিটিশ গায়ানার জঙ্গলে আমরা দ্বিতীয় কিমবার্লি আবিষ্কার করলাম একদিন। সেই জঙ্গলে থেকে অতি মূল্যবান কয়েকটা হীরে সংগ্রহ করে আমরা চলে এলাম কিমবার্লিতে অভিজ্ঞ জহুরীদের দিয়ে সেগুলোর দাম যাচাই করার জন্য। তারপর কিমবার্লির এক হেটেলে সেই মেয়েটির সঙ্গে প্রথমে সাক্ষাৎ হল আমাদের।

আমার শরীরটা একটু শক্ত হয়ে উঠল, দরজায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে হ্যারী লুকাস ওরফে হ্যারী রেবার্নএর জীবনের কাহিনী শুনতে থাকি।

এ্যানিটা গ্রুনবার্গ তার নাম। মেয়েটি ছিল অভিনেত্রী। যুবতী এবং রীতিমত সুন্দরী। তার জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকায়, তবে তার মা ছিলেন একজন হাঙ্গেরীয়। মেয়েটি ছিল দারুণ রহস্যময়ী। আর সেই কারণেই বোধহয় আমরা দুই বন্ধু এক সঙ্গে সব জেনেশুনেও তার প্রেমে পড়ে যাই। কিন্তু আমাদেব সঙ্গে তার প্রেম করাটা শুধু খেলা ছিল। পরে খবর নিয়ে জানলাম, ডে বীয়ার্স-এর একজন ছোটখাট বেঁটে লোকের বিবাহিতা স্ত্রী সে, খবরটা যদিও অন্য কেউ জানত না। আমাদের হীরে আবিষ্কারের কথা শুনে মেয়েটি দারুণ উৎসাহ দেখাল। ডে বীয়ার্স-এর হীরে চুরির ঘটনা প্রকাশ পেয়ে গেল। পুলিশ আমাদের মিথ্যে সন্দেহ করে আমাদের গ্রেপ্তার করল, সেই সঙ্গে আমাদের আবিষ্কার সেই হীরেগুলো বাজেয়াপ্ত করল। এ্যানিটা তখন বেপাত্তা।

এখানে একটু থেমে লুকাস আবার বলতে থাকে, যাইহোক স্যার লরেন্স আর্ডসলি, আগেই বলেছি, প্রচণ্ড প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাই তিনি তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে আমাদের দুজনকে পুলিশের হাত থেকে উদ্ধার নিয়ে এলেন আদালতে কেস ওঠার আগেই। এক সপ্তাহ পরে যুদ্ধের ঘোষণা হয়। দুই বন্ধু যুদ্ধে নাম লেখালাম। তারপর কি হল জান অ্যানি? আমার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু তখনও এ্যানিটার প্রেমে পাগল। এ্যানিটা তাকে প্রতারণা করেছিল বলে মেয়েটির ওপরে আমার প্রচণ্ড রাগ ছিল। সেই রাগ আর

বেড়ে গেল, যখন বুঝতে পারলাম এ্যানিটাকে না পাওয়ার বেদনায় আর্ডসলি ইচ্ছে করে যুদ্ধের সব থেকে বিপজ্জনক জায়গায় গিয়ে স্বেচ্ছায় নিজের জীবন আহুতি দিয়েছে। আমার বন্ধুর সেই নিষ্ঠুর পরিণতি নিজের চোখে দেখে, যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর শপথ নিলাম, যেভাবেই হোক এ্যানিটাকে, তোমরা যাকে বল নর্তকী নাদিনা, তাকে খতম না করা পর্যন্ত আমি থামছি না।

যুদ্ধ থামার পর আমি এই দ্বীপে চলে আসি আর এ্যানিটাকে খুন করার সুযোগের অপেক্ষায় থাকি। এখানে এসে আমি নৌকো চালিয়ে রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করি। তা এই ভাবে একদিন কার্টনের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ডে বীয়ার্স-এর হীরে চুরির দলের কেউ নয় তো সে? বেঁটে ছোটখাটো চেহারার লোক, শুনেছিলাম, এ্যানিটার স্বামীও নাকি ঠিক এই রকম দেখতে। কার্টন যে হোটেলে উঠেছিল, সেখান থেকে খবর নিয়ে একদিন তার ঘরে গিয়ে সরাসরি অভিযোগ করলাম, তার গোপন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে। আমার রিভলভারের নলের সামনে দাঁড়িয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হল সে, এ্যানিটা গ্রুনবার্গ ওরফে নাদিনা তার স্ত্রী। তবে সে আমার কাছে অভিযোগ করল, এ্যানিটা তার বিবাহিতা স্ত্রী হলেও অনেক পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে। স্বভাবতই স্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযোগ এবং রাগ ছিল তার। এবং তার মুখ থেকেই তথাকথিত দলের পাণ্ডা কর্ণেলের নাম আমি শুনি। কার্টন তার দলের সঙ্গে খুব বেশী মেলামেশা করত না, কেবল এই একটা ব্যাপারে ছাড়া। তাই সে তার অপরাধ জীবনে খুব একটা সাফল্য পায়নি বলা যেতে পারে। কার্টনের কাছ থেকেই জানতে পারি, ইদানিং এ্যানিটা তার দলের নেতা কর্ণেলকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছে। আর কর্ণেলও তাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। বিক্রী করতে দেওয়া হীরের টুকরোগুলো থেকে এ্যানিটা নাকি কয়েক টুকরো হীরে সরিয়ে রাখে কার্টনের পরামর্শে। কর্ণেল সেটা কেন বরদাস্ত করতে যাবে বল?

হ্যাঁ, তা তো ঠিক, আমি তার কথায় সায় দিয়ে বললাম, তারপর, তারপর কি হল?

তারপর একদিন কার্টন আমাকে প্রস্তাব দিল, কিছু বাড়তি টাকা দিয়ে চোরাই হীরে এ্যানিটা ওরফে নাদিনার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে। কার্টন হয়ত মনে মনে ভাবল, আমার মারফত এ্যানিটাকে তার বর্তমান নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে প্রতারণা করাবে। তারপর বেশ কয়েকদিন অপেক্ষা করে কার্টনের বাড়িতে খবর নিতে গিয়ে জানলাম, সে নাকি কিলমর্ডেন ক্যাসেল জাহাজে চড়ে কেপ টাউন থেকে ইংলণ্ডে যাচ্ছে। দুদিন পরে সেই জাহাজ কেপ টাউন ছেড়ে যাওয়ার কথা। সেই মুহূর্তে আমি আমার কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। ঠিক করলাম, সেই জাহাজের আমিও একজন যাত্রী হব, তবে আমার পরিচয়ে নয়, ছদ্মবেশে। কেমব্রিজে পড়ার সময় ইউনিভার্সিটিতে খুব ভাল অভিনয় করতাম আমি। তাই স্বভাবতই ছদ্মবেশ নিতে আমার কোন অসুবিধে হল না, আর জাহাজের সারাটা পথ কার্টন আমাকে দেখেও চিনতে পারল না। তারপরের ঘটনা তো তুমি হাইড পার্কের টিউব স্টেশনে দেখেছ।

হ্যাঁ, তুমিই তো সেই ডাক্তারের ছদ্মবেশ নিয়ে নিহত কার্টনকে পরীক্ষা করার অছিলায় তার পকেট থেকে—আমি বললাম।

হ্যাঁ, বেচারা কার্টন, আমাকে বাধা দিয়ে রেবার্ন বলতে থাকে, স্ত্রীর সঙ্গে তার দেখা হল না, তার আগেই দূর থেকে টিউব স্টেশনে কর্ণেলকে দেখে ভয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে পড়ে যায় সে রেল লাইনের ওপরে। তাতে তার মৃত্যু ঘটে—

তারপর?

তারপর ঐ নাদিনাকে অনুসরণ করে আমি চলে আসি মার্লোয় মিল হাউসে। কিন্তু সেখানে গিয়ে কি দৃশ্য দেখি জান? সেখানে আমার পৌঁছোনোর আগেই নাদিনা খুন হয়েছে। আমার বন্ধুর প্রতিশোধ নিতে তাকে খুন করার উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে গেলেও বিশ্বাস কর অ্যানি, আমি তাকে খুন করিনি। তার আসল খুনী আমার আসার আগেই সেখান থেকে সরে পড়েছিল।

তবে কি এ্যানিটার খুনী স্যার ইউসটেস পেডলার? আমি বললাম, বাড়িটার মালিক তো উনি, অতএব নিজের বাড়িতে অত কম সময়ে গা ঢাকা দেওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

না, উনি নন।

তাহলে ওঁর সেক্রেটারী প্যাগেট? আমি আন্দাজে ঢিল ফেলার চেষ্টা করলাম, কারণ স্যার ইউসটেস পেডলারের মুখে শুনেছি, নাদিনা খুন হওয়ার দিন প্যাগেটের ফ্লোরেন্সে থাকার কথা থাকলেও সে সেখানে যায়নি, মার্লোয় ছিল সে। এমনও হতে পাবে, গোপনে সে কর্ণেলের দলে যোগ দিয়ে থাকবে, এবং কর্ণেলের নির্দেশে সে তাকে—

অনেকটা কাছে তুমি গেছ বটে, তবে একেবাবে কাছে নয়, রেবার্ন গম্ভীর স্বরে বলল, কর্ণেল নিজেই তাকে খুন করেছিল ছদ্মবেশে। আর সেই কর্ণেল লোকটা কে জান?

কে, কে সে রেবার্ন? অধীর আগ্রহে আমি জানতে চাইলাম।

রেবার্ন আমার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল আমাকে, তুমি বলেছ সেদিন রাত্রে আমার বর্ণিত সেই চিরকুটটা পেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য হোটেল ছেড়ে আসার সময়ে তোমার বন্ধু সুজানকে তার ঘরে ঘুমোতে দেখে এসেছিলে আর স্যার ইউসটেসকে দেখেছিলে তাঁর ঘরে মিস পেটিগ্রিউকে নোট দিতে। কিন্তু কর্ণেল রেসকে তাঁর ঘরে তুমি দেখতে পাওনি, কেমন?

হ্যাঁ তাই তো! বিস্ময়াবিষ্ট চোখে আমি তাকিয়ে থাকি রেবার্নের দিকে, তাই তো, এ কথা তো আমার তখন খেয়াল হয় নি! তখন সে কোথায় ছিল বলে তোমার মনে হয় রেবার্ন?

তোমাকে খুন করার জন্য তিনি ফাঁদ পেতেছিলেন, তোমার ভাগ্য ভাল যে, ঠিক সময়ে আমি সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পেরেছিলাম। কিন্তু এ্যানিটার দুর্ভাগ্য, আমি সেখানে পৌঁছনোর আগেই কর্ণেল রেস তাঁর কাজ হাসিল করে পালিয়ে যান।

কর্ণেল রেসই তাহলে এত সব হত্যাকাণ্ডের নায়ক? স্তব্ধ বিমূঢ়ের মত আমি তাকিয়ে থাকি হ্যারী লুকাসের পানে।

হ্যারী আমাকে তার বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে, হ্যাঁ, অ্যানি, এই হল আমার কাহিনী। এর পরেও কি তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাইবে?

কিলমর্ডেন জাহাজে যেদিন রাত্রে তুমি আমাকে নতুন করে জীবন দিলে, সেদিন তো আমি তোমাকে আমার স্বামী হিসেবে বরণ করে নিয়েছিলাম লুকাস। আর এ কাহিনী তো তোমার গায়ে একটা আঁচড়ও ফেলেনি।— কেন, কেন তবে এই দ্বিধা লুকাস?

দু'হাত দিয়ে লুকাসের গলা জড়িয়ে ধরে আমি আমার মুখটা ওপর দিকে তুলে ধরি। একটু পরেই লুকাসের ঠোঁটটা ধীরে ধীরে নেমে আসে। ওর মন থেকে সব দ্বিধা জড়তা কেটে গেছে তখন।

❑ দি ম্যান ইন দ্য ব্রাউন স্যুট ভাষান্তর ❑ পার্থ দত্ত

৭

স্বপ্নে মৃত্যুর ছায়া





এরকুল পোয়ারো সপ্রশংস দৃষ্টিতেই কয়েক পলক প্রাসাদোপম বাড়িটাব দিকে তাকিয়ে রইলেন। আশেপাশের পরিবেশটাও নজর দিয়ে দেখে নিলেন তিনি। চারধারে সাজানো গোছানো হরেক রকমের দোকান। ডানদিকে করোগেটের ছাউনি দেওয়া লম্বা টানা ফ্যাক্টবি বিল্ডিং। বিপরীত প্রান্তে ছোট ছোট কোয়ার্টারে ভাগকরা উঁচু উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি।

ঘুরে ফিরে আবার তাঁর দুচোখের দৃষ্টি প্রাসাদোপম নর্থ ওয়ে হাউসের দিকে আকৃষ্ট হলো। বাড়িটা যেন প্রাচীন কালের বনেদী ঐতিহ্যের প্রতীক। যখন পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে থাকতো শ্যামল সবুজের সমারোহ। ধীরে মন্থর গতিতে গড়িয়ে চলতো সময়। মানুষের হাতেও ছিলো অপর্যাপ্ত অফুরন্ত অবকাশ। কিন্তু এখন ঐশ্বর্যে ভরা সেই দিনগুলোর সমস্ত চিহ্নই ধরিত্রীর বুক থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। যন্ত্র সভ্যতার সঙ্গে তাল দিয়ে সময় ছুটে চলেছে উল্কার গতিতে। প্রত্যেকে এখন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। এমনকি এই বাড়িটা প্রকৃত কার সেটা আজকের স্থানীয় বাসিন্দারা বলতে পারে কিনা সন্দেহ। যদিও এর মালিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠধর্মীদেবই একজন। তবে অর্থের মহিমা মানুষকে যেমন অনায়াসে নাম যশ প্রতিপত্তির শিখবে নিয়ে যায় ঠিক তেমন এই অর্থেব সুনিপুন প্রয়োগে কেউ তার স্বীয় পরিচয় গোপন রাখতেও পারে! বাতিকগ্রস্ত ক্রোড়পতি বেনেডিক্ট ফার্লের মনোগত অভিলাষও সেই রকম। জনসমক্ষে তিনি খুব কমই বেবোন। কিন্তু ক্বচিৎ কখনো তিনি যখন মেদহীন কৃশদেহ আর খড়োর মত দীর্ঘ নাসিকা নিয়ে কোম্পানীর বোর্ড মিটিংএ হাজির থাকেন তখন তাঁব তীক্ষ্ণকণ্ঠের দাপটে অন্যসব ডিরেক্টাবরা ভয়ে চুপ করে যায়। এছাড়া বাকি সময়টা তিনি সাধারণের কাছে গল্প কাহিনীব নায়কের মতই বিরাজ করেন। তাঁর সীমাহীন হীনমন্যতাব সঙ্গে বিপুল বদান্যতার আখ্যানও লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়। এর ওপর তাঁর ব্যক্তিগত আচার-আচবণ বা পোশাক পবিচ্ছদের বিষযটাও কম মুখরোচক নয়। রঙ বেরঙের বিভিন্ন কাপড়ের টুকরো দিয়ে তৈরি যে ড্রেসিংগাউনটা তিনি সচরাচর ব্যবহার করেন—শোনা যায় সেটা নাকি আঠাশ বছরেব পুরনো। বাঁধাকপিব সুপ আর শুটকি মাছের ডিম দিয়ে প্রস্তুত অম্লমধুব কাসুন্দি তাঁর প্রত্যাহিক খাদ্য তালিকার প্রধান অঙ্গ। জীবনে কোনদিন এর একচুল বিচ্যুতি ঘটতে দেননি। তাঁর বহুরূপী চরিত্রের আর একটা দিকের কথাও সকলের সবিশেষ পরিচিত। সেটা হচ্ছে মার্জার কুলের প্রতি তাঁর সহজাত অনাসক্তি ও তীব্র ঘৃণা।

অন্য সকলের মত পোয়ারোও এই ভদ্রলোকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা ভালো করে জানতেন। এমনকি এই মুহূর্তে তিনি হয়তো আর পাঁচজনের চেয়ে বেশিই জানেন কিছুটা। তাঁব উদ্দেশ্যে প্রেরিত মঁসিয়ে ফার্লের চিঠিটাই তাঁকে এই বাড়তি জানার সুযোগ করে দিয়েছে।

প্রাচীন ঐতিহ্যের এই অপসৃয়মান ইতিহাসের দিকেই কিছুক্ষণ বিমর্ষ চিত্তে তাকিয়ে রইলেন পোয়ারো। তাঁর দুচোখের তারায় তারায় বেদনার ধূসর কুয়াশা। তারপর পায়ে পায়ে গেট পেবিয়ে ভেতর দিকে এগোলেন। বন্ধ দরজা সংলগ্ন কলিংবেলের সাদা বোতামটাও টিপে দিলেন হাত বাড়িয়ে। সেই অবসরে সাবেকি আমলের বড় হাতঘড়িটাও দেখে দিলেন আড়চোখে। এখন নটা বেজে তিরিশ। ক্ষণপূর্বের বিষাদ বিধুরভাব কাটিয়ে পোয়ারো মনে মনে প্রসন্ন হলেন। সহজাত অভ্যাস অনুযায়ী এখানেও তিনি নিখুঁতভাবে সহানুবর্তিতার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন।

অনতি বিলম্বে বন্ধ দরজা খুলে গেলো। দরজার অপর প্রান্তে উর্দিপরা যে লোকটি দাঁড়িয়ে ছিলো তাকে দেখে মনে হয় ভদ্রসভ্য খানসামাকুলের সর্বোত্তম প্রতিভূ। চোখে মুখে ধার করা বিনয় ও সৌজন্যের সাবলীল অভিব্যক্তি।

ঠাটঠমকে কোথাও একচুল ফাঁকি জুকি নেই। পোয়ারোর দৃষ্টিতে প্রশংসার আলো। সবকিছুই

নিখুঁত এবং পরিপাটি।

'আপনার আসার কথা কি আগে থেকেই ঠিক ছিলো?' বিনীত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো খানসামা।

পোয়ারো সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

'আপনার নাম—স্যার?'

'মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো।'

খানসামা অভিবাদনের ভঙ্গিতে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে পোয়ারোকে পথ ছেড়ে দিলো। পোয়ারো ভেতরে প্রবেশের পর আবার নিঃশব্দেই ভেজিয়ে দিলো দরজাটা। কিন্তু অভিজ্ঞ হাতে আগন্তুকের টুপি, ছড়ি এবং গায়ের ওভার কোটটা গ্রহণ করবার আগে আরো একটা করনীয় কাজও সে সেরে নিলো।

'মাফ করবেন স্যার, আপনি কি সঙ্গে করে কোন চিঠি নিয়ে এসেছেন?'

যথোচিত গাম্ভীর্য সহকারেই পোয়ারো তাঁর কোটের পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে খানসামার দিকে এগিয়ে ধরলেন। লোকটা এক পলক চিঠিখানা উল্টে পাল্টে দেখে নিয়ে আবার সেটা পোয়ারোর হাতেই ফিরিয়ে দিলো। ভাঁজকরা চিঠিটা তিনি সযত্নে ভরে রাখলেন পকেটে। এর আভ্যন্তরীণ বক্তব্যও নিরতিশয় স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। সবটাই তাঁর পরিষ্কার মনে আছে।

নর্থওয়ে হাউস, ডবলিউ ৮

মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো,

মহাশয়,

মিঃ বেনেডিক্ট ফার্লে কোন বিষয় আপনার পরামর্শ প্রার্থনা করছেন। যদি আপনি কোন অসুবিধা বোধ না করেন তবে আগামী কাল বৃস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে নটায় উপরোক্ত ঠিকানায় তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি সবিশেষ বাধিত হবেন।

আপনার অনুগত

হুগো কর্নওয়ার্দি

সেক্রেটারী

পুঃ—অনুগ্রহ করে এই চিঠিটাও সঙ্গে আনবেন।

পোয়ারোর হাত থেকে টুপি ও ছড়িটা নিতে নিতেই তাঁকে আহ্বান জানলো খানসামা, 'আসুন স্যার, মিঃ কর্নওয়ার্দির ঘরেই সাক্ষাতের বান্দোবস্তো করা হয়েছে।'

খানসামার পেছন পেছন প্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি পেরিয়ে ওপরে উঠলেন পোয়ারো তাঁর দুচোখে প্রশংসার উজ্জ্বল দীপ্তি। মূল্যবান শিল্পসামগ্রীর এত বিপুল সমাবেশ অতি অল্প বাড়িতেই দেখা যায় এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের পরিচয় বাহী এই সমস্ত শিল্পসামগ্র সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবও বড় বেশি সংরক্ষণশীল।

দোতলার বারান্দা সংলগ্ন একটা ঘরের দরজায় মৃদুশব্দে বারকয়েক টোকা দিলো খানসামা। পোয়ারোর ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। পুনবায় কোথায় যেন ছন্দপতন ঘটেছে! তিনি একটু ধাক্কা খেলেন মনে মনে। অভিজাত খানসামা কখনো তো এই ভাবে দরজায় নক্ করে না। এবং এই লোকটিও সে খানসামা কুলের অভিজাত সম্প্রদায় ভুক্ত সে বিষয়েও তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত। তাহলে সবকিছুর পেছনেই কি মালিকের নির্দেশ প্রচ্ছন্ন বয়েছে! ক্রোড়পতি ফার্লের নানাবিধ খামখেয়ালীপনার নিদর্শন কি এখান থেকেই শুরু হয়ে গেলো?

ঘরের মধ্যে থেকে একটা অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরও তাঁর কানে ভেসে এলো। ভেজানো দরজা ঠেলে কয়েক পা ভেতরে ঢুকলো খানসামা। তারপর মৃদু কণ্ঠে ঘোষণা করলো, 'স্যার, আপনি যে ভদ্রলোকের জন্যে অপেক্ষা করছেন......'

আবার যেন ছন্দপতন অনুভব করলেন পোয়ারো। এই ধরনের প্রথা বিরুদ্ধ আচার আচরণ কি সমস্তই পূর্ব নির্ধারিত?

পোয়ারো এবার ঘরের মধ্যে পা বাড়ালেন। ঘরটি আকারে প্রকারে বেশ বড়সড়। তবে আসবাব পত্রের বিশেষ বাহুল্য নেই। এক দিকে ফাইলপত্র রাখবার জন্যে ছোট আলমারি। তার পাশে সুদৃশ্য স্টীলের র‍্যাকে মোটা মোটা রেফারেন্স বই থাক দিয়ে সাজানো আছে। মাঝবরাবর মসৃন কাগজে মোড়া ভারী কাঠের টেবিল। টেবিলের চার পাশে কয়েকটা গদি আঁটা চেয়ার। ঘরের চারকোণেই আবছা আলো আঁধারির খেলা। কারণ আয়তনের তুলনায় বাতির ব্যবস্থা খুবই কম। একটা তেপায়া ছোট টেবিলের ওপর সবুজ ঘেরা টোপ দেওয়া একটা মাত্র টেবিল-ল্যাম্পই শোভা পাচ্ছে। এবং সেটা এমনভাবে দাঁড় করানো যাতে দরজা দিয়ে কেউ ঢুকলে সমস্ত আলোটা তার ওপর গিয়ে পড়ে। তার ফলে পোয়ারোর চোখও প্রথমে ধাঁধিয়ে গেলো। ল্যাম্পটা যে দেড়শো ওয়াটের কম নয় তাও তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করলেন।

টেবিল-ল্যাম্পের ঠিক পেছনে আরাম কেদারায় অর্ধশায়িত বেনেডিক্ট ফার্লেকেও এবাব দেখতে পেলেন তিনি। ছিপছিপে দীর্ঘল শরীর, লম্বা ধারালো নাক—অঙ্গে বহু বিখ্যাত চিত্র বিচিত্র ড্রেসিং গাউন। মাথাটা বিশেষ ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুলে আছে। কপালের ঠিক ওপরেই ঝুঁটির মত এক মুঠো সাদা চুল। অনেকটা যেন কাকাতুয়ার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। পুরু লেন্সের আড়াল থেকে একজোড়া জ্বলজ্বলে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলে নবাগত আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে ছিলেন ভদ্রলোক।

'হুঁ', আগন্তুককে বেশ কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণের পর ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন তিনি। তাঁর কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ও খসখসে। কানের পক্ষেও রীতিমত অস্বস্তিকর। 'আপনিই তাহলে এরকুল পোয়ারো.....?'

'আপনার প্রয়োজনে লাগতে পারলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো!' নম্র ভঙ্গিতে মাথা হেলালেন পোয়ারো। তারপর পায়ে পায়ে একটা চেয়ারের দিকে এগিয়ে গেলেন।

'হ্যাঁ.....বসুন', ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরে রুক্ষতার আভাস।

পোয়ারো বাধিত ভঙ্গিতে আসন গ্রহণ করলেন। টেবিল ল্যাম্পের তীব্র আলো এখন পরিপূর্ণ ভাবে তাঁর ওপরই এসে পড়েছে। আলোর পেছনে বসে ক্রোড়পতি বৃদ্ধ ভদ্রলোক যে গভীব ভাবে তাঁকেই নিরীক্ষণ করছেন সেটাও মনে মনে টের পেলেন তিনি।

'হুঁ',.......আপনিই যে এরকুল পোয়ারো সেটা আমি বুঝতে পারবো কি ভাবে?' আচমকাই প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক। বলুন....কি উপায় আছে বোঝবার?'

পোয়ারো আর একবার কোটের পকেট থেকে চিঠিটা বার করে ফার্লের দিকে এগিয়ে ধরলেন।

'হ্যাঁ', একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই মাথা ঝাঁকালেন ভদ্রলোক, 'এবারে ঠিক হয়েছে! কর্নওয়ার্দিকে আমি এই ভাবেই চিঠি লিখতে বলেছিলাম।' চিঠিটা ভাঁজ করে আবার তিনি পোয়ারোর হাতে ফিবিয়ে দিলেন। 'তাহলে আপনিই সেই গোয়েন্দা ভদ্রলোক.....তাই না?'

পোয়ারো হাত নেড়ে বৃদ্ধকে আশ্বস্ত করতে চাইলেন। 'বিশ্বাস করুন, সত্যিই এখানে কোন ছলচাতুরীর ব্যাপার নেই!'

বেনেডিক্ট ফার্লে জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করলেন। 'যাদুকরেরা টুপির মধ্যে থেকে সোনালি মাছ বার করে দেখাবার আগে এই ধরনের কথা-বার্তাই বলে থাকে।'

পোয়ারো একথার কোন উত্তর দিলেন না। একটু থেমে আবার মুখ খুললেন ফার্লো। 'আমাকে একজন সন্দেহ প্রবণ বৃদ্ধ বলে মনে হচ্ছে, তাই না? হ্যাঁ, ঠিকই.......আমি তাই। কখনো কাউকে বিশ্বাস করো না—এই হচ্ছে আমার চরিত্রের মূলমন্ত্র। আর তাছাড়া অগাধ বিত্তশালী কোন লোকের পক্ষে হুট করে কাউকে বিশ্বাস করা আদপেই যুক্তিযুক্ত নয়। আখেরে এর ফল অনেক গুরুতর পতে পারে!'

'আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে কোন বিষয়ে পরামর্শ করতে চান?'

পোয়ারো এবারে আসল প্রশ্নের অবতারণা করলেন।

'হ্যাঁ, সে তো বটেই!' ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় দোলালেন ভদ্রলোক। 'সব সময় আমি সেরা জিনিসটাই পছন্দ করি। আমার জীবনের মুল আদর্শই তাই। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের কাছেই যাবে, খবচের জন্যে কোন রকম চিন্তা-ভাবনা করবো না। একটা ব্যাপার হয়তো আপনি লক্ষ্য করেছেন মঁসিয়ে পোয়ারো—আমি আপনার

ফি-এর সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিনি? এবং তা কখনো করবোও না। পরে আমার কাছে বিলটা দেবেন সেটা যত অঙ্কেরই হোক না কেন তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যাথা নেই।

তাই বলে আমাকে আস্ত নির্বোধ ভাবলেও মস্ত ভুল হবে। ডেয়ারি প্রতিষ্ঠানের মালিক আমার কাছে দুশিলিং নপেন্স হিসেবে ডিমের বিল পাঠিয়েছিলো কিন্তু আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, তখন ডিমের বাজারদর ছিলো দুশিলিং সাত পেন্স। এরা প্রত্যেকেই এক একটা কি জোচ্চোর। আমাকে কেউ ঠকিয়ে নিয়ে যাবে এটা কখনোই আমি বরদাস্ত করবো না। তবে একবারে মাথায় যাঁরা বসে আছেন তাঁদের কথা আলাদা। তাঁরা প্রত্যেকেই যোগ্য ব্যক্তি। যোগ্যতার জোরেই তাঁরা বেশি অর্থ দাবী করতে পারেন। আমি নিজেও ওই দলেরই একজন—আমি সব জানি!

পোয়ারো কোন রকম বাদ প্রতিবাদের মধ্যে মাথা গলালেন না। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে ঘাড়টাকে সামান্য বাঁ দিকে হেলিয়ে নীরব শ্রোতার ভূমিকাই পালন করে গেলেন। কিন্তু তাঁর এই দৃশ্যত—নির্বিকল্প হৃদয়ের গভীরে ক্রমশই যেটা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিলো তা হচ্ছে সুবিপুল হতাশা। আজকের এই সাক্ষাৎকার তাঁকে সম্পূর্ণ নিরাশ করেছে। তবে ঠিক কোথায় যে এর উৎস তাই কোন হদিস পাচ্ছিলেন না খুঁজে; এ পর্যন্ত ক্রোড়পতি বেনেডিক্ট ফার্লের সে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় তিনি পেয়েছেন তার সাহায্যে ভদ্রলোককে এই সময় কিংবদন্তির নায়ক হিসেবে চিনে নিতে খুব একটা অসুবিধে হয় না। তা সত্বেও সামগ্রিক ভাবে পোয়ারো মনে মনে হতাস হয়ে উঠলেন।

এই লোকটা নিজের মনে চিন্তা করলেন পোয়ারো, পাণ্ডিত্যের মুখোস পরা বোকা ভাঁড় মাত্র! এর শুধু বাগাড়ম্বরই সার।

সুদির্ঘ কর্মজীবনে অনেক ছিটগ্রস্ত ক্রোড়পতির সংস্পর্শেই তাঁকে আসতে হয়েছে। এবং তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা তীব্র শক্তির অস্তিত্ব তিনি অনুভব করেছিলেন। তাঁরা সেই সহজাত শক্তির সাহায্যেই অনায়াসে অপরের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আদায় করে নেন। তাঁদের কেউ যদি পোকায় কাটা শত ছিদ্র কোন ড্রেসিং গাউন পরে থাকেন তবে তার একমাত্র উদ্দেশ্য সেই বিশেষ ড্রেসিং গাউনটা তিনি পরে থাকতে ভালোবাসেন। সেটাই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্টের প্রতীক।

কিন্তু বেনেডিক্ট ফার্লের এই বহু বিচিত্র ড্রেসিং গাউনটা—পোয়ারোর অন্তত সেই রকমই মনে হলো—যেন কোন যাত্রার দলের সম্পত্তি। ভদ্রলোক যে সাজ পোশাক পরে স্টেজের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর চালাকির কথা—বার্তার মধ্যেও নাটকীয় অভিব্যক্তির ছোঁয়া। তিনি কথা বলছেন না—প্রতিটি শব্দেই যেন মেপে মেপে উচ্চারন করে চলেছেন। এবং তাও সুনির্দিষ্ট কোন ভাবকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যেই।

পোয়ারো নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে আবার প্রশ্ন করলেন, আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে কোন বিষয়ে পরামর্শ করতে চান, মিঃ ফার্লে?

আচমকাই যেন ক্রোড়পতি ফার্লের হাবভাবের মধ্যে একটা অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিলো! তাঁর কণ্ঠস্বর মৃদু আর চাপা! কিছুটা উত্তেজিত ভাবেই সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন তিনি। 'হ্যাঁ......ঠিকই ; এই বিষয়ে আপনার বক্তব্যটাই প্রধান বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নাও, এই আমার নীতি। সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক অথবা সবচেয়ে ধুরন্ধর গোয়েন্দা—এই দুয়ের মধ্যেই একজনকে আমাকে বেছে নিতে হবে......'

'কিন্তু মঁসিয়ে', মৃদুস্বরে বাধা দিলেন পোয়ারো, 'তবুও বিষয়টা ঠিক যেন বোধগম্য হচ্ছে না!'

'সেটাই স্বাভাবিক!' ক্রোড়পতির কণ্ঠস্বরে ক্রোধের আভাস। 'কারণ এখনো পর্যন্ত কিছুই আপনাকে বলা হয় নি।'

গদি আঁটা চেয়ারের ওপর নড়েচড়ে বসলেন ফার্লে, গরগর আগের মতই আচমকা অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করলেন, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, স্বপ্ন সম্বন্ধে আপনার কি কোন অভিজ্ঞতা আছে?'

পোয়ারোর ভ্রূজোড়া আপনার থেকেই কুঞ্চিত হয়ে উঠলো।

তিনি আর যাই ভাবুন না কেন, এমন ধরনের কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে সেকথা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন নি।

'এই ব্যাপারে মঁসিয়ে ফার্লে, আমি আপনাকে নেপোলিয়ানের বুক অফ ড্রীমস্ বইখানা পড়ে দেখতে

অনুরোধ জানাই। অথবা ফ্যাশন দুরস্ত হার্লেস্ট্রিটের কোন আধুনিক মনোবিশেষজ্ঞেরও পরামর্শ নিতে পারেন।'

বেনেডিক্ট ফার্লে শান্ত স্বরে জবাব দিলেন, এই দুজায়গাতেই আমি ইতিপূর্বে চেষ্টা করে দেখেছি... .কিন্তু কোন ফল হয় নি। অল্প থামলেন তিনি। কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন চুপচাপ। তারপর মুখ খুললেন আবার। গোড়ার দিকে তাঁর কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট ধরাধরা। ক্রমশই স্বরগ্রাম উঁচু পর্দায় চড়তে শুরু করলো। 'প্রতিবারই সেই একই স্বপ্ন!.......রাতের পর রাত ক্রমান্বয়ে আমি তার জের টেনে চলেছি। এবং সেই জন্যেই আজ আমি এত উদ্বিগ্ন। সত্যিই আমি মনে মনে বড় বেশি বিচলিত হয়ে পড়েছি। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানেন, দৃশ্যগুলো হুবহু সেই একই রকম থাকে। এব পাশের ঘরে আমি আমার নিজের চেয়ারে বসে আছি। আমার সামনেই সাবেকী আমলের ভারী কাঠের টেবিল। টেবিলের ওপর একটা সুদৃশ্য টাইমপিস। আমি একবার আড়চোখে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে সময় দেখে নিই। কাঁটায় কাঁটায় তিনটে বেজে তেইশ। কোন দিনই এই সময়ের একচুল নড়চড় হয় না। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন.......'

বেনেডিক্ট ফার্লের দুচোখে একটা ভয়ার্ত বিহ্বল ছায়া। 'এবং যখন এই ঘড়িটার দিকে তাকাই তখন বুঝতে পারি সময় হয়ে গেছে। করনীয় কাজটা এই মুহূর্তেই সমাধা করতে হবে। কাজটা সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছা বিরুদ্ধ—এমন কি এ ধরনের কোন কর্তব্য সমাধা করতেও আমি তীব্র ঘৃণা বোধ করি.....তবু—তবু আমাকে তা করতেই হয়......' শেষের দিকে তাঁর গলাটা সরু আর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো।

পোয়ারো অবিচলিত চিত্তেই প্রশ্ন করলেন, 'কি সেই কাজ, যার প্রতি আপনার অনীহা এত প্রবল?'

'কাঁটায় কাঁটায় তিনটে বেজে আঠাশ মিনিটে, 'পুনরায় খেই ধরলেন ফার্লে। তাঁর কণ্ঠস্বর যেন ভীষণ ভাবে বসে গেছে, সেইজন্যে কথাগুলো কেমন বিকৃত আর খসখসে, 'আমি টেবিলেব ডান দিকেব ড্রয়ার থেকে আমার গুলিভরা রিভলভারটা বার করে জানলার ধারে চলে আসি। আব তারপব..... তারপর.........'

'হ্যাঁ, তারপর কি ঘটে—বলুন?'

মৃদু ফিসফিসে সুরে জবাব দিলেন ফার্লে, 'রিভলভারের নলটা আমার ডান কপালে চেপে ধরে ট্রিগার টেনে দিই.......'

ঘরের মধ্যে একটা থমথমে শীতল নীরবতা ঘনিয়ে এলো। অবশেষে পোয়ারোই নীরবতা ভঙ্গ করলেন, 'এটাই কি আপনার স্বপ্ন?'

'হ্যাঁ',

'প্রত্যেক রাত্রেই কি একই স্বপ্ন দেখেন?'

'হ্যাঁ',

'এর পরের ঘটনাটা কি?'

'আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমি জেগে উঠি।'

পোয়ারো চিন্তান্বিত চিত্তে বার কয়েক মাথা দোলালেন। 'আপনি কি সত্যিই আপনার টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে ওই ধরনের একটা লোডকরা রিভলবার রেখে দেন।'

'হ্যাঁ', মাথা নেড়ে সায় দিলেন ফার্লে।

'তার কারণ.....?'

'এটাই আমার বরাবরের অভ্যাস। সর্বদা নিজেকে প্রস্তুত রাখা ভালো।'

'এই প্রস্তুতিই বা কিসের জন্য?'

ফার্লে এ ধরনের অবান্তর প্রশ্নে রীতিমতো বিরক্ত হলেন। 'আমার মত এমন একজন বিত্তশালী লোকের অনেক রকম শত্রুই থাকতে পাবে। সেই কারণে সব রকম সম্ভাব্য বিপদের জন্যে আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে থাকা!'

পোয়ারো এ প্রসঙ্গ দীর্ঘতর করবার কোন প্রয়োজন অনুভব করলেন না। দু-এক মিনিট নীরবে থাকার পর বললেন, 'আমাকে ঠিক কি কারণে ডেকে পাঠিয়েছেন আপনি?'

'সমস্তই আমি ধীরে ধীরে খুলে বলবো। এ বিষয়ে প্রথমে আমি ডাক্তারদের শরণাপন্ন হই। তিন তিনজন খ্যাতনামা ডাক্তার।'

'হুঁ, তারা কি বললেন?'

'প্রথম জন আমার প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকার সম্বন্ধে বিস্তারিত খোঁজ খবর জানতে চাইলেন। ভদ্রলোকের বেশ বয়স হয়েছে, প্রায় ষাটের কাছাকাছি। দ্বিতীয় জনের বয়স বেশি নয়, এখনও যুবকই বলা চলে। ইনি আবার হাল ফ্যাশানের চিকিৎসা ধারার সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত। তার ধারণা ছোটবেলার কোন অপ্রীতিকর ঘটনাই বর্তমানের এই দুঃস্বপ্নটার উৎস। এবং সেই বিশেষ ঘটনাটাও ঠিক তিনটে বেজে আঠাশ মিনিটে ঘটেছিলো। আমার অবচেতন মন এই ঘটনাটা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হতে চায়। কিন্তু পুরোপুরি ভলতে পারে না। সেই জন্যেই আমি মৃত্যু কামনা করি।'

'আর তৃতীয় জনের কি বক্তব্য?' প্রশ্ন করলেন পোয়ারো।

বেনেডিক্ট ফার্লে এবার রীতিমত ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। কণ্ঠস্বরেও তার আভাস প্রকাশ পেলো।

'এই ডাক্তারটিও একজন যুবক। আর তার থিওরিটাও ভারী অদ্ভুত। তার বক্তব্য হলো, আমি নাকি আমার বর্তমান জীবন সম্বন্ধে ক্রমেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছি। অপরিমিত প্রাচুর্যই আমার জীবনকে ক্লান্ত আর দুর্বিসহ করে তুলেছে। কিন্তু এটা স্বীকার করে নেওয়ার অর্থই হলো ব্যর্থতাকে মেনে নেওয়া। জ্ঞানত আমি কিছুতেই তা হতে দিতে পারি না। তবে যখন আমি ঘুমোই তখন চেতন মনের দৃঢ়তাটুকু হারিয়ে ফেলি। অবচেতন মনের কামনা-বাসনাগুলোই তখন প্রবলভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। আর তার ফলেই আমি হত্যার পথে পা বাড়াই।'

'আপনি অচেতন মনে নিজের মৃত্যু কামনা করেন অথচ সজ্ঞানে কিছু টেরই পান না—এই কি তাঁর ধারণা।'

বেনেডিক্ট ফার্লে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'ব্যাপারটা শুধু মাত্র অসম্ভবই নয়—হাস্যকরও বটে! পুরোদস্তুর সুখী মানুষ বলতে যা বোঝায় আমি তারই প্রতিভূ। জীবনে আমি কি না পেয়েছি? অর্থের বিনিময়ে যা পাওয়া যায় তার সবই আমার আয়ত্তের মধ্যে। অতএব বুঝতেই পারছেন আমার সম্বন্ধে এমন একটা ধারণা যে কতখানি অবাস্তব.........কত অবিশ্বাস্য.........'

পোয়ারো গভীর দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার হাত নাড়ার ধরণ বা বাচন-ভঙ্গির মধ্যে একটা সুদৃঢ় প্রতিবাদের ভাব ছিলো যা সহজেই মনের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক করে। এতখানি প্রতিবাদের আবশ্যিকতাই বা কি।

'এ প্রসঙ্গে আমার ভূমিকাটা কোনখানে?' নম্র সুরে প্রশ্ন করলেন তিনি।

বেনেডিক্ট ফার্লে আবার নিজেকে সংযত করে নিলেন। অধৈর্য্য ভঙ্গিতে টেবিলের উপর টোকা দিলেন কয়েকবার।

'আরো একটা সম্ভাবনা আছে। এবং যদি সেটা সত্যি হয় তবে একমাত্র আপনার পক্ষেই সে ব্যাপারের সব কিছু জানা সম্ভব। কারণ আপনি একজন পৃথিবীর বিখ্যাত গোয়েন্দা....... কত অদ্ভুত জটিল রহস্যেরই যে সমাধা করে দিয়েছেন........আপনার অভিজ্ঞতাও কত ব্যাপক এবং গভীর......'

'আপনি কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতার কথা বলছেন?'

ফার্লে সুর নামিয়ে বললেন, 'মনে করুন কেউ আমায় হত্যা করতে চায়।........তার পক্ষে কি এভাবে কাজটা সমাধা করা সম্ভব হবে? সে কি আমাকে রাতের পর রাত এই একই স্বপ্ন দেখতে বাধ্য করাতে পারে?'

'আপনি কি হিপনোটিজম-এর কথা বলতে চাইছেন?'

'অনেকটা সেই রকমই আমার উদ্দেশ্য।'

বিষয়টা নিয়ে কয়েক মুহূর্ত মনে মনে চিন্তা করলেন পোয়ারো। অবশেষে মৃদুমন্দ মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ, সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে এ ব্যাপারে চিকিৎসকদের পরামর্শ নেওয়াই যুক্তি সঙ্গত।'

'আপনি জীবনে কখনো কোন এ ধরনের মামলার সম্মুখীন হন নি?'

'না, ঠিক এ ধরনের কোন ঘটনার কথা আমার জানা নেই।'

'আমার বক্তব্যটা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন। হয়তো আমাকে রাতের পর রাত এই একই দুঃস্বপ্ন দেখতে বাধ্য করা হচ্ছে। এবং পরিশেষে দুঃসহ মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে একদিন সত্যি সত্যিই নিজেকে আমি খুন করে বসবো।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন পোয়ারো।

'আপনি নিশ্চয়ই এটা সম্ভব বলে মনে করছেন না?' প্রশ্ন করলেন ফার্লে।

'একবারে অসম্ভব আমি বলতে চাই না, তবে....'

'সম্ভাবনা খুবই কম, এই, তো?'

'হ্যাঁ, বাস্তব সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।'

ফার্লে বিড় বিড় করে বললেন, 'ডাক্তারদের অভিমতও তাই...' আবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তিনি, কিন্তু প্রতিদিন এই একই দুঃস্বপ্ন কেন আমার ঘুমের মধ্যে এসে হানা দেবে? কেন?.......কেন?.........'

পোয়ারো কেন-এর উত্তর দিলেন না। শুধু ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়লেন বিমর্ষ ভাবে।

'তাহলে আপনি নিশ্চিত যে এ ধরনের কোন মামলার সম্মুখীন আপনি হন নি।'

'না',

'এই কথাটাই শুধু আমি জানতে চেয়েছিলাম।'

মৃদু কেশে পোয়ারো গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন। 'যদি আপত্তি না থাকে। তবে একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই; কি জানতে চান বলুন।'

'কার পক্ষে আপনাকে খুন করা সম্ভব বলে আপনি সন্দেহ করছেন?'

ফার্লে বেশ জোরের সঙ্গেই জবাব দিলেন, 'কাউকে না........কাউকেই আমি সন্দেহের চোখে দেখি না।'

'কিন্তু এমন একটা ধারণাই তো আপনার মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠেছে?' পোয়ারোর কণ্ঠে জেদের সুর ধ্বনিত হলো।

'সত্যিই এমন কোন সম্ভাবনা আছে কি না সেই কথাটাই আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম।'

'যদি আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে হয় তবে আমি না-ই বলবো। ভালো কথা, আপনাকে কি কেউ কোন দিন হিপনোটাইজ করেছে?'

'না অবশ্যই না! আপনি কি মনে করেন আমি ওই ধরনের কোন বোকামিকে প্রশ্রয় দেবো?'

'তাহলে আমি মনে করি আপনার এই সন্দেহটাও ভিত্তিহীন, অবাস্তব।'

'কিন্তু.........কিন্তু এই স্বপ্নটা.............?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক; স্বপ্নটা সত্যিই খুব চমকপ্রদ।' চিন্তান্বিত কণ্ঠে জবাব দিলেন পোয়ারো। অল্প থেমে আবার বললেন, 'বিশেষ করে ওই রোমাঞ্চকর নাটকের পার্থিব বস্তুগুলো আমি একবার নিজের চোখে যাচাই করে দেখে নিতে চাই। টেবিল, টেবিলের উপর রাখা টাইমপিস। এবং সেই রিভলবারটা।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, আমি আপনাকে সেই ঘরেই নিয়ে যাবো।'

লম্বা ঢিলেঢোলা ড্রেসিং গাউনটা গোছগাছ করে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার উপক্রম করলেন ফার্লে। কিন্তু তাঁর ক্রোড়পতি মেজাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আকস্মিক ভাবেই আবার মত পরিবর্তন করে বসলেন। এই মুহূর্তে অন্য একটা চিন্তাই তাঁর মগজের মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাই আর গাত্রোত্থান না করে পুনরায় নিজের চেয়ারেই গা এলিয়ে দিলেন।

'নাঃ', উদাস কণ্ঠে বিড়বিড় করলেন তিনি, 'ওখানে নতুন করে দেখবার কিছু নেই। যা ছিলো সমস্তই আমি জানিয়েছি।'

'কিন্তু আমি একবার নিজের চোখে দেখে নিলে.....'

'তার কোন প্রয়োজন নেই।' ফার্লের গলার স্বর আগের মতই নির্বিকার, 'আপনি আপনার অভিমত

ব্যক্ত করেছেন। ব্যাস...........এখানেই এর সমাপ্তি। এইটুকুই আমার জ্ঞাতব্য বিষয়।'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ বাঁকালেন পোয়ারো। আপনার যা অভিরুচি! ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। আপনার কোন সাহায্যে আসতে পরলাম না বলে আমি খুবই দুঃখিত মিঃ ফার্লে।

ফার্লের মধ্যে এখন কোন দ্বিধা বা জড়তার আভাস নেই। কণ্ঠস্বরও আত্মপ্রত্যয়ে ভরপুর। 'দেখবেন, এই নিয়ে যেন চার দিকে আবার গুজগুজ ফুসফুস করে বেড়াবেন না।' খানিকটা ধমকের সুরেই তিনি আদেশ দিলেন, 'আমি আপনাকে সমস্তই খুলে জানিয়েছি। আপনি এর মধ্যে থেকে কোন রহস্য উদ্ধার করতে পারেন নি। এখানেই সব কিছু হয়ে গেলো। আপনার মূল্যবান পরামর্শেরের জন্যে কত দক্ষিণা দিতে হবে তাব একটা বিল শুধু আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।'

'হ্যাঁ.........অবশ্যই।' পোয়ারোর কণ্ঠে শ্লেষের ঝাঁঝ। দৃঢ় পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি এবার দরজার দিকে এগোলেন।

'দাঁড়ান....দাঁড়ান,' মাঝপথে বাধা দিলেন ভদ্রলোক। 'আমার চিঠি? চিঠিটা আমি ফেরৎ চাই।'

'আপনার সেক্রেটারী যে চিঠি আমাকে পাঠিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, সেইটাই।'

পুনরায় পোয়ারোর ভ্রূকুঞ্চিত হলো। বিনা বাক্যব্যয়ে কোটের পকেট থেকে ভাঁজকরা চিঠিটা বার করে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক চিঠিটা হাতে নিয়ে একবার নেড়েচেড়ে দেখলেন, তারপর বেশ যত্ন সহকারে রেখে দিলেন টেবিলের উপর।

ধীরে মন্থর গতিতে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন পোয়ারো। তিনি মনে মনে সত্যিই বেশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। এই মাত্র যে কাহিনীটা তিনি শুনলেন সেটাই এখন তাঁর সমগ্র চিন্তা জুড়ে আছে। সমগ্র দৃশ্যপটই তিনি চোখ বুজে কল্পনা করে নিতে পারেন। কিন্তু তাকে ছাপিয়ে কেমন একটা অস্বস্তির ভাব তাঁর হৃদয়কে ভরিয়ে তুললো। কিন্তু এই অস্বস্তির উৎস বেনেডিক্ট ফার্লে নন—তিনি নিজে। কোথায় যেন কিছু একটা ভুল থেকে যাচ্ছে!

দরজার হাতলে হাত দেবার পরও দ্বিতীয় বারের জন্যে আবার তাঁকে থমকে দাঁড়াতে হলে। এতক্ষণে সবকিছু পরিষ্কার মনে পড়েছে। তিনি এরকুল পোয়ারো স্বয়ং—একটা মারাত্মক ভ্রমের জন্যে দায়ী। এ ধরনের ভুল তাঁর কদাচিৎই ঘটে থাকে।

'একটা অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।' সবিনয় নিবেদন করলেন তিনি। 'আপনার ওই অদ্ভুত স্বপ্নটার কথা ভাবতে গিয়েই এমন একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেছে। আপনি যখন চিঠিটা ফেরৎ চাইলেন তখন আমি অন্যমনস্ক হয়ে বাঁ পকেটে হাত ঢুকিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার চিঠিটা ছিলো ডান পকেটে.....'

'এ সমস্ত কথার অর্থ কি? কি আপনি বলতে চান?'

'যে চিঠিটা আমি আপনার হাতে তুলে দিয়েছি সেটা অন্য চিঠি।..... আমার টাইয়ের রঙটা জ্বালিয়ে দেবার জন্যে লণ্ড্রী কর্তৃপক্ষ দুঃখ প্রকাশ করে আমাকে চিঠি পাঠিয়েছিল.....', বিব্রত ভঙ্গিতে পোয়ারো তাঁর কোটের ডান পকেট থেকে আসল চিঠিটা বার করে ফার্লের দিকে এগিয়ে ধরলেন।

বৃদ্ধ ফার্লে প্রায় থাবা দিয়েই ছিনিয়ে নিলেন চিঠিটা। তাঁর মুখে চোখে অবরুদ্ধ বিরক্তির ঝাঁঝ।

'কেন যে চোখের মাথা খেয়ে এভাবে কাজ করেন.....'

পোয়ারো লণ্ড্রী মালিকের অনুশোচনা পূর্ণ চিঠিটা পকেটে ভরতে ভরতেই বিনীত কণ্ঠে পুনরায় মার্জনা চেয়ে নিলেন। তারপর নিঃশব্দেই বেরিয়ে এলেন ঘর ছেড়ে।

সিঁড়ির মুখে এসেও এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন তিনি। মার্বেল পাথরের প্রশস্ত সিঁড়িটা সোজাসুজি নিচেব হলঘরেব দিকেই নেমে গেছে। হলঘরের মাঝ বরাবর ওক্ কাঠের ভারী টেবিল। টেবিলের উপর নানা ধরনের একগুচ্ছ ম্যাগাজিন। তার পাশেই কুশন আঁটা সৌখিন চেয়ার। অপেক্ষাকৃত ছোট একটা টেবিলেব উপর গোটা দুয়েক ফুলদানি সাজানো আছে। সমগ্র দৃশ্যটাই বিলাসবহুল কোন ডেন্টিস্টের চেম্বারের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

হলঘরে অপেক্ষারত খানসামাটিরও তিনি দর্শন পেলেন। তাঁর নির্গমনের জন্যেই অপেক্ষা করছে সে।

'আপনার জন্যে কি কোন ট্যাক্সি ডেকে দেবো স্যার?'

'না, ধন্যবাদ। তার প্রয়োজন হবে না। রাতটা বেশ সুন্দর। এমন চাঁদনি রাতে আমি পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতেই ভালবাসি।'

ফটক পেরিয়ে রাস্তায় পা দিয়েও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো তাঁকে। যান-বাহনের ভীড় কাটিয়ে সাবধানে রাস্তা পার হওয়াই তার অভ্যাস।

হাঁটতে হাঁটতেই তাঁর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়লো। 'না' মনে মনে গুন গুন করলেন তিনি, 'আমি এর বিন্দুবিসর্গ কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না! সমস্তটাই যেন অবান্তর—অর্থহীন! যদিও এটা খুবই আক্ষেপের, তবু স্বীকার করতে বাধা নেই—আমি, এরকুল পোয়ারোও এই ব্যাপাবে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি।'

এখানেই এই নাটকের প্রথম অঙ্কের পরিসমাপ্তি। দ্বিতীয় অঙ্কের সূত্রপাত সপ্তাখানেক পরে। পোয়াবো তাঁব সাজানো গোছানো ড্রয়িং রুমে বসে এক পেয়ালা ধূমায়িত চকালেটের আস্বাদ গ্রহণ কবছিলেন, এমন সময় সরকারী ডাক্তার ষ্টিলিং ফোর্ড-এর ফোন পেলেন।

'কে?.......আমাদের পুরনো ঘুঘু মঁসিয়ে পোয়াবো নাকি? আমি ডাক্তার ষ্টিলিং ফোর্ড কথা বলছি। সত্যিই আপনি একজন নমস্য ব্যক্তি। দুনিয়ার কোথায় যে আপনার পদার্পন ঘটেনি বুঝে ওঠা ভার।'

'আসল ব্যাপারটা কি?' সহাস্যে প্রশ্ন করলেন পোয়ারো।

'আমি নর্থওয়ে হাউস থেকে ফোন করছি। ক্রোড়পতি বেনেডিক্ট ফার্লের আবাস ভূমি।'

'ও তাই বুঝি!' পোয়ারোর কণ্ঠ এবাব রীতিমত সচেতন। 'মিঃ ফার্লের কি হয়েছে?'

'ফার্লে মারা গেছেন। আজ সকালে তিনি নিজের কপালে গুলি চালিয়েছেন।

টেলিফোনের অপরপ্রান্তে খানিক নীরবতা নেমে এলো। তারপর মুখ খুললেন পোয়ারো, 'হুঁ......'

'খুব একটা অবাক হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না। নিশ্চয়ই এ বিষয়ে আপনি কিছু জানেন, তাই না?'

'আপনার এ সন্দেহের কারণ?'

'আমি কোন সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই নি, এর পিছনে টেলিপ্যাথিবও কোন সক্রিয় ভূমিকা নেই। সপ্তাহ খানেক আগের তারিখের একটা চিঠি এখানে পাওয়া গেছে। চিঠিতে মিঃ ফার্লে আপনাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।'

'হুঁ', স্বগতোক্তির সুরে সায় দিলেন পোয়ারো।

'এখানে একজন শান্তশিষ্ট পুলিশ ইন্সপেক্টরও উপস্থিত আছেন। বুঝতেই পারছেন, কোন ক্রোড়পতি মাবা গেলে আমাদেব কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। তাই ভাবলাম আপনাব পক্ষে এ বিষয়ে নতুন কোন আলোক সম্পাত করা সম্ভব কিনা। যদি সম্ভব তাহলে নিশ্চয়ই এদিকে একবার ঘুরে যাবেন।'

'হ্যাঁ, খুব শিগ্গীরই আমি গিয়ে পৌঁছচ্ছি।'

'ভালো ভালো! মনে হচ্ছে ঘুমন্ত বাঘ শিকারের গন্ধ পেয়ে জেগে উঠেছে?'

'না, না, তেমন কিছু নয়।' মৃদুকণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন পোয়ারো।

'তার মানে টেলিফোনে সব কথা ভেঙে বলবেন না, এই তো? ঠিক আছে, তাহলে চলে আসুন। আমরা আপনার অপেক্ষায রইলাম।'

মিনিট পনেরোর মধ্যেই পোয়ারোর ট্যাক্সি নর্থওয়ে হাউসের সামনে এসে থামলো। বাড়ির পেছন দিকে লম্বা ধাঁচের লাইব্রেরী ঘরেই অপেক্ষা করছিলেন সকলে। পোয়ারো মাথা গুণে দেখলেন সংখ্যায় পাঁচজন ইন্সপেক্টর বার্ণেট, ডাক্তার ষ্টিলিং ফোর্ড, ক্রোড়পতি ফার্লের সদ্যবিধবা স্ত্রী শ্রীমতী ফার্লে, মিঃ ফার্লের প্রথম পক্ষের একমাত্র মেয়ে জোনা, এবং সেক্রেটারী হুগো কর্ণওয়ার্দি। শ্রীমতী ফার্লের বয়স বেশ কম। এখনো ভরা যুবতী বলা চলে। দেখতে শুনতেও রীতিমত সুন্দরী। চুলের রঙ কালো। তবু মুখটা বড় বেশি গম্ভীর। সেই জন্যে হৃদয়ের অভ্যন্তরে কি ভাব খেলে বেড়াচ্ছে বাইরে থেকে বুঝে ওঠা দুষ্কর। ভদ্রমহিলার চালচলনও অতিমাত্রায় সংযত। জোনা ফার্লের একমাথা সোনালি চুল। মুখের চেহারা কিছুটা পোড়খাওয়া

হলেও তার মধ্যে এক ধরনের আকর্ষণীয় চমক আছে। বিশেষ করে নাক আর চিবুকে পিতার আদলটুকু স্পষ্ট অনুভব করা যায়। হুগো কর্নওয়ার্দিকে সাধারণ আর পাঁচজন উচ্চাকাঙ্খী যুবকের থেকে আলাদা করে চিনে নেওয়া শক্ত। তার বেশবাশও নিখুঁত এবং পরিপাটি। চোখে মুখে দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার ছাপ।

প্রাথমিক আলাপ পরিচয়ের পালা শেষ হবার পর পোয়ারো ধীরে ধীরে বেনেডিক্ট ফার্লের সঙ্গে তাঁর পূর্ব সাক্ষাতের বিবরণ ব্যক্ত করলেন। স্বপ্নটার আদ্যপ্রান্ত কিছুই তিনি বাদ দিলেন না। দেখা গেলো ঘরের প্রত্যেকেই বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন।

'খুবই আশ্চর্য রকমের স্বপ্ন তো! এমন কাহিনী আমি জীবনে কোনদিন শুনিনি।' অকপটে স্বীকার করলেন ইন্সপেক্টর। মিসেস ফার্লে, আপনি কি এ বিষয়ে কিছু জানেন?'

ভদ্রমহিলা মৃদু মন্থর ভঙ্গিতে মাথা হেলালেন।

'আমার স্বামী স্বপ্নটার কথা আমার কাছে উল্লেখ করেছিলেন। ঘটনাটা তাঁকে খুবই ভাবিয়ে তুলেছিল। আমি........আমি তখন অতটা গুরুত্ব দিইনি। বলেছিলাম, হজমের কোন ব্যাঘাত ঘটার ফলেই হয়তো এমন সমস্ত উদ্ভট চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। বিশেষ করে তাঁর প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকাটাও ছিলো খুবই অদ্ভুত ধরনের। সেইজন্য আমি তাঁকে ডাক্তার ষ্টিলিং ফোর্ড-এর মত কোন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেবার অনুরোধ জানিয়েছিলাম।

ডাক্তার ষ্টিলিং ফোর্ড মাথা নাড়লেন। 'তিনি এ বিষয়ে আমার সঙ্গে কোন পরামর্শ করেন নি। মঁসিয়ে পোয়ারোর কথা শুনে মনে হচ্ছে মিঃ ফার্লে হার্লে ষ্ট্রীটের ফ্যাশন দুরন্ত আধুনিক মনোবিশেষজ্ঞদের কাছেই গিয়েছিলেন।'

'ডাক্তার হিসেবে এই বিষয়ে আমি আপনার একটা অভিমত জানতে চাই', পোয়ারো ডাক্তার ষ্টিলিং ফোর্ড-এর দিকে মুখ তুলে তাকালেন। 'মিঃ ফার্লের এই অদ্ভুত স্বপ্নের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা যে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সে বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?'

ডাক্তার ষ্টিলিং ফোর্ডকে কিছুটা বিব্রত মনে হলো। 'পরিষ্কার ভাবে কিছু বলা মুসকিল। তবে এ সম্ভাবনার কথাও স্মরণ রাখবেন যে তিনি আপনাকে যা বলেছেন বিশেষজ্ঞের বক্তব্য হয়তো ঠিক তা নয়। অনেক সময় অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কোন কথার ভুল ব্যাখ্যা করে নিতে পারে!'

'আপনি কি বলতে চান তিনি তাঁদের আসল বক্তব্যটা বুঝতে পারেন নি?'

'আদতেই যে বুঝতে পারেনি—তা নয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা তাঁদের সুনির্দিষ্ট পেশাদারী ভাষায় যে সব মন্তব্য করে থাকেন সাধারণের পক্ষে তার সঠিক অর্থের হদিশ পাওয়া খুবই দুরূহ। মনে হয় এক্ষেত্রেও সেই রকম কিছু একটা ঘটেছে। তিনি যতটুকু বুঝেছিলেন সেটাকে নিজের ধারণা মত সাজিয়ে নিয়ে আপনার কাছে ব্যক্ত করেছেন।'

'তাহলে এমন সন্দেহ অমূলক নয় যে তিনি যা বলছেন তার সঙ্গে ডাক্তারদের বক্তব্যের কিছু ফারাক আছে?'

'আপাত দৃষ্টিতে তাই মনে হয়। কোথাও হযতো কোন ভুল বোঝাবুঝি ঘটেছে।'

পোয়ারোকে রীতিমত চিন্তান্বিত মনে হলো। 'মিঃ ফার্লে কোন কোন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন সে বিষয়ে কেউ কিছু জানেন?

শ্রীমতী ফার্লে মুখে কোন জবাব না দিয়ে শুধু মাথা নাড়লেন ধীরে ধীরে। জোনা ফার্লের মুখে চোখেও বিভ্রান্তির ছায়া।

'ব্যাপারটা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন। তিনি আদৌ কোন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে আমাদের কিছু জানা নেই।'

তিনি কি আপনার কাছেও এই স্বপ্নের কথা বলেছিলেন?' প্রশ্ন করলেন পোয়ারো।

জোনা ফার্লে নেতিবাচক ভঙ্গীতে মাথা নাড়লেন।

'মিঃ কর্নওয়ার্দি, আপনি কি এ বিষয়ে কিছু শুনেছেন?'

'না, আমাকেও তিনি কিছু বলেন নি। তাঁর নির্দেশমত আমি আপনার কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলাম।

তবে এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য কি সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিলো না। ভেবেছিলাম ব্যবসা সংক্রান্ত কোন গণ্ডগোলের ফলেই হয়তো আপনাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে।'

পোয়ারো নিজের চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন। 'এবার তাহলে মিঃ ফার্লের মৃত্যুর প্রসঙ্গেই আলোচনা করা যাক।'

ইন্সপেক্টর বার্ণেট একবার জিজ্ঞাসুনেত্রে শ্রীমতী ফার্লে ও ডাক্তার ষ্টিলিং ফোর্ড-এর দিকে ফিরে তাকালেন। কিন্তু দুজনকে নীরব দেখে নিজেই অবশেষে বক্তার ভূমিকা গ্রহণ করলেন।

'প্রত্যেকদিন বিকেলে মিঃ ফার্লে নিজের ঘরে বসেই দরকারী কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন। এটাই ছিলো তাঁর বরাবরের অভ্যাস। খবর পেলাম খুব শিগ্‌গীরই তিনি নাকি পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে অন্য কেটা বড় কোম্পানির সঙ্গে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি করতে যাচ্ছিলেন.......'

কথার মাঝখানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতেই হুগো কর্ণওয়ার্দির দিকে ফিরে তাকালেন বার্ণেট। ভদ্রলোক মাথা নেড়ে সায় দিলেন, 'হ্যাঁ, মরিস এ্যাণ্ড জনসন।'

'সেই সূত্রে', আবার শুরু করলেন ইন্সপেক্টর, মিঃ ফার্লে খবরের কাগজের দুজন রিপোর্টারের সঙ্গে ও দেখা করতে রাজী হয়েছিলেন। যদিও কদাচিৎই তিনি এমন ধরনের কোন সাক্ষাৎকার-এ সম্মতি দিয়ে থাকেন। পাঁচ বছরে একবারও মুখ খোলেন কিনা সন্দেহ। সাক্ষাতের অনুমতি পেয়ে দুজন রিপোর্টার নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই নর্থওয়ে হাউসে এসে পৌঁছেছিলেন। মিঃ ফার্লে তখন নিজের ঘরে কাজে ব্যস্ত। তিনটে বেজে তেইশ মিনিটে মরিস এ্যাণ্ড জনসন কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ অফিস্যার একটা দরকারী কাগজ সই করাতে মিঃ ফার্লের কাছে আসেন। ভদ্রলোককে সোজাসুজি মিঃ ফার্লের অফিস ঘরেই নিয়ে যাওয়া হয়। কাজ শেষ হবার পর মিঃ ফার্লে তাঁকে সঙ্গে করে গেট পর্যন্ত পৌঁছে দেন। অপেক্ষমান দুজন রিপোর্টারের সঙ্গেও তখন তাঁর দেখা হয়ে যায়। কিছু পরেই তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, এই কথা জানিয়ে ফার্লে আবার নিজের ঘরে ফিরে আসেন। দুই রিপোর্টার মিঃ এ্যাডাম এবং মিঃ ষ্টুভার্ট ভদ্রলোককে ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিতে দেখেছেন। কিন্তু তার পরে মিঃ ফার্লেকে আর জীবিত দেখা যায় নি।'

একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন বার্ণেট। তারপর আবার পুরনো কাহিনীর খেই ধরলেন। 'চারটে বাজবার মিনিট পাঁচ সাত পরে হুগো কর্ণওয়ার্দি পাশের ঘর থেকে বাইরে আসেন দুজন রিপোর্টারকে তখনও একভাবে বসে থাকতে দেখে তিনি কিছুটা বিস্মিত হন। কারণ পৌনে চারটের সময় তাদের সঙ্গে ইন্টারভিউ-এর সময় নির্দিষ্ট ছিলো। কর্ণওয়ার্দি মিঃ ফার্লের ঘরের দিকেই যাচ্ছিলেন। কতকগুলো চিঠির ব্যাপারে মনিবের সঙ্গে তার কিছু পরামর্শের প্রয়োজন। ভাবলেন সেই সুযোগে তাঁকে অপেক্ষারত রিপোর্টাররদের কথাটাও আর একবার স্মরণ করিয়ে দেবেন। কিন্তু ঘরে ঢুকে তিনি প্রথমে কাউকে দেখতে পেলেন না। মিঃ ফার্লের নির্দিষ্ট চেয়ারটা খালি পড়ে আছে। ব্যাপারটা যে খুবই আশ্চর্যের তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ সচবাচর তিনি এই সময় নিজের ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও যেতেন না। ঠিক সেই মুহূর্তে চওড়া টেবিলটার পেছনে একটা বুটের ডগার দিকেও তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। টেবিলটা জানলার ঠিক পাশেই। ব্যাপারটা ভালো ভাবে বোঝবার জন্যে ভদ্রলোক দ্রুত পায়ে সামনে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন মিঃ ফার্লের রক্তাপ্লুত মৃতদেহটা লম্বা হয়ে মেঝের ওপর পড়ে আছে। দেহটা থেকে হাত খানেক তফাতে ফার্লের রিভলবারটাও তার নজরে পড়লো।

'তিনি তখন ব্যস্ত সমস্ত ভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে খানসামাকে ডেকে ডাক্তার ষ্টিলিং ফোর্ডকে ফোন করতে আদেশ দেন। এবং ডাক্তার ষ্টিলিং ফোর্ড-এর নির্দেশে পুলিশকেও খবর দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।'

'গুলির আওয়াজটা কি অন্য কেউ শুনতে পেয়েছিলো?' প্রশ্ন করলেন পোয়ারো।

'না। এদিকটায় যান-বাহনের চলাচল খুব বেশি। তার ওপর বাইরের দিকের জানলাটাও তখন খোলা ছিল। লরি আর মোটরের অবিশ্রান্ত হর্ণের শব্দ ভেদ করে গুলির আওয়াজ শুনতে পাওয়া প্রায় দুসাধ্যই বলা চলে।'

পোয়ারো চিন্তান্বিত চিত্তে মাথা দোলালেন। 'ক'টার সময় তিনি মারা গেছেন বলে মনে হয়?'

ডাক্তার ষ্টিলিং ফোর্ড বললেন, 'আমি এখানে আসার পরেই মৃতদেহটা ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখি। তখন চারটে বেজে বত্রিশ। মিঃ ফার্লে অন্তত তার এক ঘন্টা আগেই মারা গেছেন!'

পোয়ারোর মুখ-চোখ জলভরা মেঘের মতই গম্ভীর হয়ে উঠলো। তাহলে বোঝা যাচ্ছে তিনি স্বপ্নে যে সময় এই ঘটনাটা ঘটতে দেখতেন বাস্তবের সঙ্গেও তার হুবহু মিল থাকা বিচিত্র নয়। আমার কাছে সময় বলেছিলেন, তিনটে বেজে আঠাশ।'

'হ্যাঁ, খুবই সম্ভব!' ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন ডাক্তার ষ্টিলিং ফোর্ড।

'রিভলবারের ওপরে কি কোন আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া গেছে?'

'হ্যাঁ, সমস্তই তাঁর নিজের।'

'আর রিভলবারটাও নিশ্চয়ই তাঁরই?'

এবারে ইন্সপেক্টর বার্ণেট-ই পোয়ারোর জবাব দিলেন।

রিভালবারটা সবসময় তাঁর ডেস্কের নিচের ড্রয়ারেই থাকতো। স্বপ্নে যেমনটি দেখেছেন বলে আপনাকে জানিয়েছিলেন দৃশ্যটা অবিকল সেইরকম। এবং জিনিসটা যে প্রকৃতপক্ষে তাঁরই একথাও মিসেস ফার্লে বেশ জোরের সঙ্গেই ঘোষণা করেছেন। তাছাড়া ঘরে ঢোকবার ওই একটা মাত্রই দরজা। বন্ধ দরজা সংলগ্ন প্রশস্ত বারান্দাতেই সাংবাদিক দুজন অপেক্ষা করছিলেন। কাউকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে হলে তাদের সামনে দিয়েই যেতে হবে। মিঃ কর্ণওয়ার্দি চিঠির তাড়া নিয়ে ওঘরে প্রবেশের আগে অন্য কেউ যে ওদিকে পা দেয়নি সে বিষয়েও তারা দুজনে নিঃসন্দেহ।'

'তাহলে একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তাঁর মৃত্যুটা প্রকৃতই আত্মহত্যা?'

ইন্সপেক্টর বার্ণেটের ঠোঁটের ফাঁকে একটা ম্লান হাসি চকিতে দেখা দিয়েই আবার অদৃশ্য হয়ে গেলো।

'হ্যাঁ, সত্যিই সন্দেহের কোন অবকাশ ছিলো না; কিন্তু মাত্র একটা কারণেই.......'

'কি সেই কারণ?'

'আপনাকে লেখা ওই চিঠিটাই.............'

পোয়ারোও এবার মৃদু হাসলেন। 'তবে দেখা যাচ্ছে এরকুল পোয়ারো যেখানেই থাকেন সেখানেই খুনের গন্ধ এসে হানা দেয়!'

'খুবই খাঁটি কথা বলেছেন।' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন বার্ণেট, 'তার ওপর আপনি যখন তাকে সবকিছু পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন......'

মাঝ পথে বাধা দিলেন পোয়ারো। 'মাত্র এক মিনিট সময় চাইছি,' তিনি শ্রীমতী ফার্লের দিকে ফিরে তাকালেন, 'আচ্ছা, আপনার স্বামীকে কি কেউ কোনদিন হিপনোটাইজ করেছিলো?'

'না, কখনো না।'

তিনি হিপনোটিজিম সম্বন্ধে কোন পড়াশোন করতেন? এ বিষয়ে তাঁর কি কোন আগ্রহ ছিলো?'

আগের মতই মাথা নাড়লেন শ্রীমতী ফার্লে, 'আমার তা মনে হয় না।'

অকস্মাৎ ভদ্রমহিলার সযত্ন-রক্ষিত আত্মসংযমের সুদৃঢ় বাঁধটা যেন ভাবাবেগের প্রবল বন্যায় টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। কান্নাভেজা ভাঙা ভাঙা করুণ কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন, 'ওই অভিশপ্ত স্বপ্নটাই এই শোচনীয় পরিণতির জন্য দায়ী। অশুভ শক্তির প্রভাবযে কি দুর্নিবার......! রাতের পর রাত এই ভয়াল বিধুর দুঃস্বপ্নটাই ক্ষুধিত নেকড়ের মত তাঁর ঘুমের গুহায় হানা দিয়েছে! এবং তীব্র মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরেই তিনি অবশেষে আত্মহননের পথ বেছে নিলেন......'

পোয়ারোর স্মৃতিতে ক্রোড়পতি ফার্লের খসখসে ভাঙ্গা কণ্ঠস্বরই যেন নতুন করে ফুটে উঠলো।

'.............বুঝতে পারি সময় হয়ে গেছে। করনীয় কাজটা এই মুহূর্তেই সমাধা করতে হবে। কাজটা সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছা বিরুদ্ধ..........'

পোয়ারো এবার সরাসরি শ্রীমতী ফার্লের দিকে মুখ তুলে তাকালেন। 'মিসেস ফার্লে, আপনার স্বামী আত্মহত্যা করতে পারেন—এমন সন্দেহ কি কখনো আপনার মনের মধ্যে উঁকি দিয়েছিলো?'

'না।......যদিও তাঁর আচার ব্যবহার মাঝে মধ্যে কেমন অদ্ভুত মনে হতো!'

জোনা এবার নিজে থেকেই আলোচনায় অংশ নিলো। তার কণ্ঠে দৃঢ়তার সুর কানে বাজে, 'না, আমার বাবা কখনো আত্মহত্যা করতে পারেন না। তিনি সে প্রকৃতির মানুষই নন। নিজের সম্বন্ধে সর্বদা যথেষ্ট সচেতন থাকতেন।'

'কারুর বাহ্যিক আচার-আচরণ থেকে তার মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা আছে কিনা—এ বিচার সব সময় করা যায় না।' মন্তব্য করলেন ডাক্তার ষ্টিলিং ফোর্ড, 'সেইজন্যই কোন কোন আত্মহত্যার ঘটনা আশ্চর্য রকমেব অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। পূর্বহ্নে যার সামান্য আভাসও কেউ কল্পনা করতে পারে না।'

পোয়ারো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'আমি কি একবার অকুস্থলটা নিজের চোখে দেখে আসতে পারি?'

হ্যাঁ,.....নিশ্চয়ই, ডাক্তার ষ্টিলিং ফোর্ড, যদি কিছু মনে না করেন.....'

ডাক্তার ষ্টিলিং ফোর্ড পথ দেখিয়ে পোয়ারোকে দোতলায় নিয়ে গেলেন। বেনেডিক্ট ফার্লের বসবার ঘরটা তাঁর সেক্রেটারীর ঘরের চাইতে অনেক বড়। সারা মেঝেটা পুরু কার্পেট দিয়ে মোড়া। শৌখিন ও বিলাসবহুল আসবাবপত্রেরও কোন অভাব নেই। একধারে বার্নিশ দিয়ে মাজা বিরাট সেক্রেটারীয়েট টেবিল।

পোয়ারো পায়ে পায়ে টেবিলটা পেরিয়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়ালেন। জানালার ঠিক নিচে দামী কার্পেটের ওপর ছাপছাপ কালচে দাগ পড়ে গেছে। দাগটা যে টাটকা রক্তের সেটাও বুঝে নিতে কোন অসুবিধে হয় না। আবার তাঁর স্মৃতির পর্দায় স্বর্গীয় ফার্লের শঙ্কাতুর কণ্ঠস্বর ফুটে উঠলো।

'.............কাঁটায় কাঁটায় তিনটে বেজে আঠাশ মিনিটে আমি টেবিলের ডান দিকে নিচের ড্রয়ারটা থেকে আমার গুলিভরা রিভলবারটা বার করে জানালার ধারে চলে আসি। আর তারপর.......তারপর......আমি আমার নিজের কপালে ফায়ার করি!'

পোয়ারো আপন মনে মাথা দোলালেন। 'জানালাটা ঠিক এইভাবেই খোলা ছিলো, তাই না?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' সায় দিলেন ডাক্তার ষ্টিলিং ফোর্ড, তবে ওপথ দিয়ে কারুর ভেতরে ঢোকার সম্ভাবনা নেই।'

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে মাথা ঝোঁকালেন পোয়ারো। নিচে কোন কার্নিশ বা ওই জাতীয় কোন কিছুর বালাই নেই। সিমেন্ট বাঁধানো মসৃণ দেওয়াল সোজাসুজি নিচের দিকে নেমে গেছে। জানালার কাছাকাছি দেওয়াল সংলগ্ন কোন পাইপও তাঁর নজরে পড়লো না যার সাহায্যে ওপরে উঠে আসা যায় এমন কি এ পথ দিয়ে কোন বেড়ালের অনুপ্রবেশও সাধ্যাতীত। ঠিক বিপরীত দিকে কারখানার নিরেট দেওয়াল সমগ্র দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করে খাড়া উপরের দিকে উঠে গেছে। তার মধ্যেও কোথাও কোন ফাঁক-ফোকর নেই।

খানিকটা বিস্ময়ের সুরেই মন্তব্য করলেন ডাক্তার ষ্টিলিং ফোর্ড, 'একজন ক্রোড়পতি যে নিজের জন্যে এমন একটা অফিস ঘর পছন্দ করতে পারেন, সেটাই খুব আশ্চর্যের! জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে মনে হয় জেলের কম্পাউণ্ড থেকে দূরের আকাশ দেখছি।'

'হ্যাঁ, তা যা বলেছেন!' মাথা নেড়ে সায় দিলেন পোয়ারো। তারপর হাত কয়েক তফাতে জানালার বাইরে নিরেট ইঁটের দেওয়ালটির দিকে ইঙ্গিত করলেন,

'আমার বিশ্বাস, এই দেওয়ালটার ভূমিকাও খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

ডাক্তার ষ্টিলিং ফোর্ড সচকিত দৃষ্টিতে পোয়াবোর দিকে ফিরে তাকালেন। 'আপনি কি মনের ওপর এর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার কথা বোঝাতে চাইছেন?'

পোয়ারো এ প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না। তিনি ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে একটা লম্বা লোহার চিমটে তুলে নিলেন। তারপর যথোচিত যত্নসহকারেই সেই চিমটের সাহায্যে কার্পেটের ওপর থেকে একটা পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি কুড়িয়ে নিয়ে বাতিল কাগজের ঝুড়ির মধ্যে ফেললেন।

'কখন যে আপনার এই সমস্ত টুকিটাকি কাজ শেষ হবে.....।' ডাক্তার ষ্টিলিং ফোর্ড-এর কণ্ঠে ঈষৎ বিরক্তির আভাস।

পোয়ারোর সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি যেন শুনতেই পান নি কথাটা। নিজের খেয়ালেই

বিড়বিড় করলেন, 'পরিকল্পনাটা সত্যিই খুব অভূতপূর্ব.......!' তারপর হাতেধরা চিমটেটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে ডাক্তার ষ্টিলিং ফোর্ড-এর দিকে তাকালেন।

'আচ্ছা, এই মৃত্যুর সময় মিস্ এবং মিসেস ফার্লে কোথায় ছিলেন?'

'মিসেস ফার্লে এই ঘরের ঠিক ওপরে তার নিজের ঘরে বসে বিশ্রাম করছেলেন। জোনা ফার্লের ঘর ছাদের পাশে। মেয়েটি আর্ট স্কুলের ছাত্রী! সেইজন্যেই ঘরের পাশে তার একটা নিজস্ব স্টুডিও আছে। জোনা তখন নিজের স্টুডিওর মধ্যে ছবি আঁকার কাজে ব্যস্ত ছিল।'

কয়েক সেকেণ্ড পোয়ারো বোবার মত দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ। তাঁর অশান্ত আঙুলগুলো আপন খেয়ালে টেবিলের উপর টক্‌টক্ শব্দ তুলে চলেছে। অবশেষে মুখ খুললেন।

'আমি একবার মিস ফার্লের সঙ্গে কথা বলতে চাই। তাকে কি দু এক মিনিটের জন্যে এঘরে ডেকে আনা সম্ভব হবে?'

ডাক্তার ষ্টিলিং ফোর্ড-এর চোখে কৌতূহলের চিহ্ন ফুটে উঠলো কিন্তু কোন প্রশ্ন না করে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। মিনিট খানেক বাদেই ভেজানো দরজা ঠেলে জোনা ফার্লে ঘরে ঢুকলো।

'মাদামোয়াজেল, আমি যদি আপনাকে দু একটা প্রশ্ন করি তাহলে কি মনে মনে ক্ষুন্ন হবেন?' বিনীত কণ্ঠে নিবেদন করলেন পোয়ারো!

জোনার দুচোখের তারায় শান্ত শীতল ছায়া। 'প্রয়োজন বোধ করলে যে কোন প্রশ্নই আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

'আপনার পিতা যে তাঁর ডেস্কের মধ্যে একটা গুলিভরা রিভলবার রেখে দিতেন, এ খবর কি জানতেন?'

'না,' ঘাড় নাড়লেন জোনা!

'আর একটা কথা—আপনি এবং আপনার মা—অর্থাৎ সৎ মা—'

হ্যাঁ, উনি আমার সৎ মা, লুইস। আমার থেকে মাত্র আট বছরের বড়। কিন্তু আপনি যেন কি প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন?'

'আমার জিজ্ঞাস্য, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আপনারা দুজনে কোথায় ছিলেন?'

কয়েক মিনিট ভ্রূ কুঁচকে চিন্তা করলো জোনা। 'গত বৃহস্পতিবারের কথা বলছেন? দাঁড়ান.......চিন্তা করে দেখি।..........

ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আমরা দুজনে একটা থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম। একটা কমেডি চিত্র— 'অথ সারমেয় কথা।'

'আপনার বাবা নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে যোগ দেন নি?'

'না.....না, তিনি এসব সিনেমা নাটক পছন্দই করতেন না।'

'সন্ধ্যেবেলা সাধারণত তিনি কি করতেন।'

'এই ঘরে বসে পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকতেন।'

'সামাজিক মেলামেশায় তাঁর বোধহয় বিশেষ কোন আগ্রহ ছিলো না?'

জোনা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে পোয়ারোকে একবার নিরীক্ষণ করে নিলো।

'সত্যি কথা বলতে কি, বাবার ব্যক্তিত্বের মধ্যে এক ধরনের রূঢ়তার ভাবও ছিলো। সেই জন্যে সকলে তাঁকে ঠিক বরদাস্ত করতে পারতো না। বিশেষ করে তাঁর কাছাকাছি যারা থাকতো তাদের কাছে তিনি খুবই অপ্রিয় ছিলেন।'

'আপনি খুব সুন্দর ভাবে সার কথাটি গুছিয়ে বলতে পারেন।' পোয়ারোর মুখচোখে অকৃত্রিম প্রশান্তির চিহ্ন।

আমি শুধু আপনার মূল্যবান সময় সংক্ষেপ করে দিচ্ছি, মঁসিয়ে পোয়ারো। এর বেশি আর কোন উদ্দেশ্য নেই। কারণ আপনার এই সমস্ত প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থটা কি সেটা আমি ধরতে পেরেছি। আমার বিমাতা টাকার জন্যেই আমার বাবাকে বিয়ে করেছেন। আর আমিও কেন এখানে পড়ে আছি জানেন? সেও এই টাকার জন্যেই। অন্য কোন চুলোয় গিয়ে থাকবার মত আমার নিজস্ব কোন টাকা নেই? একজন

যুবককে আমি ভালোবাসি। সে একজন প্রতিভাবান শিল্পী। তবে খুবই দরিদ্র। বাবা অবশ্য কোন মতেই এতে মত দিতেন না। কিন্তু এখন তো কোন বাধা নেই। এখন আমি অগাধ সম্পত্তির মালিক। কথা থামিয়ে ম্লান হাসলো জোনা। 'আমার পক্ষেও আমার পিতার মৃত্যুর কামনা খুব একটা অস্বাভাবিক বলে মনে হবে না।'

'হুঁ,' পোয়ারোর কণ্ঠে চিন্তার ছোঁওয়া। 'তাহলে বোঝা যাচ্ছে আপনিই আপনার পিতার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী।'

জোনা পোয়ারোর মন্তব্যে কোন কান দিলো ন। নিজের মনেই বলে চললো, 'আমার বাবা ছিলেন খুবই চতুর এবং প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। লোকে অন্তত সেই রকমই মনে করতো। তাঁর নিজস্ব একটা ক্ষমতা ছিলো—অন্যকে নিয়ন্ত্রিত করবার ক্ষমতা—কিন্তু সমস্তই বৃথা হলো, কারণ তার মধ্যে সাধারণ মানবিক গুণাবলীয় একান্তই অভাব......'

পোয়ারো স্বগতোক্তির সুরে বলে উঠলেন, 'হায় ভগবান! আমি কি অসম্ভব রকমের নির্বোধ।'

জোনা দরজার দিকে এগোতে এগোতে প্রশ্ন করলো, আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?'

'আর দুটো মাত্র ছোট প্রশ্ন। আচ্ছা, এই লোহার চিমটেটা কি সব সময় এই টেবিলের ওপরেই থাকে?'

জোনা অল্প ঘাড় দোলালো। 'হ্যাঁ, ঘর দোর নোংরা থাকা বাবা মোটেই বরদাস্ত করতে পারতেন না।'

'আর একটা জিজ্ঞাস্য আছে। এটাই শেষ। আপনার পিতার দৃষ্টিশক্তি কি স্বাভাবিক ছিলো?

জোনা বড় বড় চোখ তুলে পোয়ারোর দিকে তাকালো। 'না—না তিনি প্রায় কিছুই দেখতে পেতেন না।.........মানে আমি বলতে চাই, চশমা ছাড়া তিনি একটা বই পর্যন্ত পড়তে পারতেন না। ছোটবেলা থেকেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি খুব ক্ষীণ।'

'কিন্তু চশমা পরে?'

'হ্যাঁ চশমা পরে দেখতে কোন অসুবিধে হতো না।'

'বইটই বা চিঠিপত্রও পড়তে পারতেন?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!'

আমার আর কিছু জানার নেই মাদামোয়াজেল'

জোনা ফার্লে নিঃশব্দ পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

পোয়ারো আবার নিজের মনে বিড়বিড় করলেন, সত্যিই আমি অসম্ভব রকমের বোকা! সারাক্ষণই জিনিসটা আমার চোখের সামনে পড়ে আছে। এবং এত সামনে পড়ে আছে বলেই সহজে নজর এড়িয়ে গেছে!.....'

পোয়ারো দ্বিতীয়বার জানলা দিয়ে মাথা গলিয়ে নিচের দিকে দৃষ্টি দিলেন নর্থওয়ে হাউস আর ফ্যাক্টরি বিল্ডিংয়ের মাঝ বরাবর সরু একটা প্যাসেজ। প্যাসেজের মাঝামাঝি কালো রঙের একটা বস্তুও এবার তার এতক্ষণে তাঁর নজরে পড়লো।

এরকুল পোয়ারো তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতেই মৃদু মাথা দোলালেন। তাঁর মুখে-চোখেও পরম পরিতৃপ্তির হাসি। তারপর ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন। অন্যেরা লাইব্রেরী ঘরের মধ্যেই অপেক্ষা করছিলেন। পোয়ারো সেক্রেটারী কর্ণওয়ার্দিকে সম্বোধন করে বললেন, 'মিঃ কর্ণওয়ার্দি, আমি আপনার কাছে থেকে সামান্য একটু সাহায্য চাই। কখন এবং কি পরিবেশে মিঃ ফার্লে আমার কাছে চিঠি পাঠাবার নির্দেশ দেন, অনুগ্রহ করে সেটাই আমাকে খুলে বলুন। কোন ঘটনা যেন বাদ না যায়। চিঠির বয়ানটাও কি তিনি আপনাকে যথাযথ বলে দিয়েছিলেন।'

'যতদূর স্মরণ হচ্ছে, বুধবার বিকালে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তিনি আমার এই চিঠির টাইপ করবার নির্দেশ দেন।'

'চিঠিটা ডাকে দেওয়ার ব্যাপারেও কি বিশেষ কোন নির্দেশ ছিলো?'

'তিনি আমায় নিজে হাতে এটা ডাকে দিতে বলেছিলেন।'

'এবং আপনিও তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন?'

'হ্যাঁ,'

'আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও কি খানসামাকে কোন রকম ব্যক্তিগত নির্দেশ দেওয়া ছিলো?'

'তিনি আমাকে বলেছিলেন যে আমি যেন খানসামা টমকে ডেকে বলে দিই, আগামী কাল সন্ধ্যা সাড়ে ন'টায় এক ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। টম যেন ভদ্রলোকের নাম জিজ্ঞেস করে এবং তাঁকে যে চিঠিটা পাঠানো হয়েছে সেটাও যেন দেখতে চায়।'

'এ ধরনের নির্দেশ কিন্তু খুবই আশ্চর্যের। মনে হয় সাবধানতার মাত্রাটা অশোভন ভাবে বেশি, তাই নয় কি?'

অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকালেন কর্ণওয়ার্দি। 'মিঃ ফার্লের,' সাবধানে শব্দ চয়ন করে তিনি বললেন, 'কিছু কিছু আচার-আচরণ সাধারণ দৃষ্টিতে খুবই অস্বাভাবিক!'

'আর কোন নির্দেশ?'

'হ্যাঁ, তিনি আমাকে ওই সন্ধ্যেটা ছুটি নিতে বলেছিলেন।'

'আপনিও নিশ্চয়ই সে নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।'

'হ্যাঁ, সেদিন সন্ধ্যায় ডিনারের পরেই আমি সিনেমা দেখতে বেরিয়ে গিয়েছিলাম।'

'কখন ফিরে এলেন?'

'এই ধরুন, সওয়া এগারোটা।'

'সেদিন কি মিঃ ফার্লের সঙ্গে আর আপনার দেখা হয়েছিলো?'

'না।'

'পরের দিন সকালেও কি তিনি আপনাকে এ বিষয়ে কিছু বলেন নি?'

'না।'

পোয়ারো অল্প থামলেন। তারপর পুনরায় শুরু করলেন, 'আমি যখন মিঃ ফার্লের সঙ্গে দেখা করতে আসি, তখন আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়নি!'

'না; তাঁর নির্দেশ মত আমি টমকে জানিয়েছিলাম যে ভদ্রলোককে যেন সোজাসুজি আমার ঘরেই নিয়ে আসা হয়। মিঃ ফার্লে সেখানেই ভদ্রলোকের জন্য অপেক্ষা করবেন।'

'এরই বা কি কারণ? আপনি কিছু জানেন?'

কর্ণওয়ার্দি হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন। 'আমি তাঁর কোন নির্দেশ সম্বন্ধেই কখনো কোন প্রশ্ন করি নি। কেন না, তাঁর মুখের ওপর কেউ কোন কথা বললে তিনি সবিশেষ বিরক্ত হতেন। আমিও তাই এ সমস্ত বিষয়ে সর্বদা নীরব থাকতাম।'

তিনি কি সচরাচর তাঁর নিজের ঘরেই অতিথিদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করতেন?'

'সাধারণত; তবে সর্বদা নয়। কখনো কখনো আমার ঘরেও অতিথিদের এনে বসাতেন।'

'এর পেছনেও কি বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিলো?'

হুগো কর্ণওয়ার্দি কয়েক মুহূর্তে মনে মনে চিন্তা করলেন।

'না, আমার তো তা মনে হয় না। অবশ্য ব্যাপারটা নিয়ে কোন দিন তেমন তলিয়ে ভেবে দেখিনি।'

পোয়ারো এবার কর্ণওয়ার্দিকে ছেড়ে দিয়ে শ্রীমতী ফার্লের দিকে ফিরে তাকালেন। 'ম্যাডাম, যদি একবার আপনার খানসামা টমকে এখানে হাজির হবার আদেশ করেন....'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, আমি এখনই ডেকে পাঠাচ্ছি!'

অভিজ্ঞ আভিজাত খানসামার মতই সঙ্গে সঙ্গে পর্দা ঠেলে উঁকি দিলো টম। চোখে-মুখে বিনীত ভব্যতার ছাপ।

'আমায় ডেকেছেন ম্যাডাম?'

শ্রীমতী ফার্লে ইঙ্গিতে পোয়ারোকে দেখিয়ে দিলেন। টম বাধিত ভঙ্গিতে পোয়ারোব দিকে ফিরে তাকালো। 'হ্যাঁ স্যার.....বলুন....?'

'আচ্ছা টম, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আমি যখন তোমার মনিবের সঙ্গে দেখা করতে আসি তখন তোমাকে কি নির্দেশ দেওয়া ছিলো?'

'ডিনারের পর মিঃ কর্ণওয়ার্দি আমাকে জানালেন সে সন্ধ্যা সাড়ে ন'টা নাগাদ মিঃ এরকুল পোয়ারো নামে এক বিদেশী ভদ্রালোক সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। ভদ্রলোককে যে চিঠিটা পাঠানো হয়েছে সেটাও যেন আমি একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিই। তারপর আগন্তুককে পথ দেখিয়ে মিঃ কর্ণওয়ার্দির ঘরে নিয়ে আসবো।'

'তোমার মনিব কি এমন কোন নির্দেশ দিয়েছিলেন যে অতিথিকে নিয়ে ঘরে ঢোকবার আগে দরজায় নক্ করবে?'

খানসামার চোখে-মুখে একটা বিধুর বিপন্ন অভিব্যক্তি।

'হ্যাঁ, এটা আমার মনিবেরই নির্দেশ। কোন নবাগত আগন্তুককে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার আগে আমি সব সময়েই এমন ভাবে দরজায় নক্ করতাম। অবশ্য অতিথিরা প্রধানত ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারেই দেখা করতে আসতেন।' হুঁ, সেই কারণেই আমি প্রথমে তোমার আচরণে যথেষ্ট বিস্মিত হয়েছিলাম।'.......আমার সম্বন্ধে আর কি কোন নির্দেশ ছিলো?'

'না, স্যার। মিঃ কর্ণওয়ার্দি বেরিয়ে যাবার আগে আমাকে শুধু এই ক'টা নির্দেশই দিয়ে গিয়েছিলেন।'

'তখন সময় ক'টা?'

'ন'টা বাজতে দশ মিনিট বাকি ছিলো, স্যার।'

'এর পরে কি তোমার সঙ্গে সেদিন মিঃ ফার্লের আর দেখা হয়েছিল?'

'ববাবরের নিয়ম মত আমি ঠিক ন'টার সময়েই তাঁর জন্যে এক গ্লাস গরম জল নিযে গিয়েছিলাম।'

'তিনি কি তখন নিজের ঘরেই বসেছিলেন।'

'আচ্ছা, ওই ঘরের মধ্যে তোমার অস্বাভাবিক কোন কিছু নজরে পড়েনি?

'অস্বাভাবিক.......?........না!'

'মিস এবং মিসেস ফার্লে সে সময় কোথায় ছিলেন।'

'তারা দুজন থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলেন।'

'ধন্যবাদ টম, তুমি এখন যেতে পারো।'

টম অভিবাদন জানিয়ে ঘর ছেড়ে অদৃশ্য হবার পর পোয়াবো শ্রীমতী ফার্লের দিকে ফিরে তাকালেন।

'আমার আর একটা প্রশ্ন আছে ম্যাডাম। আপনার স্বামীব দৃষ্টিশক্তি কি স্বাভাবিক ছিলো?'

'না, চশমা ছাড়া তিনি কিছুই দেখতে পেতেন না।'

'তাহলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ ছিলো বলছেন?'

'হ্যাঁ, চশমা না থাকলে তিনি একবারেই অসহায় হয়ে পড়তেন।'

'এবং তাঁর চশমাও নিশ্চয়ই কয়েক জোড়া ছিলো?'

'হ্যাঁ,' শ্রীমতী ফার্লে মাথা নাড়লেন।

পোয়ারোর ফুসফুস শুন্য করে একটা প্রলম্বিত স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে সহজাত প্রশান্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'আমার বিশ্বাস, তাহলে এখানেই মামলাটার নিস্পত্তি ঘটলো।....সব কিছুই এখন জলের মত পরিষ্কার।'

সমগ্র লাইব্রেরী ঘরে এখন একটা থমথমে অস্বস্তিকর নীরবতা। সকলেরই উদ্‌গ্রীব চোখের দৃষ্টি একক ভাবে ছোটখাটো এই আগন্তুকটির মুখের দিকেই নিবদ্ধ। কিন্তু পোয়ারোর সেদিকে কোন গ্রাহ্য ছিলো না। তিনি তখন তাঁর সিক্ত মসৃণ গোঁফের প্রান্তে আলতো ভাবে হাত বোলাতে ব্যস্ত। এটাও তাঁর নানাবিধ সহস্যাতাভ্যাসের অন্যতম। ইন্সপেক্টর বার্ণেটের মুখে একটা বিব্রত হতচকিত ছায়া। ভ্রূকুটি কুটিল দুই চোখ মেলে তাকিয়ে আছেন ডাঃ ষ্টিলিংফোর্ড। কর্ণওয়ার্দির মুখে-চোখে অবিশ্বাস আর বিভ্রান্তি। শ্রীমতী ফার্লের ডাগর

দুই চোখের কোলে বোবা বিস্ময়। জোনা ফার্লের চোখের তারায় অস্থির চাঞ্চল্য।

অবশেষে শ্রীমতী ফার্লেই নীরবতা ভঙ্গ করলেন। 'আমি কিছুই বুঝতে পারি না, মঁসিয়ে পোয়ারো। এই সে স্বপ্ন.........দুঃস্বপ্ন............'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন ম্যাডাম.' পোয়ারো মন্থর ভাবে মাথা নাড়লেন. এই স্বপ্নটাও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।'

শ্রীমতী ফার্লে ঈষৎ কেঁপে উঠলেন। 'অলৌকিক বা অতি লৌকিকে আমার কোনদিন বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিলো না, কিন্তু এখন...........কাউকে যদি রাতের পর রাত একই দুঃস্বপ্নের শিকার হতে হয়......'

'হ্যাঁ সত্যিই, ঘটনাটা খুবই বিস্ময়কর।' ঘন ঘন মাথা নাড়লেন ডাঃ ষ্টিলিংফোর্ড, 'খুবই আশ্চর্যজনক। ব্যাপারটা যদি মঁসিয়ে পোয়ারোর কাছ থেকে না শুনতাম, এবং তিনিও যদি খোদ মালিকের মুখ থেকে সবিস্তারে কাহিনীটা না শুনতেন—' মাঝপথে থেমে গিয়ে বিব্রত ভঙ্গিতে অল্প কাশলেন ডাঃ ষ্টিলিংফোর্ড। মাপ করবেন মিসেস ফার্লে, আমার বক্তব্য হচ্ছে মিঃ ফার্লে যদি নিজে মুখে ঘটনাটা না বলতেন—'

'খুবই খাঁটি কথা।' অর্ধনিমীলিত চোখদুটো সম্পূর্ণ উন্মোচিত করে হঠাৎই যেন জেগে উঠলেন পোয়ারো। তাঁর ধূসর চোখের মণিতে এখন একটা পিঙ্গল সবুজ আলো জ্বলছে। 'স্বয়ং বেনেডিক্ট ফার্লে যদি না এ কাহিনী আমাকে বলতেন...........

দম নেবার জন্যে অল্প থামলেন তিনি। তাঁর তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টি অর্ধবৃত্তাকারে সকলেরই হত-বিহ্বল মুখের ওপর দিয়ে একবার ঘুরে গেল।

আপনারা নিশ্চয়ই অনুভব করতে পারছেন, সেদিন সন্ধ্যায় এখানে এমন কতকগুলো ব্যাপার ঘটেছিল যার জন্যে আমি নিজেও মনে মনে সবিশেষ বিচলিত হয়ে উঠেছিলাম। কারণ সেই সমস্ত ঘটনাবলীর মধ্যে আমি কোনও কার্য-কারণ সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছিলাম না। প্রথম হচ্ছে আমার চিঠিটা কেন-ই বা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বলা হল!

—খুব সম্ভবত আপনি-ই এরকুল পোয়ারো কি না সেটা যাচাই করে দেখে নেবার জন্যেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।—চিন্তান্বিত কণ্ঠে মন্তব্য করলেন ডাক্তার স্টিলিংফোর্ড।

—না....না, এটা আপনার মস্ত ভুল ধারণা।— পোয়ারোর গলার সুরে রহস্যময়তার আভাস।—তা হলে সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন অবান্তর আর হাস্যকর হয়ে পড়ে। নিশ্চয় এর পেছনে আরও কোনও জোরালো কারণ নিহিত ছিল। কেননা, ফার্লে শুধু ওই চিঠিটা দেখেই ক্ষান্ত হননি, সেটা আবার আমার কাছ থেকে চেয়েও নিয়েছিলেন। এবং তাঁর এই চেয়ে নেওয়ার মধ্যেও কোনও দ্বিধা বা সংকোচ ছিল না। কিন্তু চিঠিটাকে সংরক্ষণ করলেন?

জোনা-ই পোয়ারোর প্রশ্নের উত্তর দিতে এগিয়ে এল।—তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, যদি সত্যিই তাঁর কিছু দুর্ঘটনা ঘটে যায় তবে তাঁর এই অত্যাদ্ভুত স্বপ্নটার কথাও যেন লোকে জানতে পারে।

পোয়ারো সপ্রশংস দৃষ্টিতেই জোনার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করে নিলেন।—আপনার সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না, মাদামোয়াজেল। অবশ্যই এই চিঠিটাকে সযত্নে সংরক্ষণের পেছনে শুধু এই একটি মাত্রই যুক্তি থাকা সম্ভব। যখন মিঃ ফার্লে মারা যাবেন তখন ওই রহস্যময় স্বপ্নটার কথাও লোকে অবগত হবে। সেই জন্যেই চারদিকে আটঘাট বেঁধে গোড়া থেকেই পথ সুগম করে রাখা...হ্যাঁ...সত্যিই, ওই অদ্ভুত স্বপ্নটাও রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ। সাংঘাতিক রকম জরুরি।

—এবারে আমরা এই কাহিনীর পরবর্তী প্রসঙ্গে অবতারণা করব।— পোয়ারো তাঁর নিজের চেয়ারে নড়ে-চড়ে বসলেন।—মিঃ ফার্লের কাছ থেকে স্বপ্নের কথাটা শোনবার পর আমি তাঁর ঘরে গিয়ে ওই টেবিল, টেবিল সংলগ্ন ড্রয়ার এবং রিভলবারটা একবার নিজের চোখে দেখতে চাই। প্রথমে মনে হলো তিনি যেন আমার প্রস্তাবে রাজী হয়েই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার উপক্রম করলেন কিন্তু তার পরেই কি ভেবে বেঁকে বসলেন। সম্পূর্ণ নামঞ্জুর করে দিলেন আমার প্রস্তাব। কেনই বা তিনি হঠাৎ আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন?'

এবারে কেউই এ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে এগিয়ে এলেন না।

'আমি তাহলে এই একই প্রশ্ন কিছুটা ভিন্নভাবে উপস্থিত করছি। পাশের ঘরে এমন কি ছিলো যার

জন্যে মিঃ ফার্লে আমাকে সে ঘরে নিয়ে যেতে রাজী হলেন না?'

ঘরের মধ্যে আগের মতই থমথমে নীরবতা।

'হ্যাঁ, নাটকীয় ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন পোয়ারো, 'প্রশ্নটা সত্যিই বেশ জটিল। কিন্তু তা সত্বেও এটা ঠিকই যে যেখানে এমন কোন জরুরী কারণ বিদ্যমান ছিলো যার ফলে মিঃ ফার্লে তাঁর সেক্রেটারীর ঘরে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করেন, এবং আমাকে তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে যেতেও সরাসরি অস্বীকার করেন। সেখানে নিশ্চয়ই এমন কিছু ছিলো যা মিঃ ফার্লে আমাকে দেখাতে চান নি, অথবা আমাকে দেখাবার তাঁর কোন উপায় ছিলো না.........'

'এবারে আমি এই নাটকের তৃতীয় ঘটনাটার কথা বলবো। ওই সন্ধ্যারই ঘটনা—এবং ঘটনা হিসেবেও খুব চমকপ্রদ। সেদিন মিঃ ফার্লের কাছ থেকে বিদয়ে দিয়ে আমি যখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসছি তখন তিনি আমার কাছ থেকে তাঁর চিঠিটা ফেরৎ চান। ভুল করে আমি তাঁকে অন্য একটা চিঠি দিয়ে ফেলি। চিঠিটা আমার লণ্ড্রী কর্তৃপক্ষের লেখা। তিনি চিঠিটা আমার হাত থেকে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে দেখলেন, তারপর সেটা যত্ন করে পাশের টেবিলে রেখে দিলেন। দরজার কাছাকাছি এসে আমার ভুল ভাঙে এবং সে ভুল সংশোধন করবার উপায় নেই যে সেদিনের সেই সাক্ষাৎকারের পর আমি মনে মনে বেশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কতকগুলো প্রশ্নের কোন সদুত্তর খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বিশেষ করে শেষের ঘটনাটা তো রীতিমত বিস্ময়কর!'

কথা থামিয়ে তিনি প্রত্যেকের মুখের দিকে ফিরে তাকালেন। 'আপনারা কি কিছুই অনুমান করতে পারছেন না?'

ষ্টিলিংফোর্ড বোবার মত মুখ করে বললেন, 'এর মধ্যে আপনার লণ্ড্রী কর্তৃপক্ষের চিঠির কি ভূমিকা থাকতে পারে আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না, মঁসিয়ে পোয়াবো!'

'হ্যাঁ, আমার লণ্ড্রী কর্তৃপক্ষেরও এই ব্যাপারে যথেষ্ট অবদান আছে।' পোয়ারো ওষ্ঠাধরে রহস্যময় হাসি আভাস। 'আমার টাই-এর রঙ জ্বালিয়ে দিয়ে জীবনে সে অন্তত এই একটিবার মহা উপকার করেছে। ব্যাপারটা কেন যে এতক্ষণ আপনারা বুঝতে পারছেন না সেটাই খুব আশ্চর্যের, আমার হাত থেকে ওই চিঠিটা নিয়ে ফার্লে উল্টে-পাল্টে দেখেছিলেন—এবং সেটা যে ভুল চিঠি এক পলকেই তাঁর বোঝা উচিত ছিলো। কিন্তু তিনি তার কিছুই টের পান নি। কেন? তিনি তখন কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না!'

ইন্সপেক্টর বার্ণেট চকিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'কেন?........তাঁর চোখে কি তখন চশমা ছিলো না?'

পোয়ারো মৃদু হাসলেন। 'হ্যাঁ, চশমা তিনি পরেই ছিলেন। আর সেই জন্যই ব্যাপারটা এত আশ্চর্যের।' অন্যমনস্ক ভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে বসলেন তিনি। 'মিঃ ফার্লের ওই স্বপ্নটার গুরুত্বও সমধিক। স্বপ্নে দেখলেন তিনি আত্মহত্যা করছেন, বাস্তবেও তাই ঘটলো। অর্থাৎ তাঁকে একলা ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেলো। পাশেই একটা লোডকরা রিভলবার। এবং তিনি যে সময় মারা গেছেন বলে অনুমান করা হচ্ছে সেই সময় কাউকে ওই ঘরের মধ্যে ঢুকতে বা ঘর থেকে বেরুতে দেখা যায় নি। তাহলে অতি সহজেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, ঘটনাটা আত্মহত্যাই হবে।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,' অকপটে সায় দিলেন ষ্টিলিংফোর্ড।

দুচোখ বুজে ডাইনে বাঁয়ে মস্তক আন্দোলন করলেন পোয়ারো।

'কিন্তু প্রকৃতপক্ষে,' পোয়ারোর কণ্ঠে মেঘমেদুর রহস্যময়তার আমেজ, 'মামলাটা খুনের। আর এই খুনের পশ্চাতে যে অভিনব পরিকল্পনা সক্রিয় আছে অপরাধ জগতের ইতিহাসে সেও একটা অভূতপূর্ব নজির!'

পোয়ারো আবার সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে টেবিলের ওপর অস্থির আঙ্গুলের টোকা দিলেন। তাঁর দুচোখের মণিতে একটা সবুজ আভা জ্বলজ্বল করছে।

'সেদিন সন্ধ্যায় কেন মিঃ ফার্লে আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে যেতে চাননি? সেই ঘরে কি ছিলো? আমার দৃঢ় ধারণা—স্বয়ং বেনেডিক্ট ফার্লেই তখন ওঘরে উপস্থিত ছিলেন!'

সকলের বোবা বিস্মিত চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন পোয়ারো।

'হ্যাঁ, চিঠিই; আমি কিছু প্রলাপ বকছি বলে ভাববেন না। আমি যে মিঃ ফার্লের সঙ্গে কথা বলছিলাম, তিনি কেন ওই চিঠি দুটোর পার্থক্যটুকু উপলব্ধি করতে পারেন নি? তার কারণ, বন্ধুগণ, তিনি একজন স্বাভাবিক দৃষ্টির মানুষ। কিন্তু শক্তিশালী লেন্স লাগানো চশমা থাকার ফলেই চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না। আপনারা নিজেরাও এটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।'

অল্প থেমে আবার শুরু করলেন পোয়ারো, 'মিঃ ফার্লের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই আমার কেমন মনে হয়েছিল, আমি একজন অন্তঃসার শুন্য ব্যক্তির সামনে এসে হাজির হয়েছি। তখন কোন অভিনেতা তার নির্দিষ্ট ভূমিকাটুকু অভিনয় করে যাচ্ছে। পারিপার্শ্বিক পরিবেশটার কথাও চিন্তা করুন। স্বল্পালোকিত ছায়া বেষ্টিত ঘর। মাঝ বরাবর সবুজ ঘেরাটোপ দেওয়া একটা শুধু জোরালো আলো জ্বলছে। আলোর ঠিক পেছনেই আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে একজন দীর্ঘকায় মানুষ বসে আছেন। তাঁর গায়ে বহু বিচিত্র ঢিলেঢোলা ড্রেসিংগাউন। খড়োর মত দীর্ঘ নাক—অবশ্য বস্তুটি সে নকল সেটাও এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে একমাথা ধবধবে চুল, আর চশমার পুরু লেন্সের আড়ালে লুকিয়ে থাকা একজোড়া চোখ। বেনেডিক্ট ফার্লেই যে ওই স্বপ্নটা দেখেছিলেন তারই বা সুনির্দিষ্ট প্রমাণ কি? একমাত্র ভদ্রলোকের স্বমুখ নিঃসৃত বিবৃতি, যা তিনি আমার কাছে ব্যক্তত করেছিলেন এবং মিসেস ফার্লের ওই স্বীকারোক্তি। বেনেডিক্ট ফার্লে যে তাঁর ড্রয়ারের মধ্যে লোডকরা রিভলবার রেখে দিতেন তার প্রমাণ বা কোথায়? এখানেও সাক্ষ্য প্রমাণ বলতে ফার্লের মুখ থেকে শোনা স্বপ্ন কথা এবং মিসেস ফার্লের উক্তি। দুজন মাত্র ব্যক্তি যুক্তি করে এই ষড়যন্ত্রটা এঁটেছিলেন। একজন মিসেস ফার্লে—অন্যজন বিশ্বস্ত সেক্রেটারী হুগো কর্ণওয়ার্দি। কর্ণওয়ার্দি আমার কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন—খানসামাকেও নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। এবং আমি এখানে এসে হাজির হবার কিছু আগে খানসামার চোখের ওপর দিয়েই সিনেমা দেখতে বেরিয়ে যান। তবে আদপেই তিনি সেদিন সিনেমায় যান নি। বাড়ি ছেড়ে বেরুবার অনতিকাল পরেই তিনি পেছনের খিড়কি দরজা দিয়ে ফিরে এসেছিলেন। ওই দরজার একটা চাবি সব সময় তার কাছেই থাকতো। সবার অলক্ষ্যে ফিরে এসে তিনি বেনেডিক্ট ফার্লের ছদ্মবেশ ধারণ করে নিজের ঘরেই বসে রইলেন।

আর তার ফলেই আজ বিকেলে আমরা এখানে একত্রে মিলিত হয়েছি। মিঃ কর্ণওয়ার্দি এতদিন যে সুবর্ণ সুযোগের অন্বেষণ করছিলেন তাও অবশেষে পাওয়া গেলো। দরজার বাইরে দুজন সাক্ষ্য থাকবে যারা নির্দ্বিধায় স্বীকার করবে, ঘরের মধ্যে তারা কাউকে ঢুকতে দেখে নি। তার ওপর বিকেলের দিকে অবিরাম যানবাহন চলাচলের ফলে রাস্তাঘাট সর্বদাই কলকোলাহল পূর্ণ থাকে। কর্ণওয়ার্দি ফাঁক বুঝে লম্বা লোহার চিমটের ডগায় একটা বস্তু ঝুলিয়ে তার ঘরের জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে চিমটেটা ফার্লের জানালার সামনে নিয়ে এসে নাড়াচাড়া করতে শুরু করলেন। ব্যাপারটা কি দেখার জন্যে ফার্লে যখন চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে জানালা দিয়ে মুখ বাড়ান ঠিক সেই মুহূর্তে কর্ণওয়ার্দি তাঁর কপাল লক্ষ্য করে গুলি চালান। জানালার সামনে নিরেট উঁচু দেওয়ালের অবস্থানের ফলেই এই অপকর্মের কোন সাক্ষ্য রইলো না। এরপর প্রায় মিনিট কুড়ি পঁচিশ কর্ণওয়ার্দি তার নিজের ঘরেই অপেক্ষা করেন। তারপর একতাড়া চিঠি আর ফাইল পত্তরের আড়ালে লোহার চিমটে আর রিভলবারটা লুকিয়ে সাংবাদিক দুজনের সামনে দিয়ে মনিবের ঘরে গিয়ে ঢোকেন। ঘরে ঢুকে প্রথমে তিনি রিভলবারের উপরে মিঃ ফার্লের আঙুলের ছাপ লাগিয়ে সেটা মৃতদেহের পাশে ফেলে রাখেন। লোহার চিমটেটাও রেখে দিলেন যথাস্থানে। তারপর দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এসে মিঃ ফার্লের আত্মহত্যার খবরটা সবাইকে জানিয়ে দেন।

'তিনি এমন ব্যবস্থা করে রাখলেন যাতে অতি সহজেই আমার উদ্দেশ্যে পাঠানো ওই চিঠিটাও সকলের নজরে পড়ে। এবং তার ফলে অনিবার্যভাবে আমারও এখানে ডাক পড়বে। আমি যখন ফার্লের মুখ থেকে শোনা ওই আশ্চর্য স্বপ্নটার কথা সকলের কাছে খুলে বলবো তখন তাঁর মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতার কথাও সহজে প্রমাণিত হবে। কোন কোন সন্দেহ পরায়ণ ব্যক্তি হয়তো এর মধ্যে হিপনোটিজিমের অনুসন্ধান করতে পারে, কিন্তু বেশিরভাগ লোক এটাকে আত্মহত্যার ঘটনা বলেই মনে করবে। কারণ, রিভলবারের উপরেও স্বয়ং বেনেডিক্ট ফার্লের আঙুলের ছাপই পাওয়া গেছে।'

এরকুল পোয়ারোর পিঙ্গল চোখের দৃষ্টি পলকের জন্যে শ্রীমতী ফার্লের মুখের উপর নিবদ্ধ হলো।

সে মুখে এখন একটা ধূসর পাণ্ডুয়া ছায়া। দু'চোখের গভীরে পুঞ্জীভূত ভয় ও হতাশা।

'এবং পরিশেষে,' থেমে থেমে বাকিটা শেষ করলেন পোয়ারো, 'অন্তবিহীন সুখ স্বপ্নের শুরু! কারণ মিঃ ফার্লে তাঁর যাবতীয় বিষয় আশয় মেয়ের নামে উইল করে গেলেও তাঁর স্ত্রীকেও করমুক্ত আড়াই লক্ষ পাউণ্ড দিয়ে গিয়েছিলেন। তাতেই দুজনের বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কেটে যেতো।'

ডাঃ ষ্টিলিংফোর্ডকে সঙ্গে নিয়ে নর্থওয়ে হাউস ছেড়ে ধীরে ধীবে বেরিয়ে এলেন পোয়ারো। ডানদিকে কারখানা বাড়ির বিরাট উঁচু পাঁচিল আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচিলের পাশ দিয়ে লম্বা সরু প্যাসেজের মাঝ বরাবর বেনেডিক্ট ফার্লের জানালার ঠিক নিচেই একটা কালো কাপড় দিয়ে মোড়া একটা খেলনা-বেড়াল।

'এই জিনিসটাই কর্ণওয়ার্দি লম্বা চিমটে দিয়ে ধরে মিঃ ফার্লের জানালার সামনে নিয়ে এসে নাড়াচাড়া করছিলেন।' গম্ভীর কণ্ঠে ব্যক্ত করলেন পোয়ারো। 'মিঃ ফার্লে যে আদপেই বেড়ালদের বরদাস্ত করতে পারতেন না।, তা নিশ্চয়ই জানেন? সেই জন্যে তিনি এটা দেখা মাত্রই জানালার ধাবে ছুটে এসেছিলেন।'

কিন্তু মিঃ কর্ণওয়ার্দি তো কাজ শেষ করে এই খেলনা বেড়ালটা এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে পাবতেন?'

'তারও নানান অসুবিধে ছিলো। কারণ, ব্যাপারটা যদি অন্য কারো নজরে পড়ে যায় তখন সন্দেহটা তার ওপরই গিয়ে পড়বে। তাছাড়া এই খেলনা-বেড়ালটা এখানে পড়ে থাকতে দেখলে লোকে ভাববে কোন বাচ্চাছেলেই হয়েতো কোন এক সময় এটা ফেলে গেছে। তার যে কোন গুরুত্ব থাকতে পারে এটা কারো মাথায় আসবে না।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।' ষ্টিলিংফোর্ড একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। 'সাধারণ লোকের মনে সেই সন্দেহ জাগাই স্বাভাবিক। তবে এরকুল পোয়ারোর চোখে ধূলো দেওয়া সহজসাধ্য নয়! আপনার বক্তৃতার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়তো কোন গালভারা শব্দের মালা সাজিয়ে সমগ্র ঘটনাটার একটা মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা দিতে যাচ্ছেন। কিভাবে দূর থেকেও অপরের মনে আত্মহত্যার উন্মাদনা জাগিয়ে তোলা যায় তারই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হাজিব করবেন। এবং আমি বাজি রেখে বলতে পাবি ওই দুজন ষড়যন্ত্রকারীও ঠিক এই রকই কিছু একটা চিন্তা করেছিল!........তবে শ্রীমতী ফার্লে অতি সহজেই ভেঙে পড়েছেন—এই যা বাঁচোয়া! তা না হলে কর্ণওয়ার্দির কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা সহজ সাধ্য হতো না। ভদ্রমহিলা যেভাবে থাবা উঁচিয়ে আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাতে আমি পেছন থেকে তাকে জাপটে না ধবলে আপনার চোখ দুটোই হয়তো ববাবরের মত বরবাদ হয়ে যেতো!'

অল্প থেমে আবার শুরু করলেন ষ্টিলিং ফোর্ড, 'তবে মিস ফার্লের কথা আলাদা। মেয়েটির মধ্যে এক ধরনের দৃঢ়তা আছে, এবং বুদ্ধিমতীও বটে। আমি যদি তার সঙ্গে একটু বেশি করে অন্তরঙ্গতা স্থাপনের চেষ্টা করি তবে লোকে ভাববে আমি টাকার পেছনেই ছুটে বেড়াচ্ছি।'

'আপনার একটু দেরি হয়ে গেছে, বন্ধু; শুনেছি এক শিল্পী নাকি ইতি মধ্যেই তার হৃদয়েব খালি সিংহাসনটা দখল করে বসে আছে। মিঃ ফার্লের মৃত্যুতে তাদের মিলনের পথ আরো সুগম হলো?'

'তবে এটা ঠিক যে মিঃ ফার্লের মৃত্যুর ব্যাপারে তারও একটা অনুপ্রেরণা থাকতে পারতো!'

'কিন্তু প্রেরণা আর সুযোগই শেষ কথা নয়,' পোয়ারো দৃঢ়তাসহকারে মাথা নাড়লেন, 'তবে পেছনে অপরাধী সুলভ মনোভাবও সক্রিয় থাকা চাই।'

'একটা কথা মাঝে মধ্যেই আমার মনের মধ্যে উদয় হয় মঁসিয়ে পোয়ারো,' মুখ মুচকে মৃদু হাসলেন ষ্টিলিং ফোর্ড, 'আপনি যদি নিজে হাতে কখনো কোন খুন করেন তবে তার সূত্র প্রমাণ খুঁজে বার করা রক্ত মাংসের কোন মানুষের পক্ষে সাধ্যাতীত!'

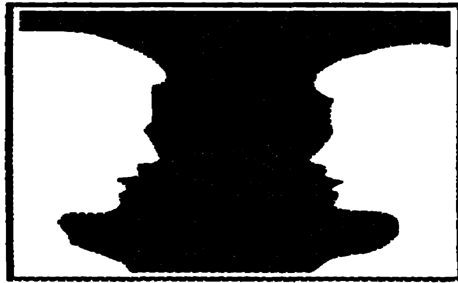
পোয়ারো এ কথার কোন জবাব দিলেন না। শুধু তাঁর সযত্ন লালিত গোঁফের ফাঁকে প্রাজ্ঞ হাসির উদ্ভাস।

❑ ডেডসম্যান'স ড্রিম

অনুবাদ ❑ অসিত মৈত্র

৮

প্রতিবিম্বে মুখ





আজ অনেকদিন বাদে নিজেকে আবার নতুন করে খুঁজে পাচ্ছিলেন মিস্টার স্যাটারথওয়েট। বেশ লাগছিল তার নিজের কাছে আজকের এই মুহূর্তের সান্ধ্য ভ্রমণ। একদিন এই মনোহর উদ্যানই ছিল তার যৌবনের আনন্দ নিকেতন। কত কথা, কত স্মৃতি, কত মুখ, মনে পড়ে যায়। দুধারে পরিচিত সেই সব রডরেনডন ফুলের গাছ। বাতাসে সুরভিত গন্ধ নতুন করে মাদকতা আনে যেন মিস্টার স্যাটারথওয়েটের মনে। ভাবতে গিয়ে নিজের মধ্যে অদ্ভুত এক পুরনো গন্ধ অনুভব করলেন। প্রথমে দাঁড়ালেন খানিক। তারপর রডরেনডন গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে করতে চাইলেন নিজেকে।

এই উদ্যান সংলগ্ন ছোট রেস্তোঁরাতেই একদিন তার কত সময় না কেটেছে। টেবিল জুড়ে অসংখ্য রমণী পরিবেষ্টিত হয়ে সেদিন বসে থাকতেন যুবক স্যাটারথওয়েট। ভাবতে গিয়ে চোখের ওপর ভেসে উঠলো পরিচিত আলোময় 'ব্লুবেল'-এর কথা। আনমনে পা চালাতে থাকলেন সেদিকে। অদ্ভুত এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি তাকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। চোখের ওপর তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন তার হারানো অতীতকে।

কাঁচের দরজা ঠেলে এক ঝলক চোখ বোলালেন মিস্টার স্যাটারথওয়েট। পরিচিত কাউকে চোখে পড়ে কি? সরাসরি টেবিলগুলোর ওপর দিয়ে চলচ্চিত্রের ক্যামেরার মতো দৃষ্টি ধীরে ধীরে সরে যায়, একসময়ে থমকে যান মিস্টার স্যাটারওয়েট। চোখের কোলে টান ধরে। বিস্মিয়ে কুঞ্চিত হয় তার প্রশস্ত ললাট।

দৃষ্টি তার কোণের দিকে একটি টেবিলের ওপর নিবদ্ধ। টেবিলের দুই প্রান্তে বসে আছে ওরা দুজনে। ওদের সম্পূর্ণ ভাবে দেখা যাচ্ছে না। পাশ থেকে কিছুটা কেটে যাওয়া ছবির মতো দেখতে পাচ্ছিলেন স্যাটারথওয়েট। তাকিয়েছিলেন একভাবে। এ তিনি কাকে দেখছেন। দৃষ্টিতে তার বিস্ময় বোধ মানছিল না। এঁইতো সে,— সেই মেয়ে, সেই সুন্দরী গিলিয়ান ওয়েস্ট। চিনতে ভুল হয়নি স্যাটারথওয়েটের। ভুল হবে কি করে—এমন রূপেব মেয়েতো বড় একটা চোখে পড়ে না। কি সাধারণ, অথচ কি অসাধারণ তার দেহের তৈলাক্ত লাবণ্য—এত লাবণ্য এক নারীর মধ্যে থাকা কি করে সম্ভব। স্যাটারথওয়েট নিঃশব্দে এগিয়ে গেলেন সেদিকে। ওরা দুজনে কোন গভীর মুহূর্তের মধ্যে ডুবে আছে বলে মনে হয়। গিলিয়ানের মুখোমুখি যে তৃতীয় যুবকটি বসে আছে, সে নিশ্চয়ই সেদিনের দেখা সেই যুবক। গিলিয়ানের কাছে স্যারাটথওয়েট শুনেছিল ওই যুবকের নাম—বার্নিশ।

হ্যাঁ, বার্নিস'ই-তো, ভুল হয়নি স্যাটারথওয়েটের। মুহূর্তে বুকের মধ্যে কে যেন অজান্তে ঝিলিক দিয়ে যায়। মনে পড়ে গিলয়ানকে দেখা সেই প্রথম দিনটার কথা!

সেদিন স্যাটারথওয়েট একাই গিয়েছিলেন অপেরায়। নামী এক সংগীত দলের সংগীত পরিবেশনের অনুষ্ঠান ছিল সেদিন। স্যাটারথওয়েট সংগীত-প্রিয় মানুষ। ব্যালকানিতে নিজের নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে একা একা তার ভাল লাগছিল না। সঙ্গী খুঁজছিলেন। জুটেও গেল। সময় মতো মিঃ কুইনকে চোকের ওপর পাকড়াও করে বসলেন স্যাটারথওয়েট। মিঃ কুইনও এসেছিলেন সেদিনের জমজমাট সংগীত আসরে। লোকটা সংগীত প্রিয়, এই কথা ভেবেই স্যাটাবথওয়েট ডাক দিলেন তাকে। তারপর দুজনে মিলে শুরু করলেন বাক্যালাপ। কথার কি শেষ আছে। মিষ্টার কুইন একজন রসিক মানুষ। তার কথাবার্তা, অঙ্গভঙ্গি কিছুটা কৌতুকময়। স্যারাটথওয়েটের বেশ লাগছিল। এক সময় ওরা দুজনেই পরস্পরকে আবিস্কার করলেন অন্য এক ঘটনার মধ্যে। বুঝলেন তারা দুজনেই কথার ফাঁকে পরস্পর পরস্পরকে লুকিতে অদ্ভুত এক দৃশ্যের মধ্যে দৃষ্টি ডুবিয়ে

আছেন। ব্যাপারটা প্রথম ফাঁস হয়ে গেল কুইনের চোখে। মৃদু হেসে সে স্যাটারথওয়েটার দিকে তাকিয়ে বললেন, জীবন্ত বলেই মনে হয়, তাই না—সত্যি বিশ্বাস হতে চায় না।

স্যাটারথওয়েট তাকালেন। তারপর মৃদু অথচ উষ্ণতায় ভার ভার কণ্ঠস্বরে বললেন—ঠিক বলেছ, বিশ্বাস হয় না, জীবন্ত বলে। মিষ্টার কুইন স্যাটারথওয়েটের সঙ্গে একটু মজা করার জন্যই পূর্বোক্ত আলোচনার প্রসঙ্গ টেনে নিয়ে বললেন, 'আমি কিন্তু ওয়াসবিনের গলার প্রসংশা করছি। সত্যি মানুষটার কি গলা—ঠিক যেন কিংবদন্তী ক্যারুসোর মতো—বোঝাই যায় না কোন কণ্ঠস্বর বলে, মনে হয় কোন বাদ্যযন্ত্রের সুর লহরী মুর্চ্ছিত হচ্ছে।

স্যাটারথওয়েথের তখন কিন্তু আলোচনার আর ভাল লাগছিল না। তার চোখ তখন অনন্ত তৃষ্ণা নিয়ে বিদ্ধ হয়ে আসছে সামনের সারিতে বসা এক যুবতীর ওপর! তবু তিনি বন্ধুর কথার উত্তর দিয়ে বললেন, দেখ তুমি যাই বলো না কেন আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে একমত নই, ওয়াসবিসের গান আমিও শুনেছি, মনে হয় তার গানের মধ্যে তালগত দোষ আছে। কিন্তু ওসব কথা এখন থাক।

বলো কি!

কুইন কৌতুকমাখা দৃষ্টিতে তাকালেন তার দিকে তারপর অস্ফুট ভাবে বললেন—কি দেখছ?

স্যাটারওয়েট আবেগমাখা গলায় কুইনের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখ কি সুন্দর একটা মাথা দেখা যাচ্ছে—মনে হয় কোন খাঁটি গ্রীক রমণী—আহা কি সুন্দর সোনালী কেশদাম, ফর্সা মাখন রঙের শরীর।

স্যাটারথওয়েটের কথায় কুইন কৌতুক ঘন দৃষ্টিতে আলতো ভাবে হাসলেন খানিক, তারপর বললেন—ও বাব্বা—তুমি যে দেখছি খুব আত্মস্থ হয়ে লক্ষ্য করছ।

—লক্ষ্য করার মতোই। কথাটা আলতো ভাবে বলেই স্যাটারথওয়েট কুইনের দিকে তাকিয়ে বিহুলভরা গলায় বললেন—যাকে পিছন থেকে এত সুন্দর বলে মনে হচ্ছে, না জানি সামনে থেকে দেখতে সে আরো কত সুন্দরই না হবে। তবে এখন না, এই মুহূর্তে না হোক আর কিছু সময়ের মধ্যে তো ওকে একসময় পরিস্কার দেখতেই পাব। তবে আমার মনে হয় এই ধরণের মুখশ্রী দৈবাৎ ভাগ্যজোরে কখনও সখনও দেখা যায়।

স্যাটারথওয়েটের কথাগুলো বাতাসে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে গেল খানিক। একটু জোরের সঙ্গেই তিনি কথাগুলো বলেছিলেন। তার তুলনায় আরো বেশী জোরে গলা চালিয়ে মন্তব্য রাখলেন মিস্টার কুইন। লোকটার একটু লাজলজ্জা কম। স্যাটারথওয়েটের অস্বস্তি লাগলেও ব্যাপারটা তার কাছে খুব খারাপ লাগছিল না।

ওদের কথার ফাঁকে এক সময় প্রেক্ষাগৃহের বেল বাজলো। টুপটাপ নিভে গেল অন্দরের সমস্ত ঝাড় লুন্ঠন। অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারে তখন দৃষ্টি ডুবিয়ে দিলেন স্যাটারথওয়েট, চোখের পলক পড়ছিল না।

মেয়েটি, আশ্চর্য! মনে হয় এতক্ষণ সে ওদের সমস্ত কথাই শুনতে পেয়েছে। অন্য কেউ হলে একবার অন্তত তাকাতো, কিন্তু সে তাকালো না। স্যাটারথওয়েটের বুকের রক্তে আকর্ষণ বাড়ছিল দ্বিগুণ। তার সুন্দর মুখশ্রীকে পরিপূর্ণ ভাবে দেখার জন্য নিজের মধ্যে ছটফট করছিলেন।

গান শুরু হলো।

এবং তা শেষ হয়ে গেল কোথা দিয়ে। চারদিক মুখর হলো করতালিতে। আবার জ্বলে উঠলো আলো। স্যাটারথওয়েট লক্ষ্য করলেন মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। দুলে উঠলো মৃদু বাতাসে তার সোনালী কেশদাম। দর্জির হাতের গুণে মেয়েটির কাঁধের বেশ কিছুটা অনাবৃত অংশ চোখে পড়লো স্যাটারথওয়েটের।

মেয়েটি উঠে দাঁড়াতেই শরীর টানটান করে বসলেন স্যাটারথওয়েট। ব্যালকনির শেষ মাথায় বসে দেখতে এখন তার একটু কষ্টই হচ্ছিল। নিচের সারিতে অনেকেই তখন ওঠানামা শুরু করে দিয়েছে।

স্যাটারথওয়েট অস্ফুট স্বরে নিজের সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গিমায় বললেন, 'দারুণ।'

কুইন তাকালেন, তারপর মৃদু হেসে বললেন স্যাটারথওয়েটকে, এখান থেকে বসে আর কতটুকু বুঝবে বরং চল বাইরে বেরিয়ে পড়ি—সামনে থেকে আরো ভালোভাবে দেখা যাবে।

লজ্জা লজ্জা করলেও, কুইনের প্রস্তাবটা কিন্তু খুব একটা খারাপ লাগলো না স্যাটারথওয়েটের। চারদিক তাকিয়ে একবার দেখে নিলেন, তাদের কেউ লক্ষ্য করছে কিনা। তারপর ব্যালকনির সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন, নীচের লবিতে।

লবিতে তখন অনেকেই ভিড় করে আছে।

তবু এই ভিড়ের মধ্যে তাকে সনাক্ত করতে কোন অসুবিধে হলো না স্যাটারথওয়েটের। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলেন লবি সংলগ্ন ছোট কাফেতে মেয়েটি একটি টুলের ওপর বসে বিস্মিত চোখে ঘন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এক যুবকের মুখের দিকে। দেখে মনে হচ্ছে, যুবকটি তাকে কিছু যেন বোঝাচ্ছে। এই পৃথিবীর কোন কিছুব সঙ্গে যেন এই মুহূর্তে ওদেব যোগ নেই—ওরা একা বিচ্ছিন্ন, অন্য এক পৃথিবী গড়ে নিয়ে নিজেদের মধ্যে আত্মস্থ হয়ে আছে।

স্যাটারথওয়েট অবাক চোখে তাকালেন। তার চোখে তখন অপার বিস্ময়। বার বার তার মনে হচ্ছিলো, এত কাল যাবৎ এত হাজার হাজার জাহাজ এদেশে বিভিন্ন দেশের পথ্য নিয়ে কেনাবেচা করে গেল, অথচ সেই সব মূল্যবান জাহাজ থেকে এমন রূপের নারী কেউ কখন নামতে দেখিনি। কি সে রূপ! অগ্নিপিণ্ডের মতো জ্বলন্ত, অথচ চন্দ্রমাধুরীর মতো স্নিগ্ধ তার লাবণ্যতা। এত যার রূপ, সেকি না এত সাধারণ। পোষাকের মধ্যে নেই কোন পরিপাটির চমক। সস্তাদামের নীল স্কার্ট পরনে, পায়ে সস্তাদরের স্ট্রাপয়ালা চটি, চটিতে কাদার দাগ। দেখে মনে হয় দূরবর্তী কোন গ্রাম থেকে সে শহরে এসেছে গান শুনতে। স্যাটারথওয়েট মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিলেন। ফর্সা লাবণ্যময় সুন্দর এই তরুনীটি এমন বিমুগ্ধতায় কি এত কথা শুনছে। কি বলছে তাকে ওই যুবকটি— গায়ের রঙ্ কালো। যুবকের দৃষ্টি ঘন হয়ে আছে মেয়েটির ওপর। দূর থেকে স্যাটারথওয়েট ওদের কথা শুনতে পাচ্ছিলেন না। এক সময় লক্ষ্য করলেন ওদের কথার মধ্যে তৃতীয় এক ব্যক্তিব আবির্ভাব ঘটলো। আগন্তুক যুবকটিকে দেখামাত্র ওদের ঘন হওয়া মুহূর্ত চকিতে কাঁচের ছবির মতো ঝনঝন শব্দে ভেঙ্গে পড়লো। সুন্দর মেয়েটির মুখমণ্ডলে মুহূর্তে নেমে এলো কালো মেঘের পর্দা। যুবক দুটি পরস্পরকে কি যেন বলছিল। ওদের কথাবার্তা আদপেই যে সুস্থ নয়, বুঝলেন ওরা পরস্পব বিরোধী। আগন্তুক যুবকটি মনে হয খুব অসন্তুষ্ট হয়েছে। মেয়েটির গোলাপী মুখ ওকে দেখে অমন ভাবে শুকিয়ে গেল কেন..... তবে কি?

এক সময় স্যাটারথওয়েট শুনতে পেলেন বন্ধুর কণ্ঠস্বর। তাকালেন তিনি কুইনের দিকে। চোখে চোখ পডতেই কুইন কৌতুক মাখা গলায় বললেন—দূর! গতানুগতিক ঘটনা।

—হুঃ। স্যাটারথওয়েট কুইনের কথায় ঘাড় নাড়িয়ে আলতো ভাবে উত্তর দিলেন। সত্যি গতানুগতিক ঘটনা। এই হয়—একটুকরো মাংসখণ্ড নিয়ে দুটো ক্ষুধার্থ কুকুর পরস্পরে মধ্যে টানাটানি করে ঠিক এই রকম—এই রকমই দেখতে হয়ে থাকে সেই দৃশ্য। তবু...তার মধ্যেও আমি বলবো— সে সুন্দর, তার লাবণ্য যেন উপছে দিয়েছে সমস্ত ঘটনার কুৎসিত রূপটাকে। মানুষতো নতুন কিছু আশা করে—নতুন কিছু সৌন্দর্য্য।

স্যাটারথওয়েট দৃষ্টি সরালেন। আবার ফিরে এলেন নিজের আসনে। চেয়ারে বসতে বসতে স্যাটারথওয়েট বললেন—বাইবে বৃষ্টি পড়ছে মনে হয়, তুমি কি সোজা বাড়ি ফিরবে?

—কেন বলতো।

—না, তাহলে আমি তোমাকে গাড়ি করে পৌছে দিয়ে আসতাম এই বৃষ্টিতে—

—ধন্যবাদ। আমি গাড়ি ছাড়াই চলে যেতে পারবো। কারো গাড়িতে সাহায্য পাব এমন মনোভাব নিয়ে তো আমি এখানে আসিনি। আর তাছাড়া তুমিতে জান আমি লোকটা মোটেই সুবিধার নই...ও আমি নিজেই নিজের পায়ে চলে যেতে পারবোখন। বরং তার চেয়ে আজকের রাতে নতুন যদি কিছু তোমার বরাতে ঘটে যায়, আমি তাই কামনা করি। তখন দেখবে আমার অনুপস্থিতি তোমার বেশ ভালই লাগছে।

কথাটা বলে কুইন হাসলো। অন্ধকারে তার মুখের চেহারাটা বড় শ্লেষাক্ত বলে মনে হলো স্যাটারথওয়েটের। সে আর কোন কথা বাড়লো না।

এক সময় গানের আসর শেষ হলো। বাইরে বেরিয়ে মানুষ জনের মধ্যে কুইনকে কিভাবে যেন হারিয়ে ফেললেন স্যাটারথওয়েট। এখন তিনি একা। বাইরে বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। ভিজে আছে সমস্ত রাস্তাটা।

আলো পিছলোনো ভিজে যাওয়া রাস্তাটাকে সিনেমার পর্দার মতো বলে মনে হচ্ছিল স্যাটারথওয়েটের।

রাস্তায় পা দিয়ে স্যাটারথওয়েট চারদিক তাকালেন। নিজের গাড়ি লক্ষ্য করার আগে চোখে পড়ে গেল সেই মেয়েটিকে। স্যাটারথওয়েট থমকে গেলেন। মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে সেই যুবকটি—ঈষৎ কালো রঙ। স্যাটারথওয়েট এগিয়ে গেলেন নিজের গাড়ি লক্ষ্য করে। সাবি সারি পার্ক করা গাড়ি দাঁড়িয়ে। কোণাকুনি ভাবে রাস্তা পার হয়ে স্যাটারথওয়েট থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। সেই আগন্তুক যুবকটি আবার এসে দাঁড়িয়েছে ওদের দুজনের সামনে। মেয়েটি এখন এদের থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন। যুবক দুটি পরস্পরের মধ্যে চড়া সুরে কথা বলছে। চকিতে কিছু ভালভাবে বোঝার আগেই স্যাটারথওয়েট দেখলেন যুবক দুজন পরস্পর পরস্পরের ওপর লোভী কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

এক লহমায় গোটা ব্যাপারটাকে আন্দাজ করে নিয়ে স্যাটারথওয়েট দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন। ওদিকে মেয়েটি ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে সঙ্গী দুজনকে। দুচোখের চাউনিতে ফুটে উঠছে তরল আতঙ্ক।

স্যাটারথওয়েটির কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে পিছন থেকে আলতো গলায় বললেন—আমার মনে হয় এই সময় তোমার এখানে একলা দাঁড়ানো উচিত নয়।

মেয়েটি কণ্ঠস্বর কানে পৌঁছনো মাত্র ঘুরে তাকালো। স্যাটারথওয়েট তাকালেন। দুচোখ মমতা মাখা বিমুগ্ধ দৃষ্টি। মেয়েটি কিছু বলার আগে স্যাটারথওয়েট আবার বললেন—আমার কথাটা মনে হয় তোমার শোনা উচিত।

—আমাকে বলছেন!

—হ্যাঁ, তোমাকে। দেখ ওরা যেভাবে ঝগড়া করছে, তাতে মনে হয় এখুনি পুলিশ এসে পড়বে। তুমি চাও এমন একটা বিচিত্র ঘটনার মধ্যে তোমার মতো একটা সুন্দর মেয়ে জড়িয়ে পড়ে সারারাত জেল হাজতে কাটাতে। আমার মনে হয় কিছুতেই তা তুমি চাওনা। এবং আমার মনে হয় এই দুজনের মধ্যে তোমার যে আসল বন্ধু সেও চায় না, এই ঘটনার মধ্যে তুমি নিজেকে জড়িয়ে ফেল।

স্যাটারথওয়েট বেশ ঠাণ্ডা গলায় কথাগুলো বললেন। মেয়েটি তখন কিংকর্তব্য বিমূঢ়। সে কি উত্তর দেবে ভেবে পেলো না।

মেয়েটিকে চুপ করে থাকতে দেখে স্যাটারথওয়েট বললেন; কি ভাবছ।

মেয়েটি তাকালো। সুন্দর মুখশ্রীকে মুহূর্তে রক্তশূন্য পাণ্ডুর বলে মনে হলো স্যাটারথওয়েটের। বললেন ঠাণ্ডা পরিস্কার গলায়—আমার কথা মনে হয় তোমার শোনা উচিত।

—কি কথা?

—তুমি আমাকে অনুমতি দিলে আমি তোমাকে আমার গাড়িতে তোমার জায়গায় পৌঁছে দিতে পারি।

মেয়েটি তাকালো

তার অনুচ্চারিত চাউনিতে সম্মতির ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র স্যাটারথওয়েট আর কাল বিলম্ব করলেন না। মুহূর্তে তিনি সমস্ত রকম লজ্জা ভুলে গিয়ে আলতো ভাবে হাত ধরলেন মেয়েটির। নরম সোনালী অঙ্গের পরশ পাওয়া মাত্র বুকের রক্তে যেন দোলা লাগলো স্যাটারথওয়েটের। তিনি তার হাতের ওপর মৃদু চাপ দিয়ে বললেন—চল, আমার গাড়ি অপেক্ষা করেছে।

মেয়েটি তাকালো। কি যে দেখলো স্যাটারথওয়েটের মুখের রেখায়। কোন দুরভিসন্ধি কি? তারপর স্যাটারথওয়েটের কথা মতো পাশাপাশি হেঁটে এগিয়ে গেল অপেক্ষামান গাড়িটার দিকে।

গাড়িতে ওরা পাশাপাশি বসে।

স্যাটারথওয়েট একবার আলগোছে তাকালেন মেয়েটির দিকে। এই সেই সুন্দরী একটু আগে বিস্মিত দৃষ্টিতে সে তার বুকের তৃষ্ণা জাগিয়ে তুলছিল। এখন সে কত কাছে। কত ঘন হয়ে বসে আছে। ওর নিঃশ্বাসেব উষ্ণতা নিজের মধ্যে টের পাচ্ছেন স্যাটারথওয়েট। ওর মুখের ভাবে বেশ বোঝা যাচ্ছিল, সমস্ত ঘটনাটা তার কাছে বড় অপ্রীতিকর বলে মনে হচ্ছে। বিষন্ন লাগছে। স্যাটারথওয়েটের দিকে না তাকিয়ে মেয়েটি আলতো গলায় নিজেই বললো, খুব বিশ্রি লাগছে আমার, এত বাড়াবাড়ি করা মানুষেব উচিত নয়।

—সত্যি ঘটনাটা দৃষ্টিকটু

কথাটা জুড়ে দিয়ে স্যাটারথওয়েট তাকালেন মেয়েটির দিকে। মেয়েটি চোখ পড়তেই দৃষ্টি নামিয়ে নিলো। আলতো ভঙ্গিতে ভেজাভেজা স্বরে বললেন, আমি ঠিক এইরকম কিছু-একটা হোক এটা চাইনি। ফিলিপ ইস্টসি নিঃসন্দেহে আমার একজন বন্ধু, অনেকদিনের বন্ধুত্ব আমাদের। ওব সঙ্গেই আমার লণ্ডন শহরে আসা। আমার গলার স্বর ভালো করার জন্য কিনা করেছে মানুষটা।

স্যাটারথওয়েট চুপচাপ শুনছিলেন তরুণীটির বক্তব্য। ওর মুখেই সেদিন তার শোনা, গান পাগল ফিলিপ ইস্টসির কথা। সেই রাতে ফিলিপই তাকে এই গানের আসরে নিয়ে এসেছিল। এর পরের ঘটনা স্যাটারথওয়েট সহজেই অনুমান করেনিলেন। ফিলিপ ইস্টসির রোজগার খুব একটা বেশী নয়, তার পক্ষে এই সুন্দরীকে পরিপূর্ণ ভাবে দেখাশুনো করা মনে হয় কষ্টসাধ্য ছিল। আর এই সুযোগের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল সেই যুবকের—মিষ্টার বার্ণসের!

বার্ণসতো বেশ সহজ ভঙ্গিতে কথা বলছিল, ওকেতো একবাবও উত্তেজিত মনে হয়নি। আর একজন ছেলের সঙ্গে একটি মেয়ের সহজ কথা বলার মধ্যে অসুবিধের কি আছে....এইতো স্বাধীন দেশ, এই স্বাধীনদেশে সকলেরইতো আছে নিজস্ব ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে তাহলে...তাহলে অন্যায়, অন্যায়টা কি এমন করেছে বার্ণস...গিলিয়ান। ওরা কোন দোষ করেনি। ভাবতে গিয়ে গোটা ব্যাপারটা তার কাছে বড় রহস্যময় বলে মনে হলো। আশ্চর্য—আচ্ছা একটা কথা বলবে, একটু আগে যে ঘটনাটা ঘটে গেল তা কি তোমার ভাল লেগেছে।

—মোটেই না।

—কাকে তোমার দোষী বলে মনে হয়!

মেয়েটি চুপ করে থাকে।

স্যাটারথওয়েট তাকালেন। তিনি নিজের মধ্যে দুই যুবকের মধ্যে কারও মেয়েটির হৃদয় দুর্বল বেশী বোঝার চেষ্টা কবলেন। তাই বললেন; কি ভাবছ তুমি!

মেয়েটি তাকালো।

স্যাটারথওয়েট বললেন—তুমি কি ভাবছ আমি জানি। একটু থেমে বললেন তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ মিষ্টার ইস্টসি বার্ণস আঘাত করেছে কি না, কিংবা ইস্টসিকে বার্ণস কোন আঘাত করেনি তো!

ঠিক ধরেছ।

মেয়েটি মুহূর্তে যেন চমকে উঠলো। মুহূর্তের উচ্ছ্বাস ওর শরীর বেয়ে গড়িয়ে পড়লো খানিক। স্যাটারথওয়েট সেই চমকে ওঠা উষ্ণতার নির্যস ঘ্রাণ নিয়ে মৃদু গলায বললে—আমিও ঠিক এই কথাই ভাবছিলাম! একটু থেমে বললেন, আচ্ছা তোমার বাড়িব খুব কাছাকাছি এসে পড়েছি, এখুনি তোমাকে আমার কোন উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ তোমার যদি টেলিফোন থেকে, তুমি আমায় নাম্বার বলতে পারো, আমি তোমাকে ব্যাপারটা খোলাখুলিভাবে সঠিক জানিয়ে দেব।

মেয়েটি তাকালো স্যাটারথওয়েটের দিকে বুকের গভীবে মুহূর্তে ছড়িয়ে গেল এক অতীন্দ্রীয় অনুভূতি। মেয়েটি ধমনীর গোপন রক্ত ছুঁয়ে ক্ষীণ গলায় বললেন— টেলিফোন আছে?

—কত নাম্বার?

মেয়েটি বললে।

নোটবুকে টেলিফোন নাম্বার টুকতে টুকতে স্যাটারথওয়েট বললেন—দারুন।

—কি।

— তোমকে গোটা ব্যাপারটা জানিয়ে দিতে পারবো। মেয়েটিও যেন খুশী হলো। তাকালো আলগোছে স্যাটারথওয়েটির দিকে, তারপর বললো— সত্যি খুব ভাল হয়, আমি খুব চিন্তার মধ্যে থাকবো। একটু থেমে বললে—আচ্ছা ব্যাপারটা নিয়ে বেশীদূর গড়াবে নাতো, আপনার কি মনে হয়?

—মোটেই না।

—ধন্যবাদ।

মেয়েটি যেন আশ্বস্ত হলো। সে যেন ঠিক এমনি একটা উত্তরের প্রত্যাশা করছিল স্যাটারথওয়েটের কাছ থাকে। খুশিময় মুখচোখে আবার নতুন করে চঞ্চলতা ফিরে পেয়ে মেয়েটি তাকালো স্যাটারথওয়েটের দিকে। ভরাট চোখের চাউনি। তারপর ঠোঁটের কোলে জ্যোৎস্নাময় হাসির আবেশ ছড়িয়ে বললো—আমার নাম গিলিয়ান ওয়েস্ট।

গিলিয়ান ওয়েস্ট।

গিলিয়ান!

নামটা স্যাটারথওয়েটের বুকময় নূপুরের ধ্বনির মতো ছড়িয়ে গেল যেন। তারপর অস্ফুটস্বরে নামটা নিজের গোপনবীজ মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করলেন। মনে মনে বললেন, হেনরী, তোমার এই মুখশ্রী আমার বুকের গভীরে আঁকা হয়ে গেছে। তোমার ছায়ার আড়ালে থাকা তোমার শরীরের কোন গোপন অহংকার আমার তৃষিত দৃষ্টির তুলির টান থেকে বাদ পড়েনি। তোমার গ্রীবার আড়ালে লুক্কায়িত সমস্ত সৌন্দর্য্য আমি আকণ্ঠ পান করেছি—আমি তৃপ্ত।

এই সেই গিলিয়ান, সেই নারী স্যাটারথওয়েটের বুকের রক্তে প্রতিবিম্ব ভেসে ওঠে। মনে মনে বললেন, এ রূপ কি ভোলার, নাকি ভোলা যায়। এ রূপ যে আমি জন্ম জন্মান্তরেও কখন ভুলবো না। এইরূপ সেই একবার দেখেছি আবার দেখছি।

স্যাটারথওয়েট তাকালেন। গিলিয়ানের সামনে যে যুবকটি বসে আছে, তার পরিচিত বলে মনে হলো। এই সেই বার্ণস, যাকে সেদিন গিলিয়ানের চোখের চাউনিতে বার বার উদ্ভাসিত হতে দেখেছিলেন।

খুব কাছে এসে থমকে গিয়েছিলেন স্যাটারথওয়েট। তাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। গিলিয়ানের নজর পড়লো। উঠে আসছিল সে, তার আগেই স্যাটারথওয়েট নিজেই ওদের দিকে এগিয়ে গেলেন।

করমর্দনের পালা শেষ হলে বার্ণস বিনীত গলায় স্যাটারথওয়েটের দিকে তাকিয়ে বললে, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশী হলাম। গিলিয়ানের কাছ থেকে আমি আপনার কথা শুনেছি। সত্যি সেদিন আপনি ওকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ভালই করেছিলেন।

গিলিয়ান হাসলো। বললে, সত্যি আপনাকে যে কিভাবে ধন্যবাদ জানাবো।

ওদের বিনীত কথার মধ্যে বেশ খানিক বিব্রত অবস্থায় পড়লেন স্যাটারথওয়েট। চুপ করে ছিলেন, উত্তর দিচ্ছিলেন না কোন। কেবল দুচোখ ভরে ওদের লক্ষ্য করছিলেন। বার্ণস ছেলেটাকে বেশ স্পষ্ট দিলখোলা যুবক বলেই মনে হচ্ছিল। কেমন পরিষ্কার ওর কথাবার্ত্তা। মনে হয় ওর এই পরিস্কার স্বভাবের জন্যই গিলিয়ানের মতো একজন সুন্দরী তার মতো একটা অতি সাধারণ যুবকের উপর এত প্রসন্ন হয়েছে।

স্যাটারথওয়েট ঘন চোখে তাকালেন বার্ণসের দিকে। বার্ণস সহজ গলায় বললেন, সত্যি বলতে কি আপনি একটা দারুণ সময় এসে পড়েছেন।

—কিরকম।

স্যাটারথওয়েট ঝুকে তাকালেন।

আজ একটু পরেই আমরা পরস্পরকে বিয়ে করবো বলে ঠিক করেছি—আজই তাই না গিলিয়ান।

বার্ণসের মুখচোখ বড় উজ্জ্বল লাগছিল।

স্যাটারথওয়েট থমকে গেলেন যেন। এই যুবক ওই সুন্দরীকে বিয়ে করছে। আশ্চর্য—খুব সাধারণ একটি ছেলে—এর চালচলনের মধ্যে এমন কিছু নেই যে কোন সুন্দরীর কাছে তা আকর্ষণীয় বলে মনে হতে পারে। আশ্চর্য পৃথিবী তোমার মানুষজন, ভালোবাসার কি বিচিত্র তোমার খেলা। তবে মনে হয় বার্ণস নামক ওই যুবকটির হৃদয়ের মধ্যে স্বচ্ছতা আছে। তার বুকের গভীরে প্রবাহিত টেমসের ধারা, যেখানে কোনদিন তার ভালোবাসা অগ্নিদগ্ধ হবে না, বরং শান্তি, ঠাণ্ডা প্রবাহে সে নিজের ধারায় আজীবনকাল প্রবাহিত হবে। মুহূর্তে স্যাটারথওয়েট কি যেন ভাবলেন। তাকালেন ওদের দুজনের ঘন হয়ে থাকা মুখের দিকে। কিছুটা যেন ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি গিলিয়ানের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় সহজ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন—তা মিষ্টার ইষ্টসির কি খবর—

স্যাটারথওয়েটের মুহূর্তের প্রশ্ন হঠাৎ যেন ওদের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিয়ে গেল। উজ্জ্বল বার্ণসের

মুখ থেকে সরে গেল উজ্জ্বল আলো, ঢেকে ফেললো কালো অন্ধকারের কালিমা। স্যাটারথওয়েট লক্ষ্য করছিলেন সব কিছু, তার দৃষ্টি থেকে গিলিয়ানও বাদ গেল না। তাকে বড় বিপন্ন বলে মনে হলো স্যাটারথওয়েটের। মনে হলো সে যেন কোন অজানা ভয়ের আশংকায় থমকে আছে। তার নীল চোখের কোলে অপ্রীতিকর চাউনি।

স্যাটারথওয়েট তাকিয়ে ছিলেন একভাবে। এক সময় গিলিয়ান ম্লান গলায় স্যাটারথওয়েটের দিকে না তাকিয়েই বললে—ও কথা থাক।

কথাটা বলে গিলিয়ান তাকালো স্যাটারথওয়েটের দিকে। তারপর আলতো গলায় বললে, দেখুন ওর বিষয়ে আপনি সত্যি জিজ্ঞাসা করতে পারেন। সে আমার জন্য অনেক কিছু করেছে। আমি তার কাছে গান শিখেছি। সে আমাকে প্রেরণা দিয়েছে—

কথাগুলো বলতে গিয়ে গিলিয়ানের কণ্ঠস্বর ভিজে যাচ্ছিল। থেমে তবু অনেক কষ্টে সে কথাটা বললো। তার কথা শেষ হতে পারলো না, তার আগেই বার্ণস দৃঢ় গলায় বললে, সে তোমাকে প্রেরনা দিলেও, তার চেয়ে বেশী তোমাকে কষ্ট দিয়েছে—বল না তুমি সেই কথাগুলো। কথাটা বলেই বার্ণস তাকালো স্যাটারথওয়েরে দিকে। তারপর দৃঢ় গলায় উত্তেজনা জাগিয়ে বললে, দেখুন একটা মেয়ে সব সময় চাইবে, কেউ একজন তার কাছে থাকুক, তাকে দেখাশোনা করুক। গিলিয়ানের সে রকম কোন চাহিদা ছিল না, সে গিলিয়ানের গানের দিকে নজর দিলেও, গিলিয়ানকে মনের দিক থেকে অত্যাচারিও হতে হতো। মুখে গিলিয়ান আপনাকে হয়ত সব কথা খুলে বলতে পারছে না, তবে আমিতো জানি—সে কিছু বলবে না, কোনদিন সে কাউকে কিছু বলতে চায় না, তবে আমি ওর সঙ্গে প্রথম দিন মিশেই সব বুঝতে পেরেছি—বুঝেছি সে কত অসুখী।

বার্ণসের কণ্ঠস্বরে যেন আবেগ ছিল। সে একদমে নাটুকে কায়দায় কথাগুলো বললো। অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন স্যাটারথওয়েট। গোটা ব্যাপারটা তার কাছে মুহূর্তে বড় জটিল বলে মনে হচ্ছিল। বার বার তার মনে হচ্ছিল—এই তরুনীটি অসুখী!

এমন সুন্দর মুখে কখন অসুখী হতে পারে, তাকে অসুখী রাখতে পারে পুরুষ। বার্ণস কিন্তু তার কথা থামালো না। দম দেওয়া যন্ত্র মানবের মতো একদমে বলতে থাকলো নিজের কথা। স্যাটারথওয়েট বিনা প্রতিবাদে শুনে গেলেন তার সমস্ত বক্তব্য।

আমার মনে হয় ইস্টসির মানসিক ভারসাম্য কোনদিন ঠিক ছিল না। মানুষ যতই সংগীত পাগল হোক না কেন, তার মধ্যে ছিল গোপন এক নিষ্ঠুরতা, সে গিলিয়ানকে আসলে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পেতো। সে ভেবেছিলো সে ছাড়া বুঝি গিলিয়ানের কোন গতি হবে না। তার সমস্ত অত্যাচার সে মুখ বুঁজে সহ্য করবে চিরদিন। আমি ঠিক সময় গিয়ে না হাজির হলে আরো দুর্ভোগ ছিল গিলিয়ানের বরাতে।

উত্তেজিত বার্ণসের কণ্ঠস্বর একটু একটু চড়াধাপে বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছিল। গিলিয়ান নিরুত্তর। সে মুখ গুঁজে ছিল এতক্ষণ। স্যাটারথওয়েট টেবিলে পাতা নীল কাঁচের মধ্যে দিয়ে লক্ষ্য করছিলেন গিলিয়ানের মুখভাব। এক সময় বার্ণসের কণ্ঠস্বর সামান্য থামতেই স্যাটারথওয়েট ম্লান গলায় বললেন—আশ্চর্য!

তার ক্ষীণ উচ্চারিত কণ্ঠস্বর কানে যেতেই গিলিয়ান তাকালো তার দিকে। তারপর ম্লান গলায় বললো—না, না, সব দোষ ফিলের নয়। সত্যি সে আমাকে যত্ন করেছে—আমার জন্য সে অনেক কিছু করেছে। আমি জানি, একজন বন্ধু হয়ে যতটা করা উচিত তার চেয়ে হয়ত বেশীই সে করেছে আমার জন্য, কিন্তু—কিন্তু ওই বন্ধুত্বই, তার বেশী কিছু নয়। তার বেশী আমারও তার কাছে কিছু চাইবার নেই। একটু থেমে গিলিয়ানের মুখের চেহারা তার মুখ চোখের ভাব স্যাটারথওয়েট বোঝাতে চেষ্টা করলেন। চোখে চোখ পড়তেই ম্লান স্বরে গিলিয়ান বললে, আমার খবর পেলে তার যে কি অবস্থা হবে, সে কথা ভেবেই আমার বড় ভয় করছে। বিশ্বাস করুন ভয় করছে আমার—

—কিসের ভয়!

—যদি ভয়ানক কিছু একটা ঘটে যায়।

স্যাটারথওয়েট মৃদু হাসলেন। বুঝলেন মনে মনে গিলিয়ানের মানসিক দুর্বলতা। মেয়েটা সত্যি ভয় পেয়েছে। সেই কারণে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই স্যাটারথওয়েট বললেন—আমার মনে হয় ভয়

পাওয়ার মতো কোন কারণ নেই তোমার—তাছাড়া আমি থাকতে তোমার কোন অসুবিধে হবে না।

গিলিয়ান তাকালো তার দিকে।

স্যাটারথওয়েট তার দিতে ঝুকে বললেন— তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমি তোমাকে এ ব্যাপারে কিছুটা সাহায্য করতে পারি। অবশ্য আমার সাহায্যের সবটুকুই নির্ভর করছে তোমার সম্মতির উপর।

স্যাটারথওয়েট কথা শেষ হতে পারলো না। গিলিয়ান কোন জবাব দেবার আগেই বার্ণস বললে, নিশ্চই আপনার সাহায্যের প্রয়োজন এতে আর অনুমতি দেবার কি আছে।

বার্ণসের কাছ থেকে উত্তর পেলেও, দ্রুত কোন উত্তর মিললো না গিলিয়ানের কাছ থেকে। স্যাটারথওয়েট তাকালেন তার দিকে। এক সময় গিলিয়ান তাকালো। নীল এক জোড়া চোখ। ভয়ার্ত পাখীর মতো তির তিব কাঁপছে। স্যাটারথওয়েট তাকালেন তার দিকে। এক সময় গিলিয়ান তাকালো। নীল এক জোড়া চোখ। ভয়ার্ত পাখীর মতো তির তির কঁপছে। স্যাটারথওয়েট ম্লান গলায় বললেন—কিছু বলবে? বুকের ভারি উষ্ণতা বাতাসে মিশিয়ে গিলিয়ান বললে—না, ধন্যবাদ আপনাকে!

এক সময় স্যাটারথওয়েট উঠে এলেন ওদের কাছ থেকে। ঠিক হলো আগামী বৃহস্পতিবার তিনি আবার ঠিক এই সময় এখানে আসবেন। উপস্থিত থাকবে ওরা দুজনেই। সেদিন তিনি ওদের সঙ্গে চা খেতে খেতে বাকি কথা আলোচনা করবেন।

যা কথা তাই কাজ।

নির্দিষ্ট দিনে, ঠিকঠাক সময়ে গিয়ে হাজির হলেন স্যাটারথওয়েট। দেখতে পেলেন সেদিনের নির্দিষ্ট টেবিলে একাই বসে আছে গিলিয়ান। বুকের ভিতরটা মুহূর্তে কেঁপে উঠলো। কি সুন্দর কি লাবণ্য। স্যাটারথওয়েটের মনে হলো তার বয়সের শরীরে আবার যেন যৌবনে হারানো মাদকতা নতুন করে ফিরে এসেছে। কি আকর্ষণ—কি মোহিনী চাউনি। যেন এই লাবণ্যময় মুখশ্রী তাকে পুনরায় যৌবন ফিরিয়ে দিতে চলেছে। একটা সুন্দর মুখের ভাঁজে কামনার দুরন্ত আকর্ষণ।

নিজের মনে নিজেকে ভাবতে ভাবতে স্যাটারথওয়েট এগিয়ে গেলেন।

গিলিয়ান একা বসে। আজ যেন তাকে অনেক বেশী সুন্দর আর লাবণ্যময় বলে মনে হচ্ছে স্যাটারথওয়েটের। সেদিনও এত উজ্জ্বল বলে গিলিয়ানকে মনে হয়নি তার। আজ মনে হচ্ছে সে যেন ভার মুক্ত...এই পৃথিবীতে তার কোন চিন্তা নেই, কেবল অনাবিল আনন্দের জোয়ারে সে ভেসে যাচ্ছে, এক চরম উজ্জ্বলতায়।

স্যাটারথওয়েট মুহূর্তের জন্য থমকালেন। গিলিয়ানের বদল চেহারা তার কাছে অভিনব বলে মনে হলো। এগিয়ে এসে তিনি দাঁড়ালেন তার সামনে।

স্যাটারথওয়েটকে দেখে খুশীতে যেন ভেঙ্গে পড়লো গিলিয়ান। পাতলা ঠোঁটের কোলে ফিকে হাসির ঝরণা খেলিয়ে বললে—কি হলো, দাঁড়িয়ে কেন বসুন।

স্যাটারথওয়েট বসলেন।

প্রথম কথা বললো গিলিয়ান। কণ্ঠস্বরে খুশীর শব্দ তুলে বললে, যতটা ভেবেছিলাম. তা হলো না।

—কি রকম।

—অমি ইস্টসির কথা বলছি।

—কি বল?

—সত্যি মানুষটা কি উদার, আর আমরা তার বিষয়ে কত কিনা ভেবেছি সকলে।

স্যাটারথওয়েটের কাছে গোটা ব্যাপারটা কি রকম ধাঁধালো মনে হচ্ছিল। সে গিলিয়ানের মুখেব দিকে তাকিয়ে বললে, ইস্টসি এমন কি করেছে যার জন্য তুমি তার এত প্রশংসা করছ।

—বারে করবো না। একটু থেমে গিলিয়ান সহানুভূতি মাথা গলায় বললে, সত্যি চার্লস ফিলিপকে অযথা সেদিন বড় বেশী দোষারোপ করেছিল। অত বাজে ধারনা করা ওর উচিত হয় নি। আর বাজে ধারণা

এখন আর কি করে করি বলুন—কথাটা বলেই গিলিয়ান সুন্দর একটা মোড়ক রাখলো টেবিলের উপর।

অবাক হয়ে স্যাটারথওয়েট বললেন—কি আছে এর মধ্যে?

—দেখুনই না কি আছে।

কথাটা শেষ করে দ্রুত হাতে গিলিয়ান সেই মোড়কটা খুলে ফেললো। স্যাটারথওয়েট দেখতে পেলেন একটা সুন্দর ছোট আকারের বেতার যন্ত্র।

—এটা—

—ইস্টসি আমার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। কি সুন্দর তাই না। সত্যি মানুষটা আমাকে বড় ভালোবাসে। আমি নিজেও ভাবতে পারিনি, এমন একটা সুন্দর পুরস্কার সে আমাকে পাঠাতে পারে—আসলে ইস্টসি শিল্পী। আমরা কেউ তার মন বুঝতে পারিনি, তাই কত কিনা ভেবেছি।

কথাগুলো বলতে গিয়ে আবেগে গিলিয়ানের কণ্ঠস্বর ভিজে গেল। চিকচিক করে উঠলো তাব নীল চোখের কোলজোড়া। টেবিলের ওপব রাখা বেতার যন্ত্রের উপব নরম হাতে পরশ বোলাতে বোলাতে সে বললে, আমি যাতে এই বেতার যন্ত্রে গান শুনতে শুনতে তাকে মনে করি, তাকে যাতে ভুলে না যাই তারই জন্য সে আমাকে এই উপহার পাঠিয়েছে। সত্যি সে বন্ধু-বন্ধু বলেই সে এত মহানুভব। আমিও তার বন্ধুত্ব কোনদিন ভুলবো না।

স্যাটারথওয়েট এতক্ষণ চুপচাপ বসে তার কথাগুলো শুনছিলেন। গিলিয়ানের আবেগময় কণ্ঠস্বর থামতেই, তিনি বললেন—সত্যি এমন বন্ধুত্বের জন্য তোমার তাই করা উচিত। এমন বন্ধু সবার বরাতে জোটে না।

—আমারও তাই মনে হচ্ছে।

—খুব স্বাভাবিক। না হলে সে তোমাকে হারানোর খবর পেয়েও কেউ এমন পুরস্কার পাঠাতে পারে — সত্যি এটা একটা 'স্পোর্টসম্যান লাইক ব্লো'—আমরা কেউই এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।

গিলিয়ান স্যাটারথওয়েটের কথায় সায় দিলো। তারপর বললে ভেজা ভেজা গলায়—সত্যি সে মহানুভব।

স্যাটারথওয়েট লক্ষ্য করছিলেন, গিলিয়ানেব ভেজা কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তাব চোখেব পাতাও ভিজে গেছে। গিলিয়ান কি তবে কাঁদছে।

আশ্চর্য নারী—তোমাদের মনেব বৈচিএতা। যে ইস্টসির ভালোবাসাকে প্রত্যাখান করে তুমি বার্ণসের ভালোবাসায় নিজেকে সঁপে দিয়েছ, এখন সেই তুমিই কিনা তার জন্য চোখের জল ফেলছ। তাহলে ইস্টসিকে তুমি পুবোপুরি ভুলতে পারিনি, এখনো তাব জন্য তোমার মনের মনিকোঠায় সযত্নে তোলা আছে দুর্লভ সহানুভূতি—প্রকারান্তরে ভালোবাসারই রূপান্তর। গোটা ব্যাপারটা স্যাটারথওয়েটকে যেন নতুন করে ভাবিয়ে তুললো। চোখের ওপর মুহূর্তে তার ভেসে উঠলো ফিলিপ ইস্টসির মুখটা। কি করুণ—হায়রে প্রেমিক, এই নাবী তোমার মনের আসল চেহারাটা বুঝতে পারলো না। বুঝলো না একজন পাকা শিল্পীর মতো অর্ন্তআত্মকে। যে গিলিয়ান তাকে প্রত্যাখান করে চলে এসেছে সেই গিলিয়ানের কাছে তার কি না এমন সকরুণ অনুরোধ।

গিলিয়ানের মুখের কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে ব্যাপারটা এই দাঁড়ায় যে তুমি গিলিয়ানকে আজও ভালোবাসো। তাকে তুমি উপহারের বন্ধনে আজীবন তোমার কাছে বেঁধে রাখতে চাও। তোমার দেওয়া বেতার যন্ত্রে গান শুনবে গিলিয়ান, গানের শ্রুত আমেজে সে মনে করবে তোমাকে—তোমাকে সে ভুলবে না। আশ্চর্য্য—তোমার অনুবোধ। ভাবতে গিয়ে স্যাটারথওয়েটের মুহূর্তে ব্যাপারটা খুব ছেলেমানুষি বলে মনে হলো। মনে হলো ইস্টসির এভাবে অনুরোধ করাটা উচিত হয়নি। হাজার হোক সে পুরুষ—তার আবেদন পুরুষের মতো হওয়া উচিত ছিল। সেতো অন্য কিছু বলতে পারতো। অনেক কিছুতো এই পৃথিবীতে আরো বলার আছে। তা না বলে কেবল আবেগ মিশ্রিত অনুরোধ সে করেছে—এতো নরম মনের পরিচায়ক। পুরুষের পাশে এই অনুরোধ ঠিক ঠাক যুক্তি যুক্ত নয়। নিজের কাছে ব্যাপারটা তার অতিমাত্রায় ছেলে মানুষ বলে মনে হলো। মুখে তবু কোন কথা বললেন না স্যাটারথওয়েট। কেবল ঘন চোখের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলেন গিলিয়ানকে।

গিলিয়ান বললে, আজ সে আমার কাছে কি অনুরোধ করেছে জানেন?

স্যাটারথওয়েট তাকালেন।

গিলিয়ান বলতে লাগলো।

সে বলেছে, আজ আমাদের পবিচয়ের সেইদিন, যেদিন আমরা পরস্পরের সঙ্গে প্রথম মিলিত হয়েছিলাম। আজ রাত্রে তার কথা স্মরণ করে আমি যেন বার্ণসের সঙ্গে অন্যত্র কোথাও না যাই। যেন একা আমি আমার ঘরে থাকি। তার দেওয়া বেতার যন্ত্রে গান শুনতে শুনতে, তার কথা ভাবতে ভাবতে পানীয় পান করি। তারপর একসময় আমার দুচোখে আপনা আপনি নেমে আসবে ঘুম—যে ঘুমের তরল মাদকতায় আমি দেখতে পাব তাকে...স্বপ্নের মধ্যে সে মিলিত হবে আমার সঙ্গে।

—আশ্চর্য্য অনুরোধ।

স্যাটারথওয়েট তাকালেন। সেই প্রথম তিনি লক্ষ্য করলেন একটি সুন্দর কাচের পানপাত্র। অবাক হয়ে বললেন—এটি কে দিয়েছে।

—ইস্টসি, সে আজ আমায় তাকে মনে করার জন্য ব্যবহার করতে অনুরোধ করেছে। —কি সুন্দর দেখুন এই কাঁচের পানপাত্রটা।

স্যাটারথওয়েট দেখলেন। সত্যিই সুন্দর। লম্বাটে ধরনের পাতলা নীল কাঁচের পানপাত্র। মনোরম সেই গ্লাসের কানায় কাঁচের বুব্বুদ সাজানো, দেখে মনে হয়। গ্লাসটার চারদিকে যেন সাবানের ফেনা ছড়ানো আছে। স্যাটারথওয়েট একবার হাতে নিলেন। নাড়াচাড়া করে দেখে বললেন, সত্যি—সুন্দর! কাঁচ-শিল্পীদের এটা একটা অনন্য শিল্প।

কথাটা বলে তিনি গ্লাস নামিয়ে রাখলেন। তার মনে হলো কি বৈচিত্রময়। একজন যাকে চায় অন্য জন তাকে ফেলে ছুটে যায় আর একজনের দিকে....ত্রিধারা এই—নদীর—মিলনে কেউ কারো সঙ্গে পরিপূর্ণ ভাবে মেলাতে পারে না। একজন না একজনকে এই মিলন থেকে সরে যেতেই হয়।

ফিলিপ ইস্টসি কি সরে যাবে....না কি গিলিয়ান।

গিলিয়ান কেন? সেতো বার্ণসের সঙ্গে মিলন উন্মুখ। আর বার্ণস সেও গিলিয়ানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রত্যাশায় তার মনের দরজাগুলো হাট করে খুলে বসে আছে....তবে? তবে কি ইস্টসির এই সব পুরষ্কারের মধ্যে অন্য কিছু ঘটে যাওয়ার ইঙ্গিত আছে। ভাবতে গিয়ে মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠে স্যাটারথওযেটের! সে আর ভাবতে পারে না। কেমন যেন সবকিছু গোলমাল হয়ে যায়।

মুহূর্তে তার মনে পড়ে যায় বন্ধু কুইনের কথা। কুইন....এই মুহূর্তে কুইন কাছে থাকলে সে তাকে কিছু বলতে পারতো। কুইনতো সেই প্রথম দিন ছিল সেই প্রথম দিন, যেদিন স্যাটারথওয়েট বিহ্বল হয়ে উঠেছিল গিলিয়ানের সুন্দর সোনালী চুল দেখে....অপেরা শো। শেষে কোথায় যেন হারিয়ে গেল মানুষটা। সেতো বলেছিল; এরপর যদি কিছু ঘটে, এসে সেই ঘটনার চরম মুহূর্তে আমি যেন তাকে ডাক দিই...

একদিন কুইনতো এই প্রমোদ উদ্যানে তার মতো আসতো। তারও ছিল একটি নির্দিষ্ট রেস্তঁরা। সে রেস্তঁরাতো তোমার চেনা স্যাটারথওয়েট।

দুচোখের পর্দায় কুইনের হাসি মাথা মুখটা মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠে স্পষ্ট যেন তাকে দেখতে পান স্যাটারথওয়েট। মনের মধ্যে এক ক্ষীপ্র তাড়না অনুভব করলেন।

গিলিয়ানকে কোনরকমে বিদায় দিয়ে স্যাটারথওয়েট এগিয়ে গেলেন সেই পরিচিত রেস্তঁরার দিকে। কুইন এখানে বসতো। নিশ্চই আজও সে তার মতো এসেছে। মনে হয় এসেছে তা না হলে এভাবে নিবিড় আকর্ষণে তার মন তাকে ডাকছে কেন, কাছে পেতে চাইছে কেন।

কাঁচের পুস ডোর ঠেলে রেস্তঁরার ভিতরে ঢুকলেন স্যাটারথওয়েট। বিভ্রান্ত মুখভাব। ধীর পদক্ষেপ। তিনি এক ঝলক টেবিলগুলোর ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলেন।

এ তিনি কাকে দেখছেন। কুইনের পরিবর্তে এই মানুষটাকে তো তার দেখার কথা ছিল না। আসলে সবটাই দৈব্য নির্দিষ্ট।

স্যাটারথওয়েট এগিয়ে গেলেন। বসলেন তার মুখোমুখি। সেই অন্ধকারে এই মানুষটাকেও তিনি সেদিন দেখে ছিলেন—সেই উদ্‌ভ্রান্তের মত চেহারা।

দু চোখে জ্বলন্ত আগ্নেয় চাউনি।

স্যাটারথওয়েট তার সঙ্গে কথা বলবেন কি ভাবছিলেন। কথা বললে কি ভাবে শুরু করবেন। কিন্তু স্যাটারথওয়েটের সৌভাগ্য তাকে কথা বলা শুরু করতে হলো না, তার আগে সেই কথা বলা শুরু করলেন।

কথা শুরু হলো।

কত কথা। স্যাটারথওয়েট অবাক হয়ে তার কথাগুলো শুনছিলেন। মনে মনে বিস্মিত হচ্ছিলেন মানুষটার বহুমুখী জ্ঞানের প্রাচীন্য দেখে।

যুদ্ধ...বিস্ফোরণ....বিষাক্ত গ্যাসের প্রক্রিয়া নানান বিষয়ে আলোচনা হলো। কথা বলতে বলতে মানুষটার মুখমণ্ডল যেন ঝলসে উঠেছিল। কি ভয়ানক—এতজানে....কি মারাত্মক। স্যাটারথওয়েটকে সে বললো, এক মারাত্মক ধরনের গ্যাসের কথা যা এখনো পৃথিবীর কোথাও কারো উপরে প্রয়োগ করা হয় নি। এই ভয়ানক গ্যাস কি কাঁচের মধ্যে লুকিয়ে রাখা যায়। নির্দিষ্ট সময়ে যা ভেঙ্গে পড়ে, আর এই গ্যাস যার শরীর স্পর্শ করা যায় তার মধ্যে মুহূর্তে নেমে আসে রক্তশূন্যতা। মৃত্যু অবধারিত।

মানুষটার কথা শোনার পর স্যাটারথওয়েটের কেমন যেন ভয় ভয় করছিল। তিনি তার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন। লোকটা কি বুঝতে পেরেছে তার মনোভাব। দ্রুত কথার প্রসঙ্গ বদলে গেল। শুরু হলো সঙ্গীতের কথা। সঙ্গীতের বিষয়ে যে মানুষটার বিশদ জ্ঞানগম্মি আছে তা জানতেন স্যাটারথওয়েট। তাই তিনি চুপ করে শুনছিলেন কথাগুলো। এলোমেলো কথার মধ্যে সহসা কথা উঠলো ওয়াসবিসের। ওয়াসবিস একজন নামী শিল্পী। তার কণ্ঠস্বরের মাধুর্য নাকি অতুলনীয়। তার কণ্ঠস্বর একমাত্র ক্যারুসোর সঙ্গে তুলনা করা যায়। ক্যারুসোর কথা শুনেছেন তো যার কণ্ঠস্বরে কাঁচের পেয়ালা ভেঙ্গে গুড়িয়ে যেতো।

ক্ষীণ প্রতিবাদ করলেন স্যাটারথওয়েট। বললেন—এটা ঠিক কথা নয়। যদিও লোকে বলে শুনেছি, তবু আমার মনে হয় ব্যাপারটা একটা গল্প কথা ছাড়া আর কিছু নয়।

—গল্প কথা। না না, ঘটনাটা বেদবাক্যের মতো সত্যি। আমি। বিশ্বাস কবি এমন হয়। এটা অনুভূতির ব্যাপার।

স্যাটারথওয়েট চুপ করে গেলেন। তিনি আর কথা বাড়ালেন না। সে একাই নিজের মনে বকে গেল নানান কথা। আসলে মানুষটার মধ্যে আজ যেন কথা বলার নেশা পেয়ে বসেছে। নেশায় না থাকলে কেউ এত কথা বলে! স্যাটারথওয়েট গভীর চোখে লক্ষ্য করছিলেন তাকে। এক সময় সে থামরো। তাকালো হাত ঘড়িটার দিকে। কিছু যেন ভাবলো নিজের মনে। তারপর চকিতে ওঠে দাঁড়িয়ে স্যাটারথওয়েটকে লক্ষ্য করে বললো—কিছু মনে করবেন না, আমার একটু কাজ আছে বলে চলে যেতে হচ্ছে। সত্যি আপনাকে ছেড়ে যেতেও মন চাইছে না। বেশ লাগলো, আজকের এই সন্ধ্যায় আমার আপনার মতো একজন কাউকে দরকার ছিল—একটু কথা বলার জন্য। কিন্তু আমার তার সময় নেই, আমাকে উঠতেই হবে।

অবাক দৃষ্টিতে স্যাটারথওয়েট তাকিয়ে থাকলেন তার দিকে। এলোমেলো পদক্ষেপে সে বেরিয়ে গেল। স্যাটারথওয়েট লক্ষ্য করলেন এত ব্যস্ততার মধ্যে ও রেস্তঁরার হিসাব মেটাতে ভুল করলো না সে।

সে রেস্তঁরার বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্যাটারথওয়েটকে যেন এক অলৌকিক মায়াময় অবস্থা ঘিরে ধরলো। নিজেকে নিজের মধ্যে অদ্ভুত চিন্তার জালে জড়িয়ে ফেলতে লাগলেন স্যাটারথওয়েট। মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করলো একের পর এক জটিল চিন্তা। সেই কুহকাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে স্যাটারথওয়েট নিজেকেই নিজে অসংখ্য প্রশ্ন করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে প্রমত্ত ভাবনার মধ্যে বেরিয়ে এলেন রেস্তঁরার বাইরে।

অন্ধকার একটা চমৎকার রাত। মাথার ওপর তারকাখচিত নীলাকাশ। মায়াময় স্যাটারথওয়েটের মনে হলো তার পাশে পাশে এই অন্ধকার রাতে কেউ যেন হেঁটে যাচ্ছে। তিনি একলা নন। কে তার পাশে। কে তার পাশে এতক্ষণ হয়ে হাঁটছে। তিনি তার উপস্থিতি নিজের মধ্যে টের পাচ্ছেন। তবে কি সে কুইন।

কথাটা মনে হতেই স্যাটারথওয়েট তার নাম ধরে ডাকলেন। শব্দ প্রতিশব্দের মধ্যে প্রতিধ্বনি হলো। তাহলে? স্যাটারথওয়েট ঘুরে তাকালেন। ভালোভাবে লক্ষ্য করলেন। না কেউ নেই। সব ভুল....মায়াময় বিভ্রান্তি। এত করেও স্যাটারথওয়েট কিন্তু তার মন থেকে মায়াময় অবস্থার উন্মাদনা সরাতে পারলেন না। তার মনে হলো কেউ যেন তাকে বলছে, যে মিস্টার কুইন হলে এই অবস্থায় তুমি তাকে কি বলতে। সে কি বলতো তোমায়। বলতো স্যাটারথওয়েট সমস্ত ঘটনার সূত্রতা তোমার হাতে। তুমি শুধু ওই সূত্রকে একের পর এক গ্রথি কবে ঘটনার জালকে সরিয়ে যাও। দেখবে তুমি পেয়ে যাবে এক ভয়াবহ ঘটনার পূর্বাভাস। কি বিশ্বাস হচ্ছে না। তো চেষ্টা করে দেখ স্যাটারথওয়েট তোমার ঘটনার সুতো তোমার হাতে। তুমি কেবল ওই সুতো ধবে টান দিয়ে যাও।

ভাবতে গিয়ে থমকে গেলেন স্যাটারথওয়েট—ঘটনার সুতো।

—কি সুতো।

পরক্ষণে তার মাথার মধ্যে খেলে গেল অদ্ভুত সব কথা। মনে পড়লো এই সন্ধ্যায় তিনি একটু আগে হঠাৎ ফিলিপ ইস্টসিকে দেখে অবাক হয়েছিলেন। সে তাকে কি কি বলেছিল, কি কথা হয়েছিল তাদের মধ্যে। মনে পড়লো সেই কথার মধ্যে গায়ক ওয়াসবীসের নাম, যার কণ্ঠস্বর ক্যারুসোর মতো যে ক্যারুসোর কণ্ঠস্ববে কাঁচেব পেযালা ভেঙ্গে গুড়িয়ে যায়—তবে কি ওয়াসবীসের কণ্ঠস্বরও এমন ধারালো। ওয়াসবীসের কণ্ঠস্বব যদি ঠিক ওরকম ধারালো হয় তাহলে...মুহূর্তে চোখের ওপর ভেসে উঠলো গিলিয়ানের চেহারাটা। দেখতে পেলেন সে বেতার যন্ত্রে ওয়াসবীসের গান শুনছে, হাতে তার সেই পানপাত্র—তবে কি ওই পান পাত্রের মধ্যে কিছু আছে....তবে কি ওই কাঁচের পান পাত্রটাই এক ভয়াবহ দুর্ঘটনার কারণ হবে। মুহূর্তে স্যাটারথওয়েটে সমস্ত চেতনা যেন একটু একটু করে অসাড় হয়ে গেল।

তিনি তাড়াতাড়ি রাস্তা থেকে একটা সান্ধ্য পত্রিকা কিনে নিলেন। দ্রুত চোখ বোলালেন রেডিও প্রোগ্রামের উপর। হ্যাঁ তাইতো—আজ রাত দশটা পয়তাল্লিশ মিনিটে ওয়াসবীস বেতারে গান গাইবে। নামের পাশে সাজানো আছে সেইসব বিখ্যাত লোকসঙ্গীতগুলো। বিখ্যাত গোপালকের গান, মাছ ধরার গান, হে ছোট্ট প্রিয় আমার....ওযাসবীসের এই বিখ্যাত গানগুলো আব খানিকবাদে বেতাব যন্ত্রে ধ্বনিত হয়ে উঠবে।

ওযাসবীস—ফিলিপ ইস্টসি...চোখের ওপর মুহূর্তে আবার নতুন করে ভেসে উঠলো ইস্টসির মুখটা। যাকে গিলিয়ান প্রেমিক বলে মনে করে—সে আসলে একটা শয়তান। হায়রে গিলিয়ান, তুমি কি জান না, ফিলিপ ইস্টসি তোমাকে কি সাংঘাতিক পুরস্কার দিয়েছে। কি ভয়ানক ক্রূঢ়, হীন মানুষটা। তুমি তার কথা মতো বেতারে গান শুনবে—ওই গান তোমাকে ভুলিয়ে রাখবে...তুমি তার দেওয়া পানপাত্রে পানীয় পান করবে...আমি জানি তুমি এই সব কিছু করবেই, কারণ তোমাকে সে অনুরোধ করবে এবং তুমি হে সুন্দরী এই সামান্য অনুবোধ রাখতে ভুল করবে না। ভাবনার মধ্যে স্যাটারথওয়েট দেখতে পেলেন গিলিয়ানকে। প্রাণোচ্ছল সেই নারী, পরনে নীল স্কার্ট...দুচোখে আবেশ জড়ানো। হাতে তার সেই কাঁচের পানপাত্র....ভাবতে গিয়ে স্যাটারথওয়েটের মনে হলো ওই কাঁচের পান পাত্রের কানায় যে সাজানো কাঁচের বুদ্‌বুদ্‌গুলো রয়েছে, তারা কেউ খালি নয়...ওই বদ্‌বুদের মধ্যে নিশ্চয়ই লুকানো আছে সেই মারাত্মক ধরনের গ্যাস...যা মুহূর্তে খানখান কবে দেবে ওই কাঁচের পানপাত্রটিকে। কথাটা মনে হওয়া মাত্র স্যাটারথওয়েট বিচলিত হয়ে পড়লেন। দ্রুত তিনি একটা চলন্ত ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে উঠে বসলেন।

গিলিয়ানের সঙ্গে তাকে দেখা করতেই হবে। যে করেই হোক তাকে বাঁচাতে হবে। জেনেশুনে তিনি কিছুতেই পাবেন না এমন একটা অবস্থায় চুপচাপ থাকতে।

ছুটন্ত ট্যাক্সিতে বসে নিজের মনে স্যাটারথওয়েট ভালছিলেন ফিলিপ ইস্টসির কথা। ফিলিপ তুমি জানো. তোমার সমস্ত চতুরতা আমি টের পেয়ে গেছি। আমিও এক সময় বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম। আমিও জানি—বিষাক্ত আর্সেনিকের কথা।

ভাবতে গিয়ে বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে স্যাটারথওয়েটের। না, কিছুতেই আমি পারবো না সব জেনে গিলিযানকে এমন একটা অবস্থায় একলা ছেড়ে দিতে।

হাত ঘড়িটা দেখলেন স্যাটারথওয়েট। সাড়ে দশ বেজে গেছে। আরো তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি ছোটাবার নির্দেশ দিলেন স্যাটারথওয়েট ট্যাক্সি চালককে।

সময় যত বাড়ছিল, ততোই নিজের মধ্যে উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন স্যাটারথওয়েট। যে করেই হোক তাকে ওয়াসবীসের অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে পৌছতে হবে।

এক সময় ট্যাক্সি এসে থামলো। এই রাস্তায় এর আগে স্যাটারথওয়েট একবার মাত্র এসেছিলেন— সেই প্রথম দিন, গিলিয়ানকে তার বাড়ি পৌছে দিতে। আজ আবার। উত্তেজনায় তার শরীর তখন থর থর করে কাঁপছিল। ট্যাক্সি থামা মাত্র এক রকম প্রায় জীবন মরণ অনুভূতির মধ্যে ছিটকে নেমে পড়লেন। চারদিকে শব্দ খেলিয়ে দরজা বন্ধ হলো। দ্রুত পায়ে গিলিয়ানের বাড়ির দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন স্যাটারথওয়েট। এই কেউ দেখে মুহূর্তে বলবে যে তার বয়স হয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে ভদ্রলোক যেন একজন তরুণ স্যাটারথওয়েট। দ্রুত পায়ে সিঁড়ি টপকে উপর তলায় উঠে এলেন স্যাটারথওয়েট। না, দরজাটা খোলাই। সামান্য সামনের দিকে ঝুঁকে ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুললেন তিনি। ঘরেব ভিতর থেকে মুহূর্তে এক ঝলক নীল আলো উপছে এলো, সাদর অভ্যর্থনা করলো যেন। স্যাটারথওয়েটের কানে এসে পৌছাল তদন্তে সুমধুর সংগীত। এই সংগীতের সুর, কলি, তার পরিচিত। রাখালিয়া সংগীতের সুব তার কানে পৌছানমাত্র ব্যস্ত হয়ে উঠলেন স্যাটারথওয়েট। ঘরময় তিনি চোখ বোলালেন। বুঝলেন গিলিয়ান নিশ্চয়ই এখন তার শোবার ঘরে বসে, পায়ে পায়ে স্যাটারথওয়েট এগিয়ে গেলেন তার শোয়ার ঘরের দিকে। দরজাটা খোলাই ছিল।

তার অনুমান ঠিকই। দেখতে পেলেন গিলিয়ান উঁচু একটা চেয়ারে ঘরের কোনে বসে উত্তাপ পোয়াচ্ছে। সংগীতের সুর ছড়িয়ে যাচ্ছে ঘরময়...ধীরে ধীরে শুধু সুর চড়াতে উঠছে...আর এক মুহূর্তও নয়।

অবাক চোখে তার দিকে তাকালো গিলিয়ান। স্যাটারথওয়েট কি পাগল হয়ে গেছে। ওভাবে তার দিকে মানুষটা এগিয়ে আসছে কেন। কি হয়েছে তার।

গিলিয়ানের খুব কাছে এগিয়ে গেলেন স্যাটারথওয়েট। তারপর এক লহমামাত্র। দুহাতে তিনি দৃঢ় ভাবে ধরলেন গিলিয়ানের হাতটা। এবং তাকে একবারে প্রায় মাটিতে ঘসটাতে ঘসটাতে টেনে নিয়ে গেলেন ঘরের বাইরে।

উত্তেজনায় কাঁপছে এখন স্যাটারথওয়েটের শরীর। কানে ভেসে আসছে রাখালিয়া গানের চড়া সুর...সুর একটু একটু চড়া মাত্রায় গিয়ে পৌচচ্ছে..কি উদাত্ত কণ্ঠস্বর!

ঘরময় ওই চড়া সুরের শব্দ ছড়িয়ে যাচ্ছিলো। প্রতিধ্বনি তুলছিল বুকময় অমন সুরেলা কণ্ঠস্বর যে কোন সংগীত শিল্পীর কাছে যে গৌরবের। তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবু ওটা সুর....সুর শুনি....। গিলিয়ানকে দুহাতের মধ্যে নিবিড় ভাবে আবদ্ধ করে অপেক্ষা করছিলেন স্যাটারথওয়েট। সুরেলা ওই রাখালিয়া গানের সুর একটু একটু করে চড়া মাত্রায় উঠে যাচ্ছিল...তারপর একসময় চরমে....দারুণ সেই সুরেলা সুর ধ্বনি। ওই সুরের ধ্বনি বাতাসের শূন্যতায় মিলিয়ে যাবার মুহূর্তে শোনা গেল অন্য এক শব্দ...শব্দে কাঁচ ভাঙ্গার ঝনঝনাঝন শব্দের প্রতিধ্বনি। কাঁচ ভাঙ্গার শব্দ কানে আসতেই ঘরের ভিতরে প্রবেশের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো গিলিয়ান।

একটা বিড়াল চকিতে খোলা দরজা দিয়ে ওদের দুজনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরের দিকে। গিলিয়ানকে পিছন থেকে উত্তেজনায় হাত চেপে ধরলেন স্যাটারথওয়েট।

থমকে গেলো গিলিয়ান।

উত্তেজিত ঘন স্বরে জড়িত গলায় স্যাটারথওয়েট তার দিকে তাকিয়ে বললেন—এখন তুমি ঘরের মধ্যে যেও না গিলিয়ান। তুমি জান না কি ভয়ঙ্কর ওই বস্তু.... কোন গন্ধ নেই, কেবল সামান্য স্পর্শ যা, তারপর ভয়ানক হিমশীতল মৃত্যু....পৃথিবীতে এখনো পর্যন্ত ওই বস্তুটি কারো উপর কিনও পরীক্ষীত হয় নি—।

কেউ জানে না কি ভয়ানক এর গুনাগুন....প্রতিক্রিয়া..... কেউ না।

এলোমেলো ভাবে স্যাটারথওয়েট তারপর বলতে লাগলেন ফিলিপ ইস্টসির সঙ্গে তার সান্ধ্য সাক্ষাৎকারের কথোপকথন।

অবাক বিসয়ে স্যাটারথওয়েটের কথাগুলো শুনছিল গিলিয়ান। একি বিশ্বাস্য....একি সত্যি.....কি ফিলিপ ইস্টসি এই চেয়ে ছিল।

দ্রুত পায়ে নদীর তটভূমিতে পায়চারি করছিল কেউ। আবছা কুয়াশার মধ্যে মানুষটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না... কে .... কে ওখানে...এখন ঘড়িতে ঠিক সোয়া এগারোটা...এখন থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে সেই ভয়াবহ ঘটনাটা ঘটে গেছে। আবাব সে ব্যস্ততার মধ্যে পায়চারি করতে থাকে।

একসময় থমকে দাঁড়ায়। দৃষ্টি প্রসারিত করে তাকায় প্রবাহিত স্বচ্ছ টেমসের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে এক সময় ঘুরে দাঁড়ায় সে। দেখতে পায় ওর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে সেই মানুষটি, সেই ডিনারের সঙ্গীটিকে।

মানুষটার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে ইস্টসি, তারপর হাসিতে ফেটে পড়ে উঁচু গলায় বলে। আশ্চর্য আজ আমাদের ভাগ্যটা যেন একসূত্রে গাঁথা হয়ে আছে। মনে হচ্ছে আমরা যেন পরস্পরের দিকে ধেয়ে আসছি।

স্যাটারথওয়েটের মধ্যে কোন ভাবান্তর পরিলক্ষিত হলো না। কেবল ঠাণ্ডা গলায় তিনি বললেন—

-একে কি তুমি ভাগ্য বলছ?

—ভাগ্য নয় তো কি।

স্যাটারথওয়েট তাকালেন তার দিকে। স্পষ্ট চাউনি। তারপর বললেন সরাসরি ভাবে—আমি এখুনি কোথা থেকে আসছি জান।

—কোথা থেকে।

—মিস গিলিয়ান ওয়েস্টের ফ্ল্যাট থেকে।

—সত্যি!

—হ্যাঁ তুমি যেন খুব অবাক হচ্ছ।

ইস্টসির দু চোখে মুহূর্তে বিষাদ নেমে আসে। অস্ফুট স্বরে বলে,

—তাহলে!

স্যাটারথওয়েট ঠিক আগের মতো গলায় তার দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি যা ভেবেছিলে তা হয়নি।

কথাটা শোনা মাত্র চিৎকার করে উঠলো, ইস্টসি কে কে তুমি?

—আমি। আমি তো সে—সেই—চিনতে পাচ্ছ না আমায়। ভাল করে আমার দিকে তাকিয়ে দেখ ঠিক চিনতে পারবে ফিলিপ।

একটু থেমে স্যাটারথওয়েট ধীর গলায় তাকে বলতে লাগলেন সমস্ত ঘটনা। তারপর ফিলিপ ইস্টসির দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমার কি আর কিছু আমায় বলার আছে।

স্যাটারথওয়েট ভেবেছিলেন, মুহূর্তে হয়ত আহত সিংহের মতো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ফিলিপ ইস্টসি। অথবা চিৎকাব করে কিছু বলবে কিংবা কোন ভয়ানক বিস্ফোরক শব্দ শুনবেন তিনি।

কিন্তু যা তিনি আশা করেছিলেন তা কিছুই হলো না বরং নিস্তব্ধতার মধ্যে চুপচাপ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মৃদু স্বরে মাথা নাড়িয়ে ফিলিপ ইস্টসিকে বলতে শুনলেন ম্লান গলায়—না কিছু বলার নেই।

কথাটা বলেই ফিলিপ ইস্টসি তার দিকে পিছন ঘুরলো, তারপব ধীর পায়ে এগিয়ে গেল সামনের অনন্ত কুয়াশাময় তটভূমির দিকে।

স্যাটাবথওয়েট দাঁড়িয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ।

অপলক চোখে তাকিয়ে দেখলেন তাকে, যতক্ষণ না পর্যন্ত তার শরীরটা কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল। এই মুহূর্তে মানুষটার জন্য অদ্ভুত মমতা বোধ ছড়িয়ে গেল স্যাটারথওয়েটের বুকময়। তার এই সহানুভূতি, ঠিক যেমন একজন শিল্পীর জন্য শিল্পীর হয়ে থাকে, একজন প্রেমিকের জন্য এক প্রেমিকের।

কতক্ষণ যে স্যাটারথওয়েট একভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তার মনে নেই। একসময় চরম নৈশব্দতার মধ্যে তাকে ঘন কুযাশা আচ্ছন্ন করে দেখলো। ধীর পাযে তিনি সামনের দিকে পা বাড়ালেন, এই পথেই একটু আগে ফিলিপ ইস্টসি চলে গেছে।

নিজের মনে নৈশব্দের দাঁড় টানতে টানতে কুয়াশা ভেঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিলেন স্যাটারথওয়েট। একসময় থমকে গেলেন। দেখতে পেলেন তার সামনে একজন পুলিশের লোক।

স্যাটারথওয়েটকে দেখে পুলিশটা সন্দেহের চোখে তাকালো এবার। কি যেন পরীক্ষা করে দেখলো তার সন্দেহ ভরা দৃষ্টিতে, তারপর বললে, আচ্ছা আপনি এখুনি জলে পড়ার কিছু শব্দ শুনেছিলেন কি?

—জলে পড়ার শব্দ, বিস্মিত চোখে তাকালেন স্যাটারথওয়েট। তারপর অস্ফুট স্বরে বললেন—কই নাতো—আমিতো কোন শব্দ শুনিনি।

—শোনেননি।

কথাটা বলেই পুলিশের লোকটি তার হাতের টর্চটা ঘোরাতে লাগলো নদীর জলের ওপর। না কিছুই সে দেখতে পেল না। তারপর হাতের টর্চটা নিভিয়ে দিয়ে খুব সহজভাবে পুলিশের লোকটা বললো—আবার একটা আত্মহত্যা ঘটলো। একটু থেমে নিজের মনে মাথা দুলিয়ে সে বললো—না এদের কিছুতেই বাঁচানো যায় না, ওরা মরবেই। মৃত্যুই ওরা চায়।

কথাটা কানে আসতেই স্যাটারথওয়েট তাকালেন তারদিকে, তারপর বললেন সহজ গলায়—ওরা কি অকারণে মরে—নিশ্চয়ই এদের মৃত্যুর পিছনে কোন না কোন কারণ আছে।

—তা আছে, তবে তা বেশীর ভাগই অর্থের জন্য। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে এই মৃত্যুর পিছনে মেয়েরাও থাকে।

থমকে গেলেন স্যাটারথওয়েট। শুনতে পেলেন পুলিশের লোকটির শেষ সহজ কথাগুলো—এই আত্মহত্যার জন্য সব সময় যে আত্মঘাতীদের দোষ থাকে তা নয়, কোন কোন মহিলা তাদের জীবনে বড় কষ্ট দেয়—মৃত্যুর কারণ হয়।

কথাটা শেষ করে পুলিশের লোকটি যেমন এসেছিল, চলে গেল।

স্যাটারথওয়েট দাঁড়িয়ে গেলেন। মাথার ওপর তার নীল আকাশ। বাতাসে কুয়াশা জমাট বেঁধে আছে। ধীরে ধীরে সেই কুয়াশায় যেন তাকে ঘিরে ফেলেছে। স্যাটারথওয়েট বসে পড়লেন। তাকালেন উচ্ছল জলধারায় প্রবাহিত টেমসের দিকে। মনের মধ্যে ঘুরতে লাগলো পুলিশ লোকটার কথাটা—নিজের মনে তিনি আবার বললেন—কোন কোন মহিলা একেক জনের জীবনে বড় কষ্ট দেয়—মৃত্যুর কারণ হয়।'

টেমসের জলধারার দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো কথাটা কি সত্যি—সত্যি কি তাই!

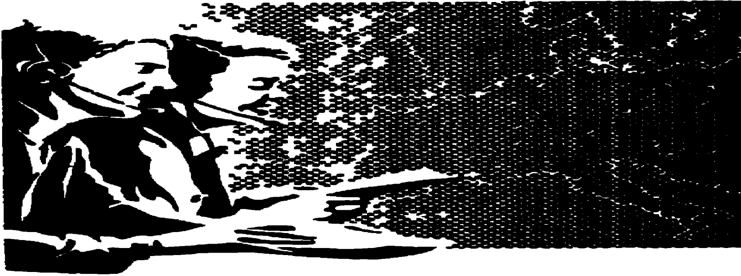
মুহূর্তে তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো—সেই বিখ্যাত সুন্দরী হেলেনের কথা—'হেলেন অফ ট্রয়!'

যে হেলেন, ট্রয় নগরীর দুঃখ—ধ্বংসের জন্য দায়ী। হায়রে হেলেন, সত্যি কি তুমি ট্রয়ের ধ্বংসের কাবণ! তুমি সুন্দরী....সুন্দরী বলেই শুনেছি, জানি না এই ধ্বংস সত্যি তোমার জন্য, তোমার রূপের জন্য হয়েছিল কি না—তোমার সেই রূপ আর্শীবাদ না অভিশাপের! কেবল মনে করতে পারি, তুমি সুন্দরী—সৌন্দর্যে অনন্যা!

❑ **ক্র্যাকড মিরর** **অনুবাদ ঃ জয়ন্ত দত্ত**

৯

সাক্ষী





মিঃ মেহর্ন চশমাটাকে নাকের ওপর ঠিক করে বসালেন। তারপর অভ্যাস মতো একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে গভীর চোখে সামনে উপবিষ্ট ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর সামনে বোকার মতো মুখ করে চুপচাপ বসে থাকা এই লোকটিই ইচ্ছাকৃত হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত।

মিঃ মেহর্নের বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। মাথার চুলগুলো ধবধবে সাদা। গোলগাল ফোলা মুখে একটা গোবেচারী ভাব। বেশবাসও মোটের ওপর সাদাসিদে। বাইরে থেকে তাঁকে দেখলে কোনরকমে ধারণাই করা যায় না যে তিনি একজন ডাকসাইটে জাঁদরেল সলিসিটার।

মেহর্নই সর্বপ্রথম ঘরের নীরবতা ভঙ্গ কবলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে অস্বস্তির আভাস কান এড়াবার নয়। 'মিঃ ভোল, একথা বলাই বাহুল্য যে আপনি গভীর বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন। তাই এ ব্যাপারে সবকিছু পরিষ্কার ভাবে আলোচনা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমি আশা করবো, কোনকিছু গোপন না করে আমায় সমস্ত ঘটনাটাই খুলে বলবেন।'

মিঃ লিওনার্ড ভোল এতক্ষণ বোবা চোখে সামনের দেওয়ালেব দিকে তাকিয়েছিলেন। মেহর্নের কথায় এবার একটু নড়েচড়ে বসলেন। তার গলার স্বরও ঘন বিষাদে আচ্ছন্ন।

'আমি জানি. .আমি জানি মিঃ মেহর্ন, আপনি আমায় বিশ্বাস করতে পারবেন না। আপনি কেন, পৃথিবীর কোন লোকই আজ আমার কথায় বিশ্বাস কববে না। কী ভীষণ মিথ্যার জালেই যে আমি পড়েছি! কী জঘন্য অপরাধের অভিযোগ আমার মাথায় ঝুলছে!' কথা বলতে বলতে অপরিসীম হতাশায় ডুবে গেলো তাব কণ্ঠস্বর।

অবশ্য আবেগে দুলে ওঠবার পাত্র মিঃ মেহর্ন নন। সবকিছু খোলা চোখে বিচার বিবেচনা করে দেখাই তাঁর এতদিনের অভ্যাস। মিঃ ভোলেব কথা শুনতে শুনতে তিনি তাঁর চশমাটাকে চোখ থেকে টেনে নামালেন। তারপর পরিষ্কার কাপড় দিয়ে কাচ দুটোকে ঘষে-মেজে পালিশ করে আবার তাকে নাকের ওপর বসালেন।

'ঠিক ঠিক; আপনি যা বলেছেন তাতে কোনও ভুল নেই কিন্তু আমবাও একদম হাল ছেড়ে বসে থাকবো না। আমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে চেষ্টা চালাতে হবে। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস পবিশেষে আমরাই সফল হবো। তার আগে পরিষ্কার ভাবে আমাকে সবকিছু জানতে হবে। সেটা বিশেষ প্রয়োজন। আগে আমাকে খতিয়ে দেখতে হবে কেসটা আপনার বিপক্ষে কতদূব যেতে পারে। তারপর এর থেকে বেরিয়ে আসবাব উপায় ভাবতে হবে।'

মিঃ ভোল কিন্তু তখনো বোকার মতো মুখ করে চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন। তার বয়স বেশি নয়। পঁয়ত্রিশের মধ্যেই। দেখতে শুনতেও সুদর্শন। তবে হতাশার কালো মেঘ জমাট হয়ে থমকে আছে সে মুখে। মিঃ মেহর্ন মোটের ওপর সমস্ত বৃত্তান্তই জানতেন। তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগগুলোই দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। তবু এবার যেন ক্ষণেকের জন্যে তাঁর মনে হলো—না, পুরো ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও কোনও ভুল থাকতেও পারে! মিঃ ভোল হয়তো সত্যি কথাই বলেছেন।

'আপনি নিশ্চয়ই আমাকে অপরাধী বলে ভাবছেন!' অস্পষ্ট কাঁপা কাঁপা গলায় মিঃ ভোল বললেন, 'আমি জানি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কত সুদৃঢ়...কিন্তু ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলছি, আমি নিরপরাধ। আমি...আমি একটা জালে জড়িয়ে পড়েছি।' হতাশভাবে মাথা নাড়লেন মিঃ ভোল। 'কি করে যে আপনাকে বোঝাব!...'

এমন অবস্থায় পড়লে সকলেই নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করতে চেষ্টা করবে। মেহর্নও যে এটা জানেন না তা নয়। তবু, তা সত্ত্বেও তাঁর মনে হলো সত্যিই হয়তো মিঃ ভোল নিরপরাধ।

'আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন,' গভীর দুঃখের সঙ্গে ঘাড় নাড়লেন মিঃ মেহর্ন। 'তবুও সমস্ত ঘটনাটাই

এমন বিশ্রীভাবে আপনার বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে এর থেকে অন্য কিছু প্রমাণ করাই শক্ত। যা হোক—এবার কাজের কথায় আসা যাক। সর্বপ্রথম আমি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই মিসেস এমিলি ফ্রেঞ্চের সংস্পর্শে আপনি কি করে এলেন?'

শান্ত শীতল কণ্ঠে মিঃ ভোল তার কাহিনী শুরু করলেন।

'মাস ছয়েক আগের কথা। যতদূর মনে পড়ছে দিনটা ছিলো শনিবার। বেলা দুপুর। কিছু আগে কয়েক পশলা ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়ে গেছে। কিড স্ট্রীটের ওপর দিয়ে আমি হেঁটে বাসায় ফিরছি। হঠাৎ দেখি এক ভদ্রমহিলা, প্রায় আধ বুড়িই বলা চলে, তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে গেলেন। ভাগ্যি ভালো, বিশেষ কোনও বিপদ-আপদ হয়নি। আঘাতও তেমন কিছু পেয়েছেন বলে মনে হলো না। কাবণ, সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেই ঝেড়েঝুড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তবে তাঁর হাতে দু'চারটে টুকিটাকি জিনিস ছিলো। সম্ভবত দোকান সেরে ফিরছিলেন। সেগুলো ছিটকে এদিক-ওদিক গড়িয়ে গেলো। স্বভাবতই তিনি একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। আমি সেগুলো কুড়িয়ে জড়ো করে আবার তাঁর হাতে ফেরত দিলাম।'

'ওঃ তাহলে আপনি তাঁকে কোনও বড় একটা বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন যা তেমন কোন ঘটনা নয়?'

'না..না, তেমন বড় রকমের ব্যাপার কিছু সেখানে ঘটেনি। তাছাড়া আমি যা করেছি তা কেবল স্বাভাবিক ভদ্রতা রক্ষা মাত্র। তবে আমি দেখলাম এর জন্যেই আমার প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হয়ে উঠেছেন। তিনি আমাকে অযথা ধন্যবাদ দিলেন। এমন কি আজকালকার ছেলে ছোকরাদের থেকে আমার ব্যবহারের পার্থক্যের কথাও তিনি সবিস্তারে উল্লেখ করলেন। যা হোক, মনে হয়েছিলো সেইখানেই ঘটনাটার সমাধি ঘটবে। কিন্তু জীবন কত বৈচিত্রময়! সেদিনই সন্ধ্যেবেলা এক বন্ধুর পার্টিতে আমার নিমন্ত্রণ ছিলো। সেখানে গিয়ে ভদ্রমহিলার সঙ্গে আবার দেখা! তিনিও আমায় দেখা মাত্রই চিনলেন। আমাদের পরিচয় হলো। জানতে পারলাম তার নাম মিসেস এলিমি ফ্রেঞ্চ। ক্রীক রোডে বাড়ি। বয়স আন্দাজ গোটা ষাটেক হবে। এই সময় আরও একটা জিনিস আমার নজরে পড়লো। দেখলাম তিনি আমার পরিচয় জানতে বেশ আগ্রহী। অনেকক্ষণ বকবক করে কাটালেন। শেষে তাঁর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ করে বলেন।'

'বুঝতে পারছেন, এই সব বয়স্কা মহিলাদের মাঝে মধ্যে এক ধরনের মানসিক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কখনো কখনো কাউকে তাদের খুব মনে ধরে। আমাকেও বুঝি ভদ্রমহিলার সেইরকম মনে ধরেছে। ভাবলাম, এ এক নতুন জ্বালা হলো দেখছি। কারণ আমি নিজেই তখন বহু সমস্যায় জর্জরিত। তাই—'আচ্ছা...আচ্ছা সে না হয় হবে একদিন'—বলে কোনওরকমে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিলাম। কিন্তু তিনি একেবারে নাছোড়বান্দা! আমাকে একটা নির্দিষ্ট তারিখ ঠিক করতে বললেন। অগত্যা আগামী শনিবার তাঁর বাড়িতে যাব কথা দিয়ে তবে মুক্তি পেলাম।

'ভদ্রমহিলা বিদায় নিলে বন্ধু তাঁর ইতিবৃত্ত আমায় শোনালো। তিনি যথেষ্ট ধনী তবে কিঞ্চিৎ ছিটগ্রস্ত বিধবা। ছেলেপুলে বা আপনজন কেউ নেই। একলা থাকেন। দ্বিতীয় মানুষ বলতে শুধু রাতদিনের এক বুড়ি ঝি। আর কম করেও গোটা দশেক পোষা বেড়াল।'

কথার মাঝখানে মিঃ মেহর্ন একটু নড়েচড়ে বললেন। 'তাহলে ভদ্রমহিলা যে যথেষ্ট ধনী একথা আপনি তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপের দিনই জানতে পেরেছিলেন?'

'ব্যাপারটা অবশ্যই সেই রকম দাঁড়াচ্ছে। তবে আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন বন্ধুকে করিনি। ঘটনাচক্রে সেটা জানতে পেরেছিলাম—এইমাত্র।'

'তা ঠিক! কিন্তু আমাকেও তো সমস্ত বিষয়টা খুঁটিয়ে দেখতে হবে! বিরুদ্ধ পক্ষ কিভাবে মামলাটা আদালতে দাঁড় করাবার চেষ্টা করতে পারে, আমাদেরই বা দুর্বল জায়গা কোনগুলো—সে সম্বন্ধে সবরকম ভাবে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আপনার বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে মিসেস ফ্রেঞ্চের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে তাঁকে একজন ধনী মহিলা বলে অনুমান করা শক্ত। তাঁর পোশাক-আসাক বা আচার-আচরণ সবই বলছেন সাদাসিধে।—আচ্ছা, আপনি কোন্ বন্ধুর কাছে ভদ্রমহিলার আর্থিক অবস্থার কথা প্রথম জানতে পারেন?'

'আমার বন্ধু জের্জ হার্ভের কাছে। সেদিনের পার্টিটা ও-ই দিয়েছিলো।'

'আপনার কি মনে হয় তিনি আদালতে একথা স্মরণ করতে পারবেন?'

'তা আমি এখন হলফ করে বলতে পারি না।........তবে ঘটনাটা বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে. তাই ভুলে যাওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।'

নিজের মনে ভাবতে ভাবতে মাথা নাড়লেন মেহর্ন। 'দেখুন, মিঃ ভোল, আমাদের প্রতিপক্ষ প্রথমেই আপনার আর্থিক অবস্থার ওপর দৃষ্টি দেবে। তারা আদালতে প্রমাণ করতে চাইবে, আপনার আর্থিক অবস্থা তখন মোটেই ভালো চলছিলো না। এই রকম অবস্থায় একজন ধনী ভদ্রমহিলার সাক্ষাৎ পেয়ে আপনি তাঁর সঙ্গে আরো বেশি করে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ খুঁজছিলেন। এটা তো ঠিক, সে সময়ে আপনার আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।'

মিঃ ভোল বিমর্ষ চিত্তে এ কথার সায় জানালেন।

'তাহলে দেখুন, আমরা যদি আদালতে বিষয়টাকে এমনভাবে দাঁড় করাতে পারি যে ভদ্রমহিলার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময় তাঁর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনও ধারণাই ছিলো না—আপনি যা করেছেন তার নিছক ভদ্রতা রক্ষার জন্যেই করেছেন, তবে প্রতিপক্ষের প্রথম অস্ত্রটাকে আমরা খানিকটা প্রতিহত করতে পারবো! মিঃ জর্জের স্মৃতি শক্তির ওপরই এটা অনেকটা নির্ভর করছে!'

'আমি কিন্তু এ ব্যাপারে বিশেষ আস্থা রাখতে পারি ন। কারণ জর্জের সঙ্গে কথা বলার সময় পরিচিত আরো দু'চারজন আশেপাশে ছিলো। একজন তো ঠাট্টাই করে বসলো; বেশ একটা শাঁসালো মক্কেল পাকড়ালে বটে!—তাই বলছি, জর্জ যদিবা ঘটনাটা ভুলে যায় তাহলেও আসল সমস্যাটা একই থেকে যাচ্ছে। কেন-না, অন্য কেউ সেটাকে মনে করে রেখে দিতে পারে!'

বৃদ্ধ সলিসিটারের মুখে একটা আশাভঙ্গের ছাপ পড়লো। খুবই দুঃখের ব্যাপার!' তবু মিঃ ভোল, আপনার সাধারণ বিচার-বুদ্ধির প্রশংসা করছি। কোন পথে চললে আমরা মুক্তির আলো দেখতে পাবো সে ব্যাপারে আপনি আমাকে সব থেকে বেশি সাহায্য করতে পারবেন বলে বোধ হচ্ছে।—তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই ভাবেই মিসেস ফ্রেঞ্চের সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাত এবং এর অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আপনি তাঁর যথেষ্ট অন্তরঙ্গ হয়ে পড়লেন। কিন্তু ঘটনাটার আরো খোলাখুলি আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। সবকিছুর পেছনে একটা সুনির্দিষ্ট কারণ আমি খুঁজে পেতে চাই। তাই বলছি, আপনার মতো এমন একজন সুদর্শন যুবক, বন্ধুমহলেও যার এত প্রতিপত্তি, সব সময় হাসি-ঠাট্টা, খেলা-ধূলা নিয়ে যার মেতে থাকবার কথা, সে কোন্ দুঃখে মিসেস ফ্রেঞ্চের মতো একজন বয়স্কা ভদ্রমিহলার পেছনে এতটা সময় নষ্ট করতে যাবে? স্বভাবতই বিষয়টা কিঞ্চিৎ দৃষ্টিকটু।'

'আপনি যা বলেছেন তা সবই যুক্তিপূর্ণ। সবকিছু ঠিকমতো বুঝিয়ে বলবার ক্ষমতা আমার নেই। প্রথম যেদিন ভদ্রমহিলার বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ রাখতে গেলাম সেদিন থেকেই তিনি আমার ওপর এমন স্নেহমাখা সহৃদয় ব্যবহার করতে লাগলেন—তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনের কথা বলে মাঝেমধ্যে তাঁকে সঙ্গ দেবার জন্যে এমন করুণ মিনতি জানাতে লাগলেন যে তাঁর সেকথা আমি একেবারে উপেক্ষা করতে পারলাম না। তাছাড়া আমার হৃদয় স্বভাবতই একটু দুর্বল প্রকৃতির। চট করে লোকের মুখের ওপর না বলতে পারি না। এদিকে ভদ্রমহিলার কাছে দু-চারদিন যাবার পর আমার নিজেরই কেন জানি না তাঁকে বেশ ভালো লেগে গেলো। খুব ছোটবেলায় আমার মা মারা গেছেন। মাসির কাছে মানুষ। সবে পনেরোয় পা দিয়েছি এমন সময় তিনিও মারা গেলেন। আপনি হয়তো শুনে হাসবেন, মিসেস ফ্রেঞ্চের কাছ থেকে আমি যেন খানিকটা মায়ের আদর পেতাম। তাই মাঝেমধ্যে ছুটে যেতাম সেখানে।'

মিঃ মেহর্ন অবশ্য হাসলেন না। অন্যমনস্ক ভাবে তিনি তাঁর চশমার কাচ জোড়াকে আবার ঘষে পালিশ করতে লাগলেন। কোন কিছু গভীর ভাবে চিন্তা করবার সময় তাঁর এই মুদ্রাদোষটা দেখা দেয়।

'আমি আপনাকে অবিশ্বাস করছি না, মিঃ ভোল। মনের দিক থেকে এরকম একটা ব্যাপার ঘটতেই পারে। তবে জুরিরা সেটা কিভাবে গ্রহণ করবেন তা আলাদা প্রশ্ন। সে যাই হোক, এখন আপনি আপনার কাহিনী শেষ করুন। এই সময়েই কি মিসেস ফ্রেঞ্চ আপনাকে তাঁর বিষয় সম্পত্তি দেখা-শোনার ভার দিলেন?'

একরকম তাই বলতে পারেন। টাকা-কড়ির হিসাব-নিকাশ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছুই বুঝতেন না। তবে কোন ব্যবসা বা লাভজনক শেয়ারে টাকা খাটাতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। সেই বিষয়েও তিনি আমার পরামর্শ চাইতেন।'

'আপনি কিন্তু সবদিক ভেবেচিন্তে আমার কথার জবাব দেবেন।' মিঃ মেহর্ন তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাঁর মক্কেলকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। 'জ্যানেট নামে যে বুড়িটা ভদ্রমহিলার বাড়িতে রাতদিনের কাজ করতো, সে বলেছে এসব ব্যাপার তার কর্ত্রী বেশ ভালোই বুঝতেন। নিজের বিষয়-সম্পত্তির প্রতি যথেষ্ট হুঁশিয়াব ছিলেন তিনি। মিসেস ফ্রেঞ্চের ব্যাঙ্কারও এ কথার সমর্থন করে।'

মিঃ মেহর্ন কোনও কথা না বলে মিঃ ভোলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কেন জানি না এই শঙ্কাতুর যুবকটিকে তাঁর বেশি করে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করলো। বৃদ্ধা মহিলাদের মানসিক প্রবণতার কথা তিনি ভালো করেই জানেন। মিসেস ফ্রেঞ্চের হয়তো কোনো বিশেষ কারণে যুবকটিকে ভালো লেগে গিয়েছিলো। তাই তাকে মাঝেমধ্যে কাছে পাবার জন্যেই টাকাকড়ি সম্বন্ধে নিজের অজ্ঞতার ভান করে মিঃ ভোলের সাহায্যে পেতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন বেশ দৃঢ় প্রকৃতির মহিলা। তাই যা পেতে চাইতেন তাব জন্যে যথোপযুক্ত মূল্য দিতেও কুণ্ঠিত হতেন না।—এইসব ভাবনা-চিন্তা খুব দ্রুতই মেহর্নের মাথার মধ্যে খেলে গেলো। অবশ্য মুখ ফুটে তিনি কিছু ব্যক্ত করলেন না।

'তাহলে ভদ্রমহিলার কথামতোই আপনি তাঁর বিষয়-আশয় দেখাশোনার কাজে হাত দিলেন?'

মিঃ ভোলের গলা দিয়ে কোনও স্বর বেরলো না। তিনি শুধু অসহায় ভেঙে-পড়া ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন বাব কয়েক।

'এবাব কিন্তু একটা কঠিন প্রশ্ন করবো। আশা করি, আপনি তার সত্য উত্তরই আমায় জানাবেন! যখন আপনি মিসেস ফ্রেঞ্চের আর্থিক ব্যাপার দেখাশোনার ভার নিলেন তখন কিন্তু আপনার নিজের যথেষ্ট আর্থিক সঙ্কট চলছিলো। এবং আপনি অন্তত নিজে বিশ্বাস করতেন, হিসেব-নিকেশের ব্যাপারে মিসেস ফ্রেঞ্চ নেহাৎ অজ্ঞ।—এমন অবস্থায় আপনি কি কোন বিশ্বাস ভঙ্গের কাজ করেছিলেন?—আমার এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে ভালো করে সবদিক ভেবে চিন্তে নিন। কেন-না, আমাদের সামনে এখন দুটো পথই খোলা আছে। যদি আদালতে প্রমাণ করতে পারি যে আপনি সততা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গেই মিসেস ফ্রেঞ্চের বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা কবতেন তখন আমরা প্রশ্ন তুলবো—যেখানে অতি সহজেই আপনি অল্প অল্প করে তাঁর বিষয়-আশয় থেকে কিছু কিছু হাতাতে পারতেন, সেখানে অযথা খুনের মতো বড় ঝুঁকি নিতে যাবেন কেন? অপর পক্ষে যদি দেখা যায় যে আপনি এই ব্যাপারে যথেষ্ট সততার পরিচয় রাখেন নি—তখন বলবো, যেখানে ভদ্রমহিলা আপনাব কাছে বরাবরের মতো একটা লাভজনক উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে আপনার পক্ষে তাঁকে খুন করতে যাওয়া মোটেই স্বাভাবিক নয়!—তই বলছি এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে সবটা তলিয়ে দেখবেন।'

ভোল কিন্তু জবাব দিতে বিন্দুমাত্র দেরি করলেন না।

'তাঁর সঙ্গে আমার ব্যবহারের মধ্যে কোথাও কোনও চাতুরী ছিলো না। আমি যথাসাধ্য তাঁর স্বার্থ বক্ষা কবেই কাজ করবার চেষ্টা কবেছি। মিসেস ফ্রেঞ্চের হিসেবের খাতাপত্র পরীক্ষা করলেই আমার এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হবে।'

মিঃ মেহর্ন স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন। তাঁর বুকের মধ্যে জমে থাকা পাষাণভারই যেন মুক্তি পেলো এতোক্ষণে। 'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মিঃ ভোল। আমি আসল সত্যটা জানবার জন্যেই আপনার সঙ্গে একটু চালাকি করেছিলাম।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়!' মিঃ ভোল রীতিমতো উৎসাহিত হয়ে উঠলেন! 'আমি সমস্ত সত্যি কথাই বলছি। আর মোটিভের অভাবই এই কেসে আমার সব থেকে বড় সাহস। যদি ধরে নেওয়া হয় যে অর্থের প্রলোভনেই আমি এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে বেশি করে পরিচিত হয়েছিলাম—তাহলে-তাঁর মৃত্যুই তো আমার পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াবে! আমার সমস্ত আশা-ভরসা একেবারে নির্মূল করে দেবে।'

সলিসিটার মেহর্ন আবার তাঁর মক্কেলকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে ভালো করে কাপড় দিয়ে ঘষলেন। তারপর পুনরায় সেটা যথাস্থানে স্থাপন করে ভারি গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি জানেন না যে মিসেস ফ্রেঞ্চের সর্বশেষ যে উইল পাওয়া গেছে তাতে তিনি তাঁর অবর্তমানে যথাসর্বস্ব আপনাকেই দিয়ে গেছেন?'

'কী বললেন!' চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন মিঃ ভোল। তাঁর মুখে চোখে ঘোর বিস্ময়ের চিহ্ন! 'হায় ভগবান! আপনি কী বলছেন? তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ আমার নামে.... .!'

মেহর্ন ঈষৎ মাথা নাড়লেন। মিঃ ভোল আবার তার চেয়ারের মধ্যে ডুবে গেলেন। দু'হাতে মুখ ঢেকে নিজের হৃদয়ের গভীর বেদনাকে যেন সংযত রাখবার চেষ্টা করলেন প্রাণপণে।

'তাহলে এ ব্যাপারে কিছুই আপনি জানেন না বলে ভান করছেন?'

'ভান.......! আমি সত্যিই বলছি মিঃ মেহর্ন, এ সম্বন্ধে কোন কিছুই আমি জানি না।.......কিছুমাত্র না!'

'কিন্তু মিসেস ফ্রেঞ্চের বুড়ি ঝি জ্যানেট ম্যাকেঞ্জি শপথ করে বলেছে যে আপনি সবই জানতেন। তার কর্ত্রী তাকে বলেছিলেন যে আপনার সঙ্গে ভালো পরামর্শ করেই তিনি এ উইল তৈরি করেছেন।'

'মিথ্যে কথা! বুড়ি মিথ্যে কথা বলেছে। জ্যানেট ছিলো অনেকটা প্রভুভক্ত কুকুরের মতো। সব সময় সে মিসেস ফ্রেঞ্চকে চোখে চোখে রাখবার চেষ্টা করতো। আমাকে খানিকটা অবিশ্বাস আব ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতো। মনে হয় মিসেস ফ্রেঞ্চই তাঁর উদ্দেশ্যের কথা এই জ্যানেটেব কাছে ব্যক্ত করে থাকবেন। তাইতেই সে হয়তো ধারণা করে বসে আছে যে তার কর্ত্রী আমার পরামর্শ করেই এসব করেছেন। এখনো হয়তো সে তাই বিশ্বাস করে। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গ কিছুই আমি জানি না।'

'আপনার কি বিশ্বাস হয় যে জ্যানেট আপনাকে ঘৃণা করতো বলেই ইচ্ছাকৃতভাবে এমন একটা মিথ্যে কথা বানিয়ে বলেছে!'

মিঃ ভোল শূন্য চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। 'কিন্তু তাই বা কেন সে বলতে যাবে!'

'এ প্রশ্ন অবশ্য আমারও মনে এসেছে!' চিন্তান্বিত স্বরে মেহর্ন বললেন, 'তবে এটাতো ঠিক যে সে আপনাকে যথেষ্ট ঘৃণার চোখে দেখতো?'

'আমি এখন যেন অনেকটা বুঝতে পারছি!' মিঃ ভোলের কণ্ঠে বেদনা ও হতাশার ছাপ ফুটে উঠলো। 'কী ভয়ঙ্কর মিথ্যা!'.........কী জঘন্য অপবাদ!.........তাহলে আসল মানেটা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এই যে আমি মিসেস ফ্রেঞ্চকে পটিয়ে-পটিয়ে তাঁকে দিয়ে উইলটা তৈরি করাই। তারপর ফাঁক বুঝে তাঁর বাড়িতে গিয়ে গোপনে তাঁকে খুন করে আসি!'

'আপনি একটা বিষয় খুব ভুল করেছেন। সে সময় বাড়িতে যে আর কেউ ছিলো না তা নয়। জ্যানেটের অবশ্য সেই সন্ধ্যায় সেখানে থাকবার কথা ছিলো না। তার ভাইপো ভাইঝিরা ক্রীক রোড থেকে মাইল দুয়েক দূরে শহরতলি অঞ্চলে থাকতো। সেদিন তাদেব পারিবারিক উৎসব ছিলো কি একটা। তাই জ্যানেট সে রাতটা তাদের ওখানে কাটাবে বলে মিসেস ফ্রেঞ্চের কাছ থেকে আগেই ছুটি চেয়ে বেখেছিলো। কিন্তু বুড়ি রাতে একটু-আধটু আফিম খেতো। বাতেব বেদনার জন্যেই ডাক্তার তাকে এ পরামর্শ দিয়েছিলো। সেই আফিমের কৌটোটাই সেদিন সে সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলে যায়। ফলে পড়ি কি মরি করে সেই রাতেই আবার তাকে ক্রীক রোডে ফিরে আসতে হয়। অবশ্য সে সামনের দরজা দিয়ে না ঢুকে পেছনের দরজা দিয়েই ঢুকেছিলো। তখন রাত সাড়ে ন'টা হবে। এবং বাড়ি ঢুকে আফিমের কৌটোটা নিয়ে সে আবার সে পেছনের দরজা দিয়েই বেরিযে যায়। কাজকর্মের সুবিধের জন্যে ওই দরজার একটা চাবি সব সময় তার কাছেই থাকতো। জ্যানেট বলেছে যে যদিও তার কর্ত্রীর ঘরের দরজা তখন ভেজানো ছিলো, কিন্তু সে সময় যে আপনারা দু'জনে ভেতরে বসে কথাবার্তা বলছিলেন তা সে নিজের কানে শুনেছে। যদিও কি বিষয়ে কথাবার্তা হচ্ছিলো সে সম্বন্ধে তার কোন ধারণা নেই, তবে যে দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা চলছিলো তাদের একজন যে তার কর্ত্রী মিসেস ফ্রেঞ্চ এ কথা সে হলফ করে বলতে পারে। দ্বিতীয় ব্যক্তি কোনও পুরুষ। তার গলার স্বরটা সে পুরোপুরি চিনতে না পারলেও বুড়ির দৃঢ় বিশ্বাস তা আপনারই।'

'রাত তখন ক'টা বললেন? সাড়ে ন'টা দশটা? আপনি ঠিক বলছেন, মিঃ মেহর্ন!' উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ ভোল। 'তবে তো আমি বেঁচে যাব!...'

'তার মানে?' মিঃ মেহর্নের কণ্ঠে বিস্ময়ের আভাস ফুটে উঠলো।

সেদিন রাত সাড়ে ন'টা থেকে দশটা পর্যন্ত আমি আমার বাসাতেই ছিলাম। আমার স্ত্রীই তার প্রমাণ দেবে। ন'টা বাজবার মিনিট পাঁচেক আগেই আমি মিসেস ফ্রেঞ্চের কাছ থেকে বিদায় নিই। আর ন'টা কুড়ি

নাগাদ বাসায় ফিরি। আমার স্ত্রী আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলো।...ভগবানকে ধন্যবাদ...আর ধন্যবাদ জ্যানেটের আফিমের কৌটোকে...'

মিঃ মেহর্ন কিন্তু এতে তেমন উৎসাহিত হলেন না। তাঁর মুখের ভাব আগের মতোই গম্ভীর। একবিন্দু আশার আলোরও চিহ্ন নেই সেখানে। 'তাহলে কাকে আপনার মিসেস ফ্রেঞ্চের হত্যাকারী বলে সন্দেহ হয়?'

'কেন? রাস্তার কোনও খুনে বদমাইশ! আপনার নিশ্চয়ই স্মরণে আছে তাঁর ঘরের বাইরের দিকের জানালাটা খোলা ছিল। আর কোনও ভারী হাতুড়ির আঘাতে তাঁকে খুন করা হয়। সেই রক্তমাখা হাতুড়িটাও পুলিশ মৃতদেহের পাশ থেকে উদ্ধার করেছে। তাছাড়া তাঁর ঘরের অনেক মূল্যবান জিনিসপত্রও সেই সঙ্গে চুরি গেছে। এ সবই কোনও দাগী খুনে গুণ্ডার কাজ। কেবলমাত্র আমার ওপর বুড়ি জ্যানেটের অযথা সন্দেহ আর ঘৃণার জন্যেই পুলিশ এতদিন ঠিকপথে যেতে পারেনি!'

'একথা ধোপে টিকবে না, মিঃ ভোল! তাঁর বাড়ি থেকে সে সব জিনিস চুরি গেছে তার মূল্যও খুবই যৎসামান্য। চোর নেহাৎই অন্ধ না হলে এমনভাবে চুরি করবে না। তাছাড়া পরীক্ষা করে দেখা গেছে বাইরে থেকে জানলা টপকেও কেউ ঘরের মধ্যে ঢোকেনি। ওটা লোক-ঠকানো সাজানো ব্যাপার মাত্র। আর একটা কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না—জ্যানেট তার কর্ত্রীর সঙ্গে গল্পরত অবস্থায় কোনও পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছে। মিসেস ফ্রেঞ্চ নিশ্চয়ই একজন খুনে বদমাইশের সঙ্গে একা একা ঘরে বসে গল্প করবেন না। জুরিদেরও এ কথা বিশ্বাস করানো শক্ত।'

'না...তা অবশ্য নয়!' মিঃ ভোল যেন খানিকটা ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেলেন। 'কিন্তু তা হলেও আমি ওই সময় আমার বাড়িতে ছিলাম এতে আর মিথ্যে হতে পারে না। আমার স্ত্রী রোমানিয়ার সঙ্গে দেখা করলেই আপনি সব জানতে পারবেন। সে-ই সাক্ষী দেবে এ বিষয়ে।'

'আমি ইতিপূর্বেই আপনার স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আপনাকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখন তিনি লণ্ডনে ছিলেন না। আজ সন্ধ্যায় তার ফেরবার কথা। তিনি ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করবো।'

মিঃ ভোলের মুখচোখের চেহারা দেখে মনে হলো তিনি যেন এতক্ষণে কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন।

'রোমানিয়াই আপনাকে সব কিছু খুলে বলবে। ভাগ্য ভালো, এই নিদারুণ ঝামেলা থেকে বেরিয়ে আসবার একটা সূত্র তবু খুঁজে পাওয়া গেছে!'

'মাপ করবেন।...আপনার স্ত্রীকে আপনি খুব ভালবাসেন বলছিলেন না?' নীরস কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন মেহর্ন।

'অবশ্যই..'

'এবং আপনার স্ত্রীও নিশ্চয়ই আপনাকে খুব ভালবাসেন?'

'রোমানিয়া!.....ওর কথা নতুন করে আর কি বলবো? আমার জন্যে হেন কাজ নেই যা ও না করতে পারে! এমন কি প্রাণ দিতেও হয়তো কোনও দ্বিধা করবে না!'

মিঃ মেহর্নের মুখচোখ আরো বেশি গম্ভীর হয়ে উঠলো। 'এমন স্ত্রীর সাক্ষ্যের মূল্য আদালত কি দেবে? আচ্ছা স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে কি সে সময় আপনার স্ত্রীর কথার সমর্থন জানাতে পারবে?'

'না—রাত দিনের ঝি চাকর বলতে আমাদের কেউ নেই। একটা মেয়ে অবশ্য ঠিকে কাজ করে, তবে সে সন্ধ্যে নাগাদ চলে যায়।'

'পথে আসতেও কি চেনা পরিচিত কারো সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?'

'না, তেমন কিছু মনে পড়ছে না।' বিমর্ষ মুখে মাথা নাড়লেন মিঃ ভোল।

'তবে ক্রীক রোড থেকে বাসে বাড়ি ফিরেছি। সেই কণ্ডাক্টার হয়তো আমার চেহারাটা মনে রাখলেও রাখতে পারে।'

মিঃ মেহর্ন সন্দেহজনকভাবে মাথা নাড়লেন। 'আচ্ছা আর একটা কথা। মিসেস ফ্রেঞ্চ কি জানতেন যে আপনি বিবাহিত?'

'হ্যাঁ—নিশ্চয়ই!'

'কিন্তু আপনি তো আপনার স্ত্রীকে কোনও দিন তাঁর কাছে নিয়ে যাননি!'

'না—তা অবশ্য যাইনি—'

'আপনি কি জানেন যে বুড়ি ঝি বলেছে তার কর্ত্রী আপনাকে অবিবাহিত যুবক বলেই বিশ্বাস করতেন। এবং আপনি নাকি মিসেস ফ্রেঞ্চকে বিয়ে করবেন, এমন কথাও বলেছিলেন!'

'অসম্ভব!' দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠলেন মিঃ ভোল। 'তাঁর বয়স প্রায় আমার দ্বিগুণ। তাছাড়া আমি তাঁকে সব সময় আমার মায়ের মতই মনে কবতাম।'

বয়েসের ফারাকে তো বিয়ে আটকায় না! আইন মাফিক সবই আপনারা করতে পারতেন। আব মিসেস ফ্রেঞ্চকে আপনি কি চোখে দেখতেন সেটা এখন প্রমাণ করা প্রায় সাধ্যাতীত।—তাহলে আসল কথা থেকে যাচ্ছে এই যে, আপনি আপনার স্ত্রীকে মিসেস ফ্রেঞ্চের সঙ্গে কোনওদিন পরিচয় করিযে দেন নি। সাধারণের চোখে ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ সন্দেহজনক মনে হওয়া বিচিত্র নয়!'

মিঃ ভোল একটু ইতস্তত করলেন। তারপর মন স্থির করে সোজা হযে বসলেন, 'দেখুন মিঃ মেহর্ন, আমাদের মধ্যে সব বিষয়টা পরিস্কারভাবে আলোচনা করে নেওয়াই ভাল। আপনি তো জানেন, ভদ্রমহিলার সঙ্গে প্রথম যখন আলাপ হয় তখন আমার আর্থিক অবস্থা ছিলো অত্যন্ত শোচনীয। মিসেস ফ্রেঞ্চের সঙ্গে কিছুদিন পরিচয় হবার পর আমার মনে হয়েছিলো, চাইলে হয়তো কিছু টাকা তাঁর কাছ থেকে ধাব হিসেবে পেতে পারি। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহের চোখে দেখতেন। কিন্তু আমি একটা জিনিস লক্ষ্য কবেছিলাম যে যুবতী মেয়েদের তিনি বেশি সহ্য করতে পাবতেন না। বিশেষ কবে মেয়েটি যদি সুন্দরী হয তবে তো আর কথাই নেই। এটা কি ধবনের মনস্তত্ত্ব তা আমি বলতে পারি না—তবে তাঁর মাথায কিঞ্চিৎ ছিট ছিলো একথা আগেই বলেছি। সেইজন্যে আমার স্ত্রীকে তিনি কেমনভাবে গ্রহণ করবেন এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলাম না। আমার স্ত্রীও বেশ রাগী আর একরোখা প্রকৃতির। পাছে সব জিনিসটা একেবাবে বানচাল হয়ে যায় সেই আশঙ্কায় মিসেস ফ্রেঞ্চকে বলেছিলাম যে ইদানিং স্ত্রীর সঙ্গে আমাব আর তেমন বনিবনা নেই। দু'জনে আলাদা আলাদা থাকি। এই কথা শুনে তিনি যেন আমার প্রতি আরো বেশি সদয় হযে পড়েছিলেন। তখন আমার টাকার বড়ই প্রযোজন। মায়ের বযসী এক বৃদ্ধা মহিলাকে বিয়ে করবো, এমন উদ্ভট কল্পনা জ্যানেটেব মাথায় কে ঢুকিয়েছে জানি না—তবে তিনি আমায় পুত্র হিসেবে গ্রহণ করবেন এমন আভাস মিসেস ফ্রেঞ্চ একবার আমায় দিয়েছিলেন।'

মিঃ মেহর্ন তার ভারি শরীর নিয়ে চেয়াবের ওপর নড়েচড়ে বসলেন। 'তাহলে এই আপনার শেষ কথা? আর অন্য কোনও বক্তব্য নেই?'

'না...আর আমার কিছু বলবার নেই। সমস্ত ঘটনাই আপনাকে অকপটে খুলে বলেছি।'

ক্ষণেকের জন্য মিঃ মেহর্ন যেন তাঁরে মক্কেলের মুখে একটা কিছু ছায়াপাত লক্ষ্য করলেন! একটু যেন ইতস্তত ভাব! কিংবা হয়তো সবটাই তাঁর চোখের ভুল—না হয় মনের অনুমান।

মিঃ মেহর্ন উঠে দাঁড়ালেন। হাত বাড়িয়ে বিদায় অভিবাদন জানালেন মক্কেলকে। ভাবনায় চিন্তায় মিঃ ভোলের মুখটা যেন ঝুলে পড়েছে। দু'চোখে পুঞ্জীভূত গভীর হতাশা। ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হাত বাড়িয়ে তিনি করমর্দন করলেন সলিসিটারের সঙ্গে।

'আমি আপনার নির্দোষিতায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, মিঃ ভোল।' বোধহয় তাকে আশ্বাস দেবার জন্যেই তিনি এ কথা বললেন। 'যদিও বর্তমান আমাদের অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হবে, তবু আপনি যে নিবপরাধ কথা সম্ভবত আমি আদালতে প্রমাণ করতে পারবো। অবশ্য বুড়ি জ্যানেটের ওপব এটা অনেকখানি নির্ভর করছে।'

একটু থেমে মনে মনে কি চিন্তা করে আবার প্রশ্ন কবলেন তিন, 'ওই বুড়িটা আপনাকে একদম সহ্য করতে পারে না।—তাই না?'

'বিশেষ সুনজরে যে দেখে না তার আমি বলতে পারি। তবে আমার ওপর এতখানি বিরূপ হবার তার কোনও কারণ নেই।'



সন্ধ্যে নাগাদ মিঃ মেহর্ন মিসেস ভোলের সন্ধানে বেরোলেন। প্যাডিংটনের কাছাকাছি তাদের বাসা। বড় রাস্তা ছেড়ে মিনিট খানেক ভেতরে ঢুকতে হয়। পুরনো আমলের ভাড়াটে ফ্ল্যাট বাড়ির এক পাশে দুটো ঘর নিয়ে তাদের ছোট্ট কোয়ার্টার। বার দুয়েক কলিং বেলের বোতাম টেপার পর ঠিকে ঝি এসে দরজা খুলে দিলো।

'মিসেস ভোল কি ফিরেছেন?'

'ঘন্টাখানেক হলো তিনি ফিরেছেন। তবে এখন কারো সঙ্গে দেখা করবেন কিনা বলতে পারি না!'

মিঃ মেহর্ন কোটের পকেট থেকে তাঁর নিজের নাম লেখা কার্ড বার করে মেয়েটির হাতে দিলেন। মেয়েটি সন্দেহজনক দৃষ্টিতে একবার নেড়েচেড়ে দেখলো। তারপর সেটা হাতে করে ভেতবে চলে গেল।

কিছু পরেই ফিরে এলো মেয়েটি। এবার তার কণ্ঠস্বরে রীতিমতো সম্ভ্রমের সুব। 'আপনি আসুন। মিসেস আপনার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়েছেন।'

মিঃ মেহর্ন তার 'পেছনে পেছনে একটা ছোটখাটো ড্রয়িংরুমে এসে পৌঁছলেন। ঘরটার মধ্যে আসবাবপত্রের বিশেষ বাহুল্য নেই। ঘরের মাঝ বরাবর একটা পলকা কাঠের টেবিল। টেবিলের চারপাশে গোটা দু'-তিন বেতের চেয়াব। তারই একটাতে গা এলিয়ে বসে আছে এক লম্বা ছিপছিপে সুন্দরী মহিলা।

'আসুন মিঃ মেহর্ন, আপনিই তো আমার স্বামীর সলিসিটার, তাই না? তার কাছ থেকেই নিশ্চয়ই আসছেন?'

তার কথার টানে মেহর্ন বুঝতে পারলেন মেয়েটি বিদেশিনী। মুখের ছাঁদ, চুলের আদল সবই সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। চোখ দুটো খুব ঠাণ্ডা আর শান্ত। এত শান্ত যে মেহর্ন নিজেও খানিকটা অস্বস্তি বোধ করলেন। এখন তাঁর মনে হলো তিনি এমন কিছুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন যার সম্বন্ধে আগে থেকে বিন্দুমাত্র সচেতন ছিলেন না।

'আপনি কিন্তু একেবারে আশা ছেড়ে দেবেন না মিসেস ভোল..' বলতে বলতে যেন মাঝপথেই থেমে গেলেন মেহর্ন। মিসেস ভোলের মুখে কোনও ভাবান্তর লক্ষ করা গেলো না। আগের মতোই কুয়াশাভরা ঠাণ্ডা চোখ তুলে তাকিয়ে আছে মেয়েটি। খানিকক্ষণ নীববতার পর ভাষা ফুটল তার মুখে।

'আপনি কি আমায় সবকিছু খুলে বলবেন?' ধীরকণ্ঠে প্রশ্ন করলো বিদেশীনি। 'আমি সমস্ত জানতে চাই, তা সে আমার পক্ষে যত খারাপই হোক না কেন?'

একটু থেমে ইতস্তত করে ঠাণ্ডা ফিসফিসে গলায় আবার আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করলো, 'হ্যাঁ, তা সে আমার পক্ষে যত খারাপই হোক না কেন—'

মেয়েটার ভাবভঙ্গি মেহর্নের কাছে একটু যেন কেমন মনে হলো। তবু তিনি ধীবে ধীরে মিঃ ভোলের সঙ্গে তাব সাক্ষাতের পুরো বিবরণ খুলে বললেন। ধৈর্য্য ধবে সব শুনলো মেয়েটি। তাবপর রহস্যময় ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগলো অল্প অল্প। 'তাই বলুন। তাহলে লিওনার্ড আমাকে দিয়ে বলাতে চায় যে ও সেদিন ন'টা বেজে কুড়ি মিনিটের সময় বাসায় ফিরেছিলো?'

'এবং মিঃ ভোল সেদিন ওই সময়েই বাড়ি ফিরেছিলেন?—তাই নয় কি?' মেহর্নের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ও সচেতন।

'সেটা আসল কথা নয়। আমি বলছি, আমাব এই কথায় কি ও মুক্তি পাবে? আদালত কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?'

মিঃ মেহর্ন খানিকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। নিমেষের মধ্যে মূল সমস্যার কেন্দ্রস্থলে চলে এসেছেন মেয়েটি।

'আমি শুধু এই কথাটাই জানতে চাই!' রোমানিয়ার গলার সুরে আগ্রহ আর উত্তেজনার আভাস। 'আমাব কথা কি যথেষ্ট বলে গ্রাহ্য হবে? এমন কি কেউ আছে যে আমাকে সমর্থন জানাতে এগিয়ে আসবে?'

'এখনো পর্যন্ত তেমন কাউকে পাওয়া যায়নি।' মেহর্নের কণ্ঠস্বরে ঘন বিষাদ।

'হুঁ!' আবার মৃদুমন্দ মাথা দোলাতে শুরু করলো রোমানিয়া। মিনিট খানেক বসে রইলো চুপচাপ। তারপর ধীরে ধীরে তার ঠোঁটের ফাঁকে এক ধরনের বিচিত্র হাসি ফুটে উঠলো।'

সলিসিটার মেহর্ন ক্রমশই মনে মনে আরো বেশি সচেতন হয়ে উঠলেন। তিনি যেন এখন এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। 'মিসেস ভোল,...আমি আপনার বর্তমান মানসিক অবস্থাটা ঠিকমতো অনুভব করতে পারছি।'

'আপনি পারছেন!...খুবই অবাক ব্যাপার...?'

'এইরকম পরিস্থিতিতে....'

'হ্যাঁ,...এইরকম পরিস্থিতিতে,' ধীরে ধীরে মেহর্নের চোখেব ওপর চোখ তুলে কথাটা শেষ করলো রোমানিয়া, 'আমি একলাই একহাত দেখে নিতে চাই!'

'দেখুন মিসেস ভোল, আমি বুঝতে পারছি এখন আপনাব মন স্থির নেই। আপনি মানসিক ভাবসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। তাই কি বলতে কি বলছেন বুঝতে পারছেন না। তা না হলে যে স্বামীকে আপনি প্রাণের চেয়েও ভালবাসেন...'

মেহর্নের কথার মাঝখানেই খিলখিল করে হেসে উঠলো বোমানিয়া, তীব্র ঘৃণার উগ্র ঝাঁঝ ফুটে উঠলো তার কণ্ঠস্বরে। 'ওই মূর্খটাই বুঝি আপনার কাছে এসব গল্প কবছে! অবশ্য এমন একটা ধাবণা করা ওর পক্ষে খুব অন্যায় নয়।'

খানিকক্ষণ নীরবতার পর আবার তার সুললিত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হলো। 'মূর্খ. মহমূর্খ। পুরুষমানুষ যে এতটা মূর্খ হতে পারে তা আমার জানা ছিলো না।'

উত্তেজনায় অস্থির হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো রোমানিয়া। 'জেনে বাখুন, আমি ওকে ঘৃণা করি! সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করি! ও ফাঁসিতে ঝুলুক এই আমি চাই।'

মিঃ মেহর্নের দৃষ্টি বিস্ময়ে বিস্ফারিত।

'আমি আদালতে বলবো, লিওনার্ড ন'টা কুড়িতে ফেরেনি। ফিরেছে তাব একঘন্টা পরে, দশটা বেজে কুড়িতে। আরো বলবো যে বুড়ি ফ্রেঞ্চ তার সম্পত্তি ওর নামে উইল কবে বেখেছিলো একথা লিওনার্ড জানতো। সম্পত্তির লোভেই বুড়িকে খুন করেছে ও। ফিরে আসার পর আমার কাছে স্বীকারও করেছে সেকথা। ওর জামার আস্তিনে তখন রক্ত লেগে ছিলো। বাথরুমে গিয়ে সে জামা লিওনার্ড পুড়িয়ে ফেলে। আমি যদি এ ব্যাপারে কোনওরকম চেঁচামেচি করি তবে আর একটা খুন করতেও ওব বাধবে না এই বলে সেদিনে আমায় খুব শাসিয়েছিল। এ সমস্তই আমি আদালতে বলবো...আপনার কি মনে হয় মিঃ মেহর্ন, যে এর পরেও আপনি ওকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন?'

তার জ্বলন্ত চোখ দু'টো যেন সোজাসুজি মেহর্নকে চ্যালেঞ্জ জানালো। তিনি বিরক্ত ও বিব্রত হয়ে উঠলেন, 'স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্যে হয়তো আদালতে আপনার ডাক না-ও পড়তে পারে। অন্তত সেই চেষ্টাই আমি করবো।'

'লিওনার্ড আমার স্বামী নয়!'

'তার মানে'?' 'রোমানিয়ার মুখের দিকে চমকে দিয়ে ফিরে তাকালেন তিনি। 'আপনারা স্বামী-স্ত্রী নন?...'

রোমানিয়ার ওষ্ঠাধারে এক দুর্জ্ঞেয় হাসির বেখা ফুটে উঠলো। 'না,...আমি ভিয়েনার এক পেশাদারী রঙ্গালয়ে অভিনয় করতাম। আমার নাম রোমানিয়া হীলজার। আমার স্বামী এখনো জীবিত—তবে পাগলা গারদে। তাই আমরা আইন মাফিক বিয়ে করতে পারিনি। এবং সেজন্যেও আমি বিশেষ আনন্দিত।'

কিছুক্ষণের জন্য মেহর্ন যেন কথা হারিয়ে ফেলেন। তারপর অনেক কষ্টে সংযত করলেন নিজেকে। তাঁর কণ্ঠস্বর গম্ভীর ও চিন্তান্বিত। 'আর একটিমত্র কথা আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করবো। কি কারণে লিওনার্ডকে এতখানি ঘৃণা করেন আপনি?'

ঠোঁটের ফাঁকে ধারালো হাসির রেখা ফুটিয়ে তুললো রোমানিয়া। 'এর উত্তর জানবার আগ্রহ আপনার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু না, কোন কথাই আমি বলবো না। আমার গোপন কথা চিরকাল আমার হৃদয়ের নিভৃতেই বিরাজ করুক।'

মিঃ মেহর্ন উঠে দাঁড়ালেন। 'ঠিক আছে; এখন আর মিথ্যে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমার মক্কেলের সঙ্গে দেখা করে পরে আবার আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। মিঃ ভোল যে বর্তামনে বিচারাধীন সেলে আছেন এ কথা নিশ্চয়ই জানেন?'

রোমানিয়া হীলজার মিঃ মেহর্নের একেবারে বুকের কাছাকাছি সরে এসে দাঁড়ালেন। সত্যি করে বলুন তো, এখানে আসবার আগে আপনি নিজেও কি লিওনার্ডকে নিরপরাধ বলে বিশ্বাস করতেন?'

'তা না করলে এ মামলা আমি হাতে নিতাম না।'

'আপনারা কী বোকা!....কী অসম্ভব রকমের বোকা!' রোমানিয়ার কণ্ঠে তীব্র ব্যাঙ্গের হাসি।

'এবং আমি মহামান্য আদালতেও তার নির্দোষিতার স্বপক্ষে প্রমাণ দাখিল করবো।'

অনেকটা চ্যালেঞ্জের সুরেই বাক্যটা সমাপ্ত করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ সলিসিটার।

ক্লান্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মিঃ মেহর্ন বাইরে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু যুবতী রোমানিয়ার জ্বলন্ত চোখের গভীর দুর্জ্ঞেয় দৃষ্টি যেন তাঁর পেছন পেছন তাড়া করে করে ফিরছে। কিছুতেই আর ভুলতে পারছে না তাকে।

ব্যাপারটা ক্রমশইই বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে! মনে মনে চিন্তা করলেন মেহর্ন। সমস্ত ঘনটাটাই কেমন যেন অদ্ভুত সর্পিল গতিতে অন্য দিকে মোড় নিচ্ছে। আর ওই বিদেশিনী মেয়েটাই বা কী সাংঘাতিক! মেয়েদের হাতে ছুরি পড়লে তারা বুঝি এমনিভাবেই দুর্ধর্ষ দানবী হয়ে ওঠে! অথচ ছেলেটা কি সরল বিশ্বাসে তার হৃদয়ে অনাবিল প্রেমের ফল্গু এই মায়াবিনীর কাছেই উজাড় করে দিয়েছে!

এখন আর কি করা যেতে পারে! হতভাগ্য যুবকটির দাঁড়াবার মতো এতটুকু শক্ত মাটিরও আর কোথাও হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য লিওনার্ড যদি সত্যিই খুনটা করে থাকে....

না, নিজের মনে বার কয়েক মাথা নাড়লেন মেহর্ন। যুবকটির বিরুদ্ধে এত বেশি প্রমান পুঞ্জিভূত হয়ে উঠেছে যে সেগুলো যেন সাজানো বলেই মনে হয়।

তাদের সভ্যতা সম্বন্ধে স্বভাবতই কেমন একটা সংশয় জাগে। তার ওপর মেয়েটির কথাবার্তাও মোটেই তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়। সমস্ত ব্যাপরটাকে সে আরো বেশি জটিল করে তুলেছে।



পুলিশ কোর্টে মামলাটা খুব সংক্ষিপ্তভাবেই শেষ হলো। যদিও তাতে নাটকীয়তার কোনও অভাব ছিল না। প্রধান সাক্ষী হিসেবে ডাক পড়লো বুড়ি ঝি জ্যানেট ম্যাকেঞ্জী আর আসামীর স্ত্রী রোমানিয়া হীলজারের। মেহর্ন কোনও মন্তব্য না করে শুধু তাদের বক্তব্যগুলোই মন দিয়ে শুনে গেলেন। জ্যানেট আগে পুলিশের কাছে যে জবানবন্দী দিয়েছে এখানেও সেই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করলো। আর রোমানিয়া হীলজার শান্ত কণ্ঠে একে একে যা বলে গেলো তা মিঃ মেহর্ন তার কাছ থেকে আগেই শুনেছেন।

আসামী পক্ষ এই দু'জন সরকারী সাক্ষীর কোনও অভিযোগের প্রতিবাদ জানালেন না। তাদের যা কিছু বক্তব্য সব আদালতেই পেশ করবেন।

মিঃ মেহর্ন যে কোন্ পথ ধরে এগোবেন সে বিষয়ে কিছুই ঠিক করে উঠতে পারলেন না। তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে মামলাটা যথেষ্ট ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেহর্নের সহকারী জুনিয়ার পার্টনার তাঁর পাশেই বসেছিলেন। সে ভদ্রলোকের চোখেমুখেও নিরাশার ছাপ।

'ওই মেয়েটার সাক্ষ্যকে যদি স্যার আমরা ভেস্তে দিতে না পারি তাহলে আর আমাদের কিছু করণীয় নেই। কিন্তু সেটাই বা কি করে সম্ভব হবে বুঝে ওঠা যাচ্ছে না!'

মিঃ মেহর্নও তা জানেন। সম্ভব অসম্ভব সবকিছুই তিনি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছেন! যদি ধরে নেওয়া যায় মিঃ ভোল সত্যি কথাই বলেছে, ন'টা বাজবার আগেই তিনি মিসেস ফ্রেঞ্চের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন—তাহলে সাড়ে ন'টা নাগাদ জ্যানেট তার কর্ত্রীর সঙ্গে যাকে কথা বলতে শুনেছেন সে কে? সস্তা গোয়েন্দা কাহিনীতে যেসব দূর সম্পর্কের শয়তান ভাইপো ভাগ্নেদেব কথা শোনা যায় এ ক্ষেত্রেও কি তেমন কারুর আবির্ভাব ঘটেছে? কিন্তু জ্যানেট মিসেস ফ্রেঞ্চের কোনও আত্মীয়-স্বজনের খবর দিতে পারেনি এবং সেও প্রায় দশ বছরের ওপর ওই মহিলার বাড়িতেই কাজ করছে।

এছাড়া অন্য সব অন্বেষণও ব্যর্থ হয়েছে। কেউই সেদিন লিওনার্ডকে মিসেস ফ্রেঞ্চের বাড়ি থেকে রাত ন'টার সময় বেরোতে দেখেনি। ন'টা কুড়িতে লিওনার্ড যে বাসায় ফিরে এসেছিলো এমন কোনও প্রত্যক্ষদর্শীরও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। কোনও দিক থেকেই কোনও আলোর ইশারা আবিষ্কার করতে পারছেন না মিঃ মেহর্ন।

আদালতে মামলাটা ওঠবার আগের দিন বিকেলে মেহর্ন একটা চিঠি পেলেন। ছ'টার ডাকে চিঠিটা তাঁর কাছে হাজির হলো। আঁকা-বাঁকা অক্ষরে খামের ওপর তাঁর নাম আর ঠিকানা লেখা। খামটাও ময়লা আব পুরনো। টিকিটটাও সাঁটা হয়েছে বাঁকাচোরা ভাবে। সব মিলিয়ে কোনও অশিক্ষিত স্ত্রীলোকেব কাজ বলে অনুমান করতে অসুবিধে হয় না।

বার দুয়েক মন দিয়ে তিনি চিঠিটা পড়লেন।

পত্রপ্রেরিকার হাতের লেখা অতি জঘন্য। বানান ভুলের অজস্র উদাহরণও ছড়িয়ে আছে যত্রতত্র।

প্রিয় মহাশয়,

আপনি তো সেই আইনজ্ঞ ভদ্রলোক যিনি হতভাগ্য মিঃ ভোলেব পক্ষ হয়ে কাজ কবছেন। তার স্ত্রী যে পুলিশের কাছে সমস্ত মিথ্যে কথা বলছে যদি এব প্রমাণ চান তবে আজ সন্ধ্যায় ১৬ নম্বর এডেন স্ট্রীটে আমাব খোঁজ করবেন। তবে আসার সময় মিস মগসনের জন্যে দু'শো পাউণ্ড সঙ্গে আনতে ভুলবেন না। তা না হল বিফল হবেন।—ইতি

মিঃ মেহর্ন প্রথমে এটাকে একটা বাজে উড়ো চিঠি বলেই ধারণা করে নিলেন, কিন্তু ব্যাপাবটাকে এখানে ছেড়ে দিতে তাঁর মন ঠিক রাজী হলো না। এর মধ্যে হয়তো কিছু থাকলেও থাকতে পারে! তাছাড়া তাঁর মক্কেলকে বাঁচাতে হলে রোমানিয়ার সাক্ষ্যকে সর্বপ্রথম মিথ্যে বলে প্রমাণ করতে হবে। এই অজ্ঞাতনামা পত্রপ্রেরিকা তাঁকে সেই ধরনের কোনও সূত্র দিতে পাববে বলে ইঙ্গিত কবছে। রোমনিয়াকে যদি অসৎ চরিত্রের নষ্ট প্রকৃতির মেয়ে বলে আদালতে প্রমাণ করা যায় তবে তার সাক্ষ্যের মূল্যও অনেকটা হ্রাস পাবে।

মিঃ মেহর্ন মনস্থির করে ফেললেন। যে-কোনও উপায়ে মক্কেলকে বাঁচনোই তাঁর প্রধান কর্তব্য। তাছাড়া এই মামলাটার ওপর তাঁর বিশেষ এক ধরনের জেদ পড়ে গেছে। রোমানিয়া হীলজারের সেই ঔদ্ধত্যপূর্ণ দৃষ্টিও তাঁর মানসপটে ভেসে উঠলো। পোশাক বদল করে তিনি বাইরে বেরোবার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

মিস মগসনের ডেরা খুঁজে পেতে তাঁকে একটু অসুবিধের মধ্যে পড়তে হলো। ভাঙাচোরা পুরনো আমলের বাড়ি। কাঠের পার্টিশন দিয়ে পায়রার খোপের মতো, তার মধ্যে অসংখ্য ফ্ল্যাটের সৃষ্টি করা হয়েছে। দেশী বিদেশী কত রকমের লোকই যে গাদাগাদি করে সেখানে বাস করে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। এমনকি বাসিন্দারা পরস্পর পরস্পরকে চেনে কিনা সন্দেহ। অনেক কষ্টে এর মধ্যে থেকে মিস মগসনের হদিশ বার করলেন মেহর্ন। তিনতলায় সিঁড়ির পাশে খুপরির মতো একটা ছোট্ট ঘরে তার আস্তানা। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। তার মধ্যে কেউ আছে বলে কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। মেহর্ন একটু ইতস্তত করে দরজায় অল্প টোকা দিলেন। কিছু পরে দোরটা একটু ফাঁক হলো। তার ভেতর থেকে জ্বলজ্বলে একজোড়া চোখ উঁকি মারছে। ফ্ল্যাটের বাসিন্দা বোধহয় বাইরের পরিস্থিতিটাকে ভালোভাবে যাচাই করে নিতে চাইছে আগে। তারপর সেদিক থেকে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হয়ে দরজা খুলে মেহর্নকে ভেতরে ঢুকতে দিলো।

'আপনি তাহলে সত্যিই শেষ পর্যন্ত এলেন!' শুকনো খসখসে গলায় মেহর্নের দিকে ফিরে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে মেয়েটা। 'দেখবেন, কোনওরকম চালাকি খেলছেন না তো? নিশ্চয়ই সঙ্গে করে আর কাউকে নিয়ে এসে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখেন নি? ওসব চালাকি কিন্তু আমি মোটেই বরদাস্ত করবো না, সে কথা আগে ভাগে জানিয়ে রাখছি!'

কিছুটা কৌতূহল নিয়েই মেহর্ন ছোট্ট অপরিচ্ছন্ন ঘরটার মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। এক কোণে একটা লণ্ঠন জ্বলছে টিম টিম করে । তবে তার থেকে আলোর চেয়ে ধোঁয়াই ছড়াচ্ছে বেশি! দেয়ালের ধার ঘেঁসে তক্তপোষের ওপর একটা ময়লা বিছানা পাতা। গোটা দুয়েক জরাজীর্ণ সুটকেস ঠেস দেওয়া আছে তার তলায়। মাঝ বরাবর একটা ভাঙা কাঠের টেবিল। তার দু'পাশে দুটো চেয়ার। চেয়ার দুটোর অবস্থাও টেবিলের মতই সঙ্গীন। বসতে গেলে প্রাণ হাতে করে বসতে হয়।

মিঃ মেহর্ন এবার এই ভাড়াটে ঘরের অধিকারিণীর দিকে দৃষ্টি দিলেন। তার অবস্থাও একই রকম জবাজীর্ণ। ঘরের আসবাবপত্রের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে খাপ খেয়ে গেছে তার চেহারা। বয়স খুব বেশি নয়। সম্ভবত চল্লিশের কিছু কমই হবে। তবে দেখলে অনেক বেশি বলে মনে হয়। রোগা ছিপছিপে গড়ন। পিঠটা ঈষৎ কুঁজো। নিশ্চয়ই কোনও দূরারোগ্য রোগে ভুগেছে। বয়সের অনুপাতে চুলেও বেশ পাক ধরেছে। আর সব থেকে বিসদৃশ্যভাবে একটা পুরনো ছেঁড়া মাফলার তার গালের ওপর দিয়ে মাথার সঙ্গে ফেট্টির মতো জড়ানো।

বৃদ্ধ সলিসিটারকে সেইদিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে মেয়েটি হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠলো। 'আমার এই মনোহর রূপরাশি কেন কাপড়ের আড়ালে চাপা দিয়ে রেখেছি সেই কথা ভেবে বোধ হয় আপনি খুব অবাক হয়ে গেছেন!'...হিঃ...হিঃ হিঃ..., পাছে আপনি আমাকে দেখে চুম্বন করবার জন্যে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন সেই ভয়ে! তবে আপনাকে আমি দেখাব,....নিশ্চয়ই দেখাবো!'

মেয়েটা হঠাৎ ছেঁড়া মাফলারটা টান মেরে খুলে ফেললো। তার সারা গালে পোড়া কালো কালো দাগ। সব মিলিয়ে একটা বিশ্রী বীভৎস দৃশ্য! মিঃ মেহর্নের ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠলো।

'তাহলে মশাই আপনি আমাকে চুমু খেলেন না দেখছি! সত্যিই সংযমী পুরুষ বলতে হবে!' মাফলারটা আবার গালে জড়াতে জড়াতে ব্যাঙ্গাত্মক কণ্ঠে হেসে উঠলো মগসন। 'যদিও আমি এককালে বেশ সুন্দরীই ছিলাম এবং তাও খুব বেশি দিনের কথাও নয়।...হতচ্ছাড়া যৌন রোগই আজ আমার এই হাল করে ছেড়েছে! নইলে এখনও আমি দলের অন্য মেয়েদের সঙ্গে হেসে খেলে ঘুরে বেড়াতে পারতাম!'

মেহর্নের সামনে দাঁড়িয়ে করুণ অভিযোগের সুরেই যেন একনাগাড়ে বকে যচ্ছিলো মগসন। বৃদ্ধ সলিসিটারও এই অভাবিত পরিবেশের মধ্যে পড়ে রীতিমতো বিব্রতবোধ করতে লাগলেন। কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে মগসন বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। উত্তেজনার ঝোঁকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের হাত মোচড়াচ্ছিলো জোরে জোরে।

'অনেক বাজে বকা হয়েছে! এবাব আসল কাজের কথায় আসা যাক।' গম্ভীর কণ্ঠে মিঃ মেহর্ন যেন সমগ্র পরিস্থিতিটাকে তার আয়ত্তের মধ্যে আনবার চেষ্টা করলেন। 'আপনার কাছে এমন কি মাল-মসলা আছে যার সাহায্যে রোমানিয়ার সাক্ষ্যকে মিথ্যে বলে প্রমাণ করা সম্ভব হবে। আমার মক্কেলকে বাঁচানোর জন্যে সেটা বিশেষ দরকার।'

মিস মগসন এবার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে সলিসিটারকে দেখতে লাগলো। 'তার আগে টাকার ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা ভাল! দুশো পাউণ্ডের কথা নিশ্চয়ই আপনার স্মরণে আছে।'

'আদালতে সত্য সাক্ষ্য দেওয়া আপনার নাগরিক কর্তব্য। এই জন্যে আপনাকে ডাকা হতে পারে।'

'ওতে কোনও কাজ হবে না মশাই! আমি এত কচি খুকি নই যে আদালতের নাম শুনলে ভয়ে সিঁটিয়ে উঠবো। সোজা গিয়ে বলবো, এ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।...তবে যদি নগদ দু'শো পাউণ্ড পাই তাহলে এমন এক-আধটা মোক্ষম অস্ত্র আপনার হাতে তুলে দিতে পারি লক্ষ্যভেদ করতে যা অব্যর্থ।'

'কি ধরনের অস্ত্রের কথা আপনি বলছেন?'

'চিঠি!...চিঠিকে আপনি কিভাবে গ্রহণ করবেন? রোমানিয়ার নিজের হাতের লেখা চিঠি। আমি কোন্ সূত্রে এগুলো জোগাড় করেছি সে প্রশ্ন করবেন না। কারণ বর্তমানে এই আমার ব্যবসা। আমার জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায় বলতে পারেন। তবে যা দেবো তাতে আপনার কাজ হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে নগদটার কথাও ভুলে গেলে চলবে না।'

'আমি বড়জোর দশ পাউণ্ড দিতে পারি, তার বেশি নয়। এবং সে চিঠি যদি আমার কাজে লাগবার মত হয় তবেই!'

'দশ পাউণ্ড!' ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে মগসন প্রায় চিৎকার করে উঠলো। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে মেহর্নের দিকে তাকিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। 'আপনি এবার কেটে পড়ুন তো মশাই! আমার অন্য অনেক কাজ আছে।'

'কুড়ি পাউণ্ড এই আমার শেষ কথা।'

মিঃ মেহর্ন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। যেন এবার বিদায় নেবার এমন একটা মুখের ভাব। তারপর আড়চোখে মেয়েটিকে দেখে নিয়ে পকেট থেকে মানিব্যাগটা বার করলেন। এক পাউণ্ডের করকরে কুড়িটা নোটও দেখলেন টিপে টিপে। 'দেখতেই পাচ্ছেন, এখনকাব মতো এই আমার সম্বল। যদি নিতে হয় নিন......না হয় আমি চললুম।'

কিন্তু মেহর্ন ইতিমধ্যেই টের পেয়েছেন টাকা ক'টা দেখে মিস মগসনের চোখ দুটো কিরকম চকচকে করে উঠেছে।

হতাশভাবে মগসন আবার হাত মোচড়ালো। একবার জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো মেহর্নের দিকে। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে একটা কাগজের ছোট প্যাকেট টেনে বার করলো বিছানার তলা থেকে।

'এই নিন!' প্রায় গর্জে উঠে মগসন সেটা টেবিলেব ওপর ছুঁড়ে দিলো। 'প্রথম চিঠিটা আপনাব দরকার লাগতে পারে।'

মেহর্ন ফির এসে আবার চেয়ারে বসলেন। ধীরে ধীরে তুলে নিলেন বাণ্ডিলটা। গোটা আষ্টেক চিঠি একটা ময়লা ফিতে দিয়ে বাঁধা। একে একে তিনি সেগুলো পরীক্ষা করলেন। দু'চোখে গভীর কৌতূহল নিয়ে মিস মগসন তার দিকে তাকিয়ে আছে। মেহর্ন নির্বিকার।

সব চিঠিগুলো দেখা হয়ে গেলে তিনি প্রথম চিঠিটা আর একবার পড়লেন। তারপব সেগুলো আবার ফিতে দিয়ে বেঁধে রাখলেন যত্ন কবে।

সব কটাই রগরগে প্রেমপত্র। রোমানিয়া হাইলজারের লেখা। তবে যে পুরুষকে উদ্দেশ্য কবে লেখা সে লিওনার্ড নয়। অন্য কেউ। তার প্রথম চিঠিটার তারিখ যেদিন লিওনার্ডকে খুনের দায়ে পুলিশ গ্রেপ্তার করে সে দিনের।

'দেখুন! আমি আপনাকে যা বলেছি তা সত্যি কিনা?' গর্বিত খনখনে গলায় সিলিসিটারকে প্রশ্ন করলো মগসন। 'তবে জিনিসটা আপনি খুব জলের দরে পেয়ে গেলেন। মাঝখান থেকে আমিই শুধু পথে বসলাম।'

বাণ্ডিলটা পকেটে পুরতে পুরতে মেহর্ন একবার জরাজীর্ণ মেয়েটির দিকে ফিরে তাকালেন। 'এগুলো জোগাড় কবলেন কোত্থেকে?'

'এ প্রশ্নের জবাব পাবেন না সে তা আমি আগেই বলে দিয়েছি।' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিক ফিক করে হাসতে লাগলো মগসন। 'তবে....তবে আমি আরো কিছু জানি। ডাইনিটা বলেছে সেদিন দশটা বেজে কুড়িতে ও বাড়িতে ছিলো! লায়ন রোডের সিনেমা হলে একবার খোঁজ করে দেখবেন। ওই তারিখে ওই সময়ে ওর মতো চেহারার কোনো মেয়েকে তারা মনে করতে পারে কিনা?'

'চিঠির এই পুরুষপ্রবরটি কে? এখানে তো শুধু দু অক্ষরের একটা ডাক নামই দেওয়া আছে দেখছি।'

দেশলাইয়ের কাঠির মতই মগসন দপ করে জ্বলে উঠলো। সে ভাবটা সংযত করতেও কিছুটা সময় লাগলো তার। নিজের অজান্তেই বারকয়েক জোরে জোরে হাত মোচড়ালো। অবশেষে মুখ তুললো ধীরে ধীরে। তার কণ্ঠস্বর রুক্ষ কঠোর কর্কশ!

'ওই লোকটাই সে, যে আমার এই দশা করেছে! আজ প্রায় অনেক বছর হলো! শয়তানী রোমানিয়া আমার কাছ থেকে আমার পুরুষকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আমি যখন ম্যাক্সের পেছন পেছন ছুটে গেলাম

ম্যাক্স তখন আমার মুখে থুতু ছিটিয়ে দিলো। তাই দেখে শয়তানীর কি হাসি! সেই জ্বালা আমি এতদিন বুকে পুষে রেখেছিলাম। আজ তাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছি। ছুঁড়িটা নিশ্চয়ই মিথ্যে বলার অপরাধে শাস্তি পাবে। তাই নয় কি?'

ব্যাগ্র ব্যাকুল দুই চোখের দৃষ্টি মেহর্নের মুখের ওপর মেলে ধরলো মগসন।

'আদালতে মিথ্যে বলার অপরাধে তার জেল হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।'

'তাই চাই! আমি তাই চাই!...আপনি কি চলে যাচ্ছেন? কিন্তু আমার টাকা? আমার টাকা কোথায়?'

কথা না বলে মিঃ মেহর্ন ম্যানিবেগ খুলে টাকাটা বার করে টেবিলের ওপর রাখলেন। তারপর একটা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করে ধীর পদক্ষেপে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামবার আগে শেষবাবেব মতো পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন একবার। মিস মগসন তখন অন্য কোনোদিক না তাকিয়ে আলোর সামনে ঝুঁকে পড়ে টাকাগুলো গুনে চলেছে অধীর আগ্রহে।

মিঃ মেহর্ন আর সময় নষ্ট করলেন না। সেখান থেকে সোজা লায়ন রোডের সিনেমা হলে হাজির হলেন। দু'চারজন কর্মচারীকে ডেকে পকেট থেকে রোমানিয়ার ছবি বাব করে দেখালেন। একজন সেটা চিনতে পারলো। ঘটনার দিন রাত দশটার কিছু পরে ভদ্রমহিলা তাব সঙ্গীকে নিয়ে এই হলে এসে হাজির হন। এই কর্মচারীটিকে ডেকে চলতি শো সম্বন্ধে খোঁজখবর নেন। লোকটি অবশ্য মহিলার পুরুষ সঙ্গীটিকে তেমন লক্ষ করে দেখেনি। তারা দু'জনে টিকিট কেটে ভেতবে ঢোকে। তবে ছবি শেষ হবাব কিছু আগেই হল ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

বৃদ্ধ সলিসিটারকে এবার বেশ খুশী খুশী দেখা গেলো। তার বুকের ওপব চেপে বসা জমাট পাথরটা যেন গলতে আরম্ভ করেছে। মিসেস রোমানিয়া পুলিশের কাছে আগাগোড়া সমস্তই মিথ্যে বলে গেছে। সব কিছুই তার স্বকল্পিত। তীব্র ঘৃণায় আগুনে পুড়ে পুড়েই মেয়েটা যে এমন সাপিনী হয়ে উঠেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মেহর্নের ভীষণভাবে জানতে ইচ্ছা হলো লিওনার্ডের উপর এতখানি ঘৃণার কি কারণ তার থাকতে পারে! তিনি রোমানিয়ার সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারের বিবরণ যখন মিঃ ভোলেব কাছে খুলে বলছিলেন তখন তো ভদ্রলোক প্রথমে তার কথা বিশ্বাসই করতে পারেন নি। কিন্তু প্রথম ধাক্কাটা সামলে নেবাব পর তিনি কেমন আশ্চর্যরকম শান্ত হয়ে পড়েছিলেন। মেহর্নের মনে হয়েছিল ভদ্রলোক যেন কিছু অনুমান কবতে পেবেছেন, কিন্তু সে কথা তৃতীয় কারো কাছে ব্যক্ত করবার বাসনা তার নেই।

হাতে বাঁধা ঘড়ির দিকে নজর দিলেন মেহর্ন। অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন আর এক মিনিটও সময় নষ্ট করা উচিত নয়। একটা ট্যাক্সি থামিয়ে তাতে উঠে বসলেন। স্যার চার্লসকে সমস্ত বিষয়টা আজকেই জানাতে হবে।



এমিলি ফ্রেঞ্চের হত্যার অপরাধে লিওনার্ড ভোলের বিচাব জনসাধারণের মধ্যে বেশ কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিল। একে তো আসামী যুবক সুদর্শন। দ্বিতীয়ত, অপরাধটাও অতি জঘন্য প্রকৃতির। তৃতীয়ত, প্রধান সাক্ষী মিসেস রোমানিয়া হীলজার জনমানসে যথেষ্ট বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার বিববণ এবং ছবি ছাপা হয়েছে। তাকে নিয়ে নানা ধরনের পরস্পর বিরোধী গল্পও ইতিমধ্যে চাউর হয়ে গেছে বাজাবে। তাই এই নাটক দেখবার জন্যে সাধাবণভাবেই আদালত-গৃহটি ভিড়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো।

আদালতে মিঃ ভোলের বিচারেব ব্যাপার মোটের ওপর সাদাসিধেভাবেই আরম্ভ হলো। আইন মাফিক নানাবিধ প্রাথমিক কাজকর্ম সমাধার পর ডাক্তারের রিপোর্ট, পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট প্রভৃতি প্রয়োজনীয় নথিপত্রও পরীক্ষা করে দেখা হলো একে একে। তারপর সাক্ষীর কাঠগড়ায় জ্যানেট ম্যাকেঞ্জীর ডাক পড়লো।

জ্যানেট পুলিশের কাছে আগে যা বলেছে এখানেও ঠিক তার পূণরাবৃত্তি করলো। তবে আসামীপক্ষের কাউন্সেলেব জেরার চাপে পড়ে তাকে খানিকটা বেসামাল দেখা গেলো। তার বিবরণের মাঝে মধ্যে ভুল থাকা যে একেবারেই অস্বাভাবিক নয় একথাও দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে স্বীকার কবতে হলো তাকে। মেহর্ন বিশেষ

করে মিসেস ফ্রেঞ্চ যে রাতে খুন হয়েছিলেন সেই রাতের ঘটনার ওপর জোর দিলেন। জ্যানেট তার কর্ত্রীর ঘরে গল্পরত অবস্থায় কোন পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনেছে—কিন্তু তা যে মিঃ ভোলের এর কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। কেবলমাত্র সন্দেহের ওপর নির্ভর করেই জ্যানেট মিঃ ভোলের নাম করেছে। তাছাড়া জ্যানেট যে মিঃ ভোলকে খুব সুনজরে দেখতো না, এই যুবকটির প্রতি গোড়া থেকেই তার মন যে খানিকটা বিদ্বেষপরায়ণ ছিল একথাও তিনি আদালতের সামনে প্রমাণ করতে সমর্থ হলেন।

এরপর মিসেস হীলজারের ডাক পড়লো।

'আপনার নাম মিসেস রোমানিয়া হীলজার?'

'হ্যাঁ...'

'আপনি একজন অষ্ট্রিয়ান?'

'হ্যাঁ...'

'গত তিন বছর ধরে আপনি এই কয়েদীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বাস করছিলেন?'

রোমানিয়া হীলজার একটু ইতস্তত করলেন। ক্ষণেকের জন্যে অদূরে কাঠেব খাঁচার মধ্যে নির্জীবভাবে বসে থাকা মিঃ ভোলের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হলো। একটা জ্বালাময়ী ব্যাঙ্গের মৃদু হাসি ফুটে উঠলো তার দু'ঠোটের ফাঁকে। তারপর দৃঢ়স্বরে প্রশ্নের জবাব দিলো।

'হ্যাঁ—'

প্রশ্নের পর প্রশ্ন চলতে লাগলো। একটু একটু কবে সেই ভয়াবহ ঘটনার বিবরণ দিলো বোমানিয়া। সেদিন সন্ধ্যেবেলা মিঃ ভোল একটা ভারি হাতুড়ি পকেটে পুরে বাসা ছেড়ে বেবিয়েছিলেন। ফিরে আসেন সওয়া দশটার কিছু পরে। তখন তার চোখেমুখে উদ্বেগ ও উত্তেজনার চিহ্ন রোমানিয়ার নজরে পড়ে। জামার হাতায়, কলারে বক্তের দাগ লেগে। এব কারণ জিজ্ঞেস করাতে লিওনার্ড তাকে জানায় যে সে মিসেস ফ্রেঞ্চকে খুন কবে এসেছে। রোমানিয়া যেন এই ব্যাপাবে একদম চুপচাপ থাকে। নইলে যে একটা খুন কবেছে তার পক্ষে আর একটা খুন করতেও বিশেষ বাধবে না! এরপর লিওনার্ড তার রক্তের দাগ লাগা জামাটা বাথরুমে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলে।

জ্যানেট ম্যাকেঞ্জীর সাক্ষ্যেব সময় আদালতে সমবেত দর্শকবৃন্দের মনে বিচারাধীন কয়েদীর জন্যে একটা সহানুভূতির ভাব জেগে উঠতে আবম্ভ কবেছিলো কিন্তু সুন্দরী রোমানিয়ার বিববণের পব একেবারে তাব বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো। হতাশ মুখে নত মস্তকে বসে রইলেন মিঃ ভোল। পৃথিবীব সমস্ত আলোই যেন তার চোখের সামনে থেকে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

সরকাবী পক্ষেব কাউন্সেলও আসামীর প্রতি বোমানিয়াব এতখানি শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব যেন ঠিক পছন্দ করলেন না। রোমানিয়াব নিবপেক্ষ সাক্ষ্যই তাঁর কাছে অধিক কাম্য ছিলো।

মিঃ মেহর্ন এতক্ষণ চুপচাপ নিজেব চেয়ারে বসে একদৃষ্টে সাক্ষীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এবার তিনি ধীরে সুস্থে গা-ঝাড়া দিয়ে তাঁর ভারি শবীর নিয়ে উঠে দাঁড়লেন। অভ্যস্ত ভঙ্গীতে চশমার কাচ দু'টোও ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে নিলেন একবার। তারপর মৃদু হেসে শুরু করলেন—

'আপনি ম্যাডাম, এতক্ষণ যা বলে গেলেন গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত তার সবটাই মিথ্যে। তীব্র বিদ্বেষের বশবর্তী হয়েই আপনি এসব কথা মিথ্যে করে বানিয়ে বলেছেন। ঘটনার রাত্রে মিঃ ভোল সওয়া দশটার কিছু পরে বাসায় ফিরেছেন বললেন, কিন্তু সেদিন ওই সময় আপনি নিজেই বাসায় ছিলেন না। জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে তখন আপনি লাযন রোডেব সিনেমা হলে বসে ছবি দেখছিলেন। সেই ভদ্রলোককে আপনি ভালবাসেন। তাই মিঃ ভোলের হাত থেকে মুক্তি পাবার মানসেই ইচ্ছাকৃতভাবে এমন একট্যা খুনের অপবাধে জড়াতে চাইলেন।

রোমানিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে এসব কথার প্রতিবাদ করে উঠলেন। মিঃ মেহর্ন সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তাঁর কোটের পকেট থেকে একটা চিঠি বার কবলেন। তারপর বিচারকের অনুমতি নিয়েই তিনি সেটা সকলের সামনে পাঠ করতে লাগলেন। সমগ্র আদালতে একটা অস্থির থমথমে নীরবতা নেমে এলো। সকলের চোখের দৃষ্টি মিঃ মেহর্নের মুখের ওপর নিবদ্ধ।

সুপ্রিয় ম্যাক্স,

অবশেষে ভাগ্যই তাকে আমাদের হাতে ঠেলে দিয়েছে। একটা বুড়িকে হত্যার অভিযোগে পুলিশ ওকে গ্রেপ্তার করেছে। বেচারা লিওনার্ড, একটা মাছিকেও আঘাত করেছে কিনা সন্দেহ! তবে এই সুযোগ কিছুতেই আমাদের হাতছাড়া হতে দেবো না। এবার আমি প্রতিশোধ নেবো। ওর ওপর আমার অনেকদিনের ঘৃণা জমা হয়ে আছে৷ শয়তানটাকে ফাঁসিতে না ঝোলাতে পারলে আমার শান্তি নেই। না হলে ওকে খুন করে কোনদিনই হয়তো আমাকেই ফাঁসিতে ঝুলতে হবে! ও আমার যৌবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্খাকে চুরমার করে দিয়েছে, এখন তব ফল পাবে। আমি আদালতে দাঁড়িয়ে বলবো, বুড়িটাকে যে ও খুন করেছে একথা ও-ই নিজমুখে আমার কাছে স্বীকার করেছে। ফাঁসিতে ঝোলাবার আগে আমার যে কি অপরিসীম আনন্দ হচ্ছে কি বলবো! আব তারপর—আমাদের সীমাহীন সুখ রাত্রির শুরু। তাই না? ম্যাক্স—প্রিয়তম।

হস্তাক্ষর বিশারদ আদালতে হাজির ছিলেন। চিঠিটা যে রোমানিয়ার নিজের হাতে লেখা একথা তারা শপথ করে বলতে প্রস্তুত। তবে তার প্রয়োজন হলো না। রোমানিয়া আপনা থেকে ভেঙে পড়লো। আদালতে সমবেত দর্শকমণ্ডলীর দিকে একবার হতাশ চোখে তাকালো। তারপর মাথা নিচু করে একে একে সবই স্বীকার করলো। লিওনার্ড ভোল ন'টা বেজে কুড়িতেই সেদিন বাসায় ফিরে এসেছিলো। রোমানিয়া এযাবৎ যা বলেছে তা সবই তার বানানো। মিঃ ভোলের হাত থেকে মুক্তি পাবার মানসেই সে এসব গল্প ফেঁদেছে।

রোমানিয়া হীলজারের স্বীকারোক্তির পর সব মামলাটাই একেবারে ঝুলে পড়লো। সরকারী পক্ষের কাউন্সেল অবশ্য আরো খানিকটা চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। বিচারক স্যার চার্লসও আরো দু'চারজন সাক্ষীকে ডেকে পাঠাবার অনুমতি দিলেন। অবশেষে মিঃ ভোলের ডাক পড়লো। তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দৃঢ়কণ্ঠে তার কাহিনী বর্ণনা করে গেলেন। হাজার জেরাতেও তাকে এতটুকু বিচলিত করা গেলো না।

এরপর স্যার চার্লস মূল ব্যাপারটা সংক্ষিপ্তভাবে জুরীদের কাছে খুলে বললেন। যদিও তিনি পুরোপুরি মিঃ ভোলের নির্দোষিতার অনুকূলে মত পোষণ করলেন না, তাহলেও জুরীদের ভেতর একটা প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেলো। তারা সমগ্র ঘটনাটা ভালভাবে বিবেচনা করে মিঃ ভোলকে নির্দেশ বলে অভিমত প্রকাশ করলেন। আদালতের বিচারে নিঃসংশয় প্রমাণের অভাবে মুক্তি পেলেন মিঃ ভোল।

মিঃ মেহর্ন তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি এখন তাঁর মক্কেলের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ব্যস্ত।

উত্তেজনাবশত চোখ থেকে চশমাটা খুলে কাপড় দিয়ে মুছতে যাবেন, অকস্মাৎ কি মনে করে থেমে গেলেন। দিন দুয়েক আগে তাঁর স্ত্রী তাঁকে এ বিষয়ে সচেতন করে দিয়েছেন—এটা তোমার একটা মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গেলো দেখছি! চশমাটা একবার না মুছে তুমি যেন কোনো কাজই করতে পাবো না!

কথাটা মনে পড়তে মেহর্ন মৃদু হাসলেন। মুদ্রাদোষ একটা বিচিত্র ব্যাপার! অনেক সময় মানুষ নিজেই তার মুদ্রাদোষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন নয়। এ বিষয়ে নানান রকম মনস্তাত্ত্বিক প্রবন্ধও লেখা হয়েছে।

এই মামলাটা বড়ই জটিল। বড় বিচিত্র! বিশেষ করে ওই অস্ট্রিয়ান মেয়েটা, রোমানিয়া হীলজার। প্যাডিংটনে যখন তাকে প্রথম দেখেন তখন এতটা বুঝতে পারেন নি। আজ যেন আদালতে দাঁড়িয়ে একটা ফুটন্ত ফুলের মতোই জ্বলজ্বল করছিলো। রোমানিয়া সত্যই রূপসী' এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। চিঠিটা প্রকাশ হয়ে যাবার পর বিব্রতা নতমুখী রোমানিয়ার মুখের ছবিটা মনে পড়লো মেহর্নের। চোখ বুঁজলেই তিনি যেন স্পষ্ট সব দেখতে পাবেন। রুদ্ধ হতাশায় মাথা হেঁট করে নিজেই নিজের হাত মোচড়াচ্ছে রোমানিয়া এটা যে একটা মুদ্রদোষ সে সম্বন্ধে যেন কোনও খেয়াল নেই ওর।

সত্যিই মুদ্রাদোষ বড় বিচিত্র ব্যাপার! মিঃ মেহর্নের হঠাৎ মনে পড়লো উত্তেজনার মুহূর্তে ওই রকমভাবে হাত মোচড়াতে তিনি যেন আর কাউকে দেখেছেন। বেশি দিনের কথা নয়। খুবই সাম্প্রতিককালেব ঘটনা। কিন্তু ঠিক মনে আনতে পারছেন না। কে?... কে.. , অস্থিরভাবে নিজের কপালে টোকা দিলেন তিনি। অকস্মাৎ

দাঁড়িয়ে পড়লেন বোবা হয়ে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসও বুঝি বন্ধ হবার উপক্রম!.... সেই মেয়েটা।.... এডেন স্ট্রীটেব সেই মেয়েটা...মিস মগসন...!

মিঃ মেহর্নের সারা অঙ্গ পাথর হয়ে গেলো।—অসম্ভব। এ হতেই পারে না।...কিন্তু রোমানিয়া হীলজার, সে তো তার গত জীবনে একজন পেশাদার অভিনেত্রীই ছিলো!

পেছন থেকে সরকারি পক্ষের সলিসিটার এসে মেহর্ন-এর পিঠ চাপড়ালেন!

'সাবাস! আপনি যা করেছেন তা অবিশ্বাস্য! লোকটার বাঁচার কোনো আশাই ছিলো না। চলুন, মিঃ ভোলের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।'

কিন্তু মেহর্নের তখন অন্য দিকে হুঁশ নেই। কোনওরকমে ঘাড় নেড়ে ভদ্রলোকের পাশ কাটালেন। তিনি এখন একবার রোমানিয়াকে দেখতে চান। একবার দাঁড়াতে চান রোমানিয়ার মুখোমুখী!

দু'তিন দিনের মধ্যে সেটা সম্ভব হলো না। অবশেষে একদিন তাব সাক্ষাৎ পেলেন। সেই ড্রয়িংরুমের মধ্যেই একটা বেতের সোফায় গা এলিয়ে একা একা বসেছিলো বোমানিয়া। বাসায় আর কেউ ছিলো না।

'তাহলে আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন দেখছি!'

মেহর্নের প্রশ্নের উত্তরে শান্তস্বরে জবাব দিলেন বোমানিয়া।

'মগসনের মুখের কথা বলছেন?... ওটা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। অল্প মেকআপেই সম্ভব। তাছাড়া ঘরের আলোটার কথাও স্মরণ করুন। ভাল করে খুঁটিয়ে দেখার পক্ষে সেটা মোটেই যথেষ্ট ছিলো না।

'কিন্তু কেন?... কেন...?'

'কেন আমি একলা এক হাত দেখে নিলাম!' মৃদু হাসলেন রোমানিয়া। গতবারের এই উক্তিটা বোধহয় তার মনে পড়লো। 'আপনি বলুন, এছাড়া আমার আর কী-ই বা পথ ছিলো! যে-কোনো উপায়েই হোক আমায় ওকে বাঁচাতে হবে। আর সতীস্বাধ্বী স্ত্রীর কথা কি আদালত বিশ্বাস করতো। প্রথম যৌবনে বেশ কিছুদিন আমি বিভিন্ন পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে বেড়িয়েছি। জনসাধারণের মনের গতি প্রকৃতি আমার ভালোভাবেই জানা। তার ওপর নির্ভর করেই মোটামুটি সব ব্যাপারটা সাজাতে চেষ্টা করেছি।'

'আর সেই চিঠির বাণ্ডিল?'

'ওটা যে সম্পূর্ণ সাজানো ব্যাপার তাও কি এখনো বলে দিতে হবে?'

'ম্যাক্স বলে তাহলে কেউ নেই?'

'আমার জগতে অন্তত নেই... এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত।'

'তবুও আমার দৃঢ় বিশ্বাস,' আমতা আমতা করতে লাগলেন মিঃ মেহর্ন, 'সহজ পথেই আমরা তাকে মুক্ত করতে পারতাম!'

'সে ঝুঁকি নেবার সাহস আমার ছিলো না। আপনি তাকে নিরপরাধ বলেই বিশ্বাস করেছিলেন......'

'আর আপনি?... আপনি কি...'

'আর সেদিন দেখা মাত্রই ওকে অপরাধী বলে বুঝতে পেরেছিলাম। তবু... তবু... আমি যে ওকেই ভালবাসি, মিঃ মেহর্ন!'

❑ **উইটনেস ফর দ্য প্রসিকিউশন** **অনুবাদ ঃ অসিত মৈত্র**

১০

শেষ মুহূর্ত





গোড়ার কথা

ফায়ারপ্লেস ঘিরে যারা বসেছেন তাঁরা সবাই হয় পেশাদার আইনজীবি নয় আইন সম্পর্কে অনেকের চেয়ে বেশি আগ্রহী। এঁদের মধ্যে আছেন সলিসিটর মার্টিনডেল, রুফুস লর্ড, কে.সি। হালে কারস্টেয়ার্স মামলায় যে সবার নজর কেড়েছে সেই ছোকরা উকিল ড্যানিয়েলও এসে ভিড়েছে, এছাড়া ক'জন ব্যারিস্টারও আছেন এঁদের মধ্যে। পাশাপাশি আরও যারা আছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বিচারক ক্লিভার, লিউইস অ্যাণ্ড ট্রেণ্ড সলিসিটর্স প্রতিষ্ঠানের অন্যতম অংশীদার মিঃ লিউইস, আর আছেন প্রবীণ আইনজীবী মিঃ ট্রিভ্‌স।

আশি ছুঁই ছুঁই মিঃ ট্রিভ্‌স শুধু অভিজ্ঞ আইনজীবী নন, তিনি রীতিমত এক ঝানু উকিল। এক নামী সলিসিটর্স ফার্মের তিনি অন্যতম সদস্য। শুধু সদস্য বললে কমই বলা হবে, বলা উচিত মিঃ ট্রিভ্‌স ঐ ফার্মের সবচেয়ে নামী আর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। আইন যার নখদর্পণে সেই মিঃ ট্রিভ্‌স আদালতের আঙ্গিনার বাইরেও এ পর্যন্ত কত যে জটিল মামলার কিনারা করেছেন তার হিসেব নেই। বিখ্যাত নারীপুরুষদের জীবনের অজানা ইতিহাস তাঁর চেয়ে বেশি জানেন এমন লোক ইংল্যাণ্ডে আর একজনও আছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। পাশাপাশি অপরাধ শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম আছে। বিচার বিবেচনা যাদের কম এমন অনেকের মতে মিঃ ট্রিভ্‌সের এখন স্মৃতিকথা লেখা উচিত, অবশ্য এ বিষয়ে মিঃ ট্রিভ্‌স নিজে তাদের চেয়ে অনেক বেশি জানেন। অনেক বিষয়েই তিনি অনেকের চেয়ে বেশি জানেন যা বই হয়ে ছেপে বেরোলে মারাত্মক পরিণতি ঘটতে পারে। আইনজীবীর পেশা থেকে মিঃ ট্রিভ্‌স অনেকদিন হল অবসর নিয়েছেন, এবং আইন সম্পর্কে তাঁর মত এক বিশেষজ্ঞের অভিমত ঐ পেশার সঙ্গে যারা যুক্ত তাঁরা শ্রদ্ধা সহকারে শোনেন। ঘরের ভেতরে সমবেত কথাবার্তায় চাপা গুঞ্জনের মধ্যে মিঃ ট্রিভ্‌সের সরু গলা একেকবার চড়া পর্দায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাকি সবাই চুপ করে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের জন্য ঘরের ভেতরে বিরাজ করছে এক শ্রদ্ধাময় নীরবতা। এই সেদিন ওল্ড বেইলি আদালতে একটা গুরুত্বপূর্ণ মামলার ফয়সালা হয়েছে, সেই মামলা নিয়েই আলোচনা করছেন আইনজ্ঞেরা। মামলাটা ছিল খুনের, সন্দেহক্রমে পুলিশ যাকে গ্রেপ্তার করেছিল, বিচারক তাকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন। উপস্থিত আইনজ্ঞেরা ঐ মামলার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিয়ে আলোচনায় মেতেছেন, নানাভাবে বিচারপদ্ধতির সমালোচনাও করছেন।

নিজের পক্ষের সাক্ষিদের একজনের ওপর আস্থা রাখতে গিয়েই মারাত্মক ভুল করেছিল বাদী বা সরকারীপক্ষ— বিবাদী বা আসামি পক্ষের উকিলকে তিনি কি দারুণ সুযোগ করে দিচ্ছেন প্রবীণ সরকারী উকিল ডেপ্লিচের তা অবশ্যই আঁচ করা উচিত ছিল। কাজের মেয়েটির দেয়া সাক্ষ্যের পুরোটাই কাজে লাগালেন বিবাদীপক্ষের ছোকরা উকিল আর্থার। বিচার্য বিষয়ের পর্যালোচনা সঠিক পরিপ্রেক্ষিতেই করছিলেন বেন্ট মোর, কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে— জুরিবৃন্দ কাজের মেয়েটির বিবৃতি বিশ্বাস করে বসেছেন। এই জুরিদের নিয়েই হয় যত মুশকিল—কখন কি যে ওঁদের মাথায় ঢুকে পড়বে আগে থেকে তার কিছুই আঁচ করা যায় না। আর একবার ওঁদের মাথায় কিছু ঢুকে পড়লে হাজার চেষ্টা করেও তা বের করে আনা যায় না। শাবল প্রসঙ্গে কাজের মেয়েটি সাক্ষির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যা বলল জুরিরা তাই সত্যি বলে হজম করে নিলেন আর তাতেই যা হবার হয়ে গেল।

মামলাটি সম্পর্কে এতক্ষণ সবাই যে যার মতামত দিচ্ছিলেন, কিন্তু টুকরো টুকরো সেসব মন্তব্য অসম্পূর্ণ মনে হওয়ায় সবার আড়চোখের চাউনি গিয়ে ঠিকরে পড়ল প্রৌঢ় মিঃ ট্রিভ্‌সের দিকে। কারণ, এই মামলার প্রসঙ্গে এখনও পর্যন্ত একটি শব্দও তিনি উচ্চারণ করেননি। উপস্থিত সবাই যে তাঁদের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় সহযোগীর মুখ থেকে ঐ প্রসঙ্গে শেষ কথা শুনতে আগ্রহী তা-ই স্পষ্ট হয়ে দাঁড়াল।

চেয়ারের পিঠে ঠেশ দিয়ে মিঃ ট্রিভ্‌স কিছুটা আনমনাভাবেই তাঁর চশমার কাচ মুছছিলেন, সবাই কথাবার্তা থামিয়ে সাগ্রহে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে তিনি মুখ তুলে বললেন, "কি হল? আপনারা আমায় কোনও প্রশ্ন করছিলেন?"

'হ্যাঁ স্যর", ছোকরা উকিল লিউইস বললেন, "আমরা ল্যামেস্ট কেস নিয়ে কথা বলছিলাম।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ," মিঃ ট্রিভ্‌সের গলায় আগ্রহ ফুটল, "আমিও তাই ভাবছিলাম।"

ঘরের ভেতরে সীমাহীন নিস্তব্ধতা মেঝেতে সূঁচ পড়লে সেই আওয়াজও শোনা যাবে।

"কিন্তু ভয় হচ্ছে, একই ভাবে চশমার কাচ মুছতে মুছতে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স, "আমার কথাগুলো কাল্পনিক মনে হবে।"

"এই বয়সে আমার মত যে কারও মতামত যে কারও মতামত কল্পনা-ঘেঁষা শোনাবে সেটাই তো স্বাভাবিক।"

'হ্যাঁ, স্যর, সে ঠিকই," সায় দেবার সুরে বলল ছোকরা উকিল। লিউইস, কিন্তু মিঃ ট্রিভ্‌সের এই মন্তব্যে সে যে ধাঁধায় পড়েছে তার চোখের চাউনি দেখেই তা বোঝা গেল।

"আইন সংক্রান্ত যে সব পয়েন্ট এতক্ষণ আপনারা তুলছিলেন," মিঃ ট্রিভ্‌স বললেন, "নিঃসন্দেহে সেসব যথেষ্ট আকর্ষণীয় আর দামি ঠিকই কিন্তু আমি ভাবছিলাম অন্য কথা—ঐ মামলার রায় অন্যরকম হলে আপিল করার একটা ভাল সুযোগ পাওয়া যেত। আমি বলব—না থাক, এ বিষয়ে আমি এক্ষুণি বিশদ করে কিছু বলতে চাইছি না। তো যা বলছিলাম, আইনের পয়েন্ট নয়। এই মামলায় যারা জড়িত আমি তাদের কথাই ভাবছিলাম।"

তাঁর কথা শুনে সবাই অবাক হলেন। মিঃ ট্রিভ্‌সের সঙ্গে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ সবাই যেন নতুন করে উপলব্ধি করলেন। ঠিকই তো, সাক্ষি হিসেবে কে কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তা নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়? ঐ মামলায় যারা জড়িয়ে পড়েছে তাঁরা কেউ সেটাও মাথা ঘামান নি।

"অথচ এরা সবাই আমাদের মতই মানুষ, বুঝলেন কিনা," স্বভাবসিদ্ধ বিজ্ঞের ভঙ্গিতে বলতে লাগালেন মিঃ ট্রিভ্‌স, "নানারম চেহারা আর আকৃতি বিশিষ্ট মানুষ এরা সবাই। এদের মধ্যে প্রখর বুদ্ধির অধিকারী, আবার কেউ বা গবেট, আক্ষরিক অর্থে নির্বোধ। ল্যাংকাশায়ার, সুটল্যাণ্ড, ইটালি আর আমেরিকা থেকে এসেছে এরা। নভেম্বর মাসের এক কুয়াশামাখা সকালে এরা সবাই এসে জুটেছে লণ্ডনের ফৌজদারি আদালতে। ঘটনা যা ঘটেছে তা'তে ওদের সবারই কিছু না কিছু ভূমিকা আছে যার পরিণতি এই খুনের মামলা।"

একদমে এতগুলো কথা বলে একটু থামলেন মিঃ ট্রিভ্‌স, দম নিতে হাঁটুর ওপরে আলতো করে কিছুক্ষণ হাত বোলালেন। উপস্থিত সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে, তাঁর কথা শুনতে কান খাড়া করে আছে সবাই।

'ভাল জমাট গোয়েন্দা গল্প পড়তে আমার খুব ভাল লাগে, বুঝলেন!' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবাব মুখ খুললেন মিঃ ট্রিভ্‌স। "কিন্তু গোয়েন্দা গল্প যারা লেখে তারা প্রায় সবাই একই ভুল করে, খুনের ঘটনা ঘটিয়ে ওরা গল্প বলতে শুরু করে। কিন্তু খুনের ঘটনা তো সবার শেষে ঘটানো উচিত, তাই না? আসল গল্প শুরু হয় তার ঢের আগে—খুনের কয়েক বছর আগের ঘটনাবলী থেকে—তারপরে সেইসব ঘটনাব স্রোত নির্দিষ্ট দিনের এক নির্দিষ্ট সময়ে কিছু নারী ও পুরুষকে এনে হাজির করে এক নির্দিষ্ট জায়গায়। কিচেনেব ঐ রাঁধুনি মেয়েটির কথাই ধরুন না—নিজের -প্রেমিকটিকে ওভাবে আঁকড়ে না ধরলে ও কখনোই আসামি পক্ষের প্রধান সাক্ষি হত না। তারপর গে গাইসেপ্পি আনতোনেল্লি যে এক মাসের জন্য ওর ভাই-এর জায়গায় বদলি কাজ করতে আসছে। ভাইটির তো চোখ থেকেও অন্ধ, কিন্তু তীক্ষ্ণ চাউনি মেলে গাইসেপ্পি যা দেখেছে তা ওর নিজের চোখে ধরা পড়েনি। ৪৮ নং বাড়ির রাঁধুনির সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি না করলে বিটের পাহারায় যেতে সেপাইটির দেরি হত না..." মৃদু ঘাড় নেড়ে বলতে লাগলেন মিঃ ট্রিভ্‌স, "একটি নির্দিষ্ট জায়গায় এসে মিলিত হচ্ছে সবাই .. তারপরে সময় এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সবাই উদগ্রীব

হয়ে উঠেছে চরম মুহূর্ত বা জিরো আওয়ার-এর জন্য। হ্যাঁ, সবারই নজর সেই জিরো আওযাবের দিকে," বলতে বলতে অল্প শিউরে উঠলেন মিঃ ট্রিভ্‌স।

"স্যার, আপনি ঠাণ্ডায় কাঁপছেন," ছোকরা উকিল লিউইস বলে উঠল, "আগুনের আরও কাছে এসে বসুন।"

"আরে না, ও কিছু নয়," বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ ট্রিভ্‌স, "রাত বাড়ছে, এবাবে বাড়ি না ফিরলেই নয়," বলে অমায়িক হাসি হেসে উপস্থিত সবাইকে ঘাড় অল্প ঝুঁকিযে অভিবাদন জানিয়ে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপ, তাবপরে রুফুস লর্ড কেসি এমন একটি মন্তব্য করলেন যার সারমর্ম হল মিঃ ট্রিভ্‌স আর বেশিদিন বাঁচবেন না।

"অসাধারণ তীক্ষ্ণ ধী," বললেন বিচারক স্যাব উইলিয়াম ক্লিভার, "কিন্তু তাতে লাভ কি, ঐ বুদ্ধি দিয়ে তো মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না।"

"শুনেছি ওঁর হার্টের অবস্থাও ভাল নয়," বললেন রুফুস লর্ড, "যে কোনও মুহূর্তে হার্ট ফেল করে মারা যেতে পারেন।"

"আমি শুনেছি উনি নিজের স্বাস্থ্যেব যথেষ্ট যত্ন নেন," বলল ছোকরা উকিল লিউইস।

যার উদ্দেশ্যে এসব বলা সেই মিঃ ট্রিভ্‌স ততক্ষণে নিজের ডিমলারে চেপে শহরের এক নিভৃত এলাকায় তাঁর বাড়িতে পৌছে গেছেন। খাস আর্দালি গা থেকে ওভারকোট খুলে নেবার পরে ধীরপায়ে মিঃ ট্রিভ্‌স এসে ঢুকলেন তাঁর সুসজ্জিত লাইব্রেরীতে। ফায়ারপ্লেসের গনগনে কয়লার আগুনে ঘরেব ভেতরটা বেশ গরম হয়ে উঠেছে। মিঃ ট্রিভ্‌স-এর শোবার ঘর খানিক তফাতে, হার্টের অবস্থা ভাল নয বলে সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে ওঠা তিনি বহুদিন হল ছেড়ে দিয়েছেন।

লোহার শিক দিয়ে আর্দালি ফায়ার প্লেসের আগুন উস্‌কে দিয়ে বেরিয়ে যেতে মিঃ ট্রিভ্‌স আগুনের কাছে তাঁর চেয়ারটিতে বসলেন, টেবিলের ওপরে জমে থাকা চিঠিগুলো হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিলেন। কিন্তু খানিক আগে ক্লাবে মামলা আর গোয়েন্দা গল্পের প্রসঙ্গে যে কল্পনার খসড়া তিনি এঁকেছেন তা থেকে মিঃ ট্রিভ্‌স তখনও নিজেকে সবিয়ে আনতে পারেন নি।

"এখনও," মনে মনে নিজেকে লক্ষ করে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স, 'কোনও খুনের নাটক ধীবে ধীবে হয়ত তার নিজস্ব পথে এগিয়ে চলেছে বাস্তবে পরিণত হবার দিকে। এমনই কোনও গোয়েন্দাকাহিনী যদি আমি নিজে লিখতাম তাহলে ঠিক এইভাবে শুরু করতাম—". ....এক বয়স্ক ভদ্রলোক আগুনের ধাবে বসে তাঁর নামে ডাকে আসা চিঠিগুলো খুলে পড়ছেন—এদিকে চরম মুহূর্ত বা জিরো আওয়ার যে ধীর নিশ্চিত গতিতে পা ফেলে এগিয়ে আসছে সেই খোঁজ তিনি রাখেন না......

খানিকটা আনমনা ভাবেই একটা খামের মুখ খুললেন মিঃ ট্রিভ্‌স, ভেতরের চিঠিটা বের করে আনলেন। উদাস, আনমনা ভঙ্গিতে চিঠিব বয়ান পড়তে লাগলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাঁর হাবভাব পাল্টে গেল, কল্পনার দুনিয়া থেকে কঠোব বাস্তবে ফিরে এলেন তিনি।

'হায় কপাল!' নিজের মনে আক্ষেপের সুরে বলে উঠলেন মিঃ ট্রিভ্‌স, "কি আপদ! কি ভীষণ বিশ্রি ব্যাপার! এতগুলো বছর পরে আবার!"

নাঃ! এতদিন যা কিছু করব বলে ভেবে এসেছি এ দেখছি সে সব ঠিক পাল্টে দেবে!"

খোল খোল দ্বার, রাখিওনা আর বাহিরে

ফেব্রুয়ারী ১১

হাসপাতালের বেডে শায়িত লোকটি শরীর অল্প তোলার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসরোধ হবাব মত চাপা গোঙানীর আওয়াজ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। ওয়ার্ডের নার্স-ইন-চার্জ নিজের টেবিলে বসে কিছু কাজ করছিলেন, গোঙানীর আওয়াজ কানে যেতে তিনি ছুটে এসে দাঁড়ালেন সেই বেড-এর পাশে, শিয়রের বালিশ

দুটো ঠিকঠাক করে নার্স ধরে ধরে লোকটিকে সুবিধাজনক ভঙ্গিতে শুইয়ে দিলেন। অ্যান্ড্রু ম্যাকহোয়ার্টার এর মুখে কথাটি নেই, শুয়োরের মত চাপা ঘোঁতঘোঁত শব্দ করে সে তাঁকে ধন্যবাদ জানাল।

এই মুহূর্তে ভেতরে ভেতরে অ্যান্ড্রু চাপা বিক্ষোভ আর তিক্ততার জ্বালায় ফুঁসছে। অথচ এতক্ষণে সবকিছু শেষ হয়ে যেতে পারত, সবার সব ধরাছোঁয়ার বাইরে সে অনায়াসে চলে যেতে পারত। সমুদ্রের ধারে খাড়া পাহাড়ের ওপরে ঐ হতচ্ছাড়া নচ্ছার গাছটাই তো সব কেঁচিয়ে দিল। মনে মনে গাছটাকে জাহান্নামে পাঠাল অ্যান্ড্রু, শীতের রাতের প্রচণ্ড ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করে যেসব প্রেমিক-প্রেমিকা পীরিতির টানে ঐ খাড়া পাহাড়ে গিয়ে জোটে, তাদেরও সবাইকে সে একইভাবে পাঠাল জাহান্নামে। সেরাতে আশেপাশে ঐরকম কয়েকজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা (আর অবশ্যই হতচ্ছাড়া গাছটা) না থাকলে সে যা ভেবে রেখেছিল তাই হতে পারত—খাড়া পাহাড় থেকে মরণঝাঁপ দিয়ে জলে পড়া। বরফের মত কনকনে ঠাণ্ডা জলে হাবুডুবু খেতে খেতে প্রাণে বাঁচার তাগিদে কিছুক্ষণ হাত-পা এলিয়ে এলে অতলে তলিয়ে যাওয়া—মূল্যহীন এবং অকেজো অপদার্থের অভিশপ্ত জীবনের অবসান।

কিন্তু বাস্তবে সেসব কিছুই ঘটল না, তার বদলে ভাঙ্গা কাঁধ নিয়ে সে এখন পড়ে আছে হাসপাতালের বেড-এ, কি নিদারুণ হাস্যকর পরিণতি! কাঁধের হাড় জোড়া লাগলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হয়ত ছেড়ে দেবে অ্যান্ড্রুকে, কিন্তু তার দুর্ভোগ সেখানেই শেষ হবে না। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পরে আত্মহত্যার প্রচেষ্টার অভিযোগে পুলিশ যে তাকে ফৌজদারি আদালতে আসামির কাঠগড়ায় তুলবে তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই।

জীবনটা যখন তার নিজের, তখন নিজের হাতে তা শেষ করে ফেললে পুলিশের বাবার কি, এটাই বুঝে উঠতে পারছে না অ্যান্ড্রু।

আর যদি এর উল্টো হতো, তাহলে? অ্যান্ড্রুর আত্মহত্যার প্রচেষ্টা সফল হলে অস্থির আর অসুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন এক যুবক এই বিশেষণে ভূষিত করে সবাই পবিত্র আর শান্ত পরিবেশে তার লাশ সমাধিস্থ করত।

অস্থির আর অসুস্থ মানসিকতাসম্পন্নই বটে! অ্যান্ড্রু নিজে আজ যেখানে দাঁড়িয়ে ঠিক সেই অবস্থায় এসে পৌঁছোলে অন্য যে কোনও মানুষের পক্ষে আত্মহত্য করা হত সবচেয়ে যুক্তি সঙ্গত, বুদ্ধিমানের কাজ।

অ্যান্ড্রুর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছিল, তার বউ আরেকজনকে ভালবেসে চলে গিয়েছিল তাকে ছেড়ে, চাকরিবাকরি নেই, নেই কোনও রোজগার। এর ওপর ভালবাসা, স্বাস্থ্য, আশা, এসব শব্দ তার দুনিয়া থেকে পুরোপুরি মুছে গিয়েছিল। শুধু নিজের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটালে তবেই এই সব হারানোর অব্যক্ত যন্ত্রণার হাত থেকে সে অনিবার্যভাবে মুক্তি পেত।

কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছু ঘটলনা—মুক্তি পাবার সোপানে পা বাড়িয়ে মুক্তির বদলে আজ আবার নতুন করে এক মন্দভাগ্যের কবলে পড়েছে অ্যান্ড্রু যা সবার চোখে তাকে করে তুলেছে হাস্যকর—অ্যান্ড্রু আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল এই অভিযোগে পুলিশ তাকে আদালতে হাজির করার পরে পবিত্রতার প্রতিমূর্তি সেজে এক বিচারক নিজের জীবন নিয়ে এভাবে ছেলেখেলা করাব জন্য তাকে আচ্ছা করে ধমকে দেবেন।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে একসময় অ্যান্ড্রুর মনে হল যেন তার প্রচণ্ড জ্বর আসছে। ভেতরের রাগ চাপা গোঙানীর আওযাজ করে বেরিয়ে এল, শুনতে পেয়ে নার্স আবার এসে দাঁড়লেন তার পাশে। একমাথা লাল চুল কমবয়সী যুবতী নার্সের চোখে অনুভূতিহীন ফাঁকা চাউনি।

"আপনার কি কষ্ট হচ্ছে?" জানতে চাইলেন নার্স।

"একটুও না, ধন্যবাদ।"

"আপনাকে একটা ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি।"

"দরকার নেই। আপনি কি মনে করেন একটু যন্ত্রণা আর চেষ্টা করেও ঘুমোতে না পারা, এসব সইবার ক্ষমতা আমার নেই?"

"ডাক্তার আপনাকে একটু কিছু খেতে বলেছেন।" বলে হাসলেন নার্স, শান্ত সংযত হাসি।

"ডাক্তারের বলায় আমার কিছু যায় আসে না," খানিকটা রুক্ষভাবেই বলল অ্যান্ড্রু। কোনও মন্তব্য না করে নার্স এক গ্লাস লেমোনেড নিয়ে এলেন তার কাছে। লজ্জাজড়ানো গলায় অ্যান্ড্রু এবারে বলল, "অভদ্র ব্যবহার করে থাকলে দয়া করে মাপ করবেন।"

"থাক ঢের হয়েছে।" নার্স বললেন, "এ নিয়ে মাপ চাইবার কোনও দরকার নেই।"

"খালি বাধা দেয়া!" ক্ষোভ জড়ানো চাপাগলায় খেঁকিয়ে উঠল অ্যাণ্ড্রু, – "যা বলছি তাবই প্রতিবাদ কবা চাই! যাচ্চলে!"

"ছিঃ!" বাচ্চা ছেলেকে শাসন করার ভঙ্গিতে নার্স বললেন, "মিছিমিছি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? কথা শুনুন লক্ষ্মীটি, এটুকু খেয়ে নিন, দেখবেন সকালবেলা সুস্থ লাগছে।"

"অ্যাণ্ড্রু আর কথা না বাড়িয়ে নার্সের হাত থেকে গ্লাস নিয়ে কয়েক চুমুকে সবটুকু লেমনেড গিলে ফেলল।"

"আপনারা নার্সরা সবাই সমান!" খালি গ্লাসটা তাঁব হাতে তুলে দিয়ে আক্ষেপ করল অ্যাণ্ড্রু, "সেবিকা হোন আর যাই হোন আসলে আপনারা অমানুষ ছাড়া কিছু নন! মানুষের ভেতরের দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা এসব কিছুই বোঝেন না, বোঝার চেষ্টাও কনেন না?"

"সে আপনি যা খুশি আমার সম্পর্কে ভাবতে পারেন।" নার্স হাসিমুখে বললেন, "কিন্তু আপনাদের যাতে ভাল হয় অসুস্থ অবস্থায় যাতে ঠিকমত সেবাশুশ্রূষা পান আমরা প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করি।"

"এই আবার আমার মাথা গরম হয়ে উঠছে," বলল অ্যাণ্ড্রু, "প্রত্যেক কথার পাল্টা জবাব দিয়ে আপনি আমায় কিন্তু চটিয়ে দিচ্ছেন। ওরে আমার কে রে! এই যে আমি, আমার সম্পর্কে কতটুকু জেনেছেন আপনি? আপনি জানেন আমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম?"

জবাব না দিয়ে নার্স ঘাড় নেড়ে বোঝালেন ব্যাপারটা তিনি ঠিকই জানেন।

"খাড়া পাহাড় থেকে যদি আমি নিচে সমুদ্রের ঠাণ্ডা জলে লাফিয়ে পড়ি তো তাতে কার বাবার কি আসে যায়?" ব্যর্থতার ক্ষোভ চাপতে না পেরে কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠল অ্যাণ্ড্রু, "আমার বেঁচে থাকাব কোনও অর্থ ছিল না তাই তো নিজের জীবন ঐভাবে শেষ করতে গিয়েছিলাম।"

কোনও জবাব না দিয়ে নার্স তালুতে জিভ ছুঁইয়ে সহানুভূতিসূচক চুক-চুক আওয়াজ করলেন। তাতে আবও বেগে গেল অ্যাণ্ড্রু, চোখের জল মুছে গলা অল্প চড়িয়ে বলল, "আমার জীবনের মালিক যখন আমি একা, তখন ইচ্ছে মতন এ জীবন আমি শেষ করতে পারব না কেন বলতে পাবেন?"

"না, ইচ্ছে মতন ওকাজ আপনি মোটেও করতে পারেন না।" এবাবে মুখ খুললেন নার্স, "কারণ ওটা ভুল পথ, ওতে সমস্যার সমাধান হয় না।"

"কেন, ভুল পথ বলছেন কেন?"

"কারণ", কেটে কেটে বললেন নার্স, "এভাবে আত্মহত্যা করা মহাপাপ। ভাল লাগুক চাই না লাগুক, বেঁচে আপনাকে থাকতেই হবে।"

"আপনার এ যুক্তি আমার বেলায় খাটে না।" জেদী একগুঁয়ে ছেলেমানুষি গলায বলল অ্যাণ্ড্রু, "আমি আত্মহত্যা কবলে না খেয়ে মরলে এমন একজনও আমার আশেপাশে নেই।"

"আত্মীয়স্বজন কেউ নেই আপনার? মা, বোন বা আর কেউ?"

"নাঃ!" বিতৃষ্ণাজড়ানো গলায় বলল অ্যাণ্ড্রু, "সুন্দর দেখতে একটা বউ একসময় ছিল বটে, কিন্তু পবে সে মাগি আমায় ছেড়ে পালিযে গিয়েছিল অন্য আরেকজনের সঙ্গে—বউ বেচারীর কোনও দোষ নেই, আমি বলব ও ঠিক কাজই করেছিল। আমার মত এক অপদার্থের সঙ্গে ও থাকতে যাবেই বা কোন দুঃখে?"

"কিন্তু আপনার বন্ধু-বান্ধব তো নিশ্চয়ই আছে," নার্স বললেন, "তাঁরা নিশ্চয়ই আপনাকে ভালোবাসেন!"

"না, তাও নেই!" ঢুলুঢুলু চোখে নার্সের দিকে তাকাল অ্যাণ্ড্রু, "প্রচুর বন্ধু-বান্ধব আছে, এমন লোক আমি নই। এত কথাই যখন বললেন নার্স, তখন একটু মন দিয়ে শুনুন আমার কথা—একসময় আমি একটা ভাল চাকরি করতাম, বাড়িতে আমার সুন্দরী বউও ছিল। ঘরে বউ আর বাইবে চাকরি নিয়ে বেশ খোশমেজাজেই আমার দিন কাটছিল। এর পরেই ঝলমলে আকাশে কালো মেঘের মত আচমকা দুঃখের দিন ঘনিয়ে এল আমার জীবনে। আমার মনিব আমার পাশে বসিয়ে একদিন গাড়ি চালাতে চালাতে দুর্ঘটনা বাধিয়ে বসলেন। গাড়ি বিমাব টাকা হাতানোর মতলবে দুর্ঘটনার সময় উনি ঘন্টায় ত্রিশ কিলোমিটাব স্পিডে

গাড়ি চালাচ্ছিলেন আদালতে এই কথাটা আমার মনিব আমায় দিয়ে বলাতে চাইলেন। কিন্তু আমি জানি দুর্ঘটনার সময় উনি কম করে পঞ্চাশ কিলোমিটার স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। মিথ্যেকথা বলা আমি একদম পছন্দ করিনা। অথচ মালিক বিমার টাকা আদায় করতে সেই মিথ্যে কথাই আমায় দিয়ে বলাতে চাইলেন। মালিকের কথামত আদালতে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা বলতে আমি রাজি হলাম না।"

"তাই নাকি?" নার্স বললেন, "তাহলে তো বলব আপনি ঠিক কাজই করেছিলেন।"

"আপনি তো বলছেন," আবার একরাশ ক্ষোভ ঝরে পড়ল অ্যান্ড্রুর গলায়, "কিন্তু এর ফল কি দাঁড়লো জানেন? মনিব রেগেমেগে আমায় চাকরি থেকে ছাঁটাই করলেন। শুধু ছাঁটাই করেই উনি থামলেন না, আড়াল থেকে এমন কলকাঠি নাড়লেন যার ফলে আমি তখন আর কোনও চাকরি জোটাতে পারলাম না। দিনরাত গাধার মত খেটেও কিছু করতে পারছি না দেখে বউ গেল রেগে, আমার এক বন্ধুর হাত ধরে সে আমায় ছেড়ে চলে গেল। চাকরি নেই, বউও আমায় ছেড়ে চলে গেছে, এই অবস্থায় টিকতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মদ ধরলাম। চাকরি দু'একটা জুটল ঠিকই কিন্তু দিনরাত মদ খাবার ফলে সেসব চাকরির একটাও টিকল না। এদিকে আমাব স্বাস্থ্য তখন ভেঙে পড়েছে, শরীরের ভেতরটা পুরো ঝাঁঝরা হয়ে গেছে—ডাক্তার সাফ বলে দিয়েছে যে ক'দিন বাঁচব এই ভাঙ্গা স্বাস্থ্যই টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে হবে। আমার বাঁচার প্রয়োজন যে ফুরিয়ে এসেছে এই সরল সত্যটা তখন দিনের আলোর মত ফুটে উঠল আমার চোখের সামনে। বেশ বুঝতে পারলাম রোজ রোজ নিজেকে টেনে হিঁচড়ে বয়ে বেড়ানোর কষ্ট থেকে রেহাই পাবার সবচাইতে সহজ পথ হল আত্মহত্যা করা, কারণ আমি বেঁচে না থাকলেও কারো কিছু যায় আসে না।'

"না, না, একথা কখনও আপনি বলতে পারেন না," বিড়বিড় করে নিজের মনে বললেন নার্স।

"ওকথা তো মুখে বলছেন," অ্যান্ড্রু বলল, "কিন্তু আমি বাঁচলে কার কোন উপকার হবে তা বলতে পারেন? আমি জানি শুধু আপনি কেন, এ প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারবে না।"

'একথা কি জোর গলায় বলা যায়?' দ্বিধা জড়ানো গলায় বললেন নার্স, 'হয়ত একদিন আপনি সত্যিই দারুণভাবে কারও কোনও কাজে লাগবেন। আপনার বেঁচে থাকা কেন দরকার ছিল তা তখনই আপনি বুঝতে পারবেন।"

'কি বললেন, একদিন দারুণভাবে কারও কোনও কাজে লাগব?' নার্স যুবতীর সাদা সিধে একগুঁয়ে জবাব শুনে হাসল অ্যান্ড্রু, 'শুনে রাখুন, সেই দিনটি আমার জীবনে আর কখনও আসবে না। এর পরের বার আমি কিন্তু ঠিক মরব, কেউ আমায় বাঁচাতে পারবে না!'

'না, নাঃ!' ছেলেমানুষের মত ঘাড় ঝাঁকিয়ে আপত্তি জানালেন নার্স, 'একবার যা ভুল করার না জেনে করেছেন, কিন্তু এ ভুল ভবিষ্যতে দ্বিতীয়বার আর কখনও করতে যাবেন না।'

'কেন, যাবো না শুনি?'

'কারণ আপনি যা বলছেন তা করার ঝুঁকি কেউ নেয় না।' এটুকু বলেই থেমে গেলেন নার্স। কয়েক মুহূর্ত কিছু বলতে না পেরে শুধু জলভরা চোখ মেলে অ্যান্ড্রু অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইল নার্সের মুখের দিকে—নার্স-এর বক্তব্যের মানে বুঝতে তার বাকি নেই, সে ভবিষ্যতে আবার আত্মহত্যা করার চেষ্টা করলেও করতে পারে এমন এক শ্রেণীতে নার্স তাকে ফেলতে চাইছেন। জোরগলায় প্রতিবাদ করতে গিয়েও পারল না অ্যান্ড্রু, ভেতরের সহজাত সততা আচমকা তার মুখ চেপে ধরল। সত্যি সত্যিই কি সে আবার আত্মহত্যা করার চেষ্টা করবে? একটু আগে নার্সকে যা বলেছে বাস্তবে তাকে রূপ দেবার চেষ্টা কি সত্যি করবে সে? প্রশ্নটা মনে উঁকি দেবার সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্ড্রু বুঝতে পারল নার্স তাঁর জ্ঞান বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন তার অন্যথা কিছু হতে পারে না, একবার ব্যর্থ হলে কেউ দ্বিতীয়বার আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে না। কিন্তু একই সঙ্গে নিজের বক্তব্যে অটল থাকার এক অদম্য জেদ আর একগুঁয়েমি যেন পেয়ে বসেছে তাকে, তারই তাগিদে সে আবারও গলা চড়িয়ে বলল, "যে যাই বলুক না কেন, নিজের জীবন নিজের হাতে শেষ করার অধিকার আমার একশোবার আছে।'

'না সে অধিকার আপনার নেই!' বললেন নার্স।

'কেন, কেন নেই গো সোনা?' জানতে চাইল অ্যান্ড্রু। সে প্রশ্ন শুনে চাপা লজ্জার আবেগে যুবতী নার্স-এর মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল, গলায় ঝোলানো একরত্তি ক্রসটা দু' আঙুলে নাড়তে নাড়তে বললো, 'সে আপনি বুঝবেন না, হয় তো ঈশ্বরের আপনাকে প্রয়োজন আছে, তাই তিনি আপনাকে আত্মহত্যা করতে দেন নি, তিনি আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান।'

ফ্যাল ফ্যাল করে নার্সের মুখের দিকে তাকিয়েছিল অ্যান্ড্রু, তাঁর কথা শুনে সে কেমন হকচকিয়ে গেল। ভেতরে ব্যর্থতার ক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও নার্সের বিশ্বাসের মূলে আঘাত হানতে তার মন চাইল না। ব্যঙ্গের সুরে সে শুধু বলল, 'আমার সম্পর্কে কি ভাবেন আপনি শুনি? ভবিষ্যতে কখনও কোনও লাগামছেঁড়া ঘোড়া দৌড়ে পালাবে শহরের পথে মাথা ভর্তি সোনালি চুল কোনও বাচ্চা হয়তো সেই ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের নিচে চাপা পড়তে যাবে কিন্তু তার আগে আমি ছুটে গিয়ে সেই বাচ্চাটিকে কোলে তুলে সরিয়ে এনে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তাকে বাঁচাব, এই তো?'

'হয়ত তাই', ঘাড় নেড়ে মিষ্টি হেসে বললেন নার্স, 'কোনও কিছু না করে শুধু নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কোনও জায়গায় উপস্থিত থেকেই তা হতে পাবে। আসলে নিজের ভাবনাটা আমি এই মুহূর্তে ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না, কিন্তু এমনও তো হতে পাবে যে ভবিষ্যতে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আপনি হয়ত একটা সাংঘাতিক ভাল কাজ করে ফেলেন। অথচ কাজটা কি করলেন তা হয়ত তখনও আপনি জানেন না।' বলতে বলতে ভাবালু হয়ে উঠল নার্সের দু'চোখ,— সেপ্টেম্বর মাসের মাঝখানে হাঁটতে হাঁটতে একটি লোক অন্য আরেকজনকে ভয়ানক মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাচ্ছে এ দৃশ্য যেন ভবিষ্যৎদর্শনের মত ভেসে উঠল তাঁর চোখের সামনে।



ফেব্রুয়ারী ১২

গভীর রাত, ঘরের ভেতরে একটি মাত্র লোক, ফায়ার প্লেসের কাছে টেবিলে বসে নিবিষ্টমনে কাগজে কি যেন লিখে চলেছে। কাগজের বুকে কলমের আঁচড় কাটার শব্দ হচ্ছে খস্‌খস্‌.......খস্‌খস্‌।

লোকটি কাগজে যা লিখে চলেছে তা পড়ার মত দ্বিতীয় কেউ ধারেকাছে নেই, থাকলে কাগজের লেখা পড়লে তার বা তাদের দু'চোখ ঠিক বিস্ময়ে কপালে উঠত। কারণ লোকটি আপনমনে কাগজে যা লিখেছে তা একটি খুনের নিখুঁত ছক বা পরিকল্পনা।

লেখা শেষ হতে লোকটি একবার মুখ তুলে তাকাল, কাগজের তাড়াগুলো চোখের কাছে নিয়ে এসে খুঁটিয়ে পড়তে লাগল। এক অদ্ভুত হাসি ফুটল তার ঠোঁটে, যে হাসি এই মুহূর্তে অস্বাভাবিক ঠেকতে পারে, আর তাই অনেকের পক্ষেই তাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে হওয়া স্বাভাবিক।

কাগজের বিষয়বস্তু খুঁটিয়ে পড়ার পরে গোটা ব্যাপারটা এতক্ষণে জলের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার কাছে।

নিজের হাতে তৈরি করা খুনের পরিকল্পনা লোকটি কয়েকবার খুঁটিয়ে পড়ল। হ্যাঁ, হত্যাকাণ্ডের অনেক আগে থেকেই পরপর একাধিক ঘটনা ঘটার সম্ভাবনার উল্লেখ ঐ পরিকল্পনায় করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট কুশীলবদের কার কি প্রতিক্রিয়া হবে বিস্তারিতভাবে তাও উল্লেখ করা হয়েছে—যার ভেতরে ভালমন্দ যা কিছু আছে পরিকল্পনার আগুনে পরিণতির লক্ষে পৌঁছতে সেসব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তবু গোটা পরিকল্পনার মধ্যে কিসের যেন অভাব লোকটির চোখে পড়ল, তার মনে হল কিছু একটা উল্লেখ করতে সে ভুলে গেছে। অল্প হেসে এবারে একটি তারিখ সে বসালো ঐ পরিকল্পনায়— সেপ্টেম্বর মাসের একটি নির্দিষ্ট তারিখে।

সবশেষে লোকটি কাগজের তাড়াগুলো হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, পায়ে পায়ে ফায়াপ্লেসের কাছে এসে নিজে হাতে কাগজগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করল। তারপরে সেগুলো ফেলে দিল ফায়ারপ্লেসের গনগনে আগুনে। নিমেষে আগুন গ্রাস করল এই কাগজের টুকরোগুলোকে, খানিক আগে যত্ন করে লেখা খুনের

নিখুঁত পরিকল্পনা লেখা কাগজের টুকরোগুলো দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল, পরিকল্পনায় কোনও প্রমাণ রইল না। গোটা পরিকল্পনাটি রয়ে গেল তার স্রষ্টা মাথায় সূক্ষ্মভাবে।

* * *

মার্চ ৮

সকালবেলা, ব্রেকফাস্ট টেবিলে সবে এসে বসেছেন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল, মুখোমুখি বসেছেন তাঁর স্ত্রী মেরি। মেরির দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে, থেকে থেকে রুমাল দিয়ে তিনি চোখের জল মুছলেন। কারণ মেরি দুঃখ পেয়েছেন, এবং খুবই চিন্তিত তাঁর মুখের দিকে একনজর তাকালেই তা বোঝা যাবে। প্রাতরাশ সাজিয়ে দেবার আগে মেরি চোখের জল মুছতে মুছতে একখানা চিঠি এগিয়ে দিলেন স্বামীর দিকে। মুখ নিচু করে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল চিঠিখানা পড়তে লাগলেন। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দুঁদে পুলিশ অফিসার আর ঝানু গোয়েন্দা সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল যে মায়ামমতাহীন এক নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ তাঁর চোয়ালের গড়ণ দেখেই তা বোঝা যায়। ব্যাটলের মুখখানা যেন কাঠ কুঁদে তৈরি। চিঠির বিষয়বস্তু পড়তে পড়তে তিনি যা ভাবছেন তাঁর মুখে তা ফুটে ওঠেনি।

"আমি তো এ চিঠি পড়ে বিশ্বাসই করতে পারছি না!" ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন মেরি, "শেষকালে সিলভিয়ার নামে এমন বদনাম! ওর হেডমিস্ট্রেস মিস অ্যামফ্রে লিখেছেন তোমার ছোটমেয়ে এক পাকা চোর হয়ে উঠেছে!"

সুপারিনটেণ্ডেন্ট ব্যাটল-এর পাঁচ ছেলেমেয়ের মধ্যে সিলভিয়া সবার ছোট। সিলভিয়ার বয়স ষোল। মেইড্‌স্টোনের কাছে এক স্কুলে পড়ে সে, থাকে স্কুলেরই লাগোয়া হোস্টেলে। সুপারিনটেণ্ডেন্ট ব্যাটলকে চিঠি লিখেছেন সিলভিয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মিস অ্যামফ্রে। অত্যন্ত কৌশলী আর সংযত ভাষায় তিনি যা লিখেছেন তার সারমর্ম হল বেশ কিছুদিন ধরে স্কুলের ভেতরে ছোটখাটো চুরি হচ্ছে। এসব চুরি কিভাবে হচ্ছে এবং এর পেছনে কে বা কারা আছে স্কুল কর্তৃপক্ষ অনেক চেষ্টা করেও তা জানতে পারেন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিলভিয়া ব্যাটল সবকটি চুরির অপরাধ মুখ ফুটে স্বীকার করায় এই রহস্যের কিনারা হয়েছে। এখন এই চিঠি পাবার পরে মিঃ আর মিসেস ব্যাটল যদি এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন, তাহলে তাঁদের ছোট মেয়ের অপরাধ সম্পর্কে তিনি তাঁদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করতে পারবেন। আর সেইসঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিটাও সহজে বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

মিস অ্যামফ্রের চিঠিখানা ভাঁজ করে জামার পকেটে রাখতে রাখতে ব্যাটল বললেন, "এ ব্যাপারটা তুমি আমার ওপরে নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিতে পারো, মেরি।"

মেরি কোনও জবাব না দিয়ে একমনে পট থেকে কাপে চা ঢালতে লাগলেন। সুপারিনটেণ্ডেন্ট ব্যাটল চেয়ার ছেড়ে উঠে স্ত্রীর পাশে এসে দাঁড়ালেন, আদর করে তাঁর গালে আলতো চুমু খেয়ে বললেন, "কেঁদো না সোনা, দেখে নিয়ো সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সেদিনই দুপুরের কিছু পরে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল এসে হাজির হলেন সিলভিয়ার স্কুলে, দেখা করলেন প্রধান শিক্ষিকা মিস অ্যামফ্রের সঙ্গে। শিক্ষিকার বসার ঘরে তাঁর মুখোমুখি কাঠের চেয়ারে বসলেন ব্যাটল।

বসার ঘরের দেয়ালে সবুজ বার্ণিশ, প্রাচীন গ্রিক ভাস্কর্যের কয়েকটি প্রতিরূপও আছে সেখানে। গাঢ় নীল রং-এর ঢোলা পোষাক পরে বড় চেয়ারে বসেছেন প্রধান শিক্ষিকা মিস অ্যামফ্রে, অনেকগুলো অভিধান, বিশ্বকোষ, আর আকর গ্রন্থ দু'পাশে দু'টি রিভলভিং শেলফ্-এ সাজিয়ে রাখা। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল বসেছেন তাঁর উল্টোদিকে, আক্রমণোদ্যত সিংহের ভঙ্গিতে দু'হাত হাঁটুর ওপরে রেখেছেন, তীক্ষ্ণ চোখে তিনি তাকিয়ে আছেন প্রধান শিক্ষিকার মুখের দিকে, এই মুহূর্তে যিনি তাঁর প্রতিপক্ষ।

"আসল ব্যাপার হল মিঃ ব্যাটল," গলা ঝেড়ে নিয়ে থেমে বললেন প্রধান শিক্ষিকা, "শুধু বকাঝকা বা শাসন নয়, সঠিকভাবে মেয়েটি সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। বুঝতেই পারছেন মিঃ ব্যাটল, আমি আপনার মেয়ে সিলভিয়ার কথাই বলছি। পাশাপাশি অপরাধবোধের কোনও ক্ষতিকর প্রভাব যাতে

ওর মনে না পড়ে সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে। যে অপরাধ সিলভিয়া করেছে সাধারণ ছিঁচকে চুরি ছাড়া সেগুলো আর কিছু নয়। এমন গর্হিত কাজ সে কেন করল, এর মূলে কি মানসিকতা কাজ করছে সবার আগে আমাদের সেটাই জানতে হবে। নিছক হীনমন্যতাবোধই কি এজন্য দায়ী? সিলভিয়া খেলাধুলোয় যে তেমন ভাল নয় তা আপনি জানেন, কাজেই হীনমন্যতাবোধের সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পারছি না। হয়ত এও হতে পারে যে কোনও ভিন্ন ক্ষেত্রে সিলভিয়া নিজের অহমিকাকে জাহির করতে চাইছে আর তাই বেছে নিয়েছে ছিঁচকে চুরির মত এক হীন পথকে। কিন্তু এ সম্পর্কে নিশ্চিত হবার আগে আমাদের সবদিক থেকে হুঁশিয়ার হতে হবে, আর এই কারণেই আমি চিঠি দিয়ে আপনাকে দেখা করতে বলেছি। আপনাকে আবার বলছি, মিঃ ব্যাটল, এ ব্যাপারে খুব হুঁশিয়ার হয়ে কথা বলবেন সিলভিয়ার সঙ্গে। এসবের পেছনে আসল কারণ কি, সবার আগে আমাদের সেটাই খুঁজে বের করতে হবে।'

''সেজন্যই আমি এসেছি, মিস অ্যামফ্রে,'' ভাবলেশহীন গলায় বললেন ব্যাটল, ''আপনার চিঠি আজই সকালে এসে পৌঁছেছে আমার হাতে।'

''আপনার মেয়ে অপরাধ করেছে জেনেও আমি তাকে বকাঝকা দিইনি বা কোনও কঠোর শাসন করি নি। মিঃ ব্যাটল, আমি এখনও পর্যন্ত খুবই ভাল ব্যবহার করছি ওর সঙ্গে।''

''আপনার গুণের অন্ত নেই, মাদাম'' শ্লেষজড়ানো গলায় বললেন ব্যাটল।

''সিলভিয়ার মত কচি মেয়েদের আমি কতটা ভালবাসি আশা করি তা আপনি বুঝতে পারছেন, মিঃ ব্যাটল।''

''যদি কিছু মনে না করেন, মিস অ্যামফ্রে,'' ব্যাটল বললেন, ''এবারে আমি আমার মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।''

''বেশ তো, আপনি আসুন আমার সঙ্গে,'' বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রধান শিক্ষিকা, ''সিলভিয়া কাছাকাছিই আছে। কিন্তু যা বললাম দয়া করে মাথায় রাখবেন, ও বেচারীকে ধমকচমক দেবেন না যেন। একটু ধৈর্য ধরুন।''

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল কোনও জবাব দিলেন না, তিনি যে নিজের মেয়ের ওপরে ক্ষুব্ধ হয়েছেন তাঁর চোখেমুখে এমন কোনও ভাব ফোটেনি এখনও।

প্রধান শিক্ষিকা ব্যাটলকে নিয়ে বসার ঘর থেকে বেরিয়ে দোতলার স্টাডির দিকে এগোলেন। প্যাসেজে কয়েকজন ছাত্রীর পাশ কাটালেন। তাঁরা সসম্ভ্রমে সবে দাঁড়ল, তাদের চোখের চাউনিতে ফুটে ওঠা বিস্ময় মেশানো কৌতূহল ব্যাটলের চোখ এড়াল না।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে মিস অ্যামফ্রে ব্যাটলকে নিয়ে এলেন স্টাডিতে, লাগোয়া একটি ছোট ঘরে ব্যাটলকে বসালেন মিস অ্যামফ্রে। স্টাডির লাগোয়া হলেও ঘরের ভেতরটা একতলার বসার ঘরের মত খুব একটা সাজানো গোছানো নয়। সিলভিয়াকে ডেকে নিয়ে আসতে মিস অ্যামফ্রে এগোতে ব্যাটল বাধা দিয়ে বললেন, ''এক মিনিট মাদাম। বলছিলাম যে আপনার এখানে ছিঁচকে চুরির ঘটনাগুলোর জন্য আমার মেয়ে সিলভিয়াই দায়ী, এ সিদ্ধান্তে আপনি কিভাবে এলেন?''

''মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির সাহায্যে, মিঃ ব্যাটল,'' আত্মবিশ্বাসের হাসি হেসে বললেন মিস অ্যামফ্রে, ''ওটা পুরোপুরি আমার নিজস্ব পদ্ধতি।''

''মনস্তাত্ত্বিক? হুঁম্! কিন্তু সিলভিয়ার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ কি পেয়েছেন আপনি?''

''জানি, মিঃ ব্যাটল,'' হাসি থামিয়ে বললেন মিস অ্যামফ্রে, ''আপনি এ প্রশ্ন করবেন তা আমি আগেই আঁচ করেছি। হাজার হলেও আপনি একজন পদস্থ পুলিশ অফিসার, পেশাগত প্রশ্ন আপনি তুলতেই পারেন। কিন্তু আধুনিক অপরাধবিজ্ঞানে যে মনস্তত্ত্ব ঠাঁই পেয়েছে তা নিশ্চয়ই আপনার অজানা নয়। আমার যে এতটুকু ভুল হয়নি সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন— সিলভিয়া তার নিজের দোষ মুখ ফুটে স্বীকার করেছে।''

"সবই তো বুঝলাম" ঘাড় নেড়ে বললেন ব্যাটল, "কিন্তু কিভাবে এই চুরির রহস্য সমাধান করলে
তা এখনও বলেন নি আপনি, আর আমি সেটাই জানতে চাইছি আপনার কাছে।"

"বেশ, তাহলে শুনুন," মিস অ্যামফ্রে শুরু করলেন, "বেশ কিছুদিন ধরেই মেয়েদের লকার থেকে এটা সেটা উধাও হচ্ছিল। ব্যাপারটা ক্রমে বেড়ে যেতে আমি নিজে এগিয়ে এলাম, মেয়েদের সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করে চুরির কথা বললাম, আর সেই সঙ্গে ওদের সবার চোখমুখ ওদের বুঝতে না দিয়ে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলাম। সিলভিয়ার চোখের চাউনি, আর ওর হাবভাব নজরে পড়তে চমকে উঠলাম ওযে একটা মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে আছে তা ওর চোখের চাউনিতে স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল। দেখেই বুঝলাম ও একাই এসবের জন্য দায়ী। সিলভিয়াকে ধরে ফেললেও সবার সামনে ওকে কোণঠাসা আমি ইচ্ছে করেই করলাম না, ঠিক করলাম সিলভিয়া যাতে নিজে মুখে ওর অপরাধ স্বীকার করে সেই ব্যবস্থা আমায় করতে হবে। অনেক মাথা খাটিয়ে একটা পথ বের করলাম। পথ বলতে শব্দের ধাঁধা আর কি। বুঝলেন মিঃ ব্যাটল?'

মিস অ্যামফ্রের বক্তব্য তিনি বুঝেছেন এমনভাবে ঘাড় নাড়লেন ব্যাটল।

"শেষপর্যন্ত ওতেই কাজ হল", মিস অ্যামফ্রে হেসে বললেন, "সিলভিয়া শেষপর্যন্ত স্বীকার করল যে এসব চুরি ওরই কাজ।"

"তাই নাকি!" যেন অবাক হয়েছেন এমনিভাবে বললেন ব্যাটল। অল্প ইতস্তত করে তাঁকে একা রেখে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মিস অ্যামফ্রে। ব্যাটল খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে। খানিকবাদে দরজা খোলার আওয়াজ হতে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলেন অ্যাম্‌ফ্রে নন, খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেছে তাঁর ছোটমেয়ে সিলভিয়া। ঘরে ঢুকে দরজার পাল্লা ভেতর থেকে ভেজিয়ে দিল সিলভিয়া সিলভিয়াকে দেখতে লম্বা পাতলা ছিপছিপে, মুখের গড়নও কিছুটা লম্বাটে। তার গম্ভীর মুখে শুকিয়ে যাওয়া চোখের জলের দাগ ব্যাটলের চোখ এড়াল না।

"এই যে, আমি এসেছি।" তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল সিলভিয়া। কেমন ভীরু অতিবিনীত শোনাল তার গলা এই বয়সে যা বড্ড বেমানান। ছোট মেয়ের গলায় জমে থাকা ক্ষোভ, জেদ বা অভিমানের লেশটুকু খুঁজে পেলেন না ব্যাটল।

"এই হতচ্ছাড়া জায়গায় তোমায় ভর্তি করা আমার উচিত হয়নি, সোনা", চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিলভিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাটল বললেন, "তোমার প্রধান শিক্ষিকাটি এক আস্ত গবেট, ওঁর ঘটে বুদ্ধিশুদ্ধি বলে কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না!"

'কার কথা বলছ, মিস অ্যামফ্রে?' বাপের মন্তব্য শুনে অবাক হল সিলভিয়া, "কিন্তু আমাদের তো মনে হয় উনি অনেক কিছু জানেন, বোঝেনও। এমন মানুষ খুব বেশি চোখে পড়ে না।"

"হুঁম্‌।" নিজের মনে মেয়ের উদ্দেশ্যে বললেন ব্যাটল, "তোমার মাথাটি যখন পুরোপুরি চিবিয়ে খেয়েছেন তখন পুরোপুরি গবেট ওঁকে বলা যায় না। তবু বলব তোমার লেখাপড়া শেখার উপযুক্ত জায়গা এটা নয়—আবার এও মনে হচ্ছে যে এমন ঘটনা অন্য যে কোনও জায়গাতেই ঘটতে পারত।"

"আমার ভারি খারাপ লাগছে বাবা।" কাঁদো কাঁদো গলায় বলল সিলভিয়া।

"খারাপ লাগাই তো স্বাভাবিক," বললেন ব্যাটল।

"এসো, এদিকে আমার কাছটিতে এসো।"

বাবার কথার অবাধ্য হতে পারল না সিলভিয়া, অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে পা ফেলে সে এসে দাঁড়াল তাঁর গা ঘেঁষে। দু'হাতে ছোটমেয়ের মুখখানি তুলে ধরলেন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল। তার চোখের দিকে তাকিয়ে স্নেহভরা গলায় বললেন, "ভারি কষ্ট পেয়েছো, সোনা, মনের ওপর দারুণ ঝড় বয়ে গেছে, তাই না?' সিলভিয়া জবাব দেবার আগেই তার দু'চোখ জলে, ভরে উঠল।

"চোখের জল অনেক ফেলেছো", সিলভিয়া বলতে বলতে গম্ভীর হয়ে উঠল ব্যাটল-এর গলা, আমি জানি প্রচণ্ড মানসিক দ্বন্দ্বে তোমার ভেতরটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। তবে এও মনে রেখো, শুধু বাবা বলে নয়, একজন অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার হিসেবেও আমার ছোটমেয়ে সিলভিয়াকে আমি আর সবার চাইতে

অনেক ভাল চিনি। আর তাই কোথাও কিছু একটা গোলমাল যে পাকিয়েছে তাও বেশ বুঝতে পারছি। শৈশবে অনেক বাচ্চাকেই লোভী হতে দেখা যায়, কোনও বাচ্চার মেজাজ হয় খুব খিটখিটে, আবার কোনও বাচ্চা খুব মারকুটেও হয়। কিন্তু তুমি ছিলে খুব শান্ত-শিষ্ট ঠাণ্ডা মেজাজের একটা মিষ্টি মেয়ে, তোমায় নিয়ে আমাদের কখনও কোনো অশান্তি হয়নি, কোনও ঝামেলাতেও পড়তে হয়নি। আর এই কারণেই তোমার সম্পর্কে তখন থেকেই একটা দুশ্চিন্তা দানা বেঁধেছিল আমার মনে। জেনে রেখো কারও ভেতরে যদি কোনও খুঁত থেকে থাকে যা বাইরে থেকে কারও চোখে পড়ছে না তাহলে পরে যে কোনও সময় সেটা ফেটে গিয়ে তার মানসিকতায় বড় আঘাত হানতে পারে।"

"তার মানে ঠিক আমার মত, তাই না, বাবা?" এতক্ষণে খানিকটা স্বাভাবিক শোনাল সিলভিয়ার গলা।

"হ্যাঁ, সোনা, ঠিক তোমার মত, সায় দিয়ে বললেন ব্যাটল, "আমি আসলে তোমার কথাই বলতে চাইছি।"

"মানসিক চাপ সৃষ্টি করে জোর করে তোমার মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে এটা, এসব চুরি তোমারই কাজ। পদ্ধতিটা অদ্ভুত, সন্দেহ নেই। এমন ঘটনা আমি আগে কখনও ঘটেছে বলে শুনিনি।"

"পুলিশের চাকরিতে তুমি তো অনেক চোর দেখেছো, তাই না বাবা?" সিলভিয়ার কথায় কেমন যেন চাপা অবজ্ঞা আর ঘৃণা জড়িয়ে আছে বলে ব্যাটলের মনে হল।

"হ্যাঁ, দেখেছি বইকি," ব্যাটল বললেন, "একটা দুটো নয়, প্রচুর দেখেছি। আর তাই একজন অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার হিসেবে বেশ বুঝতে পারছি যে তুমি চোর নও, এসব চুরির একটিব সঙ্গেও তুমি জড়িত নও। চোর দু'রকমের হয়— একজাতের চোর তারা যারা আচমকা লোভে পড়ে অন্যের জিনিস না বলে সরায়। আরেক জাতের চোর আছে যাবা বেশ ভেবেচিন্তে অনেক দিন ধরে মতলব এঁটে ধীরে সুস্থে পরের জিনিস সরিয়ে ফেলে। কিন্তু তুমি এই দু'জাতের কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত নও। না, সিলভিয়া, চোর নও, তুমি আসলে এক নম্বরের মিথ্যেবাদী, অবশ্য একটু অস্বাভাবিক শ্রেণীর মিথ্যেবাদী।"

"কিন্তু—" সিলভিয়া তার বাবার কথায় প্রতিবাদ করতে গিয়ে থেমে গেল। "চুরি না করেও তুমি সে দোষ নিজের বলে স্বীকার করছ, এইভাবে তুমি মিথ্যেবাদী হয়েছো।" একটু থেমে দম নিয়ে ব্যাটল বললেন, "এবারে সত্যি কথাটা বলো তো মা, ঘটনাটা কি ঘটেছিল আমায় গোড়া থেকে খুলে বলো, কিভাবে মিস অ্যামফ্রে তোমায় চাপ দিয়ে স্বীকার আদায় করেছেন আমায় খুলে বলো।"

"একদিন উনি আমাদের সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করে ভাষণ দিলেন," মাথা নিচু করে বলতে লাগল সিলভিয়া, "মেয়েদের লকার থেকে জিনিসপত্র সব উধাও হচ্ছে, এর ওপরে গুরুগম্ভীর ভাষণ আমি একদম সামনের দিকে ওঁর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে শুনছিলাম, তখনই লক্ষ্য করলাম ভাষণ দেবার সময় উনি একদৃষ্টে আমারই চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন, কেমন অদ্ভুত সে চোখের চাউনি। এত মেয়ের মধ্যে উনি যে আমাকেই চোর বলে ধরে নিয়েছেন তা ওঁর চোখের সেই চাউনিতেই সেদিন ফুটে উঠেছিল। দেখলাম কয়েকজন মেয়েও ওঁর সেই চাউনি অনুসরণ করে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, সে যে কি অস্বস্তি তা বলে বোঝাতে পারব না। ওদের দেখাদেখি বাকি মেয়েরাও ইশারায় আমায় দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করতে লাগল। সেদিন আর কিছু হল না। এর ক'দিন বাদে একদিন সন্ধ্যের পরে মিস অ্যামফ্রে এই ঘরে আমাদের নিয়ে এক ধাঁধার খেলা খেললেন, শব্দের ধাঁধা। উনি একটা করে শব্দ বলবেন আর আমাদেব একেকজনকে আলাদা ভাবে সেই শব্দের সঙ্গে খাপ খায় এমন কোনও শব্দ চটপট বলতে হবে।"

"হুঁম্!" বিরক্তিমুখে আওয়াজ করে ব্যাটল বললেন, "তারপর কি হল?"

মুখে শব্দেব ধাঁধা বললেও মিস অ্যামফ্রে কি করতে চাইছেন তা আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলাম।" থেমে থেমে বলতে লাগল সিলভিয়া, "আর বোঝার সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীর যেন অবশ হয়ে আসছিল। ফুল, কাঠবেড়ালি, ইঁদুর, বাঁদর, এমন অনেক উল্টোপাল্টা শব্দ মনে মনে আওড়ালাম, যে শব্দটা উনি আমার মুখ থেকে শুনতে চাইছেন তা চেপে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করলাম। মিস অ্যামফ্রে এদিনও এমনভাবে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন যেন চোখের চাউনিতে আমার ভেতরটা ফুঁড়ে দেবেন। এরপর

একদিন উনি আমায় ওঁর বসার ঘরে ডাকলেন। আমি যেতে খুব শান্ত ভাবে আস্তে আস্তে উপদেশ দেবার ঢং-এ কিছু কথা বলেন যা শোনর পরে আমি ভেঙ্গে পড়লাম, মুখ ফুটে বলতে বাধ্য হলাম। এতদিন ধরে যা ঘটেছে সেসব আমারই কাজ, আমিই এজন্য দায়ী। ওঃ বাবা, বিশ্বাস করো কথাটা যেন উনি সেদিন আমার মুখ থেকে আদায় করে ছাড়লেন, আর বলাতে পেরে আমারও বুকের ভেতর থেকে একটা বোঝা যেন নেমে গেল বলে মনে হল!"

"বুঝলাম!" সিলভিয়ার চিবুকে আলতো টোকা দিতে দিতে বললেন ব্যাটল, "তাহলে এই হল ব্যাপার!"

"হ্যাঁ, বাবা," সিলভিয়া বলল, "তুমি কিছু বুঝলে?"

"না, মা," সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল বললেন।

"আমায় তো ঐভাবে কেউ গড়েনি, তৈরীও করেনি, তাই এসব কিছুই আমার মাথায় ঢোকে নি। আমি কিভাবে তৈরী হয়েছি শুনবে? ধরো, অন্যায় আমি করিনি কেউ যদি সেই অন্যায় করেছি বলে আমায় দিয়ে জোর করে স্বীকারোক্তি করাতে চায়, তাহলে আমি আগুপিছু কিছু না ভেবে তার চোয়ালে এমন এক ঘুঁষি মাবব যাতে এক ঘায়ে তার কয়েকটা দাঁত নড়ে যায়। তোমার বেলায় কি ঘটেছে তা কিছুটা আঁচ করতে পারছি—ঐ গবেট মিস অ্যামফ্রে না কে, তোমার ওপরে ওঁর অর্ধেক শেখা কিছু কিম্ভূত মনস্তাত্ত্বিক থিয়োরি ফলাতে চেয়েছিলেন। এসব করে যে জট পাকিয়েছে সবার আগে তা ছাড়াতে হবে। কোথায় গেলেন গবেট মহিলা, মানে তোমাদের মিস অ্যামফ্রে?"

মিস অ্যামফ্রে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, সিলভিয়াকে তার বাবার জিম্মায় পৌছে দিয়েই সরে পড়েছেন সেখান থেকে। খোঁজাখুঁজি করে খানিক বাদে তাঁকে পেয়ে গেলেন ব্যাটল। কোনও ভূমিকা না করে বললেন, "আমার মেয়ে যাতে সুবিচার পায় সেই উদ্দেশ্যে আমি আপনাকে এই চুরির প্রসঙ্গে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার সুপরামর্শ দিচ্ছি।"

"কিন্তু মিঃ ব্যাটল," মিস অ্যামফ্রে বলতে গেলেন, "সিলভিয়া যেখানে নিজে মুখে—"

"থামুন!" চাপা গলায় ধমকে উঠলেন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল, "এখানে যা ওর নিজের নয় তেমন একটি জিনিসও সিলভিয়া হাত দিয়ে ছোঁয় নি! আর এও যে জেনে রাখুন আপনি ওর সম্পর্কে যাই ভাবুন না কেন, আমার মেয়ে যে চুরি করেনি সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত!"

"আপনি সিলভিয়ার বাবা, তাই—"

"বাবা নই, মিস অ্যামফ্রে," কঠিন গলায় বললেন ব্যাটল, "একজন পুলিশ অফিসার হিসেবেই বলছি। আবার বলছি চুরির রহস্যের কিনারার জন্য পুলিশের সাহায্য নিন। যেসব জিনিস লকার থেকে উধাও হয়েছে বলছেন সেগুলো খোয়া যায় নি, এই বাড়িরই অন্য কোথাও নিশ্চয়ই লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ঐসব জিনিসের গায়ে পুলিশ ছিঁচকে চোরের আঙ্গুলের ছাপ পাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ছিঁচকে চোরেরা কখনও দস্তানা পরে কাজে নামে না তাই সবকটি মালের গায়েই তার অথবা তাদের আঙ্গুলের ছাপ মিলবে। এখনকার মত আমি আমার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি ওর নামে পুলিশের কাছে চুরির যে অভিযোগ আনবেন সেই প্রসঙ্গে পুলিশ যদি যথার্থ সাক্ষ্যপ্রমাণ কিছু পায়, তাহলে জানবেন মেয়েকে আমি ঠিকই আদালতে নিয়ে গিয়ে আসামির কাঠগড়ায় তুলব আর বিচারে ওর জেল, জরিমানা, দ্বীপান্তব যাই হোক না কেন তা মাথা পেতে নেবার জন্য তৈরী থাকব। আমি মেয়েকে থানা পুলিশের হাত থেকে বাঁচাতে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি একথা ভুলেও যেন ভাববেন না! আমি কি দারুণ সাহসী লোক তা আপনার জানা নেই!"

মিস অ্যামফ্রে তাঁর কথাগুলে চুপচাপ মুখ বুঁজে হজম করলেন, প্রতিবাদ করার সাহস আর তিনি পেলেন না। তাঁর চোখের সামনে দিয়ে সামনের সিটে সিলভিয়াকে বসিয়ে গাড়ি চালিয়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে এলেন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল, কিছু দূর এসে তিনি মেয়েকে বললেন, "হ্যাঁরে, চলে আসার সময় প্যাসেজে একটা মেয়ে আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেল। মেয়েটার চোখ নীল, গালে গোলাপি আভা, চিবুকে একটা তিলের মত ছোট জড়ুল আছে। চিনিস ওকে?"

"মনে হচ্ছে তুমি অলিভ পার্সনস-এর কথা বলছ বাবা," মেয়েটির চেহারার বর্ণনা শুনে বলল সিলভিয়া, "কেন মেয়েটা তোমায় দেখে ভয় পেয়েছে বলে মনে হল?"

"উঁহু," ব্যাটল বললেন, বরং ঠিক উল্টোটাই মনে হল। মেয়েটার তাকানো আর ভাবভঙ্গি অদ্ভুত শান্ত আর ঠাণ্ডা, কিন্তু এই ভাবটা আমায় ঠিক স্বাভাবিক ঠেকল না। আদালতে ওর বয়সী যেসব অপরাধীর মুখোমুখি হয়েছি তাদের সবার চোখেমুখে এমনি অদ্ভুত শান্ত আর ঠাণ্ডা হাবভাব দেখেছি, হুবহু তেমনই। দ্যাখ্ সিলভিয়া, এই মেয়েটাই যে তোদের স্কুলের সেই ছিঁচকে চোর আমি বাজি রেখে তা বলতে পারি। তবে মজার ব্যাপার কি জানিস—হাজার ভাল কথায় বুঝিয়ে কি ভয় দেখিয়ে এদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা যায় না, ভয় দেখিয়ে এদের মুখ খোলা যায় না।"

"ওফ্! বাবা!" স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল সিলভিয়া, "এখন বুঝতে পারছি আমি সত্যি সত্যি একটা দারুণ বোকার মত কাজ করে ফেলেছি। ছিঃ ছিঃ! এতবড় ভুল কি করে করলাম আমি? ওঃ! এত খারাপ লাগছে না যা বলার নয়!"

"যা হয়ে গেছে তা নিয়ে মিছিমিছি মন খারাপ করে তো লাভ নেই মা," মেয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেবার গলায় ব্যাটল বললেন, "তুমি ভয় পেয়ো না, আমাদের পরীক্ষা করার জন্যই এসব ঘটনা ঘটে। অন্ততঃ আমার নিজের তাই ধারণা। এছাড়া আর অন্য কিই বা কারণ থাকতে পারে..."

এপ্রিল ১৯

রোদঢালা সকালে ঝকঝক করছে নীল আকাশ। বিখ্যাত টেনিস তারকা নেভিল স্ট্রেঞ্জ নিজের বাড়িতে দোতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে। নেভিলের পরণে ধপধপে সাদা ফ্ল্যানেলের গেঞ্জি আর ট্রাউজার্স, এই মুহূর্তে তার হাতে ধরা চারটে টেনিস র‍্যাকেট। টেনিসের পাশাপাশি গল্‌ফ, সাঁতার আর পর্বতারোহী হিসেবেও মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে নেভিল। সুন্দর সুস্বাস্থের অধিকারী নেভিল প্রচুর টাকাকড়ির মালিক, অল্প কিছুদিন আগে অপরূপা সুন্দরী এক যুবতীকে সে বিয়ে করেছে। নেভিলের যে দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা কিছু নেই তা তাকে দেখলেই বোঝা যায়।

একতলার বারান্দায় বসার ঘরের লাগোয়া কাচে ঘেরা বারান্দায় গদিমোড়া সোফায় বসে নেভিলের বউ "কে" কমলালেবুর রস তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে এমন সময় নেভিল এল সেখানে। পাতলা ছিপছিপে গড়নের কে-র চুলের রং ঘন লাল, প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বাঁধভাঙ্গা যৌবনের হাতছানি।

মুখোমুখি বসে জিভে জল আনা ব্রেকফাস্ট খেল দুজনে, পট থেকে নেভিলের কাপে গরম কফি ঢালতে ঢালতে কে বলল, "ওহো, বলতে ভুলে গেছি। সার্গটি চিঠি লিখেছে, জুনের শেষে ইয়াটে চেপে নরওয়েতে যাবার কথা। যাওয়া হবে না ভেবে সত্যিই খারাপ লাগছে", বলতে বলতে কে আড়চোখে স্বামীর দিকে তাকাল, তারপর চাপাগলায় বলল, "আহা রে, সত্যিই যেতে পারলে কি দারুণ জমত!"

নেভিল কোনও মন্তব্য করল না, এক অদ্ভুত অনিশ্চয়তা ফুটে উঠল তার চোখেমুখে।

'বলি আমার কথা কানে যাচ্ছে?' গলা অল্প চড়াল কে, "ঐ হাবসী বুড়ি ক্যামিলা না কে, ওর কাছে সত্যিই আমাদের যেতে হবে?"

"বয়স্ক মানুষদের সম্পর্কে ওভাবে বলা ঠিক নয়, কে", চাপা বিরক্তিমেশানো গলায় বলল নেভিল। "স্যার ম্যাথিউ আর ক্যামিলা, দু'জনেই একসময় আমার অভিভাবক ছিলেন, ওঁদেরই আদরযত্নে আমি বড় হয়েছি। তাই আর সব বাড়ির মত গালস পয়েন্টও আমার কাছে নিজের বাড়ি।"

"বেশ, বাবা বেশ, আর বলবনা, যাও," অভিমানের সুর ফুটল কে-র গলায়। "ওখানে যেতে আমি যখন বাধ্য, তখন অপছন্দ হলেও যেতে হবে। তারপর ঐ বুড়ি-থুড়ি-ক্যামিলা মারা গেলে ওঁর টাকাকড়ি আর যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি সবই তো আমাদের হাতে আসবে। তাহলে পছন্দ না হলেও যেতে অসুবিধা হবে কেন?"

"ভুল করছ কে!" একই চাপা বিরক্তি মেশানো গলায় বলল নেভিল, "যে জমানো টাকাকড়ির কথা বলছ তা ক্যামিলার কাছে নেই। টাকাকড়ি সব স্যার ম্যাথিউ এক আলাদা তহবিলে গচ্ছিত রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন ওঁর উইলে। উইলের শর্ত অনুযায়ী ওঁর স্ত্রী লেডি ক্যামিলা ট্রেসিলিয়ানের মৃত্যুর পরে তহবিলে গচ্ছিত ঐ টাকার মালিক হব আমি আর আমার স্ত্রী। আমায় স্নেহ করতেন বলেই স্যার ম্যাথিউ উইলে এই ব্যবস্থা করে গেছেন। এটা বুঝতে পারছো না কেন?"

"বুঝতে ঠিকই পারছি," কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কে বলল, "তোমার প্রতি ওঁদের স্নেহ ভালবাসা থাকলেও আমায় যে ওঁরা মোটেও পছন্দ করেনা তা বোঝার মত বুদ্ধি আর ক্ষমতা আমার আছে। ওঁরা আমায় ঘেন্না করেন। হ্যাঁ, লেডি ট্রেসিলিয়ান আর মেরি অ্যালডিন, দু'জনেই! ওঁদের তাকানো, আর কথা বলার ধরনেই ওঁদের ভেতরের আসল চেহারাটা ফুটে ওঠে। তুমি ওঁদের স্নেহের পাত্র তাই এসব তোমার চোখে পড়ে না। অথবা হয়ত দেখেও না দেখার ভান করো।"

"এ তোমার মনগড়া ধারণা, সান্ত্বনা দেবার গলায় বলল নেভিল, ওঁরা দু'জনেই তোমার সঙ্গে তো খুব ভাল ব্যবহার করেন। খারাপ ব্যবহার করলে আমি যে তা মেনে নিতাম না তাও তুমি জানো।"

"ভদ্রতার মুখোস মুখে এঁটেও খারাপ ব্যবহার করা যায়", একগুঁয়ের মত বলল কে, "আসলে ওঁদের চোখে আমি হলাম নিছক এক সুযোগসন্ধানী, যে লাভের জন্য অন্যের পাওনা হাতিয়ে নিতে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।"

"তা যদি বলো," কে-র দিকে পেছন ফিরে বাইরের দিকে তাকিয়ে নিজের মনে বলল নেভিল, "তাহলে তো বলব তোমার বেলায় সেটাই অনেকের চোখেই স্বাভাবিক ঠেকবে তাই না?"

"সে তো বটেই, একথা তুমি ছাড়া আর কেইবা বলবে? ওঁরা যাকে ভালবাসতেন যে ওঁদের আদরের পাত্রী ছিল সে হল অড্রে, তোমার আগের বউ। ওকে ডিভোর্স করে তুমি আমায় বিয়ে করেছো এটা ক্যামিলা আজও মেনে নিতে পারেন নি। অড্রের জায়গা দখল করেছি বলে উনি কোনদিনই আমায় ক্ষমা করতে পারবেন না।"

"ক্যামিলার বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে," জানালার দিক থেকে মুখ না ফিরিয়ে নেভিল বলল, "ওঁরা সাবেকি আমলের লোক ভিক্টোরিয়ান জামানার দৃষ্টিভঙ্গি এখনও আঁকড়ে আছেন তাই ডিভোর্স ব্যাপারটা আজও মন থেকে মেনে নিতে পারেন না। তবে আমার ধারণা অড্রের প্রতি ভালবাসার কথা মনে রেখেই উনি এখনকার পরিস্থিতি মেনে নিয়েছেন।" অড্রের নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে নেভিলের গলা অল্প কেঁপে উঠল।

"ওদের ধারণা তুমি অড্রের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছো।"

"করেছি বইকি," বলল নেভিল।

"কি যা তা বলছ নেভিল!" চাপা গলায় ধমকে উঠল কে, "ও বড্ড বিচ্ছিরি রকমের গোলমাল পাকিয়েছিল বলেই না তুমি তার প্রতিবাদ করেছো।"

"মোটেও তা নয় কে, অড্রে কখনও কোনও গোলমাল পাকায়নি।"

"ওঃ নেভিল," হাত নেড়ে গলা অল্প চড়াল কে, "অসুস্থ শরীরে ওর তোমায় ছেড়ে চলে যাওয়া। সবার কাছে মুখ কালো করে নিজেকে অসহায় প্রমাণ করার চেষ্টা করা, এসব আমার মতে অযথা গোলমাল পাকানো ছাড় কিছু নয়! তোমায় ডিভোর্স করে অড্রেকে তেমন কিছুই খোয়াতে হয়নি বলেই আমি মনে করি। স্বামীকে আঁকড়ে ধরতে না পারলে, তার সঙ্গে বনিবনা না হলে হাসিমুখে খোলামনে তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেয়া যে কোনও স্ত্রীরই কর্তব্য, এটা আমার নিজের দৃষ্টিভঙ্গি। সত্যি সত্যি তোমায় ভালবাসলে তোমার সুখশান্তির কথাই সবার আগে অড্রের ভাবা উচিত ছিল। সেইসঙ্গে ওর চেয়ে ঢের ভাল কোনও মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে তুমি গ্রহণ করতে চলেছো জেনেও ওর খুশি হওয়া উচিত ছিল।"

"বাঃ দারুণ!" চাপাগলায় মন্তব্য করে জানালার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেভিল বলল, "প্রেম ভালবাসা থেকে বিয়ে, এ তিনটে খেলায় তুমি এক দারুণ খেলুড়ে হয়ে উঠেছো দেখছি!" বলতে বলতে সে চাপা ব্যাঙের হাসি হাসল। তার কথা শুনে কে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল, কষ্টে হাসি চেপে বলল, "হয়ত কথাগুলো

বলতে গিয়ে আমি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি, কিন্তু এখন ঘটনাগুলো ঘটার পরে যা সত্যি তা তোমায় মানতেই হবে!"

"অড্রে মেনে নিয়েছিল," চাপা গলায় বলল নেভিল।"

"তোমার সঙ্গে আমার বিয়েটা যাতে হয় তাই ও আমায় ডিভোর্স করে সরে দাঁড়িয়েছিল দু'জনের মাঝখান থেকে।"

"হ্যাঁ, তা আমি জানি"—আমতা আমতা করে বলল কে।

"কিছুই জানো না," বলল নেভিল, "অড্রেকে তুমি আজও চিনতে পারোনি।"

"না, পারি নি," সায় দিয়ে বলল কে, "ওর নাম মনে এলে আমি আঁতকে উঠি, ওকে আমার বড্ড ভয় লাগে। হয়ত মাথায় যথেষ্ট বুদ্ধি ধরে বলেই ওকে ভয় পাই।"

"তোমার নিজেরও দেখছি যথেষ্ট বুদ্ধি আছে," বলে হাসিমুখে এগিয়ে এসে নেভিল কে-র ঘাড়ের নিচে চুমু খেল। ঘাড়ে সুড়সুড়ি লাগতে খিলখিল করে হেসে উঠল কে।

"তুমি তো সবসময় আমার বুদ্ধিব বাহবা দাও," কে হাসি মুখে বলল।

"একটা কথা ভাবছি," নেভিল বলল, "তোমব মন যখন চাইছে তখন ইয়াটে চেপে আমরা সাচটির কাছে যাব না কেন?"

"সে কি!" নেভিলের কথা শুনে অবাক হল কে। বড়বড় চোখে তাকিয়ে বলল, "তাহলে গালস পয়েন্টে যাবেনা ঠিক করলে?"

"ঠিক তা বলছি না।" অন্যরকম গলায় নেভিল বলল, "ওখানে তো সেপ্টেম্বরের গোড়ায় গেলেও হয়।"

"কিন্তু নেভিল," কে একটু থেমে বলল, "এতক্ষণ যাকে নিয়ে কথা হচ্ছিল আমি যতদূর জানি সেই অড্রে প্রত্যেক বছর সেপ্টেম্বরের গোড়ায় ওখানে বেড়াতে যায়।

"তাই তো? তবে একটা উপায় অবশ্য আছে, আমরা যাচ্ছি খবর পেয়ে লোড ক্যামিলা যদি ওকে ঐসময় ওখানে যেতে আগেভাগে মানা করে দেন, তাহলে—"

"কেন, মানা করতে যাবেন কেন, কোন দুঃখে?"

"তার মানে?" সন্দেহ জড়ানো চোখে নেভিলের মুখের দিকে তাকিয়ে কে বলল, "তুমি বলতে চাও অড্রে একই সময় গালস পয়েন্টে গিয়ে হাজির হব? তুমি এটাই চাও? সত্যি, মাঝে মাঝে তোমার কথাগুলো এত অদ্ভুত লাগে যা ভাষায় বলে বোঝানো যায় না!"

"এটা মোটেও অদ্ভুত কোনও ব্যাপার নয়!" রেগেমেগে বলল নেভিল, "অনেকেই এখন আমার মত ভাবছে। অড্রের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হতে বাধা কোথায়? এর ফলে অনেক জটিলতা কেটে যাবে। অনেক জটিলতা দূর হবে, এই সহজ ব্যাপারটা তোমার মাথায় আসছে না কেন? আমার যে কথাগুলো তোমার কাছে অদ্ভুত ঠেকছে, তুমি নিজেই তো ক'দিন আগে তাতে সায় দিয়েছিলে, তার পক্ষে কথা বলছিলে!"

"বলেছিলাম বুঝি?"

"সে কি, এরই মধ্যে ভুলে গেলে?" আঙ্গুল নেড়ে নেভিল বলল, "লিওনার্ড-এর আগের বউ আর এখনকার বউ দু'জনে দু'জনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল, একথা তুমিই তো বলছিলে সেদিন, মনে পড়ছে না?"

"ওহো, এবারে মনে পড়েছে," কে হাসি চেপে বলল, "তেমন কোনও ঘটনা সত্যি ঘটলে আমি কিছু মনে করব না, বরং সহজ স্বাভাবিক ভাবেই তা মেনে নেব। তবে আমার মত অড্রে নিজে এ-ব্যাপারটা খুব সহজভাবে নেবে বলে আমার মনে হয় না।"

"বোকার মত কথা বলো না!"

"বোকার মত কথা আমি বলছি না। অড্রে তোমায় কতটা ভালবাসত সে সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণা নেই...তাই এ ব্যাপারটা ও নিজে আদৌ মেনে নেবে কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

"তোমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল কে, অড্রে ব্যাপারটা খুব সহজভাবেই মেনে নিতে তৈরি আছে।"

"অড্রে খুব সহজমনে এটা মেনে নিতে তৈরি আছে এতটা নিশ্চিত তুমি হচ্ছ কি করে?" তীক্ষ্ণ চাউনি মেলে নেভিলের দিকে তাকাল কে। তার সেই চাউনির সামনে অল্প দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল নেভিলকে, গলা

ঝেড়ে নিয়ে গলা নামিয়ে খানিকটা নিজের মনে সে বলল।" আসলে অনেকদিন পরে গতকাল লণ্ডনে অড্রের সঙ্গে দেখা হল কি না, তাই বলছি।"

"অড্রের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে একথা তো আমায় আগে বলো নি।?"

"আগে বলিনি তো কি হয়েছে," বিরক্তিঝরা গলায় নেভিল বলল, "এখন বলছি। গতকাল লণ্ডনে আমি সবে একটা পার্কে ঢুকেছি এমন সময় দেখলাম উল্টোদিক থেকে অড্রে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। এবারে তুমিই বলো, ঐ অবস্থায় অড্রেকে দেখে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া নিশ্চয়ই আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না?"

"মোটেও না।" সায় দিল কে, "তারপরে কি হল?"

"অড্রে আর আমি পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে অনেকক্ষণ কথা বললাম, ভারি চমৎকার দেখাচ্ছিল অড্রেকে।"

"বাঃ, চমৎকার!" বাঁকাগলায় বলল কে।

'তারপরে, বুঝলে কে, আমরা দু'জনে নানা বিষয়ে অনেকক্ষণ কথা বললাম.....অড্রেকে তো বেশ সুস্থ স্বাভাবিক বলেই মনে হল, খুব স্বাভাবিক ভাবেই কথা বলল ও আমার সঙ্গে।"

"আবার বলছি, চমৎকার!" একইরকম গলায় বলল কে। "অড্রে তোমার কথাও বলল, বুঝলে? জানতে চাইল তুমি কেমন আছো? আমার সঙ্গে তোমার দিন কেমন কাটছে।"

"সত্যি বলছি নেভিল, অড্রে ভারি ভাল মেয়ে, ওর জবাব নেই!"

"বিশ্বাস করো কে, ঠিক তখনই মনে হল তোমরা দু'জনে দু'জনের বন্ধু হলে চমৎকারই না হত, আমরা সবাই তখন কাছাকাছি থাকতে পারতাম। তখনই মনে হল এবারে গরমের সময়টা আমরা সবাই মিলে গালস পয়েন্টে কাটাতে পারি। ওখানে খুব সহজে আর স্বাভাবিকভাবে ব্যাপারটা ঘটানো যায়।"

"তাহলে ওখানে যাবার পরিকল্পনা তোমারই মাথা থেকে বেরিয়েছে?"

"আমি—মানে—হ্যাঁ, আমারই মাথা থেকে যখন বেরিয়েছে তখন ওটা নিঃসন্দেহে আমারই পরিকল্পনা!"

"বুঝলাম। যাক তাহলে এ প্রসঙ্গ তুমিই তুলেছো আর তা শুনেই অড্রের ভারি পছন্দ হল, শুধু একবার শুনে ও তোমার বুদ্ধির তারিফ কবতে লাগল, কেমন তাই তো?"

কে-র জবাবে এই প্রথম খটকা লাগল নেভিলের মনে, অড্রের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব পাতানোর এই প্রস্তাব শুনে কে যে খুব খুশি হয় নি এতক্ষণে সে তা বেশ বুঝতে পারল।

"তোমার কি হয়েছে আমায় খুলে বলবে?" উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইল নেভিল।

"বলার মত কিছু হলে তবে তো খুলে বলব," কে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "তোমার এই পরিকল্পনা আমার পছন্দ হবে কি না এ কথা একটি বারও তোমার বা অড্রের মাথায় এল না?"

"কিন্তু কে," নেভিল তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, "এই ব্যাপারটা নিয়ে তুমি মিছিমিছি মন খারাপ করবেই বা কেন?"

জবাব না দিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে কে ভেতরের ক্ষোভ প্রকাশ করল।

"কিন্তু এই তো সেদিন", নেভিল বলল, "তুমি নিজেই তো বলছিলে—"

"দোহাই তোমায়, এ প্রসঙ্গে এবার বাদ দাও!" মিনতি করল কে, "সেদিন যা বলেছি তা অন্যের সম্পর্কে, আমাদের সম্পর্কে নয়!"

"কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম অড্রের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব পাতানোর সাধ হয়েছে বলেই তুমি ঐ প্রসঙ্গ তুললে!"

"তুমি সত্যিই তেমন কিছু যদি ভেবে থাক সেটা নিছক আমার দুর্ভাগ্য," বলতে গিয়ে হতাশা ফুটল কে-র গলায়, "তোমার এই উদ্ভট ধ্যানধারণায় আমার মোটেও বিশ্বাস নেই। এতসব শোনার পরে তোমাকেই আদৌ বিশ্বাস করা যায় কিনা সেটাই এখন আমার সামনে প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"কিন্তু কে," ভিতু ভিতু গলায় বলল নেভিল, "এসব তুচ্ছ খুঁটিনাটি ব্যাপার তুমি মনে ধরবে কেন? আমি বলতে চাই তোমার মন খারাপ হবার মত কিছু তো এর মধ্যে নেই।"

"নেই বুঝি! সত্যি বলছ?"

"এখন অড্রের ওপর যদি তোমার হিংসে হয় তো সে অন্য কথা।" একটু থেমে কয়েক মুহূর্ত দম নিল নেভিল, তারপরে স্বাভাবিক গলায় বলল, "দ্যাখো কে, তুমি আর আমি, আমরা দু'জনে অড্রের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি। বলতে ভুল হল, তুমি নও, অমি নিজে ওর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি। তখন খারাপ ব্যবহার ছাড়া আমার আর কিছু করার ছিল না এখন একথা বলার কোনও মানে হয় না। এসব ভেবেই বলছি তোমার সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হলে আমার ভেতরের একটা বড় অপরাধবোধ হালকা হয়ে যাবে, তাতে আমি সত্যিই সুখী হবে।"

"ও, তার মানে তুমি এখন সুখী নও, এটাই বলতে চাও তাই তো?"

"আরে বোকা মেয়ে, আমি কি তাই বলেছি?" কে গোটা ব্যাপারটা হালকা করতে বলল, "আমি সুখী বসন্তের সকালবেলার একঝলক রোদের মত সুখী, তবে—"

"একেবারে ঠিক বলেছো?" কে বলে উঠল, "এই বাড়িতে আগাগোড়াই একটা 'তবে' হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। বাড়ির এখানে ওখানে আনাচে কানাচে পড়েছে তার ভয়াল ছায়া যা চোখে পড়লে গা শিউরে ওঠে। আর এ ছায়া যে স্বয়ং অড্রের তা আশাকরি আলাদাভাবে বলার দরকার পড়ে না।"

মন দিয়ে কে-র কথাগুলো শুনল নেভিল, একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তার মানে এটাই দাঁড়াচ্ছে অড্রেকে তুমি ভীষণ হিংসে করো।"

"হিংসে নয়," বলতে গিয়ে কেঁপে উঠল কে-র গলা, "আসলে আমি ওকে ভীষণ ভয় পাই। অড্রে কি জাতের মেয়েমানুষ তা তুমি জানো না, নেভিল।"

"জানি না বললেই হল?" হালকা গলায় বলল নেভিল, "অড্রেকে বিয়ে করে একটানা আটটা বছর কাটিয়ে দিলাম। তারপরেও বলবে ও কি জাতের মেয়েমানুষ তা আমি জানি না? না কে, তোমার এ কথা আমি মানতে রাজি নই।"

"মান না মানা তোমার নিজের ব্যাপার," কে বলল, "তবে আবার বলছি, "আটবছর এক সঙ্গে কাটানোর পরেও অড্রেকে তুমি চিনতে পারোনি। ওর ধাত বুঝতে তোমার এখনও বাকি আছে।"

* * *

এপ্রিল ৩০

"এ অসম্ভব!" বালিশে ভর দিয়ে উঠে বসলেন লেডি ক্যামিলা ট্রেসিলিয়ান, দু'চোখ পাকিয়ে ঘরের চার দিকে আগুন হানা চাউনি মেলে বললেন, "যেমন অসম্ভব তেমনই ভ্রান্ত! নেভিলের মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে।"

"পুরো ব্যাপারটাই যেমন অদ্ভুত তেমনই গোলমেলে", সায় দিয়ে বলল মেরি অ্যালডিন। লেডি ক্যামিলা ট্রেসিলিয়ানের আশ্রিতা এই যুবতী তাঁরই দূর সম্পর্কের আত্মীয়া লেডি ক্যামিলার সঙ্গে থেকে সে নানাভাবে তাঁকে সাহায্য করে।

"নিজের বুদ্ধিতে নেভিল চিঠিতে এসব লিখেছে একথা কেউ বললেও আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই! মেরির হাতেধরা নেভিলের চিঠিটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে লেডি ট্রেসিলিয়ান বললেন। "নিশ্চয়ই কেউ এসব ওর মাথায় ঢুকিয়েছে। অড্রেকে ডিভোর্স করে ঐ যে কে নামে আরেকটা মেয়েকে নেভিল বিয়ে করেছে, এ নিশ্চয়ই ওর বুদ্ধি!"

"ক্যামিলা," মেরি বলল, "তাহলে আপনি বলছেন এই আজগুবি বদবুদ্ধি ঐ কে-র মাথা থেকেই বেরিয়েছে?"

"তা নয়ত কি!" অল্প ঝাঁঝের সুরে আক্ষেপ করলেন লেডি ট্রেসিলিয়ান, "ও তো আজকের জমানার মেয়ে! আধুনিকতার নামে যারা দিগবিদিক না দেখে লেজ তুলে দৌড়োচ্ছে ও সেইসব মেয়েদের সমাজ

থেকে উঠে এসেছে! যাতে ডিভোর্স করা সেই আগের বউ-এর সঙ্গে নতুন বউ-এর বন্ধুত্ব আর ভাব ভালবাস গড়ে তোলা! আধুনিকতার দোহাই পেড়ে ওরা এসব বাজে ব্যাপারস্যাপার সমাজে আমদানি করতে চাইছে ছিঃ! ছিঃ! কি অশ্লীল নোংরা ব্যাপার! রুচি, আদর্শ, এসব শব্দগুলোই কি মুছে গেল এখনকার ছেলেমেয়েদের মন থেকে?"

"ঐ যে গোড়াতেইত একটা কথা আপনি বললেন ক্যামিলা।" তোষামোদ করার ঢং-এ সায় দিল মেরি। "আধুনিক জামনা! এসবই ঐ আধুনিক জমানার ফসল!"

"এই যদি তোমাদের আধুনিকতার নমুনা হয় তাহলে আমি ওর মধ্যে নেই তা আগেই বলে রাখছি।" চড়া গলায় বললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান, "ঝাঁটা মারি অমন আধুনিকতার মুখে! এসব বদ্‌খত ব্যাপার আমার বাড়িতে চলবে না মেরি! নেভিলের নতুন বউ ঐ কে হারামজাদীকে যে এ বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছি তাই ঢের এজন্য যিনি আসলে দায়ী মানে আমার বর স্যার ম্যথিউ, তিনি তো আগেই সব ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছেন! নেভিলকে উনি নিজের ছেলের মত ভালবাসতেন। আর এই সাবেকি দালান, একে নিজের বাড়ি বলে ভাবতে আমার বরই ওকে শিখিয়েছিলেন। কে মেয়েটা গোড়া থেকেই আমার দু'চোখের বিষ ওকে আমি মোটেও বরদাস্ত করতে পারি না। কিন্তু কি কবব, ওকে এ বাড়িতে ঢুকতে আমি মানা করে দিতে পারি, কিন্তু তাতে আমার বর যে উইল করে গেছেন তার শর্ত লঙ্ঘন করা হবে, তাতে আমার হবে মুশকিল তাই পছন্দ না করলেও বাধ্য হয়েই ঐ হারামজাদীকে নেভিলের সঙ্গে এখানে আসবার কথা আমায় বলতে হয়েছে। আবার বলছি মেরি, পরে আমার কথা মিলিয়ে নিস্, নেভিলের বউ হবার উপযুক্ত কে নয়, সে যোগ্যতাই ওর নেই!"

"কিন্তু ক্যামিলা," মেরি বলল, "আমি শুনেছি কে খুব ভাল পরিবারে বড় হয়েছে!"

"ঘোড়ার ডিম শুনেছিস!" দাঁতে দাঁত পিষে ক্ষুব্ধ গলায় বললেন ক্যামিলা, "ওর বাপের ছিল হরেকরকম কার্ড-এর কারবার। সে কারবারে লালবাতি জ্বালার পরে ওকে পথে এসে দাঁড়াতে হয়। তবে এই দুর্ভোগ বেশিদিন লোকটাকে পোয়াতে হয়নি, তার আগেই অসুখে ভুগে বিনা চিকিৎসায় লোকটা মরে গেল। সোয়ামি মরে যাবার পরে কে-র মা মেয়েকে নিয়ে চলে গেল রিভিয়েরায়, হোটেলে রাঁধুনির কাজ জুটিয়ে মেয়েকে বড় করতে লাগল। হোটেলের পরিবেশে বড় হতে লাগল কে। বছর কয়েক বাদে টেনিস কোর্টে নেভিলের সঙ্গে ওর আলাপ হল। ততদিনে কে নিজেও গায়ে গতরে বেশ বেড়ে উঠেছে। নেভিলকে ধরে ও ঝুলে পড়ল। নেভিল নিজেও আরেক অপদার্থ! ঐ হারামজাদীর ছলাকলায় ভুলে গিয়ে হতভাগা শেষ পর্যন্ত নিজের অমন লক্ষ্মী বউটাকে ডিভোর্স করল! না মেরি, তুই যা বলিস না কেন, অড্রেকে ডিভোর্স করার জন্য কে আর ওর মা দু'জনেই পুরোপুরি দায়ী। কে একটা ভুঁইফোঁড় পরিবারের মেয়ে, সাবেকি আদব কায়দা, ইজ্জৎ, এসব কিছুই ওর জানা নেই! অড্রের মত মেয়ে লাখে একটা মেলে না! আহা, ও বেচারী যখন যেখানে থাকে যেন ভাল থাকে, ঈশ্বর ওর মঙ্গল করুন! অড্রের দোষ বা ভুল ছিল একটাই—নেভিল দিনরাত খেলাধূলো নিয়ে থাকলেও খেলায় ওব নিজেব কোনও আগ্রহ ছিল না।"

"ছিল না বলেই কে যখন ওর বর নেভিলকে নিয়ে খেলতে শুরু করল তখন ওকে সরিয়ে দেবার মত পাল্টা কোনও চাল দিতে পারল না অড্রে, সবকিছু হাসিমুখে মেনে নিয়ে সরে দাঁড়াল নেভিলের জীবন থেকে।"

"আসলে অড্রে ছিল ঠিক আমাদের মত ঘরোয়া মেয়ে।" বললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান, "স্বামী আর ঘর সংসার, এর বাইরে আর কিছু নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি। ঠিক আমাদের কালের মেয়েদের মত, বুঝলি মেরি? কম বয়সে আমরাও একটু আধটু ফষ্টিনষ্টি করিনি তা নয়, কিন্তু তা বলে তাদের ঘর ভাঙ্গার কথা কখনও আমাদের মাথায় আসেনি, তেমন শিক্ষাই বাবা মা আমাদের দেন নি।"

"আপনাদের আমলে না হলেও এখন তো দিব্যি ভাঙ্গছে," বলল মেরি।

"ভাঙ্গলে আর কি করবো বল!" অসহায়ের মত বললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান, "আমাদের আসলে যা হবার হয়েছে, এখন আর সেসব কথা ভেবে লাভ নেই। এখনকার জমানায় এসব ঘটছে। অড্রের মত লক্ষ্মী মেয়েদের ঘর ভাঙ্গতে কে মার্টিমারের মত নচ্ছার হারামজাদীরা তাদের স্বামীদের ছিনিয়ে নিচ্ছে! আর বেঁচে থেকে আমাদের এসব দেখে সহ্য করতে হচ্ছে! এ নিয়ে আর কারও এতটুকু মাথাব্যাথা নেই।"

"কে ওর এক ছেলে বন্ধুকে এখানে নিয়ে আসছে বলে চিঠিতে লিখেছে নেভিল," বলল মেরি।

"ছেলে বন্ধু হুঁম্! কি নাম তার কিছু লিখেছে?"

"টেড ল্যাটিমার।"

"টেড, তার মানে নাটকের নায়কের মত দেখতে ঐ ছোঁড়ার কথা বলছিস? এবারে বুঝেছি। তা ঐ টেড ছোঁড়া দিনরাত শুধু কে-র পেছনে ঘুরঘুর করছে কেন? ওর আসল মতলবটা কি? ছোঁড়া কাজকর্ম কিছু করে তো, না কি?"

"ওর ঘটে প্রচুর বুদ্ধি," বলল মেরি, "সেই বুদ্ধির দৌলতেই টেড ল্যাটিমার যা কিছু করে খাচ্ছে।"

"শুনেছি ঐ টেড ছোঁড়া নাকি কে-র ছোটবেলার বন্ধু", বললেন লেডি ক্যামিলা ট্রেসিলিয়ান, "যদিও আমার মতে নেভিলের বউ-এর বন্ধু হবাব যোগ্যতা ঐ ছোঁড়ার নেই। গতবছর গরমের সময় ঐ টেড ছোঁড়া এখানে ইস্টারহেড বে হোটেলে উঠেছিল। কে নিজেও এসেছিল ওর সঙ্গে। ঐ সময় এই ছোঁড়ার চালচল্ন আমার ভাল লাগে নি।"

মেরি কোনও মন্তব্য না করে খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। টার্ন নদীর ঠিক ওপরে ঝুলে থাকা এক খাড়া পাহাডেব ওপবে দাঁড়িয়ে আছে লেডি ক্যামিলা ট্রেসিলিয়ানের বাড়ি 'গালস পয়েন্ট।' নদীর অন্যদিকে সমুদ্র স্নানেব উপযোগী বিশাল বালুকাবেলার পাশাপাশি একসারি সুসজ্জিত বিলাসবহুল বাংলো আর ঠিক সমুদ্রের মুখোমুখি এক বিশাল হোটেল নিয়ে গড়ে উঠেছে এক নতুন গ্রীষ্মাবকাশ কেন্দ্র-ইস্টাবহেড বে। লেডি ট্রেসিলিযানের বাড়ির ঠিক উল্টোদিকেই দাঁড়িয়ে ইস্টাবহেড বে হোটেল।

"স্যার ম্যাথিউর কপাল ভাল ঐ বিশ্রি নোংরা বাড়িটা বেঁচে থাকতে ওঁকে নিজের চোখে দেখতে হয়নি। উনি যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তটরেখা ছিল পরিষ্কার।"

ত্রিশ বছর আগে গালস পয়েন্ট বাড়িটা কিনেছিলেন স্যার ম্যাথিউ আর তাঁর স্ত্রী লেডি ক্যামিলা ট্রেসিলিয়ান। স্যার ম্যথিউকে উত্তাল সমুদ্র চিরকাল হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। সমুদ্র অভিযানে অংশগ্রহণকারী স্যার ম্যাথিউর মত অভিজ্ঞ আর সাহসী এক নাবিক মাত্র দশবছর আগে স্ত্রীর চোখের সামনে নৌকো ডুবির ফলে তলিয়ে গিয়েছিলেন সাগরের অতলে। এই বেদনাদায়ক ঘটনাব পরে লেডি ট্রেসিলিয়ান বাড়ি বিক্রি করে দেবেন এটাই অনেকে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু লেডি ক্যামিলা ট্রেসিলিয়ান বাস্তবে তা করেন নি। স্বামীকে হারানোর পরেও তিনি থেকে গেছেন ঐ বাড়িতে। নৌকো রাখার গুদাম ঘরটা ভেঙ্গে ফেলেছিলেন ক্যামিলা। যত নৌকা ছিল সব বেঁচে দিয়েছিলেন। নৌকাডুবি হয়ে স্যার ম্যাথিউর মারা যাবার এইটুকু প্রতিক্রিয়াই তিনি ঘটিয়েছিলেন। এর ফলে গাল্স পয়েন্টে এখন যারা আসে তাদের সবাইকে খেয়া নৌকো ভাড়া করতে হয়।

"ক্যামিলা," আমতা আমতা কবে বলল মেরি, "ও যা ভেবেছে তা আপনার পছন্দ নয় এ কথা কি চিঠি লিখে নেভিলকে জানিয়ে দেব?"

"অড্রের এখানে বেড়াতে আসার ব্যাপারে আমি নাক গলাব না," বললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান, "প্রত্যেক বছর সেপ্টেম্বর নাগাদ ও বেচারী এখানে বেড়াতে আসে। নেভিল আর কে আসবে বলে অড্রেকে আমি অন্য কোনসময় আসবার কথা কখনোই বলতে পারব না।"

"ওর ভাবনায় অড্রের সায় আছে তাই কে-র সঙ্গে আলপা করার জন্য অড্রে অস্থির হয়ে উঠেছে বলে নেভিল চিঠিতে যা লিখেছে তা কি আপনার সত্যি বলে মনে হয় না, ক্যামিলা?"

"নেভিলের একটা কথাও আমার বিশ্বাস হয় না।" প্রখর আত্মবিশ্বাস ফুটল লেডি ট্রেসিলিয়ানের গলায়, "আর সব পুরুষমানুষের মত নেভিল নিজেও যেটা বিশ্বাস করতে চায় ঠিক সেটাই বিশ্বাস করে। সম্রাট ৮ম হেনরি যেভাবে ওঁর স্ত্রী ক্যাথরিণকে ডিভোর্স মেনে নিতে চাপ সৃষ্টি করেছিলন। আসলে এসব বিবেকের প্রতিক্রিয়া বুঝলি মেরি! ডিভোর্সের ব্যাপারে অড্রেকে রাজি করাতে ও যে একসময় তার সঙ্গে যথেষ্ট খারাপ ব্যবহার করেছে বিবেকের তাড়নায় এতদিনে তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে নেভিল। তাই কে-র সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব পাতানোর নামে ও নিজের সেই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছে, অড্রের এতে মত

আছে বলে বেড়াচ্ছে, যদিও আমি জানি তা ডাহা মিথ্যে, কে-র সঙ্গে ভাব জামানোর কোনও সাধ অড্রের নেই।''

''অড্রে সম্পর্কে এতটা নিশ্চিন্ত আপনি হচ্ছেন কি করে?'' বলল মেরি।

''অতীতের দিকে একবার তাকালেই তোর প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবি, মেরি।'' লেডি ট্রেসিলিয়ান বললেন। ''নেভিলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পরে অড্রে সোজা গিয়ে হাজির হল কোন এক পাদ্রির আশ্রমে সেখানে মিসেস রয়েড নামে ওর এক কাকিমা না পিসিমা থাকেন। ওখানে যাবার পরেই অড্রের মাথার গোলমাল শুরু হল। ডিভোর্সের ঘটনায় বেচারি এত আঘাত পেয়েছিল যে মনের দিক থেকে ওর এরকম মৃত্যুই ঘটল বলা যায়। ভূতের মত নিজের অতীতের স্মৃতি বয়ে বেড়াতে লাগল অড্রে, কথাবার্তা বলা একদম বন্ধ করল অড্রে, মুখ বুঁজে দিনরাত আপনমনে মাথা মুণ্ডু ভাবা যার কোনও থই নেই। শুধু নিজেকে নিজেই দিনরাত ব্যস্ত রইল অড্রে।''

''হ্যাঁ, অড্রে ওর বয়সী আর পাঁচটা মেয়ের চেয়ে অন্যরকম,'' সায় দেবার গলায় বলল মেরি, ''সাধারণের চোখে অদ্ভুত মনে হলেও আমার চোখে ও অসাধারণ, ওর মনের ভেতরটা যথেষ্ট গভীর, সাগরের মত অন্তহীন...''

''অনেক ভুগেছে বেচারী,'' বললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান। ''তারপরে ডিভোর্স মঞ্জুর হল, নেভিল ঐ কে ছুঁড়িকে বিয়ে করে আবার সংসার পাতল। এরপর থেকেই অড্রে ধীরে ধীরে সেরে উঠতে লাগল। এতদিনে ও প্রায় আগের মতই সুস্থ আর স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, অন্তত আমার নিজের তো তাই মনে হয়। মেরি, তুই কি বলতে চাস অড্রে ওর পুরোনো দুঃখের স্মৃতি আবার জাগিয়ে তুলতে চায়?''

''নেভিল ওর চিঠিতে তো তাই বলছে, ক্যামিলা,'' মেরি জবাব দিল।

''তুই নিজেও তো এব্যাপারে বেশ একগুঁয়ে দেখছি, মেরি,'' লেডি ট্রেসিলিয়ান অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে বললেন।

''কিন্তু কেন? অড্রে আর কে দু'জনেই এখানে এসে জুটবে তুই কি তাই চাইছিস?''

''না, ক্যামিলা,'' মেরির চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল।

''আমি মোটেও তা চাই না।''

''মেরি!'' তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠলেন লেডি ট্রেসিলিয়ান, ''তুই নিজেই নেভিলের মাথায় ঢোকাস নি তো?''

''এসব কি উল্টোপাল্টা বলছেন আপনি?'' অভিমানের সুরে বলল মেরি।

''আমি খামোখা এসব বুদ্ধি ওকে দিতে যাব কেন? এত লোক থাকতে শেষকালে আপনি আমাকেই সন্দেহ করলেন?''

''করছি কারণ নেভিলের মাথা থেকে এ বুদ্ধি বেরোয়নি তাতে আমি নিশ্চিত।'' একটু থেমে কয়েক মুহূর্ত দম নিয়ে বললেন। ''যাক্ বাদ দে এসব, আগামিকাল ১লা মে, তাই তো। ৩রা মে অড্রে আসছে। এসব্যাংকে ডার্লিটনদের ওখানে ও উঠবে. জায়গাটা এখান থেকে বেশি দূর নয়, মাত্র কুড়ি মাইল। ওখানে আজই খবর পাঠাও, অড্রেকে চিঠি লিখে জানিয়ে দে ৩রা মে দুপুরে যেন এখানে এসে আমার সঙ্গে লাঞ্চ খায়।''



মে ৫

''মিসেস স্টেঞ্জ এসেছেন, মিলেডি'', ভেতরে অল্প মুখ বাড়িয়ে চাপাগলায় জানান দিল মেরি।

''ভেতরে এসো, অড্রে,'' লেডি ক্যামিলা ট্রেসিলিয়ানের গলা ভেসে এল। শান্ত স্থগিত পা ফেলে বিশাল শোবার ঘরে ঢুকল অড্রে স্ট্রেঞ্জ, ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে খাটের পাশে দাঁড়াল। ঘাড় অল্প ঝুঁকিয়ে প্রৌঢ়া ক্যামিলার গালে চুমু খেয়ে খাটের পাশে রাখা চেয়ারে বসল।

"কতদিন বাদে আবার তোমায় দেখে ভাল লাগছে, সোনা।" অদ্রের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান।

"আপনার কাছে আসতে পেরে আমারও ভাল লাগছে, ক্যামিলা," শান্ত গলায় বলল অদ্রে।

অদ্রে স্ট্রেঞ্জও সেই জাতের মেয়ে যাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত এমন এক দুর্বোধ্য চাপা সৌন্দর্য আর শ্রী লুকিয়ে আছে ভাষায় যার বর্ণনা দেয়া যায় না। অদ্রের গড়ন মাঝারি, হাত পায়ের গড়ন ছোট, চুলের রং ধূসর বাদামি। মাথার চুলের মতই তাব চোখের মণিতেও ধূসর আভা। ডিমের মত ছাঁদের মুখে নাকখানা ছোট হলেও বেশ সরু আর টিকালো। সাধারণ ভাবে তেমন কোন আকর্ষণ না থাকলেও এমন এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব তার সর্বাঙ্গে জ্যোতির মত ছড়িয়ে আছে যা সবার নজর কেড়ে নেয়। অদ্রের গলাও সুন্দর ছোট ঘন্টার আওয়াজের মত স্পষ্ট রিণরিণে।

ঘরবাড়ি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, শরীর স্বাস্থ্য, এসব প্রসঙ্গে কযেক মিনিট দু'জনে দু'জনের কাছে থেকে নানা খোঁজ খবর নিলেন। তারপরে লেডি ট্রেসিলিয়ান বললেন, "তুমি এসে ভাল কবেছো সোনা, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে, ক'দিন আগে নেভিলের লেখা এক অদ্ভুত চিঠি পেয়েছি।" হয়ত নেভিলের নাম শুনেই বনহরিণীর মত বড় টানা টানা শান্ত দু'চোখ তুলে তাকাল অদ্রে, আর চোখে ফুটে ওঠা কৌতূহল, ক্যামিলার নজরে ঠিকই ধরা পড়ল।

"চিঠিতে এমন এক প্রস্তাব দিয়েছে নেভিল যা উদ্ভট আর অসম্ভব! এই সেপ্টেম্বরে কে-কে সঙ্গে নিয়ে নেভিল আসছে এখানে। নেভিলের খুব ইচ্ছে তুমি কে-র বন্ধু হও। নেভিল লিখেছে ওর এই প্রস্তাব তুমি খুব ভাল মনে নেবে।"

এক সঙ্গে এতগুলো কথা বলে দম নেবার জন্য থামলেন ক্যামিলা। মন দিয়ে তাঁর কথাগুলো শুনল অদ্রে, তারপরে শান্ত নম্রগলায় বলল, "ক্যামিলা, প্রস্তাবটা কি সত্যিই খুব উদ্ভট আর অসম্ভব?"

"কি বলছ তুমি?" অদ্রের মুখ থেকে এমন একটা ধাক্কা খাবার জন্য আদৌ তৈরী ছিলেন না লেডি ট্রেসিলিয়ান, কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে অদ্রে মুখেব দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, "অদ্রে, নেভিল যে প্রস্তাব দিয়েছে তুমি কি সত্যিই তা ঘটাতে চাও?"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল অদ্রে, তারপরে একই শান্ত গলায় বলল, "আমার তো মনে হয় এতে ভালই হবে।"

"সত্যিই মন থেকে বলছ— ওর এখনকার বউ এই কে-র সঙ্গে তুমি আলাপ করতে চাও?"

"ক্যামিলা, আমার মনে হয় এতে অনেক বাধা কাটবে, অনেক বিষয় সহজ হয়ে যাবে।"

"সহজ হয়ে যাবে! চমৎকার বললে বটে কথাটা! সবকিছু খোয়ানোর পরে—" বিদ্রুপ মেশানো গলায় এটুকু বলে থেমে গেলেন লেডি ট্রেসিলিয়ান।

"আপনি তো অবুঝ নন, ক্যামিলা," নরম গলায় বলল অদ্রে, "নেভিল যদি সত্যিই এটা চায়"—

"চুপ করো!" নেভিল কি চায় না চায় তাতে কারও কিছু যায় আসে না। আচমকা অদ্রেকে ধমকে উঠলেন লেডি ট্রেসিলিয়ান। "তুমি নিজে চাও কিনা সেটাই বলো।"

"হ্যাঁ, ক্যামিলা, আমি নিজেও তাই চাই।" বলতে গিয়ে অল্প কেঁপে উঠল অদ্রের গলা, একটু থেমে আবার বলল, "তবে সব কিছুই আপনার মতামতের ওপর নির্ভর করছে। হাজার হলেও এটা আপনার বাড়ি, আপনার ইচ্ছে না হলে এখানে কিছুই হওয়া সম্ভব নয়।"

"আমার কথা বাদ দাও সোনা," আহত গলায় বললেন প্রৌঢ়া ক্যামিলা, "আমি আগের জমানার এক হাবসি বুড়ি, তোমাদের এখনকার ছেলেমেয়েদের ব্যাপারগুলো একেকসময় বুঝতে পারি না, আর হয়ত তাই মেনে বা মানিয়েও নিতে পারি না। আমার ইচ্ছে অনিচ্ছের কোনও দাম নেই, কিছু যায় আসে না।"

"এ ব্যাপারটা আপনার পছন্দ না হলে আমি না হয় সেপ্টেম্বর বাদ দিয়ে অন্য কোনও সময় আসব," অদ্রে বলল। "যখন ওরা এখানে থাকবে না সেইসময়।"

"উঁহু!" গম্ভীর গলায় বললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান, "এত কথার পরে ওটি আর হবে না, বাছা। তুমি আর সব বছরে যেমন সেপ্টেম্বরে এখানে আসো এবারেও তেমনই আসবে, আর নেভিলও কে-কে নিয়ে

ঐসময় আসবে এখানে। বয়স হলেও যতদিন বাঁচব ততদিন সময়ের চাহিদার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে বই কি।"

"ব্যাস, তাহলে ঐ ঠিক রইল। এ নিয়ে আর কোনও কথা নয়।" বলে কিছুক্ষণ দু'চোখ বুঁজে রইলেন ক্যামিলা, খানিক বাদে আধখোলা চোখে অড্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার কিছু বলার থাকলে এবারে বলতে পারো।"

"ধন্যবাদ, ক্যামিলা," তাঁর কথা শুনে চমকে উঠে বলল অড্রে, "আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।"

"অড্রে, ওগো আমার সোনা মেয়ে," পরমাত্মীয়ের মত তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে প্রৌঢ়া ক্যামিলা বললেন, "নেভিলের এই খামখেয়ালিতে সায় দিয়ে তুমি যে পরে মনে ব্যাথা পাবে না সে বিষয়ে আগে থেকে নিশ্চিত হচ্ছ কি করে?" হ্যাঁ, তুমি আর নেভিল, তোমরা দু'জনে দু'জনকে কত ভালবাসতে তা কিন্তু আমি জানি। নেভিল যা চাইছে তাতে পুরোনো ক্ষত খুঁচিয়ে ঘা করা হবে।" মাথা হেঁট করে দস্তানা পরা নিজের ছোট হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে অড্রে, ক্যামিলা লক্ষ করলেন দস্তানা পরা এক হাত দিয়ে অড্রে তাঁর বিছানা প্রাণপণে খামচে ধরেছে।

কয়েক মুহূর্ত পরে মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকাল অড্রে, ক্যামিলা দেখলেন তার দু'চোখ শান্ত, আতঙ্ক বা আশঙ্কার কোনও ছাপই ফোটেনি সেখানে।

"সে সব এখন মিটে গেছে, সব মিটে গেছে।"

"শরীরের হাল তো ভাল নয়।" বলতে বলতে শরীরটা পিছিয়ে নিয়ে বালিশে ভাল করে মাথা রাখলেন ক্যামিল, "অল্প কিছুক্ষণ কথা বললেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। অনেকক্ষণ আমার পাশে বসে আছো, এবারে নিচে যাও, সোনা। মেরি নিচে আছে, ওকে বলো ব্যারেটকে যেন পাঠিয়ে দেয়।"

ব্যারেট লেডি ট্রেসিলিয়ানের বহুদিনের পুরনো আর খাস চাকরাণি, তার নিজেরও যথেষ্ট বয়স হয়েছে। অড্রে আর একটি কথাও না বলে বেরিয়ে এল শোবারঘর থেকে। খানিকবাদে ব্যারেট ঢুকে দেখল তার মনিবণী দু'চোখ বুঁজে শুয়ে আছে। তার পায়ের আওয়াজে চোখ মেলে তাকালেন ক্যামিলা।

"যত শীগগির এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে পারি ততই সবদিক থেকে মঙ্গল। বুঝলি ব্যারেট?" ক্লান্ত শোনালো ক্যামিলার গলা, "এখনকার এই আধুনিক কাল আর সেখানকার মানুষ, এদুটোর কাউকেই আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।"

"আঃ, ওসব বলবেন না মিলেডি", চাপা গলায় ধমক দিল ব্যারেট, "আপনি ক্লান্ত, একটি কথাও না বলে এখন চোখ বুঁজে শুয়ে থাকুন, বিশ্রাম নিন।"

"ঠিকই বলেছিস, ব্যারেট।" সায় দিলেন ক্যামিলা, "আমি বড্ড ক্লান্ত। এক কাজ কর—আমার পায়ের ওপর থেকে পালকের লেপটা সরিয়ে নে, তারপরে এক দাগ টনিক দে আমায়।"

"মিসেস স্ট্রেঞ্জ-এর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই তো আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন," ব্যারেট বলল, "উনি মানুষ চমৎকার মানছি, কিন্তু বোধবুদ্ধি একটু কম। এমনভাবে তাকান যেন আমাদের চোখে যা ধরা পড়ছে না সে সবই উনি ঠিক দেখতে পাচ্ছেন। এসব সত্ত্বেও বলব উনি সত্যিই খাঁটি মানুষ। দরেব মানুষ।"

"ঠিক বলেছিস ব্যারেট," সায় দিলেন লেডি ট্রেসিলিয়ান।

"আমার নিজেরও একেক সময় অড্রেকে এমনিই মনে হয়।"

"ওঁকে সহজে ভোলাও যায় না, মিলেডি," ব্যারেট বলল, "ছাড়াছাড়ির পরে ওঁকে মিঃ স্ট্রেঞ্জের মনে হয় কিনা একথা একেক সময় আমার মনে হয়। নতুন মিসেস স্ট্রেঞ্জ হয়ে যিনি এসেছেন তাঁকেও খাসা দেখতে—সত্যিই চমৎকার সুন্দর নাক চোখ— কিন্তু মিস অড্রের পাশে ওঁকে দাঁড় করানো চলে না। মিস অড্রে ধারে কাছে না থাকলেও ওঁর মুখখানা থেকে থেকে মনে পড়ে ওঁকে ভোলা যায় না।"

"নেভিল একটা বোকা," ভীষণ বোকা, তাই আগের বউ আর এখনকার বউ দু'জনকে কাছাকাছি নিয়ে আসতে চাইছে। মহামূর্খ ছাড়া ওকে আর কিছু বলা যায় না। করুক গে যা খুশি, তবে হতভাগাকে জন্য পরে ঠিক আফশোস করতে হবে!"

মে ২৯

টমাস রয়েড আর পাঁচজনের মত সোজা হাঁটতে পারে না। বেশ কয়েক বছর আগে এক ভূমিকম্পের সময় দরজার দুটো পাল্লার মাঝখানে কাঁধ সমেত তার পুরো ডানহাতটা চেপটে গিয়েছিল। সেই দুর্ঘটনার পরে তার ডান কাঁধ আর ডান হাত একরকম অচল হয়ে গেছে, হালে সেখানে আবার গেঁটে বাত বাসা বেঁধেছে। ফলে টমাস রয়েড ঠিক কাঁকড়ার মত বাঁ দিকে ঘেঁষে হাঁটে।

বাড়ি যাবে বলে মালপত্র বাঁধাছাঁদা করতে ব্যাস্ত টমাস রয়েড, একটা চটপটে মালয়ী আদিবাসী ছোকরা তার মালপত্র বাঁধাছাঁদা করছে। ঠোঁটে আদ্যিকালের পুরোনো পাইপ গুঁজে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে টমাস তার কাজ তদারক করছে। তদারকির ফাঁকে তার চোখ থেকে থেকে গিয়ে পড়ছে খোলা জানালার ওপাশে ক্ষেতের দিকে। গত সাত বছর একটানা এই ক্ষেতের কাজকর্ম নিয়ে পড়ে আছে টমাস। ছুটি নিয়ে ইংল্যাণ্ডে গেলে কম করে দু'টা মাস তার ওদেশে কাটবে, ক্ষেতের এই চেনা ছবির দেখা মিলবে না সেখানে।

দেশের কথা ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে গিযেছিল টমাস, এমন সময় তার অংশীদার অ্যালেন ড্রেক ভেতরে মুখ বাড়াল।

"এই যে টমাস, বাঁধাছাঁদা কতদূর এগোল?" জানতে চাইল ড্রেক।

"প্রায় হয়ে এল।"

"ও ব্যাটা কাজ করুক," ড্রেক বলল, "এই ফাঁকে এসো একটু মাল খাওয়া যাক। তোমায় দেশে ফিরতে দেখে আমি হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরছি!"

বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা দেখতে টমাসকে। বরাবরই সে কম কথার মানুষ। দু'চোখে অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ চাউনি। ড্রেকের মন্তব্য শুনে একটি কথাও বলল না টমাস, কাঁকড়ার মত একপাশে কাত হয়ে বেরিয়ে এল শোবারঘর থেকে। তার কারবারের অংশীদার অ্যালেনের ততক্ষণে দুটো আলাদা গ্লাসে জলের সঙ্গে স্কচ মেশানো হয়ে গেছে।

"কত বছর পরে দেশে যাচ্ছ?" গ্লাসে আলতো চুমুক দিয়ে বলল অ্যালেন।

"তা সাত আট বছর তো বটেই," বলতে বলতে নিজের গ্লাস তুলে নিল টমাস।

"তাহলে তো অনেকদিন হয়ে গেল।?" বলতে বলতে হাসল অ্যালেন।

"অ্যাদ্দিন বাদে দেশে বেড়াতে যাচ্ছো, বলি ব্যাপারটা কি হে? একটু ঝেড়ে কাশো না। মনে হচ্ছে সংসার পাতবার জন্য কেউ অপেক্ষা কবছে, সত্যি না কি?"

"বযসটা বাড়ছে ড্রেক," পাইপটা দাঁতের ফাঁকে শক্ত কবে চেপে ধমকে উঠল টমাস। "বোকার মত কথা বলো না!"

"বেশ বাপু, তাই না হয় হল।" বিদ্রুপ মেশানো গলায় বলল অ্যালেন, "মানছি কেউ তোমার জন্য অপেক্ষা করে নেই; কিন্তু আগেরবার সব মালপত্র বাঁধাছাঁদা করেও শেষ মুহূর্তে কেন যে তুমি বাড়ি গেলে না তার কারণ আজও আমি খুঁজে পাই নি।"

"দুটো কারণে যাওয়া হয়নি।" টমাস বলল। "এক ঐ শিকারীদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছিলাম। আর দুই, বাড়ি থেকে একটা দুঃসংবাদ এসে পৌঁছেছিল।"

"ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে," ঘাড় নেড়ে অ্যালেন বলল, "দুঃসংবাদ বলতে তোমার ভাই অ্যাড্রিয়ানের মৃত্যুসংবাদ, তাই তো?"

জবাব না দিয়ে শুধু সায় দেবার ভঙ্গিতে ঘাড় অল্প কাত করল টমাস। তাই দেখে প্রশ্ন জাগল অ্যালেন ড্রেকের মনে। জাগাই স্বাভাবিক—কারণ তার মনে পড়ে গেল দুর্ঘটনায় ছোট ভাই-এর মারা যাবার খবর এসে পৌঁছোবার ঢের আগেই টমাস রয়েড তার সেবারের যাত্রা বাতিল করেছিল।

"তোমার ছোটভাই-এর পেশা কি ছিল?" জানতে চাইল অ্যালেন

"কে, অ্যাড্রিয়ান?" টমাস গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, "ও ছিল লণ্ডনের নামজাদা ব্যারিস্টারদের একজন। দিনরাত কথা বেচে সত্যিকে মিথ্যে আর মিথ্যেকে সত্যি বানানোর বেসাতি, জীবনভর শুধু এই করে গেল।"

"তোমার মা এখনও বেঁচে আছেন তো?"

"আছেন, তবে ভুগছেন।"

"আর তোমার একটি ছোটবোনও আছে, তাই না?"

তার ছোটবোন নেই বোঝাতে মাথাটা নেড়ে দু'পাশে হেলাল টমাস।

"কিন্তু সেবার তুমিত যে গ্রুপ ফটোটা দেখিয়ে ছিলে তাতে যেন বোন ছিল বলে মনে পড়ছে।"

"ওহো, বুঝেছি কার কথা বলছ," আমতা আমতা করে টমাস বলল, "ওর নাম হল 'গে অড্রে। বোন নয়, আমাদের দূর সম্পর্কের এক জ্ঞাতির মেয়ে। ছোটবেলায় বাবা মা দু'জনেই মারা যাবার পর থেকে অড্রে আমাদেরই পরিবারের বড় হয়ে উঠেছে।" বলতে বলতে চাপা আবেগের তাড়নায় রাঙা হয় উঠল টমাসের মুখ, অ্যালেনের তা নজর এড়াল না, কৌতূহলী গলায় বলল, 'তা ঐ অড্রের বিয়ে হয়নি?"

"হয়েছিল বই কি," একই রকম গলায় বলল টমাস। "নেভিল স্ট্রেঞ্জ-এর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। বিয়েটা কিন্তু বেশিদিন টেকেনি, শেষকালে অড্রে নেভিলকে ডিভোর্স করতে বাধ্য হয়েছিল।"

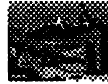
"বুঝেছি, আর বলার দরকার নেই, মনে মনে বলল অ্যালেন. ঐ জ্ঞাতি বোন অড্রের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার মতলবই যে তুমি দেশে যাচ্ছো তা আমায় বুঝতে বাকি নেই।

"তা বাড়ি গিয়ে কি করবে," প্রসঙ্গ পাল্টাল সে। "চুটিয়ে মাছ ধরবে না কি দলবেঁধে শিকারে যাবে?"

"দুটোর কোনওটাই নয়," বলল টমাস। "বাড়ি গিয়ে আগে ক'দিন জিরোব, তারপরে পালতোলা নৌকো নিয়ে পাড়ি দেব সল্টক্রিক! খাসা জায়গা! সাবেকি আমালের এক হোটেলও আছে সেখানে।"

"হ্যাঁ, বালমোরাল কোর্ট", বলল টমাস, "মন চাইলে ওখানেই উঠব, নয়ত কাছেই কোনও বন্ধুর বাড়িতেও উঠতে পারি। ওখানে গালস পয়েন্ট নামে সাবেকি আমলের একখানা বাড়ি আছে। অড্রের সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছিল সেই নেভিলের আত্মীয় স্যার ম্যাথিউ ট্রেসিলিয়ান ছিলেন ঐ বাড়ির মালিক। সল্টক্রিক হল ছুটি কাটানোর পক্ষে আদর্শ জায়গা, ওখানে কেউ তোমায় বিরক্ত করবে না।"

"আমি তাই শুনেছি," সায় দিল ড্রেক, "সল্টক্রিক এমনই জায়গা যেখানে কখনও কিছু ঘটেনা।"



জুন ১৫

"এত ভারি বিশ্রি ব্যাপার দেখছি," বৃদ্ধ আইনজ্ঞ মিঃ ট্রিভ্‌স বললেন, "গত পঁচিশ বছর ধরে লিহেডে এলেই আমি মেরিণ হোটেলে উঠছি, আর এতদিনে ওরা গোটা বাড়িটা ভাঙতে শুরু করেছে। শুনেছি সামনের দিকটা আরও চওড়া না কি যেন করতে যাচ্ছে ওরা। সমুদ্রের ধারের এই জায়গাগুলোর দিকে হতচ্ছাড়া ঠিকেদাররা কুনজর না দিলেও তো পারে। লিহেড-এর বরাবরই একটা অদ্ভুত আলাদা আকর্ষণ আছে— যেন নিজের রাজত্বে আছি এমনই মেজাজে এখানে ছুটি কাটানো যায়।"

"আহা এ নিয়ে মিছিমিছি মন খারাপ করছেন কেন।" সান্ত্বনা দেবার গলায় স্যার রুফুস লর্ড বললেন। 'থাকার মত জায়গা তো আরও আছে, না কি?"

"লিহেড-এ আমার আর যাওয়া হবে বলে মনে হয় না," আক্ষেপ ফুটল মিঃ ট্রিভ্‌সের গলায়। "মেরিণ হোটেলে যখন উঠতাম তখন আমার কি কি দরকার তা মিসেস ম্যাকে ঠিক ঠিক জুগিয়ে যেতেন, ওঁকে কখনও কিছু বলতে হত না। প্রত্যেক বছর একই ঘর আমি পেতাম, সার্ভিসও পেতাম সেরকম। আর ওদের রান্না? —এককথায় তার তুলনা হয় না।"

"লিহেড-এ তো অনেক গেছেন, স্যার," স্যার রুফুস লর্ড বললেন। এবারে বরং সল্টক্রিক থেকে ঘুরে আসুন। বালমোরাল কোর্ট নামে সাবেকি ধাঁচের একটা হোটেল আছে ওখানে রজার্স দম্পতিও ওখানকার মালিক লর্ড মাউন্টহেড-এর নাম আশা করি শুনেছেন। রজার্স গিন্নি ছিলেন ওঁর রাঁধুনি। লর্ড মাউন্টহেড

ছিলেন লণ্ডনের সেরা খাইয়ে লোকেদের একজন। রাঁধুনি মহিলা ওঁর বাটলারকে বিয়ে করেন তারপরে দু'জনে মিলে নামেন এই হোটেলের কারবারে। ওখানকার পরিবেশে খুব শান্ত কোনও গোলমাল বা হৈ চৈ নেই, খাবার সময় জ্যাজ ব্যাণ্ড বাজে না— যেমনটি চান স্যার। ওখানকার পরিবেশ ঠিক সেরকম। এছাড়াও শুনেছি ওদের রান্না আর সার্ভিস, কোনটারই তুলনা হয় না।"

"ভাল বুদ্ধি দিয়েছেন।" কৌতূহলী গলায় বললেন মিঃ ট্রিভ্স, "তা ওখানকার ঢাকা বারান্দা আছে তো?"

"আজ্ঞে আছে স্যার, ঢাকা আর খোলা দু'রকম বারান্দাই আছে। ইচ্ছে মত রোদ আর ছায়া দুটোই গায়ে লাগাতে পারবেন। কাছাকাছি এক মহিলা থাকেন— লেডি ক্যামিলা ট্রেসিলিয়ান। সমুদ্রের ধারেই একটা খাড়া পাহাড়ের ওপরে ওর বাড়ি, নাম গালস পয়েন্ট। মহিলার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, এখন অথর্ব হয়ে পড়েছেন, তা হলেও এককথায় চমৎকার মানুষ।"

"আপনি কি স্যার ম্যাথিউ ট্রেসিলিয়ানের কথা বলছেন। মানে যিনি জজ ছিলেন। তাঁর বিধবা স্ত্রী লেডি ট্রেসিলিয়ানের কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ স্যার," লর্ড রুফস বললেন, "ওঁর কথাই বলছি।"

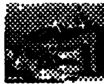
"স্যার ট্রেসিলিয়ানের সঙ্গে পরিচয় হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল" মিঃ ট্রিভ্স বললেন, "তাই মনে হচ্ছে ওঁর স্ত্রী আমার পরিচিত। ভদ্রমহিলা খুব আলাপী আর মিশুকে ছিলেন এটুকু মনে আছে যদিও আমি অনেক আগের কথা বলছি। সল্টক্রিক জায়গাটা সেন্ট লুর কাছে, তাই না? ওর আশেপাশে আমার অনেক বন্ধু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আপনি ঠিকই বলেছেন, স্যার লর্ড, লম্বা ছুটি কাটানোর পক্ষে সল্টক্রিক অতি চমৎকার জায়গা। বিশদ বিবরণের জন্য আমি যত শীগগির সম্ভব চিঠি লিখছি ওখানে। ঠিক করেছি আগস্টের মাঝামাঝি নাগাদ যাব ওখানে, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত পুরো একটা মাস কাটিয়ে আসব। ও একটা কথা ওখানে গাড়ি রাখার জন্য গ্যারেজ মিলবে তো? সেইসঙ্গে শোফার?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওসবই পাবেন ওখানে, এ নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।"

"বলছি তার কারণ হেঁটে পাহাড়ে ওঠার সময় আমায় তো হুঁশিয়ার হয়ে পা ফেলতে হয়। এই কারণে আমি বেছে বেছে এক তলায় ঘর নিই। আশা করি ওখানে লিফটের ব্যবস্থাও আছে।

"নিশ্চয়ই, সে সব ব্যবস্থার কোনও ত্রুটি নেই।"

"মনে হচ্ছে আমার সমস্যার স্থায়ী পাকা পোক্ত সমাধান হবে এবারে," নিজের মনে বললেন মিঃ ট্রিভ্স, "আর লেডি ট্রেসিলিয়ানের সঙ্গে পুরনো আলাপটাও বেশ ঝালিয়ে নিতে পারব।"



জুলাই ২৮

পরণে খাটো শার্টস আর গায়ে হালকা দামি সবুজ রং পশমী জ্যাকেট সমানের দিকে অল্প ঝুঁকে একমনে টেনিস খেলা দেখছে কে স্ট্রেঞ্জ।

ছেলেদের সিঙ্গলস টুর্নামেন্ট সেমি-ফাইনাল খেলা, নেভিল স্ট্রেঞ্জ-এর মুখোমুখি হয়েছে আগামী প্রজন্মের তরুণ টেনিস তারকা মেরিক। মেরিকের হাতে ধার আছে মানতেই হবে, তার কিছু 'সার্ভ' নেভিলের মত তুখোড় টেনিস খেলুড়েও ফেরাতে পারছে না; তবে নেভিলের অভিজ্ঞতা ঢের বেশি তাই এবারেও সেটে সে-ই জিতল, ফাইন্যাল সেট-এ স্কোর গিয়ে দাঁড়াল থ্রি-অল।

কে-র পাশের সিটে বসেছেন টেড ল্যাটিমার, আড়চোখের চাউনি ছুঁড়ে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে সে বলল, "একেই বলে বাধ্য আর অনুগত স্ত্রী! খেলার যুদ্ধে সোয়ামীর জেতা কেমন দু'চোখ ভরে দেখছে!"

পাশ ফিরে টেডকে দেখতে পেল কে, আর কেন কে জানে সঙ্গে সঙ্গে এক অজানা আশংকায় কেঁপে উঠল সে। "ওহো! তুমি! কখন এসে জুটেছো পাশটিতে টেরও পাইনি!" সহজভাবে কথাগুলো বলতে গিয়ে অল্প কেঁপে গেল তার গলা।

রোদে পোড়খাওয়া কালচে চামড়ার টেড ল্যাটিমার-এর বয়স মাত্র পঁচিশ। পাতলা ছিপছিপে সুঠাম গড়নের ল্যাটিমার খুব ভাল নাচিয়ে, কালচে তামাটে চামড়ায় অপূর্ব রূপবান দেখায় তাকে। টেড-এর ঘন কালো দু'চোখ যেন কথা কয়, রঙ্গমঞ্চের সুকণ্ঠ পেশাদার অভিনেতাদের মতই ভরাট তার গলা। কে-র বয়স যখন পনেরো তখনই সে টেড-এর সংস্পর্শে এসেছিল। চামড়ায় পুরু করে জলপাই তেল মেখে জুয়ান লা পিনস-এর বালুকাবেলায় গড়াগড়ি খেয়ে সমুদ্রের নামার আগে রোদ পোয়ানোর খেলা খেলতে শরীর আর মনের স্বাদ গন্ধ পেয়েছিল। অনেক পার্টি আর অনুষ্ঠানে একসঙ্গে নাচগানও করেছে দু'জনে, আবার টেনিসও খেলেছে জুটি হয়ে।

আবার শুরু হল খেলা। এবারে গোড়ায় মেরিক বাঁ-হাতি কোর্ট থেকে 'সার্ভ' করার সঙ্গে সঙ্গে নেভিল এমন এক ঝাপটায় সে মার ফিরিয়ে দিল যে মেরিকের পক্ষে পাল্টা মার ফিরিয়ে দেয়া আর সম্ভব হল না।

"নেভিলের ব্যাকহ্যাণ্ডের মার ওর ফোর হ্যাণ্ডের চেয়ে জোরালো", বলল টেড, "তেমনই আবার মেরিকের ব্যাকহ্যাণ্ডের মার বড্ড কমজোরি, আর নেভিল তা ধরে ফেলেছে, এটা তাই ওর একটা বড় সুবিধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।" খেলা শেষে স্কোর দাঁড়াল ফোর-থ্রি, নেভিল স্ট্রেঞ্জ এগিয়ে পরের গেমটাও জিতল সেই-ই মেরিক ক্ষ্যাপার মত র‍্যাকেট চালিয়েও পেরে উঠল না। পরের গেম-এর স্কোর দাঁড়াল ফাইভ-থ্রি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এদিনের খেলায় তরুণ প্রজন্মের টেনিস তারকা মেরিকই জিতল, নেটের দু'পাশে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুই খেলার যোদ্ধা হাসিমুখে হাতে হাত মেলাল।

' বয়সের ব্যাপারটা মানতেই হবে", বলল টেড, "তেত্রিশ বছরের বৃদ্ধ ভাম কি উনিশ বছরের তরতাজা ছোকরার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে? তবে নেভিলের পক্ষে হেরেও লাভ।"

"আাই! বাজে কথা একদম বলবে না বলে দিচ্ছি!" চাপাগলায় ধমক দিল কে।

"বাজে কথা বলছি না, কে, বিশ্বাস করো!" তোষামদের মোড়কে তেতো মন্তব্য উগরে দিল টেড, "যে যাই বলুক, নেভিল হল গে যাকে বলে পুরোপুরি জাতের স্পোর্টসম্যান! ম্যাচে হেরে গেছে বলে আমি ওকে কখনও মাথা গরম করতে দেখিনি।"

"এটা এমন বিশেষ কোনও ব্যাপার নয়," কে বলল, "কিন্তু গলা শুনে মনে হচ্ছে নেভিলকে যেন তুমি মোটেও বরদাস্ত করতে পারো না।"

"সে তো বটেই," সায় দিয়ে বলল টেড, "আমার পছন্দের মেয়েকে যে পছন্দ করে তুলে নিয়ে কেটে পড়েছে তাকে কি করে আমি বরদাস্ত করব শুনি?"

"চোপ্! একদম চোপ্!" চোখ পাকিয়ে জোরগলায় বলল কে, "পছন্দের মেয়ে নয়, আমি ছিলাম তোমার নিছক চেনাশোনা মেয়ে। তার বেশি কিছু নয়! নেভিলকে আমি ভালবেসে বিয়ে করেছি তা যেন কখনও ভুলে যেয়ো না।"

"আর নেভিল সত্যিই এক দারুণ মজার মানুষ," টেড বলল, "সবাই তো তাই বলাবলি করছে।"

"তোমার মতলবটাই কি বলো'ত," ভুরু কুঁচকে বলল কে, "খালি খালি আমার পিছনে লাগতে চাইছো কেন?"

"তোমার পেছনে লাগব আমি?" অল্প হেসে হাত নেড়ে বলল টেড, "বাজে কথা রাখো, দিন কেমন কাটছে তাই বলো। কোথাও বেড়াতে যাবার কথা ভাবছো?"

"তা ভেবেছি," এবারে কে নিজেও হাসল, "এই সেপ্টেম্বরে দিন পনেরো গাল্স পয়েন্টে গিয়ে কাটিয়ে আসব ঠিক করেছি।"

"তাহলে তো ভালই হবে," খুশি খুশি গলায় বলল টেড, "আমিও ঐ সময় কাছাকাছিই থাকব, আগে ভাগে ইস্টারহেড বে হোটেলে আমার একটা কামরা বুক করে দিয়েছি।"

"সত্যিই দারুণ জমবে", কে বলল, "নেভিলের আগের বউ অড্রে, সেইসঙ্গে টমাস রয়েড নামে মালয়ের এক প্ল্যান্টার। শুনেছি ভদ্রলোক ছুটি নিয়ে বাড়ি যাচ্ছেন।"

"তাহলে তো সত্যিই দারুণ ব্যাপার বলতে হচ্ছে!" সায় দিল টেড, "সবাই মিলে হৈ চৈ করে পনেরোটা দিন কাটানো যাবে।"

"এর ওপর বড়তি আবও একজন আছে," কে বলল, "ঐ হাবসি বুড়ি লেডি ট্রেসিলিয়ানের দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি মেরি অ্যালডিন দিনরাত যে বুড়ি কাজের মেয়ের মত খেটে চলেছে। মজাব ব্যাপার হল বুড়ি মরলে ওর টাকাকড়ি সব আমরাই পাব, পেত্নিব মত দেখতে ঐ মেবি অ্যালডিন বুড়ির সম্পত্তিব এক কানাকড়িও পাবে না!"

"এমনও তো হতে পারে যে ব্যাপারটা উনি এখনও জানেন না," বলল টেড।

"খারাপ শোনালেও বলব সেটা একটা মজার ব্যাপাব হবে।" বলেই কে নিজেকে সামলে নিল, হাতে ধরা টেনিস র‍্যাকেটখানা নাড়তে নাড়তে কাঁপাগলায় বলে উঠল, "কেন জানি না, আমার বড্ড ভয় করছে, টেড!"

"সে আবার কি!" অবাক চাউনি মেলে সরাসরি তার চোখের দিকে তাকাল টেড, "কোথাও কিছু নেই, খামোখা ভয় পাবার কি হল, শুনি?"

"কি হল তা জানি না।" মাটির দিকে চোখ নামিয়ে বলল কে, "লক্ষ করে দেখেছি কোনও সংকট ঘটাব আগে আমার হাত পা এমনই ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসে। দারুণ ভয়ে হাত পা কাঁপতে থাকে থরথর করে।"

"ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত, কে," টেড বলল, "ঠিক তোমারই মত।"

"আমার কথা থাক," জোর করে ঠোটে হাসি ফোটাল কে, "তুমি তাহলে ইস্টারহেড বে হোটেলে উঠছো, কেমন?"

"এখনও পর্যন্ত তো তাই ঠিক আছে", বলল টেড। খানিক বাদে সে বিদায় নিতে নেভিলের সঙ্গে এসে দেখা করল কে, ততক্ষণে তাব পোষাক পাল্টানো হয়ে গেছে।

"তোমার বয়ফ্রেণ্ডটি এসেছিলেন মনে হচ্ছে," হেসে বলল নেভিল, "খেলার ফাঁকে একসময় চোখে পড়ল দিব্যি তোমার গা ঘেঁষে বসে আছে।"

"বয়ফ্রেণ্ড মানে টেড-এর কথা বলছ?" ভুরু কুঁচকে বলল কে।

"হুঁম্," অবজ্ঞা মেশানো গলায় জবাব দিল নেভিল, "অবশ্য বয়ফ্রেণ্ড না বলে বিশ্বস্ত কুকুর অথবা বিশ্বস্ত গিরগিটি বললে বোধহয় আরও মানানসই হবে।"

"তার মানে টেডকে তুমি পছন্দ করো না, তাই না?" ত্যাড়া ত্যাড়া গলায় বলল কে।

"ভুল বললে," একই রকম অবজ্ঞা মেশানো গলায় বলল নেভিল, "টেড ল্যাটিমারের মত এক তুচ্ছ জীবকে নিয়ে আমার এতটুকু মাথা ব্যাথা নেই, তবে তুমি চাইলে ওকে যেমন খুশি নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারো।"

"মুখে মাথাব্যথা নেই বললেও তুমি যে টেডকে হিংসে করো তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই," মুখ টিপে হেসে বলল কে, "কারণ তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত যথেষ্ট আকর্ষণ আছে যেজন্য তুমি ওকে হিংসে করো।"

"যেমন তেমন আকর্ষণ নয় সোনা," কে-র দিকে আড়চোখে তাকিয়ে হাসল নেভিল।

"সুন্দরী মেয়েদের মন যা নিমেষে কেড়ে নেয় সেই দক্ষিণ আমেরিকার আকর্ষণ টেড-এর মধ্যে ছড়িয়ে আছে তা আমিও মানছি; তবে তাই বলে আমি ওকে হিংসে করি তোমার এ অভিযোগ মানতে আমি মোটেও রাজি নই।"

"তুমি নিজে যা কিছু বলো আর ভাবো তার সবই ঠিক, তাই না?" ঠোট ফুলিয়ে বলল কে, "এত আত্মবিশ্বাস ভাল নয়।"

"কে বললে ভাল নয়?" সঙ্গে সঙ্গে গলা চড়িয়ে প্রতিবাদ করল নেভিল, তোষামোদের সুরে বলল, "আমি বলছি একশোবার ভাল। শোন কে তোমায় কে কি বলে তাতাচ্ছে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। তবে তুমি আর আমি, আমাদের দু'জনকেই যে একা নিয়তি চালাচ্ছে এটা আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি। নিয়তির ইশারাতেই তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা, নিয়তিই আমাদের দু'জনকে পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। কাঁন-এ আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিনের কথা মনে পড়ে? আমি এস্তোরেল যাব বলে রওনা হয়েছিলাম। সেখানে পা দিয়ে প্রথম যে সুন্দরীর মুখ চোখে পড়েছিল সে তুমি, আমার মোহিনী কে! তোমায় দেখেই টের পেয়েছিলমা আমি নিয়তির ফাঁদে ধরা পড়েছি, এও বুঝেছিলাম পিছিয়ে যাবার পালানোর পথ আর নেই।"

"নিয়তি নয় মশাই," অল্প হেসে বলল, "তুমি যার ফাঁদে ধরা পড়েছিলে সে স্বয়ং আমি। তোমায় ধরার ফাঁদ আমিই পেতে ছিলাম।"

"তার মানে?" কে-র কথার মানে বুঝতে না পেরে বোকার মত তার মুখের দিকে তাকাল নেভিল।

"মানে এই যে তোমার মত এক সু-পাত্রকে কি করে বঁড়সিতে গাঁথা যায় তা নিয়ে আগে থেকে আমি আমার মার সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছিলাম। তুমি এস্তোরেল যাচ্ছ শুনে দু'জনে এমন মতলব আঁটলাম যাতে ওখানে পা দিয়েই তুমি আমার মুখ দেখতে পাও। সেই মত সাজগোজ করে আমি তোমার আগেই এস্তোরেলের দিকে পাড়ি দিলাম, তুমি কিছু টেরও পেলে না।"

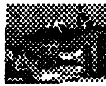
কৌতূহলীভরা চাউনি মেলে নেভিল কে-র কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল। তার কথা শেষ হতে গম্ভীর গলায় কেটে কেটে বলল, "কিন্তু এসব কথা তো তুমি আগে আমায় বলোনি।"

"ইচ্ছে করেই আগে বলিনি।" কে খুশিভরা গলায় বলল, "আগে বললে তার ফল হয়ত খারাপ হত, আমার ওপর তুমি অসন্তুষ্ট হতে। অবশ্য সব জানার পরে অসন্তুষ্ট তুমি এখনও হতে পারো, যদিও তা পুরোপুরি তোমার ব্যাপার। তবে একটা ব্যাপার জেনে রেখো, মতলব এঁটে বা পরিকল্পনা করে কাজ করতে আমি এক ওস্তাদ মেয়ে। আর সেইসঙ্গে এটাও জেনো যে তুমি নিজে থেকে যতক্ষণ না ঘটাচ্ছ ততক্ষণ কিছুই ঘটবে না। এককে সময় তুমি আমায় মাথা মোটা বলো বটে, কিন্তু আমি কতটা বুদ্ধি রাখি তা আমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না। অনেকসময় আমায় আগেভাগে ভেবে অনেক পরিকল্পনা করতে বা মতলব আঁটতে হয়।"

"তাহলে এখন তো দেখছি আমি যাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছি সে স্বয়ং নিয়তি," ব্যাপারটা হালকা করতে হাসিমাখা গলায় বলল নেভিল।

"অ্যাই নেভিল," কে বলল, "তুমি কি আমার ওপর রাগ করলে?"

"রাগ?" আনমনা গলায় বলল নেভিল। "রাগ নয়, আসলে —আসলে আমি অন্য একটা কথা ভাবছিলাম..."



অগাস্ট ১০

"নাও, হল এবারে!" খেঁকিয়ে উঠলেন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল। "যাকে বলে ষোলকলা পূর্ণ হল— আমার ছুটির বারোটা বাজল!"

স্বামীর ছুটির বারোটা বেজেছে শুনে তাঁর চেয়েও বেশি নিরাশ হলেন তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী ব্যাটল; কিন্তু হাজার হলেও তিনি একজন পদস্থ গোয়েন্দা অফিসারের গিন্নি তাই স্বামীর ছুটির বারোটা বাজার এসব ব্যাপার ব্যাপার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মানিয়ে নিতে তিনি নিজেকে অনেকদিন আগেই তৈরী করে নিয়েছেন।

"কি আর করা যাবে বলো," স্বাভাবিক গলায় স্বামীকে বোঝাতে চাইলেন শ্রীমতী ব্যাটল, "কর্তব্য সবার আগে। তা এবারের কেসটা নিশ্চয়ই খুব ইন্টারেস্টিং?"

"তুমি যেমন আঁচ করছ তেমন নয়," সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল বললেন, "চোখে পড়ার মত ইন্টারেস্টিং নয়। আসলে এটা এমন একটা কেস যা আমাদের বিদেশ দপ্তরের ওপরওয়ালাদের রক্তের চাপ বাড়ানো আর রাতের ঘুম কেড়ে নেবার পক্ষে যথেষ্ট! আর বিদেশ দপ্তরের কেস যখন তখন বেশ বুঝতে পারছি ওদের ঢ্যাঙ্গা পাতলা চেহারার গোয়েন্দা ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে দিনরাত ঘুরতে হবে। ছোঁড়গুলোও তেমনই, থেকে থেকে শুধু চাপাগলায় ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা চালাচালি করবে, ভুলেও জোরে গলা চড়িয়ে কিছু বলবে না। কোনও সরকারি গোপন ব্যাপার ফাঁস হয়ে যাতে কেলেংকারি না বাধে সেটাই আমাদের দেখতে হবে, এককথায় সবার মুখ রক্ষা করাই হবে আমাদের কাজ। আমার স্মৃতিকথায় এই ধরনের কোনও কেস-এর কথা আগে লিখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।"

"তাহলে আমাদের ছুটি কাটাতে বাইরে যাওয়ার ব্যাপারটা এখনকার মত মুলতুবি.... ." এইটুকু বললেন শ্রীমতী ব্যাটল। কিন্তু তাঁর কথা শেষ হবার আগেই জোরগলায় তাঁর স্বামী বলে উঠলেন, "এখনকার মত মুলতুবি থাকবে, এই তো? ওসব চলবে না আগেই বলে রাখছি। মালপত্র তো বাঁধাই আছে, তুমি ওসব নিয়ে মেয়েদের সঙ্গে করে সোজা ব্রিটলিংটনে চলে যাও! মার্চ মাস থেকে ওখানে ঘরগুলো বুক করে রেখেছি, সে কি শুধু শুধু টাকাগুলো গচ্চা দেব বলে? তুমি ওদের নিয়ে বেড়াতে যাও। এর মাঝে আমার এই ঝামেলাটা মিটে গেলে আমিও জিমের কাছে গিয়ে হপ্তাখানেক কাটিয়ে আসব।"

জিম মানে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর জিম লিচ্, সম্পর্কে তিনি ব্যাটলের আপন ভাগ্নে।

"স্যালিংটন জায়গাটা কোথায় জানো তো," স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন ব্যাটল, "ইস্টারহেড বে আর সল্টক্রিকের ঠিক লাগোয়া, বুঝলে? হপ্তাখানেক ছুটি কাটানোর পক্ষে খাসা জায়গা।"

"খুব বুঝেছি!" বড় বড় চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে গলা অল্প চড়িয়ে বললেন শ্রীমতী ব্যাটল, "ভাগ্নের ওখানে তোমার ছুটি যে কেমন কাটবে তা বুঝতে আমার বাকি নেই। মামাকে হাতের কাছে পেয়ে ভাগ্নে একখানা ঝামেলার কেস নির্ঘাৎ হাতে ধরিয়ে দেবেন, আর ভাগ্নের মুখ রাখতে তুমিও সঙ্গে সঙ্গে পড়ি কি মরি করে ঐ কেস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে, মাঝখান থেকে ছুটির দফারফা হবে। এতদিন ধরে সংসার করছি, তোমায় বুঝতে আমার এখনও বাকি আছে নাকি?"

"মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ," আশ্বাস করার ভঙ্গিতে ডান হাতখানা তুলে ব্যাটল বললেন, "জিম যথেষ্ট বুদ্ধি ধরে, আমার মদৎ ওর দরকার হবে না।

"না হলেই ভাল," পাত্তা না দেবার গলায় বললেন শ্রীমতী ব্যাটল।

নিবিড় ঘন আঁধারে

স্যালিংটন স্টেশন, ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নামতেই টমাস রয়েড দেখল খানিক দূরে মেরি অ্যালডিন দাঁড়িয়ে। হয়ত মেরির সঙ্গে বহুদিন পরে দেখা হল বলেই টমাস দেখল ফেলে আসা অতীতের টুকরো টুকরো অনেক ঘটনা ছবির মত ধীরে ধীরে ভেসে উঠছে তার মনের পর্দায়।

"কেমন আছো, টমাস?" পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে হাসিমুখে বলল মেরি, "কতদিন পরে আবার এলে।"

"এত বছর পরে তোমায় দেখে আমারও কম ভাল লাগছে না, মেরি।" সৌজন্যের হাসি হেসে বলল টমাস।

প্ল্যাটফর্মের বাইরে দাঁড়িয়েছিল লেডি ট্রেসিলিয়ানের সেকেলে মাঝারি ফোর্ড, মেরির ইশারায় স্টেশনের পোর্টার টমাসের মালপত্র এনে তুলে দিল তার পেছনের ক্যারিয়ারে। সামনের সিটে বসে মেরি এঞ্জিন চালু করল, কয়েক মুহূর্তের ভেতর স্টেশন এলাকা পেরিয়ে এসে পড়ল বড় রাস্তায়। পাশে বসে টমাস লক্ষ করল খুব হুঁশিয়ার হয়ে গাড়ি চালাচ্ছে মেরি, ট্রাফিক আইন কানুনের খুঁটিনাটি সব মেনে চলছে সে। অনেকটা পথ যেতে হবে টমাস জানে, স্যালটিংটন থেকে সল্টক্রিকের দূরত্ব কিছু না হলেও কম করে সাত মাইল

তা এখনও তার বেশ মনে আছে। এতখানি পথ মুখ বুঁজে যেতে হবে আঁচ করে সে ভেতরে ভেতরে হাঁপিয়ে উঠল। মেবি সম্ভবত তার মনের অবস্থা টের পেয়েছিল, তাই বড় রাস্তায় গাড়ি নিয়ে আসার পরে নিজেই মুখ খুলল।

"তুমি এসে আমাদের সবাইকে বাঁচিয়েছো, টমাস।" সামনের দিকে চোখ রেখে বলল মেরি, "দমবন্ধকরা এক অদ্ভুত অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে আমাদের দিন কাটছে, অথচ ভেতরের অস্বস্তির কথা মুখ ফুটে বলে হালকা হব সে উপায়ও নেই।"

"কেন, কি এমন ঘটল?" সিগারেট ধরিয়ে জানতে চাইল টমাস।

"অড্রে আর সব বছরের মতো এবারেও এসেছে", বলল মেরি, "মুশকিল হয়েছে দ্বিতীয় পক্ষের বউ কে-কে সঙ্গে নিয়ে নেভিলও এসে হাজির হয়েছে।"

"তাই নকি?" ভুরু দুটো ওপরে তুলে বলল, টমাস, "এত সত্যিই অদ্ভুত ব্যাপার, অদ্ভুত অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে তোমাদের দিন কাটছে!"

"তবেই বোঝ!" ঘাড় না ঘুরিয়ে বলল মেরি। "আর এ বুদ্ধি নাকি বেরিয়েছে নেভিলেরই মাথা থেকে।"

"কেন," একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল টমাস, "এমন অদ্ভুত বুদ্ধির কারণটা কি?"

"যে যাই বলুক না কেন," মুহূর্তের জন্য স্টিয়ারিং থেকে হাত উঠিয়ে মেরি বলল, "আসলে দু'হাতে টাকা উড়িয়ে নেভিলের মত বড়লোকেরা যখন আর কূলকিনারা পায় না তখনই এইসব ছিটেলপানা চাপে তাদের মাথায়। অথচ মজার ব্যাপার দেখো কারণ জানতে চাইলে নেভিল হাসিমুখে সবাইকে একই কথা বলছে—পুরোনো আত্মীয়বন্ধুরা সবাই একজায়গায় জড়ো হলে তাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক নাকি জোরালো হবে। তুমিই বলো টমাস এটা একটা বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা হল?"

"আমার তো মনে হয় না।" ধোঁয়া ছেড়ে তাচ্ছিল্যের গলায় বলল টমাস, "তা নেভিলের দ্বিতীয় পক্ষটি হল কেমন?"

"কে-র কথা বলছ?" মুখ টিপে হাসল মেরি, "ওর বয়স খুবই কম, দেখতেও ভারি সুন্দর।"

"নেভিল তাহলে নিশ্চয়ই আদেখলার মত দিনরাত ওকে নিয়েই পড়ে আছে," টমাস বলল, "নিশ্চয়ই ওকে ছেড়ে নড়ছে না?"

"ঠিক তাই," সায় দিয়ে বলল মেরি, "তবে ওদের বিয়েটাও তো সবে হয়েছে, মাত্র দেড় বছর আগে।"

"আমি যতদূর শুনেছি নেভিল যখন রিভিয়েরায় ছিল সেইসময় এই মেয়েটির সঙ্গে ওর প্রথম পরিচয় হয়েছিল, তাই না? টমাস বলল, "আমি অবশ্য এর চেয়ে বেশি কিছু জানি না।"

"ঠিক বলেছো," মেরি বলল, "কানে ওদের প্রথম পরিচয়, ওকে একবার দেখেই নেভিলের মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তবে আমার নিজের ধারণা নিশ্চয়ই তারও আগে ওদের পরিচয় হয়েছিল যেকথা আর কেউ জানে না। তবে নেভিল যে বরাবর অড্রেকেই ভালবাসত তা তো জানো?"

মুখে জবাব না দিয়ে টমাস ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

"আমার মনে হয় অড্রের সঙ্গে ওর ছাড়াছাড়ি হোক এটা নেভিল মোটেও চায় নি। কিন্তু এই কে মেয়েটা কি সাংঘাতিক তা ভাবতেও পারবে না। নেভিলকে গ্রাস করার জন্য ও যেন আদাজল খেয়ে লেগেছিল-- অড্রেকে ডিভোর্স করতে কে নেভিলকে বাধ্য করেছিল। কে মেয়েটার হাতে টাকাকড়ি কিন্তু মোটেও ছিল না। এর ওপব একটা ছোঁড়া দিনরাত ঘুর ঘুর করত ওর চারপাশে শুনেছি সে ছোঁড়ার সঙ্গে আগের সম্পর্ক ওর এখনও বজায় আছে। তাই এই পরিস্থিতিতে নেভিল নিজেও খুব সুখে আছে তা কিন্তু বলা যায় না।"

"হুঁ-উ-ম্।" ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গম্ভীর গলায় আওয়াজ করল টমাস। মেরি আড়চোখে একঝলক তাকে দেখে নিয়ে বলল, "কে শুধু সুন্দরী নয়, যে কোনও বয়সের পুরুষের মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত চটক ওর আছে।"

"তা এখনকার ঝামেলাটা কি নিয়ে একটু খুলেই বলো না, শুনি।" ঘাড় না ঘুরিয়ে বলল টমাস রয়েড।

"সত্যি বলতে কি, তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, তবে ওদের এখনকার ঝামেলাটা কি, আমি নিজেও তা ঠিক জানি না। অড্রের সঙ্গে কথা বলে এটুকু বুঝেছি কে-র ওপর ওর এতটুকু রাগ বা হিংসে নেই। বিয়ের পর থেকেই দেখছি অড্রেকে, নেভিলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পরেও দেখছি, গোমরামুখে থাকতে ওকে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না, না, ডিভোর্সের পরেও নয়। অথচ ডিভোর্সের মত দুঃখ পাবার পরেও ওর বয়সী একটা মেয়ে কিভাবে একই রকম মিশুকে থাকে তাই বুঝে উঠতে পারছি না। তবে একইসঙ্গে একেক সময় অড্রেকে বেশ চাপা ঠেকে, বেশ বুঝতে পারি ওর অতল ছোঁয়া মনের নাগাল পাওয়া বেশ কঠিন। নেভিল আর কে, দু'জনের সঙ্গেই অড্রে বেশ ভাল ব্যবহার করছে যার মধ্যে এতটুকু খুঁত বা অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়বে না। তবু আমি বলব অড্রে চাপা স্বভাবের মেয়ে হওয়ায় ওর চিন্তাভাবনা বা অনুভূতি, এগুলো ঠিক আমি আঁচ করতে পারি না। তবে কে এখানে আসায় অড্রে মনে কোনও আঘাত পেয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না।"

"দুঃখ পাবেই বা কেন," টমাস বলল, "তিন বছর আগের সেই ঘটনার জের কি এখনও টানবে?"

"তিন বছব আগের ঘটনা হলেও অড্রের মত মেয়ের পক্ষে এ ধাক্কা কি এত সহজে সামলানো সম্ভব?" বলল মেরি, "নেভিলকে ও মন থেকে কত ভালবাসত তা তো জানো?"

"জানি বই কি," অল্প উশ্‌খুশ্‌ করে জবাব দিল টমাস, "মায়ের লেখা চিঠি পড়ে জেনেছিলাম অড্রের বয়স তখন সবে বত্রিশ, নেভিলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার ঠিক পবে পরেই ওর একটা নার্ভাস ব্রেকডাউন নাকি হয়েছিল।"

"ভাগ্যিস তোমার মা ঐ সময় অড্রের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন," মেরি বলল। "ওঁর সেবা যত্ন না পেলে অড্রের পক্ষে এত শীগগির সেরে ওঠা মোটেও সম্ভব হত না। অন্যদিকে তোমার ভাই মারা যাবার ঘটনায় তোমার মা নিজেও ভেঙ্গে পড়েছিলেন; ঐরকম একটা সময় অড্রেকে পেয়ে ওঁর নিজের মন কিছুটা শান্ত হয়েছিল।"

"অ্যাড্রিয়ান হতভাগা নিজের দোষে মরল!" আক্ষেপের গলায় বলল টমাস, "ঐরকম বেসামাল স্পিডে গাড়ি চালাতে ওকে মত মানা কবেছি, কিন্তু আমার কথা ও কানেই তুলত না। অপঘাতে মরণ কপালে লেখা থাকলে কে আর তা খণ্ডাবে বলো!"

মেরি কোনও মন্তব্য না করে আপনমনে গাড়ি চালাতে লাগল। জানালা দিয়ে হাত বের করে মোড় নিল মেবি, পাহাড়ি ঐ ঢালু পথ নামতে নামতে সমতলে এসে মিশেছে সল্টক্রিকে।

"টমাস," খানিক বাদে মেরি বলল। "অড্রের সঙ্গে বহুদিনের পরিচয় আছে বলেই বলছি, ওর ধাত নিশ্চয়ই তুমি ভাল জানো?'

"পরিচয় আছে বলতে আমাদের ছোটবেলা একসঙ্গে কেটেছে।" টামাস বলল, "তখন তো অড্রে আর আমি দু'জনেই শিশু ছিলাম। সময়ের সঙ্গে ওর স্বভাবের কোনও পরিবর্তন হয়েছে কিনা তা আমি জানতে পারি নি। তুমি তো জানো, গত দশ বছরে কাজকর্মের চাপে অড্রের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ আমি খুব একটা পাই নি।"

"তোমাদের ছোটবেলার কথাই আমি বলছি," মেরি বলল, "অড্রে তো তোমাদের দু'ভাই-এর ছোট বোনের মত বড় হয়েছে, তাই না?"

জবাব না দিয়ে টমাস ধোঁয়া ছেড়ে শুধু ঘাড় নাড়ল।

"অড্রের মানসিকতা ঠিক স্বাভাবিক নয় একথা কি তখন একবারও তোমার মনে হয়েছে?" শক্ত হাতে স্টিয়ারিং চেপে ধরে চাপাগলায় বলল মেরি, "তুমি যেন আমায় ভুল বুঝো না, অড্রে পাগল বা ওর মাথার ঠিক নেই আমি কিন্তু একবারের জন্যও তা বলছি না তবে ও যেমন সবসময় সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখছে, হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন নিছক ভদ্রতা বজায় রাখতেই জোর করে ও অনেক কাজ

করছে। এসব দেখেই অদ্রের মানসিক অবস্থা আদৌ সুস্থ কিনা এ প্রশ্ন মনে জাগছে। আবার কখনও এও মনে হচ্ছে সমস্যা অদ্রেকে নিয়ে নয়। আসলে ঐ বাড়ির ভেতরকার আবহাওয়া আর পরিবেশই এমন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না! ব্যাপারটা কি, তা আমি তোমায় ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না টমাস, তবে শেষপর্যন্ত পরিণতি কি দাঁড়াবে তাই ভেবে মাঝে মাঝে আমার বড্ড ভয় হয়....."

"ভয় হয়?" মেরির কথা শুনে মজা পেল টমাস, পোড়া সিগারেটের টুকরোটা ড্যাসবোর্ডের অ্যাসট্রেতে ফেলে দিয়ে হাসিমুখে বলল, "তাও আবার তোমার মত এক যুবতী যে জীবনের অনেকগুলো বছর একটানা কাটিয়েছে ওখানে?"

"জানতাম আমার কথা তোমার বিশ্বাস হবে না," বলতে গিয়ে মেরির গলা জড়িয়ে এল। "তাই তোমায় এতদিন বাদে দেখে ভাল লেগেছিল। মনে হয়েছিল থাক্, এতদিনের একঘেঁয়েমি জীবনের মধ্যে নতুন একজন তবু এল। যাক্ আমরা এসে পড়েছি, ঐ যে সামনেই গাল্‌স পয়েন্ট।"

দু'ধারে অনেকটা পাথুরে খাড়াই ঝুলে আছে নদীর ওপরে, সেই খাড়াই-এর মাঝখানে পাথুরে জমির ওপব গড়ে উঠেছে সাবেককালেব কুঠিবাড়ি গাল্‌স পয়েন্ট। বাগান আগেই ছিল বাড়ির বাঁদিকে পরে বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতার হাওয়ার ছোঁয়ায় টেনিস কোর্ট আর মোটর গ্যারেজও একে একে গড়ে তোলা হয়েছে কুঠিবাড়িতে।

"আমি গাড়িটা গ্যারেজে তুলে আসছি," টমাস রয়েড গাড়ি থেকে নামতে মেরি বলল, "খাস আর্দালি হারস্টল তোমার মালপত্র খানিক বাদে রেখে আসবে তোমার কামরায়।"

মেরি গাড়ি নিয়ে চলে যাবার খানিক বাদে বয়স্ক আর্দালি হারস্টল এসে দাঁড়াল টমাসের সামনে, অল্প হেঁট হয়ে অভিবাদন জানিয়ে বলল, "কতবছব বাদে আবার আপনি এলেন, মিঃ রয়েড," হারস্টল বলল, "ভারি ভাল লাগছে আপনাকে দেখে। লেডি ট্রেসিলিয়ানও নিশ্চয়ই খুশি হবেন। পূব দিকের বড় কামরাটা তো আপনার মনে আছে, ওখানেই আপনার থাকার ব্যাবস্থা করা হয়েছে, আপনার মালপত্র সব ওখানে নিয়ে যাচ্ছি। বাড়ির সবাই বাগানে বসে গল্প করছেন, ওখানে গেলেই সবাইকে পাবেন। তবে ইচ্ছে করলে আগে আপনার কামরাটা একবার দেখেও নিতে পারবেন।"

কিছু না বলে হাসিমুখে হারস্টলের পিঠ আলতো হাতে ছুঁল টমাস, ড্রইংরমে ঢুকে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল বিশাল জানালার ধারে। জানালার ওপারে চওড়া আঙ্গিনা সেখানে অনেকেরই বসার ব্যাবস্থা আছে। ড্রইংরুমের এই বড় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সামনের কে কি করছে পরিষ্কার দেখা যায়।

জানালার আড়ালে দাঁড়িয়ে ওপারে টানা বারান্দার মত বিশাল আঙ্গিনায় দু'জন যুবতীকে দেখতে পেল টমাস রয়েড। যুবতীদের একজন তার পরিচিত, সে হল অদ্রে। টমাস দেখল আঙ্গিনার এক কোণে বসে দূরের নদীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে অদ্রে। দ্বিতীয় যুবতী খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে আড়চোখে দেখছে অদ্রেকে। এ যুবতী নেভিল স্ট্রেঞ্জের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কে হওয়াই স্বাভাবিক বলে তার মনে হল। কে-র ভাবভঙ্গি দেখে ভয় পেল টমাস। তার মনে হল হাতে ছুরি ছোরা বা অন্য কোনও ধারালো হাতিয়ার থাকলে সে এই মুহূর্তে গিয়ে খুন করতে পাবে অদ্রেকে। অন্যদিকে এতদিনের চেনা অদ্রেকে তার কেমন নিস্পৃহ ঠেকছে, কে যে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আড়চোখে তাকে দেখছে তা যে অদ্রে এখনও টের পায়নি সেটা বেশ বুঝতে পারছে টমাস। হয়ত অনেকদিন পরে দেখাব জন্যই হবে। অদ্রের চেহারার অনেক পরিবর্তন তার চোখে পড়ছে। আগের চাইতে অনেক পাতলা ছিপছিপে হয়েছে অদ্রে, ফর্সা রং কেমন ফ্যাকাশে ঠেকছে। এখানে আসার পথে মেরি খানিক আগে যা বলছিল টমাসের মনে হল তার কিছুটা হয়ত সত্যি—মুখে বলে বোঝানো যায় না অথচ তার অস্তিত্ব অনুভব করা যায় এমন কি যেন একটা ঘিরে আছে অদ্রেকে। টমাসের এও মনে হল অদ্রে সবার চোখের সামনে থেকে কিছু একটা সযত্নে এমন ভাবে আড়াল করছে যেন সে সেটা লুকিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু সেটা যে কি তা বুঝে উঠতে পারছে না টমাস।

পায়ের শব্দ কানে আসতে হুঁশিয়ার হল টমাস, খানিক বাদে দেখতে পেল একটা রঙিন ম্যাগাজিন হাতে নেভিল এসে দাঁড়িয়েছে সামনের আঙিনায়।

"অনেক খুঁজে পেতে এটা পেলাম," সামনে দুই যুবতীর উদ্দেশ্যে বলে উঠল নেভিল, "অন্যটা জোগাড় হল না—" তার কথা শেষ হবার আগে একইসঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটল।

"দাও, ওটা আমায় দাও!" বলে প্রায় ছুটে এসে হাত বাড়াল কে, আর মুখ না ঘুরিয়ে অড্রেও একই সঙ্গে হতে বাড়াল নেভিলের দিকে। নেভিল থমকে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, হাতে ধরা ম্যাগাজিনটা কাকে দেবে কয়েক মুহূর্ত তাই ঠিক করে উঠতে পারল না।

"ওটা আমার চাই!" পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠল কে, "নেভিল! ওটা আমায় দিয়ে দাও বলছি!" সেই উন্মাদের মত চিৎকার শুনে বুঝি অড্রের হুঁশ হল, বাড়িয়ে দেয়া হাত নিমেষে গুটিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "দুঃখিত, নেভিল, ভেবেছিলাম তুমি কথাগুলো আমায় বলছ।" অড্রের কথাগুলো কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে চাপা উত্তেজনায় নেভিলের ফর্সা ঘাড়ে ফুটে ওঠা রক্তিমাভা খানিক তফাতে আড়ালে দাঁড়ানো টমাস রয়েডের চোখ এড়ালো না। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক পা এগিয়ে এসে নেভিল রঙিন ম্যাগাজিনটা একরকম গুঁজে দিল অড্রের হাতে।

"কি! এতদূর!" বলে চাপাগলায় নিস্ফল আক্রোশে গর্জে উঠল কে, আর একটি মুহূর্ত সেখানে না থেকে সে ঝড়ের মত এসে ঢুকল ড্রইংরুমে, টমাস রয়েডের সঙ্গে ধাক্কা লাগতে পলকের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল আর তখনই টমাস দেখতে পেল চাপা অভিমানে কে-র দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে।

"হেলো!" চোখ না মুছেই বলল কে, "আপনি নিশ্চয়ই সেই ভদ্রলোক মালয় থেকে যার আসার কথা, তাই না! বলুন! আপনিই তো মিঃ রয়েড!"

"ঠিক ধরেছেন," হাসল টমাস। "আমি টমাস রয়েড, মালয় থেকে এসেছি।"

"মালয় ছেড়ে এলেন কেন?" একরাশ ক্ষোভ ঝড়ে পড়ল কে র গলায়, "এ বাড়ির হাওয়া ভীষণ বিষিয়ে উঠেছে। এ বাড়ি ছেড়ে মালয়ে চলে যেতে পারলে আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচতাম। আগে জানলে কে আসত এখানে, এই নচ্ছার জায়গায়!"

"অ্যাঁ! হু-উ-ম!" কোনও মন্তব্য না করে স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর আওয়াজ করল টমাস।

"হয় নেভিল, নয়ত মেনিবেড়ালটা." আপন মনে রাগে গর্জাতে লাগল কে। "ও দু'টোর মধ্যে যেকোন একটা ঠিক খুন হবে আমার হাতে, তার আগে আমি কিছুতেই শান্ত হব না!" বলতে বলতে জোরে জোরে পা ফেলে ড্রইংরুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল কে। প্রথম আলাপেই কে-র রকম সকম দেখে ঘাবড়ে গেল টমাস, এইমুহূর্তে তার কি করণীয় তাই সে ভুলে গেল।

"আরে মিঃ রয়েড!" বলতে বলতে খানিকবাদে হাসিমুখে ড্রইংরুমে এসে ঢুকল নেভিল, "আপনি এসেছেন সেকথা এতক্ষণ কেউ আমায় বলেনি। যাক্, আমার স্ত্রীকে দেখেছেন?"

"দেখলাম।" ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখে জোর করে হাসি এনে বলল টমাস। "খানিক আগে উনি আমার পাশ দিয়েই চলে গেলেন!" নেভিল একটি কথাও না বলে ড্রইংরুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল; সে যে ভেতরে ভেতরে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে পেছনে দাঁড়িয়েও তা দিব্যি টের পেল টমাস। এবারে ধীরে ধীরে সে বাইরের আঙিনায় এসে দাঁড়াল।

"আরে টমাস! তুমি কখন এলে?" তাকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠল অড্রে, আনন্দে নিজের দুটি হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে। ছোটবেলার খেলার সাথী অড্রের ছোট ছোট ফর্সা দু'টি হাত নিজের হাতের মুঠোয় গভীর মমতায় চেপে ধরল টমাস।

* * *

"এতক্ষণে তোমার হুঁশ্ হল!" বালিশে গোঁজা চোখের জলে ভেজা মুখখানা তুলে কান্না জবজবে গলায় বলল কে, "আমার কথা মনে পড়ল এতক্ষণে!"

"কি সব যা তা বলছ!" একরাশ অস্বস্তি ঝরে পড়ল নেভিলের গলায়, "তখন থেকে কি পাগলামি করছ, তোমার কি মাথা খারাপ হল? মনে রেখো কে, মিঃ টমাস রয়েড আমাদের মতই এ বাড়ির মালিক লেডি ট্রেসিলিয়ানের সম্মানিত অতিথি, তোমার ব্যবহারে উনি কি ভাববেন বলো তো?"

শান্তভাবে কেটে কেটে বললেও নেভিল যে ভেতরে ভেতরে তার ওপর ভীষণ রেগে গেছে তার ফুলে ওঠা নাক দেখেই তা টের পেল কে। এতক্ষণ সে উপুড় হয়ে শুয়েছিল, এবারে সোজা হয়ে উঠে বসল, রুমালে চোখের জল মুছে জোরগলায় বলল, "তুমি! তুমিই এসবের জন্য দায়ী! তোমার জন্যই তো এতসব কাণ্ড ঘটল! কেন তুমি ম্যাগাজিনটা আমায় না দিয়ে ঐ অদ্রের হাতে দিতে গেলে? তার ফলেই তো রাগে আমার মাথা গরম হয়ে গেল!"

"নাঃ, কে, তোমার বয়স একটুও বাড়ে নি," নেভিল কে-কে বোঝাতে চাইল, "এখনও ছেলেমানুষ রয়ে গোছো। একটা তুচ্ছ রঙিন ম্যাগাজিনের জন্য এত দুঃখ?"

"ওসব বলে আমায় বোঝাতে এসো না!" জেদী গলায় বলল কে। "ম্যাগাজিনের জন্য আমার দুঃখ নেই, আমি জানতে চাই আমায় না দিয়ে তুমি ওটা ওকে কেন দিলে?"

"দিলে এমন কি এসে গেল?"

"এসে গেল বলেই তো বলছি।"

"কে তোমার মাথায় কি ঢুকেছে আমি জানি না!" নেভিল বলল, "তবে এটা অন্যলোকের বাড়ি, এখানে থাকতে গেলে এমনই পাগলছাগলের মত ব্যবহার করলে চলবে না। লোকের বাড়িতে গেলে কিভাবে চলাফেরা করতে হয়, কিভাবে মেলামেশা করতে হয় তা কি তোমার বাড়ির লোক তোমায় শেখান নি?"

"আমি ওসব বুঝি না!" একই রকম জেদী গলায় বলল কে, "আমায় না দিয়ে তুমি ওটা অদ্রেকে কেন দিলে?"

"কারণ সে হাত বাড়িয়ে ওটা চেয়েছিল," সহজে গলায় বলল নেভিল।

"সে তো হাত বাড়িয়ে আমিও চেয়েছিলাম," বলতে বলতে কে-র গলা আবার কান্নায় ধরে এল, "আর যেখানে আমি তোমার স্ত্রী।"

"মানছি তুমি আমাব স্ত্রী," গম্ভীর গলায় বলল নেভিল, "তবে অদ্রে তোমার চেয়ে বয়সে ঢের বড়, তাই তাঁকে ওটা দিয়ে আমি কোনও ভুল করিনি। "বয়সে বড় তো কি হয়েছে!" একগুঁয়ে গলায় বলতে লাগল কে, "এভাবে ও আমায় হারিয়ে দিল! আমায় একহাত নিল! এমন একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ও ছিল। আর আমার স্বামী হয়ে সে সুযোগ তুমি নিজে ওকে দিলে, আমায় অপমান করতে ওকে মদৎ দিলে, সাহায্য করলে!"

"তুমি একটা মাথামোটা হিংসুটে বাচ্চার মত কথা বলছ কে!" নেভিল বলল, "দোহাই নিজেকে সামলাও, সংযত করো! এটা অন্যের বাড়ি সেকথা মনে রেখে ভদ্র ব্যবহার করো!"

"তোমার ঐ অদ্রে নিজে যেমন ভদ্র ব্যবহার করে ঠিক তেমনটা করতে বলছ তো?"

"আবার বলছি, অদ্রে সম্পর্কে সংযত ভাবে কথা বলতে শেখো!" অল্প গলা চড়াল নেভিল, "তোমার দু'চোখের বিষ হলেও অদ্রে একজন খাঁটি ভদ্রমহিলা, যা তোমার হতে এখনও ঢের দেরি আছে। তোমার মত নিজের জংলিপনা ও জাহিব করছে না!"

"আমি জানি অদ্রে আমাব বিরুদ্ধে তোমায় খেপিয়ে তুলেছে:" গুমরে গুমরে বলতে লাগল কে, "ও আমায় ভীষণ ঘেন্না করে, এইভাবে ও আমার ওপর বদলা নিতে চাইছে!"

"শোন কে, তোমার এই বোকার মত প্যানপেনে কান্না আর নাটুকে ছ্যাবলামো বন্ধ করবে? আমার কিন্তু এসব আর মোটেও বরদাস্ত হচ্ছে না।"

"ববদাস্ত আমারও হচ্ছে না নেভিল," কে বলল, "এ জায়গাটা দিন দিন বিষিয়ে উঠেছে! চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই! চলো কালই আমরা চলে যাই!"

"সে কি, আমরা তো সবে চার-পাঁচদিন হল এসেছি এখানে।"

"এই চার-পাঁচ দিনেই যথেষ্ট হয়েছে, নেভিল," কে বলল; "এখানে আর একটি দিনও নয়।"

"শোন কে," নেভিল বলল। "পুরো দুটো হপ্তা এখানে কাটাব বলে আমরা এসেছি এখানে, পুরো দু'টো হপ্তা কাটিয়ে তারপরে ফিরব।"

"তাহলে তোমায় শেষ পর্যন্ত পস্তাতে হবে বলে রাখছি!" হিংস্র গলায় বলল কে, "থাকো তাহলে যতদিন খুশি তোমার অদ্রের সঙ্গে। কি পেয়েছো তুমি অদ্রের ভেতরে? দারুণ দেখতে ওকে, তাই না? অদ্রেব মত সুন্দরী আমি নই, তাই তো?

"আবার বলছি, অদ্রে সম্পর্কে ভদ্রভাবে কথা বলো, বলতে না পারলে কি ভাবে ভদ্র হওয়া যায়, ভদ্রভাবে কথা বলতে হয় এসব শেখো। হ্যাঁ, এটাও জেনে রেখো, অদ্রেকে দারুণ সুন্দর দেখতে তা কিন্তু আমি কখনও মনে করি না। আসলে ওর স্বভাব খুব শান্ত সংযত, নম্র আর অসম্ভব ভদ্র। এমন একটি মেয়ের সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেছি বলে এখন আমি যথেষ্ট অনুতপ্ত, অথচ এতসব কিছুর পরেও অদ্রে কিন্তু আমার সঙ্গে আগের মতই ভদ্র ব্যবহার বজায় রেখেছে, আমি নিশ্চিত ও আমায় ক্ষমা করেছে।"

"এ তোমার ভুল ধারণা," বলতে বলতে খাট থেকে নেমে দাঁড়াল কে, খানিক আগের রাগ আর অভিমানের নেশাটুকুও এখন আর তার চোখেমুখে নেই, গলার আওয়াজেও নেই কান্নার ছাপ।

"এই যদি তোমার ধারণা হয় তাহলে বলব অদ্রেকে চিনতে তোমার এখনও বাকি আছে," দাঁতে দাঁত চেপে বলল কে, "ও কিন্তু তোমায় মোটেই ক্ষমা করে নি, নেভিল। দু'একবার ওকে তোমার দিকে তাকাতে দেখেছি। তখন ওর দু'চোখের চাউনিতে অস্বাভাবিক এমন কিছু লক্ষ করেছি যার মানে আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। না পারলেও কোনও কারণে ওর মনে যে একটা দারুণ তোলপাড় চলছে তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই আমার মনে। তুমি অদ্রেব যতই তারিফ করো না কেন, ও হল সেই জাতের মেয়েমানুষ হাজাব মেলামেশা করেও যাদের মনের নাগাল পাওয়া যায় না, তারা কি ভাবছে হাজার চেষ্টা করলেও তা আঁচ করা যায় না।

"হু-উ-ম", গম্ভীর গলায় নেভিল বলল, "এটা সত্যিই দুঃখের ব্যাপার যে এমন মেয়ে মানুষ খুব বেশি নেই।" তার মন্তব্য শুনে কে-র মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

"তোমার এই কথার লক্ষ্য কি আমি?" চাপা রাগ ফুটল কে-র কথায়।

"এখানে আসার পর থেকে তুমি যা শুরু করেছো তাতে যদি তোমায় লক্ষ্য করেই যদি কথাটা বলে থাকি তাতে ভুল কিছু করি নি বলেই তো আমার মনে হচ্ছে," বলল নেভিল। "অন্যের বাড়িতে এসে ভেবেচিন্তে কথাবার্তা বলছ না, যখন তখন ছোটবড় সবার সামনে আমায় মেজাজ দেখাচ্ছ আর মনে যা আসছে তাই বলে আমায় অপমান করছ, এখানকার কাজের লোকেরা যে তোমায় নিয়ে আড়ালে নিজেদের মধ্যে হাসঠাট্টা করছে তা তোমার নজরে না এলেও আমার এসেছে, এতে কিন্তু আমার সম্মান নষ্ট হচ্ছে কে, আমি ওদের চোখে খাটো হচ্ছি!"

"তোমার আমায় আর কোনও জ্ঞান দেবার আছে?" বরফের মত ঠাণ্ডা ধারালো শোনালো কে-র গলা।

"তুমি আমায় ভুল বুঝলে আমার আর কিছু করার নেই, কে, আমি সত্যিই দুঃখিত।" নেভিল বলল, "তবে এতক্ষণ যা বললাম তা হল সরল সত্য। এখন দেখছি ছেলেমানুষের সঙ্গে তোমার কোনও তফাৎ নেই। নিজেকে সংযত রাখতে জানো না তুমি, সে শিক্ষাই তুমি পাও নি।"

"আর তুমি?" নিজেকে আবার ঝাঁঝিয়ে উঠল কে, "সাধু সন্তদের মত তোমার মাথা সবসময় ঠাণ্ডা থাকে, তাই না? ভেতরে ভেতরে চটলেও মেজাজ কখনও গরম করো না, কেমন? রেগে গেলে কেন তুমি আমার সঙ্গে চেঁচামেচি করো না? কেন যা তা বলে আমায় গালিগালাজ করো না? আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে আমায় দিনরাত তোয়াজ করতে কে বলেছে তোমায়? আর সব স্বামীদের মত কেন মাথা গরম করে আমায় বলো না, "তুমি চুলোয় যাও!"

"হা ঈশ্বর!" বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল নেভিল, আর একটি কথাও না বলে সে বেরিয়ে গেল শোবারঘর ছেড়ে।

* * *

"টমাস রয়েড," লেডি ট্রেসিলিয়ান হেসে বললেন, "সেই কোন সতেরো বছর বয়সে যেমন প্যাঁচার মতে দেখতে ছিলে আজও তেমনই আছো। তখন যেমন মুখচোরা ছিলে আজও ঠিক তেমনই আছো! না হয় বয়স আমার একটু বেশিই হয়েছে, তাই বলে কথায় তোমার সঙ্গে পেরে উঠব না এমন গাঁইয়া বুড়ি যেন আমায় ভেবোনা। বলি কি হল, তুমি মুখ খুলবে, নাকি আমি অদ্রেকে ডাকব?"

"না না, কাউকে ডাকতে হবে না।" তাঁর কথায় লজ্জা পেয়ে টমাস বলল। "আসলে বলিয়ে কইয়ে আমি কখনোই ছিলাম না, আমার তেমন ধাতই নয়।"

"কথা বলতে পারত বটে তোমার ছোটভাই অ্যাড্রিয়ান", লেডি ট্রেসিলিয়ান বললেন, "সেই সঙ্গে দারুণ তুখোড় আর বুদ্ধিমান। বেচারা অ্যাড্রিয়ান!" দীর্ঘশ্বাস ফেললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান, "প্রচুর সম্ভাবনা ছিল ওর মধ্যে। বেঁচে থাকলে এতদিনে নামী লোক হত।"

সায় দেবার ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে টমাস নিজেও চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "তুমি আসার পরে চব্বিশ ঘন্টার বেশি সময় কেটেছে," লেডি ট্রেসিলিয়ান বললেন, "এখানকাব পরিস্থিতি কেমন দেখছ?"

"পরিস্থিতি?"

"বোকার মত তাকানোর কিছু নেই," গলা অল্প চড়ালোন লেডি ট্রেসিলিয়ান। "যখন ছোট ছিলে তখন থেকে তোমায় দেখছি, তোমার ধাত আমার বুঝতে বাকি নেই। তুমি এমন ভাব করছ যেন আমার কথা তোমার মাথায় ঢোকেনি। আমায় খুশি করার জন্য ওভাবে বোকা সাজার কোনও দরকার নেই, টমাস রয়েড; আমি কি বলতে চাইছি তা তুমি ঠিকই ধরতে পেরেছো।"

"আজ্ঞে আমি তো—"

"চোপ্! আবার মুখে মুখে কথা!" দাবড়ে উঠলেন লেডি ট্রেসিলিযান। "আমার বাড়িতে যে হালে দুই নারী আর এক পুরুষকে কেন্দ্র করে প্রেমের চিরন্তন ত্রিভুজ বা ত্রিকোণ গড়ে উঠেছে আমি তার কথা জানতে চাইছি।"

"আজ্ঞে তা যদি বলেন তবে বলব আমার চোখে ব্যাপারটা ঠিকই ধরা পড়েছে," হুঁশিয়ার ভঙ্গিতে বলল টমাস। "দেখে তো মনে হচ্ছে সংঘর্ষ আসন্ন।"

"এতক্ষণে একটা বুদ্ধিমানের মত কথা বলেছো টমাস।" কুটিল হাসি হাসতে হাসতে বললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান। "ঠিকই বলেছো তুমি। আর ওদের নিজেদের মধ্যে যে সংঘর্ষ ঘটতে চলেছে তা আমিও লক্ষ করেছি। তোমায় বলতে বাধা নেই, ওদের এই সংঘর্ষের ব্যাপারটা আমি খুব তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছি। আমার মোটেও ইচ্ছে ছিল না। শুধু নেভিলেব একগুঁয়েমির জন্য শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হল— ঐ অড্রে আর কে দু'জনে ক'দিন একসঙ্গে এখানে থাকবে, খাবে, এই বায়না ধরল। আরে বাপু, দুটো মেনিবেড়ালকে কি এক সঙ্গে বাগে আনা যায়? ফাঁক পেলেই ওরা একজন নখ বের করে আরেকজনের দিকে ঠিক তেড়ে যাবে। অনেক বলেও এটা নেভিলকে বোঝাতে পারি নি। এখন ও নিজে ঠ্যালা বুঝুক, দেখুক এমন নচ্ছার জেদ ধরলে তার ফল শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায়। অড্রেকে নিয়ে নেভিল আর ওর নতুন বউ-এর মধ্যে যে অশান্তি শুরু হয়েছে তা এরই মধ্যে আমার কানে এসে পৌঁছেছে। আমার আব কি, আমার এখন শুধু বসে বসে মজা দেখার পালা।" টমাস রয়েড কোনও মন্তব্য না করে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল; কয়েক মুহূর্ত কি ভাবলেন লেডি ট্রেসিলিয়ান তারপব বললেন, "অথচ ব্যাপার কি জানো টমাস, নেভিলের ধাত তো আমার চেনা, বেড়াতে এসে কোনওরকম ঝামেলা বাধানো ও নিজেও পছন্দ করে না। তাই আগের বউ আর এখনকার বউকে একসঙ্গে মুখোমুখি এনে হাজির করার এই বদবুদ্ধি ওর মাথা থেকে বেরিয়েছে বলে আমার মন মেনে নিতে চাইছে না। কিন্তু তাহলে এটা কার মাথা থেকে বেরোল, নিশ্চয়ই অড্রেব মাথা থেকে নয়?"

"না," চটপট জবাব দিল টমাস রয়েড, "এ বুদ্ধি অড্রের নয় সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।"

"তাই বলে এ বুদ্ধি কে-র মাথা থেকে বেরিয়েছে আমি তাও মানতে রাজি নই," আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ গলায় বললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান, "তবে কে জানি না, দারুণ অভিনয় করার ক্ষমতা ওর আছে কিনা, থাকলে অবশ্য আলাদা কথা। তোমার কাছে লুকোব না টমাস, মেয়েটার জন্য এখন আমার সত্যি বড্ড দুঃখ হচ্ছে, ভারি খারাপ লাগছে।"

"যদি আমার বুঝতে ভুল না হয় কে তাহলে বলব কে আপনার মোটেও ভাল লাগছে না তাই না?"

"বাঃ এই তো কেমন কথা ফুটেছে সোনার চাঁদের মুখে। হ্যাঁ, টমাস, ঠিকই ধরেছো, ওকে আমার মোটেও পছন্দ হয় নি। ওপরে একরাশ রূপের ঢিপি, চটকেরও কমতি নেই, কিন্তু মাথার ভেতরটা একেবারে

ফাঁকা, স্বামী আর সংসার চালিয়ে নেবার জন্য যেটুকু বুদ্ধি মেয়েদের দরকার তার ছিটেফোঁটাও সেখানে নেই। ওদের স্বামী স্ত্রীর ঝগড়াঝাঁটি যেটুকু কানে এসেছে তা শুনে বুঝেছি স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলে কোন হাতিয়ার ছুঁড়তে হয় তাও ওর জানা নেই। বদমেজাজ, অভদ্র ব্যবহার, ছেলেমানুষি জেদ, এছাড়া আর কোনও গুণই কে-র নেই। নেভিলের নিজের ওপর এসবের যে খারাপ প্রভাব পড়বে তাতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই।"

"আর এর ফলে সত্যিই যার ভোগান্তি হচ্ছে সে হল বেচারি অড্রে", কথাটা যেন আপনিই বেবিয়ে এল টমাসের মুখ থেকে।

"তুমি বরাবরই অড্রেকে খুব ভালবাসো, তাই না টমাস?" তার চোখে চোখ রেখে বললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান।

"তা ভালবাসি বই কি।" হুঁশিয়ার হয়ে জবাব দিল টমাস। "যখন দু'জনে খুব ছোট ছিলে তখন থেকেই?"

ঘাড় কাত করে সায় দিল টমাস। "তাবপর আচমকা নেভিল স্ট্রেঞ্জ এসে ওকে তোমার সামনে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। আর তুমি তা চুপ করে বসে বসে দিব্যি দেখলে, কেমন?"

"আজ্ঞে তা যদি বলেন তবে বলব অড্রেকে নিজেব করে পাবার সুযোগ যে আমার নেই তা আমি জানতাম।"

"মানতে পারছি না টমাস।" লেডি ট্রেসিলিয়ান বললেন, "যারা সহজে হার মেনে নেয়, হার মেনে নেবার মধ্যে যারা শান্তি খোঁজে, এসব কথা তাদের মুখে মানায়।"

টমাস রয়েড বলার মত কোনও কথা খুঁজে পেল না।

"মন খারাপ করে মুখ বুঁজে থাকার কিছু নেই, টমাস রয়েড," লেডি ট্রেসিলিয়ান বললেন, "বিশ্বস্ততা আনুগত্য এসব গুণ অড্রের মত মেয়েরা ভারি পছন্দ করে। আজীবন কুকুরের মত বিশ্বস্ত থাকলে আখেরে কিছু ফল সত্যিই মেলে টমাস রয়েড, একদিন আমার কথা মিলিয়ে নিও। হয়ত সেদিন আমি আর থাকব না।"

"আজ্ঞে," মাথা নিচু করে লাজুক গলায় বলল টমাস রয়েড, "সেই আশায় বুক বেঁধেই তো ফিরে এলাম।"

"যাক," আড়চোখে চার পাশ একবার দেখে নিয়ে বলল মেরি অ্যালডিন, "আমরা সবাই তাহলে এসে গেছি।" বাড়ির পুরনো খাস আর্দালি হারস্টল দাঁড়িয়েছিল একপাশে, তোয়ালে বের করে কপালের ঘাম মুছে সে ফিরে এল কিচেনে। সেখানে রাঁধুনি মিসেস স্পাইসার ডিনারের পদগুলো পরিবেশনের জন্য সাজিয়ে রাখছেন, তাঁকে লক্ষ করে হারস্টল বলল, "ওঁরা সব্বাই ডিনার টেবিলে এসে গেছেন, বুঝলে মাসি? মিস অ্যালডিন সবার চোখমুখ ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, "যাক, আমরা সবাই তাহলে এসে গেছি।" কথাটা কানে যেতেই বিশ্বাস করো মাসি আমাব মাথাটা কেমন যেন পাক খেয়ে উঠল। মনে হল যারা খেতে বসেছে তার সবাই জঙ্গল থেকে ধরে আনা বুনো জানোয়ার। সবকটাকে খাঁচায় পুরে বাইরে থেকে দরজা এঁটে দিলেন মিস অ্যালডিন, এবারে উনি ওদের চাবুক মেরে সার্কাসে খেলা দেখানোর ট্রেনিং দেবেন! বিশ্বাস করো মাসি, আমার মনে হল আমরা সবাই যেন একটা অদৃশ্য ফাঁদে আটকে পড়ে গেছি! ওদের সঙ্গে তুমি আর আমিও!"

"বুঝেছি! বুঝেছি আর বলতে হবে না!" হাত নেড়ে বিরক্তি ঝরানো গলায় বললেন মিসেস স্পাইসার। "নোলা সামলাতে না পেরে নির্ঘাৎ লুকিয়ে উল্টোপাল্টা কিছু খেয়েছো তাই এখন বদহজম হয়ে মাথা ঘুরছে! বলি বয়সটা যে বাড়ছে সে খেয়াল আছে হারস্টল?"

"বিশ্বাস করো মাসী," গলায় ঝোলানো রুপোর ক্রস বের করে ভিতু ভিতু গলায় বলল হারস্টল, "দিব্যি করে বলছি লুকিয়ে এমন কিছু আমি খাইনি যাতে বদহজম হয়। এতগুলো লোক ডিনার টেবিলে এসে জুটেছে কিন্তু সবাই চুপ, টুঁ শব্দটি নেই কারও মুখে। চোখের চাউনি দেখে মনে হচ্ছে সবাই যেন কোনও কারণে ভয় পেয়েছে তাই কথা বলার সাহস পাচ্ছে না!"

"তা ভয় পাবার আর দোষ কি," ভেঙ্গিয়ে ভেঙ্গিয়ে বিকৃত গলায় বললেন মিসেস স্পাইসার। "যা সব কাণ্ড ঘটছে এ বাড়িতে—একই ছাদের নিচে একটা নয়, দু'দুটো মিসেস স্ট্রেঞ্জ এসে জুটেছে। বড়টা ছোটটার দু'চোখের বিষ হলে কি হবে, এখন দিব্যি দু'টোতে পাশাপাশি খেতে বসেছে। জানি আমাদের বুড়ি মা যতদিন আছেন ততদিনই সব ঠিক থাকবে; কিন্তু উনি যখন থাকবেন না তখন কি দশা হবে তা ভাবতে ভরসা পাই না রে বাপু!•ওঁর নাতি নেভিল দু'দুটো বউকে একসঙ্গে জুটিয়ে এনে কাজটা কিন্তু ভাল করল না!"

"জানো তো," কে-র দিকে তাকিয়ে মেরি অ্যালডিন বলল, "তোমার বন্ধু মিঃ টেড ল্যাটিমারকে কাল রাতে এখানে ডিনার খেতে বলেছি।"

"তা ভাল," কে এমন ভাব দেখাল যেন টেড ল্যাটিমার সম্পর্কে তার কোনও আগ্রহ নেই।

"কার কথা বললে, ল্যাটিমার?" নেভিল বলল, "ওটা এখানেও এসে জুটেছে? তা ও উঠেছে কোথায়?

"মিঃ ল্যাটিমার ইস্টারহেড বে হোটেলে উঠেছেন," বলল মেরি অ্যালডিন।

"তাহলে তো আমরাও এর মাঝে ওখানে গিয়ে রাতের ডিনার খেয়ে আসতে পারি," নেভিল বলল, "এখানে পৌঁছনোর শেষ ফেরি ওদিক থেকে ক'টায় ছাড়ে?"

"রাত দেড়টায়," বলল মেরি। "দিনের বেলায় একদিন সবাইকে নিয়ে ইস্টারহেড বে-তে গিয়ে চান করলে বেশ হয়। ওখানকার জল এখনও বেশ গরম আছে, তার ওপর বালু ছড়ানো সাগরবেলাটাও খাসা।"

"কাল সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে পালখাটানো নৌকায় চেপে বেড়াতে যাব ভাবছিলাম," চাপা গলায় টমাস বয়েড অড্রেকে বলল, "তুমি সঙ্গে যাবে?

"বেশ, যাব।" সহজভাবে বলল অড্রে।

"তাহলে শুধু ওরা দু'জন কেন?" নেভিল গায়ে পড়ে বলল, "আমরা সবাই পালখাটানো নৌকোয় চেপে বেড়াতে যাব।"

'সে কি!" কে বলল, "তুমি না আগামিকাল সকালে গল্‌ফ খেলতে যাবে বলছিলে?"

"আগে তাই ঠিক করেছিলাম," নেভিল বলল, "কিন্তু আমার কাঠের গোলা কম পড়েছে তাই কাল সকালে গল্‌ফ খেলতে যাওয়া আর হবে না।"

"আহা! সত্যি দুঃখের ব্যাপার।"

"গল্‌ফ খেলাটাই দুঃখের," নেভিল বলল, " এ খেলার সঙ্গে অনেক বিয়োগান্ত ঘটনা জড়িয়ে থাকে।"

"তুমি গল্‌ফ খেলতে পারো?" কে-র দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল মেরি।

"ওকে দেখে একটু আধটু খেলার চেষ্টা করি।" ইশারায় নেভিলকে দেখিয়ে বলল কে, "তবে এখনও ঠিক শিখে উঠতে পারি নি।"

"একটু খাটলে কে খুব ভাল গল্‌ফ খেলতে শিখবে," নেভিল বলল, "ওর হাত খুব ভাল সুইং করে।"

"আর তুমি?" অড্রের দিকে তাকাল মেরি, "তুমি কিছু খেলো না?"

"খেলাধূলোর নেশা আমার তেমন নেই," শান্ত গলায় বলল অড্রে, "একসময় টেনিস খেলার ঝোঁক চেপেছিল; দিনকয়েক অভ্যেস করলাম, তারপরে আবার একসময় নিজেই ছেড়ে দিলাম।"

"অড্রে, তুমি এখনও পিয়ানো বাজাও?" জানতে চাইল নেভিল।

"এখন আর হয়ে ওঠে না।"

"কিন্তু আমার বেশ মনে আছে তোমার পিয়ানো বাজানোর হাত ছিল ভাল।"

"তুমি পিয়ানোর কি বোঝ!" রাগ রাগ গলায় স্বামীকে বলল কে।" "আমি তো বরাবর দেখেছি গান-বাজনা তুমি মোটেও পছন্দ করো না।"

"গান-বাজনা সম্পর্কে খুব ভাল জ্ঞান আমার নেই," নেভিল বলল, "সুরের তেমন সমঝদারও আমি নই। আসলে অড্রের হাত দুটো খুব ছোট কিনা, তাই পিয়ানো বাজাতে গিয়ে ও অক্টেভ কি ভাবে ছড়ায় তাই বুঝতে পারতাম না।"

"আমার কড়ে আঙ্গুল খুব বড়" হেসে অড্রে বলল, "আমার মনে হয় ওতেই কাজটা হয়ে যেত।"

"তার মানে তুমি বড্ড স্বার্থপর," অড্রের দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলল কে, "যাদের হাতের কড়ে বড় তারা আর পাঁচজনের চেয়ে বেশি স্বার্থপর হয়। স্বার্থপর না হলে তোমার কড়ে আঙ্গুল নিশ্চয়ই ছোট হত।"

"এ কি সত্যি?" জানতে চাইল মেরি। "দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "দ্যাখো, আমার দু'হাতেরই কড়ে আঙ্গুল দুটো খুব ছোট, তাহলে তোমার হিসেবে আমি নিশ্চয়ই নিঃস্বার্থপর।"

"একশোবার, মেরি!" একদৃষ্টে মেরির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল টমাস রয়েড, "আমার মতে তুমি খুবই নিঃস্বার্থপর।" টমাসের মুখে নিজের গুণের প্রশংসা শুনে মেরি লজ্জায় লাল হয়ে গেল। পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, "আমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিঃস্বার্থপর কে তাই বরং দেখা যাক। সবাই যার যার দু'হাত বাড়িয়ে দিন। কে, তোমার চেয়ে আমার দু'হাতেরই কড়ে আঙ্গুল ছোট কিন্তু টমাসের কড়ে আঙ্গুল দুটোই আমার দুটোর চেয়েও ছোট।"

"আমি তোমাদের দু'জনকে মেরে দিয়েছি," বলতে বলতে নেভিল তার এক হাত এগিয়ে দিল। "এক হাতের" কে বলল, "আমি জানি তোমার বাঁহাতের কড়ে আঙ্গুলটা ছোট কিন্তু ডান হাতের কড়ে আঙ্গুলটা বেশ বড়। জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী বাঁ হাতের যা কিছু আছে তা নিয়েই মানুষ জন্মায়, আর ডান হাতে যা কিছু সব তার কর্মফল। তার মানে দাঁড়াচ্ছে নেভিল, তুমি নিঃস্বার্থপর হয়েই জন্মেছিলে কিন্তু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থপর হয়ে উঠেছো।"

"কে, তুমি কি হাতও দেখতে জানো?" বলতে বলতে মেরি নিজের বাঁহাত বাড়িয়ে দিল। ডানহাতের তর্জনি দিয়ে বাঁহাতের পাতা ইশারায় দেখিয়ে বলল, "একবার এক জ্যোতিষী আমার হাতের এই তিনটে ক্রস দেখে বলেছিলেন আমার দু'বার বিয়ে হবে আর তিনটে ছেলেমেয়ে হবে, তাই বিয়ের ব্যাপারে দেরি না করতে বলেছিলেন।"

"উঁহু," গম্ভীর গলায় বলল কে, "এই ক্রসগুলো কিন্তু ছেলেমেয়ে নয়। এগুলো দিয়ে ভ্রমণের সম্ভাবনা বোঝায়। আমার মতে তোমার কম করে তিনবার সমুদ্র ভ্রমণ হবে।"

"কিন্তু তেমন সম্ভাবনা তো নেই বললেই চলে," বলল মেরি অ্যালডিন।

"তোমার কি অনেক ভ্রমণ হয়েছে?" মেরিকে প্রশ্ন করল টমাস রয়েড।

"কই, আর হল!" আক্ষেপের সুরে জবাব দিল মেরি।

"ভ্রমণ করার সাধ আছে?"

"নিশ্চয়ই!"

মেরির জন্য মমতা অনুভব করল টমাস, তার মানে হল লেডি ট্রেসিলিযানের দেখাশোনা করতে গিয়েই মেরি তার জীবন যৌবন খোয়াল।

"এখানে লেডি ট্রেসিলিয়ানের কাছে তুমি কতদিন আছো?" জানতে চাইল টমাস।

"তা দেখতে দেখতে বছর পনেরো তো হল।" জবাব দিল মেরি। "আমার বাবা মারা যাবার পরেই আমি এখানে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। মারা যাবার আগে কয়েকটা বছর আমার বাবার কোনও কাজকর্ম করার ক্ষমতা ছিল না, ওঁর শরীরের দু'টো দিকই পড়ে গিয়েছিল। এখন আমার বয়স পুরো ছত্রিশ," অল্প হেসে বলল মেরি, "বলো, আসলে এটাই তো জানতে চাইছিলে, তাই না?"

"ভুল করছ," টমাস বলল, "তোমার বয়স জানার এতটুকু কৌতূহল আমার নেই।"

টমাসেব জবাব শোনার পরেও মেরি দেখল সে একদৃষ্টে গম্ভীর চোখে তার দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছে। একটা সম্ভাবনা আঁচ করতে পেরে মাথার অজস্র কালো চুলের মধ্যে রূপোলি তারের মত উঁকি দেয়া একটা পাকা চুল বাঁ হাতে আড়াল করে হাসল মেরি, বলল, "তাই বলে, এতক্ষণ এটাই খুঁটিয়ে দেখছিলে? অনেকদিন আগেই এটা হয়েছে, তখন বয়স আরও কম ছিল।"

"ওতে তোমায় বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে," সহজ গলায় বলল টমাস। "তাই এতক্ষণ হাঁ করে তাকিয়েছিলাম। এখন দেখছি ওভাবে অসভ্যের মত তোমার দিকে তাকিয়ে থাকা আমার উচিত হয় নি।

আসলে তুমি মানুষটা কিরকম, কি দিয়ে গড়া, কেমন তোমার ধাত, এসবই মনে মনে ভাবছিলাম; বলতে গিয়ে টমাস নিজেই লজ্জা পেল।

এইসব হালকা টুকরো কথার মধ্যে অতিথিদের রাতের ডিনার পর্ব শেষ হল। সবাই যখন টেবিল ছেড়ে উঠছে সেই সময় মেবি বলল, "একজন বয়স্ক ভদ্রলোক কাল রাতে এখানে ডিনার খেতে আসছেন, নাম মিঃ ট্রিভ্স।" •

"উনি কে?" জানতে চাইল নেভিল, "কোথা থেকে আসছেন, পেশা কি?"

"যতদূর শুনেছি মিঃ ট্রিভ্স লণ্ডনের এক নামী সলিসিটর নয়ত ব্যারিস্টার," মেরি বলল। "এখন কিংস কাউন্সেলে আছেন রুফুস লর্ডস, শুনলাম উনি তাঁর সুপারিশ নিয়ে এসেছেন। মিঃ ট্রিভ্সেব স্বাস্থ্য খুব খাবাপ। ওঁব হার্টের অবস্থা খুব ভাল নয়। দেখতেও খুব রোগা। কিন্তু আমি জানি ওঁর অনেক গুণ আছে, অনেক বিষয়ে আছে ওঁর জ্ঞান। মিঃ ট্রিভ্সের কথা শুনতে সবারই ভাল লাগবে। উনি উঠেছেন বালমোরাল কোর্টেব একতলায়।"

"মিঃ ট্রিভ্স একা নন," কে বলল, "থুখুড়ে বুড়ো হাবড়া মানুষ এখানে আরো অনেক আছেন।" কে-ব গলা শুনে বেশ বোঝা গেল মিঃ ট্রিভ্সের আসার খবর পেয়ে সে মোটেও খুশি হয় নি।

* * *

ডিনারের শেষ পাতে উৎকৃষ্ট পোর্ট ওয়াইন পরিবেশন করা হয়েছিল। মিঃ ট্রিভ্স তারিয়ে তারিয়ে সবটুকু খেলেন। দামী ক্রিস্টাল কাটগ্লাসের খালি পানপাত্র নামিয়ে রেখে খাবার ঘরের খুঁটিনাটি থেকে শুরু কবে অতিথিদের সবার মুখগুলো মোমের আলোয় যতদূর সম্ভব ভাল করে দেখলেন তিনি। হ্যাঁ, লেডি ট্রেসিলিয়ানের রুচির তারিফ করতে হয়, মনে মনে বললেন মিঃ ট্রিভ্স, চলাফেরার ক্ষমতা না থাকলেও সাবেকি রুচি অনুযায়ী অতিথি সৎকারে এতটুকু ক্রটি তিনি রাখেন নি। পরমুহূর্তে নেভিল স্ট্রেঞ্জের পাশে বসা তাব রূপসী স্ত্রী কে-র দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল; মোমের ক্ষিণ আলোয় মিঃ ট্রিভ্স স্পষ্ট দেখলেন কে-ব গা ঘেঁষে বসা সুবেশ যুবকটির চিকণ কোমল মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে তার কোলে, নেভিলের অজান্তে কে আলতো হাত বোলাচ্ছে যুবকটির মাথায়।

বাঃ! নিজের মনে বলে উঠলেন মিঃ ট্রিভ্স, সাবেকি আমলের মোমের আলোয় ডিনারের আবছা আলো আধারে অতি আধুনিক দু'জন যুবক-যুবতী কেমন আশপাশেব কাউকে তোয়াক্কা না করে অবাধে একে অপবের গা ছোঁবার লুকোচুরি খেলা খেলে চলেছে। ভেতরে ভেতরে নেভিলের জন্য করুণা অনুভব করলেন মিঃ ট্রিভ্স—হতভাগার প্রথম পক্ষের বউ অড্রে বসেছে তাঁর গা ঘেঁষে, অড্রের চোখ, নাক, ভুরু, চিবুক যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা অথচ এমন অপরূপা সৌন্দর্যের প্রতিমাকে আজীবন আঁকড়ে রাখতে পারল না হতভাগা নেভিল! তবে একই সঙ্গে মিঃ ট্রিভ্স তাঁর এককালের অভিজ্ঞতায় দেখে এসেছেন অড্রের মত সুন্দরীবা কখনো কোনও পুরুষের কপালে বেশিদিন টেঁকে না। মাথা নামিয়ে একদৃষ্টে নিজের প্লেটের দিকে তাকিয়ে আছে অড্রে, কে জানে ঠিক এই মুহূর্তে কি দ্বন্দ্ব চলছে তার মনে। সাগরবেলায় ঢেউ-এর সঙ্গে আছড়ে পড়া খুদে ছোট ছোট ঝিনুকের মত তার কানের পাশ থেকে উঁকি দিয়েছে কালো চুলের গুছি, মিঃ ট্রিভ্স মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন সেই অপরূপা শোভার দিকে।

খানিক বাদে উঠে দাঁড়াল কে স্ট্রেঞ্জ, ড্রয়িংরুমে গিয়ে চালু করল সেকেলে গ্রামোফোন, তারপর একটা নাচেব বাজনার রেকর্ড চালিয়ে দিল।

"কিছু মনে করবেন না।" অল্প ঝুঁকে মিঃ ট্রিভ্সকে বলল মেরি অ্যালডিন, "জ্যাজ্ হয়ত আপনি পছন্দ করেন না....."

"খুবই পছন্দ করি," ভদ্রভাবে সত্যিকথাটা জানিয়ে দিলেন মিঃ ট্রিভ্স।

"পবে না হয একটু ব্রিজ খেলার ব্যবস্থা করা যাবে," বিনীত ভাবে বলল মেরি, "কিন্তু আম বলতে এলাম লেডি ট্রেসিলিয়ান আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চান।"

"সে তো আনন্দের কথা।" বললেন মিঃ ট্রিভ্স। "তা উনি কি এখানে আসবেন?"

"আজ্ঞে না," মেরি বলল, "আগে উনি ইনভ্যালিড চেয়ারে বসে নেমে আসতেন, ওঁর ওঠানামা সুবিধের জন্য এ বাড়িতে লিফ্‌ট বসানো হয়েছিল। কিন্তু এখন বয়স যথেষ্ট বেড়ে যাবার ফলে উনি আর নিজের শোবার ঘর থেকে বেরোতেই চান না, যখন যার সঙ্গে কথা বলতে চান মহারাণীর মত তাঁকে নিজের কামরায় তলব করেন।"

"বেশ তো, মিস অ্যালডিন।" মিঃ ট্রিভ্‌স খুশি খুশি গলায় বললেন। "আমি একটু বাদেই মহারাণীকে সেলাম দিতে যাচ্ছি......"

এদিকে ড্রইংরুমে রেকর্ডের বাজনার সঙ্গে হালকা তালে পা ফেলে নাচতে শুরু করেছে কে। মিঃ ট্রিভ্‌স লক্ষ্য করলেন কে-র দু'চোখের মণি মোমের আলোয় ঝকঝক করছে, উদগ্র কামনার ছোঁয়ায় ফাঁক হয়েছে দু'ঠোঁট।

"টেবিলটা সরিয়ে দাও। নেভিল।" ড্রয়িংরুমের মাঝখানে বসানো ছোট টেবিলটা ইশারায় নেভিলকে দেখাল কে। পোষা কুকুরের মত নেভিল সঙ্গে সঙ্গে কে-র হুকুম তামিল করল। তারপরে তার সঙ্গে নাচার আশায় এগিয়ে এল, কিন্তু তাকে উপেক্ষা করে টেড ল্যাটিমারের দিকে এগিয়ে এল কে, ধারালো গলায় টেডকে বলল, "এসো টেড, একটু নাচা যাক।"

টেড নাচার জন্য মুখিয়েই ছিল। কে-র আহ্বান পাবার সঙ্গে সঙ্গে সে এগিয়ে এলো, বাঁ হাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরে কে-কে গভীরভাবে টেনে নিল বুকে, টেডকেও একই ভাবে জড়িয়ে ধরল কে। দুলে, সামনে ঝুঁকে দু'পাশে বেঁকে দিব্যি নাচতে লাগল দু'জনে। সত্যি সত্যি তাকিয়ে দেখার মত সে নাচ। অতিথিরা সবাই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন তাদের দিকে।

"নাচবে অড্রে?" কে-র কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে নেভিল এসে দাঁড়াল অড্রের কাছে। বড্ড ঠাণ্ডা শোনাল তার গলা। একবার ইতস্ততঃ করে এগিয়ে এল সে। কে-কে অগ্রাহ্য করে নেভিলের সঙ্গে নাচতে লাগল অড্রে। ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে টমাস রয়েড যে একদৃষ্টে অড্রের দিকে তাকিয়ে আছে তা লক্ষ্য করল মেরি অ্যালডিন। নিজের অজান্তেই টেড ল্যাটিমার আর কে-কে লক্ষ্য করে কিছু বিরক্তিসূচক চাপা মন্তব্য করে বসল সে। মিঃ ট্রিভ্‌স ঘাড় ফেরাতে মেরি বুঝল গলা নামিয়ে বললেও কথাগুলো ঠিকই শুনতে পেয়েছেন তিনি।

"কি হল?" মেরির দিকে চোখ তুলে তাকালেন মিঃ ট্রিভ্‌স, "নিজের মনে কি বিড়বিড় করছেন?"

"এই অসহ্য গরমে আর টিকতে পারছি না সে কথা বলছি," হুঁশিয়ার হয়ে বলল মেরি, "সেপ্টেম্বর মাস পড়ে গেল, অথচ......."

"ঠিকই বলেছেন মিস অ্যালডিন।" সায় দিয়ে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স। "আমি যে হোটেলে উঠেছি সেখানেও সবাই বলাবলি করছিল এক্ষুণি একটা বৃষ্টি না হলে আর চলবে না।"

"আর পারছি না, নেভিল," ভূতপূর্ব স্বামীর দু'হাতের শক্ত বাঁধন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল অড্রে, হাঁফ ছেড়ে হাসিমুখে বলল, "এই ভ্যাপসা গরমে আর নাচতে পারছি ন।" বলে নেভিলের প্রতিক্রিয়ার জন্য অড্রে আর দাঁড়াল না, ধীরে ধীরে পা ফেলে ড্রয়িংরুমের ওপাশে টানা লম্বা আঙ্গিনার দিকে এগিয়ে গেল।

"আরে হাঁদারাম, দাঁড়িয়ে না থেকে তুমিও ওর পিছনে পিছনে যাও, ওকে ধরে ঝুলে পড়ো!" বিড়বিড় করে কথাগুলো বলল মেরি, কিন্তু এবারেও মিঃ ট্রিভ্‌স শুনতে পেয়ে বড় বড় চোখ মেলে তার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে চোখ রেখে হেসে মেরি বলল, "কিছু মনে করবেন না, ওর ঢিলেমি দেখলে রাগে আমার গা জ্বলে যায়। শরীর নিয়ে যেন নড়তেই পারে না।"

"কে, মিঃ স্ট্রেঞ্জ?"

"আজ্ঞে না, নেভিল নয়।" হাসল মেরি, "আমি টমাস, ইয়ে মিঃ টমাস রয়েডের কথা বলছি।"

অড্রেকে বেরিয়ে যেতে দেখে এতক্ষণে তার পেছন পেছন যাবার জন্য এগোল টমাস, কিন্তু তার আগেই বড় বড় পা ফেলে নেভিল পৌঁছে গেছে অড্রের কাছে।

"মিস অ্যালডিন," মেরির দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বললেন মিঃ ট্রিভ্স, "কি যেন নাম ঐ ছোকারা—ইয়ে কম বয়সী ভদ্রলোকের? মিঃ ল্যাটিমার, তাই তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," হাসিমুখে বলল মেরি, "এডওয়ার্ড ল্যাটিমার।"

"হুঁ-উ-ম্, এডওয়ার্ড, তার মানে টেড ল্যাটিমার!" আবার জানতে চাইলেন মিঃ ট্রিভ্স, "তা উনি কি মিসেস কে স্ট্রেঞ্জের পুরনো বন্ধু? দেখে তো তাই মনে হল!"

"আজ্ঞে আপনি ঠিকই ধরেছেন।"

"বেশ! তা সুখী রাজপুত্রের মত দেখতে এই মিঃ ল্যাটিমার কাজকর্ম কি করেন জানেন?"

"আজ্ঞে না, এ ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই।" মেরি বলল, "এটুকু শুনেছি যে উনি ইস্টারহেড বে হোটেলে উঠেছেন।"

"বাঃ সে তো ছুটি কাটানোর পক্ষে খাসা জায়গা।" আপনমনে বললেন মিঃ ট্রিভ্স। "এই মিঃ টেড ল্যাটিমাবের মাথার গড়ন ভারি অদ্ভুত! আর চুলে এমন বাহারী ছাঁট দিয়েছেন যার ফলে চাঁদি আর ঘাড়ের মাঝখানে একটা কোণ তৈরি হয়েছে।" একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, "বেশ মনে আছে হুবহু এইরকম মাথার গড়নের এক ছোকরাকে আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দেখেছিলাম কয়েক বছর আগে। লণ্ডনের এক জুয়েলারীর দোকানের কর্মচারীকে প্রচণ্ড মারধর করে দোকানের দামী মালপত্র লুঠ করার অভিযোগে তার দশ বছর সশ্রম কারদণ্ড হয়েছিল। মিঃ ল্যাটিমারকে দেখে লোকটার কথা মনে পড়ে গেল।"

"তার মানে," ভেতরে ভেতরে দারুণ উত্তেজিত হয়ে বলল মেরি, "আপনি কি বলতে চান—"

"না না, বাধা দিয়ে বললেন মিঃ ট্রিভ্স," আপনি আমার কথাটা ঠিক ধরতে পারেন নি। আপনাদের সম্মানিত অতিথিদের কাউকে অসম্মান করার এতটুকু ইচ্ছে আমার নেই। আমি এটাই বলতে চাই যে এমন অনেক নিষ্ঠুর অপরাধী আছে যাদের মুখ দেখে কিছু বোঝা যায় না। অপরাধী মানসিকতার কোনও ছাপ তাদের চোখেমুখে পড়ে না। অদ্ভুত হলেও ব্যাপারটা সত্যি।"

"আপনি সবকিছু খুঁটিয়ে দেখেন, মিঃ ট্রিভ্স," মেরি বলল, "কিছুই আপনার নজর এড়ায় না। এসব দেখে তো আপনাকে আমার ভয় লাগছে।"

"আপনার মত বুদ্ধিমতী যুবতীর মুখে একথা মানায় না মিস অ্যালডিন," মিঃ ট্রিভ্স বললেন। "আমার নজর বরাবর একইরকম তাতে করাও ভাল বা মন্দ যাই হোক না কেন।"

"মন্দ হবার কথা বলছেন কেন?"

"কখনও কখনও কাঁধে দায়িত্ব চাপে," মিঃ ট্রিভ্স বললেন, "তখন সত্যিই কি করা কর্তব্য তা স্থির কবা মুশকিল হয়ে পড়ে। আর্দালি হারস্টল গরম কফির ট্রে নিয়ে এসে হাজির হল, মেরি আর মিঃ ট্রিভ্সের সামনে গরম কফির কাপ রেখে সে ট্রে নিয়ে চলে গেল টমাস রয়েডের কামরার দিকে। তারপরে মেরির নির্দেশে হারস্টল কফির ট্রেটা একটা ছোট টেবিলে নামিয়ে রেখে চলে গেল। অড্রে আর নেভিলের জন্য দুটো কাপ দু'হাতে নিয়ে মেরি ড্রয়িংরুমের বড় জানালার সামনে এসে দাঁড়াল, মিঃ ট্রিভ্স এসে দাঁড়ালেন তাঁর পাশে।

"অড্রে, তুমি—" কি যেন বলতে গিয়ে নেভিল এগিয়ে এল। ঠিক তখনই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল অড্রে, বাঁ কানে হাত ছুঁইয়ে বলল, "এ কি! আমার বাঁ কানটা খালি কেন? কানের দুলটা পড়ল কোথায়?"

"কোথায় পড়েছে?" বলে উঠল নেভিল, একইসঙ্গে দু'জনে হেঁটে পায়ের নিচের মাটি হাতড়াতে লাগল, আর ঠিক তখনই নেভিলের গায়ে অড্রের গা ঘষ্টে গেল। খানিক তফাতে ড্রয়িংরুমে জানালার আড়ালে দাঁড়িয়ে মেরি অ্যালডিন স্পষ্ট দেখল সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে একপাশে সরে গেল অড্রে. আর নেভিল চেঁচিয়ে উঠল; "এক সেকেণ্ড—আমার আস্তিনের বোতামটা তোমার চুলে জড়িয়ে গেছে অড্রে, নড়চড়া না করে একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো।" অড্রে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল আর সেই ফাঁকে নেভিল তার চুলে জড়িয়ে যাওয়া আস্তিনের বোতামটা ছাড়িয়ে নিতে লাগল।

"ওঃ নেভিল, তুমি একটা কি বলো তো? আমার চুলগুলো যে সব গোড়াশুদ্ধ উপড়ে নিচ্ছ! আরেকটু ধীরে সুস্থে বোতামটা ছাড়িয়ে নেয়া যায় না?" অড্রের কাঁদো কাঁদো গলা স্পষ্ট শুনতে পেল মেরি, হয়ত

শুনতে পেলেন মিঃ ট্রিভ্‌সও। চাঁদের আলোয় মেরি আর মিঃ ট্রিভ্‌স দু'জনেরই চোখে পড়ল অড্রের চুলের গুছি থেকে হাতের আস্তিনের বোতামটা খুলতে গিয়ে নেভিলের দু'হাত থরথর করে কাঁপছে।

"দেখি, আমায় একটু যেতে দাও!" বলে মেরি অ্যালডিনের পাশ কাটিয়ে টমাস রয়েড ড্রয়িংরুম থেকে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল অড্রে আর নেভিলের মাঝখানে।

"বোতামটা অড্রের চুল থেকে আমি খুলে দেব, মিঃ স্ট্রেঞ্জ?" নেভিলের মুখের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল টমাস রয়েড। শুনেই সোজা টানটান হয়ে দাঁড়াল নেভিল, অড্রেও কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

"থাক্ ওটা খোলা হয়ে গেছে।" টমাসকে বলল নেভিল; চাঁদের আলোয় মেরি স্পষ্ট দেখল নেভিলেব মুখখানা মড়ার মুখের মত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

"আরে তুমি তো দেখি ঠকঠক করে কাঁপছ!" অড্রের দিকে তাকিয়ে বলল টমাস। "এসো, ভেতরে এসে একটু কফি খাও।" প্রতিবাদ না করে টমাসের পেছন পেছন অড্রে চলে এল ড্রয়িং রুমে, নেভিল মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে রইল দূরের সমুদ্রের দিকে।

"আমি তোমার জন্য কফি নিয়ে যাচ্ছিলাম," অড্রের দিকে তাকিয়ে বলল মেরি। "তবে তুমি যখন এসে গেছো তখন এখানে বসেই বরং খাও।"

"হ্যাঁ", "অড্রে বলল," সেকথা ভেবেই ফিরে এলাম। সবাই ড্রয়িংরুমে একসঙ্গে বসে গবম কফির পেয়ালায় চুমুক দিল, টেড ল্যাটিমার আর কে-র নাচ তার আগেই শেষ হয়ে গেছে।

কালো ঢোলা পোষাক পরা একটি কাজের মেয়ে ভেতরে এসে দাঁড়াল। অল্প মাথা ঝুঁকিয়ে মিঃ ট্রিভ্‌সকে বলল, "আমাদের মা ঠাকরুণ ওপরে অপেক্ষা করছেন।"

"আপনি এসে আমায় বাঁচালেন, মিঃ ট্রিভ্‌স," ঘন্টাখানেক গল্পগুজব করার পবে মিঃ ট্রিভ্‌সকে বললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান। "আপনার মুখে হাল আমলের এই সব কেচ্ছা কেলেংকাবির ঘটনাগুলে শুনে আমার একঘেঁয়েমি অনেকখানি কেটে গেছে। আমি এখন সত্যিই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। সত্যি বলতে কি, কেচ্ছা কেলেংকারির মধ্যে যে আনন্দ ছড়িয়ে আছে হাজার বই পড়লেও সে আনন্দের হদিশ আপনি পাবেন না। এটা আমার নিজের ধারণা। সুস্থ জীবন যাপনের জন্য যেমন মাঝে মাঝে এক আধটু বজ্জাতি, এব পেছনে নির্দোষভাবে লাগা, একে তাকে একটু চিমটি কাটা, এগুলো যেমন অপরিহার্য তেমনই আর কি! শবীর মন সুস্থ রাখতে হালকা বিষও কার্যকর ভূমিকা নেয়, ম্যাডাম।"

"যাক, এবারে একটু নিজের কথা বলি।" লেডি ট্রেসিলিয়ান বললেন, "আপনার চোখে তো কোনকিছুই এড়ায় না মিঃ ট্রিভ্‌স, তা আমার বাড়িতে যে প্রেমেব চিরন্তন এক ত্রিকোণ গড়ে উঠেছে তা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন?"

"ইয়ে কোণ ত্রিকোণের কথা বলছেন ম্যাডাম?"

"ন্যাকা সাজবেন না, মিঃ ট্রিভ্‌স," হাসিমাখা গলায় বললেন লেডি ট্রেসিলিযান। "আমি নেভিল আর ওব দুই বউ-এর কথা বলছি।"

"ও তাই বলুন!" কয়েক মুহূর্ত শূন্যে তাকিয়ে থেকে মিঃ ট্রিভ্‌স বললেন, "এখনকাব বউটিকে তো দেখতে বেশ সুন্দর, ভাল নাচতে পারে। স্বাস্থ্য ভাল, চেহারাতেও যথেষ্ট চটক আছে।"

"সে তো আগের বউ—মানে অড্রেরও আছে মিঃ ট্রিভ্‌স।"

"হ্যাঁ," মিঃ ট্রিভ্‌স চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ওকে নিঃসন্দেহে মোহিনী বলা যায়।"

"আপনি তো নিজের জীবনে অনেক প্রেম, বিয়ে, ছাড়াছাড়ি দেখেছেন, মিঃ ট্রিভ্‌স" লেডি ট্রেসিলিয়ান বললেন, "নিজেমুখে যাকে মোহিনী বললেন সেই অড্রের মত মেয়েকে ছেড়ে কে-র মত একটা সস্তাদরের মেয়ের কাছে নিজেকে কেউ বিলিয়ে দিতে পারে বলে মনে করেন? একি সম্ভব?"

"আপনি মিছেই ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হচ্ছেন, ম্যাডাম।" শান্ত স্বাভাবিক গলায় বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স "এমন তো কতই ঘটছে।"

"যত সহজে বলছেন তত সহজে আমি আপনার কথা মেনে নিতে পারছি না মিঃ ট্রিভ্‌স," লেডি ট্রেসিলিয়ন বললেন। "আমার একেক সময় মনে হয় নেভিলের জায়গায় আমি থাকলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কে-র ওপর বিরক্তি ধরে যেত, তার চেয়ে বড় কথা, নেভিলের মত এমন ভুল আমি মোটেও করতাম না।"

"রূপের মোহে পড়ে বিভ্রান্ত হয়ে উল্টোপাল্টা কিছু করে বসার ঘটনাও চিরকালই ঘটে আসছে আমাদের সমাজে।" যেন তিনি নিজে সব মোহ আর মায়ার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছেন, এমন ভাবে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স। "তবে সুখের কথা এই যে এসব মোহ খুব বেশিদিন টেঁকে না।" "তারপরে অর্থাৎ মোহমুক্তি ঘটলে কি হয়?" জানতে চাইলেন লেডি ট্রেসিলিয়ান।

"সচরাচর যা ঘটতে দেখা যায় তা হল দু'পক্ষই অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রী নিজেদের মধ্যে কোনও বোঝাপড়া করে পরিস্থিতি সামাল দেয়। আবার কখনও কখনও দ্বিতীয় ডিভোর্সের ঘটনাও ঘটে। তখন পুরুষটি তৃতীয় এমন কাউকে বিয়ে করে যে যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন।"

"না! না! আপনার মক্কেলরা যা খুশি করে করুক, নেভিল আবার ডিভোর্স করবে তা কখনোই হতে পারে না, আমি তা কখনোই হতে দেব না।"

"আবার এমন ঘটনাও ঘটে যখন দ্বিতীয় ডিভোর্স করে স্বামী তার আগের বউকে আবার বিয়ে করল। এমন ঘটনাও বিরল নয় জানবেন।"

"তাই বা হবে কি করে!" আপত্তির ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন লেডি ট্রেলিসিয়ান, অড্রের রূপ গুণ কোনটারই অভাব নেই ঠিকই, কিন্তু ওর বড্ড বেশী দেমাক, নেভিলের সঙ্গে নতুন করে ঘর বাঁধতে ও কিছুতেই রাজি হবে বলে আমার মনে হয় না?"

"নিজের অভিজ্ঞতায় এটাই দেখেছি যে প্রেম ভালবাসার ক্ষেত্রে মেয়েরা হয় খুব দেমাক দেখায় নয়ত সব দেমাক স্বেচ্ছায় বিসর্জন দেয়। মুখে দেমাকের কথা যতই বলুক কাজের বেলায় তারা তা কখনোই দেখায় না।"

"অড্রের ধাত আপনার জানা নেই মিঃ ট্রিভ্‌স," লেডি ট্রেসিলিয়ান বললেন, "নেভিলকে ও পাগলের মত ভালবাসত। কে-কে পাবার জন্য নেভিল ওকে ডিভোর্স করার পরে অড্রে আর কখনও ওর মুখ দর্শন করতে চায়নি তবে এই ঘটনার জন্য একা নেভিলকে আমি দায়ী করি না। নেভিল যখন যেখানে যেত এই কে মেয়েটা নিজে সেখানে গিয়ে হাজির হত, গায়েপড়া হয়ে মেলামেশা করত ওর সঙ্গে। আর এইসব সস্তাদরের রূপসীদের ফাঁদে নেভিলের মত রমনী প্রিয় ছেলেরা কেমন সহজে ধরা দেয় তা তো আপনার অজানা নয় মিঃ ট্রিভ্‌স।"

"মানছি আপনার কথা, ম্যাডাম," অল্প কেশে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স। " কিন্তু দেখুন, এত কাণ্ডের পরেও আপনার অড্রে তার সব দেমাক বিলিয়ে আবার এসে হাজির হয়েছে। নেভিলের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করছে, খানিক আগে নেভিলের সঙ্গে আমি নিজে চোখে ওকে দু'পাক নাচতেও দেখেছি।"

"এরা তো এখনকার মানে হালের জমানার সব মেয়ে," লেডি ট্রেসিলিয়ান বললেন। "এদের ব্যাপার স্যাপার সব আমার জানা আছে এমন দাবি কখনোই করবো না। আমি বলব ভেতরে ক্ষতবিক্ষত হলেও এসব নিয়ে ও মোটেও মাথা ঘামায় না। ডিভোর্সের পরেও নেভিলের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করতে, একটু আধটু নাচতে ওর কিছু যায় আসে না এটা বোঝাতেই এসব করছে অড্রে; আপনি যাই বলুন না কেন মিঃ ট্রিভ্‌স, আমার মতে এটাও এক ধরনের দেমাক।"

"আপনার দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিলে তা হওয়া খুবই স্বাভাবিক বইকি," নিজের গালে আলতো টোকা দিলেন মিঃ ট্রিভ্‌স। "ওভাবে দেমাক দেখানো অড্রের পক্ষে খুবই সম্ভব।"

"আপনি তাহলে বলতে চাইছেন অড্রে এখনও মনে প্রাণে নেভিলকে ভালবাসে। নেভিলকে ও এখনও পেতে চায়? ওঃ কি ভয়ানক যাচ্ছেতাই ব্যাপার। এযে ভাবাও যায় না!"

"খুবই স্বাভাবিক," সংক্ষেপে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স।

"কিন্তু আমি তা কখনও হতে দেব না" জেদী একগুঁয়ে গলায় বললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান। "আমার বাড়িতে এসব আমি কখনই হতে দেব না।"

"আপনার মানসিক শান্তির প্রচণ্ড ব্যাঘাত ঘটেছে, তাই না, ম্যাডাম?" তীক্ষ্ণ চোখে তাঁর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স। "এ বাড়িতে এখন যা পবিবেশ তৈরি হয়েছে তাতে ভেতরে ভেতরে চাপা উত্তেজনা বেড়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক।"

"আপনি নিজেও তা আঁচ করতে পেরেছেন?" তীক্ষ্ণ গলায় বললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ম্যাডাম।" মিঃ ট্রিভ্‌স ঘাড় নেড়ে বললেন। "নিঃসঙ্কোচে বলব পেয়েছি, আর তার ফলে আমার নিজেরই কেমন ধাঁধা লাগছে, তা স্বীকার করতে আমার এতটুকু লজ্জা নেই। পুরুষ আর নারী, দু'পক্ষেরই আসল মনোভাব এখনও বোঝা যাচ্ছে না, তা রয়ে গেছে ধোঁয়ার আড়ালে। তাহলেও আমার মতে আপনি বারুদের বস্তার ওপর বসে আছেন যে কোন মহূর্তে যার বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।"

"ওভাবে কথা বলে আমায় আর ধোঁয়াসার মধ্যে রাখবেন না, দোহাই আপনার," বললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান। "ভয় না বাড়িয়ে এই মুহূর্তে আমার কি কবা উচিত কিভাবে চলা উচিত যদি পারেন দয়া করে তাই বলুন।"

"সত্যি বলতে কি ম্যাডাম।" অসহায় ভঙ্গিতে দু'হাত তুলে মিঃ ট্রিভ্‌স বললেন, "আপনাকে কোন পথে এগোতে বলব তা আমি নিজেও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। কেন্দ্র বিন্দু একটা আছে ঠিকই যেটা সরিয়ে দিতে পারলে—কিন্তু সে পথ জুড়েই তো যত দুর্বোধ্যতা আব ধোঁয়াশা ছড়িযে আছে, এগোব কিভাবে তাই তো বুঝে উঠতে পারছি না।"

"অড্রেকে এখান থেকে চলে যেতে বলা আমার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়," লেডি ট্রেসিলিয়ান বললেন, "আমি লক্ষ্য করেছি যে কোনও সঙ্কটজনক পরিস্থিতিকে ও অদ্ভুতভাবে সামাল দিতে পাবে নিজেকে। ও যথেষ্ট বিনীত, শিষ্টাচারের এতটুকু অভাব ওর মধ্যে নেই। না, অড্রে সম্পূর্ণ নির্দোষ, শাসন করার মত কোনও ত্রুটি ওর মধ্যে নেই।"

"সে তো ঠিকই, একশোবাব," সায় দিলেন মিঃ ট্রিভ্‌স, "কিন্তু এর ফলে একটা প্রতিক্রিয়া যে মিঃ নেভিল স্ট্রেঞ্জ-এর মধ্যে ঘটছে তা আশাকরি মানবেন।"

"নেভিলের আচার-আচরণ আমার মোটেও পছন্দ হচ্ছে না," বললেন লেডি ট্রেসিলিযান। "ভাবছি ওকে আলাদাভাবে ডেকে একটু ধমকে দেব। মুশকিল হয়েছে আমাব পরলোকগত স্বামী, মানে আপনাদের বন্ধু ম্যাথিউ ওকে একরকম নিজের ছেলের মত পুষ্যি নিয়েছিলেন, নয় তো আমি নেভিলকে আজই এ বাড়ি থেকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারতাম!"

"আমি সবই জানি ম্যাডাম," মিঃ ট্রিভ্‌স বললেন, "নতুন কবে আমাব আব কিছু জানাব নেই।"

"ম্যাথিউ যে এখানে এই সমুদ্রেই চান করতে গিয়ে ডুবে গিযেছিলেন তা আপনি জানেন?"

"জানি, ম্যাডাম।"

"ও চলে যাবার পরে অনেকে আমায় এই বাড়ি বেচে দিয়ে এখান থেকে চলে যাবাব বুদ্ধি দিয়েছে, কিন্তু আমি তাদের কথায় কান দিই নি। কেনই বা দেব, আপনি বলুন! ম্যাথিউ মারা যাবার পরে আজ পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্ত আমি অনুভব করি সে এখানে আমার কাছাকাছি আছে। গোড়ায় প্রায়ই নিজের মৃত্যুকামনা করতাম, বিশেষ করে আমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাবার পরেই মনে হত এবার হয়ত আমার পালা, শীগগিরই হয়ত আমাকেও চলে যেতে হবে ম্যাথিউর কাছে। কিন্তু এখন দেখছি আমার মরণ অত সহজে আসবে না, নিয়তি আমায় না মেরে এভাবে আধমার করে দিনের পর দিন বাঁচিয়ে রাখবেন। আমি যক্ষের মত এই সম্পত্তি আগলে থাকব আর যন্ত্রণায় কঁকিয়ে যাব, মৃত্যুকে ডাকব, কিন্তু সে আসবে না! বেশ বুঝতে পারি মিঃ ট্রিভ্‌স, যত দিন যাচ্ছে আমি ততই অসহায় হয়ে পড়ছি, সবাই এখন আমায় করুণার চোখে দেখে!" বলতে বলতে চাপা কান্নায় তাঁর গলা ধরে গেল।

"কিন্তু আপনি যাদের নিয়ে আছেন আপনার সেই কাজের লোকেরা তো যথেষ্ট বিশ্বস্ত ম্যাডাম," মিঃ ট্রিভ্‌স বললেন। "ওদের ওপর যথেষ্ট ভরসা করা চলে।" "তা ঠিক বলেছেন, মিঃ ট্রিভ্‌স," সায় দিলেন লেডি ট্রেসিলিয়ান। "আমার সবচেয়ে বড় ভরসা হল মেরি, মেবি অ্যালডিন, আশাকরি ওর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে।" .

"আজ্ঞে হ্যাঁ, হয়েছে ম্যাডাম," মিঃ ট্রিভ্‌স বললেন। "আজকের ডিনার পার্টিটা তো উনি একাই দিব্যি চালিয়ে নিলেন, আপনার অভাব আমরা একবারের জন্যও অনুভব করি নি, তা মেরি কি আপনার আত্মীয়?"

"দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি," লেডি ট্রেসিলিয়ান বললেন," বাবা মারা যাবার পর থেকে বেচারী আমার এখানেই দিন কাটাচ্ছে, আমার দেখাশোনা করতে করতেই ওর জীবনের অর্ধেক কেটে গেল। আমি ওকে নিজের মেয়ের মত করে গড়ে তুলেছি। প্রচুর পড়াশোনা করেছে মেরি, এমন কোনও বিষয় নেই যা নিয়ে আপনি ওর সঙ্গে আলোচনা করতে পারবেন না। সত্যিকথা বলতে কি আমি তো সকাল থেকে রাত যতক্ষণ শুতে না যাই ততক্ষণ শুয়ে বসেই কাটাই, আমার ঘরবাড়ি দেখাশোনা, সব এক হাতে মেরিকেই সামলাতে হয়। বাড়ির কাজের লোকেদের সামলানো, বাজার-হাট, কেনাকাটা, কি রান্না হবে তার তদারক করা, কাজের লোকেদের ওপর নজর রাখা, ওদের মাইনেপত্তর দেয়া, বছরে একবার ওদের জামাকাপড় দেয়া, ব্যাংকের টাকাকড়ির সুদের হিসেব রাখা, সব করে ঐ মেরি। এমন কি কাজের লোকেরা যখন ঝগড়াঝাঁটি করে মেরিকেই গিয়ে তা থামাতে হয়।"

"ওর তাহলে এখানে অনেক বছর কাটল, ম্যাডাম?"

"তা দেখতে দেখতে চোদ্দ পনেরো বছর তো বটেই," লেডি ট্রেসিলিয়াম বললেন, "এখন মাঝে মাঝে মনে হয় ওর ভবিষ্যতের কথা না ভেবে বেচারীকে সারাজীবন এখানে বেঁধে রাখছি স্বার্থপরের মত, এতে আমার নিশ্চয়ই মহাপাপ হচ্ছে। অথচ কি করব বলুন? মেরি এক মুহূর্তের জন্য না থাকলে আমি চোখে আঁধার দেখব। বলতে বলতে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন লেডি ট্রেসিলিয়ান। কাঁপা গলায় বললেন, "মাপ করবেন মিঃ ট্রিভ্‌স। অনেকক্ষণ একটানা কথা বলে বড্ড ক্লান্ত লাগছে, এবারে আমি শোব। আপনি পুরনো আমলের গুণী লোক, আপনাকে পেয়ে ভারি ভাল লাগল। চলে যাবার আগে অনুগ্রহ করে আরেক দিন পায়ের ধুলো দেবেন। সেদিন আরও অনেকক্ষণ আপনার সঙ্গে বসে গল্প করব।"

"নিশ্চয়ই আসব," বলে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ ট্রিভ্‌স। "আপনি এবারে বিশ্রাম নিন, বাতও তো অনেক হল।"

"দয়া করে যাবার আগে একটা কাজ করে দিন।" কাঁপা গলায় বললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান। "খাটের ওপাশে দেখুন একটা ঘন্টার দড়ি ঝুলছে, ওটা একটু টেনে ঝাঁকিয়ে দিন।"

সাবেক কালের প্রথা অনুযায়ী একটা বড় ঝালর সমেত দড়ি ঘুলঘুলির ভেতর থেকে গলে এসে ঝুলছে খাটের পাশে, মিঃ ট্রিভ্‌স সেটা ধরে কয়েকবার জোরে ঝাঁকুনি দিলেন। ওপরে ঘন্টা বাজছে শুনতে পেলেন তিনি।

"আপনাকে যে মেয়েটি ডেকে নিয়ে এল," লেডি ট্রেসিলিয়ান বললেন, "ওর নাম ব্যারেট, আমার শোবার ঘরের ঠিক ওপরেই ওর ঘর। ঘন্টাটা ঠিক ওব খাটের ওপর ঝুলছে। তাই আওয়াজ হলেই ও শুনতে পায়, আর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে। গুড নাইট মিঃ ট্রিভ্‌স। আশাকরি শীগগিরই আবার দেখা হবে।"

লেডি ট্রেসিলিয়ানের শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পরে মিঃ ট্রিভ্‌স ঘন্টার আওয়াজ তিনি দ্বিতীয়বার শুনতে পেলেন। লিফটে না চেপে সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলেন মিঃ ট্রিভ্‌স। দেখলেন একতলার ড্রয়িংরুমে অতিথিদের নিয়ে মেরি ব্রিজ খেলতে বসেছে। তাঁকে দেখে একহাত খেলতে বলল মেরি, কিন্তু রাত অনেক হয়ে গেছে বলে এড়িয়ে গেলেন মিঃ ট্রিভ্‌স। বিদায় নেবার আগে সৌজন্যের কথা ভেবে তিনি এদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাবেন ভেবে একটা সোফায় বসলেন। "আমি যে হোটেলে উঠেছি মেবি," মিঃ ট্রিভ্‌স বললেন, "সেটা একটু সেকেলে ধাঁচের। আমি নিজে মানুষটাও তো সেকেলে, তাই জায়গাটা

আমার বেশ পছন্দসই হয়েছে। রাত বারোটার পরে বোর্ডাররা কেউ বাইরে থাকে এটা ওখানকার কর্তৃপক্ষের পছন্দ নয়।"

"কি এমন রাত হয়েছে মশাই," নেভিল বলল, "সবে তো সাড়ে দশটা বেজেছে, বারোটা বাজতে এখনও ঢের দেরি। আর যদি রাত বারোটার পর আপনি ওখানে পৌঁছোন, তাহলে কি ওরা কাল সকাল পর্যন্ত আপনাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবে?"

"না, না, তা নয়," মিঃ ট্রিভ্স বললেন, "হোটেলের সদর দরজা সারা রাত সত্যিই তালা বন্ধ থাবে কিনা তা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ওরা ঠিক রাত ন'টায় ভেতর থেকে সদর দরজা এঁটে দেয়, তারপরে যার দরকার হয় সে বাইরে থেকে হাতল ঘুরিয়ে সদর দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে।"

"আপনার এই বালমোরাল কোর্ট হোটেলটা ঠিক কেমন?" জানতে চাইল টেড ল্যাটিমাব, "বাইরে থেকে দেখতে তো আগেকার ভিক্টোরিয়ান আমলের জমিদার বাড়ি বলে মনে হয়।"

"ঠিকই বলেছেন," মিঃ ট্রিভ্স বললেন, "ভেতরে ঢুকলে মনে হয় ভিক্টোরিয়ান আমলেব কোনও প্রাসাদে হয়ত ভুল করে ঢুকে পড়েছি। তখনকার মতই, পেল্লায় সব খাট তারওপর তেমনই পুরু তুলোর গদি, নরম সুতির চাদর, নরম তুলোর বালিশ। বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে আরামে দু'চোখ জড়িয়ে আসে ঘুমে। সব ক'টা কামরায় বড় বড় কাঠের ওয়ার্ডরোব, টয়লেটে বাথটব। খাওয়া-দাওয়াও তেমনই রাজসিক।"

"আপনি বলেছিলেন ওখানে ঢোকার পরে গোড়ায় আপনি বিরক্ত হয়েছিলেন," মেরি বলল। "তার কারণটা দয়া করে বলবেন?"

"বলছি," মিঃ ট্রিভ্স তার বুকের বাঁ দিকটা ছুঁয়ে বললেন। "আমার হার্টের অবস্থা খারাপ, ডাক্তার আমায় সিঁড়ি ভাঙতে মানা করেছেন। লণ্ডনে বসে আমি তাই একতলায় দুটো কামরা আমার নামে বুক করে ওদের আগাম চিঠি পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু ওখানে পৌঁছে শুনি একতলায় দুটো কামরা অন্য লোক আগেই দখল করে বসেছে, ওরা তার বদলে ওপর তলায় দুটো ঘর আমায় দিল। আমি বারবার অসুবিধের কথা বললাম, এক তলায় যিনি আছেন তিনি নিজেও অসুস্থ লোক, এ মাসেই উনি স্কটল্যাণ্ড চলে যাবেন তাই একতলা ছেড়ে ওপরে ওঠা ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ওপর তলার ঘর দুটোও খুবই ভাল মানতে হবে, তার ওপর মালপত্র ওপরতলায় নামানোর জন্য একটা অটোমেটিক লিফটও আছে। হোটেল কর্তৃপক্ষ ওপরে ওঠার জন্য ঐ লিফট ব্যবহারের অনুমতি আমায় দিলেন। আমি ভেবে দেখলাম সুবিধা যখন পাচ্ছি তখন একতলা পাইনি বলে এমন সুযোগটা না নেয়া বোকামি হবে, আমি তাই ওখানেই উঠলাম।"

"আপনার হোটেলের একতলার ঘর দু'খানা যিনি নিয়েছেন তিনি একজন মহিলা, তাই না মিঃ ট্রিভ্স," জানতে চাইল মেরি, "নাম যতদূর মনে পড়ছে মিসেস লুকান?"

"ঐ রকমই হবে হয়ত।" আনমনা ভাবে জবাব দিলেন মিঃ ট্রিভ্স।

"টেড," কে বলল, "তুমিও বালমোরাল কোর্টে উঠলে পারতে!"

"না কে।" টেড জবাব দিল, "ওটা ঠিক আমার পছন্দসই হবে না।"

"ঠিক বলেছেন, মিঃ ল্যাটিমার," টেডকে খোঁচা দেবার এমন একটা সুযোগ তিনি হাতছাড়া করতে চাইলেন না।

"পছন্দসই নয় তো বটেই, তাছাড়া আপনি নিজেও ঠিক ঐরকম এক সাবেকি মেজাজের হোটেলে থাকার উপযুক্ত নন।" খোঁচাটা হয়ত জায়গামতই লেগেছে, কারণ টেড ল্যাটিমার চটে গিয়ে বলে উঠল, "আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন তা কিন্তু বুঝতে পারলাম না।"

পরিস্থিতি সামাল দিতে আলোচনার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিল মেরি। মিঃ ট্রিভ্স-এর দিকে তাকিয়ে বলল, "কেনটিশ টাউন ট্রাঙ্ক মামলায় পুলিশ একজনকে নাকি গ্রেপ্তার করেছে, কাগজে পড়ছিলাম—"

"এই নিয়ে পুলিশ দু'জনকে ধরল," নেভিল বলল। "আমার মনে হচ্ছে এবারে ওরা আসল লোকটাকেই ধরেছে।"

"আসল লোক হলেও পুলিশ ওকে বেশিদিন আটকে রাখতে পারবে বলে মনে হয় না," বললেন মিঃ ট্রিভ্স।

"যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাব?" বলল টমাস রয়েড।

"ঠিক তাই?"

"তাহলেও," কে বলল, "আশা করা যায় উপযুক্ত সাক্ষপ্রমাণ শেষ পর্যন্ত ঠিকই পুলিশ পেয়ে যাবে। বরাবর তো তাই পাচ্ছে।"

"সবসময় নয়, মিসেস স্ট্রেঞ্জ," মিঃ ট্রিভ্‌স বললেন, "আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন নৃশংস অপরাধ করেও বহুলোক অবাধে পথেঘাটে পুলিশের নাকের ডগায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব জেনেও শুধু যথেষ্ট পরিমাণ নির্দিষ্ট প্রমাণের অভাবে পুলিশ তাদের ছুঁতে পারছে না।" বলে মিঃ ট্রিভ্‌স দু'বছর আগের এক শিশু হত্যার মামলার প্রসঙ্গ তুলে বললেন, "খুনি কে তা কিন্তু পুলিশ ঠিকই জানে, কিন্তু জেনেও তারা অসহায়- সন্দেহভাজন লোকটি ঘটনার সময় নিজের স্বপক্ষে এমন 'অ্যালিবাই' আদালতে খাড়া করেছে যা আদৌ সত্যি কিনা সরকারপক্ষ এখনও তা প্রমাণ করতে পারে নি। বাধ্য হয়েই বিচারক লোকটিকে বেকসুর খালাস দিতে বাধ্য হলেন।"

"কি সাংঘাতিক!" বলল মেরি। "হয়ত এসব ক্ষেত্রেই মানুষ একসময় নিজের হাতে আইন তুলে নিতে বাধ্য হয়!" পাইপে তামাক ঠাসতে ঠাসতে বলল টমাস রয়েড।

"খুবই অনিষ্টকর মত, মিস্টার রয়েড," গম্ভীর গলায় বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স। "নিজের হাতে আইন তুলে নেয়া মোটেও সমর্থনযোগ্য নয়।"

"আইন যেখানে অসহায় সেখানে অপরাধীকে সাজা দেবার আর কোন পথ আছে বলুন!" বলল টমাস রয়েড।

"কিন্তু নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়াও আইনের চোখে সমান অপরাধ যা ক্ষমার অযোগ্য," বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স।

"আমি পেশাদার বা ফৌজদারী উকিল তা আপনাদের অজানা নয় আমি জানি, পাশাপাশি অপরাধতত্ত্ব চর্চা করা আমার হবি। এবারে একটা সত্যি ঘটনার প্রসঙ্গ তুলব, বহু আগের ঘটনা। দুটি শিশুকে কেন্দ্র করে একটি ঘটনা ঘটেছিল। তাদের বয়স বা লিঙ্গ কি তা আমি বলব না। ঘটনা যা ঘটেছিল তাই বলছি। তীর ধনুক দিয়ে দু'জনে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছিল, খেলতে খেলতে একজনের ছোঁড়া তীরের আঘাতে অন্য শিশুটি মারা যায়। যথারীতি তদন্ত হল। কিন্তু শেষকালে ঘটনাটি নেহাৎই দুর্ঘটনা বলে হত্যাকারী শিশুটি ছাড়া পেয়ে গেল।" বলে একটু থামলেন তিনি।

"তারপরে কি হল?" জানতে চাইল টেড ল্যাটিমার।

ঐ খুনের ঘটনা ঘটার কিছুদিন আগে একজন চাষী জঙ্গলের পথ ধরে যাবর সময় দেখেছিল একটি কমবয়সী বাচ্চা তীর ছোঁড়া অভ্যেস করছে।"

"তার মানে আপনি বলতে চান এটা আদৌ দুর্ঘটনা নয়, আসলে পরিকল্পিত খুন?" বলে উঠল মেরি।

"তা আমার জানা নেই," বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স,. "আমি কখনও জানতে পারি নি। তবে তদন্তের রিপোর্ট উল্লেখ করা হয়েছিল তীর ধনুক ছোঁড়ার কোনও অভিজ্ঞতা ঐ শিশু দুটির ছিল না, কাজেই যা ঘটেছে তা নেহাৎই অনভ্যাস ও অনভিজ্ঞতা প্রসূত দুর্ঘটনা।"

"কিন্তু আদতে ঘটনা তা ছিল না?"

"না," অদ্ভুত গম্ভীর গলায় বললেন মিঃ ট্রিভস।" তদন্তের রিপোর্ট যাই উল্লেখ করা হোক না কেন, এটা যে নিপুন হাতে সংঘটিত খুনের ঘটনা সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ আমার নেই—পেশাদার অপরাধীদের মতই আগে থেকে নিখুঁত ভাবে পরিকল্পনা করে একটি শিশু অন্য একটি শিশুকে খুন করেছিল।"

"কিন্তু ঐ খুনের পেছনে কারণ কি ছিল?" জানতে চাইল টেড ল্যাটিমার।

"কারণ, মানে মোটিভ একটা ছিল বই কি," মিঃ ট্রিভ্‌স বললেন, "রোজ রোজ পেছনে লাগা, দেখা হলেই খেকিয়ে উত্যক্ত করা, আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলা, ছেলেমানুষী নির্বুদ্ধিতায় না বুঝে যা তা গালাগালি দেয়া শিশুমনে ক্রোধ জাগিয়ে তোলার পক্ষে এসব যথেষ্ট। কারও ওপরে কোনও কারণে রেগে গেলে শিশুরা সহজেই তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে—"

"কিন্তু এই ভাবে ভেবেচিন্তে পরিকল্পনা করে খুন করা," অবাক হবার গলায় বলল মেরি। "এ তো ক্ষমার আযোগ্য!"

"ঠিকই," ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স। "বুকের ভেতর খুনের বাসনাকে সযত্নে লালন করা, তাকে বাস্তবে রূপ দিতে সবার অজান্তে তীরধনুক ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদ অভ্যাস করা। দুর্ঘটনাটি জুড়ে অনুতাপ আর দুঃখ পাবার ভান করা, এসব যেমন ক্ষমার অযোগ্য, তেমনই বিশ্বাস করাও কঠিন। অন্ততঃ আমার মতে যে কোনও আদালতের বিচারকের পক্ষে এসব বিশ্বাস করা খুবই কঠিন।"

"তারপরে—" কৌতূহলী গলায় কে জানতে চাইল। "যে খুন করেছিল সেই শিশুটির কি হল?"

"আমার মনে হয় কেলেংকারি আর শিশুটির ভবিষ্যতের কথা ভেবে অভিভাবকেরা তার নাম ধাম চটপট পাল্টে ফেলেছিলেন। উকিলের বুদ্ধিতেই কাজটা তাঁরা করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। সেদিনের সেই শিশুটি পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক না কেন সে আজ এক পূর্ণ বয়স্ক পুরুষে পরিণত হয়েছে। প্রশ্ন একটাই, শৈশবের হত্যাকারীর সত্ত্বা আজও কি রয়ে গেছে তার হৃদয়ে?" কয়েক মুহূর্ত থেমে মিঃ ট্রিভ্‌স বললেন, "ঘটনাটা অনেকদিন আগের ঠিকই, কিন্তু সেদিনের সেই খুনে শিশুটির মুখ আজও আমার মনে আছে, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে হোক না কেন দেখা হলে আমি তাকে ঠিক চিনে ফেলব।"

"তা কি করে হয়," টমাস রয়েড বলল, "মুখ মনে থাকলেও এতদিন পরে তাকে চেনা কোনও মতেই সম্ভব নয়।"

"একশোবার সম্ভব," জোর দিয়ে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স, "তার শরীরে একটা অদ্ভুত লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য ছিল—যাক্‌গে। এ বিষয়ে আমি এই মুহূর্তে আলোচনা করতে চাই না। তাছাড়া প্রসঙ্গটা খুব শ্রুতিমধুরও হবে না। অনেক রাত হল। এবারে আমার বাড়ি ফিরতেই হবে, বলে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ঘরের শেষপ্রান্তে টেবলের ওপরে সারি সারি পানীয়ের বোতল, সুদৃশ্য কাচের গ্লাস বোতল আর কয়েক ডজন দামী কাচের গ্লাস সাজানো।

"যাবার আগে সোড়া দিয়ে একটু হুইস্কি চাখবেন তো, মিঃ ট্রিভ্‌স?" জানতে চাইল মেরি, টমাস রয়েড এগিয়ে এসে হুইস্কির বোতলের ছিপি খুলল।

"ল্যাটিমার, আপনি মুখ বুঁজে কেন," জানতে চাইল মেরি।

"হোটেলে ফেরার আগে একটু হুইস্কি হবেনা তাও কি হয়?"



চাঁদের আলো বাইরের পাথরের আঙ্গিনার সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে, ড্রইংরুমে বড় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দু'চোখ ভরে সেই অপরূপ দৃশ্য দেখতে লাগল অড্রে। পায়ে পায়ে নেভিল কখন যে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে তা সে টেরই পায়নি।

"এমন চমৎকার সন্ধ্যে, জানালার ওপাশে ইশারায় দেখিয়ে অড্রেকে বলল নেভিল, "চলো একটু বাইরে গিয়ে বসি।"

"না, আমার শরীর একদম বইছে না," নেভিলের প্রস্তাব অড্রে নিমেষে বাতিল করে দিয়ে বলল, "আমি—আমি ভাবছি সোজা গিয়ে শুয়ে পড়ব," বলে সে আর দাঁড়াল না, নেভিলের সামনে গটগট করে হেঁটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। "ঘুমে আমার দু'চোখ জড়িয়ে আসছে," বড়সড় একটা হাই তুলে বলল

কে, "তোমার ঘুম পাচ্ছে না, মোর?"

"তোমরা বলার পরে দেখছি আমারও দু'চোখ একটু একটু জড়িয়ে আসছে," বলল মেরি, "গুড নাইট, মিঃ ট্রিভ্‌স, টমাস, মিঃ ট্রিভ্‌স যতক্ষণ এখানে আছেন ততক্ষণ ওঁর দিকে একটু চোখ রেখো।"

"গুড নাইট, মিসেস স্ট্রেঞ্জ," টমাস বলল, "গুড নাইট, মিস অ্যালডিন, মিঃ ট্রিভ্‌স সম্পর্কে আপনি আমার দিক থেকে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

"আমিও আপনাব সঙ্গে যাব, স্যার", মিঃ ট্রিভ্‌সকে বলল টেড ল্যাটিমার, "আমায় ফেরি ধরতে হবে তাই আপনার হোটেলের পাশ দিয়ে যেতেই হবে।"

"ধন্যবাদ, মিঃ ল্যাটিমার," ধীরে সুস্থে হুইস্কি চাখতে চখতে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স, "সঙ্গি হিসেবে আপনাকে পেয়ে আমি খুবই খুশি হবে।" কিন্তু মুখে বললেও তাঁর হাবেভাবে তাড়াহুড়োর কোনও লক্ষণ দেখা গেল না, দিব্যি খোশমেজাজে হুইস্কি চাখতে চাখতে তিনি টমাস রয়েডের কাছে মালয় সম্পর্কে নানারকম খোঁজখবর নিতে লাগলেন। তাঁদের দু'জনের নীরস একঘেয়ে কথাবার্তা শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে উঠল টেড ল্যাটিমার, একসময় নিজের মনেই সে গলা চড়িয়ে বলে উঠল, "যাঃ! রেকর্ডগুলোর কথা একদম ভুলে গিয়েছিলাম!"

"রেকর্ড?" কথাবার্তাব মাঝখানে বাধা পড়তে বিরক্ত হয়ে টমাস রয়েড মুখ তুলে তাকাতে টেড বলল, "কে-র কথামত নাচের সঙ্গে বাজানোর জন্য কতগুলো গ্রামোফোন রেকর্ড এনেছিলাম। ওগুলো হলে আছে। আমি যাবার সময় নিয়ে নেব। কাল সকালে ওকে মনে করে বলে দেবেন রেকর্ডগুলো আমি নিয়ে গেছি, কেমন?"

টমাস রয়েড আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়তে টেড ল্যাটিমার নিশ্চিন্ত মনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

"উনি বড্ড অস্থির, বড্ড চঞ্চল," টেড ল্যাটিমার সম্পর্কে নিজের মনে বিড়বিড় করে মন্তব্য করলেন মিঃ ট্রিভ্‌স, "কমবয়সী ছেলেছোকরা হলে যেমন হয় আর কি। তা উনি কি মিঃ স্ট্রেঞ্জ-এর বন্ধু না কি?"

"হ্যাঁ," সায় দিয়ে বলল টমাস রয়েড, "উনি কে স্ট্রেঞ্জ-এর বন্ধু।"

"আমিও সেটাই বলতে চাইছিলাম।" মৃদু হেসে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স,

"ওঁর মত লোকের পক্ষে প্রথম মিসেস স্ট্রেঞ্জ-এর বন্ধু হওয়া কোনওমতেই সম্ভব নয়।"

"না, কোনওমতেই সম্ভব নয়!" এমন গলা চড়িয়ে বলল টমাস রয়েড যে মিঃ ট্রিভ্‌স ঘাবড়ে গিয়ে অবাক হয়ে তাকালেন তার মুখের দিকে। লজ্জা পেয়ে নিজেকে সমালে নিয়ে টমাস রয়েড বলল, "আসলে আমি এটাই বলতে চাই যে—"

"আপনি কি বলতে চান তা আমি খুব ভালই বুঝতে পেরেছি, মিঃ রয়েড," মিঃ ট্রিভ্‌স তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি নিজে তো মিসেস অড্রে স্ট্রেঞ্জ-এর বন্ধু ছিলেন, তাই না?"

"হুঁ-ম্—হ্যাঁ," পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বলল টামাস রয়েড, "অড্রে আর আমি একইসঙ্গে বড় হয়েছি।"

"মোহিনী বলতে যা বোঝায়," মিঃ ট্রিভ্‌স অল্প ঝুঁকে বললেন, "অড্রে ছোটবেলায় নিশ্চয়ই তাই ছিলেন তাই না?"

এ প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে টমাস শুধু তার স্বভাবসিদ্ধ উঁম্-হুঁউম্ আওয়াজ করল যা রীতিমত দুর্বোধ্য।

"এ বাড়িতে একই সঙ্গে দু'জন মিসেস স্ট্রেঞ্জ-এর উপস্থিতি কেমন অস্বস্তিকর ঠেকছে, কি বলেন?" সরাসরি প্রশ্ন টমাস রয়েডের দিকে ছুঁড়ে দিলেন মিঃ-ট্রিভ্‌স।

"হ্যাঁ, তা তো বটেই, তা তো বটেই।"

"আদি ও অকৃত্রিম মিসেস স্ট্রেঞ্জ এর ফলে বেশ বেকায়দায় পড়তে হয়েছে, ভদ্রমহিলা রীতিমতো অস্বস্তিতে আছেন।"

"যথেষ্ট অস্বস্তিতে আছেন," সায় দিয়ে বলল টমাস রয়েড।

"এমন অদ্ভুত পরিস্থিতিতে উনি কেন এলেন মিঃ রয়েড?" সাক্ষিকে জেরা করার ঢং-এ প্রশ্নটা করলেন

মিঃ ট্রিভ্‌স।

"তা তো বলতে পারবো না।" আমতা আমতা করে জবাব দিল টমাস রয়েড, "তবে আমাব মনে হয় এখানে আসার আমন্ত্রণ ও প্রত্যাখ্যান করতে চায়নি।" একটু থেমে টমাস রয়েড বলল, "তাছাড়া বছরের এই সময় মানে সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে অড্রে এখানে কিছুদিন কাটিয়ে যায়।"

"তাহলে লেডি ট্রেসিলিয়ান বেছে বেছে এবারেই নেভিল স্ট্রেঞ্জ আর ওর নতুন বউকেও এই একই সময়ে এখানে আসবার জন্য নেমন্তন্ন করে বসলেন এটাই আপনি আমায় বিশ্বাস করতে বলছেন?"

"তা নয়," টমাস রয়েড বলল, "উনি নন, "আসলে এটা নেভিলের বুদ্ধি বলেই আমার বিশ্বাস, অড্রে আর কে, দু'জনকেই একজায়গায় নিয়ে আসার জন্য ও ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।"

"এটা যেমন অদ্ভুত তেমনই অস্বস্তিকর," বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স, তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নেভিল স্ট্রেঞ্জ আর টেড ল্যাটিমার দু'দিক থেকে এসে ঢুকল।

"আরে টেড!" চেঁচিয়ে উঠল নেভিল, "তুমি ওখানে কি করছিলে?"

"কে চেয়েছিল বলে কতগুলো গ্রামোফোনের রেকর্ড এনেছিলাম," টেড জবাব দিলো। "রেকর্ডগুলো ওখান থেকে নিয়ে যাচ্ছি।"

"তাই নাকি?" আপন মনেই বলল নেভিল। "কিন্তু কই, রেকর্ড আনার কথা কেউ তো আমাকে কিছু বলে নি।"

টেডকে দিয়ে কে-র রেকর্ড আনানোর এই ব্যাপারটা যে তার পছন্দ হয়নি নেভিলের গলা শুনেই তা বোঝা গেল। কথাটা বলেই এগিয়ে এসে ট্রে থেকে একটা খালি গ্লাস তুলে নিল নেভিল, নিজে হাতে তাতে সোডা ঢেলে পরিমাণমত স্কচ হুইস্কি মেশাল।

"নাঃ, এবারে আমায় সত্যিই কেটে পড়তে হবে," আড়চোখে তাকে দেখে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স, পশমী মাফলার টাই-এর মত গলায় বাঁধলেন, ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে সবাইকে গুড নাইট জানিয়ে টেড ল্যাটিমারকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। প্রায় একশো গজ হেঁটে এসে পৌছোলেন বালমোরাল কোর্টেব সামনে। এখান থেকে টেডকে সিঁড়ি বেয়ে আরও দু'তিনশো গজ নীচে নামতে হবে ফেরীঘাটে পৌঁছনোর জন্য।

"গুডনাইট মিঃ ল্যাটিমার," হোটেলের দোরগোড়য় দাঁড়িয়ে ডান হাত খানা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স, "আপনি আর ক'দিন কাটাবেন এখানে?"

"তা ঠিক এখুনি বলতে পারছি না, মিঃ ট্রিভ্‌স," জবাব দিলেন টেড ল্যাটিমার, "এখানে এখনও পর্যন্ত আমি 'বোর' হইনি তাই—" কথা শেষ না করেই থেমে গেল টেড ল্যাটিমার, চাঁদের আলোয় ঝকঝক করে ওঠা তার দু'পাটি দাঁত কেমন যেন হিংস্র ঠেকল মিঃ ট্রিভ্‌সের চোখে।

"বেশ, বেশ," বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স, 'এখনকার বেশিরভাগ কমবয়সী ছেলেমেয়েদের মতে দুনিয়ায় সত্যিই ভয় পাবার মত যদি কিছু থাকে'ত তবে তা হলো একঘেয়েমি। তবে যদি আমায় বিশ্বাস করেন তাহলে বলব একঘেয়েমির চেয়েও ভয়ঙ্কর অনেক কিছু এই দুনিয়ায় আছে।"

"যেমন?" নরম গলায় টেড ল্যাটিমার প্রশ্ন করলেও চোরাস্রোতের মত কি যেন আছে সেই গলায় যা ঠিক বুঝিয়ে বলা যায় না।

"সেটা কি হতে পারে তা আপনি নিজে ভেবে বের করুন, মিঃ ল্যাটিমার," নিজেকে গুটিয়ে নেবার ভঙ্গিতে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স," এ ব্যাপারে আমি কখনোই আপনাকে উপদেশ দেব না। হাজার হলেও আমি তো এক বুড়ো 'ভাম' হয়েছি তাই আমি উপদেশ দিলেও আপনি তাকে অবজ্ঞা করবেনই, এটা আমাদের দোষ নয়, এটাই স্বাভাবিক, সময়ের ধর্ম। তবে কি জানেন, এতদিনের অভিজ্ঞতায় আমরা যে কিছু শিখেছি, বেঁচে অনেক কিছু যে আমারা লক্ষ করেছি, এই ব্যাপারটা আমরা বুড়ো ভামেরা কিছুতেই ভুলতে পারিনা।"

এতক্ষণ চাঁদের আলোয় দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, মিঃ ট্রিভ্‌সের কথা শেষ হতে একখন্ড কালো মেঘ এসে চাঁদকে পুরোপুরি ঢেকে দিল। আঁধারে চারদিক ঢাকা পড়ল। সেই ঘন কালো কুচকুচে আঁধারের ভেতর থেকে একটি মানুষ বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এল তাঁদের দিকে, সে মানুষ—টমাস রয়েড।

ভাবলাম ডিনারের পরে একটু হেঁটে আসা যাক," দাঁতে পাইপ চেপে বলল টমাস রয়েড।

"আমি তাহলে আজ এগোই," বলে মিঃ ট্রিভ্স টেড ল্যাটিমার আর টমাস রয়েডের হাতে হাত মিলিয়ে বালমোরাল কোর্ট-এর সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন মিঃ ট্রিভ্স।

একতলায় একটিই বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে, আশেপাশে মানুষজন নেই। পুরোনো মখমলের গালিচার ওপর কয়েক পা হেঁটে লিফট-এর কাছে গিয়ে দাঁড়লেন মিঃ ট্রিভ্স, হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল সামনে একটা নোটিস ঝুলছে তাতে বড় বড় হরফে লেখা—

"লিফট খারাপ! অনুগ্রহ করে সিঁড়ি ব্যবহার করুন।"

"এই সেরেছে!" আক্ষেপের গলায় বলে উঠলেন মিঃ ট্রিভ্স, "আমার দফারফা হল আর কি! এবার আমায় এতগুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে হবে। অথচ ওরা জানে আমার সিঁড়ি ভাঙ্গা নিষেধ।"

"সত্যিই ভারি বিচ্ছিরি ব্যাপার," বলল টমাস রয়েড।

"আচ্ছা ওদের মাল তোলার আলাদা লিফট নেই?"

"না, এই একটাই তো দেখি, আচ্ছা গুড নাইট, আবার কাল দেখা হবে।"



"ঠিক বসন্ত কালের মতো লাগছে," নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল মেরি অ্যালডিন। ইস্টারহেড বে হোটেলের বিশাল বাড়ির ঠিক নীচে সে বসে আছে বালুকাবেলায়, তার গা ঘেঁষে বসেছে অদ্রে। সাদা সাঁতারকাটার পোষাক পরেছে অদ্রে তাই এই মুহূর্তে ভাস্করের খোদাই করা নিখুঁত মূর্তির মতই দেখাচ্ছে তাকে। খানিক তফাতে বালুর ওপর উপুর হয়ে শুয়ে কে রোদ লাগাচ্ছে শরীরের পেছনে।

'উফ্!' মুখ দিয়ে আওয়াজ করে উঠে বসল কে, চাররপাশে তাকিয়ে বলল, 'জলটা যাচ্ছে-তাই রকম ঠান্ডা!'

"মাসটা যে সেপ্টেম্বর!" কে-র আক্ষেপ কানে যেতে বলে উঠল মেরি, 'সেকথা ভুলে গেলে চলবে কেন?'

'ইংলন্ডে সমুদ্রের জল বারোমাসই ঠান্ডা,' বিরক্তিমাখা গলায় বলল কে, 'ইস্! এই সময়টা যদি সাউথ অফ ফ্রান্সে থাকতে পারতাম!'

"ওখানকার সমুদ্রের জল এই সময় বেশ গরম!"

'এখানকার সূর্য আসল নয় কিনা তাই এখানকার জলও গরম নয়,' কে-র পেছন থেকে ঠাট্টার গলায় বিড়বিড় করে বলল টেড ল্যাটিমার। 'আপনার ব্যাপারটা কি, মিঃ ল্যাটিমার?' জোর গলায় বলে উঠল মেরি, 'আপনি কি জলে নামবেন না ঠিক করেছেন?'

'জলে নামার মধ্যে টেড নেই,' বলল কে, 'ও গিরগিটির মতো খালি রোদ পোয়ায়,' বলেই পায়ের আঙ্গুল দিয়ে কে এক খোঁচা মারল টেডকে, সঙ্গে সঙ্গে টেড তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল।

"ঠান্ডায় একদম জমে গেছি কে", বলল টেড, "চলো একটু ঘুরে আসি," কে প্রতিবাদ না করে উঠে দাঁড়ায়, টেড-এর হাত ধরে হাঁটতে লাগল জলের ধার ঘেঁষে।

"আহা ওদের দু'জনকে কি সুন্দর মানিয়েছে," তাদের দিকে একঝলক তাকিয়ে বলল মেরি, 'যেন দু'জনেকে দু'জনের জন্যই গড়া হয়েছে তাই না?'

"তাই তো মনে হয়," সায় দিয়ে বলল অদ্রে।

"ওদের কথাবার্তা একরকম,' মেরি বলতে লাগল, "পছন্দ একরকম, মতামতও একরকম। তা সত্ত্বেও এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে—" বলেই থেমে গেল মেরি।

"দুঃখের বিষয়টা কি শুনি?" তীক্ষ্ণগলায় জানতে চাইল অদ্রে। "দুঃখের বিষয় হলো এত দিক থেকে মিল থাকা সত্ত্বেও কে-র কপালে টেড নয়, শেষ পর্যন্ত জুটল নেভিল।" কথাটা বলেই অদ্রের মুখের দিকে

তাকিয়ে চমকে উঠল মেরি, দেখল চাপা রাগ আর দুঃখের এক মিশ্র অনুভূতিতে কঠোর দেখাচ্ছে তার সুন্দর মুখখানা।

"আমি দুঃখিত, অড্রে," মেরি বলল 'কথাটা বলা আমায় উচিত হয়নি, তুমি কিছু মনে করো না।'

"না-না," অড্রের মুখের স্বাভাবিক রং সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল। স্বাভাবিক গলায় সে বলল, "বিশ্বাস করো, তোমার কথায় আমি কিছুই মনে করিনি। কে নেভিলকে নিয়ে অনন্তকাল সুখে শান্তিতে কাটাক আমি অন্তর থেকে তাই কামনা করি।"

সমুদ্রে চান সেরে দুপুরের লাঞ্চ সবাই মিলে হোটেলেই সারল। খেয়েদেয়ে তারা আবার বালুকাবেলায় এসে শুয়ে পড়ল। মেরি বিশ্রাম নিতে বালুর ওপর তার আগের জায়গায় সবে টানটান হয়েছে এমন সময় টেড ল্যাটিমার এসে ধুপ করে বসে পড়ল তার গা ঘেঁষে।

'এ কি, এখানে আমার পাশে কেন,' দু'চোখ পাকিয়ে টেড-এর দিকে তাকাল মেরি, 'আপনার বান্ধবী গেলেন কোথায়?'

'ওকে ওর কর্তা বগলদাবা করেছেন,' বলে মুখ তুলে সামনের দিকে দেখাল টেড। মুখ ঘোরাতে মেরি দেখল নেভিলের হাত ধরে কে ঘুরে বেড়াচ্ছে জলের ধারে।

'একটা কথা জানার খুব ইচ্ছে হচ্ছে, আশাকরি সদুত্তর পাব,' টেড-এর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল মেরি, 'আপনি কি বরাবরই কে-কে ভালবেসে আসছেন?"

'নিশ্চয়ই,' স্বাভাবিক গলায় জবাব দিল টেড।

'আর কে নিজেও আপনাকে একই রকম ভালবাসত?"

'বাসত বইকি, অন্ততঃ নেভিল স্ট্রেঞ্জ ওর জীবনে আবির্ভূত হবার আগে পর্যন্ত কে আমায় একই রকম ভালবাসত বলে আমার ধারণা।'

"আপনি কি কে-কে এখনও আগের মতোই ভালবাসেন?" জানতে চাইল মেরি।

'সেটাই তো স্বাভাবিক।'

'আপনি এখান থেকে চলে গেলই বোধহয় ভাল করতেন,' বলল মেরি।

"কেন চলে যাব কোন দুঃখে?"

"কারণ এখানে থেকে আপনি নিজেকে শুধু শুধু আরও দুঃখ আর মানসিক অশান্তির মধ্যে জড়িয়ে ফেলেছেন।'

'বেশ বললেন কথাটা,' মেরির দিকে তাকিয়ে বলল টেড ল্যাটিমার, 'আপনি সত্যিই এক অদ্ভুত জীব। আপনাকে নিয়ে একটাই মুশকিল তা হল আপনি একেক সময় বড্ড বেশি বোঝেন। এতটাই বেশি বোঝেন যে নিজের চেনা খাঁচার বাইরে কতরকম হিংস্র জানোয়ার যে শিকার ধরার মতলবে দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে সে খোঁজ রাখেন না। এখানে অনেক কিছু ঘটনা ঘটতে পারে সেজন্য নিজেকে আগে থেকে তৈরি রাখবেন।'

'কি ঘটনার কথা বলছেন?'

'যথা সময় দেখতেই পাবেন।'



সাজগোজ সেরে অড্রে জলের ধারে এসে দেখল একটা বড় পাথরের ওপর বসে আপন মনে পাইপ টেনে চলেছে তার শৈশবের সঙ্গি টমাস রয়েড। পায়ের আওয়াজ কানে যেতে ঘাড় ফেরাল টমাস। অড্রেকে দেখেও সে সরল না। একটি কথাও না বলে তার গা ঘেঁষে বসে পড়ল অড্রে। এই মুহূর্তে তারা যেখানে বসে আছে ঠিক তার মুখোমুখি নদীর উল্টোদিকেই অবস্থিত সাদা ধপধপে গালস পয়েন্ট।

'আমরা কত কাছে এসে বসেছি তাইত না?' অনেকক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে বলে উঠল অড্রে।

'হ্যাঁ, আমরা সহজেই সাঁতরে বাড়ি ফিরতে পারব।' গালস পয়েন্ট-এর দিকে তাকিয়ে বলল টমাস।

'পারি, কিন্তু সেটা এই জোয়ারে নয়,' বলল অড্রে, 'লেডি ট্রেসিলিয়ানের এক কাজের মেয়ে ছিল জোয়ার হোক কি ভাঁটাতে হোক সাঁতারে নদী পার হওয়া ওর অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। একবার ডুবতে ডুবতে অল্পের জন্য বেঁচে তীরে এসে উঠেছিল বেচারি, তখন আর ওর নড়চড়া করার শক্তি ছিল না।''

'কিন্তু নদীটা যে এখানে এত বিপজ্জনক তা তো আগে কখনও শুনিনি,' বলল টমাস রয়েড।

'এদিকে নয়,' অড্রে বলল, 'ওদিকে জলের নীচে যেখানে চোরা পাহাড় আছে জানবে সেখানে বিপজ্জনক চোরা স্রোত আছে। এই তো গতবছর একজন লোক আত্মহত্যা করতে গিয়ে অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিল— স্টার্কহেড থেকে জলে ডুবে মরবে বলে লোকটা লাফ দিয়েছিল কিন্তু জলে পড়ার আগেই চোরা পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসা একটা বড় গাছের ডালে ওর কোট আটকে গিয়েছিল। উপকূল রক্ষীরা দেখতে পেয়ে ওকে তুলে দিল পুলিশের হাতে।'

পাইপের ধোঁয়া ছাড়াতে ছাড়তে টমাস ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল অড্রের দিকে। গম্ভীর মুখে জলেব দিকে তাকিয়ে আছে অড্রে; অড্রের চোয়াল, গাল, ভুরু ছাড়িয়ে একসময় টমাসের নজর এসে পড়ল ঝিনুক গড়ন তার ছোট কানে। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা তার মনে পডল।

'অড্রে, কাল রাতে যে কানের দুলটা হারিয়েছিলে, ওটা খুঁজে পেয়েছি,' বলতে বলতে জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকল টমাস, অড্রে নিজের ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'পেয়েছো? বাঁচালে টমাস। ওটা কি বারান্দায় পড়েছিল?''

'না, সিঁড়ির কাছে পড়েছিল,' টমাস বলল, 'ডিনারে আসার আগেই নিশ্চয়ই ওটা কান থেকে খসে পড়েছিল। খেতে বসে নজরে পড়েছিল তোমার ঐ কানটা খালি।'

'যাক, জিনিসটা ফিরে পেয়ে ভাল লাগছে,' বলতে বলতে টমাসের হাত থেকে দুলটা নিয়ে খালি কানে পরল অড্রে।

'আমি লক্ষ করেছি চান করার সময়েও তোমার কানে দুল থাকে,' বলল টমাস, 'যদি আবাব কখনও হারিয়ে যায় তখন কি হবে?'

'এগুলো খুব সস্তা, টমাস,' অড্রে বলল, 'হারিয়ে গেলে যাবে।' বাঁ কানটা আলতো হাতে ছুঁয়ে বলল, 'আসলে আমার এই কানে সেলাইয়ের একটা পুরোনো দাগ আছে তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, টমাস; দাগটা ঢাকতেই আমি এই কানে সবসময় দুল পরি।'

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুচ্চমকের মত সুদূর অতীতের একটা ঘটনা ভেসে উঠল টমাসের চোখের সামনে— ছোটবেলায় অড্রের বাঁ কানে একবার কুকুর কামড়ে দিয়েছিল। ক্ষতস্থানে সেলাই করতে হয়েছিল, তাব ফলে বাঁ কানে একটা দাগ থেকে গিয়েছিল।

'তুমিও যেমন!' তাচ্ছিল্যের গলায় বলায় টমাস, ' সেই কোন যুগের দাগ এখন আর কারও চোখে পড়ে না কি? এ নিয়ে এখনও মাথা ঘামাও কেন?'

কারণ পুরোনো হলেও আমার গায়ে কোথাও এতটুকু দাগ থাকবে তা আমি মোটেও বরদাস্ত করব না।'

'থাকলেই বা ছিটেফোঁটা একটু দাগ,' না ভেবেই বলল টমাস।

'কে-র চাইতে তুমি ঢের বেশি সুন্দর।'

'না, টমাস ওকথা বলো না।' নিমেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল অড্রে, 'কে সত্যিই সুন্দর।'

'বাইরে,' টমাস গম্ভীর গলায় বলল, 'ওর ওপরটা হয়তো সুন্দর ভেতরটা নয়।'

'তুমি কি বলতে চাও আমার ভেতরটা মানে আমার আত্মাটা সুন্দব?' হাসিমুখে বলল অড্রে।

'না,' পাইপের পোড়া ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে টমাস বলল, 'চামড়ার ভেতরে তোমার হাড়গুলোর কথা বলছি, ওগুলো সত্যিই সুন্দর।' বলে পাইপে আবার সে তামাক ভরতে লাগল। মিনিট পাঁচেক দু'জনেই চুপ করে রইল, এর মধ্যে টমাস আড়চোখে কয়েকবার তাকাল অড্রের দিকে কিন্তু সে তা টের পেল না।

'কি হল তোমার, অড্রে?' আর চুপ করে থাকতে না পেরে শেষকালে জানতে চাইল টমাস।

'কি আবার হবে,' পাল্টা প্রশ্ন করলো অড্রে, 'হবার মত কি-ই বা আছে?'

'কি আছে তা তুমি জানো, অড্রে,' মুচকি হাসল টমাস, 'তবে কিছু একটা যে আছে তাতে সন্দেহ নেই।'

'বিশ্বাস করো টমাস,' আবার বলল অড্রে, 'আমার আদৌ কিছু হয়নি।'

'তার মানে আমায় বলবে না। এই তো?' টমাস বলল, 'বুঝেছি, আর বলতে হবে না। কিন্তু তুমি মুখ বুঁজে থাকলেও আমায় বলতেই হবে।' একটু থেমে সে বলল, 'অড্রে—তুমি কি এখনও ব্যাপারটা ভুলতে পারছ না? মন থেকে ওটা একদম মুছে ফেলতে পারছ না?' তুমি কি একদম বুঝতে পারছ না?' দু'হাতের নখ দিয়ে উত্তেজিত ভাবে দু'পাশের পাথর খিম্‌চে ধরে বলল অড্রে, 'তুমি একদম বুঝতে চাইছ না।'

'ভুল করছ, অড্রে,' টমাস বলল, 'আমি ঠিকই বুঝেছি।' একটু থেমে টমাস আবার বলল, 'তোমার কি ভোগান্তি চলছে, কি অবর্ণনীয় দুঃসময়ের ভেতর দিন কাটাচ্ছো তা আমি অন্ততঃ ঠিকই জানি।'

টমাস রয়েডের কথাগুলো শুনে ভয়ে বা অন্য কোনও কারণে ফ্যাকাশে হয়ে গেল অড্রেব মুখ, আমতা আমতা করে সে বলল, 'এসব কথা আর কারও কানে না উঠলেই মঙ্গল।''

'ভয় নেই, অড্রে,' আশ্বাস দিয়ে বলল টমাস, 'এসব কথা আমি আর কারও সঙ্গে আলোচনা কবব না। তবে যা হবার তা হয়ে গেছে, তা নিয়ে মিছিমিছি ভেবে সময় নষ্ট করে আর নিজেকে ক্ষয় করে কোনও লাভ নেই এই সহজ কথাটাই আমি তোমাকে বোঝাতে চাই।'

'কিছু কিছু জিনিস এত সহজে মেটেনা। টমাস,' চাপা গলায় বলল অড্রে।

'শোন অড্রে,' টমাস বলল, 'মেনে নিচ্ছি যে দুঃসময়ের মধ্যে তোমায় কাটাতে হয়েছে ভাষায় তা বর্ণনা দেয়া যায় না। কিন্তু তা হলেও মনে রেখো সবসময় সামনের দিকে তাকাতে হয়। যা ফেলে এসেছো অর্থাৎ পেছনের দিকে কখনোই তাকাবেনা। তোমার বয়স এখনও কম। গোটা জীবন পড়ে আছে তোমার সামনে। গতকাল নয়, আগামীকালের কথা ভাবো।'

ফ্যালফ্যাল করে দুর্বোধ্য চাউনি মেলে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে অড্রে বলল, 'ধরো, আমি সেভাবে তাকাতে পারছি না। মনে হচ্ছে কিছু কিছু ব্যাপারে আমি ঠিক স্বাভাবিক নই।'

'ধ্যাৎ! তুমি একটা—' ধমকে কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল টমাস।

'আমি একটা—কি?'

'নেভিলকে বিয়ে করার আগে যে অড্রে ছিল আমি তার কথা ভাবছিলাম।' টমাস রয়েড বলে উঠলো, 'কেন তুমি নেভিলকে বিয়ে করেছিলে?'

'কারণ আমি ওর প্রেমে পড়েছিলাম,' অড্রে হেসে বলল, 'তাই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা জানি,' টমাস বলল, 'কিন্তু কেন তুমি ওর প্রেমে পড়েছিলে? কি এমন ছিল ওর মধ্যে যা দেখে তুমি মজে গিয়েছিলে?'

'আমার মনে হয় ও তখন খুব 'স্পষ্ট' ছিল।' দু'চোখ কুঁচকে বলল অড্রে, 'আমি নিজে ঐসময় যা ছিলাম ও ঠিক তার উল্টোটাই ছিল। আমার সবসময় নিজেকে ছায়াঘেরা দুর্বোধ্য বলে মনে হাতে, অন্য দিকে নেভিলকে খুব খোলামেলা আর স্পষ্ট ঠেকত। সবসময় হৈ চৈ করছে, প্রাণোচ্ছল, সদানন্দ। আমি নিজে যা নই, ঐ বয়সে যা হতে পারিনি, ও নিজে ঠিক তাই ছিল।' একটু থেমে হেসে অড্রে বলল, 'সেই সঙ্গে মানতেই হবে ওকে দেখতেও ভারি চমৎকার ছিলো যে জন্য আমি ওর প্রেমে পড়েছিলাম।'

'সে তো পড়বেই,' চিবিয়ে চিবিয়ে তেতো গলায় বলল টমাস রয়েড, 'দেখতে চমৎকার স্বভাবের নম্র, খেলাধূলোয় ভাল, সবদিক দিয়ে একদম পাকা সাহেব—- সবকিছু নিয়মমত করছে।'

'তুমি ওকে ঘেন্না করো,' আচমকা সোজা হয়ে বসে টমাসের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল অড্রে, 'তুমি ওকে ভীষণ ঘেন্না করো, তাই না টমাস?'

অড্রের তীক্ষ্ণ চোখের চাউনি থেকে নিজের চোখ সরিয়ে নিল টমাস, বাঁ হাতে আড়াল করে পাইপের নেভা তামাক ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'ঘেন্না করলে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। তাই না? আমার যা যা গুণ নেই সেসবই ওর আছে। ও খেলতে পারে', মেয়েদের সঙ্গে নাচতে পারে, সাঁতার কাটতে পারে, মেয়েদের পটাতে পারে। আর আমি? একে তো কথাবার্তা তেমন বলতে পারি না. তারওপর একটা হাত

ভাঙ্গা। নেভিল বরাবরই বুদ্ধিদীপ্ত, উজ্জ্বল, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সফল, আর আমি হতভাগা নির্বোধ। কুকুরের অধম! সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার যে মেয়েটিকে আমি মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছিলাম ও তাকেই একরকম ছিনিয়ে নিয়ে বিয়ে করে বসল।' আর এই ব্যাপারটা তুমি খুব ভালভাবেই জানতে, বলো, জানতে না? আমি যে তোমায় ভালবেসেছি সেকথা পনেরোয় পা দিয়েই তুমি বেশ বুঝতে পেরেছিলে। তুমি জানো যে আমি এখনও—' অস্পষ্ট আওয়াজ বেরিয়ে এল অড্রের মুখ থেকে সে সোজা হয়ে বসে বলল, 'না, এখন আর নয়।'

'এখন আর নয় মানে?' কথার মাঝখানে বাধা পড়ায় বিরক্ত হল টমাস, ' কি বলতে চাও তুমি?'

'এখন—আমি—অন্যরকম হয়েছি তাই এখন আর তুমি আমার কথা ভাবো না, ভাবতে পারো না।'

'অন্যরকম?' অড্রের মুখোমুখি দাঁড়াল টমাস, তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, ' সেটা কোন দিক থেকে?'

'আমি যে এখন আর আগের মত নেই, অনেক পাল্টে অন্যরকম হয়ে গেছি,' থেমে থেমে দম নিয়ে বলল অড্রে, সেটা তুমি নিজে যা বুঝলে আমার পক্ষে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। আমি শুধু এটুকু জানিয়ে......' বলে কথা শেষ না করে থেমে গেল অড্রে, ঘুরে দাঁড়িয়ে হোটেলের দিকে পা বাড়াল। খানিক যেতে নেভিলের সামনে পড়ে গেল অড্রে, পাথরের মাঝখানে খানিকটা জায়গায় জল জমেছে, তারই একধারে শুয়ে আছে সে। অড্রেকে দেখে মুখ তুলে হাসল নেভিল।

'হেলো, অড্রে!'

'হেলো, নেভিল! এখানে শুয়ে কি করছো?'

'একটা ছোট্ট কাঁকড়া এসে জুটেছে, ওকে দেখছি।'

অড্রে হাঁটু গেড়ে বসে কাঁকড়ার গতিবিধি একমনে লক্ষ করতে লাগল।

'নাও সিগারেটটা খাও,' বলে প্যাকেট খুলে অড্রেকে সিগারেট অফার করল নেভিল, দেশলাই জ্বেলে ধবিয়েও দিল। অড্রে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে একমনে কাঁকড়া দেখছে, একবারও তার দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছে না। কয়েক মুহূর্ত পরে নার্ভাস গলায় নেভিল বলল, 'একটা কথা বলব, অড্রে?'

'বলো।'

'বলছিলাম তোমার আর আমার মধ্যে তো কোনও ভুল বোঝাবুঝি নেই আমরা দুজনে দু'জনের বন্ধু, কেমন?'

'হ্যাঁ, সে তো বটেই' বলতে গিয়ে কেন কে জানে অল্প কেঁপে গেল অড্রের গলা। আর কেউ চাব বা না চাক আমাদের এই বন্ধুত্ব বজায় থাক এটাই আমি চাই,' বলল নেভিল।

'আজকের দিনটি কি সুন্দর, তাই না?' প্রসঙ্গ পাল্টে বলল অড্রে,' সেপ্টেম্বর মাসে এত গরম সচরাচর দেখা যায় না।'

'সে তো বটেই।' সায় দিল নেভিল। কয়েক মুহূর্ত দু'পক্ষই নীরব, তারপরে নেভিল বলে উঠলো, 'অড্রে—'

'নেভিল,' অড্রে বলল, ' তোমার বউ হাত নেড়ে তোমায় ডাকছে, ও হয়ত তোমায় কিছু বলতে চায়।'

'ও, কে ডাকছে?'

'আমি বললাম তোমার বউ ডাকাছে।'

আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে দাঁড়াল নেভিল, অড্রের চোখের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, 'বউ? তুমিই তো আমার বউ, অড্রে।

উত্তর না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল অড্রে, নেভিল দৌড়োল কে-র দিকে



'এসেছেন দিদিমণি?' হোটেলে লাঞ্চ খেয়ে গালস পয়েন্টে সবাই ফেরার পরে আর্দালি হার্সটল মেরিকে বলল, 'শীগগির মা ঠাকরুণের কাছে একবার যান। ওঁর চোখমুখ খানিক আগে ফ্যাকাশে দেখেছি, হয়ত শরীর খারাপ হয়েছে, বারবার আপনার খোঁজ নিচ্ছিলেন. ......'

লেডি ট্রেসিলিয়ান তাঁর বিছানায় বসে আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছেন, চোখমুখ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

'এসেছিস?' মেরিকে দেখে তিনি বললেন, 'একটা খাবাপ খবর পেয়েছি, মিঃ ট্রিভ্স কাল রাতে মারা গেছেন। এখান থেকে হোটেলে ফেরার পরই ঘটনাটা ঘটেছে। শুনলাম পোষাক পাল্টানোব সময়টুকুও পাননি।'

'সত্যিই,' মেরি বলল 'এ তো খুবই দুঃখের ব্যাপার। কাল রাতেও যাকে জীবন্ত দেখলাম, হোটেলে ফেরার খানিক বাদেই তিনি মারা গেলেন! এ তো বিশ্বাসই হতে চায় না!'

'ওঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না,' লেডি ট্রেসিলিয়ান চশমার কাচ মুছতে মুছতে বললেন, হার্টের অসুখে ভুগছিলেন। হ্যাঁরে মিঃ ট্রিভ্স কাল রাতে তো এখানেই ডিনার খেয়েছিলেন, বদহজম হবার মতো কোনও পদ রান্না হয় নি তো?'

'মনে হয় তেমন কিছু ঘটেনি.' আনমনে কথাটা বলেই শক্ত চাউনি মেলে তাকাল মেরি, বলল, 'তা কি করে হবে? তেমন কিছু হলে তো আরও অনেকেই অসুস্থ হতেন!'

'ঠিকই বলেছিস,' লেডি ট্রেসিলিয়ান সায় দিয়ে বললেন।'

'আসলে খবরটা পেয়ে মন এত খারাপ হয়ে গেছে যে মাথা ঠিক মতো কাজ করছে না। তা সে যাক্‌গে, তুই একবার বালমোরাল কোর্টে গিয়ে আমার তবফে ওঁর মৃতদেহকে শেষবারের মত শ্রদ্ধা জানিয়ে আয়, আর ওখানকাব মালকিন মিসেস রজার্সের সঙ্গে দেখা করে জেনে নে এই অবস্থায় আমাদের কিছু করার আছে কি না। সবশেষে সৎকারের ব্যাপাব। মিঃ ট্রিভ্স ছিলেন আমার কর্তার পুরোনো বন্ধু, সেকথা মনে রেখে ওঁর শেষকৃত্যে তো আমার করণীয় অনেক কিছুই আছে, তবে হাজার হলেও ওটা একটা হোটেল বই কিছু নয় ওখানে এসব কর্তব্যকর্ম করতে গেলে অসুবিধা হবে।'

'শুনুন ক্যামিলা,' শক্ত গলায় বলল মেরি, 'মানছি এমন একটা দুঃসংবাদে আপনি মনে আঘাত পেয়েছেন আর সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনার নিজের স্বাস্থ্যও তো খুব ভাল নয়, তাই বলছি এ নিয়ে একদম চিন্তা ভাবনা করবেন না, কোনওরকম দুর্ভাবনা মোটেও মনে ঠাঁই দেবেন না। আমি নিজে এখুনি বালমোরাল কোর্টে গিয়ে সাধ্যমত যা করার করছি, তারপরে ফিবে এসে আপনাকে সব বলছি। এবারে দয়া করে শুয়ে পড়ুন। এখন আপনার দরকার পরিপূর্ণ বিশ্রাম।'

'ধন্যবাদ, মেরি,' আমি জানি তুই শক্তসমর্থ মেয়ে, সবরকম অবস্থা সামাল দেবার ক্ষমতা তোর আছে।' বলতে বলতে লেডি ট্রেসিলিয়ান শুয়ে পড়লেন। মেরি অ্যালিডিন তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল। একতলার ড্রয়িংরুমে সবাই বসে গল্প করছে। ভেতরে ঢুকে মেরি বলল, 'শুনুন সবাই, মিঃ ট্রিভ্স মারা গেছেন, গতকাল রাতে এখান থেকে বাড়ি ফিরেই উনি মারা যান।'

'বেচারা,' নেভিল বলল, 'কি করে মারা গেলেন?'

'ওঁর হার্টের অবস্থা তো ভাল ছিল না।' মেরি বলল, 'নিশ্চয়ই ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাটাক হয়েছে।'

'হয়ত সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার ফলেই এমন হল,' বলল টমাস রয়েড।

'তার মানে? টেড ল্যাটিমার আর আমি ওঁকে ওঁর হোটেল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিলাম।' টমাস রয়েড বলল, 'তখনই দেখেছিলাম ওঁর হোটেলের লিফট খারাপ। আমরা ওঁকে সিঁড়ি বেয়ে খুব আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে ওঠার কথা বলেছিলাম।'

'তাহলে তো খুবই দুঃখের ব্যাপার বলতে হয়,' নেভিল মন্তব্য করল। 'বেচারা মিঃ ট্রিভ্স! সত্যি, কি দুর্ভাগ্যজনক!'

'আমি এখন ওখানেই যাচ্ছি,' মেরি বলল, 'ক্যামিলা জানতে চান ওঁর শেষকৃত্যে আমাদের কিছু করণীয় আছে কিনা?'

'ভালই হল,' বলে উঠে দাঁড়ালেন টমাস রয়েড, 'কাল রাতে আমিও এগিয়ে দিয়েছিলাম, চলুন আমিও যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।'

দু'জনে একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বালমোরাল কোর্ট পর্যন্ত এল। সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার আগে মেরি বলল, 'খবর দেবার মত নিকটাত্মীয় ওঁর কেউ আছে বলে তো জানি না।'

'থাকলে উনি নিশ্চয়ই তাদের কথা উল্লেখ করতেন,' টমাস বল কাল রাতে উনি অতক্ষণ আমাদের সঙ্গে গল্পগুজব করলেন, কিন্তু একবারও তো আমায় বোন, ভাইঝি, ভাগ্নী এসব বলতে শুনলাম না। অথচ লোকে সাধারণত এই ভাবেই আত্মীয়দের উল্লেখ করে।'

'কিন্তু উনি তা করেননি,' টমাস বলল, 'ভদ্রলোক বিয়ে করেছিলেন?'

'বোধ হয় না,' বলল মেরি, পরমুহূর্তে দু'জনে একসঙ্গে ঢুকল বালমোরাল কোর্টের ভেতরে। হোটেলের মালকিন মিসেস রজার্স লম্বা মাঝ বয়সী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন, মেরিকে দেখে ভদ্রলোক হাত তুলে সম্ভাষণের ভঙ্গিতে বললেন, 'গুড আফটার নুন, মিস অ্যালডিন।'

'গুড আফটারনুন, ডঃ ল্যাজেনবি,' ইশারায় টমাস রয়েডকে দেখিয়ে মেরি বলল, 'ইনি মিঃ রয়েড, আমাদেব অতিথি। ট্রেসিলিয়ান জানতে চেয়েছেন আমাদের তরফে করণীয় কিছু আছে কিনা।'

'উনি ঠিক কাজই করেছেন, মিস অ্যালডিন,' মিসেস রজার্স বললেন, 'আপনারা একটু কষ্ট করে আমার ঘরে আসুন, কথাবার্তা যা বলার ওখানেই বলা যাবে।' টমাস রয়েডকে সঙ্গে নিয়ে মিসেস রজার্সের পেছন পেছন মেরি ঢুকল তাঁর ছোট ঘরে, ডঃ ল্যাজেনবিও এলেন তাদের সঙ্গে।

'মিঃ ট্রিভ্‌স বুঝি কাল রাতে আপনাদের বাড়িতে ডিনার খেয়েছিলেন?' মেরির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন ডঃ ল্যাজেনবি।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'খাবার আগে বা পবে ওঁর মধ্যে কোনও অসুস্থতার লক্ষণ আপনাদেব চোখে পড়েছিল?'

'না,' মেবি বলল, 'ববং ওঁকে খুবই সুস্থ আর স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। খাবাব পরে অনেকক্ষণ উনি আমাদের সঙ্গে গল্প করছিলেন।'

'হার্টের অসুখে এটাই তো বিশ্রি ব্যাপার,' ঘাড় নেড়ে ডাক্তার বললেন, 'মৃত্যু ঘনিয়ে আসার আগে কিছুই টের পাওয়া যায় না। প্রেসক্রিপশন দেখে এটাই বুঝেছি যে ভদ্রলোকের স্বাস্থ্যের অবস্থা খুবই খাবাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি লণ্ডনে ওঁব ডাক্তারের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করব।'

'ভদ্রলোক আমার এখানে সবসময়েই খুব সাবধানে থাকতেন।' বললেন মিসেস রজার্স, 'আমরাও সাধ্যমত ওঁকে সাবধান বাখার চেষ্টা করেছি।'

'তাহলেও মিসেস রজার্স—'

ডঃ ল্যাজেনবি বললেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই কোনও বাড়তি চাপ ওঁর ওপর পড়েছিল যা ওঁর হার্ট সহ্য করতে পারেনি।'

'যেমন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা।' বলল মেরি।

'হ্যাঁ', ডঃ ল্যাজেনবি সায় দিয়ে বললেন, 'ওঁর অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে তিনটে ধাপ বেয়ে উঠলেই তা মৃত্যু ডেকে আনতে পারত। উনি কি সিঁড়ি ভেঙ্গে ওঠানামা করতেন না কি?'

'কই না তো,' মিসেস রজার্স বললেন। 'মিঃ ট্রিভ্‌স আমার এখানে সবসময় লিফ্‌ট বেয়ে ওঠানামা করতেন।'

'কিন্তু কাল রাতে আপনার লিফ্‌ট খারাপ থাকার জন্য ওঁকে সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠতে হযেছিল,' মেরি বলল।

'কি বলছেন, মিস অ্যালডিন,' অবাক হয়ে মেরির মুখের দিকে তাকালেন মিসেস রজার্স, 'গতকাল চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমার হোটেলের লিফ্‌ট একবারও খারাপ হয় নি।'

'মাফ করবেন,' মেরির পাশ থেকে বলে উঠল টমাস রয়েড, 'কাল রাতে মিঃ ট্রিভ্‌স এখানে যখন পৌছে দিতে আসি তখনই চোখে পড়েছিল লিফ্‌টের গায়ে নোটিশ ঝুলছে, 'লিফ্‌ট খারাপ, সিঁড়ি ব্যবহার করুন।'

'কিন্তু এতো ভারি অদ্ভুত ব্যাপার,' বড় বড় চোখে তাকিয়ে বললেন মিসেস রজার্স, 'আমার হোটেলের লিফ্‌ট যে গতকাল মোটেও খারাপ হয়নি সে সম্পর্কে আমি নিজে পুরোপুরি নিশ্চিত আর সেকথা আগেও আমি বলেছি। লিফ্‌টের কলকব্জা খারাপ হলে সে কথা কি আমার কানে আসত না? আপনারাই বলুন। সত্যি বলছি, গত দেড় বছরের মধ্যে আমার হোটেলেব লিফ্‌ট একবারও খারাপ হয়নি।'

'লিফ্‌ট খারাপ হবার নোটিশটা নিজের চোখে দেখেছেন এমন একজন লোক এখানে আছে, ম্যাডাম,' ডাক্তার বললেন, 'তাঁর কথাটাও অবিশ্বাস করে উড়িযে দেয়া যায় ন। আমার ধারণা, হয়ত আপনার হোটেলের কোনও চ্যাংড়া পোর্টার বা হল বয় ডিউটি শেষ হবার পরে নিছক ইয়ার্কি মারতে গিয়েই নোটিশটা ঝুলিয়ে দিয়েছিল।'

'লিফ্‌টটা কিন্তু অটোমেটিক, ডক্টর,' মিসেস রজার্স বললেন, 'ওটা চালানোর জন্য লোকের প্রয়োজন হয় না। তাহলেও আমি এখুনি আমাার হোটেলের পোর্টার জোকে ডাকছি, ওর কাছ থেকেই এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছি।'

'জো! অ্যাই জো! গেলি কোথায়?'

'ইয়ে—আপনি,' টমাস রয়েডের মুখের দিকে তাকালেন ডঃ ল্যাজেনবি, 'খানিক আগে যা বলেছেন সে সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত তো? ইয়ে—আপনার পদবীটা যেন কি?'

'রয়েড,' পাশ থেকে বলল মেরি।

'খানিক আগে যা বলেছি,' টমাস রয়েড বলল, 'এখনও তাই বলছি, লিফ্‌ট খারাপ আছে এমন একটা নোটিশ গতকাল আমি নিজে চোখে ওখানে টাঙ্গানো দেখেছি।'

খানিকবাদে মিসেস রজার্স ওঁর হোটেলের পোর্টার জোকে নিয়ে আবাব এলেন। সবার সামনে জো নিজেমুখে বলল, 'গতকাল রাতে লিফ্‌ট খারাপ হয় নি, কাজেই লিফ্‌ট খারাপ হবার কোনও নোটিশও ঝোলানো হয়নি। একই সঙ্গে জো এও বলল লিফ্‌ট খারাপ হবার কথা উল্লেখ করে লেখা একটা নোটিশ তাদের হোটেলে তৈরী করা হয়েছে বটে, তবে ঝোলানোর দরকার হয়নি বলে গত একবছর ধরে ওটা কাউন্টারের ডেস্কের নিচে গুঁজে রাখা হয়েছে।'

তাহলে হোটেলের কর্মচারী নয়, যেসব বোর্ডার হোটেলে এসেছেন তাঁদেরই মধ্যে কেউ নিছক বজ্জাতি করে ঐ নোটিশ ডেস্কের তলা থেকে বের করে টাঙ্গিযেছেন, উপস্থিত সবাই একরকম বাধ্য হয়েই এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হলেন।

মেরির প্রশ্নের জবাবে ডঃ ল্যাজেনবি জানালেন মৃত মিঃ ট্রিভ্‌সের শোফারের কাছ থেকে তাঁর সলিসিটবের ঠিকানা তিনি জোগাড় করেছেন এবং তাঁর যাবতীয় বিষয় সম্পত্তির বিলি বন্দোবস্তের ব্যাপারে তিনি তাঁদের সঙ্গে যোগযোগ করবেন। এছাড়া মিঃ ট্রিভ্‌সের মৃতদেহের সৎকারের কি ব্যবস্থা হবে সে সম্পর্কেও কথা বলতে তিনি খানিক বাদে লেডি ট্রেসিলিয়ানের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন বললেন। এসব বলে ডঃ ল্যাজেনবি তখনকার মতো সবার কাছ থেকে বিদায় নিলেন, মেরি আর টমাস রয়েডও গালস পয়েন্টে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াল।

'টমাস,' যেতে যেতে মেরি চাপাগলায় বলল, 'গতকাল রাতে তুমি ঐ নোটিশটা সত্যিই নিজের চোখে দেখেছিলে?'

'আমি একা নই, মেরি,' টমাস রয়েড গম্ভীর গলায় জবাব দিল, ' টেড ল্যাটিমার আর আমি, আমরা দু'জনেই ওটা দেখেছি।'

'এই নোটিশের ব্যাপারটাই দেখছি একটা রহস্য হয়ে দাঁড়াল,' আপনমনে বলল মেরি।



দেখতে দেখতে ঘনিয়ে এলো ১২ই সেপ্টেম্বর। 'আর মাত্র দুটো দিন,' বলল মেবি, বলেই অপ্রস্তুতের একশেষ হয়ে দাঁত দিয়ে সে ওপরের ঠোঁট কামড়ে ধরল। টমাস রয়েড পাশেই দাঁড়িয়েছিল, মেরির মন্তব্য কানে যেতে সে গম্ভীরমুখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ব্যাপার কি, তুমি ঠিক কি বলতে চাইছো খুলে বলো।'

'সত্যি বলছি টমাস,' কাঁদো কাঁদো গলায় মেরি বলল, 'আমার মনের আসল অবস্থাটা আমি তোমায় ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি না। এর আগেও কতবার সবাই এ-বাড়িতে বেড়াতে এসেছে কিন্তু বিদায় নেবার সময় আমার মন আগে কখনও এমন অশান্ত হয়নি। তাহলেও বলব নেভিল আর অড্রে এদের দু'জনকে পেয়ে আমাদের এবারের সময় বেশ ভালই কাটবার কথা।'

কোনও মন্তব্য না করে টমাস রয়েড শুধু ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

'কিন্তু তার বদলে,' মেরি বলতে লাগল, 'আমাব মনে হচ্ছে বারুদের পিপের ওপর বসে আছি যে কোনো মুহূর্তে তা প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফেটে যেতে পারে। আর তাই আজ সকালে ঘুম ভাঙ্গার পরেই নিজের মনেই আমি বলেছি 'আর মাত্র দুটো দিন।' অড্রে বুধবার রওনা হচ্ছে, তার পরদিন বৃহস্পতিবার যাচ্ছে কে আর নেভিল।'

'আর ঠিক তার পরদিন শুক্রবারে যাচ্ছি আমি,' বলল টমাস রয়েড।

'না না,' মেরি বলে উঠল, 'তুমি বাপু শক্তিমান, প্রচুর হিম্মত রাখো। এদের হিসেবের মধ্যে আমি তোমায় ধরছি না। তুমি চলে গেলে আমি একা কোনদিক ছেড়ে কোনদিক সামলাবো তাই ভেবে ঠিক করতে পারিছ না।'

''তাহলে তোমার ভাষায় আমি 'সকল কাজের কাজী, কি বলো?' 'হালকা রসিকতার গলায় বলল টমাস রয়েড।'

'তার চেয়েও বেশি,' বলল মেরি, 'তুমি একইসঙ্গে প্রচণ্ড শক্তিমান অথচ অদ্ভুত শান্তশিষ্ট, আর দয়ার অবতার।'

'জানি আমার বর্ণনা শুনে সবাই মুখ টিপে হাসবে কিন্তু যেটুকু বললাম তা একান্ত ভাবে তোমার সম্পর্কে আমার নিজস্ব আর ব্যক্তিগত অনুভূতি।'

কোনও মন্তব্য না করে যুগপৎ বিভ্রান্তি আর প্রসন্নতা মেশানো চাউনি হেনে তার দিকে তাকাল টমাস।

'কেন যে সবাই এমন অস্বস্তিতে ভুগছে বুঝতে পারিছ না।' নিজের মনেই বলে উঠল মেরি, 'সত্যি সত্যি কোনও বিস্ফোরণ ঘটলে সেটা যেমন বিশ্রি তেমনই বিরক্তিকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত।'

'চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে তোমাব মনের এই অনুভূতি যেন চারদিকে ছড়িয়ে গেছে,' রসিকতার গলায় বলল টমাস।

'তুমি হালকাভাবে নিলেও আমি তা নিতে পারছি না, টমাস,' মেরি বলল, 'আমার জায়গায় তুমি থাকলে এ বাড়ির কাজের লোকেদের চোখেও সবসময় আশংকার ছায়া দেখতে পেতে।'

'এ বাড়ির কিচেনে যে মেয়েটি রান্নার কাজে রাঁধুনিকে সাহায্য করে সে আজ সকালে কোনও কারণ ছাড়াই কান্নাকাটি করে কাজ ছেড়ে দেবে বলে আগাম নোটিশ দিয়েছে। এর সঙ্গে তাল দিয়ে রাঁধুনি, আর্দালি হারস্টল, এমনকি শান্তশিষ্ট মেয়ে ব্যাটেরও এমন হাবভাব করছে যা দেখে বেশ বুঝতে পারছি ওরা ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট ঘাবড়ে গেছে। আর এর কারণ একটা—নিজের বিবেককে শান্ত করতে আগের বউ অড্রের সঙ্গে এখনকার বউ কে-র বন্ধুত্ব পাতানো যে খেলায় নেভিল মেতেছে, সেই খেলার বিদঘুটে পরিকল্পনার প্রভাব।'

'আর যে খেলায় চাল দিতে গিয়ে নেভিল শোচনীয়ভাবে পবাজিত হয়েছে,' হাসিমাখা গলায় বলল টমাস।

'ঠিক বলেছো, টমাস,' সায় দিয়ে মেরি বলল, 'আর নেভিলের আসল মতলব আঁচ করতে পেরে কে কিন্তু গোড়াতেই ওর বিরুদ্ধে বেশ রুখে দাঁড়িয়েছে। তোমায় বলতে বাধা নেই, টমাস কে-র এই রুখে দাঁড়ানোর ব্যাপারে আমি ওকে সমর্থন আর সহানুভূতি না জানিয়ে পারছি না।' একটু থেমে মেবি বলল, 'কাল রাতে অড্রে যখন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছিল তখন নেভিল কি ভাবে ওর দিকে তাকিয়েছিল লক্ষ করেছিলে? অড্রে এখনও ওর গোটা মন জুড়ে বসে আসে, ওকে ডিভোর্স করে কি মারাত্মক ভুল করেছে তা এতদিনে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে নেভিল।'

'এখন আর দুঃখ করে কি হবে,' পাইপে তামাক ঠাসতে ঠাসতে বলল টমাস রয়েড, 'এসব নেভিলের আরও আগে ভাবা উচিত ছিল।'

'সে তো বটেই,' টমাসের কথায় সায় দিলেও তার বলার ধরণ মেরির ঠিক পছন্দ হলো না, তাই খানিকটা অপ্রসন্ন গলায় সে বলল, 'শুধু তুমি কেন. একথা সবাই বলবে।'

'তাহলেও গোটা পরিস্থিতি যে দুঃখজনক একথা মানতে তুমি বাধ্য। যে যাই বলুক না কেন, নেভিলের কথা ভেবে আমার সত্যিই দুঃখ হচ্ছে।'

'এই নেভিলের মত লোকেরা—'এটুকু বলেই হযত নেভিলের প্রতি মেবির সহানুভূতি লক্ষ কবে সে কথাটা শেষ না করে মাঝপথে থেমে গেল।

'কি,' কৌতূহল চাপতে না পেরে মেবি বলল, 'নেভিলের মত লোকেবা কি? যা বলতে চাও খুলেই বলো না বাপু!'

'বলতে এটাই চাই যে ওদের যা কিছু চাহিদা আর কামনা বাসনা আছে সে সব বারবার ওদের নিজেদের ইচ্ছেমত হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবে নেভিলের মত লোকেরা চিরকাল এমনটাই ভেবে আসছে,' টমাস বলল, 'আমার মনে হয় অড্রের মতো নারীরত্নকে পেয়েও হারানোর এই ঘটনার আগে হযত নেভিলের কোনদিন কিছু হারাতে হয়নি, জীবনের কোন পরাজয়েব মুখোমুখি হতে হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই ওর বেলায় যা ঘটার ছিল তা ঘটেছে, অড্রেকে ওর আব পাওয়া হচ্ছে না। সে বরাবরের মতো ওর নাগালের বাইরে চলে এসেছে। কাজেই অড্রের দিকে যতই হাঁ করে তাকিয়ে থাক বা ওর চারপাশে ঘুরে ঘুরে নাচগান করুক তাতে কোনও লাভ হবে না, হাজার চেষ্টা করলেও নেভিল স্ট্রেঞ্জ আর অড্রেকে পাবে না, তার চেয়েও বড় কথা এই না পাবার বেদনা জীবনভোর কাঁটার মতো আটকে থাকবে নেভিলের গলায, ওকে তা আমরণ সয়ে যেতে হবে।'

'মনে হচ্ছে খুব কঠোর শোনালেও তুমি যা বলছ তা পুরোপুরি সত্যি', মেরি বলল, 'অথচ ওদের বিয়ের আগে অড্রে নেভিলকে কি ভালই না বাসত, ওদেব ছাড়াছাড়ি হবার কথা কেউ তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।'

'কিন্তু সে ভালবাসা তো টিকল না,' নিষ্ঠুর হেসে বলল টমাস, 'তোমার ভাষায় বলতে হয় সে ভালবাসার বাঁধন ছিঁড়ে শেষপর্যন্ত অড্রে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হল।'

'আমার সন্দেহ আছে,' চাপাগলায় প্রায় বিড়বিড় করে মন্তব্য করল মেরি, টমাস তা হয়ত শুনতে পেল, হয়ত পেল না।

'তোমায় আরেকটা কথা বলার ছিল,' টমাস বলল, 'নিজেব ভালোর জন্যে কে-র ওপর নেভিলের সবসময় নজর রাখা দরকার। কে কিন্তু সত্যি সত্যি বিপজ্জনক মেয়েমানুষ, যে কোনো সময় পরিণতির কথা কিছুমাত্র না ভেবে ও যে কোনো অঘটন ঘটিয়ে বসতে পারে। মাথায় একবার রোখ চাপলে যে কোনো কাজ কে করে বসতে পারে এ বিষয়ে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই।'

'হা ভগবান!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে অসহায় গলায় মেরি আবার বলল,, 'হাতে আছে আর মাত্র দু'টো দিন।'

মিঃ ট্রিভ্‌স-এর মৃত্যুর ঘটনা লেডি ট্রেসিলিয়ানকে মানসিক ধাক্কা দিয়েছে যার ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে ওঁর স্বাস্থ্যের ওপর। মিঃ ট্রিভ্‌স-এব মৃতদেহ লণ্ডনে নিয়ে গিয়ে সমাহিত করা হয়েছে এটাই রক্ষা কারণ এর ফলে লেডি ট্রেসিলিয়ান ঘটনাটা সহজেই ভুলে যেতে পারলেন। অন্যদিকে বাড়ির কাজের লোকেদের বুঝিয়ে শান্ত করতে গিয়ে মেরি নিজের ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আজ সকালে ওর শরীর আর বইছে না। তবে

মুখে অন্য কথা বলছে মেরি, শরীরের এই ক্লান্তির জন্য বিচ্ছিরি আবহাওয়াকেই সে পুরোপুরি দায়ী করছে। অবশ্য মেরির কথাও উড়িয়ে দেবার মত নয়, বছরের এই সময় এই সেপ্টেম্বর মাসে এত গরম সত্যিই অস্বাভাবিক ব্যাপার। সবাই যখন অস্বাভাবিক গরম আর আবহাওয়া সম্পর্কে নিজেদের মতামত দিচ্ছে ঠিক তখনই বড় বড় পা ফেলে নেভিল বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

'অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে তাতে বৃষ্টি না হলে টেঁকাই দায় হবে,' বলতে বলতে চোখ তুলে একবার আকাশের দিকে তাকাল নেভিল, 'অবিশ্বাস্য গরম, তাপমাত্রা রোজই একটু একটু করে বাড়ছে। এখন তো মনে হচ্ছে আজকের মতো গরম এই ক'দিনে পড়েনি। যাই হোক, মনে হচ্ছে বৃষ্টি নামতেও খুব বেশি দেরি নেই।' তার কথা শেষ হবার আগেই টমাস রয়েড উঠে দাঁড়াল, ধীরে ধীরে পা ফেলে এগিয়ে গেল বাড়ির কোণের দিকে।

'আমিও এলাম আর গোমড়ামুখো টমাসও উঠে পড়ল,' হালকা গলায় বলল নেভিল, 'ও যে আমায় মোটেও সহ্য করতে পারে না তা এতেই বোঝা যায়।'

'টমাস সবদিক থেকে এক নিরীহ গোবেচারা মানুষ,' মেরি বলল।

'মানতে পারলাম না,' নেভিলের গলা অল্প চড়ল, 'ওর মতো সংকীর্ণ আর নোংরা মনের মানুষ এখানে আর একজনও আছে বলে মনে হয় না।'

'টমাস আর অড্রে ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে বেড়ে উঠেছে,' মেরি বলল, 'আমার মনে হয় ও মেরিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। মাঝখান থেকে তুমি ঝড়ের মতো এসে টমাসকে সরিয়ে দিয়ে অড্রেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।'

'আমি না এলে অড্রেকে বিয়ের প্রস্তাব দেবার ব্যাপারে মনস্থির করতেই টমাস কম করে সাত বছর কাটিয়ে দিতো।' 'হাসিমাখা গলায় বলল নেভিল, 'বিয়ের ব্যাপারে মনস্থির করতে বেচারি অড্রে এতদিন বসে থাকবে এটাই কি ধরে নিয়েছিল?'

'কে জানে,' ইচ্ছে করেই বলল মেরি।

'এতদিনে হয়তো সেই সময় এসেছে।'

'খাঁটি আর নিখাদ প্রেমের পুরস্কার?' নেভিল ভুরু তুলে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, 'অড্রে শেষপর্যন্ত ঐ ভেজা কম্বলটাকে বিয়ে করবে? এ হতেই পারে না। গোমড়ামুখো টমাস রয়েডকে অড্রে কোন দুঃখে বিয়ে করতে যাবে তা আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না।'

'ভুল করছ, নেভিল,' আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ গলায় মেরি বলল, 'অড্রে যে টমাসকে সত্যিই পছন্দ করে এবিষয়ে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই।'

'তোমার ঘটকালির বলিহারী, মেরি!' বিরক্তি আর আক্রোশ মেশানো গলায় নেভিল বলল, 'অড্রের বিয়ের জন্য ব্যস্ত না হয়ে ও যাতে নিজের স্বাধীন জীবন উপভোগ করে সেদিকে মন দাও না!'

'স্বাধীন জীবন অড্রে সত্যিই যদি উপভোগ করে তা হলে নিশ্চয়ই দেব!' একটুও দমে না গিয়ে একরোখা গলায় বলল মেরি।

'তার মানে?' আচমকা নেভিল বলল, 'তুমি কি বলতে চাও অড্রে মোটেও সুখী হতে পারেনি, এতটুকু আনন্দও নেই ওর মনে?'

'সেকথা একবারও আমি বলিনি,' নেভিলের চোখের দিকে তাকিয়ে হুঁশিয়ার হয়ে জবাব দিল মেরি।

'শুধু তুমি কেন,' চাপাগলায় নেভিল বলল, 'আমি নিজেও তা বলতে চাই না। অড্রেকে নিয়ে মুশকিল একটাই, তাহল, ওর মনের গভীর গোপন অনুভূতি আর চিন্তাভাবনার নাগাল মোটেও পাওয়া যায় না।' একটু থেমে সে বলল, 'তাহলেও বলব সবরকম গুণ আছে ওর মধ্যে, তাছাড়া ও পুরোপুরি সৎ।'

এটুকু বলেই মেরির কান বাঁচিয়ে নিজের মনে আক্ষেপ করল নেভিল, 'হায়, আমি কতবড় মূর্খ। এসব কথা কেন আরও আগে আমার মাথায় আসেনি!'

'হাতে আছে আর মাত্র দু'টো দিন,' এই নিয়ে মোট তিনবার কথাটা যেন নিজেকে সান্ত্বনা দেবার ঢং-এ বলল মেরি, তারপরে খুব ব্যস্ত ভঙ্গিতে পা ফেলে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে। বাড়ির পেছনের

বাগান আর লাগোয়া বারান্দায় অস্থিরভাবে পায়চারী করতে করতে একসময় বাগানের শেষপ্রান্তে পৌছে গেল সে। বাগানের সীমানা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানকার পাঁচিল বেশ নিচু তার ওপাশে নদী, এখন জলে টইটম্বুর হয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। নেভিল দেখল সেই ছোট পাঁচিলের এপাশে একটা বেঞ্চে বসে মুখ ফিরিয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে অড্রে, নেভিলকে দেখতে পেয়ে বেঞ্চ থেকে উঠে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল তার খুব কাছে।

'চা খাবার সময় নিশ্চয়ই হয়ে গেছে।' অদ্ভুত শান্ত গলায় বলল অড্রে, 'আর খানিক বাদেই আমি বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম।' নেভিলের দিকে না তাকিয়ে বলল অড্রে, কথাগুলো বলতে গিয়ে তার গলা অল্প কেঁপে গেল। নেভিল কিছু বলার আগেই বাগানের পথ ধর বারান্দার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল অড্রে, নেভিল যে একটা চার পেয়ে জীবের মতো তার পেছন পেছন হেঁটে আসছে তার দিকে না তাকিয়েও তা বেশ টের পেল। জোরে জোরে পা চালিয়ে তার কাছাকাছি পৌছে গেল নেভিল, অড্রেকে বাগান ছেড়ে বারান্দায় উঠতে দেখে সাহস করে নেভিল বলল, 'অড্রে, তোমায় একটা কথা বলব?'

'না বললেই বোধহয় ভালো হতো,' বারান্দার রেলিং দু'হাতের আঙুলে শক্ত করে আঁকড়ে ধবে বলল অড্রে।

'তার মানে আমি কি বলতে চাই তা তুমি নিশ্চয়ই জানো।'

অড্রে একথার জবাবে একটি কথাও বলল না।

'আচ্ছা অড্রে, আমার জন্য কি তোমার একটু করুণাও হয় না?' ব্যাকুল গলায বলল নেভিল, 'ঘটনা যা কিছু ঘটেছে সব ভুলে গিয়ে আমরা কি আবার আগে যেখানে ছিলাম ঠিক সেখানে ফিবে যেতে পারি না?'

'সব ভুলে যাবার কথা বলছ,' অড্রে বলল, 'তাহলে অবস্থা কি দাঁড়াবে, ও যাবে কোথায়?'

'কে সবকিছু বুঝে পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিযে নেবে,' বলল নেভিল।

'তার মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে,' অড্রে বলল, যা বলতে চাও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলো।'

'যা বলতে চাই তা খুবই সহজ আর সরল,' ঠোটে হাসি ফুটিয়ে বলল নেভিল, 'যা সত্যি কে-কে তাই বুঝিয়ে বলব, তুমিই আমার জীবনে একমাত্র নারী যাকে আমি সত্যিই ভালোবেসেছি আজীবন ভালবাসব এই কথাটা বুঝিয়ে বলব তাকে। সেই সঙ্গে এও বলব যে তার মহত্তের ওপরেই তোমায় ফিরে পাওয়া নির্ভর করছে।'

'কিন্তু কে-কে বিয়ে করার আগে তুমি তো তাকে ভালোবেসেছিলে, নেভিল। তাহলে'— শান্ত গম্ভীর গলায় এটুকু বলে কথা শেষ না করে মাঝপথে থেমে গেল অড্রে।

'দোহাই অড্রে, সে প্রসঙ্গ আব তুলো না', বিরক্তি মেশানো গলায বলল নেভিল, 'জীবনে সবথেকে বড় ভুল আমি করেছি কে-র মতো একটা অযোগ্য মেয়েকে বিয়ে করে। আমি--' বলে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল সে কিন্তু ঠিক তখনই ড্রয়িংরুম থেকে কে-কে বেরিয়ে আসতে দেখে থেমে গেল। বড বড় পা ফেলে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে কে, তার দু'চোখের আগুনঝরা চাউনির সামনে ভয়ে কুঁচকে গেল নেভিল।

'এমন একটা অন্তরঙ্গ মুহূর্তে এসে তোমাদের বিরক্ত করার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত।' বিদ্রুপ মেশানো আক্রোশ ঝরে পড়ল কে-র গলায়, 'তবে এখন মনে হচ্ছে আমি ঠিক সময়েই এসে পৌছেছি।'

'আমি চলে যাচ্ছি, তোমরা কথা বলো,' বলে অড্রে চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই কে ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, 'আড়াল থেকে সব ঝামেলা পাকিয়ে এখন তো তুমি সরে পড়তেই চাইবে, এতো জানা কথা! বেশ, এখনকার মতো যে চুলোয় খুশি চলে যাও, তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া পরে হবে, এখন নেভিলের হিসেব আগে মিটিয়ে নিই।'

'শোন কে,' অড্রের ছাই-এর মতো মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নেভিল তার বউকে বোঝাতে চাইল, 'অড্রেকে তুমি খামোখা দোষ দিচ্ছ! ওর কোনো দোষ নেই, আমিই এখানে এসে ওর সঙ্গে কথা বলছিলাম, কাজেই যদি কিছু বলতে হয় আমাকে বলো। যদি দোষ দিতে হয়ে, আমাকে দিত পারো!'

'কেমন পুরুষ মানুষ তুমি, নেভিল স্ট্রেঞ্জ!' নেভিলের দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠল কে, 'নিজের বিয়ে

করা বউকে ছেড়ে একদিন খ্যাপা ষাঁড়ের মত তেড়ে এসেছিলে আমার দিকে, আমায় বিয়ে করার জন্যে নিজের বউ-এর কাছ থেকে ডিভোর্স আদায় করে ছেড়েছিলে! আমার শরীরের নেশায় এই মুহূর্তে খেপে পাগল হয়ে উঠেছো। আবার তার পরের মুহূর্তে ক্লান্ত হয়ে আমায় ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছ! রকম সকম দেখে মনে হচ্ছে তুমি তোমার আগের পক্ষের বউ ঐ অড্রে খান্‌কিকে আবার ফিরে পাবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছো। তাই না, নেভিল স্ট্রেঞ্জ?'

'থামো কে! চুপ করো!' এবার নেভিল চাপা ধমক দিল, 'সহ্য করতে না পারলে কথা বোলনা। ধারে কাছেও যেয়ো না, কিন্তু তাই বলে অড্রেকে যা তা বলে গালিগালাজ তুমি কখনও করতে পারো না, সে এক্তিয়ার তোমার নেই!''

'তা না হয় নেই,' নিজেকে সামলে নিয়ে কে বলল, 'কিন্তু তুমি কি চাও, তোমার আসল মতলবটা কি তা জানতে পারলে খুশি হবো।'

'তাহলে এবারে সত্যিকথাটা শোন, কে,' ফ্যাকাশে মুখে বলল নেভিল, 'তুমি আমায় যা খুশি বলে গালাগাল দিতে পারো, আমি তাতে কিছু মনে করব না। কিন্তু সত্যি বলছি কে, এভাবে আমি আর একদম টিকতে পারছি না। এতদিনে বেশ বুঝতে পেরেছি অড্রে ছাড়া আর কাউকে কোনদিনই আমি ভালবাসতে পারিনি, পারবোও না। তোমার প্রতি আমার যে ভালবাসা, এতদিনে বেশ বুঝতে পারছি নিছক খ্যাপামি বা পাগলামি ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। কিন্তু এভাবে তো দিন কাটানো চলে না। শোন, তোমার সঙ্গে আমার যে কোনোদিনই বনিবনা হবেনা তা এতদিনে আমার কাছে জলের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে; বিশ্বাস করো, শেষ পর্যন্ত আমি তোমায় সুখী করতে পারব না। সেসব কথা ভেবেই কে, মনে হচ্ছে হাসিমুখে আমাদের ছাড়াছাড়ি ঘটানোর এটাই হল উপযুক্ত সময়। এসো আমরা এবারে হাসিমুখে, খোলমনে একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিই।'

'তোমার কথা তো শুনলাম,' কে বলল, 'কিন্তু তুমি ঠিক কি করতে চাইছো?'

'আমরা ডিভোর্স করতে পারি,' নেভিল বলল, 'তুমি আমার বিরুদ্ধে ডিভোর্সের মামলা অনায়াসে দায়ের করতে পারো।'

'কিন্তু তুমি চাইলেই তো এখুনি আমি তা করব না,' কে বলল, ' সেজন্যে তোমায় কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।'

'বেশ তো,' নেভিল বলল, 'আমি না হয় অপেক্ষা করবো।' অধৈর্য গলায় বলে উঠলো কে, 'অপেক্ষা করতে গিয়ে ধরো তিন বছর বা তারও বেশি সময় কেটে গেল, তারপরে কি হবে? তারপরে তুমি নিশ্চয়ই আবার বিয়ে করবার জন্য ঐ অড্রের পায়ে ধরবে!'

'হ্যাঁ, যদি অড্রে তাই চায় তাহলে আমায় বিয়ে করার জন্য ওকে অনুরোধ করব বই কি!'

'ও যেমন মেয়ে. তুমি একবার সাধলেই ঠিক রাজি হবে', রাগে ফুঁশতে ফুঁশতে কে বলল, 'কিন্তু তাতে আমার কি লাভ হবে?'

'তুমি ইচ্ছে করলে আমার চাইতে যোগ্য কোনও লোককে বিয়ে করতে পারো,' নেভিল বলল, 'তবে তোমার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আমি করব—'

'উঁহু,' গলা চড়িয়ে কে বলল, 'ওসব ঘুষের লোভ আমায় দেখিয়ো না! শুনে রাখো নেভিল, তুমি হাজার বললেও আমি কিছুতেই তোমায় ডিভোর্স করব না। আর কেনই বা করব, একদিন তোমায় ভালবেসেছিলাম বলেই না পরে তোমায় বিয়ে করেছিলাম। আমার ওপর থেকে তোমার সব মোহ যে কেটে যাচ্ছে তা আমার অজানা নয়। কিন্তু হাজার চাইলেও আমি তোমায় আর ঐ অড্রের কাছে ফিরে যেতে দেবো না, তার আগে আমি তোমাদের দু'জনকেই খুন করব। আগে তোমায় খুন করব, তারপরে ঐ অড্রেকে খুন করব। তোমাদের দু'জনের মরা মুখ দেখলে তবে আমি শান্ত হবো। আমি—'

'চুপ করো কে,' নেভিল এগিয়ে এসে তার হাত চেপে ধরে ধমক দিল। 'বাড়িভর্তি এতলোক, ওদের মাঝখানে কোনও 'সিন' তৈরি করো না, দোহাই তোমার!'

'কেন করব না শুনি?' বলে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল কে, কিন্তু ঠিক তখনই খাস আর্দালি হারস্টল

ভগ্নদূতের মতো হাজির হয়ে বলল, 'ড্রয়িং রুমে আপনাদের চা দেওয়া হয়েছে,' বলেই সে পেছন ফিরে চলে গেল। কে আর নেভিল তার পেছন পেছন এগিয়ে গেল ড্রয়িং রুমের দিকে। ওপরে আকাশে তখন ঘন কালো মেঘের দল জোট বাঁধছে।



সন্ধ্যের পর ঠিক পৌনে সাতটা নাগাদ আকাশ ভেঙ্গে ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি নামল। শোবার ঘরের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে সেই বৃষ্টি দু'চোখ ভরে কিছুক্ষণ দেখল নেভিল। কে-র সঙ্গে আর একটি কথাও বলেনি সে, বিকেলে চা খাবার সময় থেকে তারা দু'জনেই দু'জনকে এড়িয়ে চলছে।

রাতের বেলা মুখ গোমড়া করে ডিনার সারল সবাই। কে-র মুখের চড়া মেক-আপ সবার চোখে অস্বস্তিকর ঠেকছে।

অড্রে এমনিতেই কথা কম বলে, তারপরে বিকেলের অশান্তির পরে এখন দেখে মনে হচ্ছে তার দেহে প্রাণের লেশটুকুও নেই। এক মেরি অ্যালডিন একাই যা কথাবার্তা বলছে।

'বড্ড একঘেঁয়ে লাগছে,' ডিনার শেষ হয়ে আসতে নেভিল বলল, 'ভাবছি খাবার পরে ইস্টারহেড গিয়ে ঢেড ল্যাটিমরের সঙ্গে একহাত বিলিয়ার্ড খেলব।'

'তাহলে মনে করে ল্যাচ-কি টা নিয়ে যেয়ো,' মেরি বলল, ' তোমার ফিরতে হয়তো দেরি হবে।'

'মনে করিয়ে দেবার জন্যে ধন্যবাদ,' নেভিল বলল।

ডিনারের পরে সবাই কফি খেল, তারপরে বেতারে খবর পড়া শুরু হতে ডিনার টেবিলের গুমোট ভাবটা খানিকটা হালকা হলো। কে-র মাথা ধরেছিল, মেরির কাছ থেকে অ্যাসপিরিনের বড়ি চেয়ে নিয়ে সে পা বাড়াল শোবার ঘরের দিকে। খবর পড়া শেষ হতে নেভিল রেডিওর নব্ ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ বাজনা শুনল। অড্রে কাছেই বসে আছে কিন্তু তার দিকে মুখ তুলে তাকানোর মত সাহস পাচ্ছে না সে, এই মুহূর্তে একটা বাচ্চা ছেলের মতো দেখাচ্ছে তাকে অনেক দুঃখ জমে আছে মনে। নেভিলের জন্য করুণা বোধ করল মেরি।

'তুমি অতদূর যাবে কিসে;' জানতে চাইল মেরি, 'গাড়িতে, না ফেরিতে চাপবে?'

'না, না,' নেভিল বলল, 'এতরাতে পনেরো মাইল পথ পাড়ি দিতে গাড়ি বের করব না, আমি ফেরিতে চেপেই পৌঁছে যাবো।'

'বাইরে কিন্তু বৃষ্টি নেমেছে।'

'জানি, ধন্যবাদ, আমার সঙ্গে বর্ষাতি আছে।'

'গুডনাইট,' বলে উঠে পড়ল নেভিল। হলঘরে খাস আর্দালি হারস্টল এসে দাঁড়াল তার সামনে, খানিক ইতস্ততঃ করে বলল, 'আপনি কষ্ট করে একবার ওপরে যাবেন? মা ঠাকরুণ মানে লেডি ট্রেসিলিয়ান আপনাকে ডেকেছেন।'

দেয়ালঘড়ির দিকে চোখ পড়তে নেভিল দেখল রাত দশটা বেজে গেছে। অসহায় ভঙ্গি করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল নেভিল, করিডর পেরিয়ে লেডি ট্রেসিলিয়ানের শোবারঘরের দরজায় আলতো টোকা দিল। নিচে হলঘর থেকে অনেকের গলা ভেসে আসছে।

'ভেতরে এসো,' দরজার ওপাশ থেকে লেডি ট্রেসিলিয়ানের চেনা গলা ভেসে এলো। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিলো নেভিল।

বিছানায় বসে বই পড়ছেন লেডি ট্রেসিলিয়ান, এই মুহূর্তে খাটের লাগোয়া একটা রিডিং ল্যাম্প ছাড়া শোবারঘরের আর সব আলো নেভানো। চশমার কাঁচের ওপর দিকে কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে লেডি ট্রেসিলিয়ান বললেন, 'তোমায় কিছু বলার আছে, নেভিল?'

'গলা শুনে মনে হচ্ছে আপনি আমায় বকাঝকা করতে চান,' পরিবেশটা হালকা করতে মুখে জোর

করে হাসি আনতে চাইল নেভিল। কিন্তু লেডি ট্রেসিলিয়ান একটুও না হেসে গম্ভীর গলায় বললেন, 'নেভিল, মনে রেখো যতই স্নেহের আর কাছের হওনা কেন, তোমার আর তোমাদের কিছু আচরণ আমার বাড়িতে আমি মোটেও বরদাস্ত করব না। তোমাদের আর তোমার স্ত্রীর ব্যক্তিগত কথাবার্তা বা আলাপ আলোচনা আড়ি পেতে শোনার এতটুকু ইচ্ছে আমার নেই, কিন্তু ঠিক আমার শোবার ঘরের মাথার কাছেই জানালার নিচে যদি তোমরা যখন তখন ঝগড়াঝাঁটি বাঁধিয়ে নাটক করো আর দু'জনে দু'জনকে যা-তা বলে গালিগালাজ করো তা কিন্তু আমার কানে ঠিকই পৌঁছাবে। তোমাদের ঝগড়াঝাঁটি শুনে এটুকু বুঝেছি যে কে-কে ডিভোর্স করে তুমি অড্রেকে আবার বিয়ে করার এক ফন্দি আঁটছো। মনে রেখো নেভিল এতবড় অন্যায় আমি কখনোই তোমায় করতে দেব না আর এ প্রসঙ্গে তোমার মুখ থেকে একটি কথাও আমি শুনতে চাই না।'

'নাটক করে আপনার শান্তির ব্যাঘাত ঘটিয়ে থাকলে আমি মাফ চাইছি,' অতি কষ্টে রাগ চেপে নেভিল বলল, 'এছাড়া বাকি যা বললেন সেটা পুরোপুরি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার!'

'না, মোটেও তা নয়!' অল্প গলা চড়ালেন লেডি ট্রেসিলিয়ান, 'অড্রের কাছাকাছি আসার মতলবে হয় তুমি আমার এ বাড়ি কাজে লাগিয়েছো—অথবা অড্রে তা কাজে লাগিয়েছে--'

'আপনার ধারণা ভুল!' নেভিল তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করল। অড্রে এসব কিছুই করেনি। আসলে অড্রে—'

'আসলে যাই হোক না কেন নেভিল,' উত্তেজিত ভঙ্গিতে দু'হাত তুলে লেডি ট্রেসিলিয়ান তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'কে হলো তোমায় বৈধ স্ত্রী, তাই স্বাভাবিক ভাবেই কিছু আইনসঙ্গত অধিকার ওর আছে যা থেকে তুমি তাকে কোনমতেই বঞ্চিত করতে পারো না। এও মনে রেখো, এদিক থেকে আমি কিন্তু পুরোপুরি কে-র পক্ষে। নিজের শয্যা যখন নিজে পেতেছো নেভিল, তখন তোমায় তার ওপর শোয়া ছাড়া তোমার সামনে অন্য পথ খোলা নেই। স্ত্রী হিসেবে কে-র প্রতি তোমার কিছু কর্তব্য আছে, আর তাই আমি তোমায় সাফ জানিয়ে দিচ্ছি—'

'আপনি ভুল করছেন,' এবারে নেভিলও গলা চড়াল, এক পা এগিয়ে এসে সে বলল, 'এটা পুরোপুরি আমার নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার, এর মধ্যে আপনার করার কিছু নেই!'

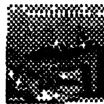
'হ্যাঁ, আমার কথা এখনও শেষ হয়নি,' নেভিলের চড়া গলা ছাপিয়ে লেডি ট্রেসিলিয়ান উত্তেজিত গলায় বলে উঠলেন, 'অড্রে আগামীকালই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে!'

'না,' ও যাবে না! আপনি চাইলেও আমি ওকে যেতে দেব না—'

'নেভিল! অমন করে আঙ্গুল নেড়ে আমার সামনে চেঁচাবে না বলে দিচ্ছি!'

'আমিও বলে দিচ্ছি এসব মোটেও বরদাস্ত করব না—'

বাইরে প্যাসেজে কারও ঘরের দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ ভেসে এল...



লেডি ট্রেসিলিয়ানের দিনরাতের কাজের মেয়ে অ্যালিস বেন্টহ্যাম ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়াল রাঁধুনি মিসেস স্পাইসারের সামনে, চাপা উত্তেজনায় অ্যালিসের বুকের ভেতরটা তখন ধড়ফড় করছে।

'ওঃ, মিসেস স্পাইসার,' বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে অ্যালিস বলল, 'কি করব বুঝতে না পেরে আপনার কাছে ছুটে এলাম। আপনি বুড়ো মানুষ, ভেবে চিন্তে যা হোক একটা বুদ্ধি দিন।'

'ব্যাপার কি, বাছা', স্পাইসার বললেন, 'তোমাদের আবার কি হলো?'

'আমি নই,' অ্যালিস ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'ঝামেলা বেঁধেছে আমাদের মিস ব্যারেটকে নিয়ে।'

ঘন্টাখানেক আগে চা দিতে গিয়ে দেখি উনি কেমন অসাড় হয়ে ঘুমোচ্ছেন, নাম ধরে কত ডাকাডাকি করলাম কিন্তু উনি কিছুতেই চোখ মেললেন না। এদিকে আমাদের মা ঠাকরুণের চাও তৈরি হয়ে গেছে, ঐ চা তো মিস ব্যারেটেরই ওঁর কাছে নিয়ে যাবার কথা। পাঁচ মিনিট আগে তাই আমি আবার গেলাম

ওঁকে ডাকতে। কিন্তু দেখলাম উনি মানে মিস ব্যারেট তখনও ঘুমোচ্ছেন।'

'তুমি ওঁকে ঠেলেছিলে?' জানতে চাইলেন মিসেস স্পাইসার, 'ধাক্কা দিয়েছিলে?'

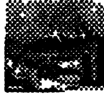
'দিয়েছিলাম মিসেস স্পাইসার,' অ্যালিস বলল, 'নাম ধরে ডাকতে ডাকতে খুব জোরে কয়েকবার ঠেলেছি। কিন্তু মিস ব্যারেটের ঘুম ভাঙ্গেনি, তাছাড়া ওঁর চোখমুখও ভারি অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল।'

'এত ভারি বিশ্রি ব্যাপার,' বললেন মিসেস স্পাইসার, 'মিস ব্যারেট মরে গেলেন না তো?'

'না, মিসেস স্পাইসার,' অ্যালিস বলল, 'মিস ব্যারেট বেঁচে আছেন। ওঁর বুকে কান চেপে ধরে আমি নিঃশ্বাস নেবার শব্দ শুনেছি। এখন আমার মনে হচ্ছে উনি বোধহয় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

'বেশ, তাহলে আমি নিজে যাচ্ছি মিস ব্যারেটকে দেখতে,' মিসেস স্পাইসার বললেন, 'তুমি মা ঠাকরুণের চা-টা ওঁর কাছে নিয়ে যাও। মনে করে একটা নতুন পটে চা নিয়ে যাও নয়ত কি হয়েছে ভেবে উনি আবার চিন্তাভাবনা করবেন।'

একটি কথাও না বলে অ্যালিস মিসেস স্পাইসারের কথামত চায়ের ট্রে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপর তলায় উঠে গেল। করিডর দিয়ে এগোতে এগোতে লেডি ট্রেসিলিয়ানের শোবার ঘরের দরজায় আলতো করে টোকা দিল। কয়েকবার টোকা দেয়া সত্ত্বেও ভেতর থেকে সাড়া শব্দ না পেয়ে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল শোবার ঘরে। পরমুহূর্তে চীনে মাটির বাসন ভাঙ্গার আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল গোটা বাড়িতে, সেই সঙ্গে শোনা গেল অ্যালিসের কানফাটা চিৎকার। প্রাণপণে চেঁচাতে চেঁচাতে অ্যালিস দ্রুত পা চালিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে হাজির হল একতলার হলঘরে। সেখানে তখন খাস আর্দালি হারস্টল দাঁড়িয়েছিল, তার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল অ্যালিস, 'ওঃ মিঃ হারস্টল—কি সাংঘাতিক ব্যাপার ওপরে নিশ্চয়ই ডাকাত পড়েছিল গো! আমাদের মা ঠাকরুণকে ওরা খুন করেছে। মা ঠাকরুণ পড়ে আছেন বিছানায়। ওঁর মাথায় একটা বড় গর্ত হয়েছে, সেখান থেকে রক্ত গড়িয়ে বিছানা ভেসে যাচ্ছে! ওগো আমাদের কি হবে গো! কে আমাদের এতবড় সর্বনাশ করল?'



এখনও আঁধার রয়েছে

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটলের ছুটি শেষ হতে এখনও তিন দিন বাকি, আচমকা আবহাওয়া পাল্টে বৃষ্টি নামার দরুন তাঁর মনমেজাজ গেছে বিগড়ে, ছুটির সব আনন্দও গেছে নষ্ট হয়ে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের মত জায়গায় এছাড়া আর কি-ই বা আশা করা যায়?

সি আই ডি ইন্সপেক্টর জেমস লিচ্ সম্পর্কে ব্যাটলের ভাগ্নে তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ভাগ্নের কাছেই ছুটি কাটাচ্ছেন ব্যাটল। সেদিন সাত সকালে ভাগ্নের মুখোমুখি বসে তিনি ব্রেকফাস্ট খাচ্ছেন এমন সময় টেলিফোনটা সশব্দে বেজে উঠল। খাওয়া ছেড়ে রিসিভারটা তুলে তিনি কাকে কি বলছেন তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে একমনে খেয়ে যেতে লাগলেন ব্যাটল। তবে খানিকবাদে 'আমি এক্ষুণি আসছি, স্যার' ভাগ্নের এই ক'টা কথা তাঁর কানে যখন পৌঁছোলো তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনে যে অনুভূতি জেগে উঠল তার নাম কৌতূহল। ইন্সপেক্টর লিচ্ রিসিভার নামিয়ে ফিরে এসে বসতেই ব্যাটল খাওয়া থামিয়ে মুখ তুলে তাকালেন, খুঁটিয়ে ভাগ্নের চোখমুখ দেখতে দেখতে বললেন, 'কি রে জিম, সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে!'

'হ্যাঁ, মামা,' গরম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ইন্সপেক্টর লিচ্ বললেন, 'সত্যিই সাংঘাতিক ঘটনা, খুনের মামলা। নদীর ধারে পাহাড়ের মত উঁচু জায়গাটায় গালস পয়েন্ট নামে একটা পুরোনো বাড়ি আছে আশা করি দেখেছো, সেই বাড়ির মালকিন লেডি ট্রেসিলিয়ান ছিলেন এই অঞ্চলের এক জনপ্রিয় মহিলা। কিছুদিন ধরে অসুখে ভোগার ফলে মহিলা চলফেরার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন, হ্যাঁ, তিনিই খুন হয়েছেন।'

'হুঁম,' ভাগ্নের মুখ থেকে বিবরণ শুনে গম্ভীর মুখে ঘাড় নাড়লেন ব্যাটল।

'বুড়ঢা' আমায় ডেকেছেন' (চীফ কনস্টেবল বা পুলিশ প্রধানকে ইন্সপেক্টর লিচ্ মামার সামনে বুড়ঢা বলে উল্লেখ করেন), 'উনি ছিলেন নিহত মহিলার বন্ধু। বুড়ঢা আমায় নিয়ে খুনের ঘটনাস্থলে যাবেন বললেন।'

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটলের খাওয়া শেষ হয়েছে, একমনে তিনি ভাগ্নের কথাগুলো শুনে যাচ্ছেন।

'মামা!' দরজার কাছাকাছি গিয়ে ইন্সপেক্টর লিচ্ ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্যাটলকে বললেন, 'এমন একটা জবরদস্ত খুনের মামলা এই প্রথম আমার হাতে এল। তুমি এ কেসে আমায় মদত দেবে তো? বলো, দেবে না?'

'যতক্ষণ তোর এখানে আছি ততক্ষণ নিশ্চয়ই দেব,' আশ্বাস দেবার গলায় বললেন ব্যাটল, জানতে চাইলেন, 'ডাকাতি করতে এসে কেউ ভদ্রমহিলাকে খুন করেছে নাকি?'

'তা আমি এখনও ঠিক জানি না, মামা,' বললেন ইন্সপেক্টর জেমস লিচ্।



এর ঠিক আধঘন্টা বাদে চীফ কনস্টেবল মেজর রবার্ট সিচেলের মুখোমুখি হলেন মামা আর ভাগ্নে।

'এতো আগে মন্তব্য করা উচিত নয় জানি,' গম্ভীর গলায় চীফ কনস্টেবল বললেন,' তবে বাইরের কেউ যে এ কাজ করে নি তা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। আজ সকালে ঐ বাড়ির প্রত্যেকটি দরজা জানালা বন্ধ দেখেছে সবাই তাছাড়া অর্থাৎ দরজা জানালা ভেঙ্গে কেউ বাইরে থেকে ভেতরে ঢোকেনি। এছাড়া বাড়ির ভেতরের প্রত্যেকটি জিনিস-পত্র অক্ষত আছে, কেউ সেসব ছোঁয় নি। তার মানে এটা বাইরের কারও কাজ নয়, ভদ্রমহিলা, মানে লেডি ট্রেসিলিয়ান ঐ বাড়িরই কোনও সদস্যের হাতে খুন হয়েছেন এই ধারণার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করতে আমি কোনও বাধা দেখছি না।' কথা শেষ করেই তিনি ব্যাটলের দিকে তাকালেন, একটু ভেবে বললেন, 'জানি আপনি এখানে ছুটি কাটাতে এসেছেন, তাহলেও বলছি আমি নিজে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে বললে ওরা এ কেসের তদন্তের দায়িত্ব আপনাকে দেবে তো? আপনার মতো অভিজ্ঞ অফিসার হাতের কাছে আছেন, তার ওপর সম্পর্কে আপনি ইন্সপেক্টর লিচ্-এর মামা। অবশ্য যদি আপনার নিজের আপত্তি না থাকে কারণ আমি খুব ভালভাবেই জানি কেস হাতে নিলে আপনার ছুটির বাকি দিনগুলো নষ্ট হবে।'

'ওটা কোনও ব্যাপার নয় স্যার,' ব্যাটল বললেন, 'আর স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অনুমতি নিতেও আপনার অসুবিধে হবে না। আপনি শুধু টেলিফোনে স্যার এডগারের সঙ্গে একবার কথা বলে নিন, উনি তো আপনার পুরোনো বন্ধু। (স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অন্যতম সহকারী কমিশনার স্যার এডগার কটন ব্যাটলের ওপরওয়ালা)।

'ঠিক বলেছেন,' বলেই টেলিফোনের রিসিভার তুলে মেজর মিচেল অপারেটরকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে লাইন দিতে বললেন।

'এটা কি খুব গুরুত্বপূর্ণ কেস, স্যার?' জানতে চাইলেন ব্যাটল।

'এটা এমন একটা কেস যেখানে সবরকম ভুলের সম্ভাবনা আমরা এড়িয়ে যেতে চাই। খুনি পুরুষ বা নারী যেই হোক সে সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত হতে চাই।'

কোনও মন্তব্য না করে সায় দেবার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লেন ব্যাটল।



নিহত লেডি ট্রেসিলিয়ানের শোবার ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল আর তাঁর সুযোগ্য ভাগ্নে ইন্সপেক্টর জেমস লিচ্। তাঁদের কিছু তফাতে মেঝেতে পড়ে আছে একটা ভারি গল্‌ফ খেলার লাঠি যার পোষাকি নাম গল্‌ফ ক্লাব বা 'নিবলিক'। সেই লাঠির মাথায় আঁটা লোহার পাত জমাট

রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে, কয়েকগাছি ধপধপে পাকা চুল আঠার মতো সেঁটে আছে সেখানে। একজন সাদা পোষাকের গোয়েন্দা সার্জেন্ট সেই লাঠির গায়ে তন্ন তন্ন করে আঙ্গুলের ছাপ খুঁজছেন।

নিহত লেডি ট্রেসিলিয়ানের মৃতদেহ তখনও পড়ে আছে তাঁর খাটের ওপর, জেলার পুলিশ সার্জন হিসেবে ডঃ ল্যাজেনবি উবু হয়ে ঝুঁকে মৃতদেহ পরীক্ষা করছেন।

'আঘাতটা এসেছে সামনে থেকে,' খানিক বাদে মুখ তুলে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ডঃ ল্যাজেনবি, 'আততায়ী সামনের দিক থেকে প্রচণ্ড জোরে ওঁকে আঘাত করেছে, প্রথম আঘাতেই খুলির হাড় ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ওঁর মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু এক ঘা মেরে আততায়ী নিশ্চিত হয়নি। পুরোপুবি নিশ্চিত হবার জন্যে সে আবারও আঘাত হেনেছে।'

'ক'টা নাগাদ ওঁর মৃত্যু ঘটেছে বলে আপনার মনে হয়?' জানতে চাইলেন ইন্সপেক্টর লিচ্।

'আমার মতে রাত ১০টা থেকে ১২টাব ভেতর,' বললনে ডঃ ল্যাজেনবি, 'আরও বিশদ করে বলতে গেলে রাত ১০টার আগে নয়, আর রাত ১২টা পরে নয়।'

'আর এই লাঠিটা দিয়েই আততায়ী ওঁকে আঘাত করেছিল বলতে চান?'

'খুব সম্ভবতঃ,' একনজর লাঠিটার দিকে তাকিয়ে বললেন ডঃ ল্যাজেনবি, 'আততায়ী যে এটা ফেলে রেখে গেছে তা আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে, নয়তো মৃতদেহের মাথার চোট দেখে এটাই খুনের হাতিয়া সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যেত না। এখন যা দাঁড়াচ্ছে লাঠির মাথায় আঁটা লোহার ধারালো ফলা নয়, লাঠির পেছনের কোণাচে দিকটা নিশ্চয়ই ওঁর মাথায় আঘাত হেনেছে।'

'কিন্তু সে কাজটা কি খুব দুঃসাধ্য হবে না?' জানতে চাইলেন ইন্সপেক্টর লিচ্।

'যদি এই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে দুঃসাধ্য হওয়াটাই স্বাভাবিক', ইন্সপেক্টর লিচ্-এর মন্তব্যে সায় দিয়ে ডাক্তার বললেন, 'অদ্ভুত ভাবে এটা ঘটে গেছে আমি শুধু এটুকুই ধরে নিতে পারি।'

দু'হাত তুলে ইন্সপেক্টর লিচ্ কি ভাবে আততায়ী আঘাত হানতে পারে অনুমানের ওপর ভিত্তি করে তা দেখানোর চেষ্টা করলেন, খানিকবাদে তিনি মন্তব্য করলেন, ' যেমন অদ্ভুত তেমনই অস্বাভাবিক।'

'ঠিক বলেছেন,' খানিকটা নিজের মনেই বললেন ডঃ ল্যাজেনবি, 'গোটা ব্যাপারটাই অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক, সেইসঙ্গে অসুবিধাজনকও বটে। দেখতেই পাচ্ছেন, মহিলার ডান দিকের রগে আততায়ী আঘাত হেনেছে—কিন্তু যেই হোক না কেন, সে লোক নিশ্চয়ই খাটের মাথার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল খাটের ঠিক ডানদিকে। দেয়াল থেকে কোণ বড্ড ছোট, বাঁদিকেও জায়গা প্রায় নেই বলা চলে।'

'তার মানে আপনি বলতে চান আততায়ী ন্যাটা?' জানতে চাইলেন ইন্সপেক্টর লিচ্।

'এ প্রসঙ্গে আমি কোনও মন্তব্য করতে রাজি নই', ইন্সপেক্টর লিচ্ বললেন, 'প্রচুর অসুবিধা আছে। আপনি যদি বলেন তো আমি বলব আততায়ী ন্যাটা ছিল এটাই হবে সবচাইতে সহজ ব্যাখ্যা—তবে তার ব্যাখ্যার আরও অনেক পথ আছে। ধরুন, উদাহরণ হিসেবে বলা যায় আততায়ী আঘাত হানার জন্য লাঠিটা তোলার সঙ্গে সঙ্গে নিহত মহিলা তাঁর মাথাটা হয়ত বাঁদিকে অল্প ঘুরিয়েছিলেন। অথবা এও হতে পারে যে আততায়ী মহিলাব খাটখানা তাঁকে খুন করার আগেই সরিয়ে বাঁদিকে দাঁড়িয়েছিল, তারপরে মহিলাকে খুন করে খাটটা আবার আগের জায়গায় এনে রেখেছিল।'

'শেষের সম্ভাবনাটা খুব যুক্তিসঙ্গত ঠেকছে না,' বললেন ইন্সপেক্টর লিচ্।

'যুক্তিসঙ্গত না হলেও এটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এসব ব্যাপাবে আমার নিজের কিছু অভিজ্ঞতা আছে, আর আমি এও বলছি যে ন্যাটা আততায়ী বাঁ হাতে আঘাত হেনেছে এই ব্যাখ্যায় প্রচুর অস্বাভাবিকতা লুকিয়ে আছে।'

'স্যার' গোয়েন্দা সার্জেন্ট জোনস মেঝে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ইন্সপেক্টর লিচ্‌কে বললেন, 'গল্‌ফ খেলার এই লাঠিটা কিন্তু ডানহাতি খেলোয়াড়দের জন্য।'

'তাহলেও,' ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে লিচ্ বললেন, 'যে লোক ওটা খুনের হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগিয়েছে এটা হয়ত তার নাও হতে পারে। কিন্তু ডঃ ল্যাজেনবি, আততায়ী পুরুষ ছিল সে বিষয়ে তো নিশ্চিত হওয়া যায়, না কি?'

'অতটা নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়,' বললেন ডঃ ল্যাজেনবি, 'এটা যদি সত্যিই খুনের হাতিয়ার হয় তাহলে বলতে হবে আততায়ী মেয়ে মানুষটি এটা দিয়ে প্রচন্ড জোরে আঘাত হেনেছিল।'

'কিন্তু এটাই যে সত্যি সত্যি খুনের হাতিয়ার সে সম্পর্কে আপনি কি নিশ্চিত, ডাক্তার?' শান্ত গলায় প্রশ্ন করলেন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল।

'না,' বুদ্ধিদীপ্ত চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন ডঃ ল্যাজেনবি, 'এটা খুনের হাতিয়ার হওয়া খুব সম্ভব, এর বেশি কিছু আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। এর গায়ে যে রক্ত জমাট বাঁধা তা আমি পরীক্ষা করে দেখব এই রক্ত আর নিহত মহিলার রক্ত একই গ্রুপের কিনা। জমাটবাঁধা রক্তের সঙ্গে সেঁটে থাকা পাকা চুলগুলোও ওঁরই মাথার কিনা তাও দেখব। এই লাঠিটাই খুনের হাতিয়ার কিনা সে সম্পর্কে আপনার নিজের মনে কোনও সন্দেহ আছে, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট?'

'আমি মশাই সাধারণ লোক,' মাথা নেড়ে ব্যাটল বললেন, 'নিজের চোখে যা দেখি শুধু তাই বিশ্বাস করি। খুনের হাতিয়ার যাইহোক, সেটা যে বেশ ভাবি, তাতে সন্দেহ নেই, খুব ভারি কিছু দিয়ে ওঁকে আততায়ী আঘাত করেছে। গল্‌ফ খেলাব এই লাঠিটা যথেষ্ট ভারি, এর গায়ে জমাট বাঁধা রক্ত আর কয়েকগাছা পাকা চুল এঁটে আছে তাই এটা খুনের হাতিয়ার হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কাজেই এটা খুনের হাতিয়ার সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারি।'

'খুনের সময় মহিলা ঘুমিয়েছিলেন, না কি জেগে ছিলেন?' জানতে চাইলেন ইন্সপেক্টর লিচ্।

'আমার মতে জেগেছিলেন,' ব্যাটল বললেন, 'ওঁর চোখের চাউনিতে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। ব্যক্তিগত অভিমত হলেও আমি বলব এমন একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে তা উনি আশা করেন নি। আততায়ীকে বাধা দেবার বা তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করার কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। মহিলার চোখের চাউনিতে ভীতি বা আতঙ্কের ছাপও ফোটেনি। অনুমানের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে ঘটনা ঘটার সময় নিহত ভদ্রমহিলার ঘুম সবে ভেঙ্গেছিল তাই ঐসময় তিনি এতটাই ঘোরের মধ্যে ছিলেন যে কি ঘটতে যাচ্ছে কিছুই বুঝে উঠতে পারেন নি—অথবা এমনও হতে পারে যে খুন হবার আগের মুহূর্তে তিনি আততায়ীকে চিনতে পেরেছিলেন আর সে এমন কেউ ছিল যে তাঁর কোনওরকম ক্ষতি করতে পারে না।'

ঘরের ভেতর বেডল্যাম্প ছাড়া আর সব আলো নেভানো ছিল, কিছুটা নিজের মনেই বলনে ইন্সপেক্টর লিচ্, 'ভদ্রমহিলা খুন হবার পরেও বেডল্যাম্প জ্বলছিল।'

'হ্যাঁ, দু'ভাবে এর ব্যাখ্যা করা যায়', বললেন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল, 'আততায়ী বা আর কেউ ঘরের ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে নিহত মহিলা ঐ আলো জ্বালিয়েছিলেন, অথবা উনি খুন হবার আগে থেকেই ওটা জ্বলছিল।'

'লাঠিটার গায়ে আঙ্গুলের ছাপ খুব স্পষ্ট পড়েছে।' বললেন গোয়েন্দা সার্জেন্ট জোনস, 'খুব সহজেই ছাপ তুলে নিয়েছি।'

'এর ফলে তদন্তের কাজ সহজ হয়ে দাঁড়াল', দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ইন্সপেক্টর লিচ্।

'আততায়ী নিজেই তো তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে গেছে,' বললেন ডঃ ল্যাজেনবি, 'আঙ্গুলের ছাপ সমেত খুনের হাতিয়ারখানা ফেলে রেখে গেছে। নিজের ভিজিটিংকার্ড একটা কেন রাখল না তাই তো ভেবে পাচ্ছি না।'

'হয়ত খুন করার সময় তার মাথার ঠিক ছিল না,' বললেন ব্যাটল, 'এরকম ঘটনা ঘটা খুব স্বাভাবিক যখন খুন করার পরে আততায়ী জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে এমন কিছু কাজ করে বসে যা তার ধরা পড়ার পথ সহজ হয়।'

'ঠিকই বলেছেন,' ঘাড় নেড়ে ডাক্তার সায় দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, আমি তাহলে এখন আসছি। এ বাড়িতে আমাব একজন রুগী আছে, আমি তাকে দেখতে চললুম।'

'এ বাড়িতে রুগী?' ব্যাটলের গলায় বিস্ময় আর কৌতূহল একসঙ্গে ফুটল, 'সে কে, মশাই?'

'লেডি ট্রেসিলিয়ানের খাস আর্দালি হারস্টলের মুখ থেকে শুনলাম ওঁর দিনরাতের কাজের মেয়ে মিস ব্যারেটকে আজ সকালে 'কোমা'-য় আচ্ছন্ন অবস্থায় দেখা গেছে।'

'এমন হবার কারণ কি?'

'খুব কড়া ঘুমের ওষুধ কেউ ওঁকে খাইয়েছে,' ডঃ ল্যাজেনবি বললেন, 'অবস্থা সংকটজনক হলেও উনি সেরে উঠবেন।'

'কার সেরে ওঠার কথা বলছেন,' ব্যাটল জানতে চাইলেন, 'কাজের মেয়ে মিস ব্যারেট?'

জবাব না দিয়ে ডঃ ল্যাজেনবি সায় দেবার ভঙ্গিতে ঘাড় নড়লেন, আর তখনই তাঁর চোখে পড়ল লেডি ট্রেসিলিয়ানের নিথর মৃতদেহের হাতের পাশে টানা ঘন্টার দড়ির ঝালরটা এলিয়ে পড়ে আছে, ব্যাটল বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছেন সেদিকে।

'কাজের মেয়ে মিস ব্যারেটের ঘরে ঐ ঘন্টাটা ঝুলছে,' ডঃ ল্যাজেনবি বললেন, 'লেডি ট্রেসিলিয়ান কোনও কারণে ভয় পেলে ঐ দড়ি ধরে টেনে ওঁর কাজের মেয়েকে ডাকতেন। হয়ত মারা যাবাব আগে উনি দড়ি ধরে টেনেওছিলেন কিন্তু ওঁর কাজেব মেয়ে ঘুমে আচ্ছন্ন থাকায় ঘন্টার আওয়াজ শুনতে পায় নি।'

'কাজের মেয়েটির যে ঘুমের ওষুধ খাবার নেশা ছিল না এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত?'

'পুরোপুরি নিশ্চিত,' বললেন ডঃ ল্যাজেনবি, 'ওর ঘর তল্লাশি করে কোনও ঘুমের ওষুধ বা বড়ির হদিশ মেলেনি। তবে ঘুমের ওষুধ কি ভাবে মেয়েটিকে খাওযানো হয়েছে তা আমি ঠিক জানতে পেরেছি— রোজ রাতে মেয়েটি সোনামুখী পাতার ক্বাথ জোলাপ হিসেবে খেত, তারই সঙ্গে কড়া ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে খাওয়ানো হয়েছিল মেয়েটিকে।'

'হুঁম,' থুতনি চুলকে গম্ভীর গলায় মন্তব্য করলেন ব্যাটল,' এ বাড়ির কোথায় কি আছে, কাজের মেয়েদের কার কি খাবার অভ্যেস সবই দেখছি আততায়ীর জানা আছে। বুঝলেন ডাক্তার, এখন বেশ বুঝতে পারছি এটা একটা অদ্ভুত ধরনের খুন।'

'সে আপনার ব্যাপার', ডঃ ল্যাজেনবি বলনে, 'আপনিই ভাল বুঝবেন', বলে তিনি শোবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

বিভিন্ন অবস্থান থেকে মৃতদেহের একাধিক ফটো তোলা হয়েছে, নেয়া হয়েছে তদন্তের কাজে অপরিহার্য একাধিক মাপজোক।

'আচ্ছা জিম,' ভাগ্নে লিচ্‌কে প্রশ্ন করলেন ব্যাটল, 'আঙ্গুলের ছাপ লাগার পরে তুই কি করে মনে করিস যে কোন লোকের পক্ষে হাতে দস্তানা এঁটে ঐ লাঠি দিয়ে আঘাত হানা সম্ভব?'

'আমি তা মনে করি না,' ঘাড় নেড়ে বললেন ইন্সপেক্টর লিচ্, 'আর তুমি নিজেও যে তা মনে করো না তা আমি জানি। তুমি ঐ লাঠি ধরতে গেলেই আঙ্গুলের ছাপগুলো মুছে যাবে ওব গা থেকে। অথচ ওর গায়ে লেগে থাকা আঙ্গুলের ছাপগুলো যে মোছেনি তা তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ।'

ব্যাটল মুখে কিছু না বলে শুধু ঘাড় নেড়ে ভাগ্নের সিদ্ধান্তকে সায় দিলেন। খানিকবাদে বললেন, 'এবারে তাহলে এ বাড়ির বাকি যে ক'জন সদস্য আছে তাঁদের সবার আঙ্গুলের ছাপ আলাদাভাবে জোগাড় করতে হবে। কাজটা সারতে হবে ভদ্রভাবে, কোনরকম জোর খাটানো চলবে না। তারপর দু'টো ব্যাপার ঘটা সম্ভব— হয় ওসব আঙ্গুলের ছাপের একটিও এই লাঠির গায়ে যে আঙ্গুলের ছাপ আমরা পেয়েছি তার সঙ্গে খাপ খাবে না, আর নয় তো—'

'আর নয়তো আমরা যে লোককে খুঁজছি তাকে অর্থাৎ আততায়ীকে খুঁজে পাব, এই তো?'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' সায় দিয়ে বললেন ব্যাটল, ' সে পুরুষ না হয়ে নারীও হতে পারে।'

'না মামা,' গলা নামিয়ে লিচ্ বললেন, 'আততায়ী নারী নয় এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এই লাঠির গায়ে যে আঙ্গুলের ছাপ আমরা পেয়েছি তা পুরুষের, মেয়েদের আঙ্গুল এত বড় হয় না। তাছাড়া এ খুন কোনও মেয়েমানুষের কম্মো নয়।'

'ঠিক বলেছো,' সায় দিয়ে বললেন ব্যাটল, 'আততায়ী শুধু পুরুষ তাই নয়, সে একাধারে নিষ্ঠুর ও নির্বোধ, সর্বোপরি লোকটি নিয়মিত খেলাধূলো করে। কেমন, এ বাড়ির সদস্যদের মধ্যে এমন কেউ আছে নাকি?'

'এ বাড়ির কারও সঙ্গে এখনও পর্যন্ত আমার পরিচয় হয়নি, মামা,' লিচ্‌ বললেন। 'ওঁরা সবাই একতলায় খাবার ঘরে বসে আছেন।'

'এবার ওখানে গিয়ে ওঁদের সঙ্গে পরিচয় করতে হবে,' বলেই খাটের দিকে তাকালেন ব্যাটল, তারপর মাথা নেড়ে বললেন, 'কেন কে জানে, ঐ ঘন্টার দড়ির ঝালরটা আমার ঠিক ভাল লাাগছে না।'

'কেন,' লিচ্‌ বললেন, 'ওটা কি দোষ করল?'

'ওটা ঠিক খাপ খাচ্ছে না।' বলতে বলতেই শোবার ঘরের দরজা খুলে বাইরে পা বাড়ালেন ব্যাটল, 'কে ওকে খুন করতে পারে তাই ভাবছি। ওঁর যা বয়স হয়েছিল এই বয়সে অনেক মহিলাই খিটখিটে বদমেজাজী হয়ে পড়েন, কিন্তু লেডি ট্রেসিলিয়ান তেমন ছিলেন না, উনি সবারই প্রিয় ছিলেন।' একটু থেমে আবার ব্যাটল বললেন, 'মহিলার অবস্থাও তো যথেষ্ট ভাল ছিল শুনেছি। এবারে ওঁর মৃত্যুর পরে ওঁর টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তি কে পাবে?'

'মামা!' যেন দারুণ কিছু পেয়েছেন এভাবে আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠে ইন্সপেক্টর লিচ্‌ বললেন, 'ঠিক বলেছো! এটাই আমাদের সবার আগে জানতে হবে।'

'মিস অ্যালডিন, মিঃ রয়েড, মিঃ স্ট্রেঞ্জ, মিসেস কে স্ট্রেঞ্জ, মিসেস অড্রে স্ট্রেঞ্জ। স্ট্রেঞ্জ পরিবারে দেখছি প্রচুর লোক।'

'তার মানে মিঃ স্ট্রেঞ্জ-এর দুই বউ,' লিচ্‌ বললেন, 'দু'জনেই এখানে হাজির আছে।'

'মিঃ স্ট্রেঞ্জকে তো তাহলে রমনীমোহন বলতে হচ্ছে,' চাপাগলায় মন্তব্য করলেন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল।

বাইরে থেকে আসা অতিথিরা একতলার খাবার ঘরে খাবার টেবিল ঘিরে বসেছে, ভাগ্নে ইন্সপেক্টর লিচ্‌কে সঙ্গে নিয়ে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল সেখানে এসে দাঁড়ালেন। নিজের বিশেষ পদ্ধতি অনুযায়ী তিনি কঠোর চোখে একজন একজন করে তাঁদের সবার মুখের দিকে তাকালেন।

অপরাধ যতক্ষণ না প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষর সবাই নিরপরাধ আইনে একথাই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল তাঁর নিজের এই বিশেষ পদ্ধতি অনুযায়ী চিরকাল গোড়াতেই সবাইকে খুনি ঠাউরে নেন, এটাই তাঁর তদন্তের পদ্ধতি।

টেবিলের শেষপ্রান্তে একদম মাথায় বসে মেরি অ্যালডিন, সোজা টানাটান হয়ে বসলেও এক অজানা আশংকায় মুখখানা তার ছাই-এর মতো ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। তার ঠিকই গা ঘেঁষে বসে নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে পাইপ টানছে টমাস রয়েড, তার ঠিক পাশে বসে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে অড্রে, বাঁহাতের দু'আঙ্গুলের ফাঁকে জ্বলছে ধোঁয়া ওঠা সিগারেট। অড্রের গা ঘেঁষে বসেছে নেভিল, তার দু'চোখের চাউনিতে ফুটে উঠেছে বিভ্রান্তি আর হতবুদ্ধিতা, কাঁপা হাতে বারবার সিগারেট ধরানোর চেষ্টা করে চলেছে সে। নেভিলের পাশে বসে তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কে, দু'হাতের কনুই টেবিলে ভর দিয়ে দু'হাতের পাতায় মুখ রেখে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে সে। চড়া মেক-আপ সত্ত্বেও কে-র মুখের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ফ্যাকাশে ভাব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। এরা সবাই লেডি ট্রেসিলিয়ানের খুনের সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে যুক্ত বলে ব্যাটলের মনে হয়। মেরি অ্যালডিন উপস্থিত সবার সঙ্গে ব্যাটল আর লিচ্‌-এর পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপরে খুনের হাতিয়ার সেই গল্‌ফ খেলার লাঠিটা উঁচু করে তুলে ধরে ইন্সপেক্টর লিচ্‌ বললেন, গল্‌ফ খেলার এই লাঠিটা সম্পর্কে আপনারা কেউ কিছু জানেন?'

'হায় ভগবান!' আঁতকে উঠল কে, ভীতি আর বিস্ময় মেশানো চাপা আর্তনাদ করে বলল কে, 'কি সাংঘাতিক! এটা দিয়েই কি—' এটুকু বলেই সে থেমে গেল।

'মনে হচ্ছে এটা আমার,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালে নেভিল স্ট্রেঞ্জ, টেবিলের ধারে এসে বলল, 'এটা একবার দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়ই পারেন,' বললেন ইন্সপেক্টর লিচ্‌, 'এটা নিয়ে যা করার ছিল তা করা হয়ে গেছে, এখন এটা হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখতে কোনও বাধা নেই।' তাঁর কথায় উপস্থিত কারও চোখেমুখে কোনও প্রতিক্রিয়া ঘটল না, নেভিল এগিয়ে এসে লাঠিটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল, 'এই লাঠিটা আমার ব্যাগে ছিল কিনা তা এক্ষুনি আপনাকে বলে দিচ্ছি।' আত্মবিশ্বাসে ভরপুর গলায় বলল নেভিল, 'দয়া করে

একবার আমার সঙ্গে আসুন।' নেভিলের পেছন পেছন ব্যাটল আর লিচ্ এসে হাজির হল সিঁড়ির নিচে এক বড় আলমারির সামনে। হাতল ধরে টানতেই খুলে গেল আলমারির পাল্লা, বিভ্রান্ত ব্যাটল দেখলেন অসংখ্য টেনিস র‍্যাকেট সাজিয়ে রাখা হয়েছে সেই আলমারির ভেতরে. ঠিক তখনই তাঁর মনে পড়ে গেল নেভিল স্ট্রেঞ্জকে এর আগেও তিনি অন্য কোথাও দেখেছেন, অন্য ভূমিকায়।

'মিঃ স্ট্রেঞ্জ,' ব্যাটল বললেন, 'এবারে মনে পড়েছে, এর আগে আমি উইম্বলডনে আপনার খেলা দেখেছি।'

'তাই নাকি?' ঘাড় অল্প ঘুরিয়ে বলল নেভিল, তারপর আলমারীর ভেতরে মাছ ধরার ছিপের পাশে সাজিয়ে রাখা দু'টো গল্‌ফ ব্যাগের মধ্যে একটা টেনে বের করে বলল, 'আমার স্ত্রী আর আমি দু'জনেই গল্‌ফ খেলি। আপনি যে লাঠিটা দেখাতে এনেছেন ওটা ছেলেদের ব্যবহারের। হ্যাঁ, ওটা আমারই। গল্‌ফ খেলার লাঠি।' বলতে বলতে ব্যাগের ভেতর থেকে সে কম করে চোদ্দ পনেরোটা গল্‌ফ খেলার লাঠি বের করল।

'ধন্যবাদ, মিঃ স্ট্রেঞ্জ,' ব্যাটল বললেন, 'একটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল।'

'সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, বাড়ির ভেতরে থেকে একটি জিনিসও খোয়া যায়নি, জানালাব কাচ ভেঙ্গে কেউ বাইরে থেকে বাড়িব ভেতবে ঢুকেছে এমন কোনও চিহ্নও পাওয়া যায়নি..... ' বলতে গিয়ে তার গলা কেঁপে গেল।

'বাড়ির কাজের লোকেরাও সম্পূর্ণ নির্দোষ,' বলল নেভিল, 'ওদের দিক থেকে কোনওরকম ক্ষতির আশংকা নেই বলেই আমার বিশ্বাস..'

'বাড়ির কাজের লোকদের সম্পর্কে আমি মিস অ্যালডিনেব সঙ্গে কথা বলব, শান্তগলায় বললেন ইন্সপেক্টর লিচ্, 'কিন্তু তার আগে মিঃ স্ট্রেঞ্জ, লেডি ট্রেসিলিয়ানের সলিসিটর কে ছিল তা কি আপনার জানা আছে?'

'আছে,' নেভিল বলল।

'অ্যাসকুইথ অ্যাণ্ড ট্রেলনি, সেন্ট লু-তে ওদেব অফিস।'

'ধন্যবাদ মিঃ স্ট্রেঞ্জ,' লিচ্ বললেন, 'লেডি ট্রেসিলিয়ানের বিষয়সম্পত্তির ব্যাপারে ওঁদের কাছ থেকে আমাদের কিছু খোঁজখবর নেয়ার আছে!'

'তার মানে—' নেভিল বলল, 'ওঁর টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তি কে পাবে এ সব আপনারা জানতে চাইছেন, তাই তো?'

'ঠিকই ধরেছেন,' লিচ্ বললেন, 'এছাড়া উনি যদি কোনও উইল করে গিয়ে থাকেন তো তার শর্তাবলী, এই সব আর কি....'

'উইল উনি করেছিলেন কিনা জানি না,' নেভিল বলল, 'তবে ওঁর স্বামী পরলোকগত স্যার ম্যাথিউ ট্রেসিলিয়ান যে উইল করে গেছেন তার শর্ত অনুযয়ী ওঁর যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হবার কথা আমার আর আমার স্ত্রীর। লেডি ট্রেসিলিয়ান যত দিন জীবিত থাকবেন ততদিন শুধু ঐ বিষয়সম্পত্তির একটা সুদ পাবেন আর পাবেন আমৃত্যু এখানে থাকার অধিকার।'

'তাই নাকি, মিঃ স্ট্রেঞ্জ,' তীক্ষ্ণ চাউনি হেনে বললেন ইন্সপেক্টর লিচ্। 'টাকার পরিমাণটা কত বলতে পারেন?'

'এক্ষুণি বলতে পারছি না,' নেভিল বলল, 'তবে শুনেছি, কম করে এক লাখ পাউণ্ড আমার আর আমার স্ত্রী যার সমান অংশীদার হবার কথা।'

'সত্যিই, স্যার ট্রেসিলিয়ান দেখছি ভারি বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন।'

'আমার নিজের প্রচুর আছে,' নেভিল বলল। 'তাই অন্যের বিষয় সম্পত্তি হাতানোর লোভ আমার এতটুকু নেই।'

নেভিলকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাটল আর লিচ্ আবার ফিরে এলেন খাবার ঘরে। সেখানে গোয়েন্দা সার্জেন্ট জোনস ততক্ষণে সবার আঙ্গুলের ছাপ নিতে শুরু করেছেন।

ব্যাটল আর লিচ্ এরপরে বাড়ির কাজের লোকেদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। কিন্তু প্রশ্ন করেও তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু জানা গেল না, খাস আর্দালি হারস্টল রাতে শুতে যাবার আগে বাড়ির কোন কোন তালা এঁটেছিল তা তাঁদের দেখালো, সেইসঙ্গে বলল, সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে সে সব তালার প্রত্যেকটি সে অটুট আর অক্ষত দেখেছে। কাজেই বাইরের কোনও লোক তালা ভেঙ্গে বাড়িতে ঢুকেছিল এ সম্ভাবনা টিকছে না। হারস্টল যা বলল তার সারমর্ম হল, বাড়িতে সদর দরজায় ল্যাচ ছিল, অর্থাৎ বিশেষ চাবির সাহায্যে বাইরে থেকে ঐ ল্যাচ্ তালা খোলা যায়। মিঃ নেভিল স্ট্রেঞ্জ রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে ইস্টারহেড বে-তে গিয়েছিলেন, ওঁর ফিরে আসতে অনেক দেরি হয়েছিল তাই বিশেষ ল্যাচ্ কি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

'ইস্টারহেড বে-তে যাবেন বলে কাল রাতে মিঃ স্ট্রেঞ্জ ক'টা নাগাদ ফিরে এসেছিলেন মনে আছে?' চোখ পাকিয়ে জানতে চাইলেন ব্যাটল।

'আজ্ঞে আছে, সাহেব,' ভিতু ভিতু গলায় বলল হারস্টল, 'তখন রাত প্রায় আড়াইটে। মনে হয় ওঁর সঙ্গে আরও একজন কেউ এসেছিলেন, কারণ দু'জনের গলা আর একটা গাড়ির এঞ্জিন চালু হবার আওয়াজ আমি শুনতে পেয়েছিলমা। তারপর সদর দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ আর মিঃ নেভিলের সিঁড়ি দিয়ে ওঠার আওয়াজ কানে এসেছিল।"

"গতকাল রাত ক'টা নাগাদ উনি ইস্টারহেড বে-তে যাবেন বলে বেরিয়েছিলেন বলতে পারো?"

"আজ্ঞে পারি, সাহেব" একই রকম গলায় বলল হারস্টল, 'তখন কাঁটায় কাঁটায় রাত দশটা বেজে কুড়ি মিনিট হয়েছিল আমার স্পষ্ট মনে আছে।'

আর কিছু না বলে শুধু সায় দেবার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন ব্যাটল, হারস্টলের পেট থেকে এই মুহূর্তে আর কিছু বেরোবে না তা বুঝতে তাঁর বাকি নেই। বাড়ির বাকি কাজের লোকেদেরও ডেকে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ কবলেন, কিন্তু তারা সবাই খুব ঘাবড়ে গেছে আর এ পরিস্থিতিতে তা খুব স্বাভাবিক বলেই ব্যাটলের মনে হল।

কি করবেন বুঝতে না পেরে মামা ব্যাটলের মুখের দিকে অসহায়ভাবে তাকালেন ইন্সপেক্টর লিচ্।

"ঘাবড়ানোর কিছু নেই, জিম্', তাঁর চোখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ব্যাটল বললেন, 'এক কাজ করো তো, কাজের মেয়েদের মধ্যে একজনকে ফের তলব করো। না, গোল গোল চোখে যে তাকায় সে নয়, আরেক জন আছে শুঁটকো অম্বলের রুগির মত দেখতে। ওকেই দরকার। ও নির্ঘাৎ কিছু চেপে যাচ্ছে।'

ব্যাটল যার কথা বলছেন সেই কাজের মেয়ে এমা ওয়েলসকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠালেন ইন্সপেক্টর লিচ্। সে এসে দাঁড়াতে কোনও ভূমিকা না করে ব্যাটল বললেন, 'পুলিশের কাছে কিছু চেপে গেলে কিন্তু আপনার লাভ হবে না মিস ওয়েলস, এক সময় আমরা তা ঠিকই জানতে পারব আর তখন আমরা আপনাকে সন্দেহের চোখে দেখব।'

'ভুল করছেন, সাহেব,' শান্ত গলায় প্রতিবাদ করল এমা, 'আপনি যা বলছেন আমি মোটেও তেমন কিছু—'

'ব্যাস্, ব্যাস্, ঢের হয়েছে, আর একটি বাজে কথাও আমি শুনতে চাই না!' থাবার মত বিশাল হাতের পাতা তুলে ব্যাটল ধম্‌কে এমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমরা জানি এমন কিছু তুমি দেখেছো বা শুনেছো লেডি ট্রেসিলিয়ানের খুনের সঙ্গে যার সম্পর্ক আছে। আমি জানতে চাই সেটা কি?'

'আজ্ঞে ঠিক শুনেছি তা নয়,' গলা নামিয়ে মিনমিন করে বলল এমা, 'তবে কিছু কথাবার্তা আমার কানে এসেছিল। তবে আমি একা নই, হারস্টলও তা শুনেছে। তবে আমার মনে হয় এর সঙ্গে মা ঠাকরুণের খুনের কোনও সম্পর্ক নেই।'

'হয়ত নেই!' জোরে জোরে ঘাড় নেড়ে বললেন ব্যাটল, 'তবে তা নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে। তুমি যেটুকু শুনেছো শুধু সেটুকু আমাদের খুলে বলো, তাহলেই হবে!'

'তখন রাত দশটা বেজে গেছে,' এমা বলতে লাগল, ' মিস মেরি অ্যালডিন শীত গ্রীষ্ম বারো মাস রোজ রাতে শোবার সময় গরম জলের সেঁক নেন। হট ওয়াটার ব্যাগটা আমিই রোজ রাতে ওঁর খাটে রেখে আসি। ওখানে যেতে হলে মা ঠাকরুণের শোবার ঘরের দরজা পেরিয়ে যেতে হয়,' বলে কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ করল এমা।

'থামলে কেন!' ধমকে উঠলেন ব্যাটল, 'যা শুনেছো খুলে বলো!'

'ঐ দরজা পেরিয়ে যাবার সময় স্পষ্ট কানে এলো শোবার ঘরের ভেতরে আমাদের মা ঠাকরুণের সঙ্গে মিঃ নেভিলের দারুণ কথা কাটাকাটি হচ্ছে। দু'জনেই গলা চড়িয়ে কথা বলছেন।'

'মা ঠাকরুণ কি বলছিলেন তোমার মনে আছে?' প্রশ্ন করতে গিয়ে গলা অল্প নামালেন ব্যাটল।

'মনে পড়ছে সাহেব,' এমা বলল, 'মা ঠাকরুণ গলা চড়িয়ে বলছিলেন ওঁর বাড়িতে উনি এসব মোটেও হতে দেবেন না। পরে মিঃ নেভিল রেগে-মেগে বলছিলেন 'খবরদার! ওর সম্পর্কে ভুলেও যেন কিছু বোল না!'

ভাবলেশহীন মুখে ব্যাটল আরও কয়েকটা প্রশ্ন করলেন, কিন্তু এমার কাছ থেকে আর কিছু জানতে পারলেন না; শেষকালে হাত নেড়ে তিনি তাকে চলে যাবার ইশারা করলেন।

'আঙ্গুলের ছাপ সম্পর্কে জোনস নিশ্চয়ই এতক্ষণে কিছু খুঁজে পেয়েছে,' বললেন ইন্সপেক্টর লিচ্, কিন্তু সে সম্পর্কে কোনও আগ্রহ না দেখিয়ে ব্যাটল বলনে, 'ঘরগুলো খানাতল্লাশি করছে কে?'

'উইলিয়ামস,' লিচ্ বললেন, 'ছোঁড়া তুখোড়, ওর নজর থেকে কিছু এড়িয়ে যায় না।'

'খানাতল্লাশির আগে বাড়ির লোকেদের ঘরের বাইরে বের করে দিয়েছিলেন তো?'

'হ্যাঁ,' লিচ্ বললেন, 'উইলিয়ামস-এর খানাতল্লাশি শেষ হবার আগে কাউকে ভেতরে ঢুকতে দিই নি।' তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে উইলিয়াম ভেতরে মুখ বাড়াল।

'মিঃ নেভিল স্ট্রেঞ্জ-এর ঘরে আপনারা একবার আসুন,' লিচ্ আর ব্যাটলকে লক্ষ করে সে বলল, 'একটা জিনিস আপনাদের দেখাতে চাই।' কোনও কথা না বলে দুই পুলিশ অফিসার তার পেছন পেছন বাড়ির পশ্চিম দিকের একটা স্যুটে এসে ঢুকলেন। মুখে কিছু না বলে মেঝেতে পড়ে থাকা গাঢ় নীল রং-এর একটা কোট, ওয়েস্টকোট আর ট্রাউজার্সের দিকে আঙ্গুল নেড়ে ইশারা করল উইলিয়ামস।

'তুমি এগুলো পেলে কোত্থেকে?' জানতে চাইলেন ইন্সপেক্টর লিচ্।

'ওয়ার্ডরোব-এর নিচের তাকে তালগোল পাকিয়ে পড়েছিল স্যার।' বলতে বলতে মেঝে থেকে কোটটা তুলে তার একদিকের আস্তিন দেখিয়ে বলল, 'এদিকে একবার দেখুন, স্যার এই কালো দাগটা দেখছেন তো? আমি শপথ নিয়ে বলতে পারি স্যার এটা রক্তের দাগ। দেখুন স্যার, দাগটা গোটা আস্তিনে ছড়িয়ে গেছে।'

ইন্সপেক্টর লিচ্ একরাশ কৌতূহল চোখে নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছেন দেখে কোনও আগ্রহ না দেখিয়ে ব্যাটল বললেন, 'হুঁম্, এর ফলে নেভিলের পায়ের নীচের জমি আলগা হচ্ছে বলতেই হবে। যাক, ঘরের ভেতরে আর কোনও স্যুট পেয়েছো?'

'আর একটা পেয়েছি, স্যার,' বলল উইলিয়মস, 'গাঢ় ধূসর পিন স্ট্রাইপ, এছাড়া বেসিন উপছে প্রচুর জলও পড়েছে মেঝেতে।'

'যা দেখে তোমার মনে হয়েছে খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলতে কেউ প্রচুর জল ঢেলেছে, তাই তো?' খানিকটা আপনমনেই বললেন ব্যাটল, 'আবার পাশেই তো দেখছি খোলা জানালা, যার ভেতর দিয়ে বাইরে থেকে বৃষ্টির জলও আসতে পারে।'

'মেঝেতে জল থৈ থৈ করছে, স্যার,' বলল উইলিয়ামস। 'দেখুন সে জল এখনও শুকোয়নি। বাইরে থেকে বৃষ্টির জল ভেতরে এসে এমন হবার কথা নয়।'

ব্যাটল কোনও মন্তব্য করলেন না, একটি লোক দ্রুতপায়ে এঘরে এসে ঢুকল, তারপর রক্তমাখা জামাকাপড় খুলে দলা পাকিয়ে রাখল কাবার্ডের নীচের তাকে, সবশেষে বেসিনের কল খুলে দু'হাতের রক্ত ধুয়ে ফেলতে জল ঢালতে লাগল। রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলতে সে লোক এতই দিশাহারা হয়েছে যে বেসিন উপছে জল পড়ে গোটা ঘর যে ভেসে যাচ্ছে সেদিকে তার চোখ পড়ছে না। ঠিক এমনই একখানা ছবি যেন কল্পনায় রূপ নিচ্ছে তাঁর চোখের সামনে।'

ওপাশের দেয়ালে আঁটা দরজা ইশারায় দেখালেন ব্যাটল, সঙ্গে সঙ্গে উইলিয়ামস বলে উঠল, 'ওটা মিঃ নেভিল স্ট্রেঞ্জ-এর কামরা স্যার। ওপাশ থেকে তালাবন্ধ করা হয়েছে।"

'হুঁম্,' একটু ভেবে ব্যাটল লিচ্-এর দিকে তাকিয়ে বললেন 'খাস আর্দালি হারস্টলকে আরেকবার হাজির করো তো।'

'কাল রাতে মিঃ স্ট্রেঞ্জ আর লেডি ট্রেসিলিয়ানের মধ্যে ঝগড়া তোমার কানে এসেছিল তা আমাদের বলোনি কেন, হারস্টল?' খাস আর্দালি আসতে তাকে ধমকে প্রশ্ন করলেন ব্যাটল।

'আজ্ঞে ওটা ঠিক ঝগড়া বলে আমার মনে হয়নি, সাহেব,' হারস্টল চোখ পিট পিট করতে করতে বলল, 'দু'জনের মধ্যে কোনও ব্যাপারে মতবিরোধ ঘটেছে এটাই আমি ধরে নিয়েছিলাম। তা এমন তো কতই হয়।'

'যাক গে,' ইন্সপেক্টর লিচ্ বললেন, 'কাল রাতে ডিনারে মিঃ স্ট্রেঞ্জ কি স্যুট পরেছিলেন মনে আছে?'

'হারস্টল আমতা আমতা করছে দেখে ব্যাটল শান্ত গলায় বললেন, 'গাঢ় নীল না ধূসর পিন স্ট্রাইপ?

'তুমি মনে পড়ছে না বলে চেপে গেলও আর কারও মুখ থেকে আমি কিন্তু ঠিক জানতে পারব, হারস্টল।'

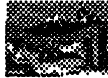
'আজ্ঞে মনে পড়েছে,' হারস্টল স্বাভাবিক গলায় বলল, 'মিঃ স্ট্রেঞ্জ-এর পরণে গাঢ় নীল স্যুট ছিল। গরমের সময় ইভনিং ড্রেস পাল্টানোর রেওয়াজ ওঁদের পরিবারে নেই। রাতে ডিনার খেয়ে ওঁরা প্রায়ই বেরোন। কখন বাগানে, কখনও বা ঘাটে গিয়ে কিছুক্ষণ বসেন।'

ব্যাটল ঘাড় নেড়ে সায় দিতে হারস্টল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ঠিক তখনই চোখে মুখে একরাশ উত্তেজনা নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন সার্জেন্ট জোনস, ব্যাটলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সবার আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়ে গেছে স্যার, কিন্তু শুধু একজনেরটা মিলে যাচ্ছে। আমি অবশ্য এখনও শুধু একটা খসড়া করেছি, তবে স্যার এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

'আপনি কি বলতে চান?' বললেন ব্যাটল।

'স্যার,' সার্জেন্ট জোনস বললেন 'গলফের লাঠির হাতলে যে আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া গেছে তা মিঃ নেভিল ট্রেঞ্জ-এর তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

'তাহলে এক দিক থেকে তো সবই জানা হয়ে গেল,' আপনমনে মন্তব্য করে ব্যাটল চেয়ারে গা এলিয়ে বসে পড়লেন।



ইন্সপেক্টর লিচ্‌কে সঙ্গে নিয়ে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল এরপরে এসে হাজির হলেন পুলিশ প্রধানের কাছে। পুলিশ প্রধান মেজর মিচেল যে সব সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে লেডি ট্রেসিলিয়ানের খুনি হিসেবে নেভিল স্ট্রেঞ্জকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার স্বপক্ষে অভিমত দিলেও ব্যাটল এত তাড়াতাড়ি তা করতে চাইলেন না। তিনি বললেন খুনের দিন রাতের বেলা কেউ নেভিলের হাতে গলফ্ খেলার লাঠি দেখে নি; খুনের হপ্তাখানেক আগে সমুদ্রের ধারে বালির ওপর নেভিল লাঠি হাতে গলফ্ খেলার অনুশীলন করছিল, হয়ত সেই সময় লাঠিতে তার আঙ্গুলের ছাপ লেগে থাকবে। পাশাপাশি ব্যাটল এও বললেন যে নেভিলের খেলা তিনি এর আগে দেখেছেন, প্রতিপক্ষের মারে জেরবার হলেও সে একবারের জন্যও রাগেনি বা উত্তেজিত হয় নি; রাগ বা উত্তেজনা সহজেই দমন করার স্বাভাবিক ক্ষমতা তার আছে। কাজেই, লেডি ট্রেসিলিয়ানের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে সে হাতে ধরা গলফ্ খেলার লাঠি দিয়ে মেরে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে এ যুক্তি তিনি কোনো মতেই মেনে নিতে পারছেন না। পাশাপাশি এ খুন ভেবেচিন্তে পরিকল্পনা করে ঘটানো হয়েছে এ সিদ্ধান্তও দাঁড়াচ্ছে না, কারণ সেক্ষেত্রে লেডি ট্রেসিলিয়ান চাইলেও সে কখনোই তাঁর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করত না। ওপর তলায় কাজের মেয়ে ব্যারেটফে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে বেশি রাতে সবার নজর এড়িয়ে চুপি চুপি এসে ঢুকত লেডি ট্রেসিলিয়ানের শোবার ঘরে; মাথায় আঘাত হেনে তাঁকে খুন করে সে শোবার ঘরের কিছু দামি জিনিস চুরি করত যাতে সবাই

ধরে নেয় বাইরে থেকে কেউ চুরি করতে ভেতরে ঢুকেছিল, লেডি ট্রেসিলিয়ানের ঘুম ভেঙ্গে যেতে তিনি তাকে বাধা দেন, তখন সে মাথায় আঘাত হেনে তাকে খুন করে। গল্‌ফ খেলার লাঠিটাও আদৌ খুনের হাতিয়ার কিনা সেই প্রশ্ন উঁকি দিয়েছে ব্যাটলের মনে।

ব্যাপারটা তিনি পুলিশ প্রধান মেজর মিচেলকে জানান। ব্যাটল বলেন নেভিলের ওপর জেনেশুনে খুনের দায় চাপাতে কেউ ঐ গল্‌ফ খেলার লাঠি ওখানে রেখেছিল, আর তার গায়ে শুকনো জমাট বাঁধা রক্ত সমেত নিহত লেডি ট্রেসিলিয়ানের মাথার কিছু পাকা চুল তাতে সেঁটে দিয়েছিল।

এরপরে আসে খুনের মোটিভের প্রশ্ন—ব্যাটল পুলিশ প্রধান মিচেলকে জানান উত্তরাধিকার সূত্রে লেডি ট্রেসিলিয়ানের মৃত্যুর পরে তাঁর টাকাকড়ি সব তারই পাবার কথা। ব্যাটল জানালেন নেভিল তাঁকে নিজে মুখে বলেছে তার টাকাকড়ি প্রচুর আছে, কাজেই লেডি ট্রেসিলিয়ানের টাকাকড়ি তার না হলেও চলবে। বাস্তবে তার আর্থিক অবস্থা সত্যিই কেমন বাজারে ধারদেনা আছে কিনা, কোনও ব্ল্যাকমেলারের আর্থিক চাহিদা মেটাতে হয় কিনা এসব খোঁজখবরও তিনি নেবেন। পুলিশ প্রধান জানালেন লেডি ট্রেসিলিয়ানের অ্যাটর্নিকে টেলিফোন করে তিনি জেনেছেন নিহত লেডি ট্রেসিলিয়ানের পরলোকগত স্বামীর উইল অনুযায়ী যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন বছরে পাঁচশো পাউণ্ড করে তাঁর পাবার কথা, খুন হবার আগে সে টাকার একাংশ তিনি নানা রকম শেয়ারে খাটিয়েছেন, বাকি টাকা উইল করে ব্যারেট, হারস্টল আর মেরি অ্যালডিনের নামে রেখে গেছেন। কাজেই আর্থিক তাগিদে এদের তিন জনেরও খুনের মোটিভ থাকা স্বাভাবিক। সব শেষে ব্যাটল পুলিশ প্রধানকে জানালেন তিনি এ রহস্যের আরও গভীরে ঢুকতে চান, নেভিল সমতে বাড়ির বাকি বাসিন্দাদের ওপরেও দিনরাত নজর রাখতে চান। পুলিশ প্রধান মেজর মিচেল তাঁকে স্বাধীনভাবে তদন্তের কাজ চালানোর অনুমতি দিলেন। পাশাপাশি নেভিলের বিবাহিত জীবন সম্পর্কেও খোঁজখবর নিতে বললেন।



'উইলিয়াম ছোঁকরা খানাতল্লাশী যা করার তার তো করেছে,' গালস পয়েন্টে ফিরে এসে ভাগ্নের দিকে তাকিয়ে ব্যাটল বললেন, 'তারপরেও আমি নিজে একবার ওপরতলার ঘরগুলো দেখব, জিম।'

'করো, যা তোমার খুশি,' মামার দিকে তাকিয়ে বললেন ইন্সপেক্টর লিচ্। তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সার্জেন্ট জোনস একটা ছোট কার্ডবোর্ডের বাক্স এনে তাঁদের সামনে রেখে বললেন, 'মিঃ নেভিল স্ট্রেঞ্জ-এর গাঢ় নীল কোটে যে কয়েকগুছি চুল লেগেছিল, সেগুলো এতে আছে। সবই যুবতী মেয়ের চুল। লাল চুল লেগেছিল হাতের আস্তিনে, আর বাদামী সোনালি চুল লেগেছিল কলারের ভেতরে আর ডান কাঁধে।'

'বাঃ, খাসা,' বাক্স খুলে চুলের গুছিগুলো দেখতে দেখতে মন্তব্য করলেন ব্যাটল,' মিঃ স্ট্রেঞ্জ-এর তো অনেক গুণ দেখছি, জিম বাড়ির ভেতরে দিব্যি মাগিবাজী চালিয়ে যাচ্ছে সবার চোখের সামনে! বা হাতে নিজের বউ-এর গলা জড়িয়ে ধরেছে ওদিকে আরেকজন মাথা রেখেছে তার কাঁধে।'

ওপরতলার একটি ঘরে কিছু পুরোনো আসবাব আর বাতিল জিনিসপত্র রাখা হয়েছে গাদাগাদি করে। মেঝের দিকে এক পলক তাকিয়েই ব্যাটল বুঝলেন গত ছ'মাসে এ ঘরে কেউ ঢোকেনি। সেখান থেকে নেমে আসার সময় সিঁড়ির মুখোমুখি জানালার গা ঘেঁষে একটা লম্বা লাঠি দাঁড় করানো আছে দেখলেন ব্যাটল। লাঠির আগায় একটা 'হুক' আঁটা তাও তিনি লক্ষ করলেন। এরপরে ইন্সপেক্টর লিচ্‌কে নিয়ে তিনি এসে ঢুকলেন লেডি ট্রেসিলিয়ানের শোবার ঘরে। ব্যাটল আর লিচ্ দু'জনেই দেখলেন শোবার ঘরের বিছানা পরিপাটি করে পাতা হয়েছে, এছাড়া ঘরের ভেতরে কোথাও কিছুই পাল্টায় নি, সব যেমন ছিল তেমনই আছে। ফায়ারপ্লেসে এই মুহূর্তে আগুন নেই, তার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতে একটা কিছু ব্যাটলের নজরে পড়ল, হাত বাড়িয়ে জিনিসটা তিনি তুলে নিলেন—একটা আগুন খোঁচানো লোহার শিক, সেকেলে গড়নের।

'ভাল করে এটা দ্যাখো, জিম,' ভাগ্নের চোখের সামনে শিকটাকে নিয়ে এলেন ব্যাটল, 'এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ছে?'

'দেখি—হ্যাঁ,' লিচ্ বললেন, 'বাঁ দিকের নব্‌টা ডানদিকের নব্-এর চেয়ে বেশি ঝকঝকে ঠেকছে। সার্জেন্ট জোনস ঠিক তখনই এসে ঢুকলেন ভেতরে। তাঁর দিকে চোখ পড়তে ব্যাটল বললেন, 'জোনস, দ্যাখো তো এই নব্-এর গায়ে আঙ্গুলের ছাপ পড়েছে কিনা?'

ডান দিকের নব্‌টায় আঙ্গুলের ছাপ পড়েছে স্যার,' খুঁটিয়ে দেখে বললেন জোনস, 'বাঁ দিকেরটায় পড়েনি।'

'এঘরের বাজে কাগজের ঝুড়িতে দলাপাকানো খানিকটা শিরিষ কাগজ চোখে পড়ল স্যার,' ব্যাটলকে বললেন সার্জেন্ট জোনস, 'তাতে রক্তের দাগ লেগেছে।' একটু থেমে সেই লোহার শিকের একটা নব্ খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে চমকে উঠলেন সার্জেন্ট, 'স্যার!' উত্তেজিত গলায় তিনি বললেন, 'দেখুন নব্-এর গায়ে কালচে দাগ, নির্ঘাৎ রক্তের দাগ!'

'ঠিকই দেখেছো, জোনস,' ব্যাটল বললেন, 'হয়ত এটাই আসল খুনের হাতিয়ার। বাড়ির ভেতরে, বাইরে ভালো করে খোঁজ জোনস, নিশ্চয়ই আরও অনেক কিছু জিনিস পাবে।' বলতে বলতে বলতে তিনি এসে দাঁড়ালেন খোলা জানালার সামনে। বাইরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বাইরে আইভি লতার গায়ে হলদে মত কি যেন আটকে আছে, ওটা তুলে আনো তো জোনস, হয়তো ওর মধ্যেও রহস্যের কিছু সূত্র পাওয়া যেতে পারে।'



সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল সঙ্গিদের নিয়ে শোবারঘর থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মেরি অ্যালডিন তাঁর পথ রুখে দাঁড়াল। মুখ তুলে জানতে চাইল, 'এই জঘন্য অপরাধ আমাদের কেউ করেনি বলে আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন। নিশ্চয়ই এ খুন বাইরের কোনও উন্মাদের কাজ!'

'আপনার বক্তব্য কিছুটা ঠিক, মিস অ্যালডিন,' বললেন ব্যাটল, 'এখন যে করেছে সে উন্মাদ তাতে সন্দেহ নেই তবে সে লোক বাইরে নয়, আপনাদের মধ্যেই আছে।'

'তার মানে?' বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলল মেরি, 'আপনি বলতে চান এ বাড়িতে কোনও পাগল আছে?'

'আপনি যা ভাবছেন আমি তা বলতে চাইছিনা, মিস অ্যালডিন,' ব্যাটল বললেন, 'পাগল নয়, 'উন্মাদ, ম্যানিয়াক। অনেক অপরাধী উন্মাদ আছে যাদের বাইরে থেকে দেখলে স্বাভাবিক মনে হয়। এ তেমনই কেউ বলে আমার বিশ্বাস।'

'ব্যাটলের কথা শুনে মেরি কেঁপে উঠল, তারপরে মিঃ ট্রিভসের এ বাড়িতে আসার ঘটনা, আর তাঁর মৃত্যু সবই বলল সে। শুনে ব্যাটল বললেন, 'বোঝাই যাচ্ছে মিঃ ট্রিভসকে খুন করা হয়েছে।'

'খুন!' আঁতকে উঠলে মেরি, 'কিন্তু তেমন কোনও প্রমাণ তো পাওয়া যায় নি।'

'খুনি অত্যন্ত চালাক ও ধূর্ত তাই খুব সাবধানে কাজ সেরেছে,' ব্যাটল বললেন, 'মিঃ ট্রিভস হার্টের রুগি জেনে সে তাঁর হোটেলে গিয়ে লিফট খারাপ প্লাকার্ড টাঙ্গিয়ে রেখেছিল লিফটের দরজার গায়ে। মিঃ ট্রিভস সেই ফাঁদে পা দিলেন। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার ধকল সইতে না পেরে হার্টফেল করে মারা গেলেন। কিন্তু তদন্তের স্বার্থে আপনাকে বলছি মিস অ্যালডিন, ট্রিভসের মৃত্যু প্রসঙ্গ আমায় যে বলেছেন আর আমি যা বলেছি তা যেন ভুলেও কাউকে বলবেন না। মনে রাখবেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।' মেরি ঘাড় নেড়ে জানাল সে তাঁর নির্দেশ মেনে চলবে।

লেডি ট্রেসিলিয়ানের আইনজীবী মিঃ ট্রেলনি এসেছিলেন, তাঁর মুখ থেকে ব্যাটল শুনলেন স্যার ম্যাথুর উইল অনুযায়ী তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পরে তাঁর যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি নেভিল স্ট্রেঞ্জ আর তার স্ত্রী সমান ভাগে পাবে। এই উইল করার সময় অড্রে ছিল নেভিলের স্ত্রী তাই নেভিলের মত সেও সম্পত্তির সমান দাবীদার। কে-র বরাতে যে কিছুই জুটবে না তা নেভিল ব্যাটলকে বুঝিয়ে বলল।



রাতের ডিনার সেরে হোটেলথেকে বেরিয়ে পড়ল অ্যাণ্ড্রু ম্যাকহোয়ার্টার। ছ'সাত মাস আগে যেখান থেকে আত্মহত্যা করতে গিয়ে ধরাপড়েছিল, পায়ে পায়ে সেখানে এসে দাঁড়াল সে। খানিক বাদে দেখল গালস পয়েন্ট বাড়ির পেছন দিকথেকে এক যুবতী বেরিয়ে এল। যেখান থেকে সে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল, যুবতী পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালসেখানে। মেয়েটি জলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে ম্যাকহোয়ার্টার পেছন থেকে এগিয়ে এসে ওকে ধরে ফেলল।

'কেন মরতে যাচ্ছেন?' জানতে চাইল সে। 'আপনি কি অসুখী?'

'না,' যুবতী কাঁপা গলায়বলল, 'বুঝতে পারছি ফাঁসি আমার হবেই, তাই তার আগে নিজের জীবন শেষ করে দিতে চাই।'

চাঁদের আলোয় যুবতীকে চিনতে পারল ম্যাকহোয়ার্টার, বলল, 'আপনি তো অড্রে নেভিল স্ট্রেঞ্জ-এর প্রথম স্ত্রী, তাই না?'

যুবতী ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

'নিশ্চিন্তে বাড়ি যান' আশ্বাস দেবার গলায় বলল ম্যাকহোয়ার্টার, 'বুঝেছেন? মিছে ভয় পাবেন না। আপনার যাতে ফাঁসি না হয় সে ব্যবস্থা আমি করব।'



পরদিন বাড়ির সবাই একতলার ড্রয়িংরুমে জড়ো হয়েছে এমন সময় ব্যাটল আর লিচ্ এলেন সেখানে, চামড়ার তৈরী একটি দস্তানা বের করে ব্যাটল জানতে চাইলেন তা কার। প্রথমে কে, তারপর মেরি দু'জনেই জানাল ওটা তাদের নয়। শেষে অড্রে স্বীকার করলল ঐ দস্তানা তার। দস্তানাটা নিয়ে নিজের ডান হাতে পরল সে। জিনিসটা তার ডান হাতে দিব্যি খাপ খেয়ে গেল।

'ওটা ডান হাতের, মিঃ স্ট্রেঞ্জ,' নেভিলের দিকে তাকিয়ে বললেন ব্যাটল, 'বাঁ হাতেরটাও আছে আমার কাছে, তবে তাতে শুকনো রক্তের দাগ লেগে আছে। মিসেস অড্রে স্ট্রেঞ্জ ন্যাটা তা আমি আগেই লক্ষ্য করেছি। লেডি ট্রেসিলিয়ানের মাথায় ডান দিকে আঘাত লেগেছিল। খুনি ন্যাটা হলে তেমন আঘাত হানা সম্ভব? মিসেস স্ট্রেঞ্জ, গত সোমবার ১২ই সেপ্টেম্বর লেডি ট্রেসিলিয়ানকে খুন করার অপরাধে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করছি, মনে রাখবেন, আপনি যা বলবেন তা আদালতে আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে।'

অড্রে একটিকথাও না বলে উঠে দাঁড়াল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে চাপা গলায় আক্ষেপের সুরে বলল, 'যাক, বাঁচা গেল।'

ঠিক তখনই ভেতরে ঢুকল অ্যাণ্ড্রু ম্যাকহোয়ার্টার, ব্যাটেলের কাছে এসে সে বলল, 'আপনাকে আমি কিছু বলতে চাই।'

'স্বচ্ছন্দে বলুন,' বললেন ব্যাটল।

গত সোমবার রাতে আমি ডিনার খেয়ে হোটেল থেকে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। এ বাড়ির কাছাকাছি আসার পরে নিজের চোখে কিছু দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু এ বাড়ির মালিক লেডি ট্রেসিলিয়ান যে সে রাতেই খুন হবেন তা আমি তখনও আঁচ করতে পারি নি।'

'আপনি যা দেখেছিলেন শুধু তাই বলুন,' চাপা গলায় ধমকে উঠলেন ব্যাটল।

ম্যাকহোয়ার্টার তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে প্রায় ফিসফিস করে কি বলল তা উপস্থিত বাকি সবার কানে গেল না।

'উনি যা বললেন তা জানার জন্য নিশ্চয়ই আপনাদের খুব কৌতূহল হচ্ছে,' ব্যাটল বললেন, 'হওয়াই স্বাভাবিক। ওঁর বক্তব্য সত্যি কিনা তা হাতে কলমে যাচাই করতে এ বার আমায় একবার বাইরে ফেরিঘাটে যেতে হবে। ওখানে লঞ্চ তৈরী আছে। বাইরে বেজায় ঠাণ্ডা, মহিলা গরম জামা গায়ে চাপিয়ে নিন।'

ইন্সপেক্টর লিচের সঙ্গে অদ্রে বাইরে বেরিয়ে পুলিশের গাড়িতে চাপল। তার খানিক বাদে ব্যাটল সবাইকে নিয়ে এসে পৌঁছালেন ফেরি ঘাটে, টেড ল্যাটিমার খানিক আগে এসেছে, সেও এল বাকি সবার সঙ্গে।



এলো সময়...

'...........এটা একটা অদ্ভুত খুনের মামলা,' চলন্ত পুলিশ লঞ্চের ডেকে দাঁড়িয়ে ব্যাটল যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন,' এ খুনের সূত্রপাত হয়েছিল বহুদিন আগে; খুনির উদ্দেশ্য ছিল একটাই, অদ্রে স্ট্রেঞ্জকে ফাঁসিতে ঝোলানো......'

যাত্রীদের কারও মুখে টুঁ শব্দটি নেই। একরাশ কৌতূহল বুকের ভেতর নিয়ে তারা ব্যাটলের কথা মন দিয়ে শুনছে।

'অদ্রে যেভাবে বিনা প্রতিবাদে খুনের অভিযোগ মাথায় নিয়ে চলে গেল, ব্যাটল বলতে লাগলেন, 'তা আমায় আর একটি মেয়ের কথা মনে করিয়ে দিল।—এ মেয়েটি বয়সে আরও ছোট। বোর্ডিং স্কুলে থেকে পড়াশোনা করে। বোর্ডিং-এ পরপর কয়েকটি চুরির দায় সে স্বেচ্ছায় নিজের মাথায় তুলে নিয়েছে, অথচ আমি জানি যে সে চোর নয়, একটি চুরিও সে করেনি। অদ্রেও যে সম্পূর্ণ নির্দোষ খুনের সঙ্গে সে জড়িত নয় সে বিষয়েও আমি নিশ্চিত। আমি জানি অদ্রেকে ফাঁসিতে ঝোলানোর উদ্দেশ্য আসল খুনি মতলব এঁটেছিল। কিন্তু আমরা পুলিশ অফিসার, সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতেই আমরা কাজ করি। সেই সাক্ষ্যপ্রমাণ অদ্রের বিরুদ্ধে যাওয়ায় তাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছি, একই সঙ্গে তার প্রাণ বাঁচানোর জন্য অলৌকিক কোনও ঘটনার জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেছি। ঈশ্বর আমার প্রার্থনা পূরণে যে ঘটনা ঘটালেন তাকে অলৌকিক ছাড়া কি বলা যায়। নয়ত আচমকা মিঃ ম্যাকহোয়ার্টার এসে হাজির হবেন কেন? ম্যাক, গত সোমবার রাতে আপনি যা দেখেছিলেন তা সবাইকে শোনান।'

'গত সোমবার রাত তখন এগারোটা। ডিনার খেয়ে আমি একটু বেরিয়েছি। দেখলাম গালস পয়েন্ট বাড়ির ওপর তলায় কোনও একটা জানালা থেকে বড় একখানা দড়ি ঝুলছে, সাঁতার কাটতে কাটতে একটা লোক সেই দড়ি বেয়ে ঘবে তরতর করে উঠে গেল ওপরে।

'আমরা এমন একজনকে জানি সে রাতে সাড়ে দশটা থেকে সোয়া এগারোটা পর্যন্ত যাকে বাড়ির ভেতরে দেখা যায় নি। এপারে ডাঙ্গায় তার নিশ্চয়ই কোনও বন্ধু ছিল। সে বন্ধুটি কি আপনি, মিঃ ল্যাটিমার?' বলতে বলতে ব্যাটল পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন।

'কি যা তা বলছেন!' চেঁচিয়ে উঠল টেড ল্যাটিমার 'সবাই জানে আমি সাঁতার কাটতে জানি না!' কে, মুখ বুঁজে আছো কেন? আমি যে সাঁতার জানি না তা ওঁকে বলে দাও!'

'ও, তাই বুঝি।' বলতে বলতে ব্যাটল পায়ে পায়ে আরও এগিয়ে গেলেন টেড-এর দিকে, ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে টেড ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে।

'সত্যিই তো,' চেঁচিয়ে উঠল কে, ' টেড সাঁতার জানে না!' নেভিল জলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটলের হাত তার হাত শক্ত করে চেপে ধরল।

'জলে ঝাঁপ দিলেও পালাতে পারবেন না, মিঃ স্ট্রেঞ্জ', বজ্র কণ্ঠে বললেন ব্যাটল, 'আমাদের লোকেরা চারদিকে ঘিরে আছে। যাক, মিঃ ল্যাটিমার যে সত্যিই সাঁতার জানেন না তা প্রমাণিত হল। আমি দুঃখিত কিন্তু মিঃ ল্যাটিমার সত্যিই সাঁতার জানেন কিনা হাতে কলমে তা যাচাই করা এছাড়া আর কোনও বিকল্প

ছিল না। যাক, মিঃ স্ট্রেঞ্জ, মিঃ ল্যাটিমার তার জানেন না, মিঃ রয়েডের একটা হাত পঙ্গু, তাই ওঁর পক্ষেও দড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা সম্ভব নয়। বাকি ছিলেন আপনি, আপনি নিজে ভাল খেলোয়াড়, পর্বতারোহী, ভাল সাঁতার কাটতে পারেন। কাজেই সে রাতে সাঁতার কেটে এসে দড়ি বেয়ে যে আপনিই ওপরে উঠেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু তার মানে আমিই যে লেডি ট্রেসিলিয়ানকে খুন করেছি তার কি প্রমাণ?' গলা চড়িয়ে বলল নেভিল। 'ওঁকে খুন করতে চাইবই বা কেন?'

'আপনি খুন করতে চান নি, আসলে আপনি অড্রেকে ফাঁসিতে ঝোলাতে চেয়েছিলেন কারণ সে আপনাকে ছেড়ে অন্য এক পুরুষের সঙ্গে চলে গিয়েছিল। ছোটবেলা থেকেই যে আপনার মাথার গোলমাল আছে তাও আমাদের জানতে বাকি নেই—খুব ছোটবেলায় তীর ছুঁড়ে আপনি অন্য একটি শিশুকে খুন করেছিলেন, তার আগে মন দিয়ে তীর ছোঁড়া শিখেছিলেন। এইভাবেই ছোটবেলা থেকেই যে আপনার বিরোধিতা করেছে তাকেই খুন করার এক অদ্ভুত অপরাধীসুলভ মানসিকতা বাসা বেঁধেছে আপনার মনে। আপনার সঙ্গে টিকতে না পেরে অড্রে মিঃ টমাস রয়েডের ভাই অ্যাড্রিয়ানের সঙ্গে বাড়ি থেকে পালাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, অ্যাড্রিয়ান সেদিনই গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেলেও ওঁর সঙ্গে তাঁর সেদিন আর দেখা হয়নি। আপনি অড্রেকে সত্যিই ভালবাসতেন, তাইত নিজে হাতে তাকে খুন করতে পারেন নি, মিথ্যা খুনের অভিযোগে ফাঁসিতে তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করার চক্রান্ত এঁটেছিলেন। যে ছোটবেলায় তীর ছুঁড়ে অন্য একটি শিশুকে খুন করেছিলেন তা জানতে পেরেছিলেন একজন, তিনি মিঃ ট্রিভস। আর আপনি তা আঁচ করে তাঁর হোটেলে গিয়ে সবার নজর এড়িয়ে লিফট খারাপ নোটিস ঝুলিয়ে দিলেন লিফটের গায়ে। ফলে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে মারা গেলেন মিঃ ট্রিভস। প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও এটাই ছিল আপনার প্রথম খুন। লেডি ট্রেসিলিয়ানের হত্যাকাণ্ড হল আপনার দ্বিতীয় খুন।'

প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো নেভিল, কান্নার ফাঁকে ভেসে আসতে লাগল তার আক্ষেপ—

'জাহান্নামে যাক অড্রে! ওকে ফাঁসিতে ঝুলতেই হবে। অড্রেকে মৃত্যুর হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না!' কাঁদতে কাঁদতে সে পড়ে গেল ডেকের ওপরে। তার দিকে চোখ পড়তে ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল মেরি অ্যালডিন, পাশে দাঁড়ানো টমাস রয়েডের দিকে ঘুরে দাঁড়াল সে। টমাস মেরির একখানা হাত শক্ত করে চেপে ধরল নিজের হাতের মুঠোয়।

❑ টুওয়ার্ডস জিরো

অনুবাদ ঃ শুভদেব চক্রবর্তী